পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-

শ্রীমন্মধুসূদনসরস্বতীবিরচিতা

অদ্বৈতসিদ্ধিঃ

এতন্নিরস্যমানন্যায়ামৃতগ্রন্থসহিতা

মিথ্যাত্বদ্বিতীয়লক্ষণাদিমিথ্যাত্বসামান্যোপপত্তিপর্য্যন্তা

[দ্বিতীয়োভাগঃ]

—o:*:o—

কলিকাতা রাজকীয়-সংস্কৃতবিদ্যালয়স্থ-সাংখ্যবেদান্তমীমাংসাদি-

বিবিধ-শাস্ত্রাধ্যাপক-পণ্ডিতপ্রবর-

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-

পরিশোধিতা, তৎকৃত-টীকা-বঙ্গানুবাদ-তাৎপর্য্যসমেতা

—o:*:o—

ন্যায়বেদান্তাদি নানাশাস্ত্রানুবাদক-

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-

সম্পাদিতা, তৎকৃত-ভূমিকাসহিতা চ।

—o:*:o—

প্রকাশক—শ্রীক্ষেত্রপাল ঘোষ

৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।

—*—

কলিকাতা

১৮৫৩ শকাব্দ, ১৩৩৮ সাল,

১৯৩১ খৃষ্টাব্দ।

কলিকাতা
৬নং পাশিবাগানলেনস্থিত কমার্সিয়ালগেজেট প্রেস হইতে
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

উৎসর্গ

যাঁহাদিগকে
জগতের জনকজননীস্বরূপ বলিয়া
ভাবিতে পারিলে জীবগণ
পরমাভীষ্টলাভ করে
আমাদিগের সেই জনকজননী
৺শ্রীহীরালাল ঘোষ
এবং
৺শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর
প্রীতির উদ্দেশ্যে
এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি
উৎসর্গীকৃত হইল।

সানুজ—
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

নিবেদন।

করুণাময় শ্রীমধুসূদনের অপার কৃপায় অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয় ভাগ সংবৎসরের মধ্যেই প্রকাশিত হইল। ইহাতে মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ হইতে মিথ্যাত্বমিথ্যাত্ব পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় বিদ্বন্মণ্ডলী এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে, আমার এই অকিঞ্চন প্রয়াসে কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আমাকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহারই ফলে এতশীঘ্র এই দ্বিতীয় ভাগটী সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। কিন্তু যে পরমপূজ্য-শ্রীচরণ মহানুভব লক্ষণশাস্ত্রী মহোদয়ের কৃপায় এই গ্রন্থের দুই এক অক্ষরের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম—যাঁহার চেষ্টায় এই বঙ্গদেশে অদ্বৈত-সিদ্ধির প্রচার হয়, এবং যাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাকে বিশেষভাবে এই দুষ্কর কার্য্যে সাহস প্রদান করিয়াছিল, তাঁহার শ্রীচরণে এই ভাগটী আর আমি নিবেদন করিতে পারিলাম না, এ ক্ষোভ হইতে আর আমি মুক্ত হইতে পারিব না। এই গ্রন্থসমাপ্তির অল্পদিন পূর্ব্বেই তিনি মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলীন হইয়াছেন।

কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেও উৎসাহের কথা এই যে, সাধারণ বিদ্যোৎ-সাহিবর্গ ইহার প্রতি যেরূপ সমাদর প্রদর্শন করিতেছেন—তাহাতে মনে হয়—সাধারণের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রানুরাগ ফিরিয়া আসিবে, অদ্বৈতসিদ্ধিজাতীয় গ্রন্থেরও আবার পঠনপাঠন প্রবর্ত্তিত হইবে, পরমপূজ্য শ্রীচরণ-শাস্ত্রীমহোদয়ের উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হইবে।

অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্তাবগতির জন্য অদ্বৈতসিদ্ধি যেরূপ উপযোগী এবং তত্ত্ববহুল চরমগ্রন্থ, এরূপ আর কোন গ্রন্থ নাই। এই অদ্বৈত-সিদ্ধিগ্রন্থের পূর্ব্বে এই জাতীয় যে সব গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, এই অদ্বৈত-সিদ্ধিতে তাহাদেরই চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। কারণ, দ্বৈতবাদী

মাধ্বমতাবলম্বী পূজ্যপাদ ব্যাসাচার্য্য অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ সমুদ্রমন্থন করিয়া ন্যায়ামৃত রচনা করিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন করিলে এই অদ্বৈতসিদ্ধি সেই ন্যায়ামৃত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমতের নির্দ্দোষতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন—ন্যায়ামৃতের অনুকরণে অদ্বৈতসিদ্ধি রচিত, কিন্তু ঠিক্ তাহা নহে। কারণ, ন্যায়ামৃতও অদ্বৈতসিদ্ধিজাতীয় কোন এক পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের অনুকরণে রচিত, তাহা এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই বিলুপ্ত গ্রন্থ ব্রহ্মসিদ্ধি, কি ইষ্টসিদ্ধি, কি বেদান্তকৌমুদী, কি অন্য কিছু, তাহা গ্রন্থাভাবে এখনও নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। ফলতঃ বিপক্ষের যাবতীয় আক্রমণ প্রতিহত করায় অদ্বৈতসিদ্ধি যে এ বিষয়ে চরমগ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমভাগপাঠে, আশা করি, পাঠকবর্গ, এই গ্রন্থের পরিচয় কিঞ্চিৎ পাইয়াছেন। এক্ষণে এই দ্বিতীয়-ভাগ দেখিয়া, আশা করি পাঠকবর্গের সেই ধারণা আরও সুদৃঢ় হইবে। বিদ্যার্থিগণ যাহাতে অনায়াসে গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য ইহার টীকাটী যথাসাধ্য সরল এবং অনুবাদ ও তাৎপর্য্য তত্ত্ববহুল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে ইহার পঠনপাঠন যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। তথাপি বলিয়া রাখি, এ শাস্ত্র সন্ন্যাসীরই শাস্ত্র, আমরা ইহার অধিকারী নহি।

পরিশেষে, যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয়ে এই গ্রন্থের সম্পাদন ও প্রকাশকার্য্য সম্পন্ন হইল, সেই পরমকল্যাণভাজন শ্রীমান্ রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ এবং শ্রীমান্ ক্ষেত্রপাল ঘোষ মহাশয়দ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করি সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই শ্রেণীর অমূল্য শাস্ত্রপ্রচার করিয়া দেশবাসীর এবং নিজের কল্যাণ সাধন করিতে থাকুন।

কলিকাতা, রাজকীয়
সংস্কৃতবিদ্যালয়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

সম্পাদকের নিবেদন।

ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রথমভাগেরই ন্যায় মূল, টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, এবং পরিশেষে এই অদ্বৈতসিদ্ধি যে দ্বৈতবাদী শ্রীমদ্‌ব্যাসাচার্য্যপ্রণীত ন্যায়ামৃতগ্রন্থের প্রত্যক্ষর প্রতিবাদ, সেই ন্যায়ামৃত গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ পরিশিষ্টাকারে প্রদত্ত হইয়াছে। পরমশ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় এ ভাগেও পরিশ্রমের কোনরূপ ত্রুটী করেন নাই।

এই ভাগে মিথ্যাত্বের শেষ চারিটী লক্ষণ, অর্থাৎ দ্বিতীয় লক্ষণ হইতে পঞ্চম লক্ষণ এবং মিথ্যাত্বসামান্যোপপত্তি অর্থাৎ মিথ্যাত্বটী মিথ্যা কি সত্য, এই পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল। এইরূপে এই ভাগে সেই সুবিশাল অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের যতটুকু অংশ প্রকাশিত হইল, তাহাতে অদ্বৈততত্ত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকর্তৃক জগতের মিথ্যাত্বসাধক অনুমানের অর্থাৎ—

প্রপঞ্চঃ মিথ্যা	(প্রতিজ্ঞা)
দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, অংশিত্বাৎ	(হেতু)
যথা—শুক্তিরজতম্	(উদাহরণ)

এই অনুমানের সাধ্য যে মিথ্যাত্ব তাহারই বিবরণ এবং তদ্‌বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদীর যাবতীয় আপত্তির খণ্ডন সমাপ্ত হইল। অদ্বৈতসিদ্ধির এই অংশমাত্রে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে অবশিষ্ট অংশ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, এজন্য সাধারণতঃ কৃতবিদ্য বিদ্যার্থিগণ অধ্যাপকের নিকট এই অংশটুকু অতি যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। ভগবানের

বিশেষ কৃপায় এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় সেই অংশটুকু আজ যথাসম্ভব সহজবোধ্য হইয়া প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি অধিগত হইলে বেদান্তসিদ্ধান্তসম্বন্ধে আর অজ্ঞাত কিছুই থাকে না।

এই ভাগেও প্রথমভাগের ন্যায় একটী ভূমিকা সংযোজিত করা হইল। ইহাতে বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে শাস্ত্রচর্চ্চাসম্বন্ধে আমাদের অনেকের যেরূপ প্রতিকূল বা উদাসীন মনোভাব জন্মিতেছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে। বর্ত্তমানের এই ভাবটী, আমাদের জাতীয় ভাব-ধারার যেরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতে বসিয়াছে, তাহাতে এ বিষয়ে আর দৃষ্টিহীন হইয়া থাকা উচিত নহে। ইহজগতের উন্নতিই যেমন জীবনের লক্ষ্য নহে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ইহজগতের উন্নতি বিসর্জ্জন করাও উচিত নহে। আমরা যদি কেবল ইহজগৎ লইয়া বিব্রত হই, তাহা হইলে আমরা ঠিক্ লাভবান্ হইতে পারিব না। এজন্য শাস্ত্রচর্চ্চা বর্জ্জন করা কোনমতেই উচিত নহে। আর এজন্য এ বিষয়ের সময়োচিত কিঞ্চিৎ আলোচনা এই ভূমিকামধ্যে প্রদত্ত হইল।

শারদীয়া দুর্গাপূজা
১লা কার্ত্তিক, সন ১৩৩৮ সাল।
৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।

সম্পাদক
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ভূমিকা (দ্বিতীয় ভাগ)।

এই ভূমিকার আবশ্যকতা।

এই গ্রন্থের প্রথমভাগে এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি-উৎপাদন এবং সামর্থ্য-সম্পাদনের জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হইয়াছে। এক্ষণে সেই সম্পর্কে আরও দুই একটী প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করা আবশ্যক মনে হইতেছে। কারণ, প্রথমভাগের ভূমিকামধ্যে এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি-উৎপাদনের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া শাস্ত্রীয় রীতিতে তাদৃশ প্রবৃত্ত্যুৎপাদনে বাধার নিরাকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানের প্রচলিত পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাসংস্কৃত রীতিতে এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত্যুৎপাদনে যে সব বাধা উপস্থিত হয়, তাহার নিরাকরণ করা হয় নাই। এজন্য এই ভূমিকামধ্যে এতাদৃশ বাধার নিরাকরণে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাইতেছে।

এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির প্রতি আধুনিক বাধা।

এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত্যুৎপাদনের বাধারূপে আজকাল যে সকল কথা বলা হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে পাঁচপ্রকার মতবাদসংক্রান্ত কথাই প্রধান বাধা বলা যাইতে পারে, যথা—

১। ক্রমোন্নতিবাদ সংক্রান্ত বাধা।

২। বেদের পৌরুষেয়তা নিবন্ধন বাধা।

৩। বেদোক্ত পরস্পরবিরুদ্ধমতবাদসমূহের সত্যতাসংক্রান্ত বাধা।

৪। মহর্ষিগণের মতের ভ্রান্ততানিবন্ধন বাধা এবং

৫। জীবজ্ঞানের স্বোৎপত্তিত্বপ্রযুক্ত বাধা।

এই সকল মতবাদের কথা মনোমধ্যে উদিত হইলে এই অদ্বৈতসিদ্ধি-জাতীয় দুরূহ গ্রন্থের অনুশীলনে লোকের মনে প্রবৃত্তির অভাব উৎপন্ন

হইবার কথা। অতএব এই দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকামধ্যে এই সকল মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাই বলা যাইতেছে।

১। ক্রমোন্নতিবাদসংক্রান্তবাধা।

এই জাতীয় গ্রন্থ আলোচনায় প্রথম বাধা ক্রমোন্নতিবাদ সংক্রান্ত বাধা। এই বাদের মূলমন্ত্র অনন্ত উন্নতি, সুতরাং অনন্তসুখসম্প্রাপ্তি। এই মতবাদটী আমাদের দেশে যে আকারে ছিল বা বর্ত্তমান, তাহাতে আমাদের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে ইহা যে আকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহার পর ইহা ভারতে আসিয়া যে রূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে হইবারও সম্ভাবনা। ইহাই আপাততঃ আমাদের এই জাতীয় গ্রন্থালোচনায় বাধা উৎপাদন করিতেছে। অতএব এই ভারতীয় পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদই এস্থলে আমাদের আলোচ্য ক্রমোন্নতিবাদ।

আমাদের দেশের ক্রমোন্নতিবাদের পরিচয়।

আমাদের দেশে ক্রমোন্নতিবাদ কর্ম্মমীমাংসকদিগের মধ্যে এবং দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। এই ক্রমোন্নতিবাদ ঠিক্ পাশ্চাত্ত্য ক্রমোন্নতিবাদ না হইলেও সুখের অনন্ত বিবৃদ্ধি অংশে বড় বেশি প্রভেদ নাই। এজন্য নিম্নে আমাদের দেশীয় ক্রমোন্নতিবাদের পরিচয় দিয়া পরে পাশ্চাত্ত্য ক্রমোন্নতিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

কর্ম্মমীমাংসকমতে ক্রমোন্নতিবাদ।

আমাদের দেশে কর্ম্মমীমাংসকদিগের মধ্যে ক্রমোন্নতিবাদ যে আকারে বর্ত্তমান, তাহা এই—বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি করিলে মানবের স্বর্গসুখ হইয়া থাকে। এই স্বর্গে সর্ব্ববিধ সুখসম্ভোগ হয়, যাহাই কামনা হয়, তাহাই পূর্ণ হইয়া থাকে, মানবের কোন অভাব থাকে না, মানব সুখসাগরে ডুবিয়া বা ভাসিতে ভাসতে আত্মহারা হইয়া যায়। অবশ্য

কর্ম্মফলের ক্ষয় হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু তাহাতে আবার উন্নত জন্মই লাভ হয়। তাহার পর একবার যাগবিশেষের ফলে যদি একশত বৎসর স্বর্গ হয়, তাহা হইলে, এখানকার এক বৎসর দেবলোকের একদিন বলিয়া এখানকার অনুপাতে ৩৬৫০০ ছত্রিশ হাজার পাঁচ শত বৎসরই সেই যাগবিশেষের ফলে স্বর্গ হইয়া থাকে। এইরূপে যাঁহারা নিত্য বা পুনঃ পুনঃ এইরূপ যাগাদি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের তাদৃশ স্বর্গ একপ্রকার অক্ষয় স্বর্গই হইয়া যায়। আর কর্ম্মফলশেষে পতন হইলেও আবার তাদৃশ যাগের অনুষ্ঠানে আবার সেইরূপ স্বর্গ হয়। আর এই সঙ্গে যোগবিদ্যার অনুশীলন থাকিলে ইচ্ছামৃত্যু, নিরোগ শরীর প্রভৃতিও হইতে পারে। সুতরাং যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মবিশেষের ফলে মানবের উন্নতি অনন্ত উন্নতিতে পরিণত হয়। মানবের যেমন আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, তদ্রূপ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার উন্নতিরও শেষ থাকে না, তাহার সুখের সমাপ্তি হয় না।

কর্ম্মমীমাংসার বিরুদ্ধে আপত্তি ও খণ্ডন।

এমতে আপত্তি করিয়া যদি কেহ বলেন যে, এই যাগাদির অনুষ্ঠানে ত দুঃখও কিছু থাকে, আর সময়বিশেষে পতন ঘটায়, তাহাতে দুঃখও অনিবার্য্য হয়, অতএব দুঃখশূন্য সুখলাভ ত আর হইল না, ইত্যাদি; তাহা হইলে এই মতে বলা হয় যে, দুঃখশূন্য সুখ নাই, উহা অসম্ভব কথা। সুতরাং কৌশলে দুঃখের মাত্রা কমাইয়া সুখের মাত্রা বর্দ্ধিত করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বস্তুতঃ বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে। অতএব ইহাই পুরুষার্থ, ইহারই জন্য জীবমাত্রের যত্ন করা কর্ত্তব্য। সুখ যদি প্রাণিমাত্রের অভীষ্ট হয়, আর সেই সুখ যদি দুঃখশূন্য না হয়, এবং সেই সুখ যদি বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা যথাসম্ভব অধিকমাত্রায় লভ্য হয়, তাহা হইলে সেই বেদোক্ত কর্ম্মই মানবমাত্রের অনুষ্ঠেয়। ইহাই মানবের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার কথা।

মীমাংসকক্রমোন্নতিবাদের প্রমাণ।

মীমাংসকের এই মতবাদটীকে একপ্রকার ক্রমোন্নতিবাদ বলা যাইতে পারে। ইহার আভাস গীতামধ্যেও পাওয়া যায়, যথা—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা, যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥৯।২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥"৯।২১

অর্থাৎ বেদোক্তক্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ, সোমপায়িগণ যজ্ঞদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন।৯।২০। তাহার পর তাঁহারা সেই বিপুল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন, পুনরায় বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কামনাশীল ব্যক্তিগণ সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন।৯।২১

বেদমধ্যেও এই কথা পাওয়া যায়, যথা—

"অপাম সোমমমৃতা অভূম"

অর্থাৎ আমরা সোমপান করিয়া অমর হইব, ইত্যাদি। সুতরাং ইহাতে মানব কখনই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে না, কখনই অসঙ্গ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে পারিবে না—কিন্তু অনন্ত কামনার অনন্ত পরিপূর্ত্তি অনন্তকাল ধরিয়া হইতে থাকিবে। আর এজন্য ইহা একপ্রকার অনন্তক্রমোন্নতিই হইতেছে বলা যায়।

উপাসকসম্প্রদায়ের ক্রমোন্নতিবাদ।

আমাদের দেশীয় উপাসকসম্প্রদায়ের ক্রমোন্নতিবাদ বলিতে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর মতবাদ বুঝিতে হইবে। কারণ, ইহাদের মতে জীব ভগবানের সঙ্গ ও সেবাজন্য অনন্তসুখে সুখী হইয়া

থাকে। জীব ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া যায় না, কিন্তু কিছু পৃথক্ থাকিয়া সেই অনন্তসুখ ভোগ করে। এ সুখের শেষ নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে থাকে। মধুরভাবে এই সুখের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য বিরহ ও মিলন উভয়ই স্বীকার করা হয়। ফলতঃ জীব শুদ্ধ আত্মস্বরূপে থাকিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান অনন্তসুখে সুখী হইয়া থাকে। জীবের স্বরূপের আর উন্নতি বা পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং এই উপাসকসপ্রদায়ও একপ্রকার অনন্তক্রমোন্নতিবাদীই হইতেছেন।

উপাসকসম্প্রদায়ের ক্রমোন্নতিবাদে প্রমাণ।

উপাসকসম্প্রদায়ের এই অবস্থার কথা ছান্দোগ্যাপনিষদে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। যথা—

"অথ য ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্ তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি" ।৮।১।৬

"যং যম্ অন্তম্ অভিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে, সোঽস্য সংকল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে" ।৮।২।১০

অর্থাৎ যিনি এই লোকে এই আত্মাকে এবং সত্য কামনাসমূহকে জানিয়া চলিয়া যান, সর্ব্বলোকে তাঁহার স্বাধীন আচরণ হইয়া থাকে।

তিনি যে যে বিষয় অভিলাষ করেন, যে কাম্যবস্তু কামনা করেন, সঙ্কল্পমাত্রেই তাহা তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি তাহা লাভ করিয়া মহীয়ান্ হন।

আমাদের দেশীয় ক্রমোন্নতিবাদে আমাদের ক্ষতি হয় নাই।

আমাদের দেশীয় ক্রমোন্নতিবাদে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। কারণ, ইহার মূল—নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের আকার অভ্রান্ত স্বতঃ-প্রমাণ বেদ এবং অমূলক শাস্ত্রসমূহ। সুতরাং একটা নিত্য স্থির সিদ্ধান্ত এমতে পাইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আলোচ্য অনন্ত-ক্রমোন্নতিবাদে কোন নিত্য স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপায়

নাই। এজন্য ইহাতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ এই নিমিত্তই এই প্রসঙ্গের আলোচনা আবশ্যক হইয়াছে।

পাশ্চাত্যক্রমোন্নতিবাদ।

পাশ্চাত্যদেশে যে ক্রমোন্নতিবাদ প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মূল কতকটা গ্রীক্‌দর্শনে এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের মধ্যে থাকিবার কথা। আর তাহা কতকটা ভারতীয় উপাসকসম্প্রদায়রে ক্রমোন্নতিবাদেরই অনুরূপ। কারণ, খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে ভগবৎসকাশে জীবের শেষবিচারের পর জীব ভগবানের রাজ্যের প্রজা হইয়া উত্তরোত্তর সুখের অধিকারী হইয়া থাকে, অথবা পাপী হইলে অনন্ত নরক ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু পরবর্ত্তী পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে এই মতবাদটী ক্রমে অন্য আকার ধারণ করে। আর এজন্য মহাত্মা ডারুইনের নাম প্রথম গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহাত্মা ডারুইন প্রথমে বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতিবাদ প্রচার করেন। ইহাতে তিনি জীবজাতির অভিব্যক্তি কিরূপে হয়, তাহাই প্রদর্শন করেন। ইহারই মতাবলম্বনে বলা হয়—বানর ও বনমানুষের জাতি হইতে মানবজাতির অভিব্যক্তি হইয়াছে। ইহার পর এই অভিব্যক্তি-বাদ বৈজ্ঞানিকগণ জগতের সকল বিষয়ে সকল ব্যাপারে লক্ষ্য এবং অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই অনুসন্ধানে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণও প্রবৃত্ত হইলেন। আর তাহারই ফলে বর্ত্তমান দার্শনিক পাশ্চাত্ত্য ক্রমোন্নতিবাদ আবির্ভূত হইয়াছে। আর তাহাই আবার ভারতীয় শিক্ষিতসমাজে প্রবেশলাভ করিয়া কথঞ্চিৎ অভিনব দার্শনিক ক্রমোন্নতিবাদে অর্থাৎ অনন্তক্রমোন্নতিবাদে পরিণত হইয়াছে। আর তাহাই—আমাদের নিকট শাস্ত্রানুশীলনের পক্ষে মহান্ অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যেহেতু এই মতে প্রাচীনের জ্ঞানভাণ্ডার সবই আজ প্রায় বাতিল হইয়া গিয়াছে। এইজন্য এই প্রবন্ধে এই অনন্ত-ক্রমোন্নতিবাদের বিষয়ই আলোচিত হইবে।

পাশ্চাত্যক্রমোন্নতিবাদের সামান্যপরিচয়।

এমতে সকলেরই উন্নতি অনন্ত স্বীকার করা হয়। এই উন্নতির সীমা নাই, ইহার আদিও নাই। জগতের প্রত্যেক বস্তুরই অনন্তকাল হইতে উন্নতি হইয়া আসিতেছে, এবং অনন্তকালই এই উন্নতি হইতে থাকিবে। ইহার বিরাম কখনও হইবে না।

পাশ্চাত্যক্রমোন্নতিতে জাতি ও ব্যক্তির উন্নতি।

কেহ বলেন—এই উন্নতি জাতি ও ব্যক্তি উভয়েরই হইতেছে। এই জাতি যেমন মনুষ্যত্ব, গোত্ব, অশ্বত্ব, এবং ব্যক্তি যেমন কোন একটী মনুষ্য, কোন একটী গো বা কোন একটী অশ্ব। জাতির উন্নতি—যেমন বানর বা বনমানুষ জাতি হইতে মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তি, আর ব্যক্তির উন্নতি অর্থ—প্রত্যেক ব্যক্তির সুখসম্পদ্‌, জ্ঞান, বল প্রভৃতির বৃদ্ধি এবং দেহ, মন ও আত্মা প্রভৃতির স্বরূপেরও উৎকর্ষলাভ বুঝায়।

পাশ্চাত্যক্রমোন্নতিতে জাতির উন্নতি।

কেহ বলেন—এই উন্নতি কেবল জাতিরই হয়, ব্যক্তির নহে। জাতির উন্নতিবশতঃ ব্যক্তির সুখসম্পদ্‌বৃদ্ধি হইলেও আত্মা যেমন তেমনই থাকে। অন্যে কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন না, এই মতে কেবল জাতিরই উন্নতি হয়—বলা হয়।

জাতির উন্নতির ফল।

মানবজাতির উন্নতির ফলে পূর্ব্বেকার সাধারণ মানব হইতে বর্ত্তমানের সাধারণ মানব—সুখ শান্তি জ্ঞান বল ও ঐশ্বর্য্যে উন্নত। অতীতের সাধারণ মানুষের এত সুখ শান্তি জ্ঞান বল ও ঐশ্বর্য্য ছিল না। বর্ত্তমানের ব্যক্তিবিশেষ হইতে অতীতের ব্যক্তি বিশেষের হয় ত কখন কখন অধিক সুখশান্তি, স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে মাববজাতির উন্নতি অতীত হইতে বর্ত্তমানে অধিক মনে করা যাইতে পারে। আর ব্যক্তির উন্নতির ফলে প্রত্যেক জীবের,

এমন কি প্রত্যেক উদ্ভিজ্জাদি পদার্থের ও আকৃতি প্রকৃতি ক্রিয়াকলাপের মধ্যে উন্নতভাব দেখা যায়। ফলতঃ অতীত হইতে বর্ত্তমান, মোটের উপর সর্ব্ববিষয়েই উন্নত বা ভাল।

উক্ত ক্রমোন্নতির বিরুদ্ধে আপত্তিপরিহার।

ইঁহাদের এই কথার বিরুদ্ধে যদি কেহ বলেন—সকল জাতিরই প্রাচীন কাহিনী দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা বর্ত্তমানের অবস্থা হইতে উন্নতই ছিলেন, সুতরাং ক্রমোন্নতিবাদ স্বীকার্য্য নহে, তাহা হইলে তদুত্তরে ইঁহারা বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীনের উক্ত কাহিনী সত্য নহে, উহা কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে, মানবের আদর্শের উন্নতির জন্য উহা কল্পিতমাত্র। যেহেতু আদর্শানুসারেই মানবের ভবিষ্যৎ হইয়া থাকে। অতএব অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমান উন্নতই বটে ; ইহাতে কোন সন্দেহ করাই উচিত নহে।

উক্ত ক্রমোন্নতিবাদীর বিভাগ।

যাহা হউক এই ক্রমোন্নতিবাদী প্রধানতঃ দুই প্রকার, যথা—প্রথম—জাতি ব্যক্তি উভয়ের ক্রমোন্নতিবাদী এবং দ্বিতীয়—জাতি-মাত্রের ক্রমোন্নতিবাদী। ইহাদের মধ্যে জাতিব্যক্তি উভয়ের ক্রমোন্নতিবাদী আবার দুই প্রকার হয়, যথা—প্রথম প্রকার বলেন—ব্যক্তির উন্নতিতে আত্মারও উন্নতি হয়, দ্বিতীয় প্রকার বলেন—আত্মার উন্নতি হয় না, কিন্তু আত্মধর্ম্ম সুখাদির উন্নতি অর্থাৎ বিবৃদ্ধি হয়—এইমাত্র। এই উভয় দলই আবার দুই প্রকার হইয়া থাকে, যথা—একদল বলেন—আত্মার পুনর্জ্জন্ম হয় এবং অপর দল বলেন—আত্মার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহাই হইল ভারতীয় পাশ্চাত্ত্যক্রমোন্নতি-বাদীর শ্রেণী বিভাগ।

ক্রমোন্নতিবাদের বিশেষ পরিচয়।

এখন দেখা যাউক—জাতি ও ব্যক্তির ক্রমোন্নতিবাদিগণ আরও কি

বলেন; অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে আরও কিছু বিশেষ পরিচয় লইবার চেষ্টা করা যাউক।

পুনর্জ্জন্ম স্বীকার ও অস্বীকারে ফলভেদ।

ইঁহাদের মতে কাহারও আর অবনতি স্বীকার করা হয় না। যাঁহাদের মতে আত্মার পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করা হয়, তাঁহাদের মতে আত্মার উত্তরোত্তর উন্নতজন্মই হইতে থাকে। আর যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ইহজন্মের উন্নতির পর মৃত্যুর পরে সূক্ষ্মদেহের ন্যায় কোন দেহে আত্মার উত্তরোত্তর উন্নতিই হইতে থাকে। ফলতঃ সর্ব্বথাই আত্মার উন্নতিই হয়, সে উন্নতির আর বিরাম নাই। ইহা জগতের স্বভাব বলিয়া জগতের অন্তর্গত জীবেরও তাহা স্বভাব। জীব জগতের অপরাপর বস্তুর ন্যায় স্বভাবতঃই উত্তরোত্তর উন্নত হইতে থাকে, অন্য কথায় স্বভাববশেই জীব অনন্ত উন্নতির পথে পথিক হয়।

দৃষ্টান্তদ্বারা ক্রমোন্নতির অর্থনির্দ্ধারণ।

এই উন্নতির অর্থ যদি আরও ভাল করিয়া বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—মানবাত্মা বিশ্বাত্মার ভাব উত্তরোত্তর পাইতে থাকে, অর্থাৎ বিশ্বাত্মা মানবাত্মার মধ্যে নিয়ত অনন্তকাল ধরিয়া প্রকটিত হইতেছে। অন্য কথায় মানব অপূর্ণ অবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থা লাভ করিতেছে, অর্থাৎ পূর্ণাবস্থা হইতে পূর্ণতর অবস্থাপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু কখনই পূর্ণতম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে না। পূর্ণতম অবস্থা একমাত্র সেই বিশ্বাত্মারই অবস্থা। এই জীবেশ্বরের সম্বন্ধের একটী দৃষ্টান্ত, যেমন—কোন একটী বৃহৎ জলপূর্ণ পাত্রমধ্যে যদি একটী সচ্ছিদ্র ক্ষুদ্র ভাণ্ড রক্ষিত হয়, তাহা হইলে যেমন ক্ষুদ্র ভাণ্ডটী উক্ত বৃহৎপাত্রের জলেই পূর্ণ হইয়া যায়, এবং তৎপরে সেই ক্ষুদ্রভাণ্ড হইতে যদি জল তুলিয়া বৃহৎপাত্রে ফেলা যায়, তাহা হইলে ক্ষুদ্রভাণ্ডটী যতই খালি হইবে, ততই সেই বৃহৎপাত্রের জল তাহাকে পূর্ণ করিয়া দিতে থাকে।

এইরূপ জীবভাব যত ঈশ্বরভাবের দিকে অগ্রসর হইবে, ততই তাহার জীবভাবও থাকিবে এবং ঈশ্বরভাবও লব্ধ হইতে থাকিবে। এইরূপে জীবের পূর্ণতালাভের সুখ অনন্ত হয়। জীবের উন্নতি অনন্ত হয়, কিন্তু জীব কখনই ঈশ্বর হয় না।

ক্রমোন্নতিতে অনন্তসুখ এবং তত্ত্বতঃ তাহাতে ভেদাভেদ।

এইরূপে মানব সেই পূর্ণতমের দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া মানব উত্তরোত্তর অধিক সুখপ্রাপ্ত হইতেছে। আর এই অগ্রগতি অনন্ত বলিয়া জীবের সুখও অনন্তই হইয়া থাকে। আর এই সুখ যে কেবল এক রকম সুখ হয়, তাহা নহে, ইহাতে অনন্ত রকমেরই সুখই হয়; সুতরাং জীব অপূর্ণ থাকিয়াও পূর্ণ। তদ্রূপ বিশ্বাত্মাও পূর্ণতমরূপ বলিয়া তাঁহারও সুখ সর্ব্বরূপে অনন্তসুখ। আর জীবাত্মার ভিতর দিয়া তাঁহার পূর্ণতার বিকাশ হয় বলিয়া তিনিও পূর্ণতম হইয়াও অপূর্ণ। সুতরাং কি জীবাত্মা কি বিশ্বাত্মা উভয়ের মধ্যেই পূর্ণতা ও অপূর্ণতা বিজড়িত। জীবভিন্ন বিশ্বাত্মা পূর্ণতম নহে, আর বিশ্বাত্মা ভিন্ন জীবাত্মা পূর্ণ বা পূর্ণতর নহে। সুতরাং উভয়সাধারণ আত্মতত্ত্বমধ্যে পূর্ণতা ও অপূর্ণতার অপূর্ব্ব সমাবেশ। অন্য কথায় পূর্ণতার মধ্যে অপূর্ণতা ও অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতা চিরবিদ্যমান। এজন্য বলা হয়—এই আত্মতত্ত্ব-মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে, অর্থাৎ কেবল ভেদই নাই বা কেবল অভেদই নাই। আর এই ভেদাভেদভাব আছে বলিয়া অনন্ত উন্নতি, অনন্ত সুখ সম্ভবপর হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই মতে অনন্ত সুখের জন্যই ভেদাভেদবাদ্ স্বীকার করা হয়।

এই মতে অদ্বৈতমতের অসারতা।

যাহারা বলেন—পূর্ণতা বলিতে সর্ব্ববিধ অভাবশূন্যতা বুঝায়; যাহা সর্ব্ববিধ অভাবশূন্য তাহাই পূর্ণ; পূর্ণতায় দ্বৈতগন্ধ থাকিতে পারে না ও নির্ব্বিশেষ নির্গুণ স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদশূন্য এক

অদ্বিতীয় বস্তুই পূর্ণ; দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদশূন্য অসঙ্গ ব্রহ্মই পূর্ণ, সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; আর এই ব্রহ্ম সুখস্বরূপ, সুখবোধ বা সুখভোগ ব্রহ্মে নাই, ইত্যাদি—তাঁহারা মহাভ্রান্ত। ইঁহারা মহা অসত্য কথা প্রচারে বদ্ধপরিকর। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এই মতবাদের প্রচারক। এই মত মহাভ্রান্ত মত। ইঁহারা জগৎতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্যক্ আলোচনা না করিয়াই এই সব কথা বলিয়া থাকেন। ক্রমোন্নতির ফলে মানবের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর তাহার ফলে এ মতের ভুল ধরা পড়িয়াছে। এজন্য এ মতের অনুসরণ আর সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ ক্রমোন্নতিবাদই সত্য, ইহাই সঙ্গত মতবাদ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ক্রমোন্নতিবাদের তুলনা।

এখন যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যক্রমোন্নতিবাদের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—

প্রথম—উভয়মতেই অনন্তসুখপ্রাপ্তি স্বীকার করা হয়, কিন্তু প্রাচ্য-মতে পাপের ফলে পশু প্রভৃতি নীচজন্ম ঘটে এবং কর্ম্মফলভোগান্তে আর পূর্ব্বের ন্যায় মানবজন্ম লাভ হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যমতে এরূপ নীচজন্ম ঘটে না। ইঁহাদের মতে পাপের ফল ইহ জন্মেই শেষ হইয়া যায়। আর জন্ম হইলে উন্নতজন্মই হয়, এবং জন্ম না হইলে সূক্ষ্মদেহের ন্যায় কোন দেহে থাকিয়া উত্তরোত্তর উন্নতিই হইতে থাকে।

দ্বিতীয়—প্রাচ্যমতে সত্যজ্ঞানের মূল বেদ—তাহাই ধ্রুব সত্য। তাহার আর পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। তাহারই সাহায্যে মানবের উন্নতির শেষ লব্ধ হয়, অর্থাৎ মুক্তি হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য মতে জ্ঞানেরও ক্রমোন্নতি আছে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে এখন জ্ঞান অনেক সত্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে। কিন্তু সত্যবিষয়ক জ্ঞানের শেষ কখনই হইবে না। প্রাচ্যমতে প্রাচীন বৈদিক সত্যই প্রকৃত সত্য বটে, কালধর্ম্মে তাহার উপর কখন

কখন আবরণ আসিয়া পড়ে এবং কখন কখন তাহা অপসারিত হইয়া যায় এই মাত্র, তাহাতেই সত্যবিষয়ক জ্ঞানের শেষ আছে।

ক্রমোন্নতিবাদের অসারতা।

এইবার দেখা যাউক—এই পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদটী কতদূর যুক্তিসহ। বলাবাহুল্য এই ক্রমোন্নতিবাদের পক্ষপাতী বহু গণ্যমান্য অগাধ বুদ্ধিসম্পন্ন গভীর চিন্তাশীল প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিই আছেন, এবং ইহারা এ বিষয়ে বহু সূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ অতি বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থাদিও লিখিয়াছেন। ইঁহাদের সকল কথা আলোচনা এ ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে, এজন্য এই মতের যাহা মূল তত্ত্ব, তাহাই এস্থলে অতি সংক্ষেপে বিচারিত হইতেছে।

জাতিমাত্রের ক্রমোন্নতিবাদ খণ্ডন অনাবশ্যক।

আমরা দেখিতে পাই যাঁহারা জাতিমাত্রের উন্নতি স্বীকার করেন, তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ অনাবশ্যক। কারণ, ব্যক্তির উন্নতি ব্যতীত জাতির উন্নতি সম্ভবপর নহে। অথচ তাঁহারা ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন কথা বিশেষভাবে বলেন না। এজন্য এই উন্নতিকে অভিব্যক্তি বলাই সঙ্গত। যেহেতু যাহার উন্নতি স্বীকার করা হয়, তাহার উন্নত অবস্থায় তাহার নিজত্ব রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। যেমন বানর জাতির উন্নতি বলিলে বানর জাতীর নিজত্ব রক্ষিত হইয়া তাহার যে শক্তিপ্রভৃতির আধিক্য, তাহাকে বুঝায়। কিন্তু বানর জাতির উন্নতি "মনুষ্যজাতি"—বলিলে বানর জাতির উন্নতি বুঝায় না। এস্থলে বানর জাতি হইতে মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিলে সে দোষ হয় না। যাহা হউক এইরূপ জাতিমাত্রের উন্নতিবাদীর কথায় প্রতিবাদ অনাবশ্যক। কারণ, একজাতি হইতে অন্যজাতির অভিব্যক্তি শাস্ত্রদৃষ্টিতেও স্বীকার করা হয়। অতএব যাঁহারা জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের ক্রমোন্নতি স্বীকার করেন, তাঁহাদের কথাই এস্থলে আলোচ্য।

জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের ক্রমোন্নতিবাদের খণ্ডন আরম্ভ।

এই জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের ক্রমোন্নতিবাদিগণের মূল কথা এই যে, জগতের প্রকৃতির নিয়মেই ক্রমশঃই আমাদের উন্নতি হইতেছে। এই উন্নতির শেষ নাই। এজন্য আমরা অনবরত পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতেছি, কিন্তু কখন সম্পূর্ণভাবে পূর্ণতা বা পূর্ণতমত্ব প্রাপ্ত হইব না। আর তজ্জন্য অনন্তকাল ধরিয়া উত্তরোত্তর সুখবৃদ্ধি আমাদের অবশ্যম্ভাবী। অনন্তকাল উত্তরোত্তর অধিক সুখপ্রাপ্তির অনুরোধে অর্থাৎ অনন্ত উন্নতির অনুরোধে আমরা কস্মিন্ কালেও পূর্ণতমতাপ্রাপ্ত হইব না, এবং অবনতিগ্রস্তও হইব না।

পূর্ণশব্দের অর্থনির্ণয়দ্বারা খণ্ডন।

কিন্তু এই কথাটী যারপরনাই অসঙ্গত। কারণ, প্রথমতঃ পূর্ণশব্দের প্রকৃত অর্থ—সর্ব্বতোভাবে অভাবশূন্যতা। সেই পূর্ণের যখন তারতম্য উক্ত হয়, তখন পূর্ণশব্দে সর্ব্বতোভাবে অভাবশূন্যতা বুঝায় না, কিন্তু কোন এক ভাববিশেষে অভাবশূন্য বুঝায়। সুতরাং পূর্ণতম হইতে পূর্ণতর কিঞ্চিৎ অভাববিশিষ্ট এবং পূর্ণতর হইতে পূর্ণ আরও অধিক অভাব-বিশিষ্ট বুঝাইয়া থাকে। এজন্য পূর্ণের যখন তারতম্য উক্ত হয়, তখন পূর্ণশব্দের প্রকৃত যে অর্থ যে সর্ব্বতোভাবে অভাবশূন্যতা, তাহা বুঝায় না। অর্থাৎ পূর্ণ তখন অপূর্ণ হইতে আর পৃথক্ হয় না। পূর্ণ ও অপূর্ণ তখন একদৃষ্টিতে অভিন্ন পদার্থই হয়। পূর্ণশব্দের সর্ব্বতোভাবে অভাবশূন্য অর্থ গৃহীত হইলে আর পূর্ণের তারতম্য সম্ভবপর হয় না।

পূর্ণের তারতম্যস্বীকারের ফল।

এখন অনন্ত সুখের সম্ভাবনার অনুরোধে যদি অনন্ত ক্রমোন্নতি স্বীকার করা হয় এবং সেই ক্রমোন্নতির অনুরোধে যদি আমরা পূর্ণ হইতে পূর্ণতর অবস্থাপ্রাপ্ত হইতেছি—বলা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে আমরা একপ্রকার অপূর্ণতা হইতে অন্যপ্রকার অপূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছি

বলিতে হয়। কারণ, পূর্ণশব্দের যে অর্থে পূর্ণের তারতম্য স্বীকার করা হয়, সে অর্থে পূর্ণ অপূর্ণেরই নামান্তর মাত্র। সে অর্থে পূর্ণ সর্ব্বতোভাবে অভাবশূন্য বস্তু বুঝায় না। সুতরাং আমরা জগতের প্রকৃতিবশে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর অবস্থাপ্রাপ্ত হইতেছি, বলিলে আমরা এক অপূর্ণ অবস্থা হইতে অন্য অপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি বুঝায়। অর্থাৎ পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতেছি কথাটাই, পূর্ণশব্দের প্রকৃত অর্থের দৃষ্টিতে একটা ভুল কথা।

পূর্ণতার প্রাপ্তি অসম্ভব হইলে অপূর্ণতাই ঘটে।

তাহার পর দ্বিতীয়তঃ—জগতের প্রকৃতিবশে আমাদের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে বলিয়া আমরা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছি—একথা বলিলেও ভুল বলা হয়। কারণ, আমরা যদি পূর্ণতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি—এরূপ হয়, তাহা হইলে একদিন আমরা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইব—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু যাহার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা যদি কোন কালেও প্রাপ্ত না হওয়া যায়, বা কোন কালেও তাহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনাও না থাকে, তাহা হইলে তাহার দিকে কেহ অগ্রসর হইতেছে—একথা বলাই যায় না। যেমন আমি যদি বলি "আমি কাশীর দিকে চলিয়াছি" অথচ যদি বলি—"আমি কস্মিন্‌কালেও কাশীতে পহুছিতে পারিব না" বা "কোন কালেও কাশী পহুছিবার সম্ভাবনা আমার নাই", তাহা হইলে "আমি কাশীর অভিমুখে চলিয়াছি" এই কথাটাই আমার ভুল হয়। অতএব আমরা অনন্তকাল ক্রমাগত পূর্ণতার অভিমুখে চলিতেছি—বা পূর্ণ হইতে পূর্ণতর অবস্থাপ্রাপ্ত হইতেছি—এই কথাটাই ভুল।

ক্রমোন্নতি স্বীকারে পূর্ণতার দিকে গতি সিদ্ধ হয় না।

যদি বলা যায়, আমাদের যখন দিন দিন উন্নতি হইতেছে এবং ইহা যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তখন আমাদের পূর্ণতার

অভিমুখে গতি হইতেছে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা বাল্যে গাড়ি, পাল্কি চড়িয়াছি, আর আজ মোটর, ব্যোমযান চড়িতেছি, আমরা ক্রমেই গাড়ি পাল্কি চড়া পরিত্যাগই করিতেছি, আর পূর্ব্বে মোটর ব্যোমযানও ছিল না, তখন এ উন্নতি যে প্রত্যক্ষদৃষ্ট উন্নতি, তাহা কে অস্বীকার করিবে? অতএব উন্নতির অনুরোধে পূর্ণতার অভিমুখে গতি অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বলিব—হাঁ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য বটে, যদি এই উন্নতির শেষ স্বীকার করা হয়, —যদি এই পূর্ণতার অভিমুখে গতির ফলে পূর্ণতার প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। কিন্তু ক্রমোন্নতিবাদে ত তাহা স্বীকার করা হয় না। তাহাদের মতে এই ক্রমশঃ উন্নতি—অনন্ত, এবং যথার্থ পূর্ণতা বা পূর্ণতমতা কখনই আমরা প্রাপ্ত হইব না—ইহাই স্বীকার করা হয়। অতএব অনন্ত ক্রমোন্নতিবাদ বা অনন্ত পূর্ণতাপ্রাপ্তিবাদই একান্ত অসঙ্গতবাদ। ইহা আদতেই উন্নতি নহে, ইহা কখনই যথার্থ পূর্ণতার অভিমুখে গতি নহে, প্রত্যুত ইহা পরিবর্ত্তনমাত্র এবং ইহা অপূর্ণতারই অভিমুখে গতিমাত্র।

পূর্ণতার প্রাপ্তিতেই সুখ।

যদি বলা যায়—মানব অনন্ত সুখসম্ভোগই চাহে, ইহা মানবের প্রকৃতিগত সংস্কার। সুতরাং অনন্ত সুখসম্ভোগের অনুরোধে অনন্ত উন্নতিই স্বীকার্য্য, অর্থাৎ পূর্ণতার অভিমুখে অনন্ত গতিই অঙ্গীকরণীয়। অনন্ত উন্নতি না হইলে অনন্ত সুখসম্ভোগ সম্ভাবিত হয় না। উন্নতির শেষ হইয়া গেলে সুখেরও শেষ হইয়া গেল। অনন্ত সুখ আর হইল না। অতএব মানবপ্রকৃতি অনুসারে এবং অনন্ত সুখসম্ভোগের অনুরোধে অনন্ত উন্নতি, অর্থাৎ পূর্ণতার অভিমুখে অনন্তগতিই অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বলিব—মানব অনন্ত সুখ চাহে—ইহা সত্য বটে। কিন্তু এই অনন্ত শব্দের অর্থ কি, তাহা একবার দেখা উচিত কি নহে? অনন্ত শব্দের অর্থ—যাহার অন্ত নাই, বা যাহার বিচ্ছেদ নাই। অর্থাৎ

যাহার দেশ, কাল ও বস্তু কোনরূপ অভাব নাই, তাহাই অনন্ত। এখন এই সুখ যদি অনন্ত হয়, তবে যাহাকে পাইয়া অনন্ত সুখ হয়, তাহাও অনন্ত হওয়া আবশ্যক হয়। অর্থাৎ তাহার যদি অন্ত না থাকে—তাহার যদি অভাব না থাকে, অর্থাৎ তাহা যদি দেশ, কাল ও বস্তুতঃ পূর্ণ বস্তু হয়, তবে তাহাকে পাইয়া যে সুখ হয়, সেই সুখও অনন্ত হইতে পারে, নচেৎ নহে। পরিচ্ছিন্ন সুতরাং জন্মনাশশীল ও সংখ্যায় অনন্ত বস্তুলাভেও অনন্তসুখ হইতেই পারে না। সুতরাং পূর্ণতার অভিমুখে অনন্ত গতিতে বা অনন্ত উন্নতিতে অনন্ত সুখ—এই কথাই সিদ্ধ হইতেছে না। প্রত্যুত ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে পূর্ণতাপ্রাপ্তিতেই অনন্ত সুখ, উন্নতির শেষেই অনন্ত সুখ। উন্নতির পথে কখন সুখ অনন্ত হয় না।

পরিচ্ছিন্নে সুখ নাই।

যদি বলা হয়, জন্মনাশশীল পরিচ্ছিন্ন অসংখ্য অভীষ্ট বস্তুলাভেও কেন সুখ অনন্ত হইবে না? ধন পরিচ্ছিন্ন ও জন্মনাশশীল বটে, কিন্তু ইচ্ছামত ধনৈশ্বর্য্য ক্রমাগত অনন্তকাল ধরিয়া পাইলে কেন তাহাতে অনন্ত সুখ হইবে না? তাহা হইলে বলিব—পূর্ব্বধননাশজন্য দুঃখ তাহার হইবেই হইবে। তাহার পর, যতই লাভ হইবে, ততই লাভের আকাঙ্ক্ষাবশতঃ দুঃখবোধও থাকিবে। কারণ, অনন্ত বস্তুর লাভ একাধিকবার সম্ভব হয় না। সুতরাং ইচ্ছামত ধনৈশ্বর্য্য অনন্তকাল ধরিয়া পাইলেও অনন্ত সুখ সম্ভবপর হয় না, যেহেতু তাহার নাশ ও তাহার আকাঙ্ক্ষাবশতঃ তাহাতে দুঃখও দূর হয় না। আর দুঃখ থাকিলেই সুখের অন্ত থাকে। অতএব জন্মনাশশীল পরিচ্ছিন্ন অসংখ্য বস্তুলাভেও সুখ অনন্ত হয়—ইহাও বলা যায় না।

সুখভোগ স্বীকারে অনন্ত সুখলাভ হয় না।

যদি বলা হয়—সুখভোগে ভোক্তভোগ্যভাবরূপ দ্বৈতভাব অবশ্যম্ভাবী। এই দ্বৈতভাব না থাকিলে অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈতভাব হইলে

সুখভোগই সম্ভবপর হয় না। অতএব সর্ব্ববিধ অভাবশূন্য পূর্ণতার লাভ হইলে সুখভোগই সম্ভবপর হয় না। এজন্য পূর্ণতার লাভ অভীষ্ট নহে, কিন্তু পূর্ণতার অভিমুখে গতিই অভীষ্ট। তাহা হইলে বলিব—পূর্ণতার অভিমুখে গতিতে অপূর্ণতাই স্বীকার্য্য হয়, আর অপূর্ণতা হইলে অভাব থাকে, আর তজ্জন্য দুঃখ অবশ্যম্ভাবী হয়। দুঃখ কখন জীবের অভীষ্ট হইতে পারে না। বস্তুতঃ সর্ব্ববিধ অভাবশূন্য হওয়াই সুখ, সেই সুখের অনুরোধে যদি ভোক্তৃভোগ্যভাব না থাকে, তাহা হইলে তাহাও অভীষ্ট হইবে। যেমন সুষুপ্তিকালের ভোক্তৃভোগ্যভাবশূন্য সুখ সকলেরই অভীষ্ট হইয়া থাকে। আর ভোক্তৃভোগ্যভাব না থাকিলে যে সব শূন্য হইয়া যায়, অর্থাৎ "কিছু নাই" ভাব হয়, তাহা ত নহে। এরূপ ভাব ত স্বীকার করা হয় না। পূর্ণতার প্রাপ্তি ঘটিলে ত একটা ভাবরূপ অদ্বৈতবস্তুই থাকে—এরূপ বুঝায়, সুতরাং সুখভোগ না হইলে যে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, তাহা ত বলা যায় না। কারণ, সুখভোগ না হইয়া অভাবশূন্যভাব হইলেও ত সুখ হয়। এই সুখ ভোক্তৃভোগ্যভাব থাকে না বলিয়া অসুখ বলা যায় না। অতএব ইহাও সুখ, ইহাও অভীষ্টই বলিতে হইবে।

সুখ অপেক্ষা দুঃখনিবৃত্তি অভীষ্ট।

তাহার পর লোকে কি চায়—যদি দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝা যায়, লোকে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ দুইটাই চায়। কিন্তু যদি সুখভোগেও অভাব থাকায় দুঃখ অনিবার্য্য হয়, আর তজ্জন্য এই দুইটার মধ্যে একটা নির্ব্বাচন করিতে বলা হয়, তাহা হইলে দুঃখনিবৃত্তিই প্রার্থনীয় হয়। দুঃখনিবৃত্তি না হইয়া সুখ—লোকে চাহে না। সাধারণ লোকের মধ্যে কেহ কেহ চাহিলেও যখনই সে একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখে, তখন সেই ব্যক্তিই আর দুঃখমিশ্রিত সুখ চাহে না, কিন্তু দুঃখনিবৃত্তিই তখন চাহিয়া থাকে। কারণ, অত্যধিক সুখী ব্যক্তির অত্যল্প দুঃখও

ধহা দুঃখ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাই মনুষ্যের স্বভাব। অতএব অনন্তসুখ, অপূর্ণ অবস্থার সুখভোগে হয় না, কিন্তু পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া সুখস্বরূপতা বা অভাবশূন্যতা অবস্থায় অর্থাৎ সম্পূর্ণ অদ্বৈত অবস্থাতেই তাহা সম্ভব। সুতরাং সুখভোগের প্রবৃত্তিচরিতার্থতার অনুরোধে ভেদাভেদবাদ সিদ্ধ হয় না।

পূর্ণতার অভিমুখে গতি অসম্ভব।

তাহার পর পূর্ণতা অভিমুখে গতিই সম্ভবপর হয় না। কারণ, যাহার গতি হইবে, তাহা পূর্ণ হইতে পৃথক্ হওয়ায় পূর্ণ আর পূর্ণপদবাচ্যই হইল না। দুইটী বস্তু স্বীকারে একটীও পূর্ণ হয় না। অতএব উন্নতির অনুরোধে পূর্ণতা অভিমুখে গতিই অসম্ভব হয়। আর তাহার ফলে ভেদাভেদবাদই অসিদ্ধ হয়।

প্রবৃত্তিসিদ্ধবস্তু অপেক্ষা যুক্তিসিদ্ধবস্তুই গ্রাহ্য।

যদি বলা হয়—মানুষ চাহে অনন্ত উন্নতি, অনন্ত সুখভোগ। পূর্ণতার অনুরোধে সুখভোগবিসর্জ্জন করিতে চাহে না। এজন্য বস্তুগতির অনুসরণ করিয়া যুক্তির দ্বারা তাহাকে অসম্ভব প্রমাণ করা সঙ্গত হয় না। অতএব অনন্ত উন্নতির অনুরোধে ভেদাভেদবাদই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বলিব—মানবের আকাঙ্ক্ষানুরূপই যে বস্তুও থাকিবে—এমন ত কোন নিয়ম নাই। সুতরাং মানব অসম্ভব বস্তু চাহিলে তাহা পাইবে কেন? বস্তুতঃ মানব যুক্তির দ্বারা প্রবৃত্তির সংযমই করিয়া থাকে। লোকমুখে শুনিয়া কোন বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু কল্পনা করিলে সেই বস্তু দর্শন করিয়া নিজ কল্পনার ভ্রম সংশোধন করিয়াই লয়। যেমন কাশী সম্বন্ধে লোকমুখে শুনিয়া লোকে যেরূপ ধারণা করে, তাহা কাশী যাইয়া যখন অন্যথা দর্শন করে, তখন তাহার সেই ধারণার সংশোধনই সেই ব্যক্তি করিয়া থাকে এবং শ্রুতবিষয়ক জ্ঞান হইতে যে দৃষ্টবিষয়ক জ্ঞান পৃথক্ ও যথার্থ হয়, তাহাও লোকে বুঝিয়াই

থাকে। অতএব প্রমাণসিদ্ধই বস্তুই স্বীকার্য্য, প্রবৃত্তির অনুরূপ বস্তু স্বীকার্য্য হয় না। আর তাহা হইলে ভেদাভেদবাদমূলক অনন্ত উন্নতি-বাদ যুক্তিসহ হয় না।

অনন্ত উন্নতিতে দুঃখের মাত্রা অল্পও হয় না।

যদি বলা যায়—অনন্ত উন্নতির ফলে সুখের মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, আর দুঃখের মাত্রা কমিতে থাকে, তবে দুঃখ একেবারে যায় না। অতএব পূর্ণতার অভিমুখে গতি সম্ভব হইবে না কেন? তাহা হইলে বলিব—দুঃখ ও সুখ যদি নিত্য বিজড়িত হয়, দুঃখশূন্য সুখ যদি অসম্ভব হয়, তবে দুঃখ কমিবে—এরূপ কল্পনাই করা যায় না। দুঃখের অল্পতা কল্পনা করিলে সুখের দুঃখশূন্যতাই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ একটুও কমিলে একদিনে কিছুই থাকিবে না—ইহাই স্বীকার করা হয়। সুতরাং এ পথেও ভেদাভেদবাদমূলক অনন্ত উন্নতিবাদ সিদ্ধ হয় না।

জলপূর্ণপাত্রের দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ।

যদি বলা হয়—বৃহৎ জলপূর্ণপাত্রে সচ্ছিদ্র ক্ষুদ্রজলপূর্ণপাত্রের দৃষ্টান্তানুসারে জীবের পূর্ণতার প্রতি গতি ত অসঙ্গত হয় না। কারণ, ক্ষুদ্র ভাণ্ডের জল বৃহৎপাত্রের জলে পতিত হওয়াই জীবাত্মার বিশ্বাত্মারূপ পূর্ণতার অভিমুখে গতি এবং বৃহৎপাত্রের জল ছিদ্র দিয়া ক্ষুদ্রভাণ্ডে আসাতেই এই গতি অনন্তগতি হইতেছে। আর ইহাই জীবাত্মার ভিতর দিয়া বিশ্বাত্মার নিজ পূর্ণতার অনন্ত আস্বাদগ্রহণ বলা যাইতে পারে। আর ইহাতেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধই সিদ্ধ হয়, ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিব—এ দৃষ্টান্তদ্বারা ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় না। কারণ, এখানে ক্ষুদ্রভাণ্ডের জল বৃহৎপাত্রের জলে মিশিয়া যাওয়ায় পূর্ণতার অভিমুখে গতি আর সিদ্ধ হইতেছে না, পরন্তু পূর্ণতার প্রাপ্তিই সিদ্ধ হইতেছে। আর তজ্জন্য ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় না, প্রত্যুত অভেদই

সিদ্ধ হয়। যেহেতু এস্থলে যে ভেদ তাহা কাল্পনিক বা ঔপাধিক ভেদ, বস্তুতঃ ভেদ নহে। ক্ষুদ্র ভাণ্ডের অবয়বটীই সেই উপাধি। সুতরাং এতদ্দ্বারা বাস্তবিক ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় না। পরন্তু কাল্পনিক ভেদাভেদই সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ বাস্তবিক অভেদই সিদ্ধ হয়। তাহার পর ক্ষুদ্রভাণ্ডারের জল বৃহৎপাত্রে পতিত হইবার হেতুটী কাহার ধর্ম্ম? এই পতনকার্য্যের প্রয়োজনীয়তাই বা কি? প্রয়োজনীয়তা থাকিলে উভয়ই অপূর্ণ। আর স্বাভাবিক হইলেও অপূর্ণ ই হয়। যেহেতু গতিই অভাবের বোধক। আর পতনের হেতু, একের ধর্ম্ম হইলে উভয়েরই ধর্ম্ম হইবে। যেহেতু উভয় জলই বাস্তবিকপক্ষে একই পদার্থ। অতএব এ দৃষ্টান্তের কোন সার্থকতা নাই। ইহাতে অনন্ত উন্নতি বা ভেদাভেদ কিছুই সিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত উন্নতির শেষ ও অভেদই সিদ্ধ হয়।

পূর্ণমধ্যে অপূর্ণতা পূর্ণতারই পরিচায়ক সংশয়।

যদি বলা যায়—পূর্ণ বলিলে যেমন অভাবশূন্যতা বুঝায়, তদ্রূপ অভাব থাকাও বুঝায়। কারণ, পূর্ণ হইলে তাহাতে যেমন পূর্ণতা থাকে, তদ্রূপ অপূর্ণতা থাকাও আবশ্যক। যেহেতু তাহা না হইলে অর্থাৎ পূর্ণমধ্যে অপূর্ণতা না থাকিলে, অপূর্ণতা না-থাকা-রূপ অভাবই থাকিল। আর অভাব থাকিলে যাহাতে অভাব থাকে, তাহাকে আর পূর্ণ বলা যায় না। অতএব পূর্ণমধ্যে পূর্ণতা ও অপূর্ণতা উভয়ই থাকা আবশ্যক। আর তাহা হইলে একই বস্তুতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই সিদ্ধ হইল। যেহেতু পূর্ণে পূর্ণতা থাকায় একই বস্তু স্বীকার করা হয়, সুতরাং অভেদ সিদ্ধ হয়, এবং পূর্ণে অপূর্ণতা থাকায়, অর্থাৎ একাধিক বস্তু থাকায় ভেদও সিদ্ধ হয়। সুতরাং পূর্ণ ব্রহ্মবস্তুমধ্যে অপূর্ণ জীব ও জগৎ থাকায় পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণত্ব সিদ্ধ হয়, নচেৎ জীব ও জগৎশূন্য ব্রহ্ম অপূর্ণ ই হয়। তদ্রূপ অপূর্ণ জীব ও জগৎ পূর্ণ ব্রহ্মমধ্যে থাকায় অপূর্ণ

জীব ও জগৎ পূর্ণ হয়। যেহেতু যে যাহার মধ্যে থাকে, তাহাকে এক দৃষ্টিতে তদ্বস্তু, এবং অন্য দৃষ্টিতে তদ্ভিন্নও বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্ম নিজরূপে পূর্ণ এবং ব্রহ্মমধ্যে জীব ও জগৎ থাকায় ব্রহ্মও জীব ও জগৎ রূপে অপূর্ণ, এবং জীব ও জগৎ নিজরূপে অপূর্ণ এবং ব্রহ্মমধ্যে থাকায় ব্রহ্মরূপে পূর্ণ। আর এইরূপ হওয়ায় পূর্ণের সহিত অপূর্ণের ভেদাভেদ সম্বন্ধই সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ জীবে জীবে ভেদাভেদ, জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ, জগৎ ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ, জীব ও জগতে ভেদাভেদ, ইত্যাদি সিদ্ধ হয়। আর ইহার ফলে জীবের পূর্ণতাভিমুখে গতি, পূর্ণ হইতে পূর্ণতরতা-প্রাপ্তি, অনন্ত উন্নতি, অনন্তসুখভোগবাসনা এবং তাহার পরিপূর্ত্তি সবই সম্ভবপর হয়। অতএব পূর্ণ বলিলে তাহাতে যেমন পূর্ণতা থাকে, তদ্রূপ অপূর্ণতাও স্বীকার্য্য। পূর্ণে পূর্ণতার সঙ্গে অপূর্ণতা না থাকিলে পূর্ণকে পূর্ণ বলাই যায় না।

পূর্ণমধ্যে অপূর্ণতা পূর্ণতার পরিচায়ক নহে—সিদ্ধান্ত।

এরূপ বলিলে বলিতে হইবে—এরূপ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত। পূর্ণে পূর্ণতার সহিত অপূর্ণতা স্বীকার করা কখনই সঙ্গত হয় না। কারণ, পূর্ণতা যদি অপূর্ণতার বিরোধী হয়, এবং অপূর্ণতা যদি পূর্ণতার বিরোধী হয়, তাহা হইলে এই পরস্পরবিরুদ্ধ পূর্ণতা ও অপূর্ণতা একত্র থাকিতে পারে না। কারণ, অপূর্ণতা না থাকাই পূর্ণতা, অর্থাৎ অপূর্ণতার অভাবই পূর্ণতা এবং পূর্ণতার অভাবই অপূর্ণতা। যেমন ঘট যেখানে থাকে, সেখানে "ঘট নাই", আর বলা যায় না। এস্থলেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। অতএব যে অপূর্ণতার অভাবদ্বারা পূর্ণতা সিদ্ধ হয়, সেই পূর্ণতার সঙ্গে অপূর্ণতা স্বীকার করা কখনই সঙ্গত হয় না। পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম একটী ধর্ম্মীতে স্বীকার করা, আর তদ্বিষয় কিছুই না বলা—একই কথা। যেমন কোন বিষয়ে আমরা যদি একবার "হাঁ" বলিয়া পরক্ষণেই "না" বলি, তাহা হইলে যেমন তদ্বিষয়ে কিছুই বলা

হয় না, এবং যে তাহা শ্রবণ করে সেও যেমন কিছুই বুঝে না, এস্থলেও তদ্রূপ কোন কিছুকে পূর্ণ বলিয়া অপূর্ণ বলিলে তদ্বিষয় কিছুই বলা হয় না, এবং লোকেও তাহা শুনিয়া কিছুই বুঝে না। এরূপ স্থলে লোকে বক্তাকে অপ্রকৃতিস্থই বলিয়া থাকে। এইরূপ ভেদ ও অভেদ যদি পরস্পরবিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহারা একই বিষয়ে থাকিতে পারে না। অতএব পূর্ণ ব্রহ্মবস্তুমধ্যে অপূর্ণ জীব ও জগৎ থাকায় পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণত্ব সিদ্ধ হয়—ইত্যাদি কথা অতি অসঙ্গত। আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলে জীবের পূর্ণতাভিমুখে গতি, অনন্ত উন্নতি প্রভৃতি সকলই অসঙ্গত হয়। সুতরাং পূর্ণতার অভিমুখে গতি অপূর্ণতার অভিমুখেই গতি, এবং অনন্ত উন্নতি ও অনন্ত সুখাদি—সবই সসীম ও সান্তই বলিতে হয়।

এই জন্যই অদ্বৈতসিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ এই জন্যই অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বলা হয় যে, নিত্য অপরিচ্ছিন্ন একরস নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে তাঁহার এক অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ তাঁহাতে এই অপূর্ণ জীবজগতের লীলা চলিতেছে। ইহার জ্ঞান হইলেই ইহা "আছে" ও অনাদি বলিয়া বোধ হয়, আর ইহার অধিষ্ঠান উক্ত ব্রহ্মের জ্ঞানে ইহা চিরতরে বিলীন হয়। ইহা ব্রহ্মের ন্যায় সত্তাসম্পন্ন নহে বলিয়া ইহা সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা বলা হয়। এই জন্যই জগৎপ্রপঞ্চের ব্যাখ্যা যত অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সুন্দর হয়, এত আর কোন মতেই হয় না। অন্যমতে জগৎ সত্য বলিয়া ব্রহ্মকে একই সঙ্গে বিকারী ও অবিকারী বলিয়া বিরুদ্ধ কথাই বলা হয়।

কার্য্যকারণসম্বন্ধদ্বারা ভেদাভেদসিদ্ধির চেষ্টা।

যদি বলা যায়—ভেদ ও অভেদ পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়াও ত একই বস্তুতে দেখা যায়। যেহেতু একটী মৃৎপিণ্ড লইয়া একবার ঘট এবং অন্যবার শরাব নির্ম্মাণ করিলে সেই মৃত্তিকাতে পরস্পরবিরোধী ভেদ

ও অভেদ দুইটীই থাকে। কারণ, ঘট ও শরাব পরস্পর বিভিন্ন, অথচ মৃত্তিকারূপে তাঁহারা অভিন্নই হইয়া থাকে। একই মৃৎপিণ্ডকে একবার ঘট নির্ম্মাণ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া তদ্দ্বারাই আবার শরাব নির্ম্মাণ করা যায় বলিয়া মৃৎপিণ্ডটী একই অভিন্ন বস্তু হয়, অর্থাৎ মৃৎপিণ্ডে অভেদ থাকে এবং সেই মৃৎপিণ্ডজাত যে ঘট ও শরাব তাহাদের মধ্যে যে ভেদ থাকে, তাহাও সেই মৃৎপিণ্ডেই থাকে। অতএব একই মৃৎপিণ্ডে ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকিল, আর এই ভেদ ও অভেদ পরস্পরবিরুদ্ধও বটে। সুতরাং ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও একই বস্তুতে দেখা যায়। আর তাহা হইলে ঘট ও শরাব মৃত্তিকারূপে অভিন্ন এবং ঘটশরাবরূপে ভিন্নই হইল, মৃত্তিকাও মৃত্তিকা-রূপে অভিন্ন এবং ঘটশরাবরূপে ভিন্নই হইল। এইরূপ ঘটশরাবাদিতেই ভেদ ও অভেদ উভয়ই দেখান যায়। অর্থাৎ উপরে যেমন মৃত্তিকাতেই ভেদ ও অভেদ উভয়ই দেখান হইল, তদ্রূপ শরাবাদিতেই ভেদ ও অভেদ উভয়ই দেখান যায়। কারণ, ঘট ও শরাব নিজ নিজ রূপে ভিন্ন হইলেও, অর্থাৎ ঘট নিজরূপে শরাব হইতে, এবং শরাব নিজরূপে ঘট হইতে ভিন্ন হইলেও, মৃত্তিকারূপে ঘট ও শরাব অভিন্নই হয়। অর্থাৎ ঘটরূপে ঘটভেদ শরাবে এবং শরাবরূপে শরাবভেদ ঘটে থাকিলেও মৃত্তিকারূপে ঘট ও শরাব হইতে অভিন্ন, শরাবও ঘট হইতে অভিন্ন হয়। আর তজ্জন্য ঘট ও শরাবে, ভেদ ও অভেদ উভয়ই সিদ্ধ হয়। সুতরাং ঘট ও শরাবের কারণ মৃত্তিকাতে যেমন ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকে, তদ্রূপ মৃত্তিকার কার্য্য যে ঘট ও শরাব, তাহাদের মধ্যেও ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকে। অর্থাৎ জগতের যাবদ্ বস্তুতেই পরস্পরবিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদের সম্বন্ধই সিদ্ধ হয়। আর তাহার ফলে, মানবাত্মা অপূর্ণ হইয়াও বিশ্বাত্মরূপে পূর্ণ, এবং বিশ্বাত্মা পূর্ণ হইয়াও মানবাত্মরূপে অপূর্ণ। অর্থাৎ জীবাত্মা বিশ্বাত্মা হইতে ভিন্নও বটে এবং

অভিন্নও বটে। অতএব পূর্ণতাভিমুখে গতি ও অনন্তসুখাদি সবই সম্ভব হইবে না কেন? জীব ও জগৎ ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মের সহিত এবং পরস্পরে অভিন্ন এবং নিজনিজরূপে ব্রহ্ম ও জীব জগতের সহিত ভিন্ন। তদ্রূপ ব্রহ্মও নিজরূপে জীব জগৎ ও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এবং জীব ও জগৎ-রূপে বিভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম একত্র থাকে—ইহাই সিদ্ধ হইতেছে।

ভেদবাদিকর্ত্তৃক উক্ত মতবাদের খণ্ডন।

এতদুত্তরে ভেদবাদী বলেন—ভেদাভেদবাদী যে ঘটশরাব ও মৃত্তিকার দৃষ্টান্তদ্বারা একই বস্তুতে পরস্পরবিরোধী ভেদ ও অভেদ প্রদর্শন করেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ, একই মৃত্তিকাখণ্ড এককালে ঘটাকার ও অন্যকালে শরাবাকার হওয়ায় সেই মৃত্তিকাতে মৃত্তিকারূপে মৃত্তিকার অভেদ থাকিলেও ঘট ও শরাবের মধ্যে যে পরস্পরের ভেদ, তাহা সেই মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকাতে থাকে না, কিন্তু ঘটশরাবরূপী মৃত্তিকাতে থাকে, অর্থাৎ ঘটরূপবিশিষ্ট মৃত্তিকার ভেদ শরাবরূপবিশিষ্ট মৃত্তিকাতে থাকে এবং শরাবরূপবিশিষ্ট মৃত্তিকার ভেদ ঘটরূপবিশিষ্ট মৃত্তিকাতে থাকে। মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা ও ঘটশরাবরূপী মৃত্তিকা এক বস্তু নহে। মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা ঘটশরাবরূপী মৃত্তিকার মধ্যে থাকিলেও অর্থাৎ মৃন্ময় ঘটশরাবে থাকিলেও উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে। বিশিষ্টের সহিত সামান্যের যে ভেদ, তাহা এখানে থাকেই; যেমন নীলরূপবিশিষ্ট ঘটের সহিত ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের ভেদ থাকে, অথবা "ক" যুক্ত "খ" যেমন "ক" হইতে ভিন্ন হয়, এস্থলেও তদ্রূপ হয়। এস্থলে ঘটশরাবরূপী মৃত্তিকা ঘটশরাবেই থাকে, আর মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা ঘট শরাব, পিণ্ড ক্ষেত্র সর্ব্বত্রই থাকে। ইহা যেন আকারনিরপেক্ষ মৃত্তিকা। একই কালে একই মৃত্তিকাখণ্ড ঘটশরাবপিণ্ডক্ষেত্রাদির আকার গ্রহণ করে না বলিয়া ঘটাদি-আকারবিশিষ্ট মৃত্তিকা, মৃত্তিকাত্ববিশিষ্ট মৃত্তিকা হইতে

ভিন্নই হয়। অতএব ঘটশরাবাদির মৃত্তিকামধ্যে যে অভেদ থাকে, তাহা মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকাতে থাকে, তাহা ঘটশরাবাদিরূপী মৃত্তিকাতে থাকে না। আর ঘটশরাবাদির ভেদ যে মৃত্তিকাতে থাকে, বলা হয়, তাহা ঘটশরাবরূপী মৃত্তিকাতেই থাকে, তাহা মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকাতে থাকে না। অর্থাৎ অভেদ থাকে—মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকাতে, আর ভেদ থাকে—ঘটশরাবাদিরূপী মৃত্তিকাতে। একই রূপের মৃত্তিকাতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকে না। আর ভিন্নভিন্নরূপী মৃত্তিকা ভিন্নভিন্ন-রূপী হয় বলিয়া একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মও থাকে না। থাকে—বলিলে একটী ধর্ম্মকেও অন্ততঃপক্ষে মিথ্যা বা ভ্রম বলিতে হয়। অতএব পরস্পরবিরোধী ভেদাভেদবাদই সিদ্ধ হয় না। আর বিভিন্ন ধর্ম্ম-পুরস্কারে একধর্ম্মীতে ভেদাভেদ স্বীকার করিলে ভেদবাদই সিদ্ধ হয়। এইরূপ ভেদাভেদবাদ ভেদবাদেরই নামান্তর।

ভেদাভেদবাদকে ভেদবাদ বলাই সঙ্গত।

যদি বলা হয়—তাহা হইলে ভেদাভেদবাদেরই নামান্তর ভেদবাদ হউক না? ভেদাভেদবাদকে অপ্রধান বলিয়া ভেদবাদকে প্রধান বলিবার অভিপ্রায় কি? তাহা হইলে বলিব—দুইটী বস্তুর মধ্যে ভেদ যতটা স্পষ্ট হয়, অভেদ তত স্পষ্ট হয় না; যেমন দুইটী মৃন্ময় ঘটের মধ্যে ঘটদ্বয়ের ভেদ যত সহজবোধ্য হয়, তাহাদের মৃত্তিকা অনুসারে তাহাদের অভেদ তত সহজবোধ্য হয় না। এই ভেদ একটী বালকেও নিজে নিজে বুঝে, কিন্তু এই অভেদ না শিখাইলে তাহার সহজে বোধগম্য হয় না। এজন্য এতাদৃশ ভেদাভেদবাদকে প্রসিদ্ধ ভেদবাদ বলাই সঙ্গত।

ভেদবাদিকর্ত্তৃক ভেদাভেদ খণ্ডন।

এইরূপ ঘট ও শরাবাদি মৃত্তিকারূপে অভিন্ন এবং এবং নিজ নিজ রূপে ভিন্ন বলাও সঙ্গত হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রদর্শিত মৃত্তিকাতে ঘট-শরাবাদির ভেদাভেদের ন্যায় ঘটশরাবাদিতেই ভেদ ও অভেদ উভয়ই

সিদ্ধ হয় না। মৃত্তিকারূপী ধর্ম্মীতে যেমন ভেদ ও অভেদ উভয়ই সিদ্ধ হয় না—দেখান হইল, তদ্রূপ ঘটশরাবরূপী ধর্ম্মীতেও ভেদ ও অভেদ উভয়েই সিদ্ধ হয় না। কারণ, ঘট ও শরাব নিজনিজ রূপে যে ভিন্ন, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য, আর তখন ঘটের ভেদ শরাবে থাকে এবং শরাবের ভেদ ঘটে থাকে। কিন্তু ঘট ও শরাবের সহিত মৃত্তিকার ত অভেদ হয় না। যেহেতু ঘট ও শরাবের যে জ্ঞান হয়, তাহাতে ঘটত্বরূপে ঘট ও শরাবত্বরূপে শরাবের জ্ঞান হয়, এবং মৃত্তিকার যে জ্ঞান হয়, তাহাতে মৃত্তিকাত্বরূপে মৃত্তিকার জ্ঞান হয়। সুতরাং ঘটত্বরূপে ঘটজ্ঞানের বিষয় যে ঘট, তাহা মৃত্তিকাত্বরূপে মৃত্তিকাজ্ঞানের বিষয় যে মৃত্তিকা, তাহার সহিত অভিন্ন হয় না। এস্থলে ঘটশরাবজ্ঞানে যদি মৃত্তিকাত্বরূপে মৃত্তিকা বিষয় হয়, এবং মৃত্তিকার জ্ঞানে যদি মৃত্তিকাত্বরূপে মৃত্তিকা বিষয় হয়, তাহা হইলে ঘটশরাবের সহিত মৃত্তিকার অভেদ জ্ঞান হইতে পারিত। তাহা কিন্তু হয় না। অতএব ঘটশরাবাদি মৃত্তিকারূপে অভিন্ন এবং নিজনিজরূপে ভিন্ন বলিয়া ঘট ও শরাবে পরস্পরবিরোধী ভেদ ও অভেদ থাকে—ইহা আর বলা যায় না। সুতরাং পরস্পরবিরোধী ভেদ ও অভেদ একধর্ম্মীতে থাকে না, অর্থাৎ ভেদাভেদবাদ সিদ্ধ হয় না। যাহারা ভেদবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও ঘট ও শরাব নিজনিজরূপে ভিন্ন এবং মৃত্তিকারূপে অভিন্ন ইহা স্বীকারই করেন। অতএব এতাদৃশ মতবাদকে ভেদাভেদবাদ বলিলে এই ভেদাভেদবাদ ভেদবাদেরই নামান্তর হয়। এক ধর্ম্মীতে যদি একইরূপে ভেদ ও অভেদ স্বীকার করা হইত, তবেই ভেদবাদাতিরিক্ত ভেদাভেদবাদ স্বীকারের ফল হইত। অতএব এতাদৃশ ভেদাভেদবাদ ভেদবাদেরই নামান্তর মাত্র।

ভেদাভেদবাদিকর্ত্তৃক খণ্ডন।

ইহার উত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন—ভেদবাদী যে, মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা হইতে ঘটশরাবাদিরূপী মৃত্তিকার ভেদমাত্র স্বীকার করেন,

তাহা অসঙ্গত। উভয় মৃত্তিকামধ্যে অভেদও স্বীকার্য্য। কারণ, মৃত্তিকা কখনই আকার-বিরহিতরূপে থাকে না। মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকাতেও কোন না কোন আকারের জ্ঞানও থাকে, এবং সেই মৃত্তিকাতে অন্যরূপ আকার ধারণ করিবার সামর্থ্যই আছে—এই জ্ঞানও থাকে। অতএব মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা আকারনিরপেক্ষ মৃত্তিকা নহে। মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদিরূপী মৃত্তিকার জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকাতে মৃত্তিকার আকারটী গৌণভাবে এবং অন্য ধর্ম্ম-গুলি মুখ্যভাবে প্রতিভাত হয়, আর ঘটশরাবাদিরূপী মৃত্তিকাতে ঘট-শরাবের আকারটী মুখ্যভাবে এবং অন্য ধর্ম্মগুলি গৌণভাবে প্রতিভাত হয় মাত্র। আকারশূন্য মৃত্তিকার জ্ঞানই হয় না। যাহা পরিচ্ছিন্ন সাকার বস্তু, তাহার কি কখন অপরিচ্ছিন্ন নিরাকার ভাবের জ্ঞান হয়? কখনই হইতে পারে না। অতএব মৃত্তিকাত্ববিশিষ্ট মৃত্তিকাতে আর ঘটশরাবাদিরূপবিশিষ্ট মৃত্তিকাতে অভেদও আছে এবং ভেদও আছে। এজন্য একই মৃত্তিকাখণ্ডে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। অর্থাৎ এক ধর্ম্মীতে একইরূপে পরস্পরবিরুদ্ধ ভেদাভেদই থাকে।

ভেদবাদিকর্তৃক খণ্ডন।

এতদুত্তরে ভেদবাদী বলেন—ভেদাভেদবাদী যখন গৌণমুখ্যভাব স্বীকার করিলেন, তখনই ত এক ধর্ম্মীতে একইরূপে ভেদাভেদ স্বীকার হইল না। গৌণমুখ্যভাব স্বীকার করায় বিভিন্ন ধর্ম্মই স্বীকার করা হইল। যেহেতু গৌণঘটশরাবত্বরূপ এবং মুখ্যমৃত্তিকাত্বরূপ—এই ধর্ম্মদ্বয় আর মুখ্যঘটশরাবত্বরূপ এবং গৌণমৃত্তিকাত্বরূপ—এই ধর্ম্মদ্বয় ঠিক একই ধর্ম্ম হয় না। যেমন গৌণ "ক"যুক্ত মুখ্য "খ" এবং মুখ্য "ক"যুক্ত গৌণ "খ" কখন অভিন্ন হয় না—এস্থলেও তদ্রূপই হইবে। অতএব ঘটশরাব-রূপী মৃত্তিকা ও মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা কখন অভিন্ন হয় না। অর্থাৎ একই মৃত্তিকাতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকে না। এক ধর্ম্মীতে একই

ধর্ম্মরূপে ভেদ ও অভেদ স্বীকার করিলে পরস্পর ব্যাঘাত হয়, আর ইহা যদি স্বীকার না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এতাদৃশ ভেদাভেদবাদ ভেদবাদেরই নামান্তর মাত্র হয়।

ভেদাভেদবাদিকর্ত্তৃক খণ্ডন।

এতদুত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, একই ধর্ম্মীতে যখন ভিন্ন ধর্ম্ম-পুরস্কারেরও ভেদ ও অভেদ থাকে এবং সেই ভেদাভেদ পরস্পরবিরুদ্ধও বটে, তখন বস্তুর স্বরূপনির্ণয়কালে কেবল ভেদ স্বীকার করিলে চলিবে কেন? কেবল ভেদ বলিলে এক ধর্ম্মের দ্বারা তাহার পরিচয় দেওয়া হয়, যে ধর্ম্মে অভেদ আছে তাহার ত পরিচয় দেওয়া হয় না। ভেদাভেদ বলিলে তাহা বলা হয়। অতএব সকল ধর্ম্মীতেই এই ভেদাভেদ বর্ত্তমান —ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

ভেদবাদিকর্ত্তৃক খণ্ডন।

ইহাতে ভেদবাদী বলেন যে, এস্থলেও ভেদই প্রধানভাবে লক্ষিত হয়, অভেদজ্ঞান বিচারসাপেক্ষ। অতএব যাহা প্রধানভাবে লক্ষিত হয়, তাহারই দ্বারা মতবাদের নামকরণ করাই উচিত। বিচারসাপেক্ষ অভেদজ্ঞান পরে স্বতঃই উদিত হইবে। আর ভিন্ন ধর্ম্মে ভেদাভেদ স্বীকারে আমাদের কোন আপত্তিও নাই। আমরা ত একই ধর্ম্মে ভেদাভেদ স্বীকারে আপত্তি করিয়া থাকি। ভেদাভেদবাদী যদি একই ধর্ম্মে ভেদাভেদপক্ষ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে এতক্ষণ যে অর্থে ভেদাভেদ অসিদ্ধ হয়, আমরা বলিয়া আসিতেছিলাম, সেই অর্থে ভেদাভেদ অসিদ্ধই থাকিল। অর্থাৎ ভেদাভেদবাদীর পূর্ব্বোক্ত মত অসিদ্ধই হইল।

গুণগুণী প্রভৃতি দৃষ্টান্তদ্বারা ভেদাভেদস্থাপন চেষ্টা।

যদি বলা যায়—মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদির দৃষ্টান্তে ভেদাভেদ সিদ্ধ না হইলেও অংশের সহিত অংশীর, গুণের সহিত গুণীর, জাতির সহিত

ব্যক্তির ও ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন শাখার সহিত বৃক্ষের, নীলগুণের সহিত নীলদ্রব্যের, মনুষ্যের সহিত মনুষ্যত্বের, রূপের সহিত রূপত্বের, গমনক্রিয়ার সহিত গমনকর্ত্তার যে সম্বন্ধ, তাহাকে ভেদ ও অভেদ উভয়ই বলা যায়। কারণ, নীল বলিলে নীল বর্ণরূপ গুণকেও যেমন বুঝায়, তদ্রূপ নীলবর্ণযুক্ত নীল-দ্রব্যকেও বুঝায়। বৃক্ষশাখাকে যেমন শাখাও বলা যায়, তদ্রূপ বৃক্ষও বলা যায়। এই সকল স্থলে নীল ও নীলদ্রব্যের মধ্যে, শাখা ও বৃক্ষের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয় স্বীকার্য্য হয়। সুতরাং জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বা অঙ্গ বলিয়া অথবা গুণ বলিয়া কিংবা ক্রিয়া বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধ সিদ্ধ করিতে পারা যাইবে।

ভেদবাদিকর্তৃক খণ্ডন।

এতদুত্তরে ভেদবাদী বলেন—এই সকল স্থলেও অর্থাৎ অংশে অংশীর, গুণে গুণীর, ব্যক্তিতে জাতিরও ভেদই সিদ্ধ হয়, ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় না। এই সকল স্থলেও অভেদ জ্ঞানটী মৃত্তিকা ও ঘটাদির মধ্যে অভেদ জ্ঞানের ন্যায় ভ্রমবিশেষ বা ব্যবহার মাত্র। কারণ, দৃষ্টান্তস্বরূপে যদি গুণ ও গুণীর মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধটী বিচার করিবার জন্য "নীল-উৎপলকে" গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—নীল গুণের সহিত উৎপল-দ্রব্যের ভেদসম্বন্ধই ঠিক্, ভেদাভেদ সম্বন্ধটী ঠিক্ নহে। ইহার কারণ, নীলগুণ বলিতে যাহা যাহা বুঝায়, উৎপল বলিতে ঠিক্ সেই সকলই বুঝায় না। আবার উৎপল বলিতে যাহা যাহা বুঝায়, নীল বলিতেও তাহা ঠিক্ ঠিক্ বুঝায় না। যেহেতু নীল বলিলে কোন দ্রব্যের আশ্রিত ধর্ম্মবিশেষ বুঝায় এবং সেই দ্রব্যটী আকাশ, বস্ত্র, উৎপল প্রভৃতি নানাবিধই হয়—ইহাও সঙ্গে সঙ্গেই বুঝায়, আর উৎপল বলিলে নীল রক্ত ও শ্বেতাদি নানাগুণের আশ্রয় এবং উহা একটী পুষ্প-

বিশেষ ইহাও বুঝায়। সুতরাং নীল ও উৎপল সম্পূর্ণরূপে সমানার্থক নহে। আর সম্পূর্ণরূপে সমানার্থক না হওয়ায় উহারা অভিন্নও হয় না। নীল ও উৎপল অভিন্ন হইতে গেলে উহাদের সম্পূর্ণরূপে সমানার্থক হওয়া আবশ্যক। কিয়দংশে সমানার্থক হইলে তাহাদিগকে অভিন্ন বলা যায় না। অতএব নীল উৎপলাদিস্থলে ভেদই সিদ্ধ হয়, অভেদ সিদ্ধ হয় না। এ অবস্থায় নীলোৎপলে অভেদ বলা ভ্রম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

ভেদাভেদবাদিকর্তৃক খণ্ডন।

ইহাতে ভেদাভেদবাদী বলেন—নীল ও উৎপল কিয়দংশে সমানার্থক এবং কিয়দংশে অসমানার্থক হওয়াতেই ইহাদিগকে ভিন্নাভিন্ন বলা হয়। অতএব নীলোৎপলমধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধটী ভেদসম্বন্ধ কেন হইবে? বরং এইরূপ বলাই ঠিক্, ভিন্ন বলাই ভ্রম। নীলোৎপলকে লক্ষ্য করিয়া নীল বলিলে যখন উৎপলই বুঝায় এবং উৎপল বলিলে যখন নীলবর্ণ বুঝায়, তখন নীল ও উৎপলের মধ্যে ভেদ সত্ত্বেও অভেদ সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব ভেদাভেদবাদই বস্তুর স্বরূপকীর্ত্তনে যথার্থ উপযোগী।

ভেদবাদিকর্তৃক খণ্ডন।

এতদুত্তরে ভেদবাদী বলেন যে, নীলোৎপলের নীলবর্ণ যখন উৎপলের ন্যায় স্থায়ী হয় না, তখন নীলবর্ণ ও উৎপল যে ভিন্ন বস্তু, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এ অবস্থায় নীল বলিতে ঠিক্ উৎপল বুঝা ভ্রম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? নীল যখন অন্যত্রও থাকে এবং উৎপলও যখন অন্য বর্ণও হয়, এবং একই উৎপল যখন নীলবর্ণহীন হইলেও উৎপল নামে অভিহিত হইতে পারে, তখন ইহাদিগকে অভিন্ন বলা নিশ্চয়ই ভ্রম হইবে। আর যদি বলা যায়—যে "নীল" উৎপলে আছে, আর যে উৎপলটী নীল, সেই নীল ও সেই উৎপল অভিন্ন, তাহা হইলে বলিব—"নীল" ও "উৎপলের নীল" ঠিক্ একবস্তু নহে, এবং "উৎপল"

ও "নীল উৎপল" একবস্তু নহে বলিয়া নীল ও উৎপল একবস্তু নহে, উহারা ভিন্নই বটে। উহাদের অভিন্ন জ্ঞান ভ্রমবিশেষ বা ব্যবহার মাত্র। তাহার পর গুণের জ্ঞানে যে আশ্রিতত্ব থাকে এবং দ্রব্যের জ্ঞানে যে আশ্রয়ত্ব থাকে, তাহারা ত কখনই অভিন্ন হয় না। অতএব দ্রব্যগুণে অভেদ মানিয়া ভেদাভেদ স্বীকার অসঙ্গত কথা।

ভেদবাদী ও ভেদাভেদবাদীর বিবাদে বেদান্তী।

ভেদাভেদবাদী নীলোৎপলের অভেদজ্ঞানটী ব্যবহারমূলক বলিয়া এবং ভেদজ্ঞানটী প্রসিদ্ধ বলিয়া ভেদাভেদের অভেদ অংশকে ভ্রম কিছুতেই বলেন না। এজন্য উভয়মতের মীমাংসায় বেদান্তী বলেন যে, যদি ভেদ ও অভেদ বিরোধী হয় তবে, উভয়ই একস্থলে একভাবে থাকিতে পারে না, আর যদি অবিরোধী হয়, তাহা হইলে এই ভেদাভেদসম্বন্ধটী প্রসিদ্ধ ভেদ ও অভেদঘটিত নহে। কিন্তু ইহা একটী অন্য বা অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ, অর্থাৎ ইহা ভেদও নহে, অভেদও নহে এবং ভেদাভেদও নহে—এইরূপ বলেন। বস্তুতঃ যাবদ্ দৃশ্যবস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধই, অন্য কিছুই নহে। আর সম্বন্ধ অনির্ব্বচনীয় হওয়ায় তাহার সম্বন্ধীও অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা। কিন্তু অধিষ্ঠান সত্য না হইলে ভ্রমই হয় না, এজন্য অধিষ্ঠানরূপ সম্বন্ধী ব্যতীত দৃশ্যরূপ সম্বন্ধীটীই মিথ্যা বলিতে হয়। মিথ্যা অর্থই অনির্ব্বচনীয়। বস্তুতঃ সত্য কথা বলিতে গেলে এতদতিরিক্ত আর কিছুই বলা যায় না।

জ্ঞানতত্ত্ববিচার দ্বারা ভেদাভেদস্বীকারের চেষ্টা।

এক্ষণে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের ভিতর দিয়া অথবা বিশেষ্যবিশেষণ সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ভেদাভেদ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না বলিয়া আর একদল পণ্ডিত বলেন যে, জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপবিচারদ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় হয় না, এজন্য জ্ঞানবস্তুর প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। আর

তাহ'র ফলে দেখা যাইবে যে, জগতে সর্ব্বত্র ভেদাভেদ সম্বন্ধই বিদ্যমান। কারণ, জ্ঞেয় বস্তুটী জ্ঞানেরই রূপান্তর, অর্থাৎ জ্ঞানবস্তুটী নিয়ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। যেমন, আমি যখন ঘটকে জানি, তখন আমি আমার ঘটাকার অন্তঃকরণবৃত্তিকেই জানি, ঠিক্ ঠিক্ কেবল ঘটকে জানি না। কারণ, কোনরূপ দোষবশতঃ অন্তঃকরণটী ঘট দেখিয়া ঘটাকার ধারণ না করিলে আর আমাদের ঘটজ্ঞান হয় না। আর আমি যখনই ঘটের জ্ঞান করি, তখনই আমি যে জ্ঞাতা, তাহাও জ্ঞান করি না, এবং আমার যে ঘটজ্ঞান হইয়াছে, তাহাও জ্ঞান করি না, কিন্তু "ইহা ঘট" এই জ্ঞানের পরক্ষণেই সেই জ্ঞানটী হয়, অর্থাৎ "আমি ঘটকে জানিতেছি" এইরূপ একটী জ্ঞান হয়। প্রথম জ্ঞানে 'ঘট, বিষয় হয়, আর দ্বিতীয় জ্ঞানে 'ঘট, ঘটজ্ঞান ও আমি'—এই তিনটীই বিষয় হয়। শাস্ত্রে এই প্রথম জ্ঞানের নাম "ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান" এবং দ্বিতীয় জ্ঞানের নাম "অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান" বলা হয়। আর সকল-জ্ঞানেই এইরূপ দুইটী ক্ষণের দুইটী জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। ইহা জ্ঞানেরই স্বভাব। তাহার পর আরও দেখা যায়, উক্ত দ্বিতীয় জ্ঞানের সময় প্রথম জ্ঞানটী এবং প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা আমিও দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া জড়রূপই হয়; অর্থাৎ যেমন "আমি ভিন্ন" বলিয়া বিষয় জড়রূপই হয়, তদ্রূপ সেই প্রথম জ্ঞানটী ও প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতটী দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতৃরূপ আমি ভিন্ন হইয়া জড়মধ্যে পরিগণিত হয়। আর যতক্ষণ প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা এবং প্রথম জ্ঞানটী দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় না হয়, ততক্ষণ দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতা 'আমি' হইতেও উহা পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না। আর এই যে, আমি বস্তুটী, এটী একটী "আমি আমাকে জানি" এইরূপ একটী ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব দেখা যাইতেছে—দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতা উক্ত জ্ঞানময় অনভিব্যক্ত "আমি ভাব" হইতে "প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা আমি" "প্রথম জ্ঞান" এবং সেই

প্রথম জ্ঞানের বিষয় জড়বস্তুটীর অভিব্যক্তি হইতেছে। অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, বা চেতন ও জড়, বা বিষয় ও বিষয়ী—এই উভয়ই একটী জ্ঞানময় আমিভাব হইতে অনবরত বিনির্গত বা অভিব্যক্ত হইতেছে। তাহার আর ক্ষয় হইতেছে না। আমি-জ্ঞানটী অনবরতই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হইতেছে। আর সকল জ্ঞানের বা সকল বিষয়ের ইহাই মূলতত্ত্ব বলিয়া বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধই বিরাজমান। বস্তুতঃ আমির বিষয় আমি হয় বলিয়া, আমির মধ্যেই ভেদাভেদ অবশ্যই বিদ্যমান। অতএব ভেদাভেদবাদই সঙ্গত মতবাদ। এই মতবাদিগণ এই মতবাদটী বিশেষভাবে আজকাল প্রচার করিয়া অনন্তক্রমোন্নতি-বাদেরই সমর্থন করেন এবং অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করেন।

উক্ত ভেদাভেদবাদ খণ্ডন।

কিন্তু এই মতবাদটীও যুক্তিসহ নহে। কারণ, জ্ঞানের এইরূপ যে বিষয়বিষয়িভাবাতিরিক্ত প্রকৃতিনির্দ্ধারণ, ইহাও বহির্জ্জগতের প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াই করা হইয়া থাকে। আর এইরূপ নির্দ্ধারণকর্ত্তা যে নিয়ত একরূপ, তাহাও স্বীকৃত হইয়া থাকে। বহির্জগতে অভিব্যক্তি-ব্যাপারের জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সেই অভিব্যক্তিব্যাপারটী অন্তর্জ্জগতে প্রয়োগ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হইয়াছে। আর বহি-র্জ্জগতের নিয়ম প্রয়োগ করিয়াও তাহারই আবার বিপরীত পথে সিদ্ধান্ত করাও হইয়া থাকে। যেহেতু বহির্জ্জগতে যাহা হইতে কোন কিছু অভিব্যক্ত হয়, তাহা, অভিব্যক্তি সত্য হইলে বিকৃত হইতে বাধ্য—এই নিয়মটী দৃষ্ট হয়। কিন্তু উক্ত মূল জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে সে নিয়মের অস্বীকার করা হইতেছে। "আমি আমাকে জানিতেছি" এইরূপ একটী জ্ঞানবস্তু হইতে নিয়ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাব সত্যসত্যই অভিব্যক্ত হইতেছে, অথচ মূলভাবটীর পরিবর্ত্তন হইতেছে না—ইহা অসঙ্গত কল্পনা। কারণটী অবিকৃত থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন হইলে উৎপত্তিই বাস্তব হয় না।

কি অন্তর্জগৎ, কি বহির্জগৎ উভয় জগতেই ইহা প্রযোজ্য। অতএব এই মতবাদটী যুক্তিসহ নহে।

তাহার পর 'আমি আমাকে জানিতেছি' এই ভাবটী মূলতত্ত্বই নহে। কারণ, আমি আমাকে যখন জানি, তখন উভয় আমি পৃথক্ হইয়া যায়, এজন্য আমি আমাকে ঠিক্‌ঠিক্ জানিতেই পারে না। এস্থলে "কর্ম্মভূত আমি" "কেবল আমি" থাকে না। আমি আমাকে জানিবার কালে দেশ ও কালের সম্বন্ধ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং "কেবল আমি" জ্ঞেয়ও হয় না। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত "কেবল আমি" কেবল আমিকে জানিতেই পারে না। জানিতে গেলেই উপাধিবিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ আমিকে জানিতে গেলেই আমি আর ঠিক্ সেই আমি থাকে না। বস্তুতঃ, আমিকে জানিতে গেলে দুইটী আমিবস্তুই হারাইয়া যায়—ইহাই অনুভব হয়। চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলে কখন জ্ঞাতৃভাব, কখন জ্ঞেয়ভাব প্রবল হয় মাত্র, আমিকে ঠিক জানা হয় না।

তাহার পর এই দ্বিতীয় জ্ঞানের কর্ম্মভূত আমি, আমি-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়। ঘটজ্ঞান যেমন ক্ষণস্থায়ী, এই আমি জ্ঞানও তদ্রূপ ক্ষণস্থায়ী। অন্য জ্ঞানোদয়ে যেমন ঘটজ্ঞান নষ্ট হয়, আমি-জ্ঞানও তদ্রূপই নষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় 'জ্ঞাতা আমি' ও 'জ্ঞেয় আমি' মিলিত যে "আমি আমাকে জানিতেছি" ভাব, সেই ভাবটীকে নিত্য মূলবস্তু কি করিয়া বলা সঙ্গত হয়? বস্তুতঃ ইহা নিতান্তই অনুভববিরুদ্ধ কথা।

তাহার পর কোন বস্তুর উৎপত্তিবিলয়াদি ব্যাপার, অপরের উৎপত্তি বিলয়াদি ব্যাপার দেখিয়া অর্থাৎ অন্যের উৎপত্তিবিলয়ের সম্বন্ধ শিক্ষা করিয়া নির্দ্দেশ করা হয়; জ্ঞানবস্তুর এই উৎপত্তিবিলয়াদি ব্যাপারও ঘটপটাদি বহির্বস্তুর উৎপত্তিবিলয়াদি ব্যাপার দেখিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এখন বহির্জ্জগতে নষ্ট বস্তু যেমন পুনরায় আসে না, জ্ঞানের বিষয় আমি-ভাবেরও তদ্রূপ পুনরাগমন না হইবারই কথা কি নহে? কিন্তু এই

মতে জ্ঞানের বিষয় "জ্ঞেয় আমি" বস্তুটীকে নষ্ট হইলেও নিত্য বলা হইয়া থাকে। অতএব "আমি আমাকে জানিতেছি", এই ভাবটীকে নিত্য বলা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। অন্তর্জ্জগতের বা জ্ঞানরাজ্যের ব্যাপার বলিয়া তাহা একেবারে বহির্জ্জগতের ব্যাপারবিলক্ষণ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। বেদান্তিগণের মিথ্যাবস্তু নাই, অথচ দৃশ্য হয়—বলায় উভয় জগতেরই নিয়ম রক্ষিত হয়। অতএব এই মতে জ্ঞানবস্তুটী জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে প্রকটিত হইয়াও নিত্য অবিকৃত বলা যায় না, বলিতে গেলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাবকে মিথ্যা বলিতে হইবে। আর তজ্জন্য সেই জ্ঞানবস্তুর সহিত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাবের ভেদাভেদসম্বন্ধও স্বীকার করা যায় না।

তাহার পর প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা ও দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতার মধ্যে কালভেদ থাকায় এই উভয় জ্ঞাতার মধ্যে অভেদ থাকে না, ভেদই থাকে, সুতরাং ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় না। যেহেতু কোন দুইটীর মধ্যে অভেদ অনুভব হইতে গেলে তাহাদিগের এককালেই থাকা আবশ্যক হয়, ভিন্ন কালে থাকিলে তাহাদের অভেদ কি করিয়া অনুভূত হইতে পারে? নীলোৎপলে বা ঘটশরাবে যে অভেদ জ্ঞান হয়, তাহারা ত উভয়েই একই কালে থাকিলেই হয়। বস্তুতঃ, উক্ত দুইটী জ্ঞানের জ্ঞাতা একই কালে থাকে না বলিয়া ইহাদের অভেদ জ্ঞান সম্ভবপর হয় না।

তাহার পর দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতাকে দ্বিতীয় জ্ঞানকালে জ্ঞাতা বলিয়াই বোধ হয় না, তাহা তখন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কিছুই হয় না। প্রত্যুত প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতাকেই দ্বিতীয় জ্ঞানোদয়ে জ্ঞাতা বলিয়া বোধ হয়। এজন্য জ্ঞানরাজ্যের নিয়মানুসারেও এই উভয় জ্ঞাতার মধ্যে ভেদই অনুভূত হয়, অভেদ অনুভূত হয় না। অতএব প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা ও দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতার মধ্যে ভেদাভেদ সম্ভবপর নহে।

যদি বলা হয়, প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতাই জ্ঞেয় হইয়া আবার দ্বিতীয়

জ্ঞানের জ্ঞাতৃরূপে প্রকাশ পায়, সুতরাং কালগত ভেদ থাকিলেও বস্তুগত ভেদ থাকে না। অতএব উভয় জ্ঞাতার মধ্যে ভেদাভেদ সিদ্ধ হইবে না কেন? তাহা হইলে বলিব—ইহা অনুভববিরুদ্ধ কথা। প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা যে ফিরিয়া আসিয়া দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতা হয়, ইহা ত অনুভব হয় না। জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রথম জ্ঞানের সহিত তাহার জ্ঞাতাও চিরতরে বিলীন হয়। বস্তুতঃ, এক বস্তুর কালভেদে অবস্থাভেদ স্বীকার করিলে সেই অবস্থাভেদবশতঃ তাহাদিগকে আর প্রকৃতপ্রস্তাবে অভিন্ন বলা যায় না। তবে অবস্থাভেদ মিথ্যা হইলেই তাহা বলা যায়। এইজন্য অদ্বৈতবাদী এই অবস্থাভেদকে মিথ্যা বলিয়া তাহার অধিষ্ঠান আত্মবস্তুকে এক অদ্বৈত বলিয়াছেন।

যদি বলা হয়, প্রথম জ্ঞানে যে "আমি" জ্ঞাতা ছিলাম, দ্বিতীয় জ্ঞানেও সেই "আমি" জ্ঞাতা—এইরূপই ত জ্ঞান হয়, সুতরাং প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতাই দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতা হইতে পারিবে না কেন? তাহার উত্তর এই যে, এই কথা যিনি আলোচনা করেন, তাঁহার নিকট প্রথম জ্ঞানের ন্যায় দ্বিতীয় জ্ঞানটীও একটী তৃতীয় জ্ঞানের জ্ঞেয় হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ এটী তৃতীয় জ্ঞানের কথা হয়। সুতরাং এই দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতাটীও তৃতীয় জ্ঞানের অনভিব্যক্ত আমিরূপ জ্ঞাতার বিষয় হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে—যখন যে জ্ঞান হয়, তখন সে জ্ঞানের জ্ঞাতা অনভিব্যক্ত আমিরূপে থাকে, আর সেই জ্ঞানটী যখন আবার জ্ঞেয় হয়, তখন সেই জ্ঞেয়-জ্ঞানের জ্ঞাতাও জ্ঞেয় হয়। এই জ্ঞেয়রূপ জ্ঞাতা এবং তাহাদের জ্ঞাতা পৃথক্‌ই থাকে। জ্ঞেয়রূপ জ্ঞাতা ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার জ্ঞাতৃরূপ অনভিব্যক্ত জ্ঞাতার রূপধারণ করিতেছে—এরূপ অনুভবই হয় না। সুতরাং জ্ঞেয়রূপ জ্ঞাতা আবার ফিরিয়া আসিয়া সেই জ্ঞেয়রূপ জ্ঞাতার জ্ঞাতা হয়—একথা অপ্রমাণ, একথা অনুভববিরুদ্ধ কথা।

আর যদি একই বস্তু হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই নিজ পূর্ব্বরূপই ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি ও ফিরিয়া আসা—উভয়ই মিথ্যা বলিতে হয়, আর মিথ্যা বলিলে ভেদাভেদও মিথ্যা হয়। আর সত্য বলিলে ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় না, কিন্তু ভেদই সিদ্ধ হয়।

তাহার পর এই যে "জ্ঞাতা আমি" ইহা জাগ্রত স্বপ্নে যেরূপ হয়, সুষুপ্তিতে সেরূপ নহে। সেখানে 'আমি আমাকে জানিতেছি', এই ভাবই থাকে না। সুতরাং জ্ঞাতার যে প্রকৃত স্বরূপ, তাহা এই তিন অবস্থা ভিন্ন অন্য একটী রূপ। আর বস্তুতঃ, জাগ্রতস্বপ্নেও যখনই জ্ঞান হয়, তখনই সেই জ্ঞানের জ্ঞাতা সুষুপ্তির জ্ঞাতার ন্যায় অনভিব্যক্তই থাকে। জ্ঞানের জ্ঞানকালেই কেবল জ্ঞাতার জ্ঞান হয়, অর্থাৎ "আমি আমাকে জানিতেছি", এই জ্ঞান হয়। অতএব "আমি আমাকে জানিতেছি", এইটীই যে মূল তত্ত্ব, তাহাও বলা সঙ্গত হয় না। আর এই সকল কারণে জ্ঞানের স্বরূপমধ্যেও যে ভেদাভেদভাব বর্ত্তমান—এই সিদ্ধান্তই ভুল। ইহা বিক্ষিপ্তচিত্তের ভ্রান্ত অনুভবমাত্র। অবশ্য এ বিষয়ে উভয়পক্ষে বহু কথাই আছে, কিন্তু সে সব যতই আলোচনা করা যাইবে ততই ভেদাভেদবাদের অসারতাই পরিলক্ষিত হইবে।

অবশ্য এই বিপক্ষদলের পক্ষপাতী পণ্ডিতগণ সুষুপ্তিকালেও 'আমি আমাকে অনুভব করিতেছি' এই ভাবটীকে স্বীকার করিবার জন্য আগ্রহ করেন। তাঁহারা বলেন—কোন বস্তুতে গাঢ় মনোনিবেশ করিলে যেমন অন্য বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, সুষুপ্তিকালেও সেইরূপ উক্ত "আমি আমাকে অনুভব করিতেছি" এই ভাবটী অনুভূত হয় না মাত্র, ইত্যাদি। কিন্তু এ কথাও অসঙ্গত। কারণ, গাঢ় মনোনিবেশ-কালে যে বিষয়টীর ভান হয়, তাহার অনুব্যবসায়ে সেই বিষয় ও তাহার জ্ঞাতা ও জ্ঞানেরও ভান হয়, কিন্তু সুষুপ্তিকালে যে জ্ঞান হয়,

তাহার অনুব্যবসায়ে কোন জ্ঞাতা বা জ্ঞানের ত আর ভান হয় না। তখন 'আমি কিছুই জানি নাই', এমন কি 'আমি আমাকেও জানি নাই'—এইরূপ জ্ঞানই হয়। অতএব ইহা নিতান্ত অনুভববিরুদ্ধ কথা। "আমি আমাকে জানিতেছি" এই ভাবটী জ্ঞানের মূলতত্ত্ব নহে। জ্ঞানের যাহা মূলতত্ত্ব, যাহা হইতে সকল জ্ঞাতা ও সকল জ্ঞেয় অভিব্যক্ত, তাহাই স্বপ্রকাশতত্ত্ব। তাহা বেদান্তেরই অদ্বৈততত্ত্ব। তাহা "অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্যত্ব"।

যাহা হউক, উভয়বাদেই এত কথা আছে যে, ইহার অন্ত হয় না বলিতেও পারা যায়। এই অবস্থায় অদ্বৈতবাদী বলেন—ইহাদের উভয়ের উভয়কে খণ্ডনই ঠিক্, অর্থাৎ উভয়ের কথাই অন্য দিক্ দিয়া ভুলই বটে। সুতরাং ইহাকে অনির্ব্বচনীয় বলাই সঙ্গত। ইহার কারণ, পরস্পরবিরোধী ভেদাভেদ একই স্থলে থাকিলে উহা ভেদও নহে, অভেদও নহে বলিতে হয়। অথবা একটীকে সত্য, অপরটীকে ভুল বলিতে হয়। কিন্তু দুইটী মতেই সত্য থাকায় উহা বস্তুতঃ ভেদও নহে, অভেদও নহে—এইরূপই সিদ্ধ হয়। আর তজ্জন্য ইহা অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হয়। বৈষ্ণবাচার্য্য-গণও অদ্বৈতবাদখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করিয়া এই অনির্ব্বচনীয়বাদেরই বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা ভেদ ও অভেদ উভয়কে অনির্ব্বচনীয় বলায় তাহাদের মিলিতাবস্থাকেও যে তাঁহারা 'অনির্ব্বচনীয় বলিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। বস্তুতঃ যুক্তি-বিচারদ্বারা এই অনির্ব্বচনীয়বাদ ভিন্ন আর কোন বাদই স্থির হয় না। মহামতি নাগার্জ্জুনও যুক্তির ফলে কিছুই নির্ব্বচন করা যায় না বলিয়া তত্ত্বকে শূন্যই বলিয়াছেন। তাঁহার শূন্য সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ নহে, এবং সদসদ্ভিন্নও নহে, অর্থাৎ চতুষ্কোটীবিনির্ম্মুক্ত। কিন্তু এই সৎ অর্থক্রিয়াকারী হইলে ইহা বেদান্তের সৎ নহে। অর্থক্রিয়াকারী না হইলে এই শূন্যকে বেদান্তের সৎ বলিতে হইবে, অথবা বেদান্তের

অসৎ অথবা বেদান্তের মিথ্যা বলিতে হইবে। বেদান্তের সৎ যাহা তিনকালে একরূপ থাকে, আর বেদান্তের অসৎ যাহা কোন কালেই থাকে না, যেমন বন্ধ্যার পুত্র। আর বেদান্তের মিথ্যা— এই সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ নাই অথচ জ্ঞেয়। এখন শূন্যকে যদি বেদান্তের সৎ বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বেদান্তবাদী, আর যদি বেদান্তের সৎ না বলা হয়, তবে শূন্যকে বেদান্তের অসৎ বা বেদান্তের মিথ্যা বলিতে হইবে। আর যদি বেদান্তের অসৎ বলা হয়, তাহা হইলে তাহার জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া তাহা স্বীকার্য্যই হয় না। মহামতি বিদ্যারণ্য পঞ্চদশীতেও বলিয়াছেন—শূন্যবাদী যদি শূন্যকে সৎ বলেন, তবে আমাদের সঙ্গে বিরোধ নাই, আর বিজ্ঞানবাদী যদি নির্ব্বিষয় বিজ্ঞানকে নিত্য বলেন, তাহা হইলেও আমাদের সঙ্গে বিরোধ নাই। কিন্তু বৌদ্ধমতে বেদান্তীর সম্মত অসৎ শূন্যের বা চতুষ্কোটীবিনির্ম্মুক্ত শূন্যের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তাহাকে মিথ্যাই বলা সঙ্গত। আর তজ্জন্য বৌদ্ধমতে অসঙ্গ সদ্‌ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায় নাই—ইহাই বলা হয়।

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, ভেদবাদ বা ভেদাভেদবাদটী প্রকৃত-প্রস্তাবে অনির্ব্বচনীয়বাদ কিরূপে সিদ্ধ হয়। সকলেই দেখিয়াছেন—

ভেদাভেদও সত্য নহে।

এক মৃত্তিকারই ভিন্ন ভিন্ন রূপই ঘট, শরাব ও পিণ্ডাদিরূপ বলিয়া উপলব্ধি হওয়ায় এবং সেই বিভিন্নরূপ অনিত্য বা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল হওয়ায় ঘটশরাবপিণ্ডাদিনিরপেক্ষ, শুক্লত্ব পীতত্বের ন্যায়, মৃত্তিকাত্বরূপে যে মৃত্তিকার উপলব্ধি, তাহাই অপেক্ষাকৃত নিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীলের উপলব্ধি হইতেছে। অর্থাৎ একই বস্তু বিভিন্নরূপ ধারণ করিলেও যেমন নিজরূপে সে নিত্য, আর বিভিন্নরূপটী তাহার খেলা বা লীলাবিশেষ হয়, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা রূপই হয়—এস্থলেও তাহাই হইবে। অতএব দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত কোনবাদই সত্যসমীপবর্ত্তী

নহে। এক বস্তুর নিজরূপ অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যদি তাহার নিয়ত বিভিন্নরূপ হয়, তবে সেই বিভিন্নরূপই অনির্ব্বচনীয় হয়। যাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল তাহাকে অনির্ব্বচনীয় ভিন্ন আর কি বলা যাইবে। আর অনির্ব্বচনীয়ই মিথ্যা। আর এই মিথ্যার অভাববিশিষ্ট সেই সত্য অদ্বৈত হওয়ায়, দ্বৈতাদ্বৈতভাবও মিথ্যাই হয়। মিথ্যাসম্পর্কে যাহা দ্বৈতাদ্বৈত, তাহা মিথ্যা দ্বৈতাদ্বৈত। আমরা দেখিতে পাই—যাহাই আমরা জানিতে পাই, অর্থাৎ দেখিতে শুনিতে পাই, তাহাই পরিবর্ত্তনশীল, আর সেই পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের যাহা নিজ অপবরির্ত্তনীয়রূপ, তাহা আমরা দেখিতে বা জানিতে পাই না। কোন বস্তুরই পরিবর্ত্তনশীল রূপটী স্থায়ী নহে, তাহার জ্ঞানের পরই তাহা আর থাকে না। এজন্য তাহা, নাই অথচ জ্ঞানের বিষয় হয়—ইহাই বলা হয়। আর ইহাই মিথ্যার লক্ষণ। পরিবর্ত্তনশীলের নিজ অপরিবর্ত্তনশীল রূপটী অবশ্য সত্য, অর্থাৎ সর্ব্ব-কালেই আছে, কিন্তু তাহা আমরা জানিতে পারি না। এই জন্যই এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের নিজ অপরিবর্ত্তনশীল রূপটী বৈশেষিকাদিমতে পরমাণু প্রভৃতি স্বীকার করা হয়, আর সাংখ্যাদির মতে প্রকৃতি স্বীকার করা হইয়াছে। কেহই পরিবর্ত্তনশীলের মধ্যগত নিজ অপরিবর্ত্তনশীল-রূপের অস্বীকার করেন নাই। এখন অপরিবর্ত্তনশীলের পরিবর্ত্তনশীল-রূপটী অসম্ভব, অথচ দৃশ্য হইতেছে বলিয়া এই পরিবর্ত্তনশীলরূপকে অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যাই বলা ভিন্ন—যেমন আর উপায় নাই, তদ্রূপ অপরিবর্ত্তনশীল অদ্বৈতভাবকেও সত্য বলা ভিন্ন আর উপায় নাই। অদ্বৈতবাদী দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা মিথ্যা বলিয়াই স্বীকার করেন। বস্তুতঃ এস্থলেও অদ্বৈতবাদী ইহাকে অনির্ব্ব-চনীয় অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন, এবং স্বমতের দৃঢ়তাসাধন করেন। কারণ, তাঁহাদের উভয়কেই ভ্রম বলা হয়, অন্য কথায় উভয়ের খণ্ডনকেই সত্য বলা হয়। ভেদাভেদবাদীর অভেদ যখন

ভেদের বিরোধী নহে, তখন ভেদাভেদবাদকে ভেদবাদ বলিতে কোন আপত্তিই হওয়া উচিত নহে। অদ্বৈতবাদীর অভেদ ভেদের বিরোধী, সুতরাং তাঁহাদের মতে, হয়—ভেদ সত্য, না হয়—অভেদ সত্য হইবে। কিন্তু ভেদ অনির্ব্বচনীয় বলিয়া অভেদই সত্য বলিতে হয়। অতএব কি ভেদভাব অথবা কি অভেদভাব—সকলই জ্ঞেয় হয় বলিয়া সে সকলগুলিই মিথ্যা; জ্ঞানস্বরূপ এক অভেদ অদ্বৈতই সত্য—বলিতে হইবে।

মিথ্যার সত্তাবিচার।

যদি বলা হয়—অদ্বৈতের উপর এই দ্বৈতাভাব বা বিশিষ্টাদ্বৈতভাবটী যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তাহার সত্তা ত অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে বলিব—তাহা উপলব্ধ হইতেছে বলিয়া তাহার প্রাতিভাসিক সত্তাই স্বীকার্য্য, অর্থাৎ তাহা দেখা যায় বলিয়া "আছে" বলা হয়, কিন্তু "আছে" বলিয়া দেখা যায়—এরূপ নহে। এজন্য তাহার সত্তা অদ্বৈতের সত্তার ন্যায় নহে। বস্তুতঃ, যাহা ব্রহ্মবৎ সত্য নহে, তাহাই মিথ্যা। মিথ্যাবস্তু উপলব্ধ হয়, কিন্তু উপলব্ধির অতিরিক্ত কালে তাহার সত্তা নাই।

অদ্বৈতভিন্ন সবই মিথ্যা।

এখন ইহাই যদি তত্ত্ব হয়, তবে পূর্ণতার অভিমুখে গতি, অনন্ত উন্নতি, অনন্তসুখসম্ভোগ—সবই অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা। ইহা যে একেবারে হয় না, তাহাও নহে, আর ইহাই যে চিরকাল হইতে থাকিবে, তাহাও নহে। ইহা সদসদ্‌ভিন্নস্বরূপ, ইহাকেই আমাদের দেশের উপাসকসম্প্রদায় ভগবানের লীলা নামে অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ লীলা ও মিথ্যা বা বিবর্ত্ত একই কথা। কারণ, এই সকলের মধ্যেই একটী অবিকৃত মূলরূপ স্বীকার করা হয়, আর তাহার উপর একটী আরোপিতরূপ স্বীকার করা হয়। বালকবালিকার খেলারূপ লীলার মধ্যে, নটের অভিনয়রূপ লীলার মধ্যে, রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্পমধ্যে

রূপটী অবিকৃত স্বীকার করা হয়। বালকবালিকা খেলার সময় জানে যে, সত্যসত্য তাহারা রাজারাণী হয় নাই, নটনটী জানে যে সত্যসত্য তাহারা রাজারাণী হয় নাই, রজ্জুসর্পমধ্যে রজ্জুটী সত্যসত্য সর্প হয় নাই। অতএব নিরবচ্ছিন্ন এক চির অবিকৃত নিষ্ক্রিয় নিত্য অদ্বৈত-তত্ত্বের স্বরূপে থাকিয়াই যে এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্ররূপ ধারণ, তাহাই এই জীবজগতের ব্যাপার। সুতরাং ইহাই মিথ্যা—আর অদ্বৈতরূপই সত্য। আর তজ্জন্য অনন্ত উন্নতি অনন্তসুখসম্ভোগ, পূর্ণতার অভিমুখে অনন্তগতি—সবই অনুভূত হয়, সবই সম্ভবপর হয়। ইহা অনুভূত হয়, অথচ নাই অর্থাৎ মিথ্যা, অর্থাৎ অসৎ নহে, সৎও নহে। এইজন্য ক্রমোন্নতিবাদী যাহা বলিতেছেন, তাহা অদ্বৈত-বেদান্তমতে যতটা চরিতার্থ হয়, যতটা সম্ভব হয়, এতটা আর অন্যমতে হয় না। এইজন্য জগৎতত্ত্ব যতটা অদ্বৈতমতে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়, এতটা আর অন্য কোন মতে ব্যাখ্যাত হয় না। যাঁহারা বলেন, অদ্বৈতমতে জগৎতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয় না, তাঁহারা অদ্বৈতমত না বুঝিয়াই বলেন। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত কারণে অনন্তক্রমোন্নতিবাদ নিতান্ত অসঙ্গত মতবাদ।

মিথ্যাও সত্য নহে।

যদি বলা যায়, অদ্বৈতের উপর এই যে, মিথ্যার খেলা, এই মিথ্যা খেলাকেও নিত্য বলিলে দোষ কি? তাহা হইলে বলিব—সেই মিথ্যার মিথ্যাত্বের অপলাপ করা হয়। অদ্বৈততত্ত্বটী যদি মিথ্যাবিশিষ্টরূপে নিত্য হয়, তবে মিথ্যা আর মিথ্যা থাকিল না। অতএব অদ্বৈত-তত্ত্বের এই মিথ্যা বিশেষণটী অদ্বৈততত্ত্ব অপেক্ষা ন্যূনসত্তাক বলিতে হইবে। আর ন্যূনসত্তাক হইলে সর্ব্বকালে এই মিথ্যা বিশেষণটী থাকিবে না ইহাই—বুঝাইল। সুধু ইহাই নহে, যে কালে এই মিথ্যা বিশেষণটীকে 'আছে' বলা হয়' সে কালেও তাহা সত্যই নাই বুঝিতে হইবে।

কারণ, যাহা সত্যসত্য কোনকালে থাকে, তাহাকে অন্যকালে 'নাই' করা যায় না। অতএব মিথ্যা কোন কালেই নাই, অথচ এককালে প্রতিভাত মাত্র হয়। অতএব মিথ্যারূপ বিশেষবিশিষ্টও অদ্বৈততত্ত্ব হইতে পারে না। যাহা অদ্বৈত তাহাতে বিশেষণ সম্ভবপর নহে।

ভেদাভেদবাদীর আপত্তি।

ইহাতে ভেদাভেদবাদী বলেন—অনির্ব্বচনীয় বলিলেও ত কিছুই বলা হয় না, বরং নীলঘটের স্থলে নীলের সহিত ভেদ ও অভেদ উভয় বলিলে কিছু বলা হয়। কারণ, "নীল কি" জিজ্ঞাসা করিলে নীলঘটটী দেখাইলে লোকে নীল কি বুঝিতে পারে, তদ্রূপ "ঘট কি" বলিলে লোকে নীলঘট দেখাইলেও লোকে 'ঘট কি' বুঝিতে পারে। এজন্য নীল ও ঘট অভিন্ন এবং নীলপদ্মে নীল থাকে বলিয়া লোকে নীলের সহিত ঘটের ভেদও বুঝিতে পারে। অতএব গুণ ও গুণী, ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই—আর ইহাই সত্য। আর ইহাতেই বস্তুর স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হয়। অতএব অনির্ব্বচনীয় বা অদ্বৈতবাদ সঙ্গত নহে।

অদ্বৈতবাদীকর্ত্তৃক উত্তর প্রদান।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিবেন এই যে, ভেদাভেদব্যবহার, ইহা ভ্রমাত্মক ব্যবহার। কারণ, "নীল কি" বলিলে যে নীলঘট দেখিয়া লোকে নীলজ্ঞান লাভ করে, সে তৎকালে নীলপদ্মের নীলের জ্ঞান করে না। তদ্রূপ ঘটজ্ঞানকালে নীলঘট দেখিয়া ঘটজ্ঞান হইলে তাহাও ভ্রম হয়। যেহেতু এ উভয় স্থলেই যে যেরূপ ঠিক্‌ঠিক্ নহে, তাহাকে সেইরূপেই জানা হইল। ব্যবহার সম্ভব হয় বলিয়া তাহাকে সত্য বলা সঙ্গত হয় না। যেহেতু ভ্রমজ্ঞানদ্বারাও ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। অতএব সত্য কথা বলিতে গেলে অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হয়। দ্বৈতাদ্বৈতমতে বিরোধও সত্য; অদ্বৈতমতে দ্বৈত পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং অল্পসত্তাক ও অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া তাহাদের বিরোধও মিথ্যা।

ক্রমোন্নতিবাদে অপর অসঙ্গতি।

তাহার পর পূর্ণতাভিমুখে অনন্তগতি বলিলে জিজ্ঞাস্য হইবে—এই গতি অনাদি কি আদিবিশিষ্ট? যদি এই গতি অনাদি ও অনন্ত হয়, তবে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাই পূর্ণ বলিতে হইবে; কারণ, এই অবস্থার আদি অন্ত নাই। যাহার আদি অন্ত নাই—তাহাই ত পূর্ণ। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাকে যদি পূর্ণ বলা যায়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষবিরোধ হয়। কারণ, আমরা যে অপূর্ণ, আমরা যে শোক-দুঃখকাতর, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

আর যদি এই গতি আদিবিশিষ্ট অথচ অনন্ত বলা হয়, তাহা হইলেও প্রত্যক্ষবিরোধ হয়। কারণ, আদিমান ভাববস্তু কখনই অনন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। ধ্বংসরূপ অভাববস্তু ভিন্ন যাহার আদি আছে, তাহারই অন্ত আছে। অতএব সাদি অনন্ত এই গতি—ইহা বলা যায় না অতএব পূর্ণতাভিমুখে অনন্তগতি এই কথাই অসঙ্গত কল্পনা।

তাহার পর পূর্ণের পূর্ণতরতা অভিমুখে গতি আর অপূর্ণের পূর্ণতা অভিমুখে গতি, একই কথা। কারণ, পূর্ণতরের নিকট পূর্ণ অপূর্ণই বটে। একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ণতাভিমুখে অপূর্ণেরই গতি স্বীকার করিতে হয়। এখন তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে, এই গতিতে অপূর্ণের বিকৃতি হইতেছে কি না? যদি বলা হয়—বিকৃতি হইতেছে, তাহা হইলে একদিন পূর্ণতাপ্রাপ্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য হইবে, আর তাহা হইলে অনন্ত উন্নতি হইল না। আর যদি বলা হয়—বিকৃতি হইতেছে না, তাহা হইলে গতিই সম্ভব হয় না। অতএব পূর্ণতাভিমুখে গতিতে পূর্ণতাপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়। আর তাহা হইলে অনন্ত ক্রমোন্নতি সিদ্ধ হয় না।

তাহার পর অপূর্ণের যদি পূর্ণতাপ্রাপ্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে, অপূর্ণের অপূর্ণতা কি স্বভাব না আগন্তুক ধর্ম্ম? যদি

বলা হয়, অপূর্ণতা অপূর্ণের স্বভাব, তাহা হইলে স্বভাবহানি স্বীকারে অসঙ্গত কল্পনা হয়। আর যদি বলা হয়, উহা আগন্তুক ধর্ম্ম, তাহা হইলে অপূর্ণ স্বভাবতঃই পূর্ণ, কোন কারণবশে মিথ্যামিথ্যা তাহা অপূর্ণ হইয়াছে মাত্র। সুতরাং এই দ্বৈতরাজ্য মিথ্যাভাবেরই ফল। আর এই মিথ্যাভাবই অজ্ঞান এবং এই অজ্ঞান জ্ঞাননাশ্য বলিয়া ক্রমোন্নতিবাদের সম্ভাবনা কোনরূপেই স্থান পাইতেছে না।

এখন ক্রমোন্নতিবাদীর আর একটা কথা অবশিষ্ট আছে। তাঁহারা বলিতে পারেন—মানবাত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণই আছে, তবে তাহাতে অপূর্ণতাবোধের একটা আবরণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, মানবাত্মার চেষ্টায় তাহা ক্রমেক্রমে অপসারিত হইতেছে। এই চেষ্টাও অনন্ত, আর এই অপসারণও অনন্ত। সুতরাং ক্রমেই উন্নতি হইতেছে, আর তাহার ফলে ক্রমশঃই জ্ঞানসুখাদি বৃদ্ধি পাইতেছে, আর ইহারই নাম পূর্ণতার অভিমুখে অনন্তগতি, ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিব—একথাও অসঙ্গত। কারণ, স্বভাবতঃ যাহা পূর্ণ, তাহাতে আগন্তুক অপূর্ণতাবোধের আবরণ, অনন্তকাল ধরিয়া অপসারিত হইতে পারে না। আগন্তুক আবরণের অপসারণ অনন্ত হয় না, প্রত্যুত সান্তই হয়। জন্য ভাববস্তু অবিনাশী হইতে পারে না। আর স্বভাবতঃ পূর্ণকে আবৃত করিয়া অপূর্ণ করা সত্যসত্য অপূর্ণ করা হয় না। অতএব স্বভাবতঃ পূর্ণ আবৃতকালেও পূর্ণই থাকে, কেবল বোধ হয় মাত্র অপূর্ণ হইয়াছে—এই মাত্র। সুতরাং এই অপূর্ণতা বস্তুতঃ না ঘটিলেও প্রতীত মাত্র হইতেছে বলিতে হইবে। আর ইহা যদি বলা হয়, তাহা হইলে এই আবরণ, মিথ্যা অর্থাৎ তিনকালে নাই অথচ প্রতীতি হয়, আর পূর্ণবস্তুটী তিনকালেই সৎ, তাহার প্রতীতি হয় না, আর তাহার যে আবরণ তাহা মিথ্যা আবরণ। আর এরূপ বলিলে ক্রমোন্নতিবাদী অদ্বৈতবাদীই হইলেন। বস্তুতঃ

সকল মতবাদীই যদি স্বমতের দোষস্খালনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অদ্বৈতমতেই আসিতে হয়।

এইরূপ যতই আলোচনা করা যাইবে, দেখা যাইবে, অনন্ত ক্রমোন্নতিবাদ সর্ব্বথা দুষ্ট মতবাদ। ইহা কোন ক্রমেই সিদ্ধ হয় না। বিচারের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয়, তাহাতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, এক অদ্বিতীয় সত্যতত্ত্বের উপর একটা মিথ্যার খেলা অনাদিকাল হইতে চলিয়াছে। আর এই খেলাও যে অনন্তকালব্যাপী তাহাও নহে। কারণ, এই খেলাকে সত্যজ্ঞান করিলে ইহা অনন্ত হয়, আর মিথ্যাজ্ঞান করিলে সান্ত হয়, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় হয়। বস্তুতঃ ইহাই অদ্বৈতবাদ। ইহাই এই অদ্বৈতসিদ্ধির মতবাদ। এই অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে এই অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা উত্থাপিত করিয়া তাহার খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বৈত সিদ্ধ করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ জগৎসম্বন্ধে উক্ত অনির্ব্বচনীয়বাদই আজ বিজ্ঞানেরও লক্ষ্য। মহাত্মা আইনষ্টাইনের সাপেক্ষত্ববাদের ফলে যাহা দৃশ্য তাহাই সাপেক্ষ, অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে অনির্ব্বচনীয়—ইহাই প্রমাণিত হয়। বৈজ্ঞানিকের একটী ইলেক্‌ট্রন মধ্যে যখন সৌর জগতের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তখন বিজ্ঞানও সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানের" দিকে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে সেই বৈদিক সত্যই আবার মেঘবিনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। মনে হয়, ক্রমোন্নতিবাদই ক্রমোন্নত হইয়া সেই পুরাতন সত্যই আবার বেদসাহায্যেই প্রচার করিবে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ সনাতন অদ্বৈতমত ততদিন সেবা করিলে অধিক লাভবানই হইবেন—ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

ক্রমোন্নতিবাদের প্রমাণ নাই।

এইবার দেখা যাউক, এই ক্রমোন্নতিবাদের প্রমাণ কিছু আছে কিনা। অবশ্য ক্রমোন্নতিবাদিগণ জগতের সকল দিকেই সকল বিষয়েই

ক্রমোন্নতি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কি জীবজগৎ, কি উদ্ভিজ্জ-জগৎ, কি জড়জগৎ, কি নৈতিকজগৎ, কি ধর্ম্মজগৎ, কি জ্ঞানজগৎ সকল ক্ষেত্রেই তাঁহারা ক্রমোন্নতির লক্ষণ আবিষ্কারে অশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রযত্ন দেখিলে নিতান্তবিস্ময়সাগরে নিমগ্নই হইতে হয়। মনে হইবে, তাঁহারা বাস্তবিকই অসাধ্যসাধন করিতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের প্রযত্নের বর্ণনা করাও যেন অসাধ্য বিষয়। ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানই তাঁহারা মন্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রযত্নের আর তুলনা নাই বলিলেই হয়।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁহারা ক্রমোন্নতি প্রমাণ করিবার জন্যই এই পরিশ্রম করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বত্র ক্রমোন্নতি দেখিয়াছেন। কেবল তত্ত্বনির্ণয় লক্ষ্য হইলে তাঁহারা এই ক্রমোন্নতি দেখিতেন না, তাঁহারা নিশ্চিতই অপর কিছু দেখিতেন। তাঁহারা পরিবর্ত্তনই দেখিতেন।

আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যসমাজে অতীতে যে উন্নতি হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহা নাই। বর্ত্তমান যেমন একদিকে মহান্, অতীতও তদ্রূপ অন্যদিকে মহান্ই ছিল এবং মোটের উপর মনে হয়, মহত্তরই ছিল। বর্ত্তমানের দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, দূরগমনজন্য সুখ বর্ত্তমানে যে ভাবে সর্ব্বসাধারণে উপভোগ করিতে পারে, অতীতে সে ভাবে সর্ব্বসাধারণে উপভোগ করিতে পারিত না বটে, অতীতে যোগী ঋষিগণের মধ্যে কেহ কেহ মাত্র এতাদৃশ শক্তি সম্পন্ন হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের দূরশ্রবণ, দূরদর্শন প্রভৃতি শক্তির সহিত তাঁহাদের যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিজড়িত থাকিত, তাহা আর বর্ত্তমানে কৈ? তাঁহাদের সত্য সরলতা দয়া দাক্ষিণ্য ঔদার্য্য ও ত্যাগশীলতা, তাহাদের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাদের

বাক্‌সিদ্ধি, শাপবরদানের শক্তি, ইত্যাদি যে তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি তাঁহাদের উক্ত দূরশ্রবণাদি যোগশক্তির সহিত বিকশিত হইত তাহা আজ কোথায়? এদৃষ্টিতে বর্ত্তমান অবনতই বটে। এখন এই দুইটী একত্র করিয়া যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে জড়ীয় উন্নতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল্য অধিক বলিয়া অতীতকেই উন্নততর বলিতে হয়। অতীতে যুদ্ধাস্ত্রদ্বারা সমগ্র দেশ ধ্বংস করিবার শক্তি হইত, আজ বর্ত্তমানে গ্যাসদ্বারাও তাহাই হইতে পারে বটে, কিন্তু অতীতে সেই সব অস্ত্র প্রয়োগে যে সংযম ছিল, আজ বর্ত্তমানে সে সংযম কোথায়? আজ যে নিরস্ত্র অসহায় আবাল বৃদ্ধ বণিতার উপর বোমা নিক্ষেপ ও মেসিন গানের গুলিগোলা নিঃসংকোচে নিক্ষেপ করা হইতেছে। কিন্তু অতীতে নিরস্ত্র অসহায়ের উপর, এমন কি সাধারণ যোদ্ধারও উপর কখন মন্ত্রপূত অস্ত্র ত্যাগ করা হইত না। অতীতে এক একজন ব্যক্তি (যথা—পরশুরাম) ক্রোধবশে বা দৈত্যপ্রকৃতিবশে, আবাল বৃদ্ধ বণিতা নিধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আজকাল কি সমগ্রদেশের প্রতিনিধি ব্যক্তি ঐ কার্য্য বুদ্ধি-পূর্ব্বকই করিতেছেন না? অতীতের সেই ব্যক্তির মৃত্যুতে শান্তি হইত, আর আজ এক প্রতিনিধি যাইলে অপর প্রতিনিধি আসিয়া সেই কার্য্যই করিতে থাকেন। অতীতে অত্যাচারের বিরাম ছিল, সীমা ছিল, আজ আর তাহার বিরাম নাই, সীমাও নাই। অতীতে কোন জাতির উচ্ছেদ চেষ্টা হইত না, আজ কিন্তু তাহা হইয়া থাকে। অতীতের ভোগস্পৃহা ও ত্যাগের সহিত আজকার ভোগস্পৃহা ও ত্যাগের তুলনা করিলে অতীতই উন্নত ছিল বলিতে হয়। আজ কোন্ দেশে কোন্ শিক্ষিতসমাজে বানপ্রস্থ সন্ন্যাস দৃষ্ট হয়? অতীতে একে অপরের দেশ অধিকার করিলে কর লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিত, আর আজ তাহাকে ক্রীতদাস করিয়া কৌশলে প্রকারান্তরে তাহাকে নিধন করা

হইয়া থাকে। অতীতে মৃতের উপর অত্যাচার শুনা যায় নাই, আর বহু বৎসরের সমাধি হইতে মৃতদেহ উৎখাদিত করিয়া তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হয়। অতীতে জীবন্তের ত্বকোন্মোচন করিয়া নিহত করা শুনা যায় না, আর আজ লোকে দল বাধিয়া অপরাধীকে সর্ব্বসমক্ষে এই ভাবে নিধন করে। অতীতে কখন নরমুণ্ড কাটিয়া সর্ব্বসমক্ষে সাজাইয়া বিদ্রোহী প্রজাবর্গকে ভয় দেখান হইত বলিয়া শুনা যায় না, কিন্তু আজ তাহা হয়। অতীতে কখন সর্ব্বসমক্ষে জননীকুলের অতি ঘৃণিত ভাবে সম্ভ্রম নষ্ট করা হইত বলিয়া শুনা যায় না, কিন্তু আজ তাহা হয়, এবং তদ্দেশবাসী সেই সব কর্ম্মচারীকে প্রকারান্তরে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। শিক্ষার ছলে, উন্নত করিবার ভান করিয়া আজ যেমন এক জাতি অপর জাতির সত্তা পর্য্যন্ত লোপ করেন, এমন অতীতে ছিল না। বিচারপতির আসনে বসিয়া স্বজাতি বলিয়া অপরাধীকে মুক্তিদান পূর্ব্বে ছিল না। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিব না বলিয়া মাদকদ্রব্যের প্রচারে বদ্ধপরিকর হইতে অতীতের রাজন্যবর্গকে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। কৌশলে স্বধর্ম্মে আনিবার প্রবৃত্তি আজকালই দেখা যায়। যাঁহারা অতীত ও বর্ত্তমানের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা অপক্ষপাত চিত্তে বিবেচনা করিলে অতীত হইতে বর্ত্তমানকে মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়া মোটের উপর অবনতই বলিবেন। অতীতের চিকিৎসাশাস্ত্র, অতীতের যোগবিদ্যা অতীতের মেধা স্মৃতি, অতীতের শারীরীক বল আজ কোথায়? হুয়েনসঙ্গই বলিয়াছেন, ভারতে সেই সময় একজন লোক ছয়লক্ষ শ্লোক পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিত। সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবার কৌশল অবগত ছিল। আজ সে শক্তি কোথায়? এখনও প্রাচীন কৌশলে একত্রকজন বালক শতাবধানী হইতেছে, দেখা যায়। শতসংখ্যক সংখ্যার গুণন মনে মনে করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানের উন্নতিতে তাহা কোথায়? এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতে

চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বহুপূর্ব্বে রোগীর মৃত্যুসময় নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দেয়, বর্ত্তমান প্রথায় তাহা কোথায়? আমরা যতই দেখিতেছি বর্ত্তমান, অতীতের সমকক্ষ নহে, প্রত্যুত অনেক পরিমাণেই অবনত—ইহাই মনে হয়।

অতীতের উন্নতি অস্বীকার করা যায় না।

অবশ্য এস্থলে ক্রমোন্নতিবাদী বলিবেন যে, অতীতের যে সব উন্নতির কথা, সুখসম্পদের কথা আমরা শুনিতে বা গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, তাহা সম্পূর্ণভাবে অতিরঞ্জিত এবং কল্পিত কথা, তাহা কবির কল্পনা, তাহা মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু একথা ক্রমোন্নতি-বাদীর সঙ্গত নহে। অতীতের বিষয় কালবশেই বিনষ্ট, বিকৃত ও বিস্মৃত হইতে বাধ্য। সুতরাং অতীতের ধ্বংসাবশেষ হইতে অতীতের প্রকৃত চিত্র কখনই সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত করিতে পারা যায় না। অতীতের বর্ণনাবিশিষ্ট গ্রন্থাদিতে অনেক ভুলচুক, অনেক অসম্ভব কথা থাকিলেও কোন্‌টী ভুল, কোন্‌টী ভুল নহে, কোন্‌টী সম্ভব, কোন্‌টী সম্ভব নহে, তাহা বুঝা যাইবে কি দিয়া? অতীতের অবস্থা বর্ত্তমানের বুদ্ধিশক্তির দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে গেলে, তাহা কখনই অভ্রান্ত হইতে পারে না। এখনও পর্য্যন্ত ব্যক্তিবিশেষে যে সব যোগশক্তি ও মন্ত্রশক্তির কার্য্য দেখা যায়, তাহা দেখিয়া কোন পক্ষপাতহীন ব্যক্তি কখনই অতীতকে অনুন্নত বলিতে পারেন না। একথা অস্বীকার করা বলপ্রকাশভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বিষয়ে এত দৃষ্টান্ত আছে যে, সে সব কথার অবতারণা করিতে গেলে একটা পৃথক্ পুস্তকই হইয়া যায়। অতএব অতীতের তুলনায় বর্ত্তমান উন্নত—একথা দুরাগ্রহ ভিন্ন কিছুতেই সহজবুদ্ধির কথা বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কার্য্যকারণমধ্যে ক্রমোন্নতি নাই।

অনেকে বলেন—দেখ, বীজ হইতে বৃক্ষ হইতেছে, শাখাপল্লব

হইতে পুষ্প, ফল হইতেছে, নিহারিকা হইতে জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতেছে, ইলেকট্রন ও আয়ন হইতে এই স্থূল জগৎ হইতেছে, ছোট হইতে বড় হইতেছে, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইতেছে, তখন অতীতের অনুন্নত অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থাই হইতেছে—এই উন্নতি সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে দেখা যায়। জড়জগৎ, উদ্ভিজ্জ-জগৎ, প্রাণিজগৎ সর্ব্বজগতেই দেখা যায়। অতএব ক্রমোন্নতি কেন স্বীকার করিব না? তাহা হইলে বলিতে হইবে—যাহাই উৎপন্ন হইতেছে, তাহারই যখন বিনাশ আছে, —জরা বার্দ্ধক্য আছে, তখন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবনতিও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উৎপত্তির পর বৃদ্ধি এবং পরিশেষে নাশ আছে, তখন ক্রমোন্নতি কি করিয়া স্বীকার করা যায়? অতএব ক্রমোন্নতিই অসিদ্ধ। আর ব্যক্তিতে যখন উন্নতি অবনতি দুইই দেখা যাইতেছে, তখন সেই ব্যক্তির আশ্রিত জাতিতেই বা তাহা ঘটিবে না কেন? প্রত্যুত তাহা ঘটাই স্বাভাবিক। কে না জানে, জগতে কত জাতীয় কত জীব, কত জাতীয় কত উদ্ভিদ্ বিলুপ্ত হইয়াছে। এ পৃথিবীও একদিন নষ্ট হইবে।

অবশ্য এ কথায় ক্রমোন্নতিবাদী বলিবেন—ব্যক্তির ভাগ্যেও ঐরূপ হইলেও জাতির ভাগ্যে তাহা ঘটে না। জাতির ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে। যেমন, নদীর প্রত্যেক জলকণা চলিয়া গেলেও নদী বর্ত্তমান থাকে, এবং কালক্রমে সেই নদীর গভীরতা ও বিস্তৃতি হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ ব্যক্তির উৎপত্তিবিলয় দেখিয়া জাতির পক্ষে তাহার স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, জাতি ব্যক্তিনিষ্ঠ। সকল ব্যক্তির যে স্বভাব তাহা জাতিরও স্বভাব হইয়া থাকে। নদীর জলকণারূপ ব্যক্তির গমনাগমন দেখিয়া নদীর গমনাগমন সর্ব্বদা দৃষ্ট না হইলেও নদীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নদীরও যে বিলয় আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সেই অতীতের গঙ্গাস্রোতা,

সুপ্রশস্ত সরস্বতী দৃষদ্বতী আজ কোথায়? অতএব জাতির অভিব্যক্তি দেখিয়া জাতির উন্নতি স্বীকার করা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ ক্রমোন্নতি কোথাও দেখান যায় না। যাহা দেখান যায়, তাহা পরিবর্ত্তনশীলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরিবর্ত্তনের কোন অংশ উৎপত্তি, কোন অংশ স্থিতি বা বৃদ্ধি বা উন্নতি, আর কোন অংশ ক্ষয় বা বিনাশ—এইমাত্র। একটী চক্রের একদেশ দেখিয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা কখনই সঙ্গত হয় না। বস্তুতঃ আমরা যাহাই দেখি, তাহার একদেশই দেখি, কোন বস্তুর সমগ্র এককালে দেখিই না। অতএব জগতের ক্রমোন্নতি যাঁহারা দেখেন, তাঁহারা জগতের একটী ভাবই দেখিয়া তাহা বলেন। জগৎসম্বন্ধে যদি কিছু বলিতেই হয়, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। অতএব ক্রমোন্নতিই সিদ্ধ হয় না, আর সেই ক্রমোন্নতি স্বীকার করিয়া মানবাত্মার সহিত বিশ্বাত্মার অনন্ত মিলনোত্তমরূপ অনন্তসুখ-প্রাপ্তিই জীবের পূর্ণতার অভিমুখে গতি, জীবের অনন্ত উন্নতি প্রভৃতি যাহা বলা হয়, তাহা ভিত্তিহীন অট্টালিকাবিশেষ। অতএব ক্রমোন্নতি-বাদই অসঙ্গত বাদ। ক্রমোন্নতিবাদের কোন প্রমাণ নাই।

ক্রমোন্নতির পরিণামশীলতা।

বস্তুত- জগৎপ্রকৃতি দেখিলে জগতে উন্নতি ও অবনতি উভয়ই দেখা যায়। সময়বিশেষে উন্নতি প্রধানরূপে লক্ষিত এবং সময়বিশেষে অবনতি প্রধানরূপে লক্ষিত হয়—এইমাত্র। এজন্য জগতের স্বভাব যদি নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাকে এককথায় পরিবর্ত্তন বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যায়, ক্রমোন্নতি বলা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না।

ক্রমোন্নতিবাদের ফল।

এইবার দেখা যাউক, এই ক্রমোন্নতিবাদের ফল কি? জগতের সকল বস্তুতেই যেমন ভালমন্দ থাকে, ইহারও তদ্রূপ ভালমন্দ উভয়-

বিধ ফলই আছে। ইহার ভাল ফলের মধ্যে দেখা যায়—এই বাদে জড়ত্ব খুব উত্তমরূপে দূর হয়। কারণ, সকলই যখন ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, তখন যে ব্যক্তি উন্নতির জন্য যত্ন করিতেছে, তাহার উন্নতি অধিকই হইবে। স্থিরভাবে অবস্থান করিলে, অপরে যাহারা উন্নতির চেষ্টা করিতেছে, তাহারা অগ্রগামী হইবে, আর নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। অতএব উন্নতির জন্য সতত চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তি এই ক্রমোন্নতিবাদে যত হয়, এত আর অন্যবাদে হয় না। কারণ, উন্নতির শেষবাদীদিগের মধ্যে যাহারা উপাসক তাঁহারা উপাস্যের রাজ্যে উপনীত হইবার জন্য জগতের সুখসমৃদ্ধির চেষ্টায় বিরত হন, এবং যাঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলেন, তাঁহারা জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। অতএব ইঁহারা ইহলৌকিক উন্নতির প্রতি কিছু উদাসীন হন, কিন্তু ক্রমোন্নতি-বাদী এই জগতের উন্নতিকে উপেক্ষা করেন না। এজন্য তাঁহারা অনন্ত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্য জগৎ এই ভাবে ভাবিত হইয়া সতত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারে উৎসাহিত এবং প্রাচ্য জগৎ, তাঁহাদের ভোগস্থানে পরিণত হইয়াছে। এই দিক্‌টা ক্রমোন্নতিবাদের ভাল দিক্ বলিতে পারা যায়।

ক্রমোন্নতিবাদের দোষ।

কিন্তু অন্যদিকে ইহাতে অনেক দোষ আছে। সেই দোষের সহিত ইহার এই গুণের তুলনা করিলে কিন্তু ইহার দোষই অধিক বলিয়া বোধ হইবে। অতএব সেই দোষের বিষয় অবগত হইয়া প্রকৃত সত্য পথের পথিক হইবার চেষ্টা করা উচিত। আজকাল পাশ্চাত্ত্যের প্রলোভনে আমাদের মধ্যে অনেক ক্রমোন্নতিবাদের পক্ষপাতী হইয়া প্রকৃত সত্য পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছেন। কিন্তু অনাদিকাল হইতে প্রচলিত আমাদের সত্য পথে যে সমস্ত আবর্জ্জনা

আসিয়াছে, তাহা বিদূরিত করিতে পারিলেই লাভের মাত্রা অধিক হইবার কথা। পরমত গ্রহণ করা অপেক্ষা স্বমতের সংস্কারই শ্রেয়ঃ। এজন্য পাশ্চাত্ত্যের প্রলোভননিবারণ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে তাহার দোষপ্রদর্শন আবশ্যক, পশ্চাতে স্বমতের সংস্কারসাধনে যত্নবান হওয়াই উচিত। ক্রমোন্নতিবাদের সেই দোষ এই—

ক্রমোন্নতিবাদের প্রথম দোষ—এই মতবাদটী যুক্তিসহ নহে। এ কথা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে যুক্তিহীন বিষয়ে আগ্রহ হইলে মানব ক্রমে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে অন্ধ হইয়া পশুত্বপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় দোষ—এমতে পাপ হইতে নিবৃত্তির জন্য প্রযত্নাভাব প্রবল হয়। কারণ, আমরা ভালমন্দ যাহাই করি না, জগতের নিয়মে আমাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী মনে করা হয়। জন্মান্তরে অধোগতি হইবার আশঙ্কা এমতে নাই। এই সব কারণে এমতে পাপ হইতে নিবৃত্তির ইচ্ছা প্রবল হয় না, পাপের ভয় থাকে না। কিন্তু যাহাদের অবনতি ভয় থাকে, তাহাদের পাপভয়ও থাকে। বস্তুতঃ ইহার ফলে এই মতবাদীর সমাজে যত স্বার্থপরতা, লোভ, নিষ্ঠুরতা, কপটতা প্রভৃতি প্রবল হয়, এত আর অপর সমাজে দেখা যায় না। পাপভয় না থাকিলে মানবে ও পশুতে কোন পার্থক্যই থাকে না।

তৃতীয় দোষ—এমতে জ্ঞানেরও উন্নতি হইতেছে বলিয়া আজ যাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে, কালবশে তাহারও পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহার ফলে অভ্রান্ত অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বলিয়া এমতে কিছুই নির্ণীত হইতে পারে না। বস্তুতঃ ইহার ফল অতি ভীষণ। কারণ, এরূপ ভাবিলে মানব দৃষ্টবিষয় ব্যতীত কোন কিছুরই উপর অবস্থাসম্পন্ন হইতে পারে না। তাহার ফলে পারলৌকিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছু থাকে না। সে ব্যক্তি

ইহলোকের ভোগসুখের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। আর এরূপ হইলে পশুত্বের সহিত বড় বেশি পার্থক্য থাকে না।

উক্ত দোষক্ষালনের চেষ্টা ব্যর্থ।

যদি বলা যায়—ক্রমোন্নতির যখন যে স্তরে থাকা যাইবে, তখন তাহার সত্যই যথার্থ সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। আর তাহার ফলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সবই নির্ণীত হইবে—কিন্তু একথাও সম্ভবপর নহে। কারণ, সত্যবিষয়ক জ্ঞানের যখন ক্রমাগত উন্নতি হইতে বাধ্য, তখন কোন এককালের সত্যকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে না। সুতরাং অদৃষ্টবিষয়ক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে প্রবৃত্তিনিবৃত্তি জন্মিতে পারে না।

যদি বলা যায়—ভবিষ্যতের সত্য বর্ত্তমানের সত্যের অবিরোধী হয়, সুতরাং বর্ত্তমানের সত্যে অনাস্থা জন্মিবে কেন? আর সেই অনাস্থাজন্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে প্রবৃত্তিনিবৃত্তি থাকিবে না কেন? কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, পূর্ব্ব সত্য হইতে পরবর্ত্তী সত্য কিঞ্চিৎ নূতন না হইলে সত্যের আর উন্নতি হইল কোথায়? আর নূতন সত্য বলিলেই তাহা পূর্ব্ব সত্যের কিঞ্চিৎ বিরোধী—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অতএব বর্ত্তমান সত্যের অবিরোধী হইয়া পরবর্ত্তী সত্যের উন্নতি স্বীকার করা যায় না।

যদি বলা যায়—সত্যের উন্নতি বলায় পূর্ব্ব সত্যের বিরোধী সত্য-লাভ বুঝায় না, কিন্তু পূর্ব্ব সত্যের অন্যদিক্ প্রকাশ পায় মাত্র। অর্থাৎ উন্নতিতে অপেক্ষাকৃত বিশেষ জ্ঞানই হয় মাত্র। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষজ্ঞান হইতে পরবর্ত্তী বিশেষ জ্ঞান যদি নূতন হয়, তবে সেই নূতনত্ব অংশেই আবার পূর্ব্ববর্ত্তীবিশেষ-জ্ঞানের সহিত পরবর্ত্তী বিশেষজ্ঞানের কিঞ্চিৎ বিরোধ স্বীকার্য্য হয়। নচেৎ নূতনত্বই সিদ্ধ হয় না।

যদি বলা যায়—নূতনত্বমধ্যে বিরোধ কেন স্বীকার্য্য হইবে?

অবিরুদ্ধ পরিবর্ত্তনমাত্রই স্বীকার্য্য হউক। তাহা হইলে বলিব—ভবিষ্যতের যে বিশেষ বর্ত্তমানে প্রকাশিত থাকে না, সেই বিশেষ-সম্বন্ধে অজ্ঞান ও বিপরীত ধারণা এই উভয়েরই থাকিবারই সম্ভাবনা থাকে। অতএব জ্ঞানের উন্নতিতে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের বিরুদ্ধ জ্ঞান কিছু-না-কিছু থাকেই থাকে। আর তাহা যদি হয়, তবে বর্ত্তমানের জ্ঞান সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞান নহে বলিয়া তাহার উপর আস্থা জন্মে না, আর তাহার ফলে অদৃষ্ট কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তিনিবৃত্তির অভাবই পরিলক্ষিত হইবে। অর্থাৎ দৃষ্টমাত্রসেবী হইয়া আমরা একপ্রকার পশুত্বের অনুগামী হইতে থাকিব, সন্দেহ নাই।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার একটী বেশ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আজকাল আনুমানিক চিকিৎসা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে, এখন প্রত্যক্ষের উপযোগী যন্ত্রাদির সাহায্যে রোগনির্ণয় হইতেছে। কিন্তু তাহাতে যে কত বিষময় ফল ফলিতেছে, তাহা আনুমানিক চিকিৎসার ভুলভ্রান্তি হইতে কম নহে। পক্ষান্তরে আনুমানিক চিকিৎসার যে উপকারিতা তাহাও লাভ হইতেছে না। তাহা লোকে ক্রমেই বিস্মৃত হইতেছে। যেমন নাড়ী দেখিয়া রোগীর মৃত্যুনির্ণয়ে পাশ্চাত্ত্যগণ একরূপ অসমর্থ, কিন্তু বৈদ্যগণ এখনও অনেকটা সমর্থ হইয়া থাকেন। ইহা প্রত্যক্ষানুরাগেরই ফল। ফলতঃ ক্রমোন্নতিবাদে মানবের মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়।

চতুর্থ দোষ—চিরশান্তির আশা এমতে বর্জ্জন করিতে হয়। অথচ মানবপ্রকৃতিমধ্যে ইহার জন্য একটা লালসা দেখা যায়। এ লালসার চরিতার্থতা এ মতে আশা করা যায় না। বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিল—ইহাই প্রতীত হয় যে, আমিত্বই সকল দুখের মূল। ইহাকে পূর্ণমধ্যে বিলীন না করিতে পারিলে নিস্তার নাই।

পঞ্চম দোষ—স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে বেদবাণীকে ধ্রুবসত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন, আজ

ক্রমোন্নতির অনুরোধে তাহা আর ধ্রুবসত্য নহে বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই বেদ জগতের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে প্রাচীন, ইহার সভ্যতাও জগতের আদি সভ্যতা বলা হয়। এই বেদের জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এই বেদের উপরই আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সবই নির্ভর করিতেছে। ক্রমোন্নতির অনুরোধে এই বেদ ভ্রান্ত এবং প্রাচীনের চাষার গান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় আমরা কেবল যে আমাদের পারলৌকিক পরম অবলম্বন হইতে বঞ্চিত হইলাম, তাহা নহে, কিন্তু যাঁহারা ইহা শিখাইতেছেন, তাঁহারাও ইহার উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইলেন। ক্রমোন্নতিবাদে মনুষ্যসমাজের এই বিষয়ে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার আর তুলনা হয় না।

ইহার ফলের একটী নিদর্শন।

আজকাল অনেককেই বলিতে শুনা যায়—বেদান্তশাস্ত্রের অবলম্বনে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণকর্ত্তৃক যে অদ্বৈততত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বেদে নাই। তাহা ক্রমোন্নতির প্রভাবের ফল। বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক বৈদিকমতের উপর আক্রমণ হইলে, গৌড়পাদাচার্য্য প্রভৃতি কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত। যেমন, যে রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত শাঙ্করমতের প্রধান সহায়, সেই রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত বেদ বেদান্ত ও ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থমধ্যে নাই। জগতের মিথ্যাত্বও সেই বেদাদিমধ্যে নাই। এমন কি গীতা মহাভারত প্রভৃতির মধ্যেও নাই। এই সিদ্ধান্তটী দার্শনিকচিন্তার ক্রমোন্নতির ফল; ইত্যাদি। কিন্তু কথাটী বড়ই অসঙ্গত। কারণ, মহাভারত শান্তিপর্ব্ব বর্দ্ধমানরাজ সংস্করণের ১৬১৮ পৃষ্ঠা, ১৬২১ পৃষ্ঠায় রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। জগৎমিথ্যার কথা উক্ত ১৬২১ পৃষ্ঠাতেই আছে। তাহার পর উপনিষদ্‌মধ্যে ঐ সকল শব্দ না থাকিলেও ঐ তাৎপর্য্যের অন্য শব্দ আছে। সেই অন্য শব্দদ্বারা সেই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে

মিথ্যাশব্দ থাকিয়াও যদি তাৎপর্য্য প্রকৃত মিথ্যাত্ব না হইত, তাহাতেও ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। অতএব বেদাদিতে মিথ্যাশব্দ নাই বলিয়া যে আপত্তি, তাহা বালকোচিত আপত্তি। আচ্ছা "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" "বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এ সকল শ্রুতির অর্থদ্বারা কি ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না? এস্থলে মিথ্যা শব্দ না থাকিলেও এতদ্দ্বারা মিথ্যাশব্দপ্রয়োগের উদ্দেশ্যসিদ্ধি অতি উত্তমরূপেই হইয়া থাকে। বরং মিথ্যা শব্দের 'অভাব' অর্থ-গ্রহণে যে দোষের সম্ভাবনা থাকে, তাহা এস্থলে হয়ই না। গীতামধ্যে জগৎমিথ্যাত্ব আচার্য্যগণ অতি উত্তমরূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণাদিমধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুরই আছে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। বস্তুতঃ এই জাতীয় আপত্তি করিবার প্রবৃত্তি ক্রমোন্নতিবাদসেবার অতীব বিষময় ফল বলিতে হইবে।

কিন্তু দেখা গিয়াছে—এরূপ উত্তরেও এক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, মহাভারতে ঐ সকল অংশ প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু তাহা বলিলে যদি কেহ বলে যে, রজ্জুসর্পের বহু উল্লেখ ছিল, কিন্তু কালবশে উহা উৎক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেহেতু মহাভারতের সব শ্লোক এখন পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ এরূপ বিবাদের সমাধান নাই। অতএব ক্রমোন্নতি-বাদ নানা কারণে সৎপথের সঙ্গী নহে, বলিতে হইবে।

অবশ্য যাঁহারা বলেন, ক্রমোন্নতিবাদে সমাজের উন্নতি যেরূপ অধিক হয়, সেরূপ যখন অন্য মতবাদে হয় না, তখন ইহা উপেক্ষণীয় নহে। কারণ, জড়বিজ্ঞানের উন্নতি না হইলে স্বাধীনতা থাকে না, আর পরাধীনতা ঘটিলে সে জাতির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, ক্রমোন্নতিবাদ না থাকার ফলে আমাদের পরাধীনতা হয় নাই। তাহা হইলে বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ অনেকে স্বাধীন থাকিতে

পারিতেন না। অধিক কি, হিন্দুও নেপালে এখনও স্বাধীন রহিয়াছে। খৃষ্টাদি অন্য ধর্মও ক্রমোন্নতিবাদ নহে। অতএব পরাধীনতার কারণ, অন্য কিছু; তাহা বিদূরিত করিলেই ইহলৌকিক উন্নতি ও স্বাধীনতা সকলই হইতে পারিবে। আমাদের মনে হয়, আমাদের ধর্মাচরণের অভাবেই আমাদের অবনতি ঘটিয়াছে, অন্য কারণে আমাদের অবনতি ঘটে নাই। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

যাহা হউক, এতদূরে দেখা গেল, ক্রমোন্নতিবাদটী প্রথমতঃ যুক্তিতে অসিদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ ইহার প্রমাণ নাই, তৃতীয়তঃ ইহার ফল মানবসমাজের প্রকৃত হিতসাধনের পরম পরিপন্থি। আর তজ্জন্য ইহার ফলে বেদাদি অতীতের বস্তু বলিয়া অনাস্থেয়, অগ্রাহ্য ও অনাদরণীয় হওয়ায় তন্মূলক এই অদ্বৈতসিদ্ধি জাতীয় গ্রন্থও আস্থেয়, গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইতে পারে না—ইত্যাদি যে ধারণা উৎপন্ন হয়, তাহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা, তাহা নিতান্ত অহিতকর ধারণা। এই অদ্বৈতসিদ্ধির সাহায্যে যে তত্ত্ব নিশ্চয় হয়, তাহাতে মানব চিরশান্তির অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু ক্রমোন্নতির প্রহেলিকায় পতিত হইলে সেই চিরশান্তির পথ হইতে অতি দূরে আসিয়া পড়িতে হয়। অতএব এই ইহপারলৌকিক অকল্যাণকর মতবাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

(২) বেদের পৌরুষেয়তাবাদ নিরাকরণ।

এইবার দেখা যাউক, বেদ নিত্য কি অনিত্য? পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়, ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত? আজকালকার মনীষীবৃন্দ, বেদকে অতি প্রাচীন মানবের গানগাথা প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করিতেছেন। আর তাহাতে সত্য মিথ্যা সকলই আছে, সুতরাং অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা, আর উপহাসাস্পদ হওয়া একই কথা। আর এইরূপ বলেন বলিয়া, যে বেদ অবলম্বনে এই অদ্বৈতসিদ্ধি সত্য আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,

সেই বেদ অভ্রান্ত না হওয়ায় এই অদ্বৈতসিদ্ধিও অভ্রান্ত হইতে পারে না। আর তাহার ফলে বেদ যেমন উপেক্ষণীয় বস্তু, এই অদ্বৈতসিদ্ধিও তদ্রূপ উপেক্ষণীয় বস্তু। অতএব অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনাই থাকিতেছে না।

এখন তাহা হইলে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে, বেদ অভ্রান্ত কিনা? যেহেতু, বেদ অভ্রান্ত হইলে অদ্বৈতসিদ্ধিরও উপযোগিতা সিদ্ধ হইবে।

প্রথম দেখা যায়, মানব কখন স্বভাবতঃ সর্ব্বজ্ঞ বা অভ্রান্ত হয় না। সর্ব্বজ্ঞ না হইলে ভ্রম থাকিতে বাধ্য। কারণ, আমরা যাহার দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করি, সে গুলি আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনঃ। ইহারা যখন যে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহার জ্ঞান হয়, আর সেই জ্ঞানদ্বারা অন্য জ্ঞান হয়। কিন্তু ইহারা সসীম ও অল্পশক্তিসম্পন্ন পদার্থ বলিয়া ইহারা কখনও সকল বস্তুর সহিত ও সকল বস্তুর সকল দিকের সহিত সংযুক্ত হয় না। এজন্য কোন বস্তুরই জ্ঞান আমাদের সম্পূর্ণ হয় না। আর জ্ঞান সম্পূর্ণ না হওয়ায় তাহা ভ্রমসঙ্কুলই হয়। এই কারণে বেদ যদি মনুষ্যরচিত হয়, তাহা হইলে ইহা অভ্রান্ত হইতে পারে না। এখন দেখা যাউক, বেদ মনুষ্যরচিত কিনা।

ভাষাতত্ত্বদ্বারা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধি।

আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দুই প্রকারের ভাষা আছে। একটী বর্ণাত্মক শব্দের ভাষা, আর একটী হাসি কান্না প্রভৃতি ধ্বনির ভাষা, অথবা হস্তপদাদি সঞ্চালন দ্বারা ইঙ্গিতের ভাষা। এই ধ্বন্যাত্মক ভাষা বা ইঙ্গিতের ভাষা প্রাণিবর্গের স্বতঃ প্রকাশিত হয়, কিন্তু বর্ণাত্মক ভাষা আপনা আপনি প্রকাশিত হয় না। ইহা শিক্ষা না পাইলে মানুষে আপনা আপনি প্রকাশিত হয় না।

ইহার কারণ, আমরা দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি মনুষ্যের ভাষা

শুনিতে পায় নাই, তাহার ইহা বিকসিত হয় নাই। বহু শিশু ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছে, জানা গিয়াছে, তাহারা মনুষ্যের ভাষা না শুনা পর্য্যন্ত তাহাদের মনুষ্যের ভাষা প্রকাশ পায় নাই। রোমনগরের প্রতিষ্ঠাতা রুমাস এবং রোমিউলাসের জীবনে ইহা জানা গিয়াছে। মেদিনীপুরে দুইটী বালিকা এবং আগ্রায় দুইটী বালক সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সম্রাট্ আকবর এই বিষয়টী পরীক্ষার জন্য দুইটী বালককে মনুষ্যভাষা শুনিবার সুযোগবিরহিত করিয়া মানুষ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাহাদের কোন বর্ণাত্মক ভাষারই বিকাশ হয় নাই। এইরূপ টাইফয়েড জ্বরের পর যে ভাষা শিখান হইয়াছে, তাহার সেই ভাষারই বিকাশ হইয়াছে, দেখা গিয়াছে। অতএব বর্ণাত্মক ভাষা শিক্ষিত ভাষা।

এখন এই ভাষা আদি মানবকে শিখাইল কে? বানর বা বন-মানুষ হইতে মানবের উৎপত্তি হইলে তাহারা শিখাইয়াছে, বলিতে হয়; কিন্তু তাহাদের বর্ণাত্মক ভাষা নাই। অতএব কোনও মানবই শিখাইয়াছে, বলিতে হয়। আচ্ছা, এই মানব কে? ইনি কি উহা জানিতেন, না—কাহারও নিকট শিখিয়াছেন। যাঁহার নিকট শিখিয়াছেন, তিনি তাহা হইলে কাহার নিকট শিখিলেন? এইরূপে প্রথম যে ব্যক্তি শিখাইয়াছে, সে ব্যক্তি কাহারও নিকট শিখেন নাই বলিতে হয়। আর তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞই বলিতে হয়। কারণ, না শিখিয়া যাঁহার জ্ঞানের বিকাশ সর্ব্বদাই রহিয়াছে, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই সর্ব্বজ্ঞ ত মানুষ হয় না। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই অল্পজ্ঞ—ইহা দেখাই যায়।

যদি বলা যায়, বর্ণাত্মক ভাষা যদি অমানব সর্ব্বজ্ঞের ভাষা হয়—তবে তাহা সর্ব্বজ্ঞের রচিত ভাষা হউক বা সর্ব্বজ্ঞের আবিষ্কৃত ভাষা হউক। আর সেই ভাষায় বেদ হওয়ায়, বেদ অপৌরুষেয় সুতরাং নিত্য

হইবে কেন ? তাহা হইলে বলিব যে, সর্ব্বজ্ঞের রচিত বা আবিষ্কৃত কোন কিছুই হয় না। যেহেতু রচনার পূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞ তাহা জানিলে আর তাহার রচনা সম্ভব হয় না; কারণ, রচনার পূর্ব্বে রচনাকর্ত্তার সেই বিষয়ক জ্ঞান থাকে না। থাকিলে আর তাহা রচনা হয় না। যেমন একটি গান জানা থাকিলে তাহার কথনে তাহার রচনা বলা হয় না। কিন্তু তাহা না জানিয়া তাহার কথনেই তাহার রচনা হইয়া থাকে। আর যদি সর্ব্বজ্ঞ রচনার পূর্ব্বে জানিতেন না বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বেরই হানি হয়। অতএব সর্ব্বজ্ঞের রচনা বা বর্ণাত্মক ভাষার আবিষ্কার সম্ভবপর হয় না। আর সেই ভাষায় বেদ হওয়ায় বেদ অপৌরুষেয় সুতরাং নিত্যই হইবে।

আর যদি বলা হয়—বর্ণাত্মক ভাষা কোন সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি মানবকে শিখান নাই, কিন্তু উহা অনাদি অল্পজ্ঞ মানব অনাদিকাল হইতে পরবর্ত্তীকে শিখাইয়া আসিতেছে। তাহা হইলে বলিব—উহা তাহা হইলে নিত্যই হইতেছে, সুতরাং অপৌরুষেয়ও হইতেছে। আর সেই ভাষায় বেদ হইলে বেদ মনুষ্যের অরচিত বলিয়া ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব প্রভৃতি মানবদোষ উহাকে স্পর্শ করে নাই। উহার ভ্রান্ততার কোন সম্ভাবনাই থাকিতেছে না। কিন্তু পৃথিবীর আদি থাকায় মানবেরও আদি আছে, সুতরাং বেদ বা বর্ণাত্মক ভাষা অনাদি অল্পজ্ঞ মানব অনাদিকাল হইতে পরবর্ত্তীকে শিখাইয়া আসিয়াছে—ইহা বলাই যায় না। অতএব বর্ণাত্মকভাষা নিত্য ও অপৌরুষেয়, আর সেই ভাষায় বেদ হওয়ায় বেদও নিত্য, অপৌরুষেয় এবং অভ্রান্ত।

যদি বলা হয়, কালক্রমে অবস্থার গুণে মানবজাতি যেমন বানর ও বনমানুষ প্রভৃতি জাতি হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ আদিম অসভ্য মানবের ধ্বন্যাত্মক ভাষা হইতে কালক্রমে বর্ণাত্মক ভাষার অভিব্যক্তি হইয়াছে। তাহা হইলে বলিতে হইবে—অসভ্য মানবের

সন্তানকে যদি না শিখাইলে তাহাদের কোনরূপ বর্ণাত্মক ভাষার বিকাশ হয় না, তখন আদিম অসভ্য মানুষের সন্তানের তাহা কিরূপে বিকাশ হইবে? অতএব জাতির স্বতঃ অভিব্যক্তির ন্যায় ধ্বন্যাত্মক ভাষা হইতে বর্ণাত্মক ভাষার স্বতঃবিকাশ হয় নাই।

যদি বলা যায়, অবস্থার পীড়নে কোন বানরজাতি হইতে মনুষ্যজাতির যেমন বিকাশ হয়, সমগ্র বানরজাতিটা যেমন মনুষ্যজাতিতে পরিণত হয় নাই, তদ্রূপ কোন বিশেষ আদিম অসভ্য মানবসন্তানের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বর্ণাত্মক ভাষা কিঞ্চিৎ বিকাশ হইয়াছে, তৎপরে বহুকালে জীবনযাত্রার অনুরোধে উহা মানবজাতির বর্ণাত্মক ভাষায় পরিণত হইয়াছে। তাহা হইলে বলিব—মানব বর্ণাত্মক ভাষার ব্যবহার ব্যতীতও বাঁচিয়া থাকে। অবস্থার পীড়নে তাহার এরূপ ভাষার উদ্ভাবনে প্রবৃত্তি হইবার কারণ দেখা যায় না। পশুপক্ষী সকল ধ্বন্যাত্মক ভাষার সাহায্যে মনুষ্যের অপেক্ষা বড় কম বুদ্ধির কার্য্য সাধন করে না। হাসি কান্না, সভাসমিতি করা, ভালবাসা, চতুরতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বহুপ্রকার বিশেষ বিশেষ বুদ্ধিরই কার্য্য তাহারা ধ্বন্যাত্মক বা ইঙ্গিতের ভাষার দ্বারা সমাধা করিয়া থাকে—ইহা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। অতএব অবস্থার পীড়নে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য আদিম মনুষ্যের বর্ণাত্মক ভাষার প্রয়োজনীয়তাবোধ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আর তজ্জন্য কোন বিশেষজাতীয় বনমানুষ হইতে তাহাদের সন্তানপরম্পরায় বর্ণাত্মক ভাষার স্বতঃবিকাশ হইয়াছে বলা যায় না।

যদি বলা যায়—প্রাণিবর্গবিশেষের যেমন নিজভাষা আপনা-আপনি বিকাশ পায়, তদ্রূপ বর্ণাত্মকভাষা মানবের আপনা আপনি বিকাশ পাইবে না কেন? তাহা হইলে বলিব—বর্ত্তমানের সুসভ্য ব্যক্তির সন্তানেরও তাহা আপনা আপনি বিকাশ পায় না কেন?

যেহেতু তাহা হয় না, সেই হেতু উহা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা নহে—ইহাই বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়—দেশভেদে মানবভাষা যেমন আপনা আপনি বিকৃত হইয়া নূতন ভাষায় পরিণত হয়, তদ্রূপ মানবের মধ্যেও আপনা আপনি ধ্বনন্যাত্মক ভাষা বিকৃত হইয়া বর্ণাত্মক ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। তাহা হইলে বলিব—যে ব্যক্তি একবার একটা বর্ণাত্মক ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ওরূপ ভাষাবিকৃত করিয়া নূতন ভাষার উৎপত্তি করিতে পারে। একটা ভাষা না শিখিলে তাহা পারা যায় না। অতএব বর্ণাত্মক ভাষা আপনা আপনি বিকশিত হয় নাই। বস্তু না থাকিলে তাহার বিকৃতি সম্ভবপর হয় না। ধ্বন্যাত্মকভাষা বর্ণাত্মক ভাষার সজাতীয় নহে বলিয়া তাহার বিকৃতি বর্ণাত্মকভাষা হয় না।

ধ্বন্যাত্মকভাষা হইতে বর্ণাত্মক ভাষার আবির্ভাব বলিলেও, তাহা আপনা আপনি হয় না। যেমন ঘট মৃত্তিকা হইতে আবির্ভূত হয়, কিন্তু তজ্জন্য কুম্ভকারের প্রয়োজন হয়। এস্থলেও তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। এমন কি, সংস্কার থাকিলেও উদ্বোধকের প্রয়োজন হয় বলিয়া, পূর্ব্বজন্মের বর্ণাত্মক ভাষার সংস্কারসত্ত্বেও পিতামাতার ন্যায় উদ্বোধকের আবশ্যকতা হয়। পিতামাতা প্রভৃতি, সন্তানকে ভাষা না শিখাইলে মানবসন্তানের ভাষার বিকাশ হয় না। অতএব বর্ণাত্মকভাষা আপনা আপনি কখনই বিকাশিত হয় না।

যদি বলা যায়—এই ভাষা অনাদি ভাষা হইলেও উহার মধ্যে ভ্রান্ত বিষয়ের সমাবেশ থাকিবে না কেন? তাহা হইলে বলিব—পৃথিবীর উৎপত্তির পর মনুষ্যের বিকাশ হইয়াছে। তাহাকে শিখাইবার জন্য সর্ব্বজ্ঞ অমানব ব্যক্তিরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তিনিই মানবকে বর্ণাত্মকভাষা শিক্ষা দিয়াছেন। অনএব সর্ব্বজ্ঞের প্রদত্ত শিক্ষা বলিয়া উহাতে ভ্রম থাকিবে না।

যদি বলা যায়—হউক, বর্ণাত্মকভাষা শিক্ষিত এবং নিত্যভাষা। কিন্তু তাহাতে বেদের নিত্যতা কোথায় সিদ্ধ হইতেছে? বেদই যে সেই সর্ব্বজ্ঞের দ্বারা শিক্ষিত আদি ভাষার গ্রন্থ তাহা কে বলিল? তাহা হইলে বলিব—বেদ বলিয়া থাকে, যে বেদের ভাষা নিত্য এবং সর্ব্বজ্ঞদ্বারাই মনুষ্য উহা লাভ করিয়াছে। যথা—"বিরূপ! নিত্যয়া বাচা" ইত্যাদি। অর্থাৎ হে বিরূপ! তুমি নিত্য বাক্যদ্বারা যজ্ঞার্থ দেবতাবিশেষের স্তুতি কর। শুক্লযজুর্ব্বেদ ৩৪।৫ মন্ত্রে আছে—

"যস্মিন্ ঋচঃ যজূংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ।"

অর্থাৎ রথনাভিতে অরাসমূহ যেমন প্রতিষ্ঠিত থাকে, তদ্রূপ ঋক্, সাম, যজুঃ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি।

মনু বলিয়াছেন—

অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ংভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥

এই সব বাক্যে বেদের বাক্যকেই নিত্যবাক্য বলা হইতেছে। তদ্রূপ "ব্রহ্মা হ দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব * * স * * অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ" "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" ইত্যাদি বেদবাক্যে বেদই সেই সর্ব্বজ্ঞের উক্ত ভাষা—ইহাই বুঝা যায়। বেদমধ্যে যে শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টির কথা আছে, তাহাও এস্থলে স্মরণ করা যাইতে পারে।

যথা—"এতে" ইতি বৈ প্রজাপতিঃ দেবান্ অসৃজত, "অসৃগ্রম্" ইতি মনুষ্যান্ "ইন্দবঃ" ইতি পিতৄন্ "তিরঃ পবিত্রম্" ইতি গ্রহান্, "আসবঃ" ইতি স্তোত্রং, "বিশ্বানি" ইতি শস্ত্রম্, "অভিসৌভগা" ইতি অন্যাঃ প্রজা" ইত্যাদি, এবং "স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ" এবং "স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিম্ অসৃজত" ইত্যাদি। ইহাদের ব্যাখ্যাদি ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৮ সূত্রে দ্রষ্টব্য।

যদি বলা যায়—বেদ নিত্য, এবং সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ মানুষকে এই বেদই শিক্ষা দিয়াছেন—একথা বেদে বলে কি করিয়া? এ কথা ত মনুষ্যেরই কথা বলিতে হইবে। তাহা হইলে বলিব—নিত্যের নিত্যতার কথা অনিত্য বলিবে কি করিয়া? নিত্য ভিন্ন নিত্যের নিত্যতার কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই। আর বর্ণাত্মকভাষা সর্ব্বজ্ঞই মানুষকে প্রতিসৃষ্টিতে শিক্ষা দেন, একথা একটা নিত্য সত্য; এজন্য বেদ যেমন অপর নিত্য সত্য শিক্ষা দেয়—ইহাও তদ্রূপই শিক্ষা দেয়।

যদি বলা যায়—হউক, বেদ নিত্য; তাহা যে অভ্রান্ত তাহা কে বলিল? নিত্য অথচ ভ্রান্তভাষা কেন বেদ হইবে না? তাহা হইলে বলিব—বেদ যখন নিত্য ও মনুষ্যরচিত নহে, তখন ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ মনুষ্যদোষ তাহাতে প্রবেশ করিবে কি করিয়া? আর মনুষ্যদোষ প্রবেশ না করিলে তাহাতে ভ্রম থাকিবে কেন? নিত্যভাষা বেদে ভ্রম আছে, ইহা যদি সেই নিত্যভাষাই নিজে নিজে বলে, তাহা হইলে তাহাতে ভ্রম স্বীকার্য্য হয়। নচেৎ কিরূপে ভ্রম স্বীকার্য্য হইবে? কিন্তু বেদ যে ভ্রান্ত, তাহা ত বেদ বলে না। অতএব বেদ নিত্য, অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত—ইহাই বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়—বেদের মধ্যে অনেক অসম্ভব কথা আছে, যেমন—প্রস্তর ভাসিতেছে, জড়বস্তু কথা কহিতেছে, ইত্যাদি; অতএব বেদ নিত্য অরচিত ভাষা হইলেও বেদের মধ্যে ভ্রম আছে? তাহা হইলে বলিব—বেদের উদ্দেশ্য অলৌকিক বিষয় উপদেশ করা। যথা—এইরূপ যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হয়, ব্রহ্ম অসঙ্গ পূর্ণ অদ্বৈত, ইত্যাদি; সুতরাং তাদৃশ অসম্ভব বাক্যে বেদের তাৎপর্য্য নাই। অতএব তাহা ভ্রম বলা যায় না। এই সব অসম্ভব বাক্যদ্বারা বেদোক্ত কর্ম্মের বা জ্ঞানের স্তুতি বা নিন্দা করা হইয়া থাকে মাত্র।

যদি বলা যায়—সেই অলৌকিক বিষয়েই ভ্রম থাকুক, তাহা যে

সত্য তাহা বলিবার প্রয়োজন কি? বেদোক্ত কর্ম্মে স্বর্গ হয় না, অসঙ্গ অদ্বৈত ব্রহ্মও নাই, তাহা বলাই ভ্রম। তাহা হইলে বলিব—উহাতে ভ্রম থাকিলে এই স্মরণাতীত কাল হইতে কত কত মহা মহা মনীষী ইহার অনুসরণ করিবেন কেন? বেদোক্ত কর্ম্মের যে দৃষ্টফলের উল্লেখ আছে, তাহা মিথ্যা হইলে লোকে এতকাল ধরিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসিবে কেন? তাহার পর যে সব তত্ত্বকথা আছে, যথা—ব্রহ্ম অসঙ্গ পূর্ণ অদ্বৈত ইত্যাদি, তাহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করাই যায়, মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। অতএব বেদোক্ত অলৌকিক তত্ত্বে ভ্রম নাই।

যদি বল—যুক্তির দ্বারা বেদোক্ত বিষয় সমর্থিত হইলে তাহা যুক্তিগম্যও বটে, তাহা আর অলৌকিক হইল কি করিয়া? তাহা হইলে বলিব সমর্থিত হয় বলিয়া যুক্তিগম্যই হইবে—এমন নিয়ম নাই। যুক্তির দ্বারা বেদোক্ত সত্যের সম্ভাবনা সিদ্ধ হইলেই যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা হইয়া থাকে। যুক্তি উহা স্বাধীনভাবে সিদ্ধ করিতে পারে না বলিয়া উহা যুক্তিগম্য নহে।

যদি বলা হয়—বেদের মধ্যে গঙ্গা যমুনা কুরুক্ষেত্র রাম লক্ষ্মণ কৃষ্ণ অর্জ্জুন প্রভৃতির নাম থাকায় বেদ উহাদের জন্মের পর রচিত—এইরূপই বলিতে হয়? তাহা হইলে বলিব—বেদে ঐরূপ নামাদি অবলম্বনে আখ্যায়িকার দ্বারা বেদোপদিষ্ট বিষয়ের স্তুতিনিন্দার জন্য নামাদির ব্যবহার করা হইয়াছে মাত্র। এজন্য "বেদ রচিতগ্রন্থ" বলিবার আবশ্যকতা হয় না।

বস্তুতঃ সেই আখ্যায়িকার অনুরূপ ঘটনাস্থলে বা আখ্যায়িকাতে উক্ত দেশ ও নদনদীর নামকরণকালে লোকে বেদোক্ত নামেরই গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। যেমন বহু তীর্থেই গঙ্গা, যমুনা, কেদার, বদরী, কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থের নামে কূপ তড়াগাদির প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে দেখা

যায়; অথবা যেমন এক ব্যক্তির চারি পুত্র হইলে এখনও রাম লক্ষ্মণাদি নাম রাখিতে দেখা যায়। অতএব প্রত্যক্ষদৃষ্ট গঙ্গা যমুনা এবং ঐতিহাসিক কৃষ্ণার্জ্জুনাদির বিবরণ বেদে স্থান পায় নাই, পক্ষান্তরে বেদের অনুকরণে এই সব স্থান ও ব্যক্তিবৃন্দের নামকরণ হইয়াছে বলা হয়। বেদোক্ত নামগুলি আখ্যায়িকার অঙ্গ মাত্র। অতএব বেদ "পৌরুষেয় গ্রন্থ" বলিবার আবশ্যকতা নাই।

তাহার পর ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও দেখা যায়—বেদ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। বেদের অস্তিত্ব সর্ব্ব প্রাচীন বলিয়াই সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বেদরচনার কথা বেদসমকালীন কোনও গ্রন্থে নাই বলিয়া তাহা পৌরুষেয় গ্রন্থমধ্যে পরিগণিত হইতে পারিল না। এ বিষয়ে পরবর্ত্তী গ্রন্থের কথার মূল্য অতি অল্প, অথবা নাই।

যদি বলা যায়, বেদমধ্যেই আছে—"ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্ ব্যচক্ষিরে" অর্থাৎ ধীরগণের নিকট আমরা এইরূপ শুনিয়াছি, এবং কিছু ব্যাখ্যা বলিবার পর "তদেষঃ শ্লোকো ভবতি" অর্থাৎ এজন্য এই শ্লোক অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, ইত্যাদি। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, বেদ মনুষ্যরচিত গ্রন্থবিশেষ। তাহার পর বলা হয়—বেদের সংহিতাভাগের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগকথা ব্রাহ্মণভাগে আছে। সুতরাং ইহা মনুষ্যরচিত ইহাই ত মনে হয়। এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, বেদ যেমন বর্ণাত্মকভাষা শিক্ষার আদি ও নিত্য গ্রন্থ, তদ্রূপ ইহা মানবকে ব্যবহারও শিক্ষা দিয়াছে। এজন্য মনুসংহিতা মধ্যেই আছে—

"সর্ব্বেষাং চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥"

তৎপরে বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মাণাং চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ॥"

বস্তুতঃ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সর্ব্বত্রই এই জাতীয় বহু কথাই আছে। অনেকে ইহার আপাতবিরুদ্ধ কয়েক কথা শাস্ত্রমধ্যে দেখিয়া অন্যমত প্রকাশ করেন, কিন্তু বিচার করিলে সে মত স্থায়ী হয় না।

যাহা হউক, কি বর্ণাত্মক ভাষা, কি ব্যবহার কিছুই স্বাভাবিক আবির্ভূত বিষয় নহে। ইহা মানবকে না শিক্ষা দিলে মানবে আপনি বিকশিত হয় না। ইহাও পরীক্ষাসিদ্ধ বিষয়। ধীরগণের শ্রবণ, এবং প্রসিদ্ধ শ্লোকের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন—এ সবই উপদেশদানের পদ্ধতিপ্রভৃতি শিক্ষাদান। ইহাও আখ্যায়িকারই অঙ্গমধ্যে গণ্য করা হয়। আর বর্ণাত্মক ভাষাজ্ঞানের পূর্ব্বে বেদের ব্যাখ্যা মানবে করিতে পারে না, এজন্য বেদের ব্যাখ্যাও বেদই হওয়া উচিত। বেদবক্তা ঈশ্বর পদ ও পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান করাইয়া দিয়াছেন মাত্র। অতএব এজন্যও বেদ পৌরুষেয় হয় না।

তাহার পর বেদের কর্ত্তার স্মরণ করা হয় নাই বলিয়াও ইহাকে অরচিত গ্রন্থ বলা হইয়াছে। অনেকে বলেন—পাড়াগাঁয়ে অনেক অনেক গান গাথা কবিতা লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে, তাহার কর্ত্তার স্মরণ নাই বলিয়া কি সে গুলিও অরচিত বলা হইবে? কিন্তু এই আপত্তি সমীচীন নহে। কারণ, অনুসন্ধান করিলে এরূপ গান গাথার কর্ত্তার সন্ধান অনেক পাওয়া যায়; এবং এখন সেই অনুসন্ধানের ফলেও অনেক পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু বেদের কর্ত্তার কথা অতি প্রাচীন স্মরণাতীতকালেও কেহ বলেন নাই। প্রত্যুত সেই সময়ের সুধীবৃন্দ ইহাকে অরচিতই বলিয়াছেন—দেখা যায়। অতএব এ আপত্তি অসমীচীন। শিষ্টাচার এ বিষয়ে অতি প্রবল প্রমাণ।

যাহা হউক, এইরূপ বহু কারণ আছে যাহাতে বুঝা যায়—বর্ণাত্মক ভাষা শিক্ষিত ভাষা। ইহার শিক্ষক কোন সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বেদবাক্যানুসারে ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মাই ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বেদ

শিক্ষা দিয়াছেন। আর এই বেদ অলৌকিক বিষয়ের উপদেষ্টা। সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিও বেদরচনা করেন নাই। যেহেতু সর্ব্বজ্ঞের রচনা অসম্ভব। আর সেই বেদপ্রধান সিদ্ধান্তই বেদান্তদর্শন। আর সেই বেদান্ত-দর্শনের মতের পরিষ্কারসাধনই এই অদ্বৈতসিদ্ধি করিয়াছে। এজন্য সর্ব্বজ্ঞপ্রদত্ত নিত্যভাষার অভ্রান্ত উপদেশের তাৎপর্য্য কি—যদি জানিতে হয়, তাহা হইলে এই অদ্বৈতসিদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী গ্রন্থ। এতদ্দ্বারা জীবের পরমাভীষ্টলাভের পথ দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাসংস্কৃত বিদ্বন্মণ্ডলী বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাহাতে মানবসমাজের প্রকৃত চরম উন্নতির পথ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। অতএব এ বিষয়ে আর ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা উচিত নহে।

(৩) বেদোক্ত বিরুদ্ধমতবাদের সত্যতাবাদ।

আজকাল আবার অনেকে বেদের মহত্ত্বজ্ঞাপনার্থ বলেন—

(১) বেদে অদ্বৈত দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সকল প্রকার বিরুদ্ধ মতবাদই আছে। আর বেদে আছে বলিয়া ঐ সকল মতবাদই সত্য। বিভিন্ন অধিকারে বিভিন্ন মত উপযোগী বলিয়া সকলেরই উপকারিতা আছে—এজন্য সকলই সত্য মতবাদ।

(২) কেহ কেহ বলেন—সকল মতবাদদ্বারাই সত্য লাভ হইয়া থাকে। সকলগুলিই সত্যের বিভিন্ন পথ। "যত মত তত পথ" এই প্রসিদ্ধ উক্তি অতি সঙ্গত কথা। এজন্য উহাদের যে বিরোধ, তাহা যথার্থ বিরোধ নহে। সুতরাং বেদ অনন্তজ্ঞানের ভাণ্ডার। বেদে নাই, এমন কিছুই নাই, বেদে যাহা আছে সবই সত্য।

(৩) কেহ কেহ বলেন—বেদ সত্যদর্শী পুরুষগণের সাক্ষাৎ অনুভব-সূচক বাক্য। এজন্য বেদে বিভিন্নব্যক্তির বিভিন্ন পথের উল্লেখ আছে, আর তজ্জন্য তাহাতে বিরোধ দেখা যায়। বেদ সম্বন্ধে নানা জনের নানা কথার মধ্যে ইহারাই প্রধান কতিপয়।

বস্তুতঃ বেদ যদি এই কয় প্রকার মতবাদের মধ্যে কোনরূপই হয়, তাহা হইলেই এই অদ্বৈতসিদ্ধিজাতীয় গ্রন্থপাঠে লোকের মনে আগ্রহ জন্মিতে পারে না। পক্ষান্তরে যাঁহাদের কিঞ্চিৎ আগ্রহও আছে, তাঁহাদের সে আগ্রহটুকুও অন্তর্হিত হইবার কথা। কারণ, অদ্বৈত-সিদ্ধিজাতীয় গ্রন্থে বেদকে অন্যদৃষ্টিতে দেখা হয়, অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য একই, এবং তাহা সেই অদ্বৈতসিদ্ধান্ত—ইহাই বলা হয়। এখন দেখা যাউক, বেদ সম্বন্ধে উক্ত মতবাদগুলি কতদূর যুক্তিসহ।

প্রথম দল বলেন—বেদে অদ্বৈত দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি বিরুদ্ধ মতবাদ আছে এবং সকল গুলিই অধিকারভেদে সত্য—ইত্যাদি। কিন্তু এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বড়ই অসঙ্গত কথা বলেন। কারণ, বেদে বিরুদ্ধ মতবাদ আছে সত্য, কিন্তু তাহারা সকলেই সত্য নহে। উপকারিতা থাকা ও সত্য হওয়া একথা নহে। কারণ, অসত্য হইয়াও উপকারিতা থাকে—ইহা বহুস্থলেই দেখা যায়।

তাহার পর স্ববিরোধী কথা থাকিলে তাহা কখন প্রমাণ হয় না। কোন বিষয়ে আমি যদি একবার "হা" বলিয়া আবার পরক্ষণ "না" বলি, তাহা হইলে আমার কথা প্রমাণ হয় না। এজন্য যে শাস্ত্র প্রমাণ হয়, তাহার তাৎপর্য্যমধ্যে বিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না। তাৎপর্য্যের যাহা অবিরোধী, তাহাই সত্য, আর তাৎপর্য্যের যাহা বিরোধী, তাহা অসত্য বলিতেই হইবে। বেদের তাৎপর্য্য যদি অদ্বৈত হয়, তাহা হইলে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত সত্য হইতে পারে না। তদ্রূপ বেদের তাৎপর্য্য যদি দ্বৈত হয়, তাহা হইলে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত সত্য হইতে পারে না; আর বেদের তাৎপর্য্য যদি বিশিষ্টাদ্বৈত হয়, তাহা হইলে দ্বৈত ও অদ্বৈত সত্য হইতে পারে না। ইহার কারণ, এই জাতীয় বাদগুলি পরস্পর বিরোধী। অতএব এইরূপ বাদসমূহমধ্যে একটী বাদই বেদের তাৎপর্য্য, আর অপর সকল বাদ

তাহার পূর্ব্বপক্ষ। অভীষ্টবাদের দৃঢ়তার জন্য পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করা হয় মাত্র। পূর্ব্বপক্ষে কখন তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না। এজন্য বেদে নানামতবাদ থাকিলেও একটীতে তাহার তাৎপর্য্য থাকে, অপরগুলি তাহার বিরোধী হইলে পূর্ব্বপক্ষ বলা হয়, এই মাত্র। আর তাৎপর্য্য-সমূহ অবিরোধী হইলে গৌণমুখ্যসম্বন্ধে সম্বন্ধ বলা হয়। সুতরাং মুখ্য-তাৎপর্য্য একই হয়। বস্তুতঃ, এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থমধ্যে দেখান হইয়াছে—অদ্বৈতমতই বেদের তাৎপর্য্য। এইজন্য এই অদ্বৈতমত কিরূপে বেদের তাৎপর্য্য হয়, তাহা যদি জানিতে হয়, তাহা হইলে এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক।

যদি বলা যায়—অধিকারিভেদে সব বাদই সত্য, কেহই মিথ্যা নহে—কিন্তু একথাও অসঙ্গত। কারণ, সত্য কখন ব্যক্তিভেদে স্ববিরোধী হইতে পারে না। অধিকারিভেদে সত্য—যথার্থ সত্য নহে। উহা উপযোগিতামাত্র। উপযোগিতা ও সত্য এক কথা নহে। যাহা সত্য, তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সকলের নিকটই সত্য।

যদি বলা হয়—দ্বৈতও সত্য, তদপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈত সত্য, তদপেক্ষা অদ্বৈত সত্য—সবই সত্য, কেবল সত্যের তারতম্য মাত্র স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বলিব—এই তারতম্য থাকিলে, যে সত্যমধ্যে কিঞ্চিৎ মিথ্যা আছে, তাহা অপেক্ষা যাহাতে মিথ্যা কম, তাহা সত্যতর, আর যাহাতে মিথ্যা নাই, তাহাই সত্যতম হয়। সত্যের সহিত সত্যাতিরিক্ত মিথ্যার মাত্রানুসারেই সত্যের তারতম্য হয়, নচেৎ সত্যের তারতম্যই অসম্ভব। অতএব সত্যতম হইতে সত্যতর মিথ্যা, আর সত্যতর হইতে সত্যটী মিথ্যা বলিতে হয়; আর যাহাতে কোন সত্যই নাই, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা—এইরূপই বলিতে হয়। অতএব সবই সত্য, কেবল সত্যের মধ্যে তারতম্য আছে মাত্র, আর তজ্জন্য এক অধিকারে একটা ভাল, অপর অধিকারে অপরটা অল্প ভাল—এরূপ বলা সঙ্গত হয় না। সত্যের

সহিত সত্যাতিরিক্ত কিছু অর্থাৎ মিথ্যামিশ্রিত হইলে সত্যের তারতম্য সম্ভব—নচেৎ নহে। অতএব অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত এই তিনটীই সত্য, আর এই তিনটীতেই বেদের তাৎপর্য্য আছে, এরূপ কথা বলা সঙ্গত হয় না। তাৎপর্য্য কখন বহু হয় না। আপাতদৃষ্টিতে বহু বোধ হইলেও তাহারা মুখ্যগৌণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকে। নানা মুখ্যতাৎপর্য্য বেদের নাই। কারণ, নানা মুখ্যতাৎপর্য্য হইলেই তাহারা কতকটা বিরোধী হইতে বাধ্য। আর যদি নানা মুখ্যতাৎপর্য্য অবিরোধী স্বীকার করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সেই সমগ্র তাৎপর্য্যের মধ্যে কোন একটী অপর সাধারণ তাৎপর্য্যই থাকিয়া যায়—বলিতে হইবে। এজন্য নানা মুখ্য অথচ অবিরোধী তাৎপর্য্য বেদের স্বীকার করা হয় না।

আজকাল এই পূর্ব্বপক্ষ কথার বশবর্ত্তী হইয়া বহুমান্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বেদের তাৎপর্য্য দ্বৈত অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত—সবই। শঙ্কর ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ অপর মতের অনুকূল বেদবাক্যকে স্বমতে বলপূর্ব্বক আনিয়া মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু একথা পূর্ব্বোক্ত কারণে বাস্তবিকই মহা অসঙ্গত কথা। পক্ষান্তরে "আচার্য্যগণ স্বমতে অপর মতানুকূলবাক্য বলপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন" বলায় ইহাই বুঝায় যে সকল আচার্য্যই জানিতেন, যে বেদের তাৎপর্য্য কখন নানা হয় না, তাহাদের একবাক্যতা করিলে যে অর্থ হয়—তাহাই বেদের তাৎপর্য্য। এইজন্যই আপাতবিরুদ্ধ বাক্যের একবাক্যতা করা আবশ্যক, আর তজ্জন্যই তাঁহারা ঐরূপ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাদৃশ মহানুভব আচার্য্যগণকে এতদূর অজ্ঞ ভাবা কখনই উচিত নহে।

অতএব দ্বৈতাদি সকল মতেই বেদের তাৎপর্য্য আছে, এরূপ বিবেচনা করা কখনই সঙ্গত নহে। অবশ্য সেই তাৎপর্য্য—দ্বৈত, কি বিশিষ্টাদ্বৈত, কি দ্বৈতাদ্বৈত, কি অদ্বৈত—তাহা বিচার্য্যবিষয় হউক,

কি, তাই বলিয়া সবগুলিই তাৎপর্য্য—এরূপ বলা উচিত নহে। বলা বাহুল্য, আমাদের অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে বেদের তাৎপর্য্য যে অদ্বৈত, তাহাই বলা হইয়াছে এবং তদনুসারেই অপর বিচারও করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় দল বলেন—বেদের সকল মতবাদদ্বারাই সত্য লাভ হইয়া থাকে, সবগুলিই সকল অধিকারে সত্যলাভের বিভিন্ন পথ, অর্থাৎ "যত মত তত পথ", ইত্যাদি। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, সত্যের মধ্যে এখন কোন বিশেষভাব নাই যে, একটা বিশেষভাব অবলম্বন করিয়া এক একটা পথ হইবে। সকল পথ দিয়া সত্যলাভ হয়—এ কথার অর্থ অন্যরূপ। ইহার অর্থ—চিত্তশুদ্ধির জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন পথ। কিন্তু সত্যলাভের জন্য পথ একই। এই পথটী—সত্যনির্ণয় করিয়া তাহার চিন্তন বা অনুধ্যান করিতে করিতে যে তদ্ভাবাপন্ন হওয়া, তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহারই অপর নাম—শ্রবণের পর মনন ও তৎপরে নিদিধ্যাসন করিলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়। সত্যনির্ণয়টী মননস্থানীয়।

এই শ্রবণমননাদিতে অধিকারী হইবার জন্য কর্ম্ম ও উপাসনার প্রয়োজন। এই কর্ম্ম ও উপাসনা নিজ নিজ অধিকারানুসারে হইয়া থাকে। ইহারা উক্ত জ্ঞানের সাধনবিশেষ; অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া জ্ঞানের প্রতিবন্ধক নিবারণ করে এবং উপাসনার দ্বারা একাগ্রতা উৎপাদন করিয়া চিত্তে গুণাধান করা হয় মাত্র। ইহার পর জ্ঞানের জন্য শ্রবণ, মনন ও ধ্যানদ্বারা সত্যসাক্ষাৎকার হয়। এইজন্য সত্যসাক্ষাৎকারের যে উপায় শ্রবণাদি, তাহার যে উপায় কর্ম্ম ও উপাসনা, সেই কর্ম্ম ও উপাসনার ব্যক্তিবিশেষে ভেদ থাকায় পরম্পরা-সম্বন্ধে সত্যসাক্ষাৎকারের উপায়ও নানা বলা হয়। বস্তুতঃ সাক্ষাৎ-কারের মুখ্য বা সাক্ষাৎ সাধনের নানাত্ব স্বীকার করা হয় না। অতএব "যত মত তত পথ"—এই কথার অর্থ—যথাশ্রুত অর্থ নহে, পরন্তু প্রদর্শিতরূপ অর্থই ইহার প্রকৃত অর্থ।

যদি বলা যায়, সত্য—এক ও নির্ব্বিশেষ হইলেও নানা পথে তাহা লভ্য হইতে বাধা কি? একটী প্রাসাদের কি পাঁচটী পথ থাকিতে পারে না। পাঁচটী পথ দিয়া কি একটী গ্রাম বা নগরে যাওয়া যায় না? আর গন্তব্যস্থানে পাঁচটী পথ দিয়া উপনীত হইলে ভিন্ন পথের পথিকের নিকট গন্তব্যস্থানটী বিভিন্নরূপ হইবে—তাহাও ত বলা যায় না; অতএব সত্যলাভের নানা পথ হইতে বাধা কি? ইহা ত প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়।

এতদুত্তরে বলিতে হইবে যে, বাধা আছে। কারণ, আত্মবস্তু-লাভের একই পথ হইতেছে। কারণ, এস্থলে দৃষ্টান্তটী পরিচ্ছিন্ন জড় বস্তু, আর আত্মা অপরিচ্ছিন্ন বস্তু। ইহার প্রাপ্তিতে নানা পথ কল্পনা করা অসঙ্গত। যাহার নানা পথ হয়, তাহারা সকলেই পরিচ্ছিন্ন বস্তু হয়। অজ্ঞানবশতঃ আত্মা অলব্ধ রহিয়াছে, সুতরাং অজ্ঞাননাশই সেই পথ। আর জ্ঞানদ্বারাই অজ্ঞান নষ্ট হয়, সুতরাং জ্ঞানলাভরূপ পথটী একই পথ হইতেছে। এই আত্মা আবার অদ্বৈত, সুতরাং তাহার লাভের যে উপায়, তাহা অদ্বৈতের উপলব্ধি, আর তাহা এই জগৎকে মিথ্যা বুঝিয়া এই মিথ্যার অধিষ্ঠান এক অদ্বৈতকে বুঝা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ অদ্বৈতবস্তুলাভের জন্য অদ্বৈতেরই শ্রবণ, মনন ও নিদি-ধ্যাসনই পথ। বস্তুতঃ ইহাই একমাত্র পথ। বিভিন্ন দেবতারাধনা বা বিভিন্নভাবের উপাসনা ইহার পথ নহে। বিভিন্ন দেবতার আরাধনায় অন্য অন্য ফল হইতে পারে, কিন্তু "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ অদ্বৈতম্" ব্রহ্মের জ্ঞানে নানা পথ নাই। অবশ্য এই ব্রহ্মজ্ঞানের পথে উঠিবার জন্য, অর্থাৎ প্রতিবন্ধকক্ষয় ও গুণাধানের জন্য—কর্ম্ম, উপাসনা বা ভক্তি প্রভৃতি নানা পথ থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মত্বলাভের নানা পথ নাই। ইহা "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। এই শ্রুতিমধ্যে অতি স্পষ্টভাবেই কথিত হইয়াছে।

যেমন গ্রামে যাইবার পথভিন্ন অন্য কোনও পথ গ্রামের পথ নহে, পরন্তু গ্রামাভিমুখী পথই গ্রামের পথ হয়, তদ্রূপ অদ্বৈতাভিমুখী পথই অদ্বৈতের পথ হইবে, অদ্বৈতভিন্নের অভিমুখী পথ অদ্বৈতের পথ নহে। কিন্তু কর্ম্ম ও উপাসনায় দ্বৈতজ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক, কর্ত্তৃকর্ম্মভেদ, উপাস্য-উপাসকভেদ থাকা একান্ত প্রয়োজন, এজন্য তাহাদের যে বিষয়, তাহার নানা পথ হয়, কিন্তু অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানের পথ অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানেরই দৃঢ়তাসাধনরূপ একটীই পথ হয়, নানা পথ হয় না। "যত মত তত পথের" অর্থ অন্যরূপ, তাহা উপরে বলাই হইয়াছে। অদ্বৈতব্রহ্মবস্তুলাভে "যত মত তত পথ" হয় না।

তাহার পর, "যত মত তত পথ"—ইহার অর্থই হইতেছে—যদ্-বিষয়ক যত মত, তদ্বিষক তত পথ। এখন "যত" যদি ভিন্ন হয়, তবে সেই মতপ্রতিপাদ্য বিষয়ও বিভিন্নই হয়। কিন্তু বিষয় যদি এক-নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্ম হয়, তবে তাহার পথ একই পথ হইবে—ইহাতে আর অন্যথা হয় না।

যদি বল—দেবতার বরে বা আশীর্ব্বাদে এবং গুরু বা অবতারের কৃপায়ও ত সত্যলাভ হইতে পারে? সুতরাং সেটাও ত একটা পথ। আর তাহা শ্রবণাদিভিন্ন পথই বটে। তাহা হইলে বলিব—উহাও ঠিক্ পথ নহে। উহা ঠিক্ পথে উঠিবার জন্য অন্য পথবিশেষ। দেবতার কৃপায় অদ্বৈতব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিয়া তাহার ফলে অদ্বৈতভাব-লাভ হয়। একথা শ্রুতিমধ্যেই উক্ত হইয়াছে। যথা—"দেহান্তে স তং তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে" অর্থাৎ দেহান্তে দেবতা তাহাকে তারক ব্রহ্মের উপদেশ দেন। বস্তুতঃ দেবতার বরে বা গুরুকৃপায় প্রবৃত্তি জন্মে, একাগ্রতা হয়, এবং চিত্তশুদ্ধি হয়; আর তাহার ফলে জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান ফলপ্রদ হয়। সুতরাং এ গুলি প্রকৃত পথে উঠিবার উপ-পথবিশেষ। আর তজ্জন্য সত্যলাভের পথ একটীই হয়, নানা

নহে। এই প্রকৃত একটী পথে উঠিবার নানা পথ আছে বলিয়া উপ-পথসহ আসল পথকে সমগ্রভাবে নানা পথ বলা হয় মাত্র।

তৃতীয় দল বলেন—বেদ সত্যদর্শী পুরুষগণের সাক্ষাৎ অনুভব-সূচকবাক্য। এজন্য বেদে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন পথের উল্লেখ আছে। আর তজ্জন্য তাহাতে বিরোধ দেখা যায়; এই বিরোধ থাকিলেও তাহা সত্য, ইত্যাদি।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সত্য কখন নানা হয় না, সত্যদর্শীর কথামধ্যে ভেদ থাকিতে পারে না। অতএব তাহাদের কথায় বিরোধও থাকিতে পারে না। আর বিরুদ্ধ কথা কখন সত্য হয় না।

তাহার পর বেদ মনুষ্যরচিত নহে—ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অতএব বেদ—সত্যদর্শী পুরুষের সাক্ষাৎ অনুভবসূচক বাক্য—এরূপ বলাই অসঙ্গত। বেদ কাহারও রচিত নহে বলিয়া বেদের ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় বেদার্থ প্রকাশ করিলেও তাহা বেদ হয় না, তাহা বেদমূলক উপদেশ হইতে পারে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এক বস্তুর ঠিক্ ঠিক্ বিভিন্ন নামই হয় না। অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দদ্বারা ঠিক্ একই বস্তু বুঝায় না। প্রত্যেক শব্দের অর্থ, যতই এক বিষয়ক হউক কেন, তাহাদের অর্থমধ্যে কিছু না কিছু ভেদ থাকে। অতএব বিভিন্ন শব্দের দ্বারা একই সত্য সমান-ভাবে বুঝান যায় না। অতএব এই জাতীয় কথা নিতান্ত অসার।

বস্তুতঃ একটী মন্ত্রদ্বারা যে ফল হয়, তাহা অন্য মন্ত্রদ্বারা সম্ভবপর হয় না—ইহা অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন। আর এই জন্যই বেদবাক্যদ্বারা যে জ্ঞানলাভ হইবে, তাহা অপর বাক্যদ্বারাও হইতে পারে না। অধিক কি, বেদার্থ, অন্য বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হইলেও সেই অন্য বাক্যের ফল ঠিক্ বেদবাক্যের ন্যায় হয় না।

অবশ্য এ কথায় অনেকে আপত্তি এইরূপ করিবেন যে, শব্দদ্বারা

কখন বস্তুর অন্যথা সাধিত হয় না। নাম যাহাই হউক না, বস্তু বা নারী যাহা, তাহাই থাকে, ইত্যাদি। কিন্তু এ কথা বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, বেদ যাহা প্রতিপাদন করে, তাহা অন্য প্রমাণগম্য নহে। অন্য প্রমানগম্য হইলে এই আপত্তি সঙ্গত হইত। বেদ যাহা প্রতিপাদন করে, তাহা অলৌকিক বিষয়। এজন্য বেদবাক্যদ্বারা বেদার্থ বুঝিয়া তাহার অনুধ্যান করিলে যে ফল হইবার কথা, তাহা বেদের অনুবাদক বাক্যদ্বারা পূর্ণ মাত্রায় হইতে পারে না। অতএব বেদ সত্যদর্শী পুরুষের বাক্য,—এ জাতীয় কথা নিতান্ত ভ্রান্ত।

যাহা হউক, এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বেদোক্ত বিরুদ্ধ মতবাদগুলি সবই সত্য হইতে পারে না। বেদার্থ-নির্ণয়ের জন্য যে "উপক্রম উপসংহারাদি" ষড়বিধ তাৎপর্য্যনির্ণয়ক লিঙ্গ আছে, তদ্দ্বারা বেদের যাহা তাৎপর্য্য, তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয়, আর তজ্জন্য তাহার বিরোধী যে কথাই বেদের মধ্যে পাওয়া যাইবে, তাহাই পূর্ব্বপক্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। আর সেই তাৎপর্য্যানুকূল যে অপর কথাই পাওয়া যাইবে, তাহাতে অবান্তর তাৎপর্য্য থাকে, অর্থাৎ তাহা মুখ্যতাৎপর্য্যের সহিত গৌণমুখ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলা হয়।

এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে অদ্বৈতই বেদের তাৎপর্য্য বলিয়া প্রমাণিত করা হইয়াছে, আর তজ্জন্য দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত অথবা দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি যাবতীয় মতবাদই বেদের তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত নহে, পরন্তু উহারা পূর্ব্বপক্ষস্থানীয় মতবাদবিশেষ, উহার দ্বারা অদ্বৈতবাদেরই পুষ্টিসাধন করা অভিপ্রেত—ইহাই বুঝিতে হইবে।

(৪) মহর্ষি ও আচার্য্যগণের মতের ভ্রান্ততাবাদ।

আজকাল অনেকেই বলেন—মহর্ষিগণের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ

করা যাইতে পারে না। কারণ, মহর্ষিগণ ভ্রান্ত, যেহেতু তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করিয়াছেন। পরস্পরের মত বিরুদ্ধ না হইলে একে অপরের মত খণ্ডন করিবেন কেন? অতএব মহর্ষিগণের প্রণীত কি স্মৃতিশাস্ত্র, কি দর্শনশাস্ত্র, কি ইতিহাসপুরাণাদি—উপদেশ শাস্ত্র—সবই ভ্রমসঙ্কুল। উহাদের মধ্যে যাহা যুক্তিযুক্ত হইবে, তাহাই গ্রহণ করা যাইতে পারে। উহাদের সব কথা গ্রহণযোগ্য নহে। এজন্য সময়ে সময়ে অবতার বা অবতারকল্প পুরুষগণ যে মত প্রকার করেন, সেই মতে বেদান্তাদির ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আর তাহা হইলেই বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য নির্ণীত হইতে পারিবে। এখন এই কথা যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে যে বেদান্তদর্শনের উপর এই অদ্বৈতসিদ্ধি নির্ভর করিতেছে, সেই বেদান্তদর্শনও নির্ভুল না হওয়ায় এই অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠের জন্য তত আগ্রহ আবশ্যক নহে।

কেবল তাহাই নহে—এই বেদান্তদর্শনের যাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাও আরও ভ্রমসঙ্কুল। কারণ, একই বেদান্ত-দর্শনের অর্থ—শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, শ্রীকণ্ঠ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বিজ্ঞান-ভিক্ষু, বল্লভ, বলদেব প্রভৃতি বহু আচার্য্য বহু রূপেই করিয়াছেন, এবং এই সকল ব্যাখ্যাই পরস্পরবিরুদ্ধ। সুতরাং কোন ব্যাখ্যাই ঠিক্ নহে—মনে হয়, আর তজ্জন্য শঙ্করমতের বেদান্তব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া যে অদ্বৈতসিদ্ধি রচিত হইয়াছে, তাহাও আর বেদান্তের মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অতএব অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠে আগ্রহ জন্মিবারও কারণ দেখা যায় না।

আর যদি বেদান্তদর্শন প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া ইহার প্রাচীন ব্যাখ্যাই প্রামাণিক বলিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলেও যথার্থ অর্থ জানিবার উপায় নাই। কারণ, দেখা যায়—বেদান্তদর্শনের বহুল প্রচলিত প্রাচীন ব্যাখ্যার মধ্যে শঙ্কর ও রামানুজের ব্যাখ্যাই প্রধান।

এই দুইটী ব্যাখ্যা যে কেবল পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী তাহা নহে, কিন্তু ইহাদের সিদ্ধান্তও পরস্পরবিরোধী। সিদ্ধান্ত অবিরোধী হইয়া যে কেবল ব্যাখ্যাটী ভিন্ন, তাহা নহে, অর্থাৎ ইহাদের কি ব্যাখ্যা কি সিদ্ধান্ত উভয়ই বিরোধী। শঙ্কর—অদ্বৈতবাদী, রামানুজ—বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী।

তাহার পর এই বিরোধটী প্রাচীন পদ্ধতির পণ্ডিতবর্গের নিকট যে আকারে ছিল, বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিতের নিকট তাহা আবার এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন পদ্ধতির পণ্ডিতের নিকট এই বিরোধটী, উপনিষদাদি শাস্ত্রানুসারী সূত্রার্থসংক্রান্ত ছিল, বর্ত্তমানের শিক্ষিত সমাজে উহা উপনিষদাদি শাস্ত্রের অননুসারী সূত্রার্থ-সংক্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইতেছে। জর্ম্মান পণ্ডিত ডাক্তার থিবো, বেদান্তদর্শনের শঙ্করভাষ্যের এবং রামানুজভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া শাঙ্করভাষ্যানুবাদ ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, শঙ্করের সূত্রব্যাখ্যা উপনিষদ অনুযায়ী, আর রামানুজের সূত্রব্যাখ্যা সূত্রাক্ষর অনুযায়ী। অর্থাৎ উপনিষদের যাহা তাৎপর্য্য, তদনুসারে সূত্রার্থনির্ণয় শঙ্কর করিয়াছেন, আর উপনিষদ্ ছাড়িয়া কেবল সূত্রগুলি পড়িলে যে অর্থবোধ হয়, সেই অর্থ রামানুজ প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য এজন্য থিবো সাহেব যে যুক্তিপ্রদর্শনের চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে। তিনি এজন্য উভয় মতের অর্থতুলনাও করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অমনি আমাদের শিক্ষিত সমাজ ইহাই শিরোধার্য্য করিলেন এবং এতদনুসারে শিক্ষাদানেও প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব দেখা যাইতেছে,—

(১) প্রথমতঃ—ঋষিগণ পরস্পর বিরোধী বলিয়া অভ্রান্ত হইতে পারে না।

(২) দ্বিতীয়তঃ—সেই ঋষিবাক্যের ব্যাখ্যাতৃগণও অধিকতর পরস্পর বিরোধী বলিয়া সত্য হইতে আরও দূরে চলিয়া আসিয়াছেন।

অতএব অবতার বা অবতারকল্প পুরুষগণের মতে শাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইলে তাহাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে।

(৩) তৃতীয়তঃ—ডাক্তার থিবো প্রভৃতিগণের অনুসরণে বলিতে হয়—ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা ব্যাসদেব, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনমধ্যে উপনিষদের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া নিজমত প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এজন্য তাঁহারা উপনিষৎপ্রতিপাদ্য সত্য হইতে অবশ্যই দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, ইত্যাদি।

এখন দেখা যাউক, এই কথাগুলি কতদূর যুক্তিসহ—

(১) প্রথমতঃ দেখা যাউক, ঋষিগণ পরস্পর বিরোধী বলিয়া ভ্রান্ত কি না। আমরা বলি, এজন্য তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলা সঙ্গত নহে। কারণ, উদ্দেশ্যভেদে বিরুদ্ধ কথা অভ্রান্ত হইতে বাধা নাই। বিভিন্নবিষয়ক কথা বিরুদ্ধ হয় না। এজন্য মূলতঃ ঋষিদিগের মধ্যে ঠিক্ বিরোধই নাই। আর তজ্জন্য তাঁহারা ভ্রান্তও নহেন। ঋষিগণ পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা অভ্রান্ত।

দেখা যায়, মানব দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখ চায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যদি কোন একটী নির্ব্বাচন করিতে বলা হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, লোকে সুখ যদি নাও পায়, তথাপি দুঃখনিবৃত্তি সে অবশ্যই চাহে। দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভের মধ্যে অন্যতর প্রাপ্য হইলে লোকে দুঃখনিবৃত্তিই চাহে। সুখলাভ হয়—ভাল কথা, কিন্তু দুঃখনিবৃত্তি না হইলে চলিতে পারে না। এ বিষয়ে সকলে একমত।

ঋষিগণ এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রথমতঃ তত্ত্বনির্ণয় করিয়াছেন, তৎপরে তাহার সাধননির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া তাঁহারা তত্ত্বনির্ণয় এবং তাহার সাধননির্দ্দেশ করেন নাই।

এখন তাহা হইলে দুঃখনিবৃত্তিমাত্র লক্ষ্য করিয়া তত্ত্বনির্ণয় ও তাহার

সাধননির্দ্দেশ করিলে যেরূপ মতের উদ্ভব হয়, দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভ উভয়কে লক্ষ্য করিয়া উক্ত কার্য্য করিলে যে মতের উদ্ভব হয়, তাহা অন্যরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। বাস্তবিক এইজন্য ন্যায়মত ও বেদান্তমত—দুইটী পৃথক্ মতই হইয়াছে। ন্যায়মতে দুঃখনিবৃত্তিই লক্ষ্য এবং বেদান্তমতে উভয়ই লক্ষ্য। বস্তুতঃ ছয়খানি দর্শনকেই এই দুইভাগে বিভক্ত করাই যায়।

তাহার পর মানুষের বুদ্ধির প্রকৃতি অনুসারে এবং সংস্কার অনুসারে যদি তত্ত্বনির্ণয় ও সাধননির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে আবার অন্যরূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়া যায়। যাহা সকলে সহজে বুঝে, এমন কথার উপর যদি তত্ত্বনির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে পরমাণুবাদ, জীববহুত্ববাদ প্রভৃতি ন্যায় ও বৈশেষিকমতের অনুসরণ আবশ্যক হয়, অথবা কর্ম্মপ্রধান পূর্ব্বমীমাংসার শরণ গ্রহণ করিতে হয়। আর যদি আরও একটু অসাধারণ দৃষ্টিতে সেই কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে সাংখ্যমত ও পাতঞ্জলমত আবশ্যক হয়, এবং আরও যদি অসাধারণ দৃষ্টিতে উক্ত কার্য্য করিতে হয়, অথবা সংস্কারনিরপেক্ষ সত্যনির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে বেদান্তের অনুসরণ আবশ্যক হয়।

ন্যায় ও বৈশেষিক—জগৎকারণরূপে নয়টী নিত্য দ্রব্য এবং তদন্তর্গত বহু আত্মা স্বীকার করিলেন। পূর্ব্বমীমাংসাও প্রায় তদ্রূপই স্বীকার করিলেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল—এক নিত্য প্রকৃতি ও বহু আত্মা স্বীকার করিলেন। আর বেদান্ত—মিথ্যা মায়া ও একই আত্মা স্বীকার করিলেন। কিন্তু দুঃখশূন্য নিত্য অবস্থারূপ মুক্তি সকলেরই স্বীকার্য্য রহিল। এইরূপে প্রত্যেক বিষয়ে দেখা যাইবে, লোকের বুদ্ধির প্রকৃতি এবং সংস্কারের প্রকারভেদবশতঃ সেই দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ঋষিগণ তত্ত্বনির্ণয় ও তাহার সাধননির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদান্তই কেবল সংস্কারনিরপেক্ষ তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত। ঋষিদিগের এই সব

মতবিরোধ যদি একটু লক্ষ্য করিয়া আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

বস্তুতঃ, তত্ত্বপক্ষপাতী বেদান্তের মতে জগতের মূলতত্ত্ব ব্রহ্ম যখন নির্ব্বিশেষ, বাক্যমনের অতীত ও সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলা হয়, এবং জগৎস্বরূপ যখন অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা স্বীকার করা হয়, তখন ইহাকে যিনি যে রূপেই বুঝুন, যদি তাহার দ্বারা মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হয়, তবে তাহাই আদরণীয়। এজন্য লোকবুদ্ধির অনুসরণ করিয়া তত্ত্বস্বীকারপূর্ব্বক মুক্তির পথ আবিষ্কার করাই সকল ঋষিগণের লক্ষ্য ছিল, আর তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে যে মতবিরোধ, তাহা প্রকৃত মত-বিরোধই নহে। ঋষিগণের মত এই দৃষ্টিতে দেখিয়া প্রাচীন বহু আচার্য্যই তাঁহাদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তই কেবল শ্রুতিপ্রধান সিদ্ধান্ত স্বীকার করায় মানবসংস্কারকে কথঞ্চিৎ উপেক্ষা করিয়াছেন। অন্যদর্শনে তাহা করা হয় নাই। এজন্য অন্য দর্শনের মতে ব্রহ্মবস্তু, প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণগম্যও বটে, কিন্তু বেদান্ত, ব্রহ্মকে কেবল শ্রুতিমাত্র প্রমাণগম্য বলিয়াছেন। আর এই জন্যই বেদান্তের দৃষ্টিতে অন্য কোন মতের সহিত বেদান্তের তাত্ত্বিক-বিরোধ নাই বলা হয়।

(২) দ্বিতীয় আশংকার উত্তরে বক্তব্য এই যে, আচার্য্যগণের মধ্যে যে বিরোধ, তাহা ঋষিগণের মধ্যের বিরোধ অপেক্ষা যে অনেক অধিক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই উদ্দেশ্য ছিল—শিষ্যগণের স্বমতে নিষ্ঠাবৃদ্ধির জন্য পরমতখণ্ডন। ইহাও তাঁহাদের জীবন ও লিখন হইতে বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য কোন কোন আচার্য্যও যে বিপথে গমন করেন নাই—তাহা বলা উচিত নহে। কিন্তু তাঁহাদের সে ত্রুটী ধরিবার জন্য তাঁহাদের মূল অনুসন্ধান করিলেই চলিতে পারে। বস্তুতঃ, কোন আচার্য্যই নির্ম্মূল মতপ্রচারে প্রবৃত্ত

হন নাই। সকলেই ঋষিমতমূলক মতের অবলম্বী ছিলেন। আর সেই ঋষিগণও আবার বেদমূলক মতেরই প্রচার করিয়াছেন। অতএব আচার্য্যগণের মতের মধ্যেও সত্য আছে। যাহা কিছু অন্যথা দৃষ্ট হয়, তাহা অধিকাংশস্থলে স্বমতে নিষ্ঠাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, এবং অতি অল্প স্থলেই দুরাগ্রহের ফলজন্য ভুলভ্রান্তি বলিতে হইবে। এজন্য ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্তসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের বিরোধটী বেদান্তশাস্ত্রের উপর ভ্রান্তবুদ্ধির উৎপাদক হওয়া উচিত নহে। আধুনিক শিক্ষার ফলেই এই ভ্রান্তবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে মাত্র। প্রচারকের ভুলের জন্য শাস্ত্র ভুল বলা উচিত নহে। অবশ্য একই শাস্ত্রমধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা যায়, তখন অবশ্যই কোন মতটী ভুল হইবে, কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যমধ্যে যে মতবিরোধ, তাহাতে তত ভুলের সম্ভাবনা নাই। আর এই জাতীয় মতবিরোধ পাঠকও মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন। ইহা মূলোচ্ছেদী মতবিরোধ নহে। একই সম্প্রদায়মধ্যে অত্যন্তবিরোধ, যেমন বেদান্তে দেখা যায়—এমন আর অন্য দর্শনে দেখা যায় না। যাহা হউক, এ বিষয়টী পরে আলোচিত হইতেছে।

এই দৃষ্টিতে যদি কোন্ আচার্য্য কিরূপ বলিতে হয়, তাহা হইলে মনে হয়, স্বসম্প্রদায়ের নিজমতে নিষ্ঠামাত্র বৃদ্ধির জন্য যাঁহারা অদ্বৈত-মত খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারা ভাস্কর, শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ, নিম্বার্ক ও বলদেব, আর যাঁহারা নিজমতে নিষ্ঠাবৃদ্ধির জন্য দ্বেষভাবসহকারে অদ্বৈতমতের খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারা রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ ও বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে দ্বেষভাবটী রামানুজাচার্য্য অপেক্ষা মধ্বাচার্য্যেরই অতিশয় অধিক। এই কথা ইঁহাদের জীবনবৃত্ত এবং লেখা হইতে বেশ স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

এখন এই সম্পর্কে যাঁহারা বলেন—ঋষিগণের মত আচার্য্যগণের হস্তে পড়িয়া যেরূপ বিকৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের কথা অনুধাবন

না করিয়া আজকাল যে সমস্ত অবতার বা অবতারকল্প মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রচারিত মতের দ্বারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া সত্যানুসন্ধান করিতে হইবে—তাঁহাদের কথা এইবার আলোচ্য। বস্তুতঃ কথাটী মন্দ নহে। কারণ, সনাতন সত্য কালবশে বিকৃত হইলে অবতারগণ তাহার সংশোধন করিয়াছেন। যেমন দ্বাপরে যখন শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিকৃত হইয়াছিল, তখন ভগবান্ কৃষ্ণ আসিয়া গীতার দ্বারা তাহার সংশোধন করেন। কিন্তু এই নিয়মটীর যথাতথা প্রয়োগ বড় নিরাপদ নহে। কারণ, আজকাল যেরূপ অবতার পুরুষের ছড়াছড়ি, তাহাতে কাহার বাক্য লইব, আর কাহার বাক্য লইব না, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য।

তাহার পর এই সব অবতারপুরুষের বাক্য ও তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া যিনি তন্মতে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবেন, তাঁহার সামর্থ্যই বা কতটুকু তাহাও দেখা আবশ্যক। ওকালতির ফলে সত্য মিথ্যা হয়, মিথ্যাও সত্য হয়। পরিশেষে এই সব অবতারপুরুষের উপদেশ যিনি বা যাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন, তিনি বা তাঁহারা তাহা কতদূর অবিকৃত রাখিতে পারিয়াছেন, তাহাও ভাবিবার বিষয়। আমাদের জীবনে যে কয়টী স্থলে ইহার অনুসন্ধান হইয়াছিল, দেখিয়াছি—সকল স্থলেই স্বকপোলকল্পনা যথেষ্ট প্রবেশলাভ করিয়াছে।

তাহার পর এই সব অবতারপুরুষের উক্তি নানা শিষ্য নানারূপে পরিব্যক্ত করিয়া থাকেন—ইহাও দেখা যায়। অবশ্য এই সব মহাত্মা যদি স্বয়ং গ্রন্থাদি লিখিতেন, তাহা হইলে বরং একটা অবিকৃত কথা পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহাও হয় নাই। স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধ হইতে এ পর্য্যন্ত বহু অবতারই নিজে কিছুই লেখেন নাই। আর তজ্জন্য তাঁহাদের মতের কতরূপ যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা সুধী পাঠকবর্গ অবগত আছেন। অতএব এ পথেও সত্যলাভের সম্ভাবনা বোধ

হয়, সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। সুতরাং শাস্ত্রীয় রীতিতে পবিত্র অন্তরে শ্রুতি-বাক্য, ঋষিবাক্য এবং আচার্য্যবাক্য আলোচনা করিয়া যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে—তাহাই অবলম্বনীয়। আর তাহা যদি হয়, তবে এই অদ্বৈতসিদ্ধি জাতীয় গ্রন্থ আলোচনা বিশেষ আবশ্যকই হইবার কথা—ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ, যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কখনও শাস্ত্রের বিরোধী হয় না। তথাপি যদি কোন সিদ্ধান্ত অবলম্বনই করিতে হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রজ্ঞান বর্জ্জন করিয়া এইরূপ সিদ্ধপুরুষের বাক্য অনুসরণ করা উচিত নহে। কারণ, যে শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে, তাহার প্রামাণ্য সেই সিদ্ধপুরুষের বাক্য হইতে নিশ্চিতই অধিক। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার কথা অনুবাদ মাত্র। অনুবাদকের প্রামাণ্য নাই। অতএব সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া শাস্ত্রবাক্য, আচার্য্যবাক্য এবং সিদ্ধপুরুষের বাক্য আলোচনা করিতে হইবে, আর তাহা হইলে ভগবৎকৃপায় সত্য প্রকাশিত হইবে, নচেৎ পদস্খলনের সম্ভাবনাই অধিক। আর এই সামর্থ্য অর্জ্জনের জন্য এই জাতীয় বিচারগ্রন্থ আলোচনা উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

যদি বলা হয়—একই বেদান্তের ব্যাখ্যায় যখন মতভেদ, তখন বেদান্তের কোনও মতই অভ্রান্ত নহে। ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব অবশ্যই একটী অর্থ লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যখন দুর্নির্ণেয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন সকলের কথামধ্যেই কিছু সত্য আছে, অথচ কেহই সম্পূর্ণ সত্য নহে। আর যাহার এক অংশ সত্য, তাহাকে প্রমাণই বলা যায় না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যামধ্যে এইরূপ মতভেদ হইলেও ইহার মীমাংসার নানা উপায় আছে, যথা—

(ক) ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহার একটা সুন্দর পথ পাওয়া যায়।

সে পথটী এই—প্রথমতঃ বেদান্তদর্শন একটী প্রাচীন গ্রন্থ, অতএব যেটী ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যাখ্যা, তাহারই সত্যসান্নিধ্য অধিক হইবার কথা। কালক্রমে সকল বস্তুই বিকৃত হইতে বিকৃততর হইতে থাকে। এজন্য প্রাচীনবস্তুর প্রাচীনব্যাখ্যায় বিকৃতি অল্পই হইবার কথা। এতদনুসারে বর্ত্তমানে যত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে শঙ্করকৃত ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অতএব প্রথমতঃ প্রাচীনতার দৃষ্টিতে এই শঙ্করকৃত ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিতে হয়।

(খ) শঙ্করের পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাগুলি শঙ্করেরই উদ্ধৃত পূর্ব্বপক্ষের বিস্তার বা বিকৃতি মাত্র—দেখা যায়। এই সকল পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাতৃগণ স্বস্বসম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্যের অনুসরণ করিয়াছেন বলিলেও কেহই সেই প্রাচীন আচার্য্যের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিতে পারে নাই। অতএব ইহাদের ব্যাখ্যার প্রামাণ্য শঙ্করকৃত ব্যাখ্যার প্রামাণ্যের ন্যায় নহে বলিতে হইবে।

(গ) বেদান্তদর্শনখানি উপনিষদের একবাক্যতাসাধক। ইতিহাস, পুরাণ ও স্মৃতির একবাক্যতাপ্রদর্শন—ইহার উদ্দেশ্য নহে। এখন এই উপনিষদ্‌মীমাংসারূপ বেদান্তদর্শনের অর্থ করিতে যাইয়া যিনি উপনিষদকে যত অধিক অবলম্বন করিবেন, তিনি ততই সূত্রকারের অভিপ্রেত অর্থের নিকটবর্ত্তী হইবেন এবং যিনি যত ইতিহাস পুরাণ বা স্মৃতির সাহায্য লইবেন, তিনি তত সেই অভিপ্রেত অর্থ হইতে দূরবর্ত্তী হইবেন—ইহাই সঙ্গত। এতদনুসারে দেখা যায়—শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রব্যাখ্যায় যত উপনিষদের সাহায্য লইয়াছেন, এত আর কোন আচার্য্যই লয়েন নাই। অপর সকল আচার্য্যই ইতিহাস ও পুরাণাদির সাহায্যে সূত্রার্থনির্ণয়ে যত্নবান্ হইয়াছেন। অতএব এই দৃষ্টিতেও শঙ্করকৃত ব্যাখ্যাই অধিক প্রামাণিক হইতেছে।

তাহার পর একটী কথা এই যে, শঙ্করমতে অপর সকল মতের

একটী স্থান আছে। অর্থাৎ উপাসনার জন্য সকল মতই অধিকারি-ভেদে ফলপ্রদ, কেহই নিষ্ফল নহে। স্থতরাং উপযোগিতাকে যদি সত্য বলা হয়, তাহা হইলে তাহারা সত্যমত নামেও অভিহিত হইতে পারে। কিন্তু অপর মতে শাঙ্কর মতটী নিতান্ত ভ্রমভিন্ন আর কিছুই বলা হয় না। এজন্য শাঙ্কর মতে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা হইলে অপর মতের উচ্ছেদ আবশ্যক হয় না। আর তজ্জন্য সেই মতা-বলম্বিগণ স্বস্ব মতে দৃঢ়তাবুদ্ধির জন্য ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্বমতের পুষ্টিসাধন করেন, তাহা হইলে শঙ্করমতের অনুরোধে তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিবার আবশ্যকতা নাই। এই কারণে সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক সত্য শঙ্করমতেই স্থান পাইতেছে। পরস্পরমত-বিরোধের জন্য যে এমতকেও ভ্রান্ত বলিয়া উপেক্ষা করিতে হইবে—এমন কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

(৩) তৃতীয়তঃ, দেখা যাউক—ডাক্তার থিবো সাহেবপ্রবর্ত্তিত মতটী কতদূর যুক্তিসহ। আমাদের মনে হয়, ডাক্তার থিবো সাহেব বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে যে মতটী প্রচার করিয়াছেন, সেটী একটী নিতান্ত উপহাসাস্পদ মত। এটী নিতান্তই অসঙ্গত মত। ইহা কোন বেদ-স্বরীর সেব্য নহে। কারণ, যে উপনিষদের মীমাংসা বেদান্তদর্শন, সেই বেদান্তদর্শনের মত ও উপনিষদের মত বিভিন্ন—ইহা বালকেও কল্পনা করিতে পারে না।

যদি বলা যায়,—বেদান্তদর্শনের রচয়িতা ভুল করিয়া, অর্থাৎ উপনিষদ্ না বুঝিয়া বেদান্তদর্শনে উপনিষদের মতের বিরোধী মতের সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে বড়ই বিসদৃশ কল্পনা হয়। কারণ, যে বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিলেন, তিনি বেদ জানেন নাই—ইহা কে বলিতে যাইবে?

তাহার পর, এই বেদব্যাসের বহু পরে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়া সেই

উপনিষদের মত ঠিক্ ঠিক্ প্রকাশ করিলেন—এ কথা বলা আরও অসঙ্গত। বেদব্যাস উপনিষদের মীমাংসা লিখিতে বসিয়া উপনিষদের মত জানিলেন না, বা উপনিষদের মত পরিত্যাগ করিলেন—ইহা নিতান্তই অসঙ্গত কথা। আর যদি বেদব্যাস তাহাই করিয়া থাকেন, এবং শঙ্কর ভাষ্যদ্বারা সূত্রার্থ অন্যথা করিয়া তাহার সংশোধন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শঙ্কর বেদব্যাসের এই ভুল বুঝিয়া বেদব্যাসেরই ভাষ্য করিতে যাইবেন কেন? নিজেই ত একটা উপনিষদ্-মীমাংসা লিখিতে পারিতেন। কিন্তু শঙ্কর তাহা না করিয়া যখন বেদব্যাসেরই চরণসেবা করিয়াছেন, তখন শঙ্কর জানিতেন যে, বেদব্যাস ভ্রম করেন নাই বা ইচ্ছা করিয়া উপনিষদের মত পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ব্যাখ্যা উপনিষৎসম্মত, আর রামানুজের ব্যাখ্যা সূত্রাক্ষরসম্মত—এ কথা বলা নিতান্ত ভ্রম।

যদি বলা যায়, শঙ্করের জীবনেই আছে যে, বেদব্যাসের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎকারকালে শঙ্কর বেদব্যাসের ভ্রম নিজ ভাষ্যমধ্যে দেখাইতেছেন, এবং ব্যাসই তাহা বলিতেছেন—এরূপ বর্ণনা আছে। সুতরাং ব্যাসমত ও শঙ্করমত পৃথক্ বলিয়া কল্পনা করা অসঙ্গত হইবে কেন? তাহা হইলে বলিব যে, সেই শঙ্করজীবনেই আছে যে, ব্যাসদেব বলিতেছেন—"শঙ্কর! তুমি আমার প্রকৃত আশয় ব্যক্ত করিয়াছ," ইত্যাদি। অতএব উভয়ে একমতই বটে—ইহাই বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়—শঙ্করকৃত 'সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ' নামক পুস্তকে 'ব্যাসপক্ষ' নামে একটী সগুণব্রহ্মবাদের বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং পরিশেষে স্বমতে নির্গুণব্রহ্মবাদ বর্ণিত হইয়াছে। অতএব উভয়ের মত পৃথক্; আর তজ্জন্য ডাক্তার থিবোর মত ভুল নহে। তাহা হইলে বলিব—ব্যাসদেব স্ত্রী, শূদ্র ও সাধারণের জন্য যখন পুরাণাদি রচনা করিয়া নানা পরস্পরবিরুদ্ধমতবাদের কথা লিখিয়াছেন, তখন ব্যাসদেব

সাধারণের জন্য একটা সগুণব্রহ্মবাদও প্রচার করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার নিজ মত তাহা নহে। বস্তুতঃ, ব্যাসদেব নিজমতে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারেন, কিন্তু উপনিষদের মীমাংসা করিতে বসিয়া যদি উপনিষদের কথা না বলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার একপক্ষে যেমন অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, অন্য পক্ষে তদ্রূপ প্রবঞ্চনা প্রকাশ পায়। কারণ, জানিয়া শুনিয়া অন্যমতপ্রকাশে সত্যগোপনরূপ প্রবঞ্চনা ঘটে, আর না জানিয়া অন্যমতপ্রকাশে অজ্ঞতাই প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ, কোন হিন্দুসন্তানই ব্যাসদেবকে এই দুইটীর কোনটীই বলিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহারা থিবো সাহেবের এই অদ্ভুত কল্পনা অনুমোদন করেন, তাঁহারা না বুঝিয়াই তাহা করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। অতএব ব্রহ্মসূত্রের যে শাঙ্কর ব্যাখ্যা, তাহাই উপনিষদের অর্থ, তাহাই সূত্রেরও অক্ষরার্থ, আর তাহাই ব্যাসেরও অভিমত অর্থ।

যদি বলা হয়—সূত্রাক্ষর হইতে যে অর্থ হয়, তাহা যদি অন্যরূপ হয়, তাহা হইলে ওরূপ কল্পনায় দোষ কি? তাহা হইলে বলিব—বাক্যার্থনির্ণয়ে তাৎপর্য্যজ্ঞানও একটী কারণ, বলা হয়। তাৎপর্য্যানুরোধে অনেকস্থলে স্পষ্টার্থের অন্যথা করা পণ্ডিতগণেরই রীতি। অতএব এ আপত্তিও সমীচীন নহে। এতদ্ব্যতীত শ্রৌতরূঢ়ী অর্থ ও লৌকিক-রূঢ়ী অর্থ একরূপ নহে, এবং কালভেদেও শব্দার্থের প্রসিদ্ধ অর্থ অন্যথা হইয়া যায়। সুতরাং আধুনিক ব্যক্তির এই জাতীয় কল্পনা কখনই আস্থেয় হইতে পারে না।

আর তাহা যদি হয়, তবে সেই শাঙ্কর মতেরই চরম পরিষ্কার অদ্বৈতসিদ্ধি হওয়ায় অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

(৫) জ্ঞানের স্বোৎপত্তিত্ববাদ।

এখন অবশিষ্ট—জ্ঞানের স্বোৎপত্তিত্ববাদ। এই মতবাদের অনু-সরণে অনেকেই বলিয়া থাকেন—জ্ঞান আপনা আপনি প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ইহা স্বতঃই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। সুতরাং সৎপথে থাকিয়া সৎচর্চা, এবং 'একজন ঈশ্বর আছেন'—এই মাত্র জ্ঞানে ঈশ্বরশরণ গ্রহণ করাই আবশ্যক। বেদাদি শাস্ত্রই একমাত্র সত্যের ভাণ্ডার, আর তাহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে—এমন কোন কথা নাই।

বলা বাহুল্য—এরূপ মতবাদীর নিকট এই অদ্বৈতসিদ্ধির উপযোগিতা বিশেষ নাই। কারণ, তাঁহাদের মতে জ্ঞান আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই—এইরূপ মতবাদটী সত্য নহে। কারণ, জ্ঞান স্বপ্রকাশ হইলেও বেদোক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি জীবহৃদয়ে কখনই স্বতঃ হয় না। উহাও বর্ণাত্মক ভাষার ন্যায় শিক্ষিত বিষয়। ইহার কারণ, বেদের কর্ম্মকাণ্ড শিক্ষা না পাইলে তাহা যেমন জানা যায় না, তদ্রূপ উপাসনাকাণ্ডের জ্ঞানও শিক্ষা ব্যতীত সম্ভবপর হয় না। আর জ্ঞানকাণ্ডের অসঙ্গ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিশেষ, অদ্বৈত ব্রহ্মের জ্ঞানও কেহ না বলিয়া দিলে কল্পনাতেও আনা যায় না। যেমন, "আমি আছি কি না" সন্দেহ করিয়া সাধারণ লোকে কোন কিছুই করে না—তদ্রূপ এই অসঙ্গ ব্রহ্মের সম্ভাবনার কথাও মানবমনে আপনা আপনি উদিত হয় না। যেহেতু, অসঙ্গ ব্রহ্ম প্রমাণ বা যুক্তির অতীত বিষয়। তবে বেদ বলিয়া দিলে যুক্তির দ্বারা ইহাই সম্ভাবনা প্রদর্শন করা যায়, এবং অসম্ভাবনা নিবারণমাত্র করা যায়। অতএব জ্ঞান স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বতঃই উদিত হয়—এ কথা ঠিক্ নহে। জীবের স্বাভাবিক আহারাদির জ্ঞান স্বতঃই উদিত হয় বটে, কিন্তু বেদোক্ত বিষয়ের জ্ঞান স্বতঃ উদয় হয়—বলা যায় না। যেমন ধ্বন্যাত্মক বা ইঙ্গিতের ভাষা জীবের স্বতঃই উদয় হয়, কিন্তু বর্ণাত্মক ভাষার জ্ঞান স্বতঃই উদিত হয় না—ইহাও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

অনেকে বলেন—অদ্বৈত ব্রহ্মের জ্ঞান যখন অবেদসেবী ইয়োরোপবাসীর হৃদয়ে উদিত হইতে দেখা যায়, তখন উহা আপনা আপনি প্রকাশিত হইবে না কেন? কিন্তু একথাও ঠিক্ নহে। কারণ, জানা গিয়াছে, অতীতকালে অনেক সময়ে ইয়োরোপবাসী বেদসেবী ভারতবাসীর সম্পর্কে আসিয়া তাহা পাইয়াছিলেন, আর তাহাই সময়ে সময়ে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। ভারতীয় বৌদ্ধগণ ইয়োরোপে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন, ইহা ইতালির ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়। এই বৌদ্ধগণও বেদজ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। স্বয়ং যিশুখৃষ্ট পূর্ব্বদেশে আসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাও শ্রুত হওয়া যায়। কাশ্মীরে এখনও যিশুখৃষ্টের অবস্থান স্থান প্রদর্শিত হয়। "ইসাই মলম" নামক একটী ঔষধি সে দেশে এখনও প্রচলিত আছে, ইহার দ্বারা যিশুখৃষ্টের ক্রুশের ক্ষত আরোগ্য হয় বলিয়া "ইসাই মলম" ইহার নাম হইয়াছে—এরূপও প্রবাদ আছে। মহামতি ক্যাণ্টের জীবদ্দশাতেই উপনিষদ্ আরবি ভাষা হইতে ল্যাটিনে অনুদিত হইয়াছিল। এরিষ্টটল ভারতে আসিবার পর ন্যায়শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার পদার্থবিভাগও বৈশেষিকের পদার্থবিভাগ অনেকটা একরূপ। এইরূপ বহু প্রমাণই আছে, যে ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারই পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানভাণ্ডারের বীজ। অতএব বেদোক্ত জ্ঞান সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে বেদনিরপেক্ষরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—বৌদ্ধগণ বেদ না মানিয়াও, না জানিয়াও অদ্বৈততত্ত্ব যুক্তির দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুতরাং অদ্বৈতজ্ঞান স্বতঃ উৎপন্ন হইবে না কেন? এ কথাও কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ, বৌদ্ধদর্শনের আবির্ভাব ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ হইবার পর হয়। আর, বুদ্ধও স্বয়ং বেদজ্ঞ ছিলেন, ইহা বৌদ্ধগণও স্বীকার করেন। অতএব বৌদ্ধগণের অদ্বৈততত্ত্বাবিষ্কার বেদনিরপেক্ষ আবিষ্কার নহে;

পক্ষান্তরে বেদ হইতে অদ্বৈতের জ্ঞানলাভ করিয়া বেদনিরপেক্ষ অদ্বৈতস্থাপনে প্রয়াসী হওয়ায় তাঁহাদের শূন্য অসদ্রূপই হইয়াছে, অথবা সদসদ্‌ভিন্নরূপই হইয়াছে, সচ্চিদানন্দরূপ হইতে পারে নাই। অতএব বেদজ্ঞান স্বতঃ প্রকাশ হয় না।

যদি বলা যায়—দর্পণ পরিষ্কৃত করিলে প্রতিবিম্ব আপনা আপনিই পতিত হয়। সুতরাং চিত্তশুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃই উদিত হইবে। কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, মলিন দর্পণ বিম্বমুখী থাকিলে এবং পরে সেই দর্পণ পরিষ্কৃত হইলে, তবে সেই প্রতিবিম্ব পড়ে, নচেৎ নহে। তদ্রূপ অদ্বৈতব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান থাকিলে চিত্তশুদ্ধ হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, নচেৎ নহে। অতএব বেদোক্ত জ্ঞান স্বতঃ উৎপন্ন হয় না।

যদি বলা যায়—চঞ্চল জলে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে না, কিন্তু স্থির-জলেই প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তদ্রূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিতে পারিলে জ্ঞান আপনা আপনি উদয় হয়, শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহা হইলে বলিব—এস্থলেও বিম্বাভিমুখতা প্রয়োজন হয়। আর তজ্জন্য অসঙ্গ ব্রহ্মজ্ঞান বা কর্মকাণ্ডের জ্ঞান আপনা আপনি প্রকাশিত হয় না।

উপসংহার।

যাহা হউক, ইহাই হইল—আমাদের প্রস্তাবিত অদ্বৈতসিদ্ধিজাতীয় গ্রন্থপাঠে প্রতিবন্ধকস্থানীয় পাঁচটী মতবাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা। এই পাঁচটী মতবাদ অধিকাংশই পাশ্চাত্তামতসংস্পর্শে আমাদের মনে উদিত হইয়া থাকে। আমাদের মনে ইহাদের প্রভাবে আমাদের মহান্ অনিষ্টপাত হইতেছে। আমাদের শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা গিয়াছে, গুরুর আবশ্যকতাবোধ বিলুপ্ত হইয়াছে, ধর্ম্মে আস্থা নষ্ট হইয়াছে—পক্ষান্তরে ইহলৌকিক সুখভোগের বাসনায় অন্ধ হইতে বসিয়াছি। স্বার্থপরতা, স্বাধীনচিন্তার নামে স্বেচ্ছাচারিতা, দাম্ভিকতা, মিথ্যাচরণ প্রভৃতি নানা দোষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রমোন্নতির অনুরোধে

জগতে ধ্রুব সত্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হওয়ায় কোন পথেই বিশ্বাস থাকিতেছে না, সুতরাং দৃষ্টসুখোপায়েই বিব্রত হইয়া থাকিতেছি। যে ধ্রুবসত্য আজ স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহন করিয়া আসিলেন, তাহা হারাইয়া আমরা আসুর জীবনে দীক্ষিত হইতেছি। আমরা ঘোর অন্ধকার হইতে অধিকতর অন্ধকারে চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা আমাদিগকে সভ্য করিবার জন্য, অথবা আমাদিগের সভ্যতার বিনাশার্থ আমাদিগকে যে পথে পরিচালিত করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাও এই ধ্রুবসত্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। আমাদের ধ্বংসের সঙ্গে তাঁহারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এতদপেক্ষা আর অধিকক্ষতি মনুষ্যসমাজের কি করিতে পারে? ইহার যদি প্রতিকার করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের শাস্ত্রের উপর অভ্রান্ত বুদ্ধি উৎপাদন করিতে হইবে। আর তজ্জন্য যে সব আলোচনা আবশ্যক, তাহার মধ্যে এই অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচনা একটী অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। ভগবান্ মধুসূদন আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
সম্পাদক

ভূমিকার শুদ্ধিপত্র।

১১ পৃষ্ঠা	২৫ পংক্তি	ইহাই=ইহাতেই।
১৩ „	২২ „	আকার=আকর।
„ „	২৩ „	অমূলক=তন্মূলক।
৫৮ „	১৬ „	দ্বারা তাহা নির্ণয়=দ্বারা নির্ণয়।
৬০ „	১৮ „	বস্তুত- =বস্তুতঃ।
৬২ „	২৪ „	অবস্থাসম্পন্ন=আস্থাসম্পন্ন।
৬৪ „	১৭ „	এখনও=এখনও।

দ্বিতীয়ভাগ ভূমিকাপরিশিষ্ট।

বেদের রচয়িতা কে ?

বেদের রচনাকর্ত্তা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মত।

বেদের রচয়িতা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আজকাল (ক) পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত অনেকেই বলেন—যখন প্রত্যেক বেদমন্ত্রের ঋষি দেবতা ও ছন্দের উল্লেখ দেখা যায়, তখন বেদের রচয়িতা এই ঋষিগণ। শাস্ত্রকার-গণও বলিয়াছেন—এই ঋষিগণই বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা। ঋষি শব্দের অর্থই সত্যদর্শী, সত্যবাক্। অতএব ঋষিগণই বেদমন্ত্রের রচয়িতা। অর্থাৎ ঋষিগণ তপোবনে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া যে সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা নিজভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, আর তাহাই বেদ। বস্তুতঃ ঋষিগণের এই অনুভূত সত্য, কখন দেবগণের স্তুতির আকারে, কখন তত্ত্ববর্ণের আকারে, কখনও বা অভীষ্টলাভের উপায়ভূত যাগযজ্ঞাদির আকারে, বেদমধ্যে স্থান পাইয়াছে। এই ঋষিগণ মনুষ্যভিন্ন আর কিছুই নহেন, এজন্য তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞও নহেন। আর তজ্জন্য তাঁহারা ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্যও নহেন। ইহাকে প্রাচীনসমাজের একপ্রকার ইতিহাসও বলা যাইতে পারে। আর (খ) পাশ্চাত্ত্য বা তদ্‌ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ বলেন—বেদ আদিম মনুষ্যের কীর্ত্তি বলিয়া ইহাতে ভ্রমপ্রমাদেরই মাত্রা অধিক। ইহাতে তাহাদের আচারব্যবহারের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে যে অভ্রান্ত বা অপৌরুষেয় বুদ্ধি করা হয়, তাহা নিতান্ত ভ্রম, ইত্যাদি।

উক্ত মতের অসারতা, মন্ত্রদ্রষ্টা পদের অর্থত্রয়।

কিন্তু ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিলে স্থির হইবে—(ক) পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিতগণের এরূপ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, 'মন্ত্রদ্রষ্টা'পদের অর্থ 'মন্ত্ররচয়িতা' হয় না। ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিতে হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে—এই বেদমন্ত্রের স্বরূপ কিরূপ হইলে তাহার দ্রষ্টৃত্ব সম্ভবপর হয় ?

মন্ত্রের দ্রব্যত্বে শঙ্কা।

(১) বেদমন্ত্র কি ক্ষিত্যপতেজঃ নামক ন্যায়শাস্ত্রোক্ত দ্রব্য পদার্থের অন্তর্গত কোন পদার্থ যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা মানসচক্ষুদ্বারা তাহার দর্শন সম্ভবপর হইবে? অথবা—

মন্ত্রের শব্দগুণত্বে শঙ্কা।

(২) বেদমন্ত্র শব্দরাশি বলিয়া ইহা কি ন্যায়শাস্ত্রোক্ত গুণ পদার্থ, এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা মানসকর্ণের দ্বারা শ্রুত হয়, এবং সেই শ্রবণকে দর্শন নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে মাত্র? অথবা—

মন্ত্রের জ্ঞানত্ব বা ভাবরূপত্বে শঙ্কা।

(৩) ঋষিগণ তপোবলে বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সাক্ষাৎকার করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইয়া নিজ ভাষায় তাহা প্রকাশ করায় সেই ঋষিগণকে বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা বলা হইয়াছে?

বস্তুতঃ ঋষিগণকে বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা বলিলে "মন্ত্রদ্রষ্টা" পদের এই তিনরূপ অর্থই হইয়া থাকে বা হইতে পারে।

বেদ শব্দরাশি বলিয়া তাহার দর্শন অসম্ভব।

(১) এখন ইহাদের মধ্যে প্রথম অর্থটী অসঙ্গত; কারণ, বেদ বলিতে বৈদিকগণের মতে শব্দরাশিই বুঝায়। শব্দটী—গুণ পদার্থ। গুণের গুণ থাকে না। এজন্য উহার কোন 'রূপ' নাই, যেহেতু রূপটী গুণপদার্থ। আর তজ্জন্য উহা শ্রবণেন্দ্রিয়েরই বিষয় হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বা মানসচক্ষের বিষয়ই হয় না। সুতরাং ঋষিগণ বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা হইতে পারেন না। দর্শন চক্ষুরিন্দ্রিয়েরই কার্য্য। শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য শ্রবণ।

মতান্তরে শব্দকে দ্রব্য বলিলেও মন্ত্রদর্শন সিদ্ধ হয় না।

যদি বলা যায়, মীমাংসকাদি কোন কোন মতে শব্দকেও দ্রব্য বলা হয়, সুতরাং তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বা মানসচক্ষের বিষয় হইবে না কেন? তাহা হইলে বলিব—দ্রব্য হইলেই যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় হইবে, এমন

কোন নিয়ম নাই। যেমন আকাশ বা বায়ু, দ্রব্য হইয়াও চক্ষু দিয়া দেখা যায় না। এতদ্ব্যতীত উক্ত মীমাংসকাদিমতেও শব্দরূপদ্রব্যটীকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় বলা হয় না।

দর্শনের পূর্ব্বে দৃশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া রচনা সিদ্ধ হয় না।

আর তথাপি যদি, ইহাকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় বলা হয়, তবে বলিব যে, যে বস্তুর দর্শন হয়, তাহা দর্শনের পূর্ব্বে বিদ্যমানই থাকে। সুতরাং বেদ ঋষিগণের রচিত—বলা যায় না। যাহাকে রচিত বলা হয়, তাহা রচনার পূর্ব্বে থাকে না।

মন্ত্রকে গুণ বলিয়াও দৃশ্য বলা যায় না।

যদি বলা হয়, বেদমন্ত্র শব্দরাশি এবং গুণপদার্থ হইলেও উহার আশ্রয়দ্রব্যরূপ যে অক্ষর সেই অক্ষরে ইহা থাকে। অথবা সেই অক্ষর রেখার সন্নিবেশ মাত্র, রেখাও পত্রাদিরূপ দ্রব্যে অঙ্কিত বা আশ্রিত হয়। সুতরাং শব্দরূপ গুণের আশ্রয়দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে উহারও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হয় বলা হয়। যেমন ঘটদ্রব্যের প্রত্যক্ষে তাহার নীলাদিগুণেরও প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং মতান্তর অবলম্বন করিয়া বেদের শব্দকে দ্রব্য বলিয়া তাহার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষত্ব সিদ্ধ করিতে হয় না। আশ্রয়প্রত্যক্ষে উহারও প্রত্যক্ষ হয়। তাহা হইলে বলিব—আশ্রয়দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে তাহার সকল গুণেরই যে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইবে—এমন কোন নিয়ম নাই। যেমন প্রত্যক্ষ ঘটদ্রব্যের গুরুত্বরূপ পরিমাণগুণটীর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না। এতদ্ব্যতীত শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়েরই প্রত্যক্ষ হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় না।

মন্ত্রের অক্ষর কোন ভাষারই অক্ষর নহে।

তাহার পর সেই অক্ষরগুলি কোন্ জাতীয় অক্ষর? ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী, পালি, মাধবী, বাঙ্গলা ও নাগরী প্রভৃতি কোন্ জাতীয় অক্ষর? অক্ষরের যেরূপ পরিবর্ত্তন কালভেদে উপলব্ধ হয়, তাহাতে কোন অক্ষরই বেদ-সমকালীন অক্ষর নহে। আর বেদের ভাষার অক্ষর বলিয়া ত কোনও

অক্ষরই প্রসিদ্ধ নাই। বস্তুতঃ বেদ প্রায় সকল জাতীয় অক্ষরেই বিদ্যমান। অতএব এই কল্পনাও অসঙ্গত। অর্থাৎ বেদমন্ত্র দর্শনের বিষয় হয় না।

মন্ত্রাক্ষরদর্শনেও রচনা সিদ্ধ হয় না।

আর যদি সেই অক্ষরই ঋষিগণ দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই দর্শনের পূর্ব্বে সেই অক্ষরের সত্তা স্বীকার্য্য। আর এই পূর্ব্বসত্তা থাকায় বেদ আর ঋষিগণের রচিত হইল না। 'মন্ত্রদ্রষ্টা' এই শব্দ হইতে 'মন্ত্রের রচয়িতা ঋষিগণ' এরূপ কল্পনার কোন কারণই নাই।

মন্ত্রদর্শন অর্থ মন্ত্রশ্রবণ বলিলেও রচনা অসম্ভব।

(২) এখন যদি বলা যায়—বেদ শব্দরাশিই বটে, আর তাহার সাক্ষাৎশ্রবণই এ স্থলে দর্শন শব্দের অর্থ। সুতরাং যে ঋষি যে মন্ত্র শুনিয়াছেন, তাঁহাকে সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা বা ঋষি বলা হয়। তাহা হইলে বলিব—যে, বেদ শ্রুত বলিয়া 'শ্রুতি' নামে অভিহিত হয় বটে, কিন্তু যে শব্দ শ্রুত হয়, তাহা শ্রবণের পূর্ব্বেও বিদ্যমানই থাকে। অতএব সেই শব্দাত্মক বেদ ঋষিগণের রচিত হইতে পারিল না।

শব্দের ক্ষণস্থায়িত্বপ্রযুক্ত বেদ ঋষিরচিত নহে।

যদি বলা হয়—শব্দ ত উচ্চারণমাত্রই নষ্ট হইয়া যায়, উহা ত দ্রব্যাদির ন্যায় বা দ্রব্যাদির রূপপ্রভৃতি গুণের ন্যায় দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না, যে, শ্রুত শব্দ শ্রবণের পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে—বলিতে পারা যাইবে। অতএব যে ব্যক্তি বেদের শব্দ শুনিবার পর তাহা উচ্চারণ করে, বেদ সেই ব্যক্তির রচিত বলিতে পারা যাইবে না কেন? তাহা হইলে বলিব—শব্দ এইরূপে ক্ষণস্থায়ী হইলেও তাহার একটা অপেক্ষাকৃত নিত্যরূপ থাকে। কারণ, একবার "রাম" শব্দ শুনিবার পর আবার যখন "রাম" শব্দ শুনা যায়, তখন ইহা "সেই রাম শব্দ" এইরূপই জ্ঞান হয়। "রাম" শব্দটী সূক্ষ্মাকারে না থাকিলে আর "সেই রাম শব্দ" বলা যায় না। লোকে যে বাক্যাদি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে, তাহার উচ্চারণে

সেই উচ্চারণকর্ত্তা সেই বাক্যের রচনাকর্ত্তা হয় না। অতএব শ্রুতবিষয় শ্রবণের পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে বলিয়া বেদের রচিতত্ব সম্ভবপর হয় না।

শব্দের সূক্ষ্মরূপত্বে আপত্তি অসঙ্গত।

যদি বলা হয়—দ্বিতীয়বার উচ্চারিত শব্দটী প্রথমবারের সদৃশ শব্দ—'ইহা সেই শব্দ' বলা যায় না; তাহা হইলেও বলিব—এই সাদৃশ্য এরূপ সজাতীয়তার বোধক যে, তাহাকে আর অন্য শব্দ বলা যায় না। যেমন দ্বিতীয়বার 'রাম' শব্দ উচ্চারিত হইলে তাহা আর 'শ্যাম' শব্দ হইয়া যায় না। অতএব ইহাতেও ঋষিগণ বেদের রচয়িতা বলিয়া সিদ্ধ হন না।

বেদের শব্দের সূক্ষ্মরূপতা ও ভাবরূপতা স্বীকারেও রচিতত্ব অসঙ্গত।

যদি বলা হয়—বেদের শব্দগুলি অতি সূক্ষ্ম শব্দরূপ, বা ভাববিশেষ। উহা ঠিক্ কর্ণদ্বারা শুনা যায় না, তবে উহা ঋষিগণের মনোমধ্যে সংক্রামিত হইয়া একটা জ্ঞান হয়। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ, দর্শনমাত্রদ্বারাই যেন কত কথা বলিয়া যায়। ইহা যেন চক্ষের ভাষা বা ভাবের ভাষা। এই ভাষার দ্বারা ঋষিগণের এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাই তাঁহারা নিজ ভাষায় প্রকাশ করেন। আর তজ্জন্য বেদ শ্রুত হইয়াও, অথবা দৃষ্ট হইয়াও ঋষিগণের রচিত, অর্থাৎ পৌরুষেয় বলা হয়; এই দৃষ্টিতে বেদ শব্দরাশি বা জ্ঞানরাশি দুইই বলা যায়। তাহা হইলে বলিব—সেই ভাবরূপ বা সূক্ষ্মরূপ শব্দেরই যে স্থূলরূপ শব্দ, সেই শব্দই যদি ঋষিগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে ঋষিপ্রোক্ত এই বেদ আর ঋষিগণের রচিত হইল না। রচনা করিতে হইলে আমরা কি করি ? আমরা আমাদের ভাবানুরূপ বা ভাবপ্রকাশক শব্দ অন্বেষণ করিয়া শব্দযোজনা করি। যিনি যত অধিক জ্ঞানী হন, তিনি তত শব্দযোজনা ভালই করেন, অল্পজ্ঞানীর শব্দযোজনা ভাল হয় না। অধিক কি, অনেক সময় আমরা নিজেই আমাদের রচনার অন্তর্গত শব্দের দোষ দেখিয়া তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি এবং দুইবার একই বিষয়প্রকাশের জন্য একই ভাষা ব্যবহার

করিতেও পারি না। রচনার ইহাই প্রকৃতি। এখন সূক্ষ্মরূপ শব্দেরই ঠিক্ স্থূলরূপ শব্দ যদি আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রয়োগ করি, তাহা হইলে তাহা আর আমাদের রচনা হয় না।

বিভিন্ন শব্দদ্বারা একই অর্থ ঠিক্ প্রকাশিত হয় না।

আর যদি সেই সূক্ষ্মরূপ শব্দের সহিত ঋষিপ্রোক্ত শব্দের রূপগত ঐক্য না থাকে, তবে বেদ ঋষিরচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার ভাষা একরূপ হয় না, এবং তজ্জন্য তাহা যথার্থ দৃষ্ট বা শ্রুত অর্থের প্রকাশকও হইতে পারে না। কারণ, বিভিন্ন শব্দের দ্বারা একই অর্থ ঠিক্‌ভাবে প্রকাশ করা যায় না। একার্থবোধক শব্দদ্বয়মধ্যে অর্থগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকেই থাকে। অপ্, তোয়, সলিল, জীবন, পানি, ওয়াটার প্রভৃতি শব্দগুলি একই জলবস্তুর বোধক হইলেও সকলই কিঞ্চিৎ বিশেষ বিশেষ অর্থের বোধক হয়। অতএব সেই সংক্রামিত শ্রুত বা জ্ঞাত সূক্ষ্মশব্দের বেদ এবং ঋষিপ্রোক্ত বেদ—ইহারা ঠিক্ অভিন্ন হইল না। এজন্য সত্যপ্রকাশক বেদ আর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরচিত হয় না।

বেদ সর্ব্বজ্ঞকর্ত্তৃক সংক্রামিত জ্ঞানরাশি নহে।

আর যাঁহারা বেদকে শব্দরাশি না বলিয়া জ্ঞানরাশিমাত্র বলেন, তাঁহারা কখনই ঠিক্ কথা বলেন না। যেহেতু সংক্রমণযোগ্য জ্ঞানরাশি শব্দশরীরীই হয়, শব্দ তাহাদের শরীররূপ হয়, বা বাহনবিশেষ হয়। বস্তুতঃ, জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী মনোবৃত্তিবিশেষ হওয়ায়, শব্দরূপ একটা তাঁহার শরীরবিশেষ কিছু স্বীকার না করিলে তাহার সংক্রমণ সম্ভবপর হয় না। এই শব্দ সূক্ষ্মরূপ হউক বা স্থূলরূপই হউক, ইহাকে শব্দই বলিতে হইবে। আজকাল অনেকেই বেদকে নিত্য অভ্রান্তজ্ঞানরাশি বলিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন, বা নিজ উদার মতের পরিচয় দেন, বা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহা বিচারসহ হয় না। শব্দনিরপেক্ষ ভাবসংক্রমণদ্বারা যদি জ্ঞান হয়, তবে তাহার

নির্দ্দিষ্ট ভাষা না থাকিলে তাহাকে ভাষায় ঠিক্‌ভাবে প্রকাশ করিতে পারা যায় না। আর করিলে বিভিন্ন বাক্যই হইয়া যায়, আর তজ্জন্ত তাহা যথার্থ নিজ অর্থপ্রকাশকও হয় না। এজন্ত সত্যার্থপ্রকাশক বেদের জ্ঞান ও বেদের শব্দ নিত্যসম্বন্ধ। বিভিন্ন ভাষায় বা বাক্যে বিভিন্ন ভাব ঠিক্ ঠিক্ প্রকাশ করা যায় না। আমরা সকলেই দেখি—অনুভূত বিষয় বারবার আমরা একই ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। আর আমরা যদি অবশ হইয়া একই ভাবের প্রকাশের জন্ত নিয়ত একই ভাষা ব্যবহার করি, তাহা হইলেও উহা যেমন আমাদের রচিত বলা যায় না, তদ্রূপ ঋষিগণের অনুভূত বিষয়ের প্রকাশার্থ ঋষিগণ অবশ হইয়া যদি কোন ভাষার ব্যবহার করেন, তাহাও ঋষিরচিত হয় না। নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের জন্ত নির্দ্দিষ্ট শব্দই থাকে এবং তাহা যদি অবশ হইয়া ব্যবহার করা হয়,—তাহা যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্যবহার না করা হয়, তাহা হইলে তাহা রচিত পদবাচ্য হয় না। অতএব বেদকে শব্দরাশি না বলিয়া কেবলই জ্ঞানরাশি বলা কখনই সঙ্গত হয় না। আর বেদকে ঋষিগণলব্ধ শব্দরাশি বলিলে তাহা আর ঋষিরচিতই হয় না—ইহা বলাই বাহুল্য।

বেদ স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানরাশি নহে।

(৩) যদি বলা হয়—ঋষিগণ তপোবলে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া বেদ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাক্ষাৎকার করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইয়া নিজভাষায় তাহা প্রকাশিত করেন, আর তাহাই বেদ নামে অভিহিত হয়। ইহা দৃষ্ট বা শ্রুত শব্দরাশি নহে, অথবা অপরের দ্বারা সংক্রামিত ভাবের প্রকাশ-জন্ত নিজের ভাষাও নহে। পরন্তু নিজের উদ্ভাবিত পথে নিজের চেষ্টায় নিজ সাক্ষাৎকৃত বিষয় প্রকাশ করিতে যাইয়া যে নিজ ভাষা আবশ্যক হয়, সেই নিজ ভাষার শব্দরাশিই বেদ। আর এইরূপেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষি-রচিত এই বেদ নিত্য অভ্রান্ত জ্ঞানরাশি। যে কোন ভাষায় ইহার প্রকাশ সম্ভবপর। তাহা হইলে বলিব—এরূপ কল্পনাও সঙ্গত হইবে

না। কারণ, তাহা হইলে বিভিন্ন ঋষিরচিত বেদ বিভিন্ন হইল না কেন? কিন্তু বেদ ত বিভিন্ন নহে। আর বেদ একই ভাষায় বহু বাক্যসমষ্টি হইলেও তাৎপর্য্য তাহার একই হয়। আর বিভিন্ন ভাষায় বা বিভিন্ন বাক্যে একই অর্থ ঠিক্ প্রকাশ করা যায় না—ইহা বলাই হইয়াছে। সুতরাং বেদ সর্ব্বজ্ঞ ঋষিরচিত হইলেও যথার্থ সত্যপ্রকাশক হয় না। অতএব বেদ সত্যার্থপ্রকাশক না হইলে আর অভ্রান্তও হয় না।

যোগোৎপন্ন জ্ঞানসহ ভাষাও বিভিন্ন হয় না।

যদি বলা হয়, তপঃসিদ্ধ ঋষিগণের জ্ঞান সূর্য্যবৎ স্বয়ং প্রকাশিত হয়, আর তাহা প্রকাশের জন্য ভাষাও স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়। এজন্য যে ব্যক্তি যে ভাষাভাষী সেই ভাষাই উপস্থিত হয়। সুতরাং এই ভাষাও সত্যপ্রকাশক এবং ইহাও বেদ। তাহা হইলে বলিব—এই জ্ঞানপ্রকাশক ভাষাটীর পুনরুক্তি আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত হয় কি না? যদি হয়, তাহা হইলে সেই ভাষায় সেই ভাব ঠিক্ প্রকাশিত হয় না। বস্তুতঃ এরূপ ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিতই হয়। আর এজন্য এই প্রকাশ ঠিক্ প্রকাশও নহে। আর যদি পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে তাহা নিত্য বলা যায় বটে, কিন্তু তাহা ত ঘটেই না। সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন নিত্যভাষা ব্যবহারই করিতে পারেন না। কারণ, প্রথম একটা ভাষা শিক্ষার পর বিস্মৃতি ও বিকৃতিবশতঃই নানা ভাষার উৎপত্তি হয়। অতএব অলৌকিক সত্যের জন্য যে ভাষা, তাহা সর্ব্বজ্ঞের নিত্য অরচিত ভাষা, তাহা জীবের রচিত ভাষাই হয় না। তাহাই বেদ। বস্তুতঃ, যাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক রচিত হয় না, তাহাকে রচনাই বলা যায় না। ভাব ও ভাষার নিত্য সম্বন্ধ থাকায় ভিন্ন ভাষায় একই ভাব ঠিক্ ঠিক্ প্রকাশিত হয় না। রচিত ভাষায় ত্রুটী বা ভ্রম অনিবার্য্য, তাহাতে অলৌকিক সত্য কখনই ঠিক্‌ভাবে প্রকাশ করা যায় না। আর, যে ভাষা স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহাকে রচনাই বলা যায় না। অতএব বেদ তপঃসিদ্ধ ঋষিরচিত নহে।

বেদবাক্যের একার্থতাপ্রযুক্ত বেদ ঋষিরচিত নহে।

যদি বলা হয়—বিভিন্ন ঋষিরচিত বেদ বিভিন্নই বটে। তাহা হইলে বলিব—ঋষিগণই বেদের একবাক্যতা বা একার্থতা করিয়া যজ্ঞাদির ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। একবাক্যতা না হইলে যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইত, আর তথাপি যজ্ঞ করিলে সে যজ্ঞের ফল হইত না, সুতরাং বহুকাল তাহাদের অনুষ্ঠানও প্রচলিত থাকিত না। বস্তুতঃ, এই যজ্ঞ এখনও অনুষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং বেদের একবাক্যতা থাকায় তাহাকে বিভিন্নরূপ বলা যায় না। একবাক্যতা না থাকিলে যজ্ঞাদির একরূপতাও থাকিত না। অতএব বেদ ঋষিরচিত বলা যায় না।

বেদের একার্থতা অবশ্যস্বীকার্য।

যদি বলা হয়—ঋষিগণের অনুসরণ করিয়া বেদের একার্থতা আছে—ইহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি ? তবে বলিব—ঋষির কথাই এই যে, 'ঋষি' অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা। এই ঋষিবাক্য মানিয়া 'দ্রষ্টা' পদের অর্থ—রচয়িতা কল্পনা করিয়া বেদকে পৌরুষেয় বলিবার জন্য প্রয়াস কেন ? ঋষিরা যে বেদকে অপৌরুষেয় নিত্য ও একার্থক বলিয়াছেন, তাহা কেন গ্রহণ করা হইতেছে না ? প্রাচীনের কথা আলোচনা করিতে গিয়া প্রাচীনের কথার ইচ্ছামত কতকটা গ্রহণ করিব, আর ইচ্ছামত কতকটা গ্রহণ করিব না—এরূপ আচরণ ত সঙ্গত হয় না। প্রাচীনের কথায় যদি যুক্তি না থাকে, তবে তাহা ত্যাগ করা হউক, কিন্তু যুক্তি আছে কি না সম্যক্ আলোচনা না করিয়া তাহা ত্যাগ করা ত সঙ্গত হয় না। অতএব বেদের একার্থতা এবং অরচিতত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

শব্দ যথার্থ অর্থপ্রকাশক হয় না—বলা যায় না।

যদি বলা যায়—শব্দ কখন বস্তুর স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতেই পারে না। অতএব সর্ব্বজ্ঞ বিভিন্ন ঋষির রচিত বেদ ঠিক্ একই অর্থ প্রকাশ করে না—এরূপ বলিলে কোন দোষ হয় না। অর্থাৎ বেদ 'শব্দ'

বলিয়া মোটামুটি ভাবে একই অর্থ প্রকাশ করে। অতএব বিভিন্ন ভাষায় বা বিভিন্ন বাক্যে বেদ ঋষিরচিতই বটে। তাহা হইলে বলিব—বেদ তাহা হইলে আর অভ্রান্ত সত্যার্থপ্রকাশকও নহে। যাহা মোটামুটিভাবে কোন কিছু প্রকাশ করে, তাহা আর অভ্রান্ত হয় না। কিন্তু ঋষিগণই ইহাকে অভ্রান্ত বলিয়া গিয়াছেন। শব্দ যতটা অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, ততটা প্রকাশ করিলেই শব্দের যথার্থতা সিদ্ধ হয়। অতএব বেদ তাদৃশ অর্থ প্রকাশক বলিয়া অভ্রান্ত, আর তজ্জন্য ঋষিপ্রণীত নহে।

তাহার পর ঋষিগণ সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও বেদ রচনা করিলে বেদ অভ্রান্ত হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণও বস্তুর সকল দিক্ প্রকাশ করিতে পারে না, উহাও একদেশদর্শী হয়; অতএব বেদার্থ সাক্ষাৎকার করিয়া বিভিন্ন ঋষি নিজ নিজ বাক্যে তাহা প্রকাশ করিলে ঠিক একই বস্তু ঠিক্ ঠিক প্রকাশ করা যাইতে পারে নাই। বিভিন্ন ঋষির সাক্ষাৎকারও বিভিন্ন প্রকারই হইবে, এবং সেই সাক্ষাৎকারজন্য বাক্যও বিভিন্নপ্রকারই হইবে। বস্তুতঃ, কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান প্রকাশ করিবার জন্য এক একটী নির্দ্দিষ্ট শব্দ বা বাক্যই হইয়া থাকে। বিভিন্ন বাক্যে ঠিক্ একটী বিষয় ঠিক্ ভাবে প্রকাশ করাই হয় না। আর তজ্জন্য বেদ ঋষিরচিত হইলে ঠিক্ অভ্রান্তভাবে একার্থক বা যথার্থসত্যপ্রকাশও হয় না। অভ্রান্ত ও ঠিক্ সত্যপ্রকাশক হইতে গেলে একই ভাষায় একই সর্ব্বজ্ঞের অরচিত ভাষার দ্বারাই তাহা সম্ভব হয়।

বেদ সর্ব্বজ্ঞরচিতও নহে।

যদি বলা হয়—বেদ, বহু সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ রচনা করিয়াছেন। এই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই ঋষিগণ। সুতরাং বিভিন্ন বাক্যে ও বিভিন্ন ভাষায় বেদের সত্য অভ্রান্তরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইলে বলিব—সর্ব্বজ্ঞ কখন রচনাই করিতে পারেন না। কারণ, রচনা, রচনার পূর্ব্বে রচনা-কর্ত্তার অজ্ঞাত থাকে। জ্ঞাত থাকিলে আর রচনা হয় না। আর

রচনার অনুরোধে বেদকে সর্ব্বজ্ঞের অজ্ঞাত বলাও যায় না। যেহেতু তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞকে অসর্ব্বজ্ঞ বলিতে হয়। অতএব বেদ সর্ব্বজ্ঞপ্রোক্ত, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞের রচিত নহে। সুতরাং বেদের শব্দ ও সেই শব্দের অর্থ—উভয়ই নির্দ্দিষ্ট, এবং সেই শব্দও নিজ—অর্থপ্রকাশের জন্য একই শব্দ হয়। অন্য শব্দদ্বারা সেই অর্থ ঠিক্ প্রকাশিত হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বজ্ঞপ্রোক্ত নিত্য ভাষাই বেদ, বেদ ঋষিরচিত নহে।

বেদ বহু সর্ব্বজ্ঞরচিতও নহে।

যদি বলা যায়—একজন ব্যক্তি তপোবলে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া কোন সত্য প্রকাশ করিলে তাহার ভাষা ভিন্নকালে একই রূপ হইতে পারে বটে, কিন্তু বহু সর্ব্বজ্ঞ ঋষিব্যক্তি নিজ নিজ বিভিন্ন শব্দদ্বারা যে একই সত্য অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বেদ। সর্ব্বজ্ঞের প্রযুক্ত শব্দ বিভিন্ন হইলেও ঠিক্ ভাবে একই অর্থের প্রকাশ করিয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞকর্ত্তৃক প্রযুক্ত বলিয়া বিভিন্ন শব্দ একই অর্থের প্রকাশক হইতে বাধা হইবে না। অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরই এরূপ ক্ষেত্রে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে। তাহা হইলে বলিব—সর্ব্বজ্ঞ কখন বহুব্যক্তি হইতে পারে না। যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ হইতে গেলে সর্ব্বস্বরূপই হইতে হয়। আর বহু ব্যক্তি যদি সর্ব্বস্বরূপ হয়, তবে তাহা একই ব্যক্তিই হইয়া যায়, তাহার বহুত্বই আর সিদ্ধ হয় না। অতএব তাঁহার ভাষা নিত্য ও একই ভাষা হয়। আর একার্থপ্রকাশক নানা শব্দের মধ্যে যে অর্থগত পার্থক্য থাকেই থাকে, তাহা বলাই হইয়াছে। অতএব একজন সর্ব্বজ্ঞের প্রোক্ত নিত্য একই ভাষাই বেদ। বিভিন্ন ভাষায় একার্থপ্রকাশক বেদ হইতে পারে না। এজন্য বেদ তপোবলসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণরচিত নহে।

একই ব্যক্তির সর্ব্বরূপতাসিদ্ধি সম্ভব।

যদি বলা যায়—একই ব্যক্তি সর্ব্বস্বরূপ হইলে সর্ব্বত্বই থাকে না। সর্ব্ব শব্দের অর্থ—নানা, বহু। অতএব একই ব্যক্তি সর্ব্বস্বরূপ হইতেই

পারেন না। সুতরাং সকল সর্ব্বজ্ঞের বাক্য একরূপই হয় না। অথবা অভ্রান্ত সত্য নির্ণীতই হইতে পারে না। তাহা হইলে বলিব—সর্ব্ব মিথ্যা হইলে, আর তাহার অধিষ্ঠান যে স্বপ্রকাশবস্তু, সেই স্বপ্রকাশবস্তুর স্বরূপতালাভ হইলেই, অর্থাৎ 'আমি স্বপ্রকাশবস্তু' এই জ্ঞানলাভ হইলেই সর্ব্বস্বরূপতা সম্ভবপর হয়। সর্ব্ব সত্য হইলে সর্ব্বজ্ঞত্ব অসম্ভব হয় বটে, কিন্তু সর্ব্ব মিথ্যা অর্থাৎ কল্পিত হইলে আর তাহা হয় না। সুতরাং সর্ব্বস্বরূপতা অসিদ্ধ হইবে কেন? এই মিথ্যা অর্থ কল্পিত। কল্পিত বস্তুর সত্তা, কর্ত্তার সত্তার অধীন হয়, এজন্য কল্পনাকর্ত্তা কল্পিত বস্তুর স্বরূপও হন এবং কল্পিত বস্তুর সকল বিষয় অবগতও হন। অর্থাৎ কল্পিত বস্তুবিষয়ে তিনি সর্ব্বজ্ঞই হন। অতএব সর্ব্বজ্ঞের সর্ব্বস্বরূপতা-প্রযুক্ত যথার্থসর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয় ও সর্ব্ব মিথ্যা হইলেই তাহা হয়, অন্যথা নহে।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বস্বরূপ হয় বলিয়া বহু নহে।

তাহার পর সর্ব্বজ্ঞের সর্ব্বস্বরূপত্ব সিদ্ধ না হইলেও বেদের অপৌরুষেয়তা ও নিত্যত্বের হানি নাও হইতে পারে। কারণ, বেদ ত আর সর্ব্বজ্ঞের রচিত নহে যে, বেদের অপৌরুষেয়ত্বের ও নিত্যত্বের হানি হইবে। বস্তুতঃ জগৎ মিথ্যা বা কল্পিত বলিয়া সর্ব্বজ্ঞের সর্ব্বস্বরূপতা সিদ্ধই হয়। সুতরাং বেদের অরচিতত্বের কোন বাধাই হয় না। আর এজন্য সর্ব্বজ্ঞের বাক্য অনুসারে অল্পজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ হইলে অল্পজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞের সহিত মিশিয়াই যায়। যেহেতু সর্ব্বস্বরূপ ব্যক্তি কখন বহু হয় না। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ কখন বহু ব্যক্তিই হয় না। আর সর্ব্বজ্ঞত্বের সিদ্ধিতেও কোন বাধা নাই। অতএব বিভিন্ন সর্ব্বজ্ঞপ্রোক্ত বেদ বিভিন্ন ভাষায় হইতে পারে না। বিভিন্ন ভাষার বেদ যথার্থ সত্যপ্রকাশক হয় না।

নিত্য সর্ব্বজ্ঞের বাক্যেই অল্পজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ হয়।

তাহার পর ঋষিগণ বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সাক্ষাৎকার করিয়া নিজ ভাষায় যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাই বেদ—বলিলে ঋষিগণ উক্ত

সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন না—বলিতে হয়। এখন অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ যদি তপোবলে সর্ব্বজ্ঞ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞের বাক্যানুসারেই তপোনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইতে হইবে। অল্পজ্ঞ কখন নিজে নিজে সর্ব্বজ্ঞ হইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। যেমন অকূল পাথারে পতিত ব্যক্তি, কোন্ দিকে সন্তরণ করিলে কূলপ্রাপ্তি হইবে, না জানায় হতাশ হইয়া নিমজ্জিতই হয়, কোনও দিকে সন্তরণ করিয়া যায় না, কিন্তু কোন্ দিকে সন্তরণ করিলে কূল পাওয়া যাইবে, কেহ বলিয়া দিলে, সেই ব্যক্তি সেই দিকে সন্তরণ করে, তদ্রূপ অল্পজ্ঞ ব্যক্তি নিজে নিজে কল্পনা করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইবার চেষ্টা করে না, কিন্তু কেহ বলিয়া দিলে তাহা করে। অথবা যেমন কোন্ পথে কাশী যাইতে হয়—ইহা যদি কাশীর পথজ্ঞ ব্যক্তি না বলিয়া দেন, তাহা হইলে কেহ কখন কাশী যাইতে পারে না, কিন্তু 'কোন্ দিকে কাশী' বলিয়া দিলে, সেই ব্যক্তি সেই দিকে গমন করে, এস্থলেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। অতএব ঋষিগণ বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সাক্ষাৎকার করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইয়া যাহা নিজ ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাকে বেদ বলিলে ঋষিগণের সত্যসাক্ষাৎকারপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইবার পূর্ব্বেও সর্ব্বজ্ঞত্বসাধক বেদের বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়। অতএব বেদ ঋষিবাক্য নহে।

হঠাৎ কেহ সর্ব্বজ্ঞ হয় না।

যদি বলা যায়—কাশী গমনাভিলাষী ব্যক্তি ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ যেমন কখন কখন কাশী পঁহুছিতে পারে, তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ হইবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিও হঠাৎ সর্ব্বজ্ঞ হইবার পথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারে। ঋষিগণও এইরূপে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন, বেদের সাহায্যে হন নাই। এজন্য সর্ব্বজ্ঞের উপদেশাদি স্বীকারের প্রয়োজন কি ? তাহা হইলে বলিব—তাহাও সম্ভবপর নহে। কারণ, কাশী পৌছিলেও "এই কাশী" কেহ না বলিয়া দিলে তাহার কাশী আগমন

সিদ্ধ হয় না। এতদ্ব্যতীত এরূপ ব্যক্তির কাশী পঁহুছানও সর্ব্বস্থলে নিশ্চিতও নহে। অতএব সর্ব্বজ্ঞের উপদেশ ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় না।

বেদভিন্ন মানব নিজের সর্ব্বজ্ঞত্ব কল্পনাও করিতে পারে না।

তাহার পর কাশী একটা পৃথিবীর উপর নগরবিশেষ। ইহা জানা থাকায় ঘুরিতে ঘুরিতে কাশী পঁহুছান তাহার পক্ষে কদাচিৎ সম্ভবপর হইতেও পারে। কিন্তু মানব যে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে—এ কথা ত অল্পজ্ঞ মানব কল্পনাতে আনিতে পারে না। প্রত্যুত জগদ্‌বৈচিত্র্য দেখিয়া মানুষ যে সর্ব্বজ্ঞ হইতেই পারে না, সর্ব্বজ্ঞের সম্ভাবনার কথা উত্থাপিত হইলে,—ইহাই তাহার মনোমধ্যে উদিত হইবার কথা। বস্তুতঃ কোন্‌ মন্ত্রে কিরূপে, কি যাগ করিলে, কি ফল হয়—ইহা কেহ না বলিয়া দিলে, মানব কি তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে? তদ্রূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎসত্ত্বেও এক অসঙ্গ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম চিরকাল আছেন—ইহাও মানব কোন ক্রমেই কল্পনাতেও আনিতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষ জগৎ থাকিতে কোন বস্তুরই অসঙ্গত্ব সম্ভবপর হয় না। মানবের আত্মাই যে সেই অসঙ্গ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, ইহাও তাহার কল্পনার অতীত বিষয়। সম্ভবপর বস্তুরই কল্পনা হয়। সম্পূর্ণ অসম্ভব বস্তুর কল্পনা সম্ভবই হয় না। অতএব ঋষিগণ নিজে নিজে বিনা উপদেশে সত্য সাক্ষাৎকার করিতেই পারেন না, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞও হইতে পারেন না। আর তাহার ফলে অলৌকিক কোন বিষয়ই ঋষিগণ নিজ নিজ ভাষায় ঠিক্‌ ঠিক্‌ ভাবে প্রকাশও করিতে পারেন না। অতএব যাঁহারা ভাবেন—ঋষিগণ তপোবলে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া যে সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সত্যপ্রকাশক ঋষিবাক্যই বেদ, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা করিয়া থাকেন।

ঋষির ন্যায় অবতারের বাক্যও বেদ নহে।

যাঁহারা অন্য দেশে অন্য ধর্ম্মে ঋষি স্বীকার করেন, তাঁহাদের সেই ঋষিগণ বেদের সত্যই নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও লাভ করিয়া

সত্যবক্তা হইয়াছেন। তাঁহাদের বাক্যও বেদ নহে। এজন্ম রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর, খৃষ্ট, মহম্মদ ও চৈতন্ম প্রভৃতি কাহারও বাক্য বেদ নহে। বেদার্থের অনুকূল হইলে তাঁহাদের বাক্য গ্রাহ্য, প্রতিকূল হইলে অগ্রাহ্য। অধিক কি, তাঁহাদের বাক্যদ্বারা বেদার্থনির্ণয় করাও সঙ্গত হয় না; যেহেতু সকলে বেদ মান্ম করেন নাই। এজন্ম বেদার্থনির্ণয়ের যে মীমাংসাদর্শননির্দ্দিষ্ট কৌশল আছে, তদ্দ্বারা বেদার্থনির্ণয় করিয়া তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বেদ মান্মকারী তাঁহাদের বাক্যদ্বারা জ্ঞান দৃঢ় করিতে হয়। যেহেতু তাঁহাদের বাক্য বেদার্থের অনুবাদ মাত্র। অতএব যাঁহারা বেদের নিন্দা করেন, তাঁহারা অবতার বলিয়া কোথাও পূজিত হইলেও তাঁহাদের বাক্য অলৌকিক বিষয়ে একেবারেই অগ্রাহ্য। আর এজন্ম যাঁহারা বেদের কোন কথা মান্ম করেন, এবং কোন কথা অমান্ম করেন, তাঁহাদের কথাও ততোধিক অগ্রাহ্য। বেদের সাহায্যে যিনি সর্ব্বজ্ঞ হন, তাঁহার বাক্য বেদবৎ মান্ম হইলেও বেদ হয় না।

বেদার্থে মতভেদ দেখিয়াও অবতারের বাক্য বেদ নহে।

যদি বলা হয়—বিভিন্ন আচার্য্য পুরুষ মীমাংসাদর্শননির্দ্দিষ্ট কৌশলেও যখন বেদার্থনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ভিন্নমতাবলম্বী হইয়াছেন, তখন বেদার্থ বুঝিবার জন্ম অবতার বলিয়া পূজিত পুরুষেরই বাক্য অবলম্বন করিয়া বেদার্থনির্ণয় করা উচিত। অন্ম কথায় তাঁহাদের বাক্যও বেদ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। মীমাংসাদর্শননির্দ্দিষ্ট কৌশল ব্যর্থ। তাহা হইলে বলিব—তাদৃশ বহু অবতার পুরুষও যখন ভিন্নমত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহাদের কথাতেও সমান আপত্তি ঘটিবে। অতএব তাদৃশ অবতার পুরুষের কথার দ্বারা বেদার্থনির্ণয় নিরাপদ নহে। বস্তুতঃ, তাদৃশ অবতারের অবতারত্ব যখন আমরা আমাদের বুদ্ধির সাহায্যেই করিয়া থাকি, অর্থাৎ তাঁহাদের দুই চারিটী অদ্ভুত কার্য্যের দ্বারা বুঝিয়া থাকি, তখন মীমাংসাদর্শননির্দ্দিষ্ট কৌশল অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রবৃত্ত বলিয়া

মীমাংসার পথ অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। যে পথ বহু বহু বিজ্ঞ পুরুষের দ্বারা বহু দিন ধরিয়া পরীক্ষিত হইয়া আসিয়া বর্ত্তমানেও প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার মূল্যই অধিক বলিতে হইবে। অতএব এতাদৃশ অবতার পুরুষগণের বাক্যও বেদ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নহে, এবং তাঁহাদের বাক্যাবলম্বন করিয়া অন্ধভাবে বেদার্থনির্ণয় করাও উচিত নহে।

বেদের নিত্যত্বে অপর প্রমাণ।

এতদ্ব্যতীত বৈদিকসম্প্রদায় যখন আবহমান কাল হইতে ইহার অপৌরুষেয়ত্ব, নিত্যত্ব ও অভ্রান্তত্ব ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন, তখন যুক্তিবলে অবৈদিককর্ত্তৃক তাহাকে অন্যথা প্রমাণিত করিবার প্রয়াস ব্যর্থ। অতএব ঋষি অর্থ—বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা বলিয়া বেদকে ঋষিরচিত বলিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। বেদের রচয়িতা কেহই নাই। বেদ ঈশ্বরসম নিত্য শব্দরাশি। ঈশ্বর যেমন নিত্য, বেদও তদ্রূপ নিত্য। নিত্যজ্ঞানবান্ ঈশ্বরের জ্ঞানই বেদ, আর সে জ্ঞানের ভাষাও নির্দ্দিষ্ট ভাষা, এবং সেই ভাষাতেই বেদ।

বেদের নিত্যতায় অদ্বৈতহানি হয় না।

যদি বলা হয়—তাহা হইলে বেদ ঈশ্বরসম নিত্য হইলে অদ্বৈত ব্রহ্ম সিদ্ধ হয় না। নিত্য বেদ ও নিত্য ঈশ্বর লইয়া দুইটী বস্তু সিদ্ধ হইয়া যায়। ইহার উত্তর এই যে, এক নির্গুণ নির্ব্বিশেষ বাক্যমনের অগোচর ব্রহ্ম ভিন্ন সবই মায়ার খেলা। এই মায়াসহযোগে ব্রহ্মই, জীব, ঈশ্বর ও জগদ্রূপে প্রকাশ পান। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সবই মায়ার কল্পিত। ব্রহ্মজ্ঞানে এই মায়া চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়। যতক্ষণ ব্রহ্মভিন্নের বোধ হয়, ইহা ততক্ষণই থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানে আর ইহা থাকে না। সুতরাং বেদ ঈশ্বরসম নিত্য হওয়ায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে দ্বৈতাপত্তি হয় না। বেদের এই নিত্যতা ব্রহ্মসম নিত্যতা নহে, ইহা আপেক্ষিক নিত্যতা মাত্র। কাল্পনিক জগৎ হইতে নিত্য বলিয়া ইহাকে নিত্য বলা

হয়। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীব জগতের ন্যায় ইহা থাকে বলিয়া ইহাকে নিত্য বলা হয় মাত্র। আর তজ্জন্য বেদকে কল্পিত বলিয়া যে ইহাকে ঈশ্বররচিত বা জীবকল্পিত বলা হইবে ; কারণ, কল্পনা ও রচনা পৃথক্ হয় না ; কিন্তু তাহাও সম্ভবপর নহে। কারণ, জীব-কর্তৃক জীব ঈশ্বর ও জগতের কল্পনার ন্যায় বেদের কল্পনাও অনাদি। অতএব বেদের নিত্যতায় অদ্বৈতহানি হয় না। অনাদি ভাববস্তুর নাশ বেদান্তমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

বেদমন্ত্রের ঋষি উল্লেখের তাৎপর্য্য।

এখন যদি বলা হয়—তবে বেদমন্ত্রের ঋষির উল্লেখ করা হইল কেন ? রচয়িতা না হইলে প্রতিমন্ত্রের সহিত তাহার উল্লেখের প্রয়োজন কি ? তবে তাহার উত্তর এই যে, ঋষির উল্লেখদ্বারা সেই বেদমন্ত্রের রচয়িতার কথা বলা হয় নাই। প্রত্যুত সেই মন্ত্রের সফলপ্রয়োগের জন্য যে ঋষিচরিত্রের অনুসরণ করিতে হইবে, সেই মন্ত্রের সহিত সেই ঋষির নামের উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এই ঋষিচরিত বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের মধ্যে বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণভাগে বেদমন্ত্রের অর্থ ও প্রয়োগাদির কথাই থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, যে মন্ত্রের যে ঋষি, সেই ঋষির মত না হইতে পারিলে সেই মন্ত্রের প্রয়োগসফলতার আশা করা যায় না। ইহাই বুঝাইবার জন্য বেদের প্রত্যেক মন্ত্রের সহিত ঋষি-বিশেষের উল্লেখ আছে। যেমন নির্দ্দিষ্ট ছন্দে মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে সেই মন্ত্রের প্রয়োগসাফল্য হয়, তদ্রূপ সেই ঋষিচরিত্রের স্মরণাদি করিতে পারিলে সেই মন্ত্রের প্রয়োগসাফল্য হয়। যেমন যে মন্ত্রের যে দেবতা, সেই দেবতার ধ্যান করিয়া সেই মন্ত্র পাঠ করিলে সেই মন্ত্রের প্রয়োগ-সাফল্য হয়, তদ্রূপ যে মন্ত্রের যে ঋষি তাঁহার চরিত্র ধ্যানপূর্ব্বক সেই যাগাদি সম্পাদন করিলে, তাহা সফল হয়, অর্থাৎ ঋষির ধ্যান করিয়া যজ্ঞের অধিকারী হইতে হয়। এজন্য বেদের প্রত্যেক মন্ত্রের সহিত

ঋষি নামের উল্লেখ থাকায় সেই ঋষি সেই মন্ত্রের রচয়িতা—ইহা বুঝা যায় না। ইহা বুঝা মহাভ্রম।

ঋষিকে রচয়িতা বলিলে দেবতাও রচয়িতা হন।

বস্তুতঃ যাঁহারা প্রতি মন্ত্রের সহিত ঋষি নাম দেখিয়া তৎতৎ ঋষিকে সেই সেই মন্ত্রের রচয়িতা মনে করেন, তাঁহারা সেই সেই মন্ত্রের সহিত উচ্চারিত দেবতাকেই বা কেন সেই মন্ত্রের রচয়িতা মনে করেন না। কারণ, ব্রহ্মার নিকট ঋষিগণের ন্যায় দেবতাগণও বেদ লাভ করিয়াছিলেন। ইহা পুরাণের মধ্যেই আছে। অতএব বেদ ঋষিরচিত নহে।

আর যদি বলা হয়—'দেবতার উদ্দেশেই মন্ত্র' বলিয়া দেবতাকে রচয়িতা বলা সঙ্গত নহে। তাহা হইলে বলিব—এমন মন্ত্রই আছে, যাহাতে কোন দেবতাবিশেষকে লক্ষ্য করা হয় নাই। অতএব দেবতার উল্লেখ দেখিয়া দেবতাকে উপাস্য বলা যায় কি করিয়া? পক্ষান্তরে ঋষির উল্লেখ দেখিয়া ঋষিকে উপাস্য বলাই বা হয় না কেন? এই হেতু বৈদিকগণের ব্যবহার দেখিয়াই এ সব বিষয় স্থির করা উচিত। স্বেচ্ছামত কল্পনা করা সঙ্গত হয় না।

দেবতা ও ঋষির উল্লেখ বেদের অংশ নহে।

বস্তুতঃ দেবতা ঋষি ও ছন্দের উল্লেখটী বেদের অংশই নহে। উহা প্রয়োগের জন্য ঋষিগণ কর্তৃক সংযোজিত করা হইয়াছে। মানবগণকে বেদদানকালে যে ভাবে বর্ণাত্মক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, যথা—নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নামী বস্তু প্রদর্শন করা হয়, সেই ভাবে যজ্ঞাদির দ্বারা মন্ত্রের প্রয়োগাদি শিক্ষা দেওয়া হয়—ইহা বেদের অংশ নহে। সুতরাং এই সন্দেহই স্থান পায় না।

ঋষির উল্লেখের তাৎপর্য্যনির্ণয় বৈদিকের ব্যবহারসাপেক্ষ।

বস্তুতঃ বৈদিকগণের ব্যবহারই এই যে, মন্ত্রের সহিত সেই মন্ত্রের ঋষি দেবতা ও ছন্দের উল্লেখ—মন্ত্রের প্রয়োগসম্পাদনার্থ মাত্র। অতএব

ঋষির উল্লেখ, আজকালকার, গ্রন্থে গ্রন্থকারের নামের উল্লেখের ন্যায় মন্ত্রের রচয়িতার নামের উল্লেখের জন্য নহে। প্রত্যুত উপাসনার জন্য উপাস্য ও উপাসকের স্বরূপের জ্ঞান আবশ্যক হয় বলিয়া উহা উক্ত। উপাস্যের জ্ঞানের ন্যায় উপাসকের জ্ঞান না হইলে উপাসনাই হয় না। উপাস্যের স্বরূপজ্ঞানের জন্য দেবতার উল্লেখ, এবং উপাসকের স্বরূপজ্ঞানের জন্য ঋষির উল্লেখ। ইহার অপর নাম অধিকারি নির্দ্দেশ। এই সব ঋষিচরিত্র বেদের ব্রাহ্মণভাগে আছে। দেবতা যেমন নিত্য, বেদ যেমন নিত্য, ঋষিও তদ্রূপ নিত্য। অতএব ঋষি অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা। অর্থাৎ মন্ত্রের সত্যার্থকতাদ্রষ্টা। সুতরাং যিনি সেই ঋষির মত হইবেন, তিনিই মন্ত্রে সত্যার্থকতা দেখিবেন। এজন্য ঋষি অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া বেদ ঋষিরচিত নহে। বেদ শব্দরাশি। তাহা পরমাণু দিক্ কাল ও ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। বেদের কেহ রচয়িতা নাই।

অভ্রান্ত বেদের সত্তা অস্বীকার করা যায় না।

ইহাতে (খ) পাশ্চাত্ত্য বা পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্নগণ বলেন—বেদের মত এরূপ একটা অপৌরুষেয় সত্য নিত্য বাক্যরাশি আছে—ইহা স্বীকার করিবারই বা প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তর "বেদ মানিব কেন" গ্রন্থে এবং এই ভূমিকামধ্যে কথঞ্চিৎ প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ মানব বর্ণাত্মক ভাষা সর্ব্বজ্ঞের নিকটেই শিক্ষা করিয়াছে, ইহা সে আবিষ্কার করে নাই, বা উহা হঠাৎ আবির্ভূতও হয় নাই। এই আদি ভাষাই বেদের ভাষা। এই আদি ভাষায় এই বেদ কেহ রচনাও করে নাই। ইহা ঈশ্বর-সম নিত্য সত্য। আর ব্রহ্মাকর্তৃক দেবতা ও ঋষিদিগকে বেদদানাদি ও প্রতিসৃষ্টিতে একটা সত্য ব্যাপার, এজন্য এসব বেদমধ্যেই উক্ত হইয়াছে। অগত্যা এরূপ বেদ, বস্তুগতি অনুসারে আমাদের অবশ্য স্বীকার্য্য। বস্তু থাকিলে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আর ইহা সেই এক সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞের দান বলিয়া ইহাই সত্যপ্রকাশক ও

অভ্রান্ত। ঈশ্বর আছেন—ইহা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে অভ্রান্ত অপৌরুষেয় নিত্য বেদও আছে—ইহাও স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু নিত্যজ্ঞানবান্ ঈশ্বরের জ্ঞানই বেদ। অথবা ঈশ্বরাস্তিত্বের পক্ষে মানবের বর্ণাত্মক ভাষার শিক্ষাব্যাপারটাই একটা প্রমাণ। যেহেতু বর্ণাত্মকভাষার শিক্ষাদান একজন সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন সম্ভবপর হয় না। এই সর্ব্বজ্ঞই ঈশ্বর। অবশ্য বেদসম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যগণের এরূপ ধারণা অসঙ্গত নহে, কারণ, দুই চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আর বনমানুষের অবস্থায় বড় বেশি প্রভেদ ছিল না। যেহেতু দ্বাপর যুগান্তে জলপ্লাবনাদির ফলে ভরতীয় বৈদিক সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর মানবজাতির অনেক শাখা বড়ই দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। এজন্য তাহারা বৈদিকসংস্কার বিরহিত হয়, আর তাহার ফলে বেদের নিত্যতা ও অপৌরুষেয়তাপ্রভৃতি তাহাদের নিকট যে একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া যে বিবেচিত হইবে, তাহা আর বিচিত্রতা কি? অতএব বেদসম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যগণের কথা অগ্রাহ্য, এবং পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্নগণের কথা ততোঽধিক অগ্রাহ্য। কারণ, তাঁহাদের কথা পাশ্চাত্ত্যগণেরই অনুবাদমাত্র। পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিতগণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

উপসংহার।

এক্ষণে বেদের কেহ রচয়িতা নাই বলিয়া এবং সর্ব্বজ্ঞও কিছু রচনা করিতে পারেন না বলিয়া এবং বেদ সর্ব্বজ্ঞের দান বলিয়া বেদ মধ্যে মানবরচনার দোষাদি স্থান পায় নাই। আর তজ্জন্য ইহা অভ্রান্ত এবং স্বতঃপ্রমাণ; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপমানাদি, অপর প্রমাণ বেদ-প্রতিপাদ্য বিষয়কে স্বাধীনভাবে প্রতিপাদন করিতে পারে না। এজন্য ইহা অলৌকিক তত্ত্বেরই প্রতিপাদক। আর সেই অলৌকিক তত্ত্বেরই পরিষ্কার অদ্বৈতমতের চরম গ্রন্থ এই অদ্বৈতসিদ্ধি।

সম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

অদ্বৈতসিদ্ধিঃ

অদ্বৈতসিদ্ধি দ্বিতীয়ভাগের

সামান্য সূচী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণ হইতে মিথ্যাত্বমিথ্যাত্ব পর্য্যন্ত)

ন্যায়ামৃত সূচী।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিষয় সূচী (দ্বিতীয়ভাগ)।

মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণম্।

মিথ্যাত্বের তৃতীয়লক্ষণ

মিথ্যাত্বের চতুর্থলক্ষণ

মিথ্যাত্বের পঞ্চমলক্ষণ

মিথ্যাত্বসামান্যোপপত্তি

মূলসূচী (দ্বিতীয় ভাগ)

মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ ও পূর্ব্বপক্ষ ... ৩৬৭

প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্ ।১

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক উক্তলক্ষণে দোষোদ্ভাবন ... ৩৬৭

নমু প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বে অদ্বৈতহানিঃ, প্রাতিভাসিকত্বে সিদ্ধসাধনং, ব্যাবহারিকত্বেঽপি তস্য বাধ্যত্বেন তাত্ত্বিকসত্ত্বাঽবিরোধিতয়া অর্থান্তরম্, অদ্বৈত-শ্রুতেঃ অতত্ত্বাবেদকত্বং চ তৎপ্রতিযোগিনঃ অপ্রাতিভাসিকস্য প্রপঞ্চস্য পারমার্থিকত্বং চ স্যাৎ ইতি চেৎ ? ।২

মিথ্যাত্বের দ্বিতীয়লক্ষণে প্রথম সিদ্ধান্তপক্ষ ... ৩৮৭

ন, প্রপঞ্চনিষেধাধিকরণীভূতব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ নিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বেঽপি ন অদ্বৈতহানিকরত্বম্ ।৩

তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগী প্রপঞ্চের তাত্ত্বিকত্বাপত্তিও হয় না ... ৩৮৭

ন চ তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য তাত্ত্বিকত্বাপত্তিঃ, তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগিনি শুক্তিরজতাদৌ কল্পিতে ব্যভি-চারাৎ ।৪

নিষেধ অতাত্ত্বিকত্ব হইলেও প্রাতিভাসিক হয় না, কিন্তু ব্যাবহারিক হয় ... ৩৮৭

অতাত্ত্বিকঃ এব বা নিষেধোঽয়ম্, অতাত্ত্বিকত্বেঽপি ন প্রাতিভাসিকঃ কিন্তু ব্যাবহারিকঃ ।৫

নিষেধবাধ্য বলিয়া তাত্ত্বিকসত্তার অবিরোধী হওয়ায় অর্থান্তরও হয় না ... ৩৮৭

ন চ তর্হি নিষেধস্য বাধ্যত্বেন তাত্ত্বিকসত্ত্বাঽবিরোধিত্বাৎ অর্থান্তরম্ ইতি বাচ্যম্, স্বাপ্নার্থস্য স্বাপ্ননিষেধেন বাধদর্শনাৎ ।৬

নিষেধস্য বাধ্যত্বং পারমার্থিকসত্ত্বাঽবিরোধিত্বে ন তন্ত্রম্, কিন্তু নিষেধ্যাপেক্ষয়া ন্যূনসত্তাকত্বম্; প্রকৃতে চ তুল্যসত্তাকত্বাৎ কথং ন বিরোধিত্বম্ ।৭

নিষেধের নিষেধে প্রতিযোগিসত্তাপত্তি হয় না ... ৩৮৭

ন চ নিষেধস্য নিষেধে প্রতিযোগিসত্ত্বাপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্; তত্র হি নিষেধস্য নিষেধে প্রতিযোগিসত্ত্বম্ আয়াতি, যত্র নিষেধস্য নিষেধবুদ্ধ্যা প্রতিযোগিসত্ত্বং ব্যবস্থাপ্যতে, নিষেধমাত্রং নিষিধ্যতে, যথা রজতে "নেদং রজতম্" ইতি জ্ঞানান্তরম্ "ইদং ন অরজতম্" ইতি জ্ঞানেন রজতং ব্যবস্থাপ্যতে; যত্র তু প্রতিযোগিনিষেধয়োঃ উভয়োরপি নিষেধঃ তত্র ন প্রতিযোগিসত্ত্বম্; যথা ধ্বংসসময়ে প্রাগ্ অভাব-প্রতিযোগিনোঃ উভয়োঃ নিষেধঃ ।৮। এবং চ প্রকৃতেঽপি নিষেধবাধকেন প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য তন্নিষেধস্য চ বাধনাৎ তন্নিষেধস্য বাধ্যত্বেঽপি ন প্রপঞ্চস্য তাত্ত্বিকত্বম্, উভয়োরপি নিষেধ্যতাবচ্ছেদকস্য দৃশ্যত্বাদেঃ তুল্যত্বাৎ ।৯

অতাত্ত্বিকনিষেধবোধকত্বে শ্রুতির অপ্রামাণ্যাপত্তি হয় না ... ৩৮৮

ন চ অতাত্ত্বিকনিষেধবোধকত্বে শ্রুতেঃ অপ্রামাণ্যাপত্তিঃ, ব্রহ্মভিন্নং প্রপঞ্চতন্নিষেধাদিকম্ অতাত্ত্বিকম্ অতাত্ত্বিকত্বেন বোধয়ন্ত্যাঃ শ্রুতেঃ অপ্রামাণ্যাসম্ভবাৎ ।১০

দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ—নিষেধপ্রতিযোগিত্ববিচার ... ৪৫৩

নন্বু এতন্নিষেধপ্রতিযোগিত্বং কিং স্বরূপেণ, উত অসদ্-বিলক্ষণস্বরূপানুপমর্দ্দেন পারমার্থিকত্বাকারেণ ? ।১১

নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বরূপতঃ হয় না ... ৪৫১

ন আদ্যঃ শ্রুত্যাদিসিদ্ধোৎপত্তিকস্য অর্থক্রিয়াসমর্থস্য

অবিদ্যোপাদানকস্য তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যস্য চ বিয়দাদেঃ রূপ্যাদেশ্চ ধীকালবিদ্যমানেন অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধা-যোগাৎ ।১২

নিষেধপ্রতিযোগিত্ব পারমার্থিকত্বাকারেও হয় না ... ৪৫৩

নাপি দ্বিতীয়ঃ, অবাধ্যস্বরূপপারমার্থিকত্বস্য বাধ্যস্বরূপ-মিথ্যাত্বনিরূপ্যত্বেন অন্যোন্যাশ্রয়াৎ, পারমার্থিকত্বস্যাপি স্বরূপেণ নিষেধে প্রথমপক্ষোক্তদোষাপত্তেঃ, অতঃ তস্যাপি পারমার্থিকত্বাকারেণ নিষেধে অনবস্থা স্যাৎ ইতি চেৎ ? ।১৩

দ্বিতীয়সিদ্ধান্তপক্ষ— নিষেধপ্রতিযোগিত্ববিচার (স্বরূপতঃনিষেধই স্বীকার্য) ... ৪৮২

নৈবম্, স্বরূপেণৈব ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য প্রপঞ্চে শুক্তিরূপ্যে চ অঙ্গীকারাৎ ।১৪। তথাহি শুক্তৌ রজতভ্রমানন্তরম্ অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারে রূপ্যং নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি ইতি স্বরূপেণৈব "নেহ নানা" ইতি শ্রুত্যা চ প্রপঞ্চস্য স্বরূপেণৈব নিষেধপ্রতীতেঃ ।১৫

লৌকিকপরমার্থরজতই স্বরূপতঃ নিষেধের প্রতিযোগী ... ৪৮২

ন চ তত্র লৌকিকপরমার্থরজতমেব স্বরূপেণ নিষেধপ্রতি-যোগি ইতি বাচ্যম্, ভ্রমবাধয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যাপত্তেঃ, অপ্রসক্তপ্রতিষেধাপত্তেশ্চ ।১৬

উৎপত্ত্যাদিও অসম্ভব হয় না ... ৪৮২

ন চ তর্হি উৎপত্ত্যাদ্যসম্ভবঃ, ন হি অনিষিদ্ধস্বরূপত্বম্ উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বে তন্ত্রম্, পরৈঃ অনিষিদ্ধস্বরূপত্বেন অঙ্গীকৃতস্য বিয়দাদেঃ উৎপত্ত্যাদ্যনঙ্গীকারাৎ, কিন্তু বস্তুস্বভাবাদিকম্ অন্যদেব কিঞ্চিৎ প্রয়োজকং বক্তব্যম্ ; তস্য ময়াপি কল্পিতস্য স্বীকারাৎ ।১৭

আচার্য্যবাক্যের সহিতও বিরোধ নাই ... ৪৮২

ন চ "ত্রৈকালিকনিষেধং প্রতি স্বরূপেণ আপণস্থং রূপ্যং, পারমার্থিকত্বাকারেণ প্রাতিভাসিকং বা প্রতিযোগি" ইতি মতহানিঃ স্যাৎ—ইতি বাচ্যম্; অস্য আচার্য্যবচসঃ পারমার্থিকলৌকিকরজততাদাত্ম্যেন প্রতীতং প্রাতিভাসিকমেব রজতং প্রতিযোগি ইত্যর্থঃ।১৮। তৎ চ স্বরূপেণ পারমার্থিকত্বেন বা ইতি অনাস্থায়াং বা শব্দঃ।১৯। এতাবৎ উক্তিশ্চ পুরোবর্ত্তিতাদাত্ম্যেনৈব রজতং প্রতীয়তে ইতি মতনিরাসার্থং লৌকিকপরমার্থরজততাদাত্ম্যেনাপি প্রতীয়তে ইতি প্রতিপাদয়িতুং চ।২০

তত্ত্বপ্রদীপিকার উক্তির দ্বারা সমর্থন ... ৫১৫

তদুক্তং তত্ত্বপ্রদীপিকায়াম্—"তস্মাৎ 'লৌকিকপরমার্থরজতমেব নেদং রজতম্ ইতি নিষেধপ্রতিযোগি' ইতি পূর্ব্বাচার্য্যাণাং বাচোযুক্তিরপি পুরোবর্ত্তিনি রজতার্থিনঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ লৌকিকপরমার্থরজতাত্মত্বেন অপরোক্ষতয়া প্রতীতস্য কালত্রয়েঽপি লৌকিকপরমার্থরজতম্ ইদং ন ভবতি ইতি নিষেধপ্রতিযোগিতাম্ অঙ্গীকৃত্য নেতব্যা" ইতি।২১

উক্তবাক্যের আশয়প্রকাশ ... ৫১৫

অয়ম্ আশয়ঃ—একবিভক্ত্যন্তপদোপস্থাপিতে ধর্ম্মিণি প্রতিযোগিনি চ নঞঃ অন্যোন্যাভাববোধকত্বনিয়মস্য ব্যুৎপত্তিবলসিদ্ধত্বাৎ "ঘটঃ পটঃ ন ভবতি" ইতি বাক্যবৎ "ইদং রজতং ন ভবতি" ইতি বাক্যস্য অন্যোন্যাভাববোধকত্বে স্থিতে অভিলাপজন্যপ্রতীতিতুল্যত্বাৎ অভিলপ্যমানপ্রতীতেঃ

"নেদং রজতম্" ইতি বাক্যাভিলপ্য প্রতীতেঃ অন্যোন্যাভাব-বিষয়ত্বমেব ।২২

আশয়প্রকাশদ্বারা অপসিদ্ধান্ত অন্যথাখ্যাত্যাপত্তি বা গ্রন্থবিরোধাভাব ... ৫১৫

তথাচ ইদংশব্দনির্দ্দিষ্টে পুরোবর্ত্তিপ্রাতীতিকরজতে রজত-শব্দনির্দ্দিষ্টব্যাবহারিকরজতান্যোন্যাভাবপ্রতীতেঃ আর্থিকং মিথ্যাত্বম্. "নাত্র রজতম্" ইতি বাক্যাভিলপ্যা তু প্রতীতিঃ অত্যন্তাভাববিষয়া ; ভিন্নবিভক্ত্যন্তপদোপস্থাপিতয়োরেব ধর্ম্মি-প্রতিযোগিনোঃ নঞঃ সংসর্গাভাববোধকত্বনিয়মাৎ ।২৩। সা চ পুরোবর্ত্তিপ্রতীতরজতস্যৈব ব্যাবহারিকম্ অত্যন্তাভাবং বিষয়ী-করোতি ইতি কণ্ঠোক্তমেব মিথ্যাত্বম্ ।২৪। অতঃ ন অপ-সিদ্ধান্তঃ, ন অন্যথাখ্যাত্যাপত্তিঃ, ন বা গ্রন্থবিরোধঃ ইতি অনবদ্যম্ ।২৫

পূর্ব্বপক্ষ — ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বে অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তি ... ৫৫০

নন্ু এবম্ অত্যন্তাসত্ত্বাপাতঃ, প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকা-লিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং হি অন্যত্র অসত্ত্বেন সম্প্রতিপন্নস্য ঘটাদেঃ সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং পর্য্যবসিতম্ ; অন্যথা তেষাম্ অন্যত্র সত্ত্বাপাতাৎ ; ন হি তেষাম্ অন্যত্র সত্ত্বা সম্ভবতি ইতি ত্বদুক্তেশ্চ ; তথাচ কথম্ অসদ্বৈলক্ষণ্যম্ ; ন হি শশশৃঙ্গাদেঃ ইতঃ অন্যৎ অসত্ত্বম্ ।২৬

অসত্ত্বের বিবিধ অর্থ নির্ণয়পূর্ব্বক আপত্তি ... ৫৫০

ন চ নিরুপাখ্যত্বমেব তৎ অসত্ত্বম্ ; নিরুপাখ্যপদেনৈব খ্যায়মানত্বাৎ । ২৭ । নাপি অপ্রতীয়মানত্বম্ অসত্ত্বম্ ; অসতঃ অপ্রতীতৌ অসদ্বৈলক্ষণ্যজ্ঞানস্য অসৎপ্রতীতিনিরাসস্য

অসৎপদপ্রয়োগস্য চ অযোগাৎ।২৮। ন চ অপরোক্ষতয়া অপ্রতীয়মানত্বং তৎ, নিত্যাতীন্দ্রিয়েষু অতিব্যাপ্তেঃ, ইতি চেৎ ? ।২৯

সিদ্ধান্তপক্ষ—অত্যন্তাসত্ত্বনিরুক্তনপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষখণ্ডন ... ৫৭২

মৈবম্, সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং যদ্যপি তুচ্ছানির্বাচ্যয়োঃ সাধারণং, তথাপি ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বম্ অত্যন্তাসত্ত্বম্। তৎ চ শুক্তিরূপ্যে প্রপঞ্চে চ বাধাৎ পূর্ব্বং নাস্ত্যেব ইতি ন তুচ্ছত্বাপত্তিঃ।৩২

তুচ্ছের সহিত শুক্তিরূপ্য ও প্রপঞ্চের প্রভেদ ... ৫৭২

ন চ বাধাৎ পূর্ব্বং শুক্তিরূপ্যং প্রপঞ্চো বা সত্ত্বেন ন প্রতীয়তে, এতদেব সদর্থকেন উপাধিপদেন সূচিতম্।৩১

শূন্যবাদীর সহিত সিদ্ধান্তীর প্রভেদ ... ৫৭২

শূন্যবাদিভিঃ সদধিষ্ঠানকভ্রমানঙ্গীকারেণ ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বরূপাসদ্‌বৈলক্ষণ্যস্য শুক্তিরূপ্যে প্রপঞ্চে চ অনঙ্গীকারাৎ।৩২

পূর্ব্বপক্ষ—মিথ্যাত্বলক্ষণে সিদ্ধসাধনতাশঙ্কা ... ৬০৩

নন্ু এবং সতি যাবৎসদধিকরণকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং পর্য্যবসিতম্।৩৩। তথাচ কেবলান্বয়্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিষু অবৃত্তিষু গগনাদিষু তার্কিকাণাং সিদ্ধসাধনম্।৩৪ যদধিকরণং যৎ সৎ তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং তস্য মিথ্যাত্বম্—ইতি বিবক্ষায়াম্ অধিকরণপদেন অবৃত্তিনিরাকরণেঽপি সংযোগসম্বন্ধেন সমবায়সম্বন্ধেন বা যৎ ঘটাধিকরণং সমবায়সম্বন্ধেন সংযোগসম্বন্ধেন বা ঘটস্য তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতয়া সর্ব্বেষু বৃত্তিমৎসু দুরুদ্ধরং সিদ্ধ-

সাধনম্ ।৩৫। যেন সম্বন্ধেন যদ্ যস্য অধিকরণং তেন সম্বন্ধেন তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ ইতি বিবক্ষায়াম্ অব্যাপ্যবৃত্তিষু সংযোগাদিষু সিদ্ধসাধনম্ ইতি চেৎ ? ।৩৬

সংযোগ ও তদত্যন্তাভাবের সামানাধিকরণ্য নাই বলিয়া সম্মাত্রনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বের মিথ্যাত্বসিদ্ধি ... ৩১৯

যদি পুনঃ ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বম্ ইব অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমপি আকাশাদৌ ন স্যাৎ, সাধকমানাভাবস্য তুল্যত্বাৎ, "ইহ আকাশঃ নাস্তি" ইতি প্রত্যক্ষপ্রতীত্যসম্ভবাৎ ; অনুমানে চ অনুকূলতর্কাভাবাৎ, সামান্যতোদৃষ্টমাত্রেণ ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বস্যাপি সিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ, তদ্ব্যতিরেকেণ কস্যচিৎ কার্য্যস্য অনুপপত্তেঃ অভাবাৎ চ, এবং সংযোগসম্বন্ধেন ঘটবতি ভূতলে সমবায়সম্বন্ধেন ঘটাভাবসত্ত্বে মানাভাবাৎ ; লাঘবেন ঘটাত্যন্তাভাবত্বেনৈব ঘটসামানাধিকরণ্যবিরোধিত্বকল্পনাৎ সম্বন্ধবিশেষপ্রবেশে চ গৌরবাৎ ; ঘটসমবায়াদ্যভাবমাত্রবিষয়তয়া প্রতীতেঃ উপপত্তেঃ, আধারাধেয়ভাবস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বেন ঘটস্য অবৃত্তিত্বশঙ্কানুদয়াৎ, উক্তযুক্তেশ্চ ন ঘটাদেঃ অত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যম্, এবং চ সংযোগতদভাবয়োঃ ন ঐকাধিকরণ্যম্, 'অগ্রে বৃক্ষঃ কপিসংযোগী মূলে ন' ইতি প্রতীতেঃ অগ্রমূলয়োরেব সংযোগতদভাববত্তয়া উপপত্তেঃ, তদা সম্মাত্রনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বং মন্তব্যম্ ।৪১

ভাবাভাবের বাধ্যবাধকভাবের শঙ্কাপরিহার ... ৩৫৩

ন চ এবং সতি ভাবাভাবয়োঃ অবিরোধাৎ তজ্জ্ঞানয়োঃ বাধ্যবাধকভাবঃ ন স্যাৎ—ইতি বাচ্যম্, ভিন্নসত্তাকয়োঃ

অবিরোধেঽপি সমসত্তাকয়োঃ বিরোধাৎ।৪২। যত্র ভূতলে যস্য ঘটস্য অত্যন্তাভাবঃ ব্যাবহারিকঃ, তত্র স ঘটঃ ন ব্যাবহারিকঃ ইতি নিয়মাৎ।৪৩

শুক্তিরজতদৃষ্টান্তে আপত্তির পরিহার ... ৫৫৬

ন চ এবং সতি "শুক্তিঃ ইয়ম্ ন রজতম্" ইতি জ্ঞানবিষয়ীভূতাভাবস্য ব্যাবহারিকত্বেন পুরোবর্ত্তিপ্রতীতরজতস্য ব্যাবহারিকত্বাঽপহারেঽপি প্রাতীতিকসত্ত্বানপহারাৎ বাধোত্তরকালেঽপি "ইদং রজতম্" ইতি প্রতীতিঃ স্যাৎ ইতি বাচ্যম্; তত্র "ইয়ং শুক্তিঃ" ইতি অপরোক্ষপ্রমরা প্রাতীতিকরজতোপাদানাজ্ঞাননিবৃত্তৌ প্রাতীতিকসত্ত্বস্যাপি অপহারাৎ, শুক্ত্যজ্ঞানস্য প্রাতীতিকরজতোপাদানত্বেন তদসত্ত্বে প্রাতীতিকরজতাসত্ত্বস্য আবশ্যকত্বাৎ।৪৪। অতএব যত্র পরোক্ষয়া অধিষ্ঠানপ্রময়া ন ভ্রমোপাদানাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ, তত্র ব্যাবহারিকত্বাপহারেঽপি প্রাতীতিকত্বানপহারাৎ "তিক্তঃ গুড়ঃ" ইত্যাদিপ্রতীতিঃ অনুবর্ত্ততে এব।৪৫। এবম্ অখণ্ডব্রহ্মসাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বং পরোক্ষবোধেন প্রপঞ্চস্য ব্যাবহারিকত্বাপহারেঽপি প্রতীতিঃ অনুবর্ত্ততে এব অধিষ্ঠানাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু ন অনুবর্ত্তিষ্যতে।৪৬

সন্মাত্রনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এই লক্ষণের ফল ... ৬৭১

এতেন উপাধিশব্দেন অধিকরণমাত্রবিবক্ষায়াম্ অর্থান্তরম্, বায়ুধিকরণকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বেঽপি রূপস্য অমিথ্যাত্বাৎ, অধিষ্ঠানবিবক্ষায়াং তু ভ্রমোপাদানাজ্ঞানবিষয়স্য অধিষ্ঠানত্বেন অন্যোন্যাশ্রয়ত্ব (ত্বাৎ), জ্ঞানস্য ভ্রমত্বে বিষয়স্য

মিথ্যাত্বং, বিষয়স্য মিথ্যাত্বে চ জ্ঞানস্য ভ্রমত্বম্ ইতি পরাস্তম্, উক্তরীত্যা অধিকরণবিবক্ষায়াং দোষাভাবাৎ ।৪৭

শ্রুতিবলে ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তিশঙ্কার পরিহার ... ৬৭১

ন চ "স এব অধস্তাৎ" ইতি শ্রুত্যা প্রতিপন্নে দেশকালাদ্যুপাধৌ পরমার্থতঃ ব্রহ্মণঃ অভাবাৎ তত্র অতিব্যাপ্তিঃ, ইতি বাচ্যম্; নির্ধর্ম্মকে তস্মিন্ অভাবপ্রতিযোগিত্বরূপধর্ম্মাভাবাৎ ।৪৮

শ্রুতিব্যাকোপাশঙ্কাপরিহার ... ৬৭১

ন চ এবং সত্যত্বমপি তত্র ন স্যাৎ, তথাচ "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্" ইত্যাদি শ্রুতিব্যাকোপঃ ইতি বাচ্যম্; অধিকরণাতিরিক্তাভাবানভ্যুপগমেন উক্তমিথ্যাত্বাভাবরূপসত্যত্বস্য ব্রহ্মস্বরূপাবিরোধাৎ ।৪৯

স্বপ্রকাশত্বাদিপদের অর্থনিরূপণ ... ৬৭১

এতেন স্বপ্রকাশত্বাদ্যপি ব্যাখ্যাতম্; পরপ্রকাশ্যত্বাভাবঃ হি স্বপ্রকাশত্বম্, কালপরিচ্ছেদাভাবঃ নিত্যত্বম্, দেশপরিচ্ছেদাভাবঃ বিভুত্বম্, বস্তুপরিচ্ছেদাভাবঃ পূর্ণত্বম্ ইত্যাদি ।৫০ তথাচ ভাবভূতধর্ম্মানাশ্রয়ত্বেঽপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মাভাবরূপতয়া ন কাপি অনুপপত্তিঃ— ইতি সর্ব্বম্ অবদাতম্ ।৫১

ইতি মিথ্যাত্বনিরূপণে দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণম্ ।

অথ তৃতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণম্ ।

মিথ্যাত্বের তৃতীয়লক্ষণ ... ৬৯১

জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং বা মিথ্যাত্বম্ ।১

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক অতিব্যাপ্তি ও সাধ্যবিকলতা প্রদর্শন ... ৬৯১

নতু উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যে পূর্ব্বজ্ঞানে অতিব্যাপ্তিঃ, মুদ্গর-

"শুক্তিরজতাদিনিবর্ত্ত্যে চ ঘটাদৌ অব্যাপ্তিঃ, জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব-বিবক্ষায়ামপি অয়ং দোষঃ, অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকারত্বেন নিবর্ত্ত্যে শুক্তিরজতাদৌ চ জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবাৎ সাধ্য-বিকলতা, জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ববিবক্ষায়াং জ্ঞানত্ব-ব্যাপ্যেন, স্মৃতিত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যে সংস্কারে অতিব্যাপ্তিঃ— ইতি চেৎ ? ।১

সিদ্ধান্তপক্ষে অতিব্যাপ্তিবারণ ... ১০৬

ন, জ্ঞানপ্রযুক্তাবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্বং হি জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বম্ ।৩। অবস্থিতিশ্চ দ্বেধা, স্বরূপেণ কারণাত্মনা চ, সৎ-কার্য্যবাদাভ্যুপগমাৎ ।৪। তথাচ মুদ্গরপাতেন ঘটস্য স্বরূপেণ অবস্থিতিবিরহেঽপি কারণাত্মনা অবস্থিতিবিরহাভাবাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানপ্রযুক্তঃ এব সঃ ইতি ন অতীতঘটাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ ।৫

সিদ্ধসাধন অর্থান্তর অতিব্যাপ্তি ও সাধ্যবিকলতাবারণ ... ১০৬

অতএব উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যে পূর্ব্বজ্ঞানে ন সিদ্ধসাধনম্, ন বা বিয়দাদৌ ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্যত্বেঽপি তদ্বদেব মিথ্যাত্বাসিদ্ধ্যা অর্থান্তরম্; উত্তরজ্ঞানেন নাশস্য পূর্ব্বজ্ঞানস্য স্বকারণাত্মনা অবস্থানাৎ অবস্থিতিসামান্যবিরহানুপপত্তেঃ ।৬। শশবিষাণাদৌ অবস্থিতিসামান্যবিরহেঽপি তস্য জ্ঞানপ্রযুক্তত্বাভাবাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ ।৭। শুক্তিরজতাদেশ্চ অপরোক্ষপ্রতীত্যন্যথানু-পপত্ত্যা প্রতিভাসকালে অবস্থিত্যঙ্গীকারাৎ ন বাধকজ্ঞানং বিনা তদ্বিরহঃ—ইতি ন সাধ্যবিকলতা ।৮

বিবরণাচার্য্য ও বার্ত্তিককারের বাক্যদ্বারা সমর্থন ... ১০১

অতএব উক্তং বিবরণাচার্য্যৈঃ—"অজ্ঞানস্য স্বকার্য্যেণ

প্রবিলীনেন বর্ত্তমানেন বা সহ জ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ বাধঃ” ইতি।৯ বার্ত্তিককৃদ্ভিশ্চ উক্তম্—

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থসম্যগ্‌ধীজন্মমাত্রতঃ।
অবিদ্যা সহ কার্য্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি॥ ইতি।১০

বার্ত্তিকবাক্যের ব্যাখ্যা ... ৭৩১

“সহকার্য্যেণ ন আসীৎ” ইতি লীনেন কার্য্যেণ সহ নিবৃত্ত্যভিপ্রায়ম্; “সহকার্য্যেণ ন ভবিষ্যতি” ইতি তু ভাবি-কার্য্যনিবৃত্ত্যভিপ্রায়ম্, ইতি অন্যৎ এতৎ।১১। রূপ্যো-পাদানম্ অজ্ঞানং স্বকার্য্যেণ বর্ত্তমানেন লীনেন বা সহ অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকারাৎ নিবর্ত্ততে।১২

বার্ত্তিকবাক্যদ্বারা সাধ্যবৈকল্য শঙ্কাবারণ ৭৩১

তত্তদ্রূপ্যোপাদানানাম্ অজ্ঞানানাং ভেদাভ্যুপগমাৎ ইতি ন দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যম্।১৩। মুদ্গরপাতানন্তরং ঘটো নাস্তি ইতি প্রতীতিবৎ অধিষ্ঠানজ্ঞানানন্তরং শুক্ত্যজ্ঞানং তদ্‌গতরূপ্যং চ নাস্তি ইতি প্রতীতেঃ সর্ব্বসম্মতত্বাৎ।১৪

জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বও লক্ষণ হয় ... ৭৬৭

জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্ ইত্যপি সাধু।১৫ উত্তরজ্ঞানস্য পূর্ব্বজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বং চ ন জ্ঞাত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ, কিন্তু ইচ্ছাদিসাধারণেন উদীচ্যাত্মবিশেষগুণত্বেন উদীচ্যত্বেন বা ইতি ন সিদ্ধসাধনাদি।১৬। নাপি ইচ্ছাদ্যনিবর্ত্ত্যো স্মৃতিত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যে সংস্কারে অতিব্যাপ্তিঃ, স্মৃতিত্বেন স্মৃতেঃ সংস্কার-নিবর্ত্তকত্বে মানাভাবাৎ।১৭। স্মৃতৌ হি জাতায়াং সংস্কারঃ দৃঢ়ঃ ভবতি ইতি অনুভবসিদ্ধম্; তেষাং দৃঢ়তরত্বং চ সমান-বিষয়কসংস্কারানেকত্বম্ ইতি অদোষঃ।১৮। বস্তুতস্তু সাক্ষাৎ-

কারত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং বিবক্ষিতম্ ; অতঃ ন পূর্ব্বোক্ত-দোষঃ ।১৯। নাপি নিশ্চয়ত্বেন জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যে সংশয়ে অতিব্যাপ্তিঃ, ইতি সর্ব্বম্ অবদাতম্ ।২০

ইতি মিথ্যাত্বনিরূপণে তৃতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণম্ ।

অথ চতুর্থমিথ্যাত্বলক্ষণম্ ।

মিথ্যাত্বের চতুর্থ লক্ষণ ... ৭৮৯

স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্ ।১। তৎ চ স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বম্, অতঃ পূর্ব্ব-বৈলক্ষণ্যম্। দূষণপরিহারঃ পূর্ব্ববৎ ।২

অব্যাপ্তিশঙ্কা ও তাহার পরিহার ... ৭৮৯

ন চ সংযোগিনি সমবায়িনি বা দেশে তদত্যন্তাভাবা-সম্ভবঃ, সম্ভবে তু উপাদানত্বাদ্যনুপপত্তিঃ ইতি বাচাম্ ; কালে সহসম্ভববৎ দেশেঽপি সহসম্ভবাবিরোধাৎ, প্রাগভাবসত্ত্বেন উপাদানত্বাবিরোধাৎ চ ।৩

প্রাগভাবের অনুপপত্তিখণ্ডন ... ৭৮৯

ন চ অত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রাগভাবস্যাপি অনুপপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্ ; কালে ব্যভিচারাৎ ।৪। ন চ কালে প্রাগভাবা-ত্যন্তাভাবয়োঃ সামানাধিকরণ্যম্ ইদানীং ঘটাত্যন্তাভাবঃ, ইদানীং ঘটপ্রাগভাবঃ ইতি প্রতীতিবলাৎ অঙ্গীকৃতং, দেশে তু তদুভয়সামানাধিকরণ্যে ন কিঞ্চিদপি প্রমাণম্ ইতি বাচ্যম্। মিথ্যাত্বানুমিতেঃ শ্রুত্যাদেশ্চ প্রমাণত্বাৎ ।৫। বিষমসত্তাক-ভাবাভাবয়োঃ অবিরোধঃ পূর্ব্বম্ উপপাদিতঃ ।৬

অসতে অতিব্যাপ্তিবারণ ... ৮২৪

ন চ অসতি অতিব্যাপ্তিঃ, স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।৭

অসতের সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতি শ্রুতিবিরুদ্ধ . ৮২৪

ন চ "তদ্ধৈকে আহুঃ অসদেবেদমগ্রে আসীৎ" ইতি শ্রুত্যা অসতঃ সত্ত্বপ্রতীতেঃ তত্র অতিব্যাপ্তিঃ দুষ্পরিহরা ইতি বাচ্যম্; "সদেব ইদমগ্রে আসীৎ" ইত্যস্য অর্থস্য অভাবঃ এব নঞা প্রতিপাদ্যতে, ন তু অসতঃ সত্ত্বম্, বিরোধাৎ; অতো ন অতিব্যাপ্তিঃ।৮। সর্ব্বং চ অন্যৎ পূর্ব্বোক্তমেব অনুসন্ধেয়ম্ ইতি উপরম্যতে।৯

ইতি মিথ্যাত্বনিরূপণে চতুর্থমিথ্যাত্বলক্ষণম্।

অথ পঞ্চমমিথ্যাত্বলক্ষণম্।

মিথ্যাত্বের পঞ্চম লক্ষণ . ৮৩৯

সদ্বিবিক্তত্বং বা মিথ্যাত্বম্।১। সত্ত্বং চ প্রমাণসিদ্ধত্বম্; প্রমাণত্বং চ দোষাসহকৃতজ্ঞানকরণত্বম্; তেন স্বপ্নাদিবৎ প্রমাণসিদ্ধভিন্নত্বেন মিথ্যাত্বং সিদ্ধ্যতি।২

প্রমাণসিদ্ধত্ব অবাধ্যত্বব্যাপ্য . ৮৩৯

প্রমাণসিদ্ধত্বং চ অবাধ্যত্বব্যাপ্যম্ ইতি অন্যৎ।৩। অত্রাপি অসতি নির্ধর্ম্মকে ব্রহ্মণি চ অতিব্যাপ্তিবারণায় সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বং বিশেষণং দেয়ম্; তয়োঃ সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতি-বিষয়ত্বাভাবাৎ।৪

পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তির খণ্ডন ... ৮৩৯

অতএব "সদ্বিবিক্তত্বম্" ইত্যত্র সত্ত্বং সত্তাজাত্যধিকরণত্বং বা, আবাধ্যত্বং বা, ব্রহ্মরূপত্বং বা? আদ্যে ঘটাদৌ আবিশ্বক-

জাতেঃ ত্বয়া অভ্যুপগমেন অসম্ভবঃ, দ্বিতীয়ে বাধ্যত্বরূপ-মিথ্যাত্বপর্য্যবসানম্ ; তৃতীয়ে সিদ্ধসাধনম্ ইতি নিরস্তম্ ; অনভ্যুপগমাদেব ।৫ । সদসদ্‌বিলক্ষণত্বপক্ষোক্তযুক্তয়শ্চ অত্র অনুসন্ধেয়াঃ ।৬ । অবশিষ্টং দৃষ্টান্তসিদ্ধৌ বক্ষ্যামঃ ।৭

ইতি মিথ্যাত্বনিরূপণে পঞ্চমমিথ্যাত্বলক্ষণম্ ।

অথ মিথ্যাত্বসামান্যোপপত্তিঃ ।

মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বে জগৎসত্যত্বাপত্তি ৮৬৭

নমু উক্তমিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে প্রপঞ্চসত্যত্বাপাতঃ, একস্মিন্ ধর্ম্মিণি প্রসক্তয়োঃ বিরুদ্ধধর্ম্ময়োঃ একমিথ্যাত্বে অপরসত্যত্ব-নিয়মাৎ ।১ । মিথ্যাত্বসত্যত্বে চ তদ্‌বদেব প্রপঞ্চসত্যত্বাপত্তেঃ, উভয়থাপি অদ্বৈতব্যাঘাতঃ ইতি চেৎ ? ।২

মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বে জগতের সত্যত্ব সিদ্ধ হয় না ৮৬৭

ন, মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বেঽপি, প্রপঞ্চসত্যত্বানুপপত্তেঃ, ।৩ । তত্র হি বিরুদ্ধয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ একমিথ্যাত্বে অপরসত্ত্বম্, যত্র মিথ্যাত্বাবচ্ছেদকম্ উভয়বৃত্তি ন ভবেৎ ।৪ । যথা পরস্পর-বিরহরূপয়োঃ রজতত্বতদভাবয়োঃ শুক্তৌ, যথা বা পরস্পর-বিরহব্যাপকয়োঃ রজতভিন্নত্বরজতত্বয়োঃ তত্রৈব ; তত্র নিষেধ্য-তাবচ্ছেদকভেদনিয়মাৎ ।৫। প্রকৃতে তু নিষেধ্যতাবচ্ছেদকম্ একমেব দৃশ্যত্বাদি, যথা গোত্বাশ্বত্বয়োঃ একস্মিন্ গজে নিষেধে গজত্বাত্যন্তাভাবব্যাপ্যত্বং নিষেধ্যতাবচ্ছেদকম্ উভয়োঃ তুল্যম্ ইতি ন একতরনিষেধে অন্যতরসত্ত্বং তদ্বৎ ।৬

সত্যত্ব মিথ্যাত্ব পরস্পরবিরহরূপ বা বিরহব্যাপকরূপ নহে ... ৮৭৬

যথা চ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ ন পরস্পরবিরহরূপত্বম্, ন বা পরস্পরবিরহব্যাপকত্বং তথা উপপাদিতম্ অধস্তাৎ। ৭ পরস্পরবিরহরূপত্বেঽপি বিষমসত্তাকয়োঃ অবিরোধাৎ, ব্যাবহারিকমিথ্যাত্বেন ব্যাবহারিকসত্যত্বাপহারেঽপি কাল্পনিকসত্যত্বানপহারাৎ তার্কিকমতসিদ্ধসংযোগতদভাববৎ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ সমুচ্চয়াভ্যুপগমাৎ।৮

সত্ত্বাসত্ত্বনারা বাধ্যবাধক সম্বন্ধ ... ৮৭৬

একস্য সাধকেন অপরস্য বাধ্যত্বং বিষমসত্তাকত্বে প্রয়োজকম্, যথা শুক্তিরূপ্যতদভাবয়োঃ।৯। একবাধকবাধ্যত্বং চ সমসত্তাকত্বে প্রয়োজকম্, যথা শুক্তিরূপ্যশুক্তিভিন্নত্বয়োঃ।১০। অস্তি চ প্রপঞ্চতন্মিথ্যাত্বয়োঃ একব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যত্বম্।১১। অতঃ সমসত্তাকত্বাৎ মিথ্যাত্ববাধকেন প্রপঞ্চস্যাপি বাধাৎ ন অদ্বৈতক্ষতিঃ ইতি কৃতম্ অধিকেন।১২

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী
শ্রীচরণশিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বিরচিতায়াম্
অদ্বৈতসিদ্ধৌ প্রথমপরিচ্ছেদে মিথ্যাত্ব-
সামান্যোপপত্তিঃ।

ওঁ নমঃ শ্রীগণেশায়।

অদ্বৈতসিদ্ধিঃ।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথ দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণম্।

মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ।

প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্।১

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক উক্তলক্ষণে দোষোদ্ভাবন।

নমু প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বে অদ্বৈতহানিঃ, প্রাতিভাসিকত্বে সিদ্ধসাধনং, ব্যাবহারিকত্বেঽপি তস্য বাধ্যত্বেন তাত্ত্বিকসত্ত্বাঽবিরোধিতয়া অর্থান্তরম্, অদ্বৈতশ্রুতেঃ অতত্ত্বাবেদকত্বং চ তৎপ্রতিযোগিনঃ অপ্রাতিভাসিকস্য প্রপঞ্চস্য পারমার্থিকত্বং চ স্যাৎ ইতি চেৎ ?।১

অনুবাদ।

১। অক্ষরার্থ—অথবা প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধের যে প্রতিযোগিত্ব তাহাই মিথ্যাত্ব।১

যদি বলা হয়—প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধের তাত্ত্বিকত্ব হইলে অদ্বৈতহানি হয়, প্রাতিভাসিকত্ব হইলে সিদ্ধসাধন হয়, আর ব্যাবহারিকত্ব হইলে সেই নিষেধের বাধ্যত্বপ্রযুক্ত, তাত্ত্বিকসত্ত্বের অবিরোধিতানিবন্ধন অর্থান্তর হয়, অদ্বৈতশ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্ব হয়, এবং সেই নিষেধের প্রতিযোগী যে অপ্রাতিভাসিক প্রপঞ্চ, সেই অপ্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্ব হয়, ইত্যাদি—পূর্ব্বপক্ষ।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে—অদ্বৈত সিদ্ধ করিতে হইলে, দ্বৈত যে মিথ্যা, তাহা অগ্রে উপপাদন করিতে হয়। দ্বৈতের মিথ্যাত্ব উপপাদিত না হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি সম্ভবপর হয় না। এই উপপাদন স্বপক্ষসাধন ও পরপক্ষনিরাকরণ করিয়া করিতে হয়। আর তাহা আবার বাদ জল্প বা বিতণ্ডা নামক কথার কোন একটী কথা অবলম্বন করিয়া করিতে হয়, এবং এজন্য একজন মধ্যস্থ থাকা আবশ্যক হয়। এই মধ্যস্থ বিচারের পূর্ব্বে বিপ্রতিপত্তিবাক্য রচনা করেন। সেই বিপ্রতিপত্তি-বাক্যটী—"ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি ন বা"। মধ্যস্থের এই বাক্য-শ্রবণের পর সিদ্ধান্তী স্বপক্ষস্থাপনের জন্য একটী অনুমান করেন, যথা—

বিমতং মিথ্যা ... ... (প্রতিজ্ঞা)
দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ ... (হেতু)
যথা শুক্তিরজতম্ ... ... (উদাহরণ)

এখন এই অনুমানে সাধ্য মিথ্যাত্বটী কি—ইহা পূর্ব্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আর তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী পঞ্চপাদিকাকারের মতানু-সারে সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্বই মিথ্যাত্ব—ইহা বলিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই পঞ্চপাদিকাগ্রন্থের বিবরণকার পূজ্যপাদ প্রকাশাত্মযতির মতানুসারে সেই মিথ্যাত্বের অন্যপ্রকার লক্ষণ বলিতেছেন।

বিবরণাচার্য্য তাঁহার বিবরণগ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, **প্রতি-পন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বম্, বাধক-জ্ঞানসিদ্ধস্য প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিত্বলক্ষণস্য মিথ্যাত্বস্য** ইত্যাদি। সেই বিবরণবাক্যের তাৎপর্য্যানুসারে অদ্বৈত-সিদ্ধিকার "প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্" এইরূপ মিথ্যাত্বের লক্ষণ করিয়াছেন। **নেহ নানাস্তি কিঞ্চন** এই শ্রুতির অর্থ লইয়াই বিবরণাচার্য্য—এই মিথ্যাত্বলক্ষণটী প্রদর্শন

করিয়াছেন। এক্ষণে বিবরণমতানুসারী এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অভিপ্রায় কি, তাহাই দেখান যাইতেছে—**"প্রতিপন্নোপাধৌ"** ইতি।

প্রতি-উপসর্গপূর্ব্বক পদ্ ধাতু কর্ম্মবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয় করিয়া প্রতিপন্ন-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। আর এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে **প্রতিপন্ন-পদের অর্থ—প্রতিপত্তির বিষয়।** প্রতিপত্তির অর্থ—জ্ঞান, সুতরাং জ্ঞানের বিষয়—এইরূপই প্রতিপন্ন-পদের অর্থ হইবে। আর **উপাধি-পদের অর্থ**—অধিকরণ। "উপ সমীপে আধীয়তে অস্মিন্" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে উপাধিপদের অর্থ—অধিকরণ বা আধারই হইয়া থাকে। সুতরাং "প্রতিপন্নোপাধৌ" এই অংশের অর্থ হইল যে, প্রতিপন্ন অর্থাৎ প্রতিপত্তির বিষয় যে উপাধি অর্থাৎ অধিকরণ তাহাতে।

আর এতাদৃশ প্রতিপন্নোপাধিতে যে ত্রৈকালিক নিষেধ, তাহার যে প্রতিযোগিত্ব, তাহাই মিথ্যাত্ব। **ত্রৈকালিক-পদের অর্থ**—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিনকালে বিদ্যমান যে, তাহা; অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান। আর **নিষেধ-পদের অর্থ**—সংসর্গাভাব। সুতরাং সর্ব্বদা বিদ্যমান সংসর্গাভাব অত্যন্তাভাবই হইবে, আর তাহাই ত্রৈকালিক নিষেধ পদের অর্থ। ধ্বংস ও প্রাগভাব সংসর্গাভাব হইলেও তাহা সর্ব্বদা বিদ্যমান নহে। ত্রৈকালিক বিশেষণদ্বারা এই দুইটী অভাবের ব্যাবর্ত্তন করা হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, "প্রতিপন্নোপাধৌ" এইস্থলে প্রতিপন্ন-পদের অর্থ—জ্ঞানের বিষয় বলা হইয়াছে—এই জ্ঞান ভ্রমরূপ কি প্রমারূপ গ্রহণ করিতে হইবে? যদি বলা যায়—এই জ্ঞান প্রমারূপ, তাহা হইলে প্রতিপন্ন-পদের অর্থ—প্রমাজ্ঞানের বিষয়—এইরূপ হইবে। আর তাহাতে, প্রতিযোগীর আধাররূপে প্রমিত অধিকরণে প্রতিযোগীর ত্রৈকালিক নিষেধ বলিতে গেলে বিরোধ হইবে। কারণ, যে, যেস্থলে প্রমিত, সেস্থলে তাহার ত্রৈকালিক নিষেধ থাকিতে পারে না।

ত্রৈকালিক নিষেধ থাকিলে সে আর সেস্থলে প্রমিত হইতে পারে না।

আর যদি উক্ত জ্ঞানকে প্রমারূপ না বলিয়া ভ্রমরূপ বলা যায়, তবে, অর্থ হইবে যে, ভ্রান্তিরদ্বারা প্রতীত অধিকরণে যে ত্রৈকালিক নিষেধ তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। ইহা বলিলে উক্তরূপ নিষেধ দ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকৃত বলিয়া সিদ্ধসাধনতা দোষ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানদ্বারা যে যেস্থলে আছে জানা যায়, তাহার সেই স্থলে ত্রৈকালিক নিষেধ পূর্ব্বপক্ষীও স্বীকার করেন বলিয়া সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়। **এজন্য উক্ত প্রতীতিকে** ভ্রমরূপে বা প্রমারূপে গ্রহণ না **করিয়া ভ্রমপ্রমাসাধারণ প্রতীতিমাত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে।** সুতরাং প্রতিপন্নপদের অর্থ—প্রতীতিমাত্রের বিষয়।

এখন যদি প্রতিপন্ন-পদের অর্থ প্রতীতিমাত্রের বিষয় হয়, তবে, প্রতীতির বিষয়ত্ব কেবলান্বয়ী বলিয়া তাহা সর্ব্বত্রই সুলভ হইবে। এজন্য সত্য বস্তুর যাহা অনধিকরণ, তাহাও প্রতীতিবিষয় অর্থাৎ প্রতিপন্ন হইতে পারে। আর সেই সত্যবস্তুর অনধিকরণ যে কোন ধর্ম্মের অধিকরণ যে প্রতিপন্ন উপাধি, তাহাতে সেই সত্যবস্তুর ত্রৈকালিক অভাব আছে বলিয়া সিদ্ধসাধন দোষই হয়। এই সিদ্ধসাধনতা দোষ নিবারণ করিবার জন্য **প্রতিপন্নপদের অর্থ**—প্রতীতির বিষয় মাত্র না বলিয়া **স্বপ্রকারকপ্রতীতির বিষয়** বলিতে হইবে। আর এই **স্ব**-পদের অর্থ—মিথ্যাত্বের অভিমত বস্তু শুক্তিরজতাদি। তাহাতে লক্ষণের অর্থ হইল এই যে, **"মিথ্যাত্বে অভিমত বস্তু প্রকারক যে প্রতীতি সেই প্রতীতির বিষয়ই প্রতিপন্ন, এই প্রতিপন্নরূপ যে উপাধি তাহাতে যে ত্রৈকালিক নিষেধ তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব।** এরূপ বলিলে আর পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধসাধনতা দোষের অবকাশ থাকে না। কারণ, জ্ঞানবিষয় যে কোন

বস্তুতে যে কোন বস্তুর ত্রৈকালিক অভাব আর গ্রহণ করা যাইতে পারে না। জ্ঞানবিষয় যে কোন বস্তু, স্বপ্রকারক জ্ঞানের বিষয় নহে। স্বপ্রকারক জ্ঞানের বিষয় যে যে হইবে, সেই সমস্ত ধর্ম্মীতে 'স্ব'এর ত্রৈকালিক নিষেধ সাধন করিলে 'স্ব'এর মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইবে, কিন্তু সিদ্ধসাধনতা হইবে না। স্বপ্রকারকধীবিশেষ্যতার ব্যাপক যে ত্রৈকালিক-নিষেধ তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এস্থলে বলিতে হইবে।

উপাধিপদের অর্থ—অধিকরণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই অধিকরণার্থক উপাধি শব্দটী মিথ্যাত্বলক্ষণের ঘটক নহে। অর্থাৎ উপাধি শব্দটী না দিলে লক্ষণের কোন ক্ষতি নাই। এই পদটী অব্যাবর্ত্তক। তথাপি যে "প্রতিপন্নে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব" না বলিয়া "প্রতিপন্নোপাধৌ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, এতদ্দ্বারা প্রতিপত্তির বিশেষ্যরূপ বিষয়কে বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে। কারণ, প্রতি-পূর্ব্বক পদ্-ধাতু কর্ম্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়া প্রতিপন্ন পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, আর তাহাতে প্রতিপন্ন পদের অর্থ—প্রতিপত্তির বিষয়। কারণ, ক্ত-প্রত্যয়দ্বারা প্রতিপত্তির বিষয়ত্বরূপ কর্ম্মত্ব বুঝাইতেছে। যদিও বিশেষণ, বিশেষ্য ও বিশেষণবিশেষ্যের সম্বন্ধ এই তিনটীই প্রতিপত্তির বিষয় হইয়া থাকে, তথাপি **এস্থলে প্রতিপত্তির বিষয় বলিতে প্রতিপত্তির বিশেষ্যকেই গ্রহণ করিতে হইবে।** প্রতিপন্ন-পদদ্বারা প্রতিপত্তির যে কোন বিষয়কে না বুঝিয়া প্রতিপত্তির বিশেষ্যরূপ বিষয় বুঝিতে হইবে। এই ক্ত-প্রত্যয়ার্থ বিশেষ্যত্বরূপ বিষয়তা লাভ করিবার জন্য অধিকরণার্থক উপাধি-পদটী দেওয়া হইয়াছে।

লক্ষণের যেরূপ অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বত্র ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, লক্ষণের—এইরূপ অর্থই পর্য্যবসিত হইতেছে। যেহেতু যেস্থলে যাহার প্রসক্তি নাই, সেস্থলে যে তাহার

অভাব আছে, তাহা ত নির্ব্বিবাদ। আর যে যেস্থলে যাহার প্রসক্তি আছে, সেই সেই স্থলেও তাহার অভাব সিদ্ধ হইলে সেই বস্তুর সর্ব্বত্র নিষেধই লব্ধ হইতেছে। আর তাহাই যদি হইল তবে, সর্ব্বত্র ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এইরূপ বলিলেই চলিতে পারে। আর "প্রতিপন্নোপাধৌ" এরূপ বলিবার আবশ্যকতা কি?

কিন্তু এরূপ আপত্তি করা চলে না। কারণ, শশবিষাণাদি অলীক-বস্তু সর্ব্বত্র ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং মিথ্যাত্বলক্ষণটীর অলীক শশবিষাণাদিতে অতিব্যাপ্ত হয়। এই অতি-ব্যাপ্তিনিবারণের জন্য **"প্রতিপন্নোপাধৌ"** এইরূপ বলা হইয়াছে। এই প্রতিপন্নপদের অর্থ যে 'স্বপ্রকারক প্রতীতির বিশেষ্য' তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অলীকবস্তু প্রতীতির বিষয়ই হয় না বলিয়া অলীক-প্রকারক প্রতীতি অপ্রসিদ্ধ। শশবিষাণাদি শব্দজন্য বিকল্পবৃত্তির বিষয় হইলেও শশবিষাণাদিতে জ্ঞানের বিষয়তা থাকে না। অর্থাৎ অলীকবস্তু জ্ঞানের বিষয় হয় না। বিকল্পবৃত্তি ইচ্ছাসুখাদির মত অন্তঃকরণবৃত্তি হইলেও তাহা জ্ঞানরূপ নহে। বিকল্পবৃত্তি যে জ্ঞানরূপ নহে তাহা বিশদরূপে পরে বলা যাইবে। সুতরাং লক্ষণটীর অর্থ এইরূপ হইল যে, **স্বপ্রকারক প্রতীতির বিশেষ্যতার ব্যাপক যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব।১**

২। পূজ্যপাদ বিবরণাচার্য্যের মতের অনুসরণ করিয়া এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণটী যেরূপ হইবে তাহা বলা হইল। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব শঙ্কা করিতেছেন—**"ননু"** ইত্যাদি। ইহার অভিপ্রায়—সিদ্ধান্তী যে পতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিয়াছেন তাহা সমীচীন নহে, যেহেতু তাহাতে বক্ষ্যমাণ বহু দোষের সম্ভাবনা হয়; যথা—

সিদ্ধান্তী যে মিথ্যাত্বের ঘটক ত্রৈকালিক নিষেধ বলিয়াছেন সেই

ত্রৈকালিক নিষেধটীকে সিদ্ধান্তী কিরূপ স্বীকার করিবেন? তাহা কি তাত্ত্বিক, অথবা প্রাতিভাসিক কিংবা ব্যাবহারিক? ইহাদের মধ্যে যে কোনরূপেই বলা যাইবে তাহাতেই দোষ হইবে। তাহাই পূর্ব্বপক্ষী দেখাইতেছেন—**"ত্রৈকালিক নিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বে"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—প্রপঞ্চতাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্মে যদি প্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধটী তাত্ত্বিক হয়, অর্থাৎ পারমার্থিক হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতহানি হয়। অর্থাৎ অপসিদ্ধান্ত দোষ হয়। যেহেতু ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চনিষেধ এই দুইটী পারমার্থিক বস্তু স্বীকার করাতে ব্রহ্মাদ্বৈতরূপ সিদ্ধান্তের হানি ঘটে। সুতরাং সিদ্ধান্তহানিভয়ে উক্ত নিষেধটীকে তাত্ত্বিক বলিয়া সিদ্ধান্তী স্বীকার করিতে পারেন না। ইহাই হইল নিষেধের তাত্ত্বিক অর্থ স্বীকারে দোষ।

আর যদি বলা যায়—ত্রৈকালিক নিষেধটী প্রাতিভাসিক, তবে তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী দোষ দেখাইতেছেন—**"প্রাতিভাসিকত্বে"** ইতি। মিথ্যাত্বের ঘটক ব্রহ্মে যে প্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধ তাহার প্রাতিভাসিকত্ব স্বীকার করিলে অর্থাৎ নিষেধটী প্রাতিভাসিক হইলে **"সিদ্ধসাধনম্"** অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রপঞ্চের নিষেধটী প্রাতিভাসিক হইলে সেই নিষেধের প্রতিযোগী যে প্রপঞ্চ সেই প্রপঞ্চের সত্যত্ব নিরস্ত হয় না। প্রপঞ্চের সত্যত্বের অবিরোধী উক্ত প্রাতিভাসিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চে সিদ্ধ করিলে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়। অভাবটী প্রাতিভাসিক বলিয়া সেই অভাবের প্রতিযোগীর প্রাতিভাসিকত্ব অর্থাৎ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহাই হইল উক্ত নিষেধের প্রাতিভাসিকত্ব স্বীকারে দোষ।

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী ত্রৈকালিক নিষেধের ব্যাবহারিকত্বপক্ষে দোষ দেখাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—**"ব্যাবহারিকত্বেঽপি"** ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধ ব্যাবহারিক হইলেও অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রমাবাধ্য হইলেও **"তস্য"** অর্থাৎ উক্ত ত্রৈকালিক নিষেধের

"**বাধ্যত্বেন**" অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যত্বপ্রযুক্ত "**তাত্ত্বিকসত্ত্বাবিরোধিতয়া**" অর্থাৎ উক্ত নিষেধ, প্রতিযোগী প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকসত্ত্বের অবিরোধী হয় বলিয়া "**অর্থান্তরম্**" অর্থাৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমানের প্রয়োজন হইতে অন্য সাধ্যমাত্রের সিদ্ধিরূপ অর্থান্তর দোষ হইবে।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধটী ব্যাবহারিক বলিয়া ব্রহ্মপ্রমার দ্বারা বাধ্য হয়, সুতরাং এই বাধ্য নিষেধের প্রতিযোগিতাটী প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বের বিরোধী নহে। প্রপঞ্চ পারমার্থিক হইয়াও বাধ্য নিষেধের প্রতিযোগী হইতে পারে। যাহার যেস্থলে ব্যাবহারিক নিষেধ থাকিবে সেস্থলে তাহা ব্যাবহারিক হইতে পারিবে না, ইহাই নিয়ম। এজন্য ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চ ব্যাবহারিক হইতে পারিবে না। কিন্তু প্রপঞ্চ পারমার্থিক হইতে বাধা কি? সুতরাং উক্ত ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চে সিদ্ধ হইলেও প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বের হানি করিতে পারিল না বলিয়া অর্থান্তর দোষ হইল।

এস্থলে যে অর্থান্তর দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা উপলক্ষণ মাত্র। কারণ, নিষেধের ব্যাবহারিকত্ব স্বীকার করিলে বাধদোষও হইবে। অর্থাৎ এস্থলে অর্থান্তর ও বাধ এই উভয় দোষই হইবে। যেহেতু সিদ্ধান্তী প্রপঞ্চকে ব্যাবহারিক বলিয়া স্বীকার করেন। এই ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের অধিকরণ ব্রহ্মে প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক নিষেধ সাধন করিলে বাধ হয়।

এই ত্রৈকালিক নিষেধের ব্যাবহারিকত্ব স্বীকার করিলে আরও যে দোষ হয় তাহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—"**অদ্বৈতশ্রুতেঃ**" ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বটী—"**নেহ নানাস্তি কিঞ্চন**" এই শ্রুতি অনুসারে গৃহীত হইয়াছে—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রপঞ্চতাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্মে প্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধ-

প্রতিপাদনই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। এই শ্রুতির তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত উক্ত নিষেধটীকে ব্যাবহারিক বলিয়া স্বীকার করিলে ব্যাবহারিক বস্তুও সিদ্ধান্তীর মতে মিথ্যা বলিয়া—উক্ত শ্রুতি মিথ্যাভূত নিষেধপ্রতিপাদক হয়, এজন্য অতত্ত্বাবেদক হইয়া পড়ে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষী দেখাইতেছেন—**"অদ্বৈতশ্রুতেঃ অতত্ত্বাবেদকত্বম্"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—ব্রহ্মে দ্বৈতাভাব ব্যাবহারিক বলিয়া ব্রহ্মে মিথ্যাভূত দ্বৈতাভাব প্রতিপাদন করিলে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি দ্বৈতাভাবপ্রতিপাদক শ্রুতির বাধিতার্থপ্রতিপাদকত্বপ্রযুক্ত অতত্ত্বাবেদকত্ব দোষ হয়। যেহেতু বাধিত অর্থই অতত্ত্ব ও অবাধিত অর্থই তত্ত্ব।

এই নিষেধের ব্যাবহারিকত্ব পক্ষে আরও দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**"তৎপ্রতিযোগিনঃ"** ইত্যাদি। অর্থাৎ নিষেধ ব্যাবহারিক হইলে সেই ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী যে প্রপঞ্চ তাহার **"পারমার্থিকত্বং স্যাৎ"** অর্থাৎ পারমার্থিকত্বাপত্তিই হইয়া পড়ে। উক্ত নিষেধটী ব্যাবহারিক হইলে সেই ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চকে অবশ্যই পারমার্থিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অভিপ্রায় এই যে, সমানসত্তাক ভাব ও অভাবের একত্র অবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়া প্রপঞ্চনিষেধ ব্যাবহারিক হইলে তাহার প্রতিযোগী প্রপঞ্চ ব্যাবহারিক হইতে পারিবে না।

ইহাতে আপত্তি হয় এই যে, প্রপঞ্চ ব্যাবহারিক হইতে না পারিলেও প্রাতিভাসিক হইতে পারিবে, আর তাহাতে ত সিদ্ধান্তীর ইষ্টই সিদ্ধ হইবে। এজন্য পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**"তৎপ্রতিযোগিনঃ অপ্রাতিভাসিকস্য"** ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রপঞ্চ সিদ্ধান্তীর মতে অপ্রাতিভাসিক। যেহেতু তাহা ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্য। এই অপ্রাতিভাসিক প্রপঞ্চ যদি ব্যাবারিকও হইতে না পারে, তবে তাহা অবশ্যই পারমার্থিক হইবে। সুতরাং এই প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিক

নিষেধের পারমার্থিকত্ব, প্রাতিভাসিকত্ব বা ব্যাবহারিকত্ব স্বীকার করিলে প্রদর্শিত রীতিতে বহুদোষই হইয়া পড়ে। আর তজ্জন্য প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধ কোনরূপেই নিরূপিত হইতে পারে না। ইহাই পূর্ব্বপক্ষী মাধ্বগণের অভিপ্রায়।২

টীকা

১। 'কিম্ ইদং মিথ্যাত্বং সাধ্যতে' ইতি পৃচ্ছায়াং পঞ্চপাদিকামতানুসারেণ, সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপং মিথ্যাত্বম্ উক্তম্। ইদানীং পঞ্চপাদিকাবিবরণকৃতাং প্রকাশাত্মশ্রীচরণানাং মতম্ অনুসৃত্য মিথ্যাত্বং নিরূপয়ন্ বিবরণবাক্যমেব তাৎপর্য্যতঃ দর্শয়তি—"**প্রতিপন্নোপাধৌ**" ইতি। বিবরণে হি "প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বম্" "বাধকজ্ঞানসিদ্ধস্য প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিত্বলক্ষণস্য মিথ্যাত্বস্য" ইত্যাদিকম্ উক্তম্। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি শ্রুত্যর্থম্ আদায় এব বিবরণাচার্য্যৈঃ ইদং মিথ্যাত্বলক্ষণম্ উক্তম্। **প্রতিপন্নোপাধৌ** ইতি। প্রতিপন্নঃ প্রতীতিবিশেষ্যঃ যঃ উপাধিঃ অধিকরণং তস্মিন্ তন্নিষ্ঠ ইত্যর্থঃ। উপ-সমীপে আধীয়তে অস্মিন্ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা উপাধিপদম্ অধিকরণপরম্। প্রতিপন্নত্বং চ অত্র ন প্রমিতত্বং, তথা সতি প্রতিযোগ্যাধারত্বেন প্রমিতে অধিকরণে প্রতিযোগিনঃ ত্রৈকালিকনিষেধে বিরোধঃ স্যাৎ। নাপি ভ্রান্তিপ্রতিপন্নত্বং, তথা সতি প্রতিযোগ্যাধারত্বেন ভ্রান্ত্যা প্রতীতে অধিকরণে প্রতিযোগিনঃ ত্রৈকালিকনিষেধস্য ইষ্টত্বেন সিদ্ধসাধনং স্যাৎ। তথাচ প্রতিপন্নত্বম্ অত্র প্রতিপত্তিঃ ন প্রমারূপা, নাপি ভ্রান্তিরূপা, কিন্তু ভ্রমপ্রমাসাধারণী প্রতীতিরেব। তেন প্রতিপন্নত্বং প্রতীতত্বম্ ইতি যাবৎ। এবং চ সতি প্রতিপন্নে প্রতীতিবিশেষ্যে উপাধৌ অধিকরণে বর্ত্তমানঃ যঃ ত্রৈকালিকঃ নিষেধঃ তৎপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্ ইত্যায়াতম্। তথাচ সতি জ্ঞানবিশেষ্যতায়াঃ সর্ব্বত্র সুলভত্বেন ঘটবৎ কপালম্ ইত্যাদি

জ্ঞানবিশেষ্যো কপালে বর্ত্তমানঃ যঃ ত্রৈকালিকঃ নিষেধঃ তৎপ্রতি-
যোগিত্বস্য পটাদৌ সত্ত্বেন সিদ্ধসাধনতা স্যাৎ। অতঃ প্রতিপন্নপদস্য
প্রতীতিবিশেষ্যমাত্রং ন অর্থঃ, কিন্তু প্রতিপন্নে ইত্যস্য স্বপ্রকারক-
প্রতীতিবিশেষ্যে ইত্যর্থঃ গ্রাহ্যঃ। অত্র স্বপদং মিথ্যাত্বেন অভিমত-
পরম্। তথাচ মিথ্যাত্বেন অভিমতরজতাদিপ্রকারক প্রতীতিবিশেষ্য-
নিষ্ঠত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য মিথ্যাত্বেন ন পূর্ব্বোক্তসিদ্ধ-
সাধনতায়াঃ অবকাশঃ। পটাদীনাং কপালাদিনিষ্ঠত্রৈকালিকনিষেধস্য
পটপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যনিষ্ঠত্বাভাবাৎ। অত্র অধিকরণাংশকোপাধি-
পদং ন লক্ষণঘটকম্, ব্যাবৃত্ত্যজনকত্বাৎ, কিন্তু প্রতিপন্নপদঘটক-
ক্ত-প্রত্যয়ার্থবিষয়তায়াঃ বিশেষ্যত্বরূপত্বলাভায় এব।

ন চ প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য মিথ্যাত্বে
প্রদর্শনীয়ে সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য এব মিথ্যাত্বম্
আস্থাতম্। যতঃ যত্র যস্য প্রসক্তিঃ নাস্তি তত্র তস্যাভাবে অবিবাদঃ
এব। যত্র যস্য প্রসক্তিঃ তত্রাপি তস্য অভাবে সর্ব্বত্র ত্রৈকালিক-
নিষেধপ্রতিযোগিত্বম্ পর্য্যবসিতম্। তথা চ সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধ-
প্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বম্ অস্তু, কৃতং প্রতিপন্নোক্ত বিশেষণ-
প্রক্ষেপেণ ইতি বাচ্যম্। শশবিষাণাদ্যসদ্ব্যাবর্ত্তনায় উক্তবিশেষণস্য
আবশ্যকত্বাৎ। সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং শশবিষাণাদৌ
অলীকেঽপি অস্তি। তেন মিথ্যাত্বলক্ষণং তত্র অতিব্যাপ্তং মাভূৎ ইতি
প্রতিপন্নোক্ত বিশেষণম্। প্রতিপন্নপদস্য স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যম্
অর্থঃ ইতি উক্তং প্রাক্। অলীকস্য প্রতীতিবিষয়ত্বাভাবেন অলীক-
প্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যমেব অপ্রসিদ্ধম্। শশবিষাণেত্যাদি-শব্দজন্য-
বিকল্পবৃত্তিবিষয়েঽপি শশবিষাণাদীনাং জ্ঞানবিষয়ত্বাভাবাৎ। বিকল্প-
বৃত্তেশ্চ ইচ্ছাসুখাদিবৎ অন্তঃকরণবৃত্তিত্বেঽপি জ্ঞানরূপত্বং নাস্তি।
এতৎ চ অগ্রে স্ফুটী ভবিষ্যতি।

অত্র ত্রৈকালিকঃ সর্ব্বদা বিদ্যমানঃ যো নিষেধঃ সংসর্গাভাবঃ স এব ত্রৈকালিকনিষেধঃ, অত্যন্তাভাবঃ ইত্যর্থঃ। অত্র ত্রৈকালিকপদেন ধ্বংস-প্রাগ্‌ভাবয়োঃ ব্যাবৃত্তিঃ। তয়োঃ সর্ব্বদা বিদ্যমানত্বাভাবাৎ। তথাচ স্বপ্রকারকধীবিশেষ্যতাব্যাপকীভূতো যঃ অত্যন্তাভাবঃ তস্য প্রতিযোগিত্বম্ এব মিথ্যাত্বম্ ইতি ফলিতম্। স্যাদেতৎ, ইদানীং "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুত্যা প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব-রূপং মিথ্যাত্বং কথম্ আয়াতম্ ইতি বিবেচনীয়ম্। তদ্ ইত্থম্—"নানা" ব্রহ্মভিন্নং "কিঞ্চন" বস্তুসামান্যং, তথাচ "নানা কিঞ্চন" ইত্যস্য ব্রহ্মভিন্নং বস্তুসামান্যম্ অর্থঃ, তস্য চ "ন" ইতি নঞ্‌ অর্থে অত্যন্তাভাবে প্রতিযোগিতয়া অন্বয়াৎ ব্রহ্মভিন্নবস্তুসামান্যাভাবঃ লভ্যতে। তস্য চ "অস্তি" ক্রিয়য়া অন্বয়ঃ। তেন "ন নানা কিঞ্চন অস্তি" ইত্যস্য অস্তিত্ব-বিশিষ্টব্রহ্মভিন্নবস্তুসামান্যাভাবঃ অর্থঃ। তস্মিন্ সামান্যাভাবে "ইহ" পদার্থস্য দৃশ্যতাদাত্ম্যাপন্নব্রহ্মনিরূপিতাধেয়তায়াঃ অন্বয়ঃ। তথাচ অস্তিত্ববিশিষ্টব্রহ্মভিন্নবস্তুসামান্যাভাবঃ দৃশ্যতাদাত্ম্যাপন্নব্রহ্মনিরূপিতা-ধেয়তাশ্রয়ঃ ইত্যর্থঃ।১

২। বিবরণকৃতাং মতম্ অনুসৃত্য মিথ্যাত্বলক্ষণম্ উক্তম্। অত্র পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কতে—"**নন্বু**" ইত্যাদি। সিদ্ধান্তিনা উক্তরূপনিষেধ-প্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বং যদ্ উক্তং, তৎ বক্ষ্যমাণদূষণগণগ্রাসাৎ ন সমীচীনম্। তথাহি সিদ্ধান্তিনা মিথ্যাত্বঘটকতয়া যঃ ত্রৈকালিকনিষেধঃ উক্তং, সঃ তন্মতে তাত্ত্বিকো বা প্রাতিভাসিকঃ বা, ব্যাবহারিকো বা? সর্ব্বথাপি ন সঙ্গচ্ছতে। যতঃ উক্তনিষেধস্য "**তাত্ত্বিকত্বে অদ্বৈত-হানিঃ**" প্রপঞ্চতাদাত্ম্যাপন্নে ব্রহ্মণি প্রপঞ্চনিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বে পার-মার্থিকত্বে "অদ্বৈতহানিঃ"—ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চনিষেধস্য চ তাত্ত্বিকত্বেন পারমার্থিকবস্তুদ্বয়াঙ্গীকারাৎ ব্রহ্মাদ্বৈতসিদ্ধান্তহানিঃ। সিদ্ধান্তহানিভিয়া নিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বং ত্বয়া ন অঙ্গীকর্ত্তুম্ শক্যতে ইতি ভাবঃ। দ্বিতীয়ে

ত্রৈকালিকনিষেধস্য প্রাতিভাসিকত্বে দোষম্ আহ—"**প্রাতিভাসিকত্বে**" ইতি। ব্রহ্মণি প্রপঞ্চপ্রতিযোগিকত্রৈকালিকনিষেধস্য প্রাতিভাসিকত্বে **সিদ্ধসাধনম্**—ব্রহ্মণি প্রপঞ্চস্য প্রাতিভাসিকত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বে প্রতিযোগিপ্রপঞ্চস্য সত্যত্বাবিরোধেন তাদৃশপ্রতিযোগিত্বসাধনে পূর্ব্বপক্ষিমতসিদ্ধস্য সাধনমেব স্যাৎ। অভাবস্য প্রাতিভাসিকত্বে তৎপ্রতিযোগিনঃ প্রাতিভাসিকত্বং ন সিধ্যতি ইতি ভাবঃ। ত্রৈকালিকনিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বপক্ষং দূষয়িতুম্ আহ—"**ব্যাবহারিকত্বেঽপি**" ইতি। ব্রহ্মণি প্রপঞ্চপ্রতিযোগিকত্রৈকালিকনিষেধস্য "ব্যাবহারিকত্বেঽপি" ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যত্বেঽপি "তস্য," প্রপঞ্চপ্রতিযোগিকত্রৈকালিকনিষেধস্য, "বাধ্যত্বেন" ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যত্বেন, "তাত্ত্বিকসত্ত্বাবিরোধিতয়া" উক্তনিষেধপ্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য ত্রৈকালিকসত্ত্ববিরোধিতয়া, "অর্থান্তরম্" প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানপ্রয়োজনাৎ অন্যস্য সাধ্যমাত্রস্য সিদ্ধ্যা অর্থান্তরম্।

অয়ং ভাবঃ—প্রপঞ্চপ্রতিযোগিকত্রৈকালিকনিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বেন ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যত্বে প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য পারমার্থিকত্বাবিরোধাৎ অর্থান্তরম্। ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যপ্রপঞ্চনিষেধাধিকরণে প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য সর্ব্বথা অবাধ্যত্বেনাপি উপপত্ত্যা অর্থান্তরম্। ব্যাবহারিকনিষেধেন প্রতিযোগিনঃ ব্যাবহারিকত্বাপহারেঽপি পারমার্থিকত্বানপহারাৎ ইতি ভাবঃ। অর্থান্তরম্ ইতি বাধস্যাপি উপলক্ষণম্। ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চাধিকরণে ব্যাবহারিকনিষেধস্য সাধনে বাধস্যাপি প্রসঙ্গঃ।

নিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বপক্ষে দোষান্তরম্ আহ—"**অদ্বৈতশ্রুতেঃ**" ইতি। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপং যৎ মিথ্যাত্বং তৎ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি শ্রুতিপ্রতিপাদ্যম্—ইত্যুক্তং বিপ্রতিপত্তিবিবেচনাবসরে। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য চ ব্যাবহারিকত্বাঙ্গীকারে ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যত্বেন মিথ্যাত্বাৎ। মিথ্যাভূতার্থ-

তাৎপর্য্যটীকায়াঃ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি অদ্বৈতশ্রুতেঃ অবাধিতার্থপ্রতিপাদকত্বাভাবেন অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। প্রপঞ্চতাদাত্ম্যাপন্নে ব্রহ্মণি প্রপঞ্চস্য ব্যাবহারিকত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিপাদনে উক্ত শ্রুতেঃ ব্যাবহারিকমিথ্যাভূতনিষেধপ্রতিপাদকত্বাৎ **"অতত্ত্বাবেদকত্বম্"**—ব্রহ্মণি দ্বৈতাভাবস্য ব্যাবহারিকত্বেন মিথ্যাত্বাৎ ব্রহ্মণি মিথ্যাভূতদ্বৈতাভাবস্য প্রতিপাদনে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতেঃ উক্তাভাবরূপবাধিতার্থপ্রতিপাদকতয়া অতত্ত্বাবেদকত্বম্। অস্মিন্ এব তৃতীয়পক্ষে দূষণান্তরং প্রদর্শয়িতুম্ আহ—**"তৎপ্রতিযোগিনঃ"** ইতি। "তৎপ্রতিযোগিনঃ" তস্য প্রপঞ্চপ্রতিযোগিকব্যাবহারিকনিষেধস্য প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য "পারমার্থিকত্বং স্যাৎ" ইতি। সমানসত্তাকয়োঃ ভাবাভাবয়োঃ একত্র বিরোধাৎ প্রপঞ্চনিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বে তৎপ্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য ব্যাবহারিকত্বাসম্ভবেঽপি রজতাত্যন্তাভাবস্য ব্যাবহারিকত্বেঽপি রজতস্য প্রাতিভাসিকত্ববৎ ব্যাবহারিকাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য প্রাতিভাসিকত্বেনাপি উপপত্তৌ পারমার্থিকত্বমেব কুতঃ ইত্যাশঙ্কায়াম্ আহ—**"অপ্রাতিভাসিকত্বেতি"**। প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্বেন অপ্রাতিভাসিকস্য ব্যাবহারিকত্বাসম্ভবেন পারমার্থিকত্বমেব বলাৎ স্যাৎ। তথাচ প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য পারমার্থিকত্বে প্রাতিভাসিকত্বে ব্যাবহারিকত্বে বা প্রদর্শিতদূষণগণগ্রাসাৎ তাদৃশঃ নিষেধঃ ন নিরূপয়িতুং শক্যতে ইতি পূর্ব্বপক্ষিণাম্ আশয়ঃ।২

তাৎপর্য্য।

দ্বিতীয় প্রকার মিথ্যাত্ব লক্ষণ ও তাহার অর্থ।

মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ—প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব। ইহা পূজ্যপাদ বিবরণাচার্য্য কথিত **"বাধ্যত্বং মিথ্যাত্বং"** ইহারই বিবরণ। বিবরণাচার্য্য এই বাধ্যত্বেরই দুইটী ব্যাখ্যা করিয়া-

ছেন—একটী জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব—যাহা তৃতীয় লক্ষণে কথিত হইবে। আর এই প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ বাধ্যত্বই দ্বিতীয় লক্ষণ। বাধ্যত্বই উক্তরূপ বুঝিতে হইবে। "বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" এই অনুমানে সাধ্য মিথ্যাত্বের বিবরণ—বাধ্যত্ব। আর তাহাই প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব। ইহা বিবরণাচার্য্যসম্মত মিথ্যাত্বের লক্ষণ। উক্ত লক্ষণের আক্ষরিক অর্থ এই—প্রতিপন্ন অর্থাৎ স্বপ্রকারক ধীবিশেষ্য। এস্থলে মিথ্যাত্বে অভিমত বস্তু শুক্তিরজতাদি স্ব-পদের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে হইল এই যে, প্রতিপন্ন পদের অর্থ—শুক্তিরজতাদি প্রকারক ধীবিশেষ্য, তাদৃশ বিশেষ্য যে উপাধি অর্থাৎ অধিকরণ, সেই উপাধিরূপ অধিকরণে যে ত্রৈকালিক নিষেধ, অর্থাৎ অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব।

ত্রৈকালিকনিষেধ পদের ব্যাবৃত্তি।

ত্রৈকালিক নিষেধ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, ঘটপ্রকারক ধীবিশেষ্য যে উপাধি তাহাতে, (যথা ঘটবৎ কপালং ইত্যাদি স্থলে,) অর্থাৎ কপালে ঘটের ভেদ আছে বলিয়া এই ভেদকেই যদি নিষেধ পদের দ্বারা গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে উক্ত ভেদের প্রতিযোগিত্ব ঘটে আছে, আর এই প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—এইরূপ হওয়ায় সিদ্ধসাধন দোষ হয়। এজন্য যৎকিঞ্চিৎ নিষেধ না বলিয়া ত্রৈকালিক নিষেধ অর্থাৎ অত্যন্তাভাব বলা হইয়াছে। প্রপঞ্চের সত্যত্ববাদিগণ কপালে ঘটের ত্রৈকালিক নিষেধ স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, যাহাতে যে বস্তু কোন কালে থাকে, তাহাতে তাহার ত্রৈকালিক নিষেধ থাকিতে পারে না।

প্রতিপন্নপদের ব্যাবৃত্তি।

আর ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—এইমাত্র বলিলে অসদ্ বস্তুও ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী হইয়া পড়ে বলিয়া অসদ্-

ব্যাবর্ত্তনের জন্য প্রতিপন্নত্বকে উপাধির বিশেষণ বলা হইয়াছে। যেহেতু অসদ্‌বস্তু শশবিষাণ কোন কালেই কোথাও থাকে না। উহা না বলিলে অর্থাৎ প্রতিপন্নত্ব বিশেষণ না দিলে অসদ্‌বস্তু শশবিষাণে মিথ্যাত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে।

প্রতিপন্নপদের অর্থবিচার।

প্রতিপন্ন পদের অর্থ প্রতীতিবিষয়ত্ব। আর প্রতীতিবিষয়ত্বটী কেবলান্বয়ী। এজন্য 'প্রতিপন্ন উপাধি' বলিলেও অর্থ এই হইবে যে, প্রতীতিবিষয় যে উপাধিরূপ অধিকরণ তাহা, সুতরাং সমগ্রের অর্থ হইবে—তাদৃশ অধিকরণে যে ত্রৈকালিক নিষেধ তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। কিন্তু তাহা বলিলে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। কারণ, প্রতীতি-বিষয় উপাধি যে তন্তু প্রভৃতি, তাহাতে ঘটের ত্রৈকালিক নিষেধ আছে বলিয়া উক্ত নিষেধপ্রতিযোগিত্ব ঘটে থাকিল। আর এজন্য যদি ঘটের মিথ্যাত্ব হয়, তাহা হইলে তাহা প্রপঞ্চসত্যত্ববাদিগণের মতে ইষ্টই বটে সুতরাং সিদ্ধসাধনই হয়। এজন্য **প্রতিপন্ন পদের অর্থ—স্বপ্রকারক ধীবিশেষ্য** বলা হইয়াছে, জ্ঞানবিষয়মাত্র অর্থ নহে। এখন ঘট-প্রকারকধীবিশেষ্য ত তন্তু নহে। সুতরাং তাহার বারণ হইল। এস্থলে স্ব-পদদ্বারা মিথ্যাত্বে অভিমত বস্তু বুঝিতে হইবে।

উক্ত অর্থে সিদ্ধসাধনতা শঙ্কা।

যদি বলা যায়—স্বপ্রকারকধীবিশেষ্যতা তন্তুতেও সম্ভাবিত হইতে পারে। যেহেতু, ঘটপ্রকারক ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বিষয়তা তন্তুতেও থাকিতে পারে; সুতরাং ঘটপ্রকারক ধীবিশেষ্য যে তন্তু তাহাতে ঘটের ত্রৈকালিক নিষেধ আছে বলিয়া উক্ত সিদ্ধসাধন দোষ দুর্ব্বার।

সিদ্ধসাধনতা শঙ্কার নিরাস।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, স্বপ্রকারকপ্রমারূপধীবিষয়ত্বরূপে পরাভি-মত যে বস্তু, তাহাই প্রতিপন্ন পদের অর্থ। এস্থলে পরাভিমত না বলিলে

লক্ষণের অসম্ভব দোষ হইয়া পড়ে। কারণ, যৎপ্রকারক প্রমা-বিশেষ্যতা যাহাতে আছে, তাহাতে তাহার ত্রৈকালিক নিষেধ থাকিতে পারে না। আর ঘটপ্রকারক প্রমাবিশেষ্যতা তন্তুতে পরাভিমত নহে বলিয়া সিদ্ধসাধন দোষও হয় না। স্বমতে ঘটপ্রকারক প্রমা-বিশেষ্যতা কপালে না থাকিলেও পরাভিমত প্রমাবিশেষ্যতা আছে বলিয়া মিথ্যাত্ব লক্ষণের সঙ্গতি হইতে পারে।

প্রতিপন্নপদের নিষ্কৃষ্ট অর্থ।

বস্তুতঃ কথা এই যে, প্রতিপন্নপদের অর্থ প্রতীতিবিশেষ্য হইলেও তাহাতে যে স্বপ্রকারকত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা তুচ্ছে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই দেওয়া হইয়াছে। আর এই স্বপ্রকারকত্ব বিশেষণ দেওয়াতেও 'অসৎ নৃশৃঙ্গ' এই বিকল্পরূপ প্রতীতির গ্রহণ করিয়া অসতে অতিব্যাপ্তি হইতে পারে; এজন্য স্বপ্রকারতাতে সত্ত্বাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণ দিতে হইবে। অর্থাৎ 'সত্ত্বাবচ্ছিন্ন স্বপ্রকারকধীবিশেষ্য' বলিতে হইবে। তুচ্ছ, সত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারকধীবিশেষ্য হইতে পারে না। এজন্য বিকল্প বৃত্তিকে জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিলেও লক্ষণের দোষ হয় না।

এই লক্ষণে অর্থান্তর ও সিদ্ধসাধনতার শঙ্কা।

এখন এই মিথ্যাত্বলক্ষণের বিবরণপ্রস্তাবে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে, আপণাদিস্থিত পারমার্থিক রজতই শুক্তিাদিরূপ প্রতিপন্নোপাধি-নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। অন্যত্রস্থিত সদ্বস্তু প্রতিপন্নোপাধিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী—ইহাই বিবরণাচার্য্যের উক্তি হইতে বুঝা যায়। তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও প্রপঞ্চে প্রতিপন্ন-উপাধি-নিষ্ঠত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব সাধন করিলেও প্রপঞ্চের সত্যত্ব থাকিতে কোন বাধা নাই। যেমন শুক্তিকাদিরূপ প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী হইয়াও আপণস্থ রজত পারমার্থিক বটে। সুতরাং অনুমান অর্থান্তর দোষগ্রস্ত হইল। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব-

সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রপঞ্চের সত্যত্ব লইয়া পর্য্যবসিত হইল অর্থাৎ সিদ্ধসাধন হইল।

উক্ত অর্থান্তরতা ও সিদ্ধসাধনতা শঙ্কানিরাস।

কিন্তু বস্তুতঃ এই সিদ্ধসাধন দোষও সম্ভাবিত হয় না। কারণ, সমবায় সম্বন্ধে ঘটপ্রকারকধীবিশেষ্য কপালাদিতে যে সংযোগ সম্বন্ধে ত্রৈকালিক নিষেধ, সেই নিষেধের প্রতিযোগী ঘট হইতে পারে, তাহাতে তাহার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং সম্বন্ধান্তরে স্থিত বস্তুর সম্বন্ধান্তরে অভাব প্রপঞ্চসত্যত্ববাদিগণ স্বীকারই করিয়া থাকেন। এজন্য বলিতে হইবে যে, "যে কোন প্রতিপন্ন উপাধিতে" এরূপ প্রতিপন্ন উপাধিপদের অর্থ নহে, কিন্তু **সমস্ত প্রতিপন্ন উপাধিতে প্রতিপত্তিবিষয়ীভূত সকল সম্বন্ধে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব**। তাহাতে সিদ্ধসাধন ও অর্থান্তর দোষের সম্ভাবনাই থাকে না।

ত্রৈকালিকনিষেধের স্বরূপবিচার। (পূর্ব্বপক্ষ)

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রতিপন্ন উপাধিতে যে ত্রৈকালিক নিষেধ বলা হইয়াছে, তাহা কি (১) তাত্ত্বিক অথবা (২) প্রাতিভাসিক অথবা (৩) ব্যাবহারিক?

ত্রৈকালিকনিষেধ তাত্ত্বিক হইলে অদ্বৈতহানির শঙ্কা।

এই ত্রিবিধ বিকল্প মনে করিয়াই "ননু" ইত্যাদি দ্বারা গ্রন্থকার পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবন করিতেছেন। ত্রৈকালিক নিষেধ যদি তাত্ত্বিক হয় তাহা হইলে অদ্বৈতহানি হয়। কারণ, ব্রহ্মও তাত্ত্বিক এবং ত্রৈকালিক নিষেধও তাত্ত্বিক—এইরূপে তাত্ত্বিক বস্তুদ্বয় স্বীকার হইয়া পড়ে। এই অদ্বৈতহানির ভয়ে সিদ্ধান্তী ত্রৈকালিকনিষেধের তাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং ত্রৈকালিক নিষেধ অতাত্ত্বিক বলিতে হইবে।

অতাত্ত্বিক হইলে সিদ্ধসাধনতার শঙ্কা।

আর অতাত্ত্বিক নিষেধ হইলে তাহা প্রাতিভাসিক অথবা ব্যাব-

হারিক হইবে। কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। যেহেতু প্রথমকল্পে অর্থাৎ অতাত্ত্বিক নিষেধকে প্রাতিভাসিক বলিলে সিদ্ধসাধন হইবে। কারণ, প্রাতিভাসিক যে ত্রৈকালিকনিষেধ তাহার প্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চের সত্যত্বের বিরোধী নহে। সুতরাং তাহা প্রপঞ্চসত্যত্ববাদিগণের ইষ্টই বটে, আর তজ্জন্য সিদ্ধসাধন হইল।

প্রপঞ্চনিষেধ প্রাতিভাসিক হইলে অর্থান্তরতার শঙ্কা।

আর অতাত্ত্বিকনিষেধকে প্রাতিভাসিক বলিলে তাহার আগন্তুক-দোষপ্রযুক্ত ভান বলিতে হইবে। আর তাহাতে যেমন ঘটবৎ ভূতলে ঘটপ্রতিযোগিক নিষেধ প্রাতিভাসিক হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রপঞ্চবিশিষ্ট ব্রহ্মে প্রপঞ্চপ্রতিযোগিক প্রাতিভাসিক নিষেধটী আগন্তুকদোষপ্রযুক্ত ভানরূপ অধ্যাসই সিদ্ধান্তীর মতে পর্য্যবসিত হইবে। আর অধ্যাসরূপ নিষেধের প্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চে সিদ্ধ করিলেও সিদ্ধান্তীর অভিমত প্রতিযোগী প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং অর্থান্তরতা দোষ হইবে। এইরূপে অতাত্ত্বিকনিষেধকে প্রাতিভাসিক বলিলে প্রতিবাদী প্রপঞ্চসত্যত্ববাদী, সিদ্ধান্তীর প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব অনুমানে সিদ্ধ-সাধন ও অর্থান্তরতা দোষ এতদুভয়ই উদ্ভাবন করিতে পারিবেন।

প্রপঞ্চনিষেধ ব্যাবহারিক এরূপ বলিলেও অর্থান্তরতার শঙ্কা।

আর দ্বিতীয়কল্পে অর্থাৎ সেই অতাত্ত্বিক নিষেধ যদি ব্যাবহারিক হয়, তবে তাহা ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য বলিয়া প্রপঞ্চের তাত্ত্বিকসত্তার অর্থাৎ সত্যত্বের বিরোধী হয় না। সুতরাং তাহা প্রতিবাদীর ইষ্টই বটে। আর তাহা হইলে সিদ্ধান্তীর মিথ্যাত্বানুমানে অর্থান্তরতা দোষই হইবে। সিদ্ধান্তীর মতে প্রতিযোগী ও নিষেধের সমসত্তাকত্ব হইলে বিরোধ হয়, অধিকসত্তাকপ্রতিযোগীর ন্যূনসত্তাক নিষেধ, প্রতিযোগীর বিরোধী নহে। বিরোধিতাপ্রযুক্ত ব্যাবহারিক প্রতিযোগীর অধিকরণে ব্যাবহারিক নিষেধ থাকিতে পারে না। সুতরাং নিষেধটীকে যখন ব্যাবহারিক বলা

হইয়াছে, তখন ব্যাবহারিকনিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চের ব্যাবহারিকত্ব স্বীকার করিলে বিরোধ হয় বলিয়া প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্ব স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। আর তাহা হইলে অতাত্ত্বিকনিষেধকে ব্যাবহারিক বলিলে অর্থান্তরতা দোষই হইল।

প্রপঞ্চনিষেধ ব্যাবহারিক বলিলে বাধদোষাশঙ্কা।

আর উক্ত অতাত্ত্বিকনিষেধকে ব্যাবহারিক বলিলে ব্যাবহারিক প্রতিযোগীর অধিকরণে ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাব সিদ্ধ করায় বাধদোষও হইবে। যেহেতু প্রতিযোগীর অধিকরণতাগ্রাহক প্রমাণই বাধক হইবে।

প্রপঞ্চনিষেধ ব্যাবহারিক বলিলে মিথ্যাত্বশ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্বশঙ্কা।

তাহার পর এই ত্রৈকালিক নিষেধের ব্যাবহারিকত্বপক্ষে আরও দোষ এই যে, ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিপাদক "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্বরূপ অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। যেহেতু এই শ্রুতির দ্বারা প্রপঞ্চের যে ত্রৈকালিক নিষেধ প্রতিপাদন করা হইয়াছে সেই নিষেধকে সিদ্ধান্তী ব্যাবহারিক অর্থাৎ মিথ্যাভূত নিষেধ বলিতেছেন। আর এই শ্রুতি এইরূপ মিথ্যানিষেধপ্রতিপাদক বলিয়া শ্রুতির যে তত্ত্বাবেদকত্বলক্ষণ প্রামাণ্য তাহা উক্ত শ্রুতিতে থাকিল না। যেহেতু সর্ব্বথা অবাধ্যবস্তুই তত্ত্ব, ব্যাবহারিক বস্তু ব্রহ্মপ্রমাবাধ্য বলিয়া তাহা তত্ত্ব হইতে পারে না। আর সিদ্ধান্তী "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতিকে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এই শ্রুতিটী আর তত্ত্বাবেদক প্রমাণ হইল না।

প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্ব শঙ্কা।

তাহার পর এই ত্রৈকালিক নিষেধের ব্যাবহারিকত্বপক্ষে আরও দোষ এই যে, শুক্তিরজতের অত্যন্তাভাব ব্যাবহারিক হইলেও প্রতিযোগী শুক্তিরজত যেমন প্রাতিভাসিক হয়, তদ্রূপ প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চ প্রাতিভাসিক হইবে—সিদ্ধান্তী এরূপ বলিতে

মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণে প্রথম সিদ্ধান্তপক্ষ।

ন, প্রপঞ্চনিষেধাধিকরণীভূতব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ নিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বেঽপি ন অদ্বৈতহানিকরত্বম্।৩

ন চ তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য তাত্ত্বিকত্বাপত্তিঃ, তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগিনি শুক্তিরজতাদৌ কল্পিতে ব্যভিচারাৎ।৪। অতাত্ত্বিকঃ এব বা নিষেধোঽয়ম্, অতাত্ত্বিকত্বেঽপি ন প্রাতিভাসিকঃ, কিন্তু ব্যাবহারিকঃ।৫

ন চ তর্হি নিষেধস্য বাধ্যত্বেন তাত্ত্বিকসত্ত্বাবিরোধিত্বাৎ অর্থান্তরম্ ইতি বাচ্যম্, স্বাপ্নার্থস্য স্বাপ্ননিষেধেন বাধদর্শনাৎ।৬। নিষেধস্য বাধ্যত্বং পারমার্থিকসত্ত্বাবিরোধিত্বে ন তন্ত্রম্, কিন্তু নিষেধ্যাপেক্ষয়া ন্যূনসত্তাকত্বম্, প্রকৃতে চ তুল্যসত্তাকত্বাৎ কথং ন বিরোধিত্বম্?৭

ন চ নিষেধস্য নিষেধে প্রতিযোগিসত্ত্বাপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্; তত্র হি নিষেধস্য নিষেধে প্রতিযোগিসত্ত্বম্ আয়াতি, যত্র নিষেধস্য নিষেধবুদ্ধ্যা প্রতিযোগিসত্ত্বং ব্যবস্থাপ্যতে, নিষেধমাত্রং * নিষিধ্যতে, যথা রজতে 'নেদং রজতম্', ইতি জ্ঞানা-

(পূর্ব্ববাক্যের তাৎপর্য্যশেষ।)

পারিবেন না। যেহেতু প্রপঞ্চ যে অপ্রাতিভাসিক তাহা সিদ্ধান্তী এবং পূর্ব্বপক্ষী উভয়েরই সম্মত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী যখন প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক হইতে পারে না, তখন সিদ্ধান্তীকে বাধ্য হইয়াই প্রতিযোগী প্রপঞ্চকে পারমার্থিক বলিতে হইবে। ইহাই হইল এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে প্রথম পূর্ব্বপক্ষ।

---

* (৮) "নিষেধমাত্রং নিষিধ্যতে" এস্থলে "ন নিষেধমাত্রং নিষিধ্যতে" পাঠও দেখা যায়, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে।

নত্বরম্ 'ইদং ন অরজতম্' ইতি জ্ঞানেন রজতং ব্যবস্থাপ্যতে; যত্র তু প্রতিযোগিনিষেধয়োঃ উভয়োরপি নিষেধঃ তত্র ন প্রতিযোগিসত্ত্বম্; যথা ধ্বংসসময়ে প্রাগ্ অভাবপ্রতিযোগিনোঃ উভয়োঃ নিষেধঃ। ৮। এবং চ প্রকৃতেঽপি নিষেধবাধকেন প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য তন্নিষেধস্য † চ বাধনাৎ তন্নিষেধস্য † বাধ্যত্বেঽপি ন প্রপঞ্চস্য তাত্ত্বিকত্বম্, উভয়োরপি নিষেধ্যতাবচ্ছেদকস্য দৃশ্যত্বাদেঃ তুল্যত্বাৎ।৯

ন চ অতাত্ত্বিকনিষেধবোধকত্বে শ্রুতেঃ অপ্রামাণ্যাপত্তিঃ, ব্রহ্মভিন্নং প্রপঞ্চতন্নিষেধাদিকম্ ‡ অতাত্ত্বিকম্ অতাত্ত্বিকত্বেন বোধয়ন্ত্যাঃ শ্রুতেঃ অপ্রামাণ্যাসম্ভাবৎ।১০

অনুবাদ।

৩। প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধের তাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করিলে অর্থাৎ প্রপঞ্চের আশ্রয় ব্রহ্মে যে প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধ, তাহা যদি পরমার্থ সত্য বলিয়া সিদ্ধান্তিগণ স্বীকার করেন, তবে অদ্বৈতহানি হয়—এইরূপ দোষ পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন, সেই দোষের সমাধান করিবার জন্য সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**"ন প্রপঞ্চ"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—ত্রৈকালিক নিষেধ তাত্ত্বিক হইলেও অর্থাৎ পরমার্থ সত্য হইলেও অদ্বৈতহানি হয় না। যেহেতু প্রপঞ্চের আশ্রয় ব্রহ্মে যে প্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধ, তাহা পরমার্থ সত্য হইলেও ত্রৈকালিক নিষেধের অধিকরণীভূত ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত অভিন্ন বলিয়া অদ্বৈতহানির সম্ভাবনা নাই। যদি তাত্ত্বিক নিষেধটী ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইত, তবে অদ্বৈতহানি দোষের

---

† (৯) "তন্নিষেধস্য" স্থলে "নিষেধস্য" পাঠ এবং ‡ "প্রপঞ্চতন্নিষেধাদিকম্ অতাত্ত্বিকম্" স্থলে "প্রপঞ্চনিষেধাদিকম্ অতাত্ত্বিকম্ ইতি" পাঠও আছে, তাহা সঙ্গত নহে।

সম্ভাবনা ছিল। কারণ, ব্রহ্মভিন্ন তাত্ত্বিক বস্তুর স্বীকার করিলেই অদ্বৈত-হানি হইয়া থাকে। এস্থলে ত্রৈকালিক নিষেধটীকে যে তাহার অধিকরণী-ভূত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে, তাহা কেবল নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মরূপেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ নিষেধটী কেবল নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত অভিন্ন। সর্ব্বত্রই অভাব কেবল অধিকরণস্বরূপে অধি-করণের সহিত অত্যন্ত অভিন্ন হইয়া থাকে। এস্থলেও ব্রহ্মরূপ অধিকরণে যে ত্রৈকালিক অভাব, তাহাও নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মস্বরূপে অধিকরণীভূত ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত অভিন্ন। সুতরাং ত্রৈকালিক নিষেধটীকে যে তাত্ত্বিক অর্থাৎ পরমার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা কেবল নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম-রূপেই করা হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত নিষেধটী অধিকরণস্বরূপ বলিয়াই এস্থলে পরমার্থ সত্য হইয়াছে। এই ত্রৈকালিক নিষেধ প্রদর্শিতরূপে পরমার্থ সত্য হইলেও প্রপঞ্চপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টরূপে অর্থাৎ ব্যাব-হারিকপ্রপঞ্চের সম্বন্ধিরূপে পরমার্থ সত্য নহে। কিন্তু তাহা তখন ব্যাব-হারিক। অর্থাৎ উক্ত ত্রৈকালিক নিষেধটী, অধিকরণরূপে পরমার্থ সত্য হইলেও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের সম্বন্ধিরূপে পরমার্থ সত্য নহে, কিন্তু ব্যাবহারিক।

পারমার্থিক ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এরূপ বলিলে শুক্তিরজত দৃষ্টান্তটী সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে, যেহেতু শুক্তিরজতের অধি-ষ্ঠানীভূত ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে শুক্তিরজতের ত্রৈকালিক নিষেধটী ব্যাব-হারিক বলিয়া ব্যাবহারিক ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্বই শুক্তি-রজতে আছে, পরমার্থিক ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব শুক্তিরজতে নাই। অথচ সিদ্ধান্তী পারমার্থিক ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব-রূপ মিথ্যাত্বই এস্থলে সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। এক্ষণে এরূপ আপত্তিরও আর অবসর রহিল না। কারণ, অধিষ্ঠানীভূত ইদমংশাব-চ্ছিন্ন চৈতন্যে যে শুক্তিরজতের অভাব, তাহা পারমার্থিক বলিয়াও

স্বীকার হইতে পারে, কারণ, শুক্তিরজতভ্রমে চৈতন্যই অধিষ্ঠান এবং শুক্তিগত ইদমংশ অধিষ্ঠানতাবচ্ছেদক, এই অধিষ্ঠানতাবচ্ছেদক ইদম্ বস্তু ব্যাবহারিক বলিয়া ব্যাবহারিক ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ব্যাবহারিক হইলেও অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য পরমার্থ সত্যই বটে, আর এই চৈতন্যে যে শুক্তিরজতের অভাব, তাহা অধিকরণীভূত শুদ্ধ চৈতন্য হইতে অত্যন্ত অভিন্ন বলিয়া পারমার্থিকই হইবে।৩

৪। যদিও অধিষ্ঠানীভূত ব্রহ্মে, যে প্রপঞ্চনিষেধ, তাহার তাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করিলে প্রদর্শিতরূপে অদ্বৈতহানি দোষ হয় না, তথাপি প্রকারান্তরে অদ্বৈতহানি ত হইয়াই থাকে। কারণ, তাত্ত্বিক অভাবের প্রতিযোগীও তাত্ত্বিক হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে প্রপঞ্চের তাত্ত্বিকত্ব অনুমান করা যাইতে পারে, যথা—

প্রপঞ্চ—তাত্ত্বিক ... ... (প্রতিজ্ঞা)
তাত্ত্বিকাভাবনিরূপিতত্বপ্রযুক্ত ... (হেতু)
যে যন্নিরূপিত হয়, সে তাহার
সমানসত্তাক হয়, যেমন শুক্তিরজতের
সাদৃশ্য শুক্তিরজতের সমানসত্তাক ... (উদাহরণ)

অর্থাৎ শুক্তিরজত প্রাতিভাসিক বলিয়া শুক্তিরজতনিরূপিত সাদৃশ্যও প্রাতিভাসিক আর পারমার্থিক অভাবনিরূপিত বলিয়া প্রপঞ্চও তাত্ত্বিকই হইবে। এইরূপে প্রপঞ্চের তাত্ত্বিকত্বসিদ্ধির অভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব শঙ্কা করিতেছেন—"ন চ তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগিনঃ" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যাহা তাত্ত্বিক অভাবনিরূপিত হয়, তাহা তাহার সমানসত্তাক হয় বলিয়া তাত্ত্বিকাভাবনিরূপিত প্রপঞ্চেরও তাত্ত্বিকত্বাপত্তি হইয়া পড়ে।

কিন্তু ইহা অসঙ্গত; কারণ, পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত "যে যন্নিরূপিত হয় সে তাহার সমানসত্তাক হয়" এই ব্যাপ্তিটী ব্যভিচারদুষ্ট বলিয়া প্রপঞ্চের

ত্রৈকালিক নিষেধ তাত্ত্বিক হইলেও তাত্ত্বিকনিষেধের প্রতিযোগী যে প্রপঞ্চ তাহার তাত্ত্বিকত্ব আপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**"তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগিনি"** ইত্যাদি। অর্থাৎ শুক্তিরজত তাত্ত্বিকাভাবের প্রতিযোগী হইয়াও তাত্ত্বিক নহে, কিন্তু প্রাতিভাসিক। অর্থাৎ শুক্তিরজতের অভাব, প্রাতিভাসিক শুক্তি-রজত অপেক্ষা অধিকসত্তাক হইয়া থাকে। এই শুক্তিরজতের অভাব ব্যাবহারিক। এই ব্যাবহারিক অভাবকেই মূলে তাত্ত্বিকাভাব বলা হইয়াছে। কল্পিত প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদিতে পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত ব্যাপ্তির ব্যভিচার হইয়াছে; কারণ, শুক্তিরজতের অভাব তাত্ত্বিক অর্থাৎ ব্যাবহারিক হইয়াও শুক্তিরজত তাত্ত্বিক হয় নাই। সুতরাং "যৎ যন্নিরূপিতং" এই ব্যাপ্তিটী ব্যভিচারদোষদুষ্ট। শুক্তিরজত ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে কল্পিত বলিয়া তাহার নিষেধও ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যেই প্রতীত হইয়া থাকে। ইদমংশাবচ্ছিন্নচৈতন্যে যে শুক্তিরজতের অভাব, তাহা ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ। যেহেতু অভাব অধিকরণস্বরূপই হইয়া থাকে। আর রজতভ্রমের অধিষ্ঠানতাবচ্ছেদক যে ইদং বস্তু, তাহা ব্যাবহারিক বলিয়া ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যও ব্যাবহারিক। এই প্রকার ব্যাবহারিক অধিকরণস্বরূপ বলিয়া শুক্তিরজতের অভাবও ব্যাবহারিক। আর এজন্য মূল পঙ্‌ক্তিতে যে **"তাত্ত্বিকাভাবপ্রতি-যোগিনি"** বলা হইয়াছে, সেই তাত্ত্বিকাভাব পদের অর্থ—ব্যাবহারিক অভাব। আর এই শুক্তিরজতভ্রমের অধিষ্ঠানীভূত যে চৈতন্য, তাহা অধিষ্ঠানতাবচ্ছেদকানবচ্ছিন্নরূপে যে পরমার্থ সত্য হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং মূল পঙ্‌ক্তিতে "তাত্ত্বিক অভাব" কথার কথার অর্থ—যথাশ্রুত তাত্ত্বিক অভাবও হইতে পারে। অতএব **"তাত্ত্বিক অভাব"** পদের অর্থ—ব্যাবহারিক অভাব, অথবা পারমার্থিক অভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই শুক্তিরজতাভাব ব্যাবহারিকই

হউক, অথবা পারমার্থিকই হউক, উভয় পক্ষেই পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিত ব্যাপ্তির ব্যভিচারই হইবে।৪

৫। এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বের ঘটক যে ত্রৈকালিক নিষেধ, তাহা তাত্ত্বিক অর্থাৎ পারমার্থ সত্য হইলেও যে অদ্বৈতহানি হয় না, তাহা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি এই ত্রৈকালিক নিষেধটী ব্যাবহারিক স্বীকার করিলেও কোন দোষ নাই—ইহাই দেখাইবার জন্য সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**"অতাত্ত্বিক এব বা নিষেধোঽয়ম্"**। ইহার অর্থ—প্রতিপন্ন উপাধিতে যে ত্রৈকালিক নিষেধ তাহাকে তাত্ত্বিক না বলিয়া অতাত্ত্বিকও বলা যাইতে পারে। এই "অতাত্ত্বিক" পদের অর্থ—ব্যাবহারিক। অতাত্ত্বিক বলিতে প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক বুঝা যায়। কিন্তু প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধকে প্রাতিভাসিক বলিলে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইয়া থাকে বলিয়া অতাত্ত্বিক পদদ্বারা প্রাতিভাসিক নিষেধের গ্রহণ করা যাইতে পারে না, কিন্তু ব্যাবহারিক অভাবই গ্রহণ করিতে হইবে। আর ইহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—**"অতাত্ত্বিকত্বেঽপি"** ইতি। অর্থাৎ প্রতিপন্নোপাধিতে যে ত্রৈকালিক নিষেধ, তাহার অতাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করিলেও প্রাতিভাসিকত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। যেহেতু তাহা সিদ্ধসাধনতাদোষদুষ্ট। এই সিদ্ধসাধনতা দোষটী পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থের ব্যাখ্যাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর এই ব্যাবহারিকত্বের অর্থ—ব্রহ্মপ্রমামাত্রবাধ্যত্ব। মূলকার যে "অতাত্ত্বিক এব বা" এই "বা"কার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বকল্পে অর্থাৎ নিষেধের পারমার্থিকত্বকল্পে মূলকারের অরুচি সূচিত হইয়াছে। আর এই অরুচির কারণ এই যে, প্রপঞ্চের নিষেধকে পারমার্থিক বলিলে কেবল ব্রহ্মরূপেই বলিতে হইবে; তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর এই কেবল ব্রহ্মরূপটী প্রতিযোগীর অবিরোধিরূপ; কেবল ব্রহ্মরূপ যে নিষেধ, তাহা প্রতিযোগিনিরূপিত নহে। এজন্য

প্রতিযোগীর বিরোধীও নহে। আর তাহাতে অর্থান্তর দোষই হইয়া পড়ে। ইহাই অরুচির কারণ।৫

৬। এই মিথ্যাত্বের ঘটক ত্রৈকালিক নিষেধটীকে ব্যাবহারিক বলিয়া স্বীকার করিলে নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বা-পত্তি হয় বলিয়া অর্থান্তরদোষ ঘটে—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বপক্ষীর এই আশঙ্কার অনুবাদ করিয়া সিদ্ধান্তী তাহার নিরাকরণ করিতেছেন—"**ন চ তর্হি নিষেধস্য**" ইত্যাদি। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে, প্রপঞ্চের অপারমার্থিকত্ব সাধন করিবার জন্যই ত সিদ্ধান্তী তাদৃশ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাদৃশ অভাবের পারমার্থিকত্বই প্রতি-যোগীর অপারমার্থিকত্বের প্রযোজক, অর্থাৎ প্রতিযোগিসমানাধিকরণ পারমার্থিক অভাবের প্রতিযোগী অপারমার্থিক হইয়া থাকে। একই অধিকরণে স্থিত ভাব ও অভাব, অর্থাৎ প্রতিযোগী ও তাহার অভাব সমানসত্তাক হইতে পারে না, যেহেতু তাহারা বিরুদ্ধ। এজন্য পার-মার্থিক অভাবের অধিকরণে সেই অভাবের প্রতিযোগী পারমার্থিক হইতে পারে না। অতএব সিদ্ধান্তী যদি প্রতিযোগী প্রপঞ্চের অপার-মার্থিকত্ব ইচ্ছা করেন, তবে সেই প্রতিযোগীর অভাবকে অর্থাৎ ত্রৈকালিক নিষেধকে পারমার্থিক বলিয়া স্বীকার করুন। নিষেধটী অপারমার্থিক হইলে তাহার প্রতিযোগী কখনই অপারমার্থিক হইবে না। উক্ত নিষেধটী যদি ব্যাবহারিক হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রমামাত্রবাধ্য হয়, তবে তাহার অবাধ্যস্বরূপ পারমার্থিকত্ব সম্ভাবিত নহে। অর্থাৎ বাধ্য নিষেধকে অবাধ্য বলা যায় না। অপারমার্থিক নিষেধের প্রতিযোগী পারমার্থিকই হইয়া পড়িবে। যেমন ঘটের অধিকরণ ভূতলাদিতে ঘটের আরোপিত অপারমার্থিক নিষেধদ্বারা প্রতিযোগী ঘটের পারমার্থিকত্বের ক্ষতি হয় না, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও অপারমার্থিক নিষেধের দ্বারা প্রতি-

যোগী প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বের ক্ষতি হইবে না। প্রতিযোগীর অধিকরণে প্রতিযোগী অপেক্ষা অধিকসত্তাক নিষেধদ্বারাই প্রতিযোগীর অপারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর এজন্য সিদ্ধান্তীকে অবশ্য বলিতে হইবে যে, প্রতিপন্নোপাধিতে প্রতিযোগী অপেক্ষা অধিকসত্তাক ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই এই মিথ্যাত্ব। প্রতিযোগী অপেক্ষা অধিকসত্তাক নিষেধটী যদি মিথ্যাত্বের ঘটক হয়, তবে সিদ্ধান্তী কিরূপে অপ্রাতিভাসিক প্রপঞ্চে ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ করিয়া সেই প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিলেন? যেমন ঘটের অধিকরণে যে প্রাতিভাসিক নিষেধ, তাহার প্রতিযোগিত্ব ঘটে জ্ঞাত হইলেও ঘটের মিথ্যাত্ব ব্যবহার হয় না। এই মিথ্যাত্ব ব্যবহার না হইবার কারণ এই যে, প্রতিযোগী ঘট অপেক্ষা তাহার নিষেধটী অধিকসত্তাক নহে। এইরূপ প্রকৃতস্থলেও ত্রৈকালিক নিষেধটীকে ব্যাবহারিক বলিয়া স্বীকার করিলে সেই নিষেধটী তাহার প্রতিযোগী ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ হইতে অধিকসত্তাক নহে বলিয়া প্রতিযোগী প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বও সম্ভাবিত নহে। প্রতিযোগী প্রপঞ্চ পারমার্থিক হইলেও তাহার অধিকরণে যে ব্যাবহারিক নিষেধ, তাহার প্রতিযোগিত্ব পারমার্থিক প্রপঞ্চে সম্ভাবিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ পারমার্থিক প্রপঞ্চের অধিকরণে প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক নিষেধ প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বের ক্ষতিকারক নহে। সুতরাং প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসাধনে প্রবৃত্ত অনুমান প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্ব লইয়া পর্য্যবসিত হইল। এজন্য অভিমত অর্থ অপেক্ষা অন্য অর্থ সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া অর্থান্তরতা দোষ হইতেছে—ইহাই পূর্ব্বপক্ষিগণের অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় অনুবাদ করিয়া সিদ্ধান্তী তাহার নিষেধ করিতেছেন।

এই নিষেধের কারণ প্রদর্শন করিয়া মূলকার বলিতেছেন—"স্বাপ্নার্থস্য স্বাপ্ননিষেধেন" ইতি। ইহার অর্থ—স্বপ্নে আরোপিত বস্তুই

স্বাপ্ন অর্থ। যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট গজাদি। এই আরোপিত গজাদিরূপ স্বাপ্ন অর্থের **স্বাপ্ন নিষেধদ্বারা** অর্থাৎ স্বপ্নে আরোপিত নিষেধদ্বারা **"বাধদর্শনাৎ"** অর্থাৎ মিথ্যাত্বব্যবহার দেখা যায় বলিয়া অর্থান্তরদোষ হইতে পারে না।

এস্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই যে, যেমন স্বপ্নে আরোপিত গজাদি বস্তুতে স্বপ্নেই আরোপিত নিষেধের প্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়া স্বপ্নেই তাহার মিথ্যাত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়া সেই ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ব্যবহার হইতে পারিবে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন—প্রতিযোগীর অপারমার্থিকত্বের প্রতি তাহার নিষেধের পারমার্থিকত্বই প্রযোজক—তাহা আর রহিল না। যেহেতু স্বাপ্ন অপারমার্থিক নিষেধের প্রতিযোগী হইয়াও স্বাপ্ন গজাদি বস্তু অপারমার্থিক অর্থাৎ মিথ্যাই হইয়া থাকে। সুতরাং অপারমার্থিক নিষেধের প্রতিযোগী অপারমার্থিকও হইতে পারে।৬

৭। তাহার পর পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—মিথ্যাত্বের ঘটক নিষেধটী ব্যাবহারিক হইলে তাহা ব্রহ্মপ্রমামাত্রবাধ্য হইয়া পড়ে, আর এই বাধ্য নিষেধের প্রতিযোগিতাপ্রযুক্ত প্রপঞ্চেরও পারমার্থিকত্বাপত্তি হইবে ইত্যাদি, তাহা যে অসঙ্গতই বটে—ইহাই মূলকার দেখাইতে যাইয়া বলিতেছেন—**"নিষেধস্য বাধ্যত্বম্"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই—নিষেধের বাধ্যত্ব, সেই নিষেধের প্রতিযোগীর পারমার্থিক সত্ত্বের অবিরোধিতার ব্যাপ্য নহে। অর্থাৎ নিষেধের বাধ্যত্বপ্রযুক্ত সেই বাধ্য নিষেধের প্রতিযোগী পারমার্থিক হইতে পারিবে। এস্থলে মূলের **"তন্ত্র"** পদের অর্থ—ব্যাপ্য, কিন্তু ব্যাপক নহে। নিষেধের বাধ্যত্বকে ব্যাপক বলিলে সেই ব্যাপকীভূত নিষেধের বাধ্যত্বপ্রযুক্ত ব্যাপ্যীভূত প্রতিযোগীর পারমার্থিকত্বের আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু

ব্যাপক ব্যাপ্যের আপাদক নহে, ব্যাপ্যই ব্যাপকের আপাদক হইয়া থাকে। নিষেধের বাধ্যত্বকেই প্রতিযোগীর পারমার্থিকত্বের আপাদক বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করিয়াছিলেন, নিষেধের বাধ্যত্বকে পূর্ব্বপক্ষী ব্যাপক বলেন নাই, সুতরাং যাহা পূর্ব্বপক্ষী বলেন নাই, তাহাতে দোষ প্রদর্শন করা অন্যায়। কারণ, তাহাতে অযুক্ত উপালম্ভই হয়। অভিপ্রায় এই যে, যে যেস্থলে নিষেধের বাধ্যত্ব থাকিবে, সেই স্থলে সেই নিষেধের যে প্রতিযোগী, তাহার পারমার্থিকত্ব থাকিবে—এরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করা যায় না। কারণ, গজাদি স্বাপ্নবস্তুর স্বাপ্ননিষেধে উক্ত ব্যাপ্তিটী ব্যভিচারী হইয়া পড়ে। স্বাপ্ন নিষেধ প্রাতিভাসিক বলিয়া বাধ্য বটে, কিন্তু সেই নিষেধের প্রতিযোগী স্বাপ্নগজাদি পারমার্থিক সত্তার অবিরোধী নহে, প্রত্যুত বিরোধীই বটে, অর্থাৎ অপারমার্থিকই বটে। যেহেতু স্বাপ্ন-গজাদি বস্তু মিথ্যা বা প্রাতিভাসিক। যদি নিষেধের বাধ্যত্ব, প্রতি-যোগীর পারমার্থিক সত্তার অবিরোধিত্বের ব্যাপ্য না হয়, তবে কে ব্যাপ্য হইবে? এইরূপ জিজ্ঞাসাতে মূলকার বলিতেছেন—**"কিন্তু নিষেধ্যাপেক্ষয়া"** ইত্যাদি। অর্থাৎ নিষেধ্য যে প্রতিযোগী তাহাকে অপেক্ষা করিয়া **"ন্যূনসত্তাকত্বম্"** অর্থাৎ নিষেধের অল্প-সত্তাকত্বই ব্যাপ্য বলিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, যেস্থলে নিষেধটী নিষেধ্য প্রতিযোগী অপেক্ষা অল্পসত্তাক হইবে, সেইস্থলে নিষেধ্য প্রতি-যোগীটী পারমার্থিকসত্তার অবিরোধী হইবে। অর্থাৎ নিষেধটী প্রতিযোগী অপেক্ষা অল্পসত্তাক হইলে প্রতিযোগীটী পারমার্থিক হইতে পারে, কিন্তু নিষেধটী প্রতিযোগীর সমানসত্তাক বা অধিকসত্তাক হইলে প্রতিযোগী পারমার্থিক হইতে পারে না। প্রতিযোগী অপেক্ষা, অল্প-সত্তাক প্রতিযোগিসমানাধিকরণ নিষেধদ্বারা প্রতিযোগীর পারমার্থিকত্ব নিরস্ত হয় না। যেহেতু অল্পসত্তাক নিষেধের সহিত অধিকসত্তাক প্রতিযোগীর বিরোধ নাই। কিন্তু প্রকৃতস্থলে মিথ্যাত্বের ঘটক ত্রৈকা-

লিক নিষেধটী যদি প্রতিযোগী প্রপঞ্চ অপেক্ষা অল্পসত্তাক হইত, তবে ব্যাবহারিক প্রপঞ্চরূপ প্রতিযোগীর ত্রৈকালিক নিষেধটীকে প্রাতিভাসিক বলিতে হইত। আর তাহাতে প্রাতিভাসিক নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বও লব্ধ হইত না। অর্থাৎ প্রতিযোগী প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্ব নিরস্ত হইত না। আর মিথ্যাত্বের লাভ না হইলে অর্থান্তরতা দোষই ঘটিত।

কিন্তু এস্থলে ত্রৈকালিক নিষেধটী প্রাতিভাসিক নহে বলা হইয়াছে। এই ত্রৈকালিক নিষেধ প্রাতিভাসিক না হইয়াও নিষেধের প্রতিযোগী ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের সমানসত্তাক অর্থাৎ ব্যাবহারিক—এইরূপ বলা হইয়াছে; আর এজন্য মিথ্যাত্বঘটক নিষেধটী নিষেধ্য প্রপঞ্চ অপেক্ষা ন্যূনসত্তাক হয় নাই বলিয়া অর্থান্তরতা দোষেরও অবকাশ নাই। ইহাই মূলকার দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—"**প্রকৃতে চ**" ইতি। ইহার অর্থ—প্রকৃত প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বের যে লক্ষণ, তাহাতে "**তুল্যসত্তাকত্বাৎ**" অর্থাৎ নিষেধ্য ও নিষেধের সমানসত্তাকত্বপ্রযুক্ত, অর্থাৎ নিষেধ্য যে ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ ও তাহার ত্রৈকালিক নিষেধ—এই দুইটী ব্যাবহারিক বলিয়া, "**কথং ন বিরোধিত্বম্**" অর্থাৎ প্রতিযোগী অপেক্ষা অন্যূনসত্তাক ত্রৈকালিক নিষেধটী—তাহার প্রতিযোগী প্রপঞ্চের পারমার্থিকসত্তাপহারকত্বরূপে বিরোধী কেন হইবে না? অভিপ্রায় এই যে, প্রপঞ্চের অধিকরণে প্রপঞ্চের যে ব্যাবহারিক নিষেধ, তাহা প্রতিযোগী প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বাপহারক হইবেই। আর প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্ব, প্রতিযোগী অপেক্ষা অন্যূনসত্তাক নিষেধদ্বারা অপহৃত হইতেছে বলিয়া প্রপঞ্চের পারমার্থিকতা লইয়া আর অর্থান্তরতা দোষের সম্ভাবনা থাকিল না। প্রতিযোগীর সমানসত্তাক বা অন্যূনসত্তাক নিষেধদ্বারাও যে প্রতিযোগীর মিথ্যাত্বসিদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা স্বাপ্নবস্তুর স্বাপ্ননিষেধদ্বারা দেখান হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মিথ্যাত্বঘটক নিষেধটী পারমার্থিক বা ব্যাবহারিক হইলে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রতিযোগী অপেক্ষা নিষেধটী যদি অধিকসত্তাক হয়, অথবা সমানসত্তাক হয়, তবেই প্রতিযোগীর মিথ্যাত্ব সম্ভাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু নিষেধটী প্রতি-যোগী অপেক্ষা ন্যূনসত্তাক হইলে প্রতিযোগীর মিথ্যাত্বসিদ্ধি হয় না। এজন্য মিথ্যাত্বের ঘটক ত্রৈকালিক নিষেধটীকে প্রতিযোগী অপেক্ষা অন্যূনসত্তাক বলিতে হইবে। আর এই অন্যূনসত্তাক বলাতে প্রতি-যোগীর তুল্যসত্তাক ও প্রতিযোগীর অধিকসত্তাক নিষেধেরও সংগ্রহ হইবে। আর তাহাতে প্রতিযোগী প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হইবে। সুতরাং ফল হইল এই যে, ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব অথবা পারমার্থিক নিষেধের প্রতিযোগিত্বই ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব, কেবল মাত্র প্রাতিভাসিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব লইয়া ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব হইতে পারে না। কারণ, এস্থলে প্রাতিভাসিক নিষেধ, প্রতিযোগী প্রপঞ্চ অপেক্ষা অন্যূনসত্তাক নহে। ব্যাবহারিক বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রদর্শিতরূপ হইলেও প্রাতিভাসিক রজতাদির মিথ্যাত্বটী প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক অথবা পারমার্থিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব লইয়া হইতে পারে। বস্তুতঃ, ব্যাবহারিক বস্তুর মিথ্যাত্বের ঘটক নিষেধটী দ্বিবিধ, অর্থাৎ পারমার্থিক অথবা ব্যাবহারিক, আর প্রাতি-ভাসিক বস্তুর মিথ্যাত্বঘটক নিষেধটী ত্রিবিধই হইতে পারে।৭

৮। সম্প্রতি পূর্ব্বপক্ষী, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমানে প্রতিকূল তর্ক প্রদর্শন করিতে যাইয়া বলিতেছেন—**"ন চ নিষেধস্য নিষেধে"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—"নিষেধস্য" অর্থাৎ মিথ্যাত্বঘটক যে ব্যাবহারিক নিষেধ, তাহার "নিষেধে" অর্থাৎ এই ব্যাবহারিকপক্ষক মিথ্যাত্বানুমান-দ্বারা নিষেধ করিলে **"প্রতিযোগিসত্তাপত্তিঃ"** অর্থাৎ মিথ্যাত্বের ঘটক ব্যাবহারিক নিষেধ অপেক্ষা সেই নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চের

অধিকসত্তাপত্তি হয়। অর্থাৎ নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্ব আপত্তি হয়। ব্যাবহারিক বস্তুমাত্রকেই পক্ষ করিয়া এই মিথ্যাত্বানুমান প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই মিথ্যাত্বের ঘটক অভাবটীও যদি ব্যাবহারিক হয়, তবে তাহাও মিথ্যাত্বানুমানের পক্ষান্তর্গতই হইবে, আর তাহারও নিষেধ অনুমান করিলে প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বই আপতিত হইবে। আর তাহাতে এইরূপ তর্ক প্রবৃত্ত হয় যে, প্রপঞ্চ যদি ব্রহ্মধর্ম্মিক স্বীয় অভাবের অভাববোধক প্রমাণক হয় (ইহা আপাদক) তবে প্রপঞ্চ ব্রহ্মধর্ম্মিক স্বাভাবসত্তাধিকসত্তাক হইবে। (ইহা আপাদ্য)। অর্থাৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মে আরোপিত বলিয়া প্রপঞ্চের অভাবও ব্রহ্মেই সিদ্ধ করিতে হইবে। ব্রহ্মে অনুমিত যে প্রপঞ্চাভাব তাহা ব্যাবহারিক বলিয়া তাহারও অভাব এই মিথ্যাত্ব-অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হইবে। প্রপঞ্চাভাবের অভাবটী অনুমানপ্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া অর্থাৎ প্রপঞ্চাভাবের অভাববোধক এই মিথ্যাত্ব-অনুমানই প্রবৃত্ত হইতেছে বলিয়া প্রপঞ্চ স্বীয় অভাব অপেক্ষা অধিকসত্তাক হইবে। প্রপঞ্চের অভাবকে সিদ্ধান্তী ব্যাবহারিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তবে এই ব্যাবহারিক অভাব অপেক্ষা প্রপঞ্চ অধিকসত্তাক হইলে প্রপঞ্চ পারমার্থিকই হইল। এই প্রদর্শিত তর্কের আপাদ্য আপাদকের ব্যাপ্তি এইরূপ—যে যদ্ধর্ম্মিক স্বীয় অভাবের অভাববোধকপ্রমাণক হইবে, সে স্বীয় অভাব অপেক্ষা অধিকসত্তাক হইবে। এস্থলে "যে" পদে প্রপঞ্চ আর যদ্ধর্ম্মিক পদের অন্তর্গত "যৎ" পদে ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। এই প্রদর্শিত তর্কের দ্বারা প্রপঞ্চের স্বীয় ব্যাবহারিক নিষেধ অপেক্ষা অধিকসত্তাকত্বের আপত্তি হইতেছে বলিয়া প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বে অর্থাৎ অমিথ্যাত্বে পর্য্যবসান হইল। যেহেতু এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বের লক্ষণ বলিতে যাইয়া সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন—প্রতিপন্ন উপাধিতে প্রতিযোগীর অন্যূনসত্তাক ত্রৈকালিকনিষেধ প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। কিন্তু প্রদর্শিত তর্কদ্বারা দেখান হইল

যে, প্রতিযোগী প্রপঞ্চ তাহার অভাব অপেক্ষা অধিকসত্তাক এবং এবং অভাবটী প্রতিযোগী অপেক্ষা অল্পসত্তাক। এই মিথ্যাত্বঘটক অভাবটী প্রতিযোগী প্রপঞ্চ অপেক্ষা অল্পসত্তাক হইতেছে বলিয়া ন্যূন-সত্তাক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চে থাকিলেও প্রতিযোগী অপেক্ষা অন্যূনসত্তাক নিষেধের প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব, যাহা সিদ্ধান্তীর অভিমত, তাহা প্রতিযোগী প্রপঞ্চে নাই। এজন্য প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হইল না—কিন্তু অমিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। সুতরাং বাধ্য নিষেধের প্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চে আছে, অবাধ্য নিষেধের প্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চে নাই, অতএব প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্ব আপত্তি হইতেছে, ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত এই প্রতিকূল তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিতে ব্যভিচার দোষ উদ্ভাবন করিতে যাইয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**"তত্র হি নিষেধস্য"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই—**"তত্র হি"** অর্থাৎ সেই স্থলে অর্থাৎ ব্যাবহারিক রজতাদি ধর্ম্মীতে **"নিষেধস্য"** ভ্রমবিষয়ীভূত রজতত্ব ধর্ম্মের যে নিষেধ তাহার, **"নিষেধে"** ইহা অরজত নহে—এইরূপ বাধজ্ঞানদ্বারা ভ্রমবিষয়ীভূত রজতত্বাভাবের অভাব বোধে **"প্রতিযোগিসত্ত্বম্ আয়াতি"** প্রতিযোগীর রজতত্বাদি ধর্ম্মের "সত্ত্ব" অমিথ্যাত্ব লাভ হয়, **"যত্র"** যে ধর্ম্মীতে, **"নিষেধস্য"** অভাবের, **"নিষেধবুদ্ধ্যা"** বাধকজ্ঞানদ্বারা **"প্রতিযোগিসত্ত্বম্"** প্রতিযোগী যে রজতত্বাদি ধর্ম্ম তাহার, অর্থাৎ "সত্ত্ব" রজতত্বাদি ধর্ম্মের, নিষেধ অপেক্ষা অধিকসত্ত্বাকত্ব **"ব্যবস্থাপ্যতে"** প্রমিত হইয়া থাকে, **"নিষেধমাত্রং"** নিষেধের প্রতিযোগীকে নিষেধ্যরূপে গ্রহণ না করিয়া কেবল নিষেধ-মাত্রকে অর্থাৎ প্রতিযোগীর অভাবমাত্রকে **"নিষিধ্যতে"** মিথ্যারূপে নিশ্চিত করা হইয়া থাকে, সেই স্থলে প্রতিযোগীর অভাব অপেক্ষা প্রতিযোগীর অধিকসত্ত্বাকত্ব লাভ হইয়া থাকে। উক্ত অর্থটী দৃষ্টান্ত-

দ্বারা দেখাইতে যাইয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**"যথা রজতে"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—**"রজতে"** ব্যাবহারিক রজতে **"নেদং রজতম্ ইতি জ্ঞানানন্তরম্"** রজতত্বধর্ম্মীর ভেদরূপ যে রজতত্বাত্যন্তাভাব তাহার ভ্রমজ্ঞানের অনন্তর **"ইদং ন অরজতম্ ইতি জ্ঞানেন"** ইহা রজতভিন্ন নহে এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা, **"রজতং ব্যবস্থাপ্যতে"** রজতত্ব-ধর্ম্মটী অমিথ্যারূপে নিশ্চিত হইয়া থাকে। "ইদম্ অরজতং ন" এই জ্ঞানে রজতভিন্নের ভেদটী বিষয়; আর ধর্ম্মিভিন্নের ভেদ ধর্ম্মরূপ হয় বলিয়া রজতভিন্নের ভেদ রজতত্বরূপ হয়। আর তাহাতে "ইদং ন অরজতম্ ইতি জ্ঞানেন" ইহার ফলিতার্থ হইল—"অত্র রজতত্বম্" অর্থাৎ ইহাতে রজতত্বধর্ম্ম আছে, সুতরাং "ন অরজতম্" এই রজতধর্ম্মিভিন্নের ভেদটী রজতত্বধর্ম্মরূপ হয় বলিয়া "রজতং ব্যবস্থাপ্যতে" এই মূলস্থিত বাক্যের অন্তর্গত রজতপদটী রজতত্বধর্ম্মরূপ বুঝিতে হইবে। রজতপদের অর্থ রজতত্বধর্ম্ম না হইলে গ্রন্থের অসঙ্গতি হয়, অর্থাৎ মিথ্যাত্বলক্ষণ-ঘটক অত্যন্তাভাবের প্রত্যুদাহরণ ভেদদ্বারা দেওয়া হয়। "স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্ন ভেদ যে স্বস্বরূপ" হয়—ইহা তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তদনুসারে এস্থলে রজতভিন্নের ভেদও রজতস্বরূপ বুঝিতে হইবে। সুতরাং সমগ্রের অর্থ হইল—যথার্থপ্রতিযোগিবিশিষ্ট দেশে সেই প্রতিযোগীর অভাবভ্রমের অনন্তর সেই ভ্রমবিষয়ীভূত অভাবের নিষেধজ্ঞানদ্বারা ভ্রমবিষয়ীভূত অভাবের প্রতিযোগীর অমিথ্যাত্ব অথবা সেই ভ্রমবিষয়ীভূত অভাব অপেক্ষা প্রতিযোগীর অধিকসত্তাকত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেস্থলে আরোপিতপ্রতিযোগিবিশিষ্ট দেশে সেই প্রতিযোগীর আরোপিত অভাবের নিষেধ হইয়া থাকে, সেইস্থলে সেই আরোপিত প্রতিযোগীর অমিথ্যাত্ব অথবা আরোপিত প্রতিযোগীর অভাব অপেক্ষা আরোপিত প্রতিযোগীর অধিকসত্তাকত্ব ব্যবস্থাপিত হয় না। যেহেতু প্রতিযোগী ও তাহার অভাব উভয়ই আরোপিত।

আর যেস্থলে নিষেধের নিষেধটী, পূর্ব্বনিষেধের প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিরূপে গ্রহণ না করিয়াই কেবলমাত্র নিষেধেরই নিষেধ করিয়া থাকে, সেস্থলে প্রতিযোগীর অমিথ্যাত্ব হইলেও **"যত্র তু প্রতিযোগি-নিষেধয়োঃ উভয়োরপি নিষেধঃ"** অর্থাৎ যেস্থলে পূর্ব্বনিষেধের প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিরূপে গ্রহণ করিয়া প্রতিযোগী ও নিষেধ এতদুভয়ের নিষেধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেস্থলে নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটী প্রতিযোগী ও নিষেধ এতদুভয়বৃত্তি হইয়া থাকে, **"তত্র"** সেই স্থলে নিষেধের নিষেধ দ্বারা **"ন প্রতিযোগিসত্ত্বম্"** অর্থাৎ পূর্ব্ব নিষেধের প্রতিযোগীর সত্ত্ব হইবে না, অর্থাৎ অমিথ্যাত্ব হইবে না। নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটী প্রতিযোগী ও নিষেধ এতদুভয়বৃত্তি হইলে প্রতিযোগীও নিষেধ এতদুভয়েরই নিষেধ হইবে, আর তাহাতে যে প্রতিযোগীর অমিথ্যাত্ব হইবে না, অথবা প্রতিযোগীর নিষেধ অপেক্ষা অধিকসত্তাকত্ব হইবে না, তাহাতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক মূলকার বলিতেছেন—**"যথা ধ্বংস-সময়ে"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—এই **"ধ্বংসসময়ে"** ঘটাদির ধ্বংস-সময়ে কপালাদিতে **"প্রাক্ অভাবপ্রতিযোগিনঃ"** অর্থাৎ **প্রাক্** নিষেধ বুদ্ধির পূর্ব্বে, আরোপিত অভাব ও প্রতিযোগীর **"উভয়োরপি নিষেধঃ"** অর্থাৎ ঘটাদির ধ্বংসসময়ে কপালাদিতে নিষেধবুদ্ধির পূর্ব্বে আরোপিত অভাব ও প্রতিযোগী এতদুভয়ের যে নিষেধ হইয়া থাকে, তাহাতে আরোপিত ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাব এই উভয়ের নিষেধ দ্বারা ঘটের অমিথ্যাত্ব বা তাহার নিষেধ অপেক্ষা অধিকসত্তাকত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাচীন তার্কিকগণ ধ্বংস ও প্রাগভাবের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ স্বীকার করিয়া থাকেন। আর এজন্য ঘটাদির ধ্বংসকালে সেই ধ্বংসাধিকরণ কপালাদিতে ঘটাদির ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাব থাকে না বলিয়া তাদৃশ কপালাদিতে ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাবের আরোপদ্বারাই প্রতীতি হইবে। অর্থাৎ

সেই ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাবটী প্রাতিভাসিক হইবে, ব্যাবহারিক হইবে না। এই আরোপিত অর্থাৎ প্রাতিভাসিক ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাবের কপালাদিতে নিষেধদ্বারা ঘটের অমিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইবে না। ধ্বংসের সহিত বিরোধিতাপ্রযুক্ত ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাব উভয়ই আরোপিত হয়। কপালাদিতে ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাবের যুগপৎ নিষেধের পূর্ব্বে কপালাদিতে ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাবের প্রসক্তি দেখাইতে হইবে। যেহেতু অপ্রসক্তের নিষেধ হইতে পারে না। আর এই প্রসক্তি কপালাদিতে ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাবের যুগপৎ নিশ্চয়রূপ হইতে পারে না। এজন্য তাহাকে সংশয়রূপ বলিতে হইবে। "ঘটধ্বংসবিশিষ্টকপালং ঘটবৎ ন বা" এইরূপ সংশয়ের পর এই কপালে ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাব নাই—এইরূপ নিষেধ হইলে যেমন ঘটের অমিথ্যাত্ব হয় না, অথবা বাধ্য নিষেধ অপেক্ষা প্রতিযোগী ঘটের অধিকসত্তাকত্বও সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও প্রপঞ্চ ও তাহার অভাবের নিষেধের দ্বারা প্রপঞ্চের অমিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না।

"যথা ধ্বংসসময়ে প্রাগভাবপ্রতিযোগিনঃ উভয়োরপি নিষেধঃ"—এই মূলস্থিত বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ হইতেছে যে, ঘটধ্বংসসময়ে কপালে আরোপিত ঘটের প্রাগভাবের এবং তাহার প্রতিযোগী অর্থাৎ ঘট-প্রাগভাবের প্রতিযোগী ঘটের নিষেধ হইলে সেই নিষেধ্য ঘটপ্রাগভাবের প্রতিযোগী ঘটের যেমন অমিথ্যাত্ব হয় না, অথবা সেই নিষেধ্য প্রাগভাব অপেক্ষা প্রতিযোগী ঘটের অধিকসত্তাকত্বও হয় না, তদ্রূপ প্রকৃত-স্থলেও বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি।

কিন্তু এই যথাশ্রুত অর্থ সঙ্গত নহে। কারণ, পূর্ব্বপক্ষী "ন চ নিষেধস্য নিষেধে প্রতিযোগিসত্তাপত্তিঃ" এই বাক্যদ্বারা অত্যন্তাভাবরূপ নিষেধের নিষেধে প্রতিযোগীর সত্ত্ব অর্থাৎ অমিথ্যাত্ব বলিয়াছিলেন, এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে প্রবিষ্ট যে ত্রৈকালিকনিষেধ অর্থাৎ অত্যন্তা-

ভাব, তাহা লইয়াই পূর্ব্বপক্ষের উত্থান হইয়াছে, সুতরাং ত্রৈকালিক-নিষেধরূপ যে অত্যন্তাভাব তাহার নিষেধ করিলে প্রতিযোগীর সত্তা অর্থাৎ অমিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে—ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষীর এই আপত্তি পরিহার করিবার জন্য যদি ঘটধ্বংসসময়ে কপালে আরোপিত ঘটপ্রাগভাবরূপ নিষেধের নিষেধদ্বারা উক্ত প্রাগ-ভাবপ্রতিযোগী ঘটে মিথ্যাত্বপ্রদর্শন করেন, তাহা হইলে অসঙ্গতি দোষ হইয়া পড়ে। কারণ, অত্যন্তাভাবের নিষেধ লইয়া পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি আর প্রাগভাবের নিষেধ লইয়া সিদ্ধান্তীর সমাধান—ইহা অসঙ্গত। এজন্য প্রাগভাব পদের যথাশ্রুত অর্থে মূলকারের তাৎপর্য্য নাই বুঝিতে হইবে। আর মূলকারের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থটী পূর্ব্বেই প্রদর্শন করা হইয়াছে।৮

৯। নিষেধের নিষেধে পূর্ব্বনিষেধের প্রতিযোগীর পূর্ব্বনিষেধ অপেক্ষা অধিক সত্তাপত্তি হইবে—ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিত প্রতি-কূল তর্ক। এই তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তি অর্থাৎ আপাদ্য আপাদকের ব্যাপ্তি নাই—ইহাই দেখাইবার জন্য সিদ্ধান্তী দৃষ্টান্তদ্বারা উক্ত ব্যাপ্তির ব্যভিচার দেখাইয়া দার্ষ্টান্তিকেও যোজনা করিতেছেন—"এবং চ" ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিত প্রতিকূল তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিটী হই-তেছে—যদ্ যদ্ধর্ম্মিকস্বাভাবাভাবসাধকপ্রমাণকং তৎ স্বাভাবাধিক-সত্তাকম্"। ইহার অর্থ—যাহার যে ধর্ম্মীতে স্বীয় অভাবের অভাবসাধক প্রমাণ থাকিবে, সে তাহার অভাব অপেক্ষা অধিকসত্তাক হইবে। অর্থাৎ বাধ্য নিষেধের প্রতিযোগী নিষেধ অপেক্ষা অধিকসত্তাক হইয়া থাকে। এই ব্যাপ্তি অনুসারে প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বের আপত্তি হয়। যেহেতু প্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধ ব্যাবহারিক বলিয়া তাহা বাধ্য, আর এই বাধ্য নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চ বাধ্য ব্যাবহারিক নিষেধ অপেক্ষা অধিকসত্তাক হইবে, সুতরাং পারমার্থিক হইবে—ইহাই হইল আপত্তি।

এই প্রতিকূল তর্কের মূলভূত ব্যাপ্তির ব্যভিচারটী ঘটধ্বংসসময়ে কপালে আরোপিত ঘটের অত্যন্তাভাব ও তাহার আরোপিত প্রতিযোগী এই উভয়ের নিষেধে বলা হইয়াছে। **"এবং চ"** অর্থাৎ এইরূপে প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে উক্ত ব্যাপ্তির ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া **"প্রকৃতেঽপি"** অর্থাৎ মিথ্যাত্বসিদ্ধির অনুকূল ন্যায়প্রয়োগেও অর্থাৎ "বিমতং প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগী, দৃশ্যত্বাৎ" এই প্রয়োগেও **"নিষেধবাধকেন"** অর্থাৎ মিথ্যাত্বঘটক ত্রৈকালিকনিষেধের বাধকদ্বারা অর্থাৎ এই অনুমানপ্রমাণরূপ বাধকদ্বারা ত্রৈকালিকনিষেধটী ব্যাবহারিক বলিয়া তাহা পক্ষেরই অন্তর্গত হইয়াছে, এবং তাহাতে দৃশ্যত্ব হেতু আছে বলিয়া এই ত্রৈকালিকনিষেধেরও নিষেধ এই অনুমান প্রমাণদ্বারাই সিদ্ধ হইবে। আর তাহাতে **"প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য"** অর্থাৎ মিথ্যাত্বঘটক ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চের এবং **"তন্নিষেধস্য চ"** অর্থাৎ মিথ্যাত্বঘটক ত্রৈকালিকনিষেধেরও **"বাধনাৎ"** অর্থাৎ প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বনিশ্চয় হয় বলিয়া এই প্রদর্শিত অনুমানপ্রমাণদ্বারা মিথ্যাত্বঘটক ত্রৈকালিকনিষেধটী ব্যাবহারিক বলিয়া তাহার দৃশ্যত্বপ্রযুক্ত যেমন ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হইবে, তদ্রূপ এই নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চও ব্যাবহারিক বলিয়া তাহারও দৃশ্যত্বপ্রযুক্ত ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে। **"ন নিষেধস্য"** অর্থাৎ মিথ্যাত্বঘটক ত্রৈকালিকনিষেধের **"বাধ্যত্বেঽপি"** অর্থাৎ দৃশ্যত্বানুমানদ্বারা মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলেও **"ন প্রপঞ্চস্য তাত্ত্বিকত্বম্"** অর্থাৎ মিথ্যাত্বের ঘটক ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগী প্রপঞ্চের তাত্ত্বিকত্ব সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ নিষেধাপেক্ষা প্রপঞ্চের অধিকসত্তাকত্ব সিদ্ধ হয় না। আর তাহাতে পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রতিকূল তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তির দার্ষ্টান্তিকেও ব্যভিচার থাকিল। এই প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানটী প্রপঞ্চের অত্যন্তা-

ভাবের অত্যন্তাভাবসাধক হইলেও প্রতিযোগী প্রপঞ্চের স্বীয় অভাব অপেক্ষা অধিকসত্তাকত্ব সিদ্ধ করে না। এই মিথ্যাত্বানুমানদ্বারা প্রতিযোগী প্রপঞ্চ ও তাহার অভাব উভয়েরই দৃশ্যত্বপ্রযুক্ত মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইয়া থাকে। "**উভয়োরপি**" অর্থাৎ মিথ্যাত্বঘটক ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চ ও তাহার অভাব এতদুভয়ের ব্যাবহারিকত্বপ্রযুক্ত একনিষেধদ্বারা নিষেধ্য হইয়া থাকে। কারণ, প্রপঞ্চ ও তাহার নিষেধ এই উভয় স্থলেই "**নিষেধ্যতাবচ্ছেদকদৃশ্যত্বাদেঃ তুল্যত্বাৎ**" অর্থাৎ নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে দৃশ্যত্বাদি অর্থাৎ দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব তাহা আছে। প্রপঞ্চরূপ প্রতিযোগী ও তাহার নিষেধ এই উভয়েরই ব্যাবহারিকপক্ষক প্রকৃতানুমানই নিষেধক। যদি এই অনুমানদ্বারা মিথ্যাত্বঘটকনিষেধটীমাত্রই নিষেধ্য হইত, তবে প্রতিযোগী প্রপঞ্চের স্বীয় নিষেধাপেক্ষা অধিকসত্তাকত্ব হইতে পারিত। কিন্তু এস্থলে প্রতিযোগী প্রপঞ্চ ও তাহার নিষেধ—এই উভয়েরই তুল্যভাবে মিথ্যাত্বানুমানদ্বারা নিষেধ হইতেছে বলিয়া প্রতিযোগী প্রপঞ্চের স্বীয় নিষেধ অপেক্ষা অধিকসত্তাকত্ব সিদ্ধ হইল না। মিথ্যাত্বঘটকনিষেধে যে নিষেধ্যতাবচ্ছেদকরূপ দৃশ্যত্বাদি রহিয়াছে, তাহা তাহার অভাবেও আছে। সুতরাং প্রপঞ্চের অধিকসত্তাকত্বের আপত্তি আর হইল না।৯

১০। মিথ্যাত্বের ঘটক ত্রৈকালিক নিষেধটীকে ব্যাবহারিক বলিয়া স্বীকার করিলে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ, ব্রহ্মপ্রমাবাধ্য ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিপাদক হইতেছে বলিয়া অতত্ত্বাবেদক হইতেছে, আর তাহার ফলে সেই শ্রুতি অপ্রমাণই হইয়া পড়িতেছে—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষিগণ যে (দ্বিতীয় বাক্যে) আশংকা করিয়াছিলেন, তাহার সমাধান করিবার জন্য মূলকার সেই পূর্ব্বপক্ষিবাক্যের অনুবাদ করিতেছেন—"**ন চ**" ইত্যাদি **অপ্রামাণ্যাপত্তিঃ**। "**অতাত্ত্বিকনিষেধবোধকত্বে**" ইহার অর্থ—

প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধটীকে ব্যাবহারিক বলিয়া স্বীকার করিলে সেই ব্যাবহারিক নিষেধ ব্রহ্মপ্রমার দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া তাহা অতাত্ত্বিক, আর সেই অতাত্ত্বিক নিষেধকে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ যদি তাৎপর্য্যতঃ প্রতিপাদন করে, তাহা হইলে "**শ্রুতেঃ অপ্রামাণ্যাপত্তিঃ**" অর্থাৎ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতির অপারমার্থিকনিষেধবোধকত্বপ্রযুক্ত অপ্রমাণ্যাপত্তি হইয়া থাকে। কারণ, অবাধিতার্থবোধকত্বই প্রামাণ্য এবং বাধিতার্থবোধকত্বই অপ্রমাণ্য।

এস্থলে "তদ্বতি তৎপ্রকারকবোধজনকত্বই" প্রামাণ্য—ইহা স্বীকার করিলে পূর্ব্বপক্ষিগণ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতির অপ্রামাণ্য আশংকা করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহা না করিয়া তত্ত্ববোধকত্বই প্রামাণ্য—এইরূপ প্রমাণের লক্ষণ মনে করিয়া তাঁহারা উক্ত শ্রুতির অপ্রামাণ্য বলিয়াছেন। তত্ত্ব শব্দের অর্থ—কালত্রয়ে অবাধ্য বস্তু। যাহা কালত্রয়ে অবাধ্য বস্তুর বোধক তাহাই প্রমাণ। প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধটী ব্রহ্মপ্রমার দ্বারা বাধ্য হয় বলিয়া কালত্রয়াবাধ্য নহে। সুতরাং তাহা তত্ত্বও নহে, এজন্য অতত্ত্বই হইবে। আর এই অতত্ত্ববোধক শ্রুতির অপ্রামাণ্যই হইবে।

পূর্ব্বপক্ষিগণের এই আশংকার সমাধানার্থ মূলকার বলিতেছেন—"**ন চ**" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—পূর্ব্বপক্ষিগণের এরূপ আশংকা সঙ্গত নহে। ইহার কারণ বলিতেছেন—**ব্রহ্মভিন্নং প্রপঞ্চতন্নিষেধাদিকম্** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন প্রপঞ্চ ও তাহার নিষেধাদি অতাত্ত্বিক অর্থাৎ বাধ্য বলিয়া মিথ্যা, আর এই ব্রহ্মভিন্ন প্রপঞ্চ ও তাহার নিষেধাদি মিথ্যাবস্তুকে "**অতাত্ত্বিকত্বেন বোধয়ন্ত্যা শ্রুতেঃ**" অতাত্ত্বিকরূপে অর্থাৎ মিথ্যাত্বরূপে উক্ত শ্রুতি বোধ করায় সেই শ্রুতির "**অপ্রামাণ্যাসম্ভবাৎ**" ব্যাবহারিক অপ্রামাণ্যসম্ভাবনা হয় না।

যাহাতে যে ধর্ম্ম নাই তাহাতে সেই ধর্ম্মের যাহা বোধক হয়, তাহাকে ব্যবহারতঃ অপ্রমাণ বলা যায়। প্রপঞ্চ ও তাহার নিষেধ মিথ্যা, তাহাকে মিথ্যাত্বরূপে প্রতিপাদন করায় শ্রুতির ব্যাবহারিক অপ্রামাণ্য হয় নাই। প্রত্যুত যাহাতে যে ধর্ম্ম আছে তাহাতে সেই ধর্ম্মের বোধক হয় বলিয়া শ্রুতি ব্যবহারতঃ প্রমাণই হইল।

আর যদি কালত্রয়াবাধ্যবস্তুর প্রতিপাদককেই তত্ত্বাবেদকরূপ প্রমাণ বলা যায়, তাহা হইলে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতির দ্বারা যে নিষেধটী প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা ব্যাবহারিক বলিয়া কালত্রয়াবাধ্য তত্ত্ব বস্তু নহে, এজন্য এই শ্রুতির তত্ত্বাবেদকত্বরূপ প্রামাণ্য নাই, কিন্তু "তদ্বতি তৎপ্রকারকবোধজনকত্ব"রূপ ব্যাবহারিক প্রামাণ্য আছে। "নেহ নানাস্তি" শ্রুতির যে তত্ত্বাবেদকত্বরূপ প্রামাণ্য নাই, তাহা সিদ্ধান্তীর ইষ্টই বটে। অখণ্ডার্থপ্রতিপাদক যে "তত্ত্বমস্যাদি" শ্রুতি এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি যে শ্রুতি, তাহাদেরই তত্ত্বাবেদকত্বরূপ প্রামাণ্য আছে। যেহেতু শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রই উক্ত শ্রুতিপ্রতিপাদ্য অখণ্ড বস্তু, আর তাহা কালত্রয়ে অবাধ্য। এই অবাধ্য বস্তুর প্রতিপাদক শ্রুতির তত্ত্বাবেদকত্বলক্ষণ প্রামাণ্য সম্ভাবিত হয়।১০

টীকা

৩। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বে অভ্যুপগম্যমানে যদ্ দূষণম্ উক্তং পূর্ব্বপক্ষিণা, তৎ সমাধাতুম্ আহ সিদ্ধান্তী—**"ন প্রপঞ্চে"** ইত্যাদি। ত্রৈকালিকনিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বে অদ্বৈতহানিঃ ইতি যৎ পূর্ব্বপক্ষিণা উক্তং তৎ নিষেধস্য ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ ন সঙ্গতম্। তথাহি—ব্রহ্মণি প্রপঞ্চস্য যঃ ত্রৈকালিকঃ নিষেধঃ স চ তাত্ত্বিকোঽপি নিষেধাধিকরণীভূতব্রহ্মণঃ অত্যন্তাভিন্নঃ। অত্যন্তাভিন্নত্বাদেব চ নিষেধস্য ন অদ্বৈতহানিকরত্বম্। ব্রহ্মাভিন্নস্য তাত্ত্বিকবস্তুনঃ সত্ত্বে এব অদ্বৈতহানিঃ ইতি ভাবঃ।

অত্র নিষেধস্য যৎ ব্রহ্মাভিন্নত্বম্ উক্তং তৎ কেবলনির্ধর্মকব্রহ্মরূপেণৈব বোধ্যম্। প্রপঞ্চপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টরূপেণ তু নিষেধস্য ন তাত্ত্বিকত্বম্, অপি তু ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চপ্রতিযোগিকত্বেন ব্যাবহারিকত্বমেব ; অত্র নিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বং তু নিষেধাধিকরণসংবিন্মৈব। স্বরূপেণ তু নিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বমেব। এবং চ প্রাতিভাসিকরজতপ্রতিযোগিকনিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বেঽপি ন শুক্তিরজতদৃষ্টান্তস্য সাধ্যবিকলতা। শুক্তিরজতনিষেধস্য অধিষ্ঠানতাবচ্ছেদকেদমংশানবচ্ছিন্নকেবলচৈতন্যরূপেণ পারমার্থিকত্বম্ অস্ত্যেব ইতি ভাবঃ।৩

৪। যদ্যপি ব্রহ্মণি প্রপঞ্চনিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বে নিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বম্ আদায় ন প্রদর্শিতরূপেণ অদ্বৈতহানিঃ, তথাপি নিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বে প্রকারান্তরেণ অদ্বৈতহানিঃ স্যাদেব। তথাহি—প্রপঞ্চঃ তাত্ত্বিকঃ, তাত্ত্বিকাভাবনিরূপিতত্বাৎ, যৎ যন্নিরূপ্যং তৎ তৎসমানসত্তাকম্, যথা—শুক্তিরজতসাদৃশ্যং শুক্তিরজতসমানসত্তাকম্—ইতি অভিসন্ধায় মাধ্বঃ শঙ্কতে—"**ন চ তাত্ত্বিকাভাব**" ইত্যাদি। তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগিনঃ তাত্ত্বিকনিষেধনিরূপ্যস্য প্রপঞ্চস্য তাত্ত্বিকত্বাপত্তিঃ ; তথাচ ব্রহ্মভিন্নপ্রপঞ্চস্য তাত্ত্বিকত্বেন পুনরপি অদ্বৈতহানিঃ ইত্যর্থঃ। "যৎ যন্নিরূপ্যং তৎ তৎসমানসত্তাকম্" ইতি পূর্বপক্ষিপ্রদর্শিতব্যাপ্তৌ ব্যভিচারেণ নিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বেঽপি ন প্রতিযোগিনঃ তাত্ত্বিকত্বাপত্তিঃ—ইত্যভিসন্ধায় আহ সিদ্ধান্তী—"**তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগিনি**" ইত্যাদি। তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগিনি—প্রাতিভাসিকশুক্তিরজতাপেক্ষয়া অধিকসত্তাকস্য শুক্তিরজতাভাবস্য পারমার্থিকস্য ব্যাবহারিকস্য বা প্রতিযোগিনি শুক্তিরজতে "**কল্পিতে**" আগন্তুকদোষজন্যে "**শুক্তিরজতাদৌ ব্যভিচারাৎ**" প্রদর্শিতায়াঃ যৎ যন্নিরূপ্যমিতি ব্যাপ্তেঃ ব্যভিচারাৎ। অয়ং ভাবঃ—শুক্তিরজতনিষেধঃ যদি ব্যাবহারিকঃ যদি বা পারমার্থিকঃ, উভয়থাপি ব্যাবহারিকনিষেধনিরূপ্যস্য পারমার্থিকনিষেধনিরূপ্যস্য বা

প্রাতিভাসিকরজতস্য ব্যাবহারিকপারমার্থিকত্বয়োঃ অভাবেন যৎ যন্নিরূপ্যম্ ইতি ব্যাপ্তেঃ ব্যভিচারাৎ। অত্র ইদম্ অবধেয়ম্—শুক্তিরজতাভাবস্য প্রাতিভাসিকশুক্তিরজতপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টরূপেণ প্রাতিভাসিকত্বম্ এব। অভাবস্য অধিকরণাত্মকতয়া অধিকরণস্য ব্যাবহারিকত্বে অভাবোঽপি ব্যাবহারিকঃ এব। অধিকরণস্য পারমার্থিকত্বে অভাবোঽপি পারমার্থিকঃ এব। শুক্তিরজতস্য ইদমংশাবচ্ছিন্নচৈতন্যে আরোপিততয়া তদভাবঃ অপি ইদমংশাবচ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্ঠঃ এব। ইদমংশস্য চ ব্যাবহারিকত্বেন ইদমংশাবচ্ছিন্নচৈতন্যমপি ব্যাবহারিকম্। ব্যাবহারিকচৈতন্যাধিকরণকস্য শুক্তিরজতাভাবস্যাপি ব্যাবহারিকত্বম্। অভাবস্য অধিকরণাত্মকত্বাৎ। রজতারোপাধিষ্ঠানতাবচ্ছেদকেদমংশাবচ্ছিন্নচৈতন্যাভিন্নরূপেণ শুক্তিরজতাভাবস্য ব্যাবহারিকত্বেঽপি অধিষ্ঠানতাবচ্ছেদকানবচ্ছিন্নকেবলচিদ্রূপেণ শুক্তিরজতাভাবঃ পারমার্থিকঃ এব। তথাচ—"তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগিনি শুক্তিরজতাদৌ" ইতি মূলগ্রন্থোঽপি সুষ্ঠু সঙ্গচ্ছতে। শুক্তিরজতাভাবস্যাপি কেবলচিদ্রূপেণ পারমার্থিকত্বাৎ। তথাচ—তাত্ত্বিকাভাবনিরূপিতস্য শুক্তিরজতাদেঃ তাত্ত্বিকত্বাভাবেন প্রদর্শিতয়াঃ ব্যাপ্তেঃ ব্যভিচারঃ স্ফুটঃ এব।৪

৫। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বেঽপি যথা ন অদ্বৈতহানিঃ তদ্ উক্তম্ উপরিষ্টাৎ। ইদানীম্ উক্তনিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বপক্ষং সমর্থয়িতুম্ আহ মূলকারঃ—"**অতাত্ত্বিকঃ এব বা**" ইতি। প্রতিপন্নোপাধৌ অয়ং ত্রৈকালিকনিষেধঃ অতাত্ত্বিকঃ এব বা অস্তু ব্যাবহারিক এব বা অস্তু ইত্যর্থঃ। উক্তনিষেধস্য প্রাতিভাসিকত্বপক্ষঃ সিদ্ধসাধনতাদোষদুষ্টঃ ইতি কৃত্বা অতাত্ত্বিকপদস্য ব্যাবহারিকঃ এব অর্থঃ সম্ভবতি ইতি প্রদর্শয়িতুম্ আহ—"**অতাত্ত্বিকত্বেঽপি**" ইত্যাদি। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য অতাত্ত্বিকত্বেঽপি তাত্ত্বিকত্বাভাবে অঙ্গীক্রিয়মাণেঽপি **ন প্রাতিভাসিকঃ** ইতি সিদ্ধসাধনতাদোষদুষ্টত্বাৎ

ন প্রাতিভাসিকত্বং তস্য **কিন্তু ব্যাবহারিকঃ,** ব্রহ্মপ্রমামাত্রবাধ্যত্বং হি ব্যাবহারিকত্বম্। অত্র **"বা"** শব্দেন পূর্ব্বকল্পে আত্মনঃ অরুচিং দর্শয়তি—প্রপঞ্চনিষেধস্য পারমার্থিকত্বং প্রতিযোগিবিরোধিতানবচ্ছেদককেবল-ব্রহ্মরূপেণৈব। কেবলব্রহ্মরূপস্য নিষেধস্য প্রতিযোগিনিরূপ্যত্বাভাবাদেব বিরোধাভাবাৎ অর্থান্তরম, অতঃ নিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বপক্ষানুসরণম্।৫

৬। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বে প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য পারমার্থিকত্বাপত্ত্যা আশংকিতম্ অর্থান্তরত্বম্ অনুবদন্ নিরাকরোতি—**"ন চ তর্হি"** ইতি। তর্হি প্রতিপন্নোপাধৌ নিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বে **নিষেধস্য বাধ্যত্বেন** ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যত্বেন বাধ্যনিষেধ-প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য **তাত্ত্বিকসত্ত্বাবিরোধিত্বাৎ** প্রতিযোগিনঃ পারমার্থিকত্বস্যাপি সম্ভবাৎ প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বাসিদ্ধ্যা **অর্থান্তরম্** ইত্যর্থঃ। প্রপঞ্চস্য অপারমার্থিকত্বসাধনায় এব সিদ্ধান্তিনা তাদৃশনিষেধপ্রতিযোগিত্বং প্রপঞ্চে ইষ্যতে, কিন্তু প্রতিযোগিনঃ অপারমার্থিকত্বে অভাবপারমার্থিকত্বম্ এব প্রয়োজকম্। প্রতিযোগিসমানাধিকরণপারমার্থিকাভাবপ্রতিযোগিনঃ এব অপারমার্থিকত্বাৎ। একাধিকরণভাবাভাবয়োঃ সমানসত্তাকত্বে বিরোধাৎ এব পারমার্থিকাভাবাধিকরণে প্রতিযোগিনঃ পারমার্থিকত্বাসম্ভবঃ। নিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বেন ব্রহ্মপ্রমামাত্রবাধ্যত্বাৎ অপারমার্থিকত্বম্। অপারমার্থিকনিষেধস্য প্রতিযোগিনঃ পারমার্থিকত্বানপায়াৎ। প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া অধিকসত্তাকাভাবেন প্রতিযোগিনঃ অপারমার্থিকত্বম্ আয়াতি। তথাচ প্রতিপন্নোপাধৌ প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া অধিকসত্তাকত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বং পর্য্যবসিতম্। প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া অধিকসত্তাকং নিষেধম্ অঙ্গীকৃত্য কথং ব্যাবহারিকনিষেধেন প্রতিযোগিনঃ মিথ্যাত্বং সাধয়িতব্যম্? যথা ঘটসমানাধিকরণপ্রাতিভাসিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বেন জ্ঞাতেঽপি

ঘটাদৌ ন ঘটাদেঃ মিথ্যাত্বব্যবহারঃ, তৎ কস্য হেতোঃ? প্রতি-যোগ্যপেক্ষয়া নিষেধস্য অধিকসত্তাকত্বাভাবাৎ, তথা প্রকৃতেঽপি ব্যাব-হারিকনিষেধস্য ব্যাবহারিকপ্রতিযোগ্যপেক্ষয়া অধিকসত্তাকত্বাভাবাৎ প্রতিযোগিনঃ মিথ্যাত্বাসম্ভবাৎ প্রতিযোগিনঃ পারমার্থিকত্বেনাপি ব্যাব-হারিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য উপপত্ত্যা অর্থান্তরত্বাৎ ইতি পূর্ব্বপক্ষিণাম্ আশয়ম্ অনূদ্য নিষেধতি **"ন চ—বাচ্যম্"** ইত্যাদি। কস্মাৎ পূর্ব্ব-পক্ষিণা ন এবং বাচ্যম্? **"স্বাপ্নার্থস্য স্বাপ্ননিষেধেন বাধ-দর্শনাৎ"** "স্বাপ্নার্থস্য" স্বপ্নে আরোপিতস্য অর্থস্য গজাদেঃ, "স্বাপ্ন-নিষেধেন" স্বপ্নে আরোপিতেন নিষেধেন "বাধদর্শনাৎ" মিথ্যাত্বব্যবহার-দর্শনাৎ। যথা স্বপ্নে আরোপিতস্য গজাদেঃ স্বপ্নে আরোপিতেন অভাবেন আরোপিতগজাদীনাং মিথ্যাত্বব্যবহারঃ ভবতি, তথা প্রকৃতে-ঽপি ব্যাবহারিকে প্রপঞ্চে প্রপঞ্চসমানাধিকরণব্যাবহারিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্বম্ আদায় মিথ্যাত্বব্যবহারঃ ভবিষ্যতি। এবং চ সতি প্রতি-যোগ্যপারমার্থিকত্বে অভাবপারমার্থিকত্বং ন প্রয়োজকম্। স্বাপ্নার্থস্য অপারমার্থিকত্বে উক্তপ্রয়োজকতায়াঃ অসম্ভবাৎ। অপারমার্থিক-নিষেধপ্রতিযোগিনোঽপি অপারমার্থিকত্বদর্শনাৎ।৬

৭। অন্যচ্চ বাধ্যনিষেধপ্রতিযোগিত্বেন প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য পারমার্থিকত্বাপত্তিপ্রদর্শনম্ পূর্ব্বপক্ষিণাম্ অসঙ্গতমেব। যতঃ **নিষেধস্য বাধ্যত্বম্ পারমার্থিকসত্ত্বাবিরোধিত্বে ন তন্ত্রম্** ন তন্নিষেধ-প্রতিযোগিনঃ পারমার্থিকসত্ত্বাবিরোধিত্বব্যাপ্যম্ ইত্যর্থঃ। যত্র যত্র নিষেধস্য বাধ্যত্বং তত্র তন্নিষেধপ্রতিযোগিনঃ পারমার্থিকসত্ত্বাবিরোধিত্বম্ ইতি ব্যাপ্তেঃ।স্বাপ্নার্থস্য স্বাপ্ননিষেধে ব্যভিচারাৎ। নিষেধস্য বাধ্যত্বং **"ন তন্ত্রম্"** ন ব্যাপ্যম্। নিষেধপ্রতিযোগিনঃ পারমার্থিকসত্ত্বাঽবি-রোধিত্বস্য ন নিষেধবাধ্যত্বং ব্যাপ্যম্ ইত্যর্থঃ। যদি নিষেধস্য বাধ্যত্বং ন ব্যাপ্যং তর্হি কিং ব্যাপ্যম্? ইতি পৃচ্ছায়াম্ আহ—**"কিন্তু"** ইতি।

নিষেধ্যাপেক্ষয়া প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া **ন্যূনসত্তাকত্বং** নিষেধস্য ইত্যর্থঃ। নিষেধ্যাপেক্ষয়া নিষেধস্য ন্যূনসত্তাকত্বং নিষেধপ্রতিযোগিনঃ পারমার্থিকসত্ত্বাবিরোধিত্বব্যাপ্যম্ ইতি ভাবঃ। নিষেধ্যাপেক্ষয়া ন্যূনসত্তাকেন নিষেধ্যসমানাধিকরণনিষেধেন নিষেধস্য প্রতিযোগিনঃ পারমার্থিকত্বং ন প্রতিক্ষিপ্যতে, বিরোধাভাবাৎ। প্রকৃতে চ যদি প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধঃ প্রতিযোগিপ্রপঞ্চাপেক্ষয়া ন্যূনসত্তাকো ভবেৎ, ব্যবহারিকপ্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য নিষেধঃ প্রাতিভাসিকো ভবেৎ, তর্হি প্রতিযোগিনা সহ নিষেধস্য বিরোধাভাবাৎ প্রাতিভাসিকেন নিষেধেন প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বং ন লভ্যেত, মিথ্যাত্বস্য অলাভে চ অর্থান্তরত্বমপি স্যাৎ। কিন্তু অত্র প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকঃ নিষেধঃ প্রাতিভাসিকঃ ইতি ন ভ্রমঃ, পরন্তু প্রতিযোগিসমানসত্তাকঃ ব্যাবহারিকঃ ইতি ভ্রমঃ। তথাচ নিষেধ্যাপেক্ষয়া নিষেধস্য ন্যূনসত্তাকত্বাভাবাদেব ন অর্থান্তরতায়াঃ অবকাশঃ ইতি দর্শয়ন্ আহ— **"প্রকৃতে চ"** ইতি। প্রকৃতে চ প্রতিপন্নোপাধৌ ইতি মিথ্যাত্বলক্ষণে নিষেধস্য **তুল্যসত্তাকত্বাৎ** নিষেধ্যতুল্যসত্তাকত্বাৎ নিষেধনিষেধয়োঃ দ্বয়োরপি ব্যাবহারিকত্বাৎ **"কথং ন বিরোধিত্বং"** প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য স্বপ্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য পারমার্থিকত্বাপহারকত্বরূপং বিরোধিত্বং কথং ন? উক্তরূপং বিরোধিত্বং স্যাদেব ইতি ভাবঃ। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ন্যূনসত্তাকত্বে প্রতিযোগিপারমার্থিকত্বানপহারকতয়া অর্থান্তরং স্যাদেব। অত্র নিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বেন ব্যাবহারিকপ্রতিযোগিতুল্যসত্তাকত্বাৎ প্রতিযোগিসমানাধিকরণপ্রতিযোগিতুল্যসত্তাকনিষেধপ্রতিযোগিনঃ অপি স্বাপ্নগজাদেঃ স্বাপ্ননিষেধেন মিথ্যাত্বব্যবহারদর্শনাৎ মিথ্যাত্বং সিদ্ধম্। এবং যথা প্রতিযোগিতুল্যসত্তাকনিষেধপ্রতিযোগিনঃ মিথ্যাত্বং, তথা প্রতিযোগিসত্ত্বাধিকসত্তাকনিষেধপ্রতিযোগিনঃ অপি মিথ্যাত্বং সুতরাং

সিদ্ধমেব। তথাচ প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য প্রতিযোগ্যনূনসত্তাকত্বং বাচ্যম্, তেন প্রতিযোগিতুল্যসত্তাকস্য প্রতিযোগ্যধিকসত্তাকস্য চ নিষেধস্য সংগ্রহাৎ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বম্। তথাচ প্রকৃতে ব্যাবহারিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং পারমার্থিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্। নতু প্রাতিভাসিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বং ভবিতুম্ অর্হতি। প্রাতিভাসিকনিষেধস্য প্রতিযোগ্যনূনসত্তাকত্বাভাবাৎ। প্রাতিভাসিকরজতাদেঃ মিথ্যাত্বং তু প্রাতিভাসিকব্যাবহারিকপারমার্থিকনিষেধঘটিতং সম্ভবত্যেব। ব্যাবহারিকস্য তু দ্বিবিধনিষেধঘটিতমেব মিথ্যাত্বম্।৭

৮। ইদানীং পূর্ব্বপক্ষী প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানে প্রতিকূলতর্কং শঙ্কতে **"ন চ নিষেধস্য"** ইতি। "নিষেধস্য" মিথ্যাত্বঘটকনিষেধস্য, ব্যাবহারিকস্য, প্রপঞ্চপ্রতিযোগিকত্রৈকালিকনিষেধস্য অত্যন্তাভাবস্য ইত্যর্থঃ। **"নিষেধে"** ব্যাবহারিকমাত্রপক্ষকপ্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপমিথ্যাত্বানুমানেন ব্যাবহারিকস্য প্রপঞ্চপ্রতিযোগিকাত্যন্তাভাবস্য বোধনে ব্যাবহারিকস্য প্রপঞ্চাভাবস্য মিথ্যাত্বানুমানেন নিষেধে ইতি যাবৎ। **"প্রতিযোগিসত্ত্বাপত্তিঃ"** ব্যাবহারিকনিষেধাপেক্ষয়া তৎপ্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য অধিকসত্ত্বস্য আপাত্তঃ। প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য পারমার্থিকত্বাপত্তিঃ ইতি যাবৎ। তথাচ প্রপঞ্চঃ যদি ব্রহ্মধর্ম্মিকস্বাভাবাভাববোধকপ্রমাণকঃ স্যাৎ, তর্হি ব্রহ্মধর্ম্মিকস্বাভাবসত্তাধিকসত্তাকঃ স্যাৎ, "যৎ যদ্ধর্ম্মিকস্বাভাবাভাববোধকপ্রমাণকং তৎ স্বাভাবাধিকসত্তাকম্" ইতি ব্যাপ্তেঃ। অস্যাম্ আপত্তৌ "প্রপঞ্চঃ যদি ব্রহ্মধর্ম্মিকস্বাভাবাভাববোধকপ্রমাণকঃ" ইতি আপাদকঃ; "ব্রহ্মধর্ম্মিকস্বাভাবসত্তাধিকসত্তাকঃ ইতি আপাদ্যঃ। আপাদকাপাদ্যয়োঃ ব্যাপ্তিঃ প্রদর্শিতা। অত্র চ ব্রহ্মধর্ম্মিকপ্রপঞ্চাভাবস্য ব্যাবহারিকস্য অভাববোধকং প্রমাণং এতদেব মিথ্যাত্বানুমানম্। অনেন অনুমানেন ব্যাবহারিকে প্রপঞ্চা-

ভাবে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য সাধনাৎ প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মধর্ম্মিক-স্বাভাবাভাববোধকপ্রমাণকত্বসিদ্ধিঃ। এবং চ প্রদর্শিতব্যাপ্তিমূলক-তর্কেণ প্রপঞ্চস্য ব্যাবহারিকনিষেধাপেক্ষয়া নিষেধপ্রতিযোগিনি প্রপঞ্চে অধিকসত্ত্বস্য আপত্তৌ প্রপঞ্চস্য পারমার্থিকত্বমেব পর্য্যবসিতম্। মিথ্যাত্বঘটকনিষেধস্য প্রতিযোগিপ্রপঞ্চাপেক্ষয়া ন্যূনসত্তাকত্বাৎ প্রতিপন্নো-পাধৌ স্বান্যূনসত্তাকত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বলক্ষণস্য মিথ্যাত্বস্য প্রপঞ্চে অভাবাৎ। তথাচ বাধ্যনিষেধপ্রতিযোগিত্বেন প্রপঞ্চস্য পার-মার্থিকত্বাপত্তিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষিণাম্ আশয়ঃ।

প্রদর্শিতাম্ আপত্তিং দূষয়িতুম্ আহ—"**তত্র হি নিষেধস্য**" ইতি। "**তত্র হি**" ব্যাবহারিকে রজতাদৌ ধর্ম্মিণি **নিষেধস্য** ভ্রমবিষয়ীভূতস্য রজতত্বনিষেধস্য রজতত্বাভাবস্য ইত্যর্থঃ। "**নিষেধে**" অভাববোধনে ইদং ন অরজতম্ ইতি বাধকেন প্রমাণেন রজতত্বাভাবস্য অভাববোধনে ইতি যাবৎ "**প্রতিযোগিসত্ত্বম্ আয়াতি**" প্রতিযোগিনঃ রজতত্বাদেঃ সত্ত্বম্ অমিথ্যাত্বম্ সিধ্যতি, "**যত্র**" ধর্ম্মিণি "**নিষেধস্য**" অভাবস্য "**নিষেধবুদ্ধ্যা**" বাধজ্ঞানেন "**প্রতিযোগিসত্ত্বং**" প্রতিযোগিনঃ রজতত্বাদেঃ সত্ত্বং—স্বনিষেধাপেক্ষয়া অধিকসত্তাকত্বং "**ব্যবস্থাপ্যতে**" প্রমীয়তে, "**নিষেধমাত্রং**" প্রতিযোগিনম্ অনন্তর্ভাব্য নিষেধমাত্রং "**নিষিধ্যতে**" মিথ্যাত্বেন নিশ্চীয়তে, তত্র প্রতিযোগিনঃ অভাবাপেক্ষয়া অধিকসত্তাকত্বম্ আয়াতি ইতি ভাবঃ। **অয়মর্থঃ**—ব্যাবহারিকরজত-ধর্ম্মিণি ভ্রমবিষয়ীভূতস্য রজতত্বাভাবস্য নিষেধে রজতত্বধর্ম্মস্য অমিথ্যাত্বং আয়াতি যতঃ রজতত্বধর্ম্মং প্রতিযোগিত্বেনাগৃহীত্বৈব রজতত্বনিষেধস্য নিষেধঃ ভবতি ইতি ভাবঃ। উক্তম্ অর্থং দৃষ্টান্তেন বিবৃণ্বন্ আহ—"**যথা রজতম্** ইত্যাদি। "**রজতে**" ব্যাবহারিকে রজতে "**নেদং রজতম্ ইতি জ্ঞানানন্তরম্**" রজতভেদরূপস্য রজতত্বাত্যন্তাভাবস্য ভ্রমজ্ঞানানন্তরম্ "**ইদং ন অরজতম্ ইতি জ্ঞানেন**" অত্র রজতত্বম্

ইতি বাধজ্ঞানেন রজতত্বং ব্যবস্থাপ্যতে ইত্যর্থঃ। ন অরজতম্ রজত-ভিন্নম্ ন ইতি জ্ঞানে রজতভিন্নভেদঃ বিষয়ঃ, ধর্ম্মিভিন্নভেদস্য ধর্ম্মস্বরূপতয়া রজতভিন্নভেদস্য রজতত্বরূপত্বম্, তথা চ **ইদং ন অরজতম্ ইতি জ্ঞানেন** অত্র রজতত্বম্ ইতি জ্ঞানেন ইত্যর্থঃ, **"রজতং ব্যবস্থাপ্যতে"** রজতত্বম্ অমিথ্যাত্বেন নিশ্চীয়তে। "ন অরজতম্" ইত্যস্য রজতত্বরূপ-তয়া **"রজতং ব্যবস্থাপ্যতে"** ইত্যত্র রজতপদং রজতত্বপরং বোধ্যম্, অন্যথা অসঙ্গতিঃ স্যাৎ মিথ্যাত্বলক্ষণঘটকাত্যন্তাভাবস্য ভেদেন প্রত্যুদা-হরণম্ অসঙ্গতং স্যাদিতি ভাবঃ। স্বাবচ্ছিন্নভিন্নভেদস্য স্বস্বরূপতয়া রজতত্বাবচ্ছিন্নভিন্নভেদস্য রজতত্বরূপত্বাৎ ন অরজতম্ ইতি জ্ঞানেন রজতত্বম্ ইতি জ্ঞানেন রজতত্বস্যৈব ব্যবস্থাপনাৎ রজতত্ববতি রজত-ভেদভ্রমানন্তরং "ন অরজতম্" ইতি বুদ্ধ্যা রজতভেদস্য বাধেন রজতত্বম্ অমিথ্যাত্বেন নিশ্চীয়তে, যতঃ রজতত্বসমানাধিকরণস্য রজতভেদাত্মকস্য রজতত্বাত্যন্তাভাবস্য "ন অরজতম্" ইতি বাধেন প্রাতীতিকত্বনিশ্চয়াৎ রজতভেদাত্মক রজতত্বাত্যন্তাভাবস্য স্বপ্রতিযোগিব্যাবহারিকরজতত্বা-পেক্ষয়া ন্যূনসত্তাকত্বেন অন্যূনসত্তাকাত্যন্তাভাবঘটিতমিথ্যাত্বস্য রজতত্বে অভাবাৎ। যথার্থপ্রতিযোগগর্ভিত অভাবভ্রমানন্তরং ভ্রমবিষয়ীকৃতস্য অভাবস্য নিষেধজ্ঞানেন প্রতিযোগিনঃ অমিথ্যাত্বং স্বনিষেধাপেক্ষয়া অধিকসত্তাকত্বং বা ব্যবস্থাপ্যতে। যত্র তু আরোপিতপ্রতিযোগিমতি আরোপিতনিষেধস্য নিষেধঃ, তত্র ন প্রতিযোগিনঃ পারমার্থিকত্বং ন বা স্বনিষেধাপেক্ষয়া অধিকসত্তাকত্বং, প্রতিযোগিনিষেধয়োঃ দ্বয়োরপি আরো-পিতত্বাৎ ইতি ভাবঃ। প্রতিযোগিনম্ অনন্তর্ভাব্য কেবলমাত্রস্য নিষেধস্য বাধনে প্রতিযোগিনঃ প্রদর্শিতস্থলে অমিথ্যাত্বেঽপি **"যত্র তু প্রতি-যোগিনিষেধয়োঃ উভয়োরপি নিষেধঃ"** নিষেধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মস্য প্রতিযোগিনিষেধোভয়বৃত্তিত্বাৎ **"তত্র"** নিষেধবাধনেঽপি **"ন প্রতিযোগিসত্ত্বম্"** ন রজতত্ববৎ প্রতিযোগিনঃ অমিথ্যাত্বম্, নিষেধ্য-

তাবচ্ছেদকধর্মস্য প্রতিযোগিনিষেধোভয়বৃত্তিত্বেন প্রতিযোগিনিষেধয়োঃ উভয়োরপি নিষেধে যথা ন প্রতিযোগিনঃ অমিথ্যাত্বম্, নিষেধাপেক্ষয়া অধিকসত্তাকত্বং বা তথা দৃষ্টান্তেন প্রদর্শয়ন্ আহ—**"যথা ধ্বংসসময়ে"** ইত্যাদি। ধ্বংসসময়ে ঘটাদিধ্বংসসময়ে, কপালাদৌ ইতি শেষঃ, **প্রাগভাবপ্রতিযোগিনঃ**—প্রাক্ নিষেধবুদ্ধেঃ প্রাক্ আরোপিতয়োঃ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনোঃ উভয়োঃ নিষেধঃ। অয়ং ভাবঃ—প্রাচীন-তার্কিকমতে ধ্বংসপ্রাগভাবয়োঃ অত্যন্তাভাববিরোধিত্বাঙ্গীকারাৎ ঘটাদিধ্বংসকালে কপালাদৌ ঘটাদেঃ তদত্যন্তাভাবস্য চ ধ্বংসবিরোধি-ত্বয়া ব্যাবহারিকত্বাসম্ভবেন কপালাদৌ আরোপিতয়োঃ ঘটাদিতদত্যন্তা-ভাবয়োঃ নিষেধেন ন প্রতিযোগিনঃ ঘটস্য অমিথ্যাত্বং ধ্বংসবিরোধি-ত্বয়া দ্বয়োরপি অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনঃ আরোপিতত্বাবিশেষাৎ। কপালাদৌ আরোপিতঘটতদত্যন্তাভাবয়োঃ যুগপৎ নিষেধাৎ প্রাক্ যুগপদেব কপালাদৌ ঘটাদিতদত্যন্তাভাবয়োঃ আরোপাত্মিকা প্রসক্তিঃ প্রদর্শনীয়া, সা চ প্রসক্তিঃ ন কপালাদৌ ঘটতদত্যন্তাভাবয়োঃ নিশ্চয়রূপা সম্ভবতি, অতঃ সংশয়রূপা প্রসক্তিঃ বাচ্যা, তথা চ ঘটধ্বংসবতি কপালে "কপালং ঘটবৎ ন বা" ইতি সংশয়োত্তরম্ "অস্মিন্ কপালে ঘটঃ তদ-ত্যন্তাভাবশ্চ নাস্তি" ইতি নিষেধেঽপি যথা ন ঘটস্য অমিথ্যাত্বং ন বা বাধ্যনিষেধাপেক্ষয়া প্রতিযোগিনঃ ঘটস্য অধিকসত্তাকত্বং তথা প্রকৃতে-ঽপি। "যথা ধ্বংসসময়ে প্রাগভাবপ্রতিযোগিনঃ উভয়োরপি নিষেধঃ" ইতি বাক্যস্য যথাশ্রুতার্থস্তু **"ধ্বংসসময়ে"** ঘটধ্বংসসময়ে কপালে **ঘটপ্রাগভাবতৎপ্রতিযোগিনোঃ**" ঘটপ্রাগভাবস্য ঘটস্য চ ঘটধ্বংস-বতি কপালে আরোপিতস্য বাধেঽপি যথা বাধিতঘটপ্রাগভাবপ্রতি-যোগিনঃ ঘটস্য ন অমিথ্যাত্বম্ ন বা প্রাগভাবাপেক্ষয়া প্রতিযোগিনঃ ঘটস্য অধিকসত্তাকত্বম্ এবং প্রকৃতেঽপি ইতি। এবং প্রাগভাবপদস্য যথাশ্রুতার্থঃ ন সঙ্গচ্ছতে। পূর্ব্বপাক্ষণা "ন চ নিষেধস্য নিষেধে প্রতি-

যোগিসত্ত্বাপত্তিঃ" ইতি বাক্যেন অত্যন্তাভাবাত্মকনিষেধস্য নিষেধে প্রতিযোগিসত্ত্বম্ উক্তম্ প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য প্রক্রান্তত্বাৎ। অত্যন্তাভাবরূপস্য ত্রৈকালিকনিষেধস্য নিষেধে প্রতিযোগিনঃ সত্ত্বাপত্তিঃ প্রদর্শিতা পূর্ব্বপক্ষিণা। সিদ্ধান্তিনা উক্তাপত্তিপরিহারায় ঘটধ্বংসসময়ে কপালে ঘটপ্রাগভাবরূপনিষেধস্য নিষেধেন প্রতিযোগিনঃ ঘটস্যাপি অসত্ত্বং প্রদর্শিতম্। তথা চ অত্যন্তাভাবস্য নিষেধম্ আদায় প্রদর্শিতায়াঃ আপত্তেঃ প্রাগভাবনিষেধম্ আদায় প্রতিসমাধানং সিদ্ধান্তিনঃ অসঙ্গতং স্যাৎ। অতঃ প্রাগভাবপদস্য যথাশ্রুতে অর্থে মূলকৃতাং তাৎপর্য্যমেব নাস্তি। তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতঃ অর্থস্তু প্রাগেব প্রদর্শিতঃ।৮

৯। নিষেধস্য নিষেধে প্রতিযোগিনঃ সত্ত্বাপত্তিঃ ইতি প্রতিকূলতর্কস্য মূলভূতাং ব্যাপ্তিং দৃষ্টান্তোপন্যাসেন ব্যভিচারয়ন্ দার্ষ্টান্তিকে অপি যোজয়তি—"এবং চ" ইত্যাদি। যদ্ যদ্বাধকস্বাভাবাভাবসাধকপ্রমাণকং তৎ স্বাভাবাধিকসত্ত্বাকম্ ইতি ব্যাপ্তেঃ ঘটধ্বংসসময়ে অভাবপ্রতিযোগিনোঃ উভয়োঃ নিষেধে যথা ব্যভিচারঃ তথা "প্রকৃতেঽপি" বিমতং—প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি দৃশ্যত্বাৎ ইতি ন্যায়প্রয়োগেঽপি, "নিষেধবাধকেন" "নিষেধস্য" প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য, "বাধকেন" উক্তনিষেধস্য প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপমিথ্যাত্বস্থাপকদৃশ্যত্বহেতুনা অনুমানপ্রমাণেন "প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য"—মিথ্যাত্বঘটকত্রৈকালিকনিষেধস্য প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য নিষেধস্য চ মিথ্যাত্বঘটকত্রৈকালিকনিষেধস্য চ "বাধনাৎ" প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বাত্মকরূপমিথ্যাত্বনিশ্চয়াৎ, দৃশ্যত্বাদিরূপেণ যথা প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বং তথৈব প্রপঞ্চনিষেধস্যাপি "ন নিষেধস্য বাধ্যত্বেঽপি" "নিষেধস্য" মিথ্যাত্বঘটকত্রৈকালিকনিষেধস্য, "বাধ্যত্বেঽপি" দৃশ্যত্বানুমানেন মিথ্যাত্বনিশ্চয়েঽপি "প্রপঞ্চস্য" মিথ্যাত্বঘটকনিষেধপ্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য "ন

তাত্ত্বিকত্বম্" ন বাধানিষেধাপেক্ষয়া প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য অধিক-সত্তাকত্বম্। তথা চ প্রতিকূলতর্কমূলভূতায়াঃ ব্যাপ্তেঃ দার্ষ্টান্তিকেঽপি ব্যভিচারঃ এব। প্রপঞ্চাভাবস্য অভাবসাধকপ্রমাণস্য প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানস্য সত্ত্বেঽপি ন প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য স্বাভাবাপেক্ষয়া অধিকসত্তাকত্বম্। মিথ্যাত্বানুমানেন প্রতিযোগ্যভাবয়োঃ দ্বয়োরেব মিথ্যাত্বনিশ্চয়াৎ। **"উভয়োরপি"** মিথ্যাত্বঘটকনিষেধস্য তৎপ্রতি-যোগিনঃ প্রপঞ্চস্য চ, ব্যাবহারিকত্বেন একনিষেধনিষেধাত্বাৎ উভয়ত্র নিষেধ্যতাবচ্ছেদকরূপস্য দৃশ্যত্বাদেঃ সত্ত্বাৎ উভয়োরপি নিষেধকং মানং ব্যাবহারিকপক্ষকং প্রকৃতানুমানমেব। যত্তত্র মিথ্যাত্বঘটকনিষেধ-মাত্রং নিষিধ্যেত তদা প্রতিযোগিনঃ নিষেধাপেক্ষয়া অধিকসত্তাকত্বং স্যাৎ, অত্র তু উভয়োরপি নিষেধাৎ ন প্রতিযোগিনঃ নিষেধাপেক্ষয়া অধিকসত্তাকত্বম্ ইতি ভাবঃ।৯

১০। ত্রৈকালিকনিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বাঙ্গীকারে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদ্যদ্বৈতশ্রুতীনাং ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যতার্থপ্রতিপাদকত্বেন অতত্ত্বা-বেদকত্বম্ যৎ পূর্বপক্ষিণা আশঙ্কিতম্, (২৬ বাক্যম্) তদ্ অনূদ্য সমাধত্তে—**"ন চ অতাত্ত্বিকনিষেধবোধকত্বে"** ইত্যাদি। "অতাত্ত্বিকনিষেধবোধকত্বে"—প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য ব্যাবহারিকত্বেন ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যত্বাৎ অতাত্ত্বিকত্বং, তম্ অতাত্ত্বিকং নিষেধং তাৎপর্যেণ প্রতিপাদয়ন্তীনাং শ্রুতীনাম্ অতাত্ত্বিকনিষেধবোধক-ত্বম্ তস্মিন্ সতি, **"শ্রুতেঃ অপ্রামাণ্যাপত্তিঃ"** "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদ্যদ্বৈতপ্রতিপাদকশ্রুতেঃ অপারমার্থিক-নিষেধবোধকত্বেন অপ্রামাণ্যাপত্তিঃ বাধিতার্থবোধকত্বাৎ ইতি পূর্ব-পক্ষিণাম্ অভিপ্রায়ঃ ন চ যুক্তঃ। অত্র অয়ং পূর্বপক্ষিণাম্ আশয়ঃ—তদ্-বার্তা তদ্বোধকত্বং নাত্র প্রামাণ্যম্ অভিপ্রেতম্। কিন্তু তত্ত্বাবেদকত্ব-লক্ষণং প্রামাণ্যম্ অভিপ্রেতম্। তত্ত্বং চ কালত্রয়াঽবাধ্যং বস্তু।

কালত্রয়াবাধ্যবস্তুবোধকত্বমেব প্রামাণ্যম্। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক-নিষেধস্য ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যত্বেন কালত্রয়াঽবাধ্যত্বাভাবাৎ তাদৃশনিষেধবোধি-কায়াঃ শ্রুতেঃ অপ্রামাণ্যমেব।

সমাধত্তে—"**ব্রহ্মভিন্নম্**" ইতি ব্রহ্মণঃ ভিন্নম্ **প্রপঞ্চতন্নিষেধাদিকং** ব্রহ্মভিন্নত্বেনৈব **অতাত্ত্বিকং** মিথ্যা তৎ চ "**অতাত্ত্বিকত্বেন**" মিথ্যাত্বেন "**বোধয়ন্ত্যাঃ** প্রতিপাদয়ন্ত্যাঃ "**শ্রুতেঃ**" নেহ নানেত্যাদি শ্রুতেঃ "**অপ্রামাণ্যাসম্ভবাৎ**"—তদ্বতি তৎপ্রকারকবোধজনকত্বরূপব্যাব-হারিকপ্রামাণ্যসম্ভবেন তদভাববতি তৎপ্রকারকবোধজনকত্বরূপব্যাব-হারিকাপ্রমাণ্যাসম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতেঃ ন অপ্রামাণ্যাপত্তিঃ, যতঃ উক্তশ্রুত্যা ব্রহ্মভিন্নবস্তুমাত্রস্য প্রপঞ্চস্য তন্নি-ষেধস্য চ ব্রহ্মভিন্নত্বেনৈব অতাত্ত্বিকত্বং মিথ্যাত্বং, মিথ্যাত্ববিশিষ্টস্য প্রপঞ্চ-তন্নিষেধাদেঃ "**অতাত্ত্বিকত্বেন**" মিথ্যাত্বেন "**বোধয়ন্ত্যাঃ শ্রুতেঃ অপ্রামাণ্যাসম্ভবাৎ**"। তথাচ তদ্বতি তদ্বোধকত্বমেব প্রামাণ্যম্, মিথ্যাত্ববতি প্রপঞ্চতন্নিষেধাদৌ মিথ্যাত্ববোধনে শ্রুতেঃ ব্যাবহারিকা-প্রামাণ্যাসম্ভবাৎ। যদ্যপি "নেহ নানে"ত্যাদি শ্রুতেঃ ব্রহ্মপ্রমাবাধ্য-নিষেধপ্রতিপাদকতয়া কালত্রয়াবাধ্যবস্তুপ্রতিপাদকত্বলক্ষণং তত্ত্বাবেদকত্ব-রূপং প্রামাণ্যং নাস্তি, তথাপি মিথ্যাত্ববতি প্রপঞ্চতন্নিষেধাদৌ মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদনাৎ ব্যাবহারিকং প্রামাণ্যম্ উক্তশ্রুতীনাম্ ইষ্টমেব। অত্র প্রপঞ্চতন্নিষেধাদি ইত্যত্র আদিপদেন নিষেধস্য নিষেধো গ্রাহ্যঃ।

"নেহ নানাস্তি" ইত্যাদি শ্রুতীনাং তত্ত্বাবেদকত্বলক্ষণং প্রামাণ্যং নাস্তি তত্ত্বাবেদকত্বলক্ষণপ্রামাণ্যং তু অখণ্ডার্থপ্রতিপাদকশ্রুতীনাং "তত্ত্বমসি" "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদীনামেব। তাদৃশা-খণ্ডার্থস্য কালত্রয়েঽপি বাধাসম্ভবাৎ।

নহু "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি শ্রুত্যা "ইহ" পদার্থে দৃশ্য-তাদাত্ম্যাপন্নে ব্রহ্মণি "কিঞ্চন নানা" দৃশ্যমাত্রং প্রপঞ্চতদভাবরূপং

"নাস্তি" ইতি অর্থপ্রতিপাদনেন ব্রহ্মণি প্রপঞ্চতদভাবপ্রতীতৌ অপি কথং প্রপঞ্চতদভাবয়োঃ অতাত্ত্বিকস্বরূপং মিথ্যাত্বম্। ন হি যত্র কুত্রচিৎ নিষেধপ্রতিপাদনমাত্রেণ নিষেধ্যস্য মিথ্যাত্বম্ আয়াতি। মা ভূৎ "ভূতলে ঘটো নাস্তি" ইতি প্রতীত্যা ঘটস্য মিথ্যাত্বম্। তদৈব প্রপঞ্চতদভাবয়োঃ মিথ্যাত্বং লভ্যেত যদা স্বসমানাধিকরণস্বানূনসত্তাকাত্যন্তাভাবপ্রতি-যোগিত্বং তয়োঃ প্রতিপাদ্যেত। ন চ "নেহ"ইত্যাদি শ্রুতিঃ তথা প্রতি-পাদয়তি তদর্থকপদাভাবাৎ ইতি চেৎ? ন। "নেহ নানাস্তি" ইতি শ্রুত্যন্তর্গত-"ইহ" পদস্য দৃশ্যতাদাত্ম্যাপন্নব্রহ্মার্থকতয়া তত্র প্রপঞ্চতদ-ভাবয়োঃ দৃশ্যমাত্রস্য অত্যন্তাভাবে প্রতিপাদিতে দৃশ্যাভাবে দৃশ্যসামা-নাধিকরণ্যস্য শ্রুত্যক্ষরাদেব লাভাৎ মিথ্যাত্বঘটকং স্বসামানাধিকরণ্যং শাব্দমেব। মিথ্যাত্বঘটকাভাবে প্রতিযোগ্যনূনসত্তাকত্বলাভস্তু অনুমান-প্রমাণাৎ। তথাহি—শ্রুতিপ্রতিপাদ্যস্য অত্যন্তাভাবস্য অপ্রাতিভাসিকত্বে সিদ্ধে প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া অভাবস্য অনূনসত্তাকত্বমপি সিদ্ধং ভবতি। ব্যাবহারিকস্য দ্বৈতমাত্রস্য অপ্রাতিভাসিকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বে সিদ্ধে স্বানূনসত্তাকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং সিদ্ধং ভবতি। শ্রুতিপ্রতি-পাদিতস্য অত্যন্তাভাবস্য অপ্রাতিভাসিকত্বং চ ইত্থম্ অনুমেয়ম্—

দ্বৈতবতি ব্রহ্মণি দ্বৈতাভাবঃ—অপ্রাতিভাসিকঃ, শ্রুতিপ্রমিতত্বাৎ, যাগাদিধর্মবৎ ব্রহ্মবৎ চ।

ন চ স্বাপ্নরথাদীনামপি "অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রমিতানাং প্রাতিভাসিকত্বেন হেতোঃ ব্যভিচারঃ ইতি বাচ্যম্। "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি" ইতি শ্রুত্যা স্বাপ্নরথাদীনাং ব্যাবহারকালবাধ্যত্ববোধনাৎ তেষাং প্রাতিভাসিকত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিপ্রমিতত্বরূপহেতোঃ শ্রুতিজন্যব্যবহারকালাবাধ্যবিষয়ক-জ্ঞানবিষয়ত্বার্থকত্বাৎ ন ক্বাপি ব্যভিচারঃ ইতি ভাবঃ। এবং চ ব্রহ্মভিন্নপ্রপঞ্চতন্নিষেধাদীনাং স্বসমানাধিকরণস্বানূনসত্তাকাত্যন্তাভাব-

প্রতিযোগিস্বরূপনিষ্ঠ্যত্বেনৈব বোধকত্বং "নেহ নানে"তি শ্রুতেঃ উপপন্নম্ এব। ন চ "নেহ নানে"তি শ্রুত্যা দেশবর্ত্তি ব্রহ্মণি দ্বৈতাভাববোধনে অপ্রামাণ্যাৎ বোধস্য স্বত এব প্রামাণ্যং, প্রত্যক্ষস্যৈব অপ্রামাণ্যাৎ, ইতি বাচ্যম্। "অত্যন্তবাধিতম্পার্থে জ্ঞানং শব্দঃ করোতি হি" ইতি খণ্ডনকারোক্তরীত্যা শব্দবোধস্য অপ্রামাণ্যস্য স্বীক্রিয়তে। অাক্রোশাদিবাক্যে শাব্দস্য অপ্রামাণ্যং সর্ব্বানুভবসিদ্ধম্। তথাচ শাব্দস্য অপ্রামাণ্যোপগমেহপি ন কোহপি দোষঃ, যথা চ "নেহ নানে"তি শ্রুতিজন্যশাব্দবোধস্য ন অপ্রামাণ্যং তথা বর্ণিতম্ অধস্তাৎ।১০

তাৎপর্য্য।

ত্রৈকালিকনিষেধের তাত্ত্বিকনিষেধ নির্দ্দোষ।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, **ত্রৈকালিকনিষেধটীকে পারমার্থিক বলিলে কোন দোষ হয় না,** যেহেতু প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধের অধিকরণীভূত যে ব্রহ্ম, তাহা হইতে উক্ত ত্রৈকালিক পারমার্থিকনিষেধ অত্যন্ত অভিন্ন। **উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধ প্রপঞ্চাত্যন্তাভাবত্ববিশিষ্টরূপে বাধ্য হইলেও কেবলরূপে ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত অভিন্ন হয়, আর সেইজন্য অদ্বৈতহানিকর নহে।** এই ত্রৈকালিকনিষেধটী অভাবত্ববিশিষ্টরূপে প্রতিযোগিসাপেক্ষ সুতরাং বাধ্য। আর কেবলরূপে তাহা প্রতিযোগিনিরপেক্ষ সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ অবাধ্য। প্রপঞ্চাত্যন্তাভাবত্ববিশিষ্ট যে ত্রৈকালিকনিষেধ তাহা, প্রপঞ্চরূপ বাধ্যবস্তুঘটিত বলিয়া বাধ্য এবং তাহা নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অত্যন্ত অভিন্ন হইতে পারে না, কিন্তু অভাবটী অধিকরণস্বরূপে অর্থাৎ নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মরূপে অবাধ্যই বটে। অভাবপ্রতিযোগিনিরূপকত্ববিশিষ্টরূপে অতিরিক্ত এবং সাপেক্ষরূপ হইলেও অধিকরণস্বরূপে তাহা নিরপেক্ষ এবং অধিকরণ হইতে অত্যন্ত অভিন্ন। যেমন **জলে গন্ধাভাব, গন্ধপ্রতিযোগিকত্ব-**

বিশিষ্টরূপে ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও অধিকরণ জলস্বরূপে তাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ইহা প্রাভাকরসিদ্ধান্তে পরিস্ফুট। অতএব ত্রৈকালিকনিষেধ নির্ধর্মক ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত অভিন্ন বলিয়া তাহাকে পারমার্থিক বলিলে কোন দোষ হয় না।

ব্রহ্মগত প্রপঞ্চনিষেধের স্ফুরণে প্রপঞ্চভ্রমের অসম্ভাবনাশঙ্কা।

পূর্ব্বপক্ষিগণ ইহাতে শঙ্কা করেন যে, সিদ্ধান্তীর মতে প্রপঞ্চভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম। আর সেই অধিষ্ঠান ব্রহ্মের স্ফুরণ না হইলে তাহাতে প্রপঞ্চের ভ্রম হইতে পারে না। এজন্য অধিষ্ঠানীভূত ব্রহ্মের স্ফুরণ আবশ্যক। এখন প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধ যদি ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত অভিন্ন হয়, তবে প্রপঞ্চনিষেধেরও স্ফুরণ হয়—ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। প্রপঞ্চনিষেধের স্ফুরণ থাকিতে প্রপঞ্চ আর আরোপিত হইতে পারে না। যাহার অভাব যাহাতে স্ফুরিত থাকে, তাহাতে সেই বস্তু আরোপিত হইতে পারে না। হইলে—অধ্যস্ত বস্তু অবাধ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রপঞ্চের **ত্রৈকালিকনিষেধ ব্রহ্মস্বরূপ বলিলে ব্রহ্মে প্রপঞ্চভ্রম অসম্ভব হইয়া পড়ে।**

প্রপঞ্চনিষেধ ব্রহ্মরূপে প্রকাশমান বলিয়া ভ্রমসম্ভব হয়।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, **ব্রহ্মরূপেই নিষেধ প্রকাশমান** কিন্তু নিষেধত্বরূপে নিষেধ প্রকাশমান নহে এবং সেই নিষেধত্বরূপে নিষেধ ব্রহ্ম হইতে অভিন্নও নহে। সদ্রূপে অধিষ্ঠানীভূত ব্রহ্ম প্রকাশমান আর নিষেধ তদ্রূপেই প্রকাশমান। প্রপঞ্চনিষেধত্বরূপে প্রপঞ্চনিষেধ প্রকাশমান নহে বলিয়া ব্রহ্মে প্রপঞ্চাধ্যাসের অসম্ভাবনা নাই।

প্রপঞ্চনিষেধত্বধর্ম্মবশতঃ ব্রহ্মে অধ্যাসাসম্ভাবনাশঙ্কা।

যদি বলা যায়—প্রপঞ্চনিষেধ ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও উক্ত নিষেধে যে **প্রপঞ্চনিষেধত্ব ধর্ম্ম,** তাহা ব্রহ্মাতিরিক্ত **ধর্ম্ম বলিলে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বহানি হইয়া পড়ে,** এজন্য উক্ত ধর্ম্মকেও ব্রহ্মমাত্র

বলিতে হইবে। সুতরাং ব্রহ্মের প্রকাশেই উক্ত ধর্ম্মেরও প্রকাশ হইল, অতএব তাহাতে আর প্রপঞ্চের অধ্যাস হইতে পারে না।

প্রপঞ্চনিষেধত্বধর্ম্ম অধ্যাসাধিষ্ঠানস্বরূপ হওয়ায় অধ্যাসসম্ভব।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্ত প্রপঞ্চনিষেধত্ব ধর্ম্ম ব্রহ্মমাত্র হইলেও প্রপঞ্চনিষেধস্বরূপে প্রকাশমান না হইয়া **অধ্যাসাধিষ্ঠানস্বরূপে প্রকাশমান হয়।** সুতরাং ব্রহ্মে প্রপঞ্চভ্রমের কোন বাধা হয় না।

ব্রহ্মের অভাবরূপত্ব বিষয়ে শঙ্কা।

ইহাতেও আবার আপত্তি হয় যে, আকাশাদি যে ভাবরূপ প্রপঞ্চ তাহার ত্রৈকালিকনিষেধ যদি ব্রহ্ম হইতে অনতিরিক্ত হইল, তবে **ব্রহ্মের ভাবরূপত্বের হানি হয়,** এবং ব্রহ্মের অভাবরূপত্বই সিদ্ধ হয়। যেমন ঘটাদি ভাববস্তুর ত্রৈকালিকনিষেধ অনুপলব্ধিপ্রমাণগম্য বলিয়া অভাবরূপ, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও অভাবরূপত্বই সিদ্ধ হয়, ভাবরূপত্বের হানি হয়। **অর্থাৎ ব্রহ্মও অনুপলব্ধিপ্রমাণগম্য হইয়া পড়ে।** অর্থাৎ ব্রহ্মেরও অভাবত্বাপত্তি হইয়া পড়ে। ভাবপ্রতি-যোগিক ত্রৈকালিকনিষেধ অনুপলব্ধিপ্রমাণগম্য হয়—ইহাই নিয়ম।

ব্রহ্মের অনুপলব্ধি প্রমাণগম্যত্বানুমানে উপাধি দোষ।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, পূর্ব্বপক্ষীর এতাদৃশ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, পূর্ব্বপক্ষী যে নিয়ম দেখাইয়াছেন, তাহা উপাধিদোষদুষ্ট। কারণ, তাঁহার মতে—

প্রপঞ্চপ্রতিযোগিকত্রৈকালিকনিষেধস্বরূপং ব্রহ্ম

অনুপলব্ধিপ্রমাণগম্যং ... ... (প্রতিজ্ঞা)

ভাবপ্রতিযোগিকত্রৈকলিকনিষেধত্বাৎ, ... (হেতু)

ঘটপ্রতিযোগিকত্রৈকালিকনিষেধবৎ ... (উদাহরণ)

এইরূপ অনুমান পর্য্যবসিত হইল। আর তাহাতে **"নিষেধসম-সত্তাকপ্রতিযোগিকত্রৈকালিকনিষেধত্ব" উপাধি হয়।** কারণ,

এই উপাধি দৃষ্টান্তে আছে বলিয়া সাধ্যের ব্যাপক এবং পক্ষে এই উপাধি নাই বলিয়া হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী যে স্থলে উক্ত নিষেধের সমানসত্তাক হইবে, সেই স্থলেই অনুপলব্ধি প্রমাণগম্যত্ব থাকিবে। প্রকৃতস্থলে অর্থাৎ পক্ষে সেই উপাধি নাই। কারণ, প্রপঞ্চ তাহার ত্রৈকালিকনিষেধের সমানসত্তাক হয় নাই। যেহেতু ত্রৈকালিকনিষেধ পারমার্থিক, আর প্রপঞ্চ—ব্যাবহারিক। প্রপঞ্চ তাহার নিষেধ হইতে ভিন্নসত্তাক হইয়াছে বলিয়া তাদৃশ প্রপঞ্চ-প্রতিযোগিক ত্রৈকালিকনিষেধে উক্ত উপাধি নাই। অর্থাৎ নিষেধ-সমানসত্তাকপ্রতিযোগিকত্রৈকালিকনিষেধত্ব নাই। সুতরাং উপাধির ব্যাপ্য যে সাধ্য—অনুপলব্ধিপ্রমাণগম্যত্ব, তাহা পক্ষে অর্থাৎ প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধে নাই। আর তাহা হইলে প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধ-স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাতেও অনুপলব্ধিপ্রমাণগম্যত্বরূপ সাধ্য নাই।

ব্রহ্মের প্রাগভাবরূপত্ব ও প্রতিযোগিনাশ্যত্বশঙ্কা।

এক্ষণে আবার আপত্তি হয় যে, আকাশাদি প্রপঞ্চের কারণ যে ব্রহ্ম, তাহা যদি আকাশাদির অভাবস্বরূপ হয়, তবে ব্রহ্মকে আকাশাদি প্রপঞ্চের কারণীভূত অভাবস্বরূপ বলিতে হইবে। আর **কারণীভূত অভাবই প্রাগভাব।** কারণীভূত অভাবের অত্যন্তাভাবত্ব হইতেই পারে না। এখন ব্রহ্ম যদি আকাশাদি প্রপঞ্চের প্রাগভাবস্বরূপ হইল, **তবে ব্রহ্ম প্রতিযোগিনাশ্য হইয়া পড়ে।** যেমন ঘটপ্রাগভাব ঘটনাশ্য হয়। এইরূপ প্রপঞ্চপ্রাগভাবও প্রপঞ্চনাশ্য হইবে, সুতরাং প্রপঞ্চের উৎপত্তিতে প্রপঞ্চ প্রাগভাবরূপ যে ব্রহ্ম তাহার নাশ হইবে।

কারণীভূত অভাব হইলেই প্রাগভাব হয় না।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, কারণীভূত অভাব হইলেই যে প্রাগভাব হইবে—এই নিয়মই অসঙ্গত। কারণ, তার্কিকগণের মতে **দাহের কারণীভূত যে প্রতিবন্ধকাভাব তাহা দাহের প্রাগ-**

ভাবরূপ নহে, তাহা ত অত্যন্তাভাব। প্রতিবন্ধকাভাব দাহের কারণীভূত অভাব হইয়াও প্রাগভাব নহে, কিন্তু অত্যন্তাভাব; সুতরাং ত্রৈকালিকনিষেধ ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও কারণীভূত অভাব হইয়াছে বলিয়া যে প্রাগভাব হইবে, তাহা নহে, কিন্তু অত্যন্তাভাব হইতে পারে। আর অত্যন্তাভাবরূপ হইলে প্রতিযোগিনাশত্বের আপত্তিও থাকিতে পারে না।

প্রপঞ্চের কারণীভূত অভাব প্রাগভাবই হয় বলিয়া শঙ্কা।

ইহাতেও পূর্ব্বপক্ষিগণ আপত্তি করেন যে, সিদ্ধান্তিগণের উক্ত সমাধান অসঙ্গত। কারণ, প্রতিবন্ধকাভাব দাহের কারণীভূত হইলেও দাহপ্রতিযোগিক অভাব নহে। তৎকারণতৎপ্রতিযোগিক অভাব প্রাগভাব ভিন্ন অত্যন্তাভাব হইতে পারে না। **প্রপঞ্চের কারণ প্রপঞ্চের অভাব প্রপঞ্চের প্রাগভাব রূপই হইবে,** প্রপঞ্চের অত্যন্তাভাব হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত নিয়মে ব্যভিচার।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে—না, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, উক্ত নিয়ম ব্যভিচারী। যেহেতু, যে অভাব যৎকারণীভূত যৎপ্রতিযোগিক হইবে, সে তাহার প্রাগভাব হইবে—ইহাই **পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত নিয়ম কিন্তু, তাহা ব্রহ্মান্তর্ভাবে ব্যভিচারী।** যেহেতু ব্রহ্ম প্রপঞ্চনিষেধস্বরূপ হইয়াও এবং প্রপঞ্চপ্রতিযোগিক ও তাহার কারণীভূত হইয়াও প্রপঞ্চের প্রাগভাবস্বরূপ নহে। আর উক্ত নিয়ম উপাধিদোষদুষ্ট হইয়াছে। কারণ, এস্থলে নাশপ্রতিযোগিত্বই উপাধি। উক্ত নিয়মানুসারে যে অনুমান হয়, তাহা এই—

বিমতঃ অভাবঃ প্রাগভাবঃ, ... (প্রতিজ্ঞা)

তৎকারণীভূততৎপ্রতিযোগিকাভাবত্বাৎ, ... (হেতু)

যথা—ঘটকারণীভূত ঘটপ্রতিযোগিকঃ অভাবঃ। (উদাহরণ)

এস্থলে নাশপ্রতিযোগিত্ব উপাধি, দৃষ্টান্ত ঘটপ্রাগভাবে থাকায় সাধ্য প্রাগভাবের ব্যাপক হইয়াছে, কিন্তু পক্ষীকৃত ত্রৈকালিকনিষেধে না থাকায় হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং উক্ত নিয়ম ভঙ্গ হইল। অর্থাৎ ত্রৈকালিক নিষেধটী প্রাগভাবস্বরূপ হইল না।

ব্রহ্মস্বরূপ প্রপঞ্চনিষেধের ত্রৈকালিকত্বে আপত্তি।

ইহাতে পুনরায় আপত্তি হয় যে, **প্রপঞ্চনিষেধ যদি ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তবে, তাহা ত্রৈকালিক হইতে পারে না।** ত্রৈকালিক পদের অর্থ—ত্রিকালসম্বন্ধী। ব্রহ্ম অসঙ্গ বলিয়া ত্রিকালসম্বন্ধী হইতে পারে না, হইলে ব্রহ্মের অসঙ্গত্বের বিরোধ হয়।

ত্রৈকালিকত্বপদের অর্থনির্ণয়দ্বারা সমাধান।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, **কল্পিতত্রিকালসঙ্গদ্বারা বাস্তবসঙ্গাভাববোধক শ্রুতির বিরোধ হয় নাই।** আর ত্রৈকালিক পদের অর্থ—ত্রিকালসঙ্গীও নহে। প্রপঞ্চনিষেধকে যে ত্রৈকালিক বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, **প্রাগভাবের অপ্রতিযোগী হইয়া ধ্বংসের অপ্রতিযোগী,** কিন্তু ত্রৈকালিকপদের অর্থ ত্রিকালসম্বন্ধী এরূপ নহে। সুতরাং উক্ত দোষ নাই।

উক্ত সমাধানে নরবিষাণাদিরও ত্রৈকালিকত্বাপত্তি।

ইহাতে আবার আপত্তি হয় যে, প্রাগভাবের অপ্রতিযোগী হইয়া ধ্বংসের অপ্রতিযোগী হইলেই যদি তাহা ত্রৈকালিক হয়, তবে, **নরবিষাণাদিও ত্রৈকালিক হইবে।** যেহেতু তাহাও প্রাগভাব ও ধ্বংসের অপ্রতিযোগী।

নরবিষাণাদির অসত্ত্বপ্রযুক্ত উক্ত আপত্তি ব্যর্থ।

এরূপ আপত্তিও চলে না। **নরবিষাণাদি ধর্ম্মীর অসত্ত্বপ্রযুক্ত** তাহাতে ত্রৈকালিকত্ব ধর্ম্মের সত্ত্বের **আপত্তি হইতে পারে না।** আর নরবিষাণাদিতে ত্রৈকালিকত্ব ধর্ম্মের সত্তা থাকিলে তাহার অসত্ত্বের

ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। সুতরাং, "ধ্বংসের অপ্রতিযোগিত্বরূপ নিত্যত্বই ব্রহ্মসাধারণ নিত্যত্ব, এবং তাহা অসঙ্গত, যেহেতু তাহা নরবিষাণেও আছে"—পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আপত্তিও আর রহিল না। যেহেতু নরবিষাণে উক্ত ধর্ম্মের সত্তা স্বীকার করিলে নরবিষাণে অসত্ত্বের ব্যাঘাত হয়। সুতরাং বিয়দাদিপ্রপঞ্চপ্রতিযোগিকত্রৈকালিকনিষেধ ব্রহ্মাভিন্ন বলিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে বলিয়া অদ্বৈতহানির সম্ভাবনা নাই।

প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধের তাত্ত্বিকত্বে প্রপঞ্চের তাত্ত্বিকত্বাপত্তি।

এখন পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন—প্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধ তাত্ত্বিক হইলে **প্রপঞ্চও তাত্ত্বিক হইবে**—ইহাই নিয়ম। কারণ, প্রপঞ্চকে তাত্ত্বিক না বলিলে মিথ্যাপ্রতিযোগিক অভাবও মিথ্যা হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে মিথ্যাত্বঘটক অভাবটী আর ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে না। প্রপঞ্চনিষেধের নিরূপক যে প্রপঞ্চ তাহা যদি মিথ্যা হয়, তবে মিথ্যা-প্রপঞ্চনিরূপিত যে অভাব, তাহার সত্যত্ব অসম্ভব। **যেমন শুক্তি-রজত মিথ্যা বলিয়া সেই শুক্তিরজতনিরূপিত যে সাদৃশ্য, তাহাও মিথ্যাই বটে।** "নিরূপক" মিথ্যা, অথচ "নিরূপিত" সত্য এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্তিগণ যে ত্রৈকালিকনিষেধকে তাত্ত্বিক বলিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত হইল কিরূপে?

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকানুসরণদ্বারা সমাধান।

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আপত্তি কিন্তু অসঙ্গত। কারণ, প্রপঞ্চপ্রতিযোগিকত্ব-বিশিষ্ট যে ত্রৈকালিকনিষেধ, সেই বিশিষ্টরূপনিষেধ মিথ্যাপ্রতিযোগি-নিরূপিত বলিয়া মিথ্যাই বটে, কিন্তু তাদৃশ নিষেধত্ববিশিষ্ট নিষেধ মিথ্যা হইলেও তাদৃশ **নিষেধত্ব উপলক্ষিত নিষেধ মিথ্যা নহে।** "যাহা যন্নিরূপিত তাহা তাহার সমানসত্তাক"—এরূপ ব্যাপ্তি সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন না, কিন্তু **যাহা যেরূপে যন্নিরূপিত তাহা সেইরূপে তৎ-সমানসত্তাক**—এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করেন। প্রপঞ্চের তাত্ত্বিকত্ব

স্বীকার না করিয়া মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলেও কেবলরূপে অভাবের মিথ্যাত্বাপত্তি নাই। সুতরাং নিষেধের তাত্ত্বিকত্ব স্বীকারে কোন বাধা নাই। অভাবটি কেবলরূপে ব্রহ্মাভিন্ন বলিয়া মিথ্যাপ্রপঞ্চপ্রতিযোগি-নিরূপিত নহে।

পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তিতে ব্যভিচার দোষ।

আর পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত নিয়মের ব্যভিচার দোষও আছে। যেহেতু, শুক্তিরজতের অভাব শুক্তিরজতের অধিষ্ঠান চৈতন্যস্বরূপ। এজন্য তাহা পারমার্থিক, কিন্তু প্রাতীতিকশুক্তিরজতনিরূপিতত্ববিশিষ্টরূপে শুক্তি-রজতের অভাব প্রাতীতিকই বটে। আবার শুক্তিরজতের অভাব শুক্তিরজতের অধিষ্ঠানতাবচ্ছেদক ব্যাবহারিক শুক্তীদমংশাবচ্ছিন্নরূপে ব্যাবহারিক-প্রাতীতিকশুক্তিরজত প্রতিযোগ্যুপলক্ষিত অভাবত্ববিশিষ্ট-রূপে ঐ অভাব, অর্থাৎ শুক্তিরজতের অভাব ব্যাবহারিক। আর কেবল অধিষ্ঠান চিদ্রূপে ঐ অভাব তাত্ত্বিক। সুতরাং **শুক্তিরজতের অভাব কোনরূপে প্রাতীতিক এবং কোনরূপে ব্যাবহারিক এবং কোনরূপে তাত্ত্বিক।** এইজন্য সিদ্ধান্তীর অভিমত ব্যাপ্তিতে "রূপ" নিবেশ করা হইয়াছিল, অর্থাৎ "যাহা যেরূপে যন্নিরূপিত"—এইরূপ বলা হইয়াছিল, কিন্তু "যাহা যন্নিরূপিত" এরূপ নহে। শুক্তিরজতের যে অভাব তাহার রূপ তিনটী, একটী—কেবলরূপ অর্থাৎ অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপ, দ্বিতীয়টী—অধিষ্ঠানতাবচ্ছেদক শুক্তীদমাংশাবচ্ছিন্নরূপ এবং তৃতীয়টী—প্রাতীতিকপ্রতিযোগিনিরূপিতত্ববিশিষ্টরূপ। প্রথমরূপে অভাবটী তাত্ত্বিক, দ্বিতীয়রূপে ব্যাবহারিক এবং তৃতীয়রূপে প্রাতীতিক। সুতরাং যে, যে তাত্ত্বিকস্বরূপ অভাবের প্রতিযোগী হইবে, সেও তাত্ত্বিক হইবে—এই পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত ব্যাপ্তি ব্যভিচারী হইল। তাত্ত্বিকাভাবের প্রতিযোগী কল্পিত শুক্তিরজতাদিতে ইহার ব্যভিচার হয়। কেবলরূপে অর্থাৎ অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে শুক্তিরজতের অভাবটী তাত্ত্বিক, আর তাহার

প্রতিযোগী শুক্তিরজত প্রাতিভাসিক। উক্ত ব্যাপ্তিটী রূপঘটিত না করিয়া যদি রূপাঘটিত করা যাইত, অর্থাৎ যেরূপ পূর্ব্বপক্ষী করিয়াছেন, তাহাতে দোষ এই হইত যে, শুক্তিরজতের অভাব প্রাতীতিক শুক্তি-রজতনিরূপ্য বলিয়া যেমন প্রাতীতিক হইবে, সেইরূপ রূপান্তরেও অর্থাৎ অধিষ্ঠানতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপে এবং কেবলাধিষ্ঠানচৈতন্য-রূপেও, প্রাতীতিকই হইয়া পড়িবে, ব্যাবহারিক ও তাত্ত্বিক হইতে পারিবে না। সুতরাং উক্ত ব্যাপ্তির নিষ্কর্ষ এই যে, **নিরূপকটী নিরূপ্যতাবচ্ছেদকবিশিষ্টের সহিত সমানসত্তাক হয়,** কিন্তু সাধারণতঃ নিরূপক নিরূপ্যের সমানসত্তাক—এরূপ ব্যাপ্তি নহে।

ত্রৈকালিকনিষেধের অতাত্ত্বিকপক্ষও নির্দ্দোষ।

যাহা হউক পূর্ব্বপক্ষী যে আপত্তি করিয়াছিলেন—প্রপঞ্চ তাত্ত্বিকাভাবের প্রতিযোগী হইলে তাত্ত্বিক হইবে, "প্রপঞ্চঃ তাত্ত্বিকঃ, তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগিত্বাৎ" ইত্যাদি, তাহার সমাধান বলা হইয়াছে। এক্ষণে **প্রকারান্তরে সমাধান করিবার জন্য মূলকার উক্ত নিষেধকে অতাত্ত্বিকই বলিতেছেন।** কারণ, উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধকে অতাত্ত্বিক বলিলেও ক্ষতি নাই। দেখ, ত্রৈকালিকনিষেধ অতাত্ত্বিক বলিলে, প্রপঞ্চ আর তাত্ত্বিক নিষেধের প্রতিযোগী হইল না, সুতরাং প্রপঞ্চের আর তাত্ত্বিকত্বের আপত্তি হইতে পারে না। তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগি-ত্বাৎ এই হেতুই সুতরাং অসিদ্ধ হইয়া পড়ে, আর অদ্বৈতহানির যে আপত্তি দিয়াছিলেন তাহাও আর হইল না। যেহেতু ত্রৈকালিকনিষেধটী ব্রহ্মভিন্ন বলিয়া মিথ্যাই বটে। উক্ত নিষেধটী অতাত্ত্বিক হইলেও প্রাতিভাসিক নহে, যেহেতু প্রাতিভাসিক বলিলে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়, এবং প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধি হয় না বলিয়া অর্থান্তরতা দোষও হয়। এইজন্য উক্ত **নিষেধটী অতাত্ত্বিক হইয়াও প্রাতিভাসিক নহে, কিন্তু ব্যাবহারিক বলিতে হইবে।**

তত্তাত্ত্বিকত্বের ব্যাবহারিকত্ব অর্থ স্বীকারে আপত্তি।

পূর্ব্বপক্ষী বলেন—উক্ত নিষেধ যদি ব্যাবহারিক হয়, তাহা হইলে উক্ত নিষেধ ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু সিদ্ধান্তিগণ, ব্যাবহারিক শব্দের অর্থ বলিতে যাইয়া এইরূপ বলিয়াছেন যে, **যাহা অধ্যস্ত অথচ আগন্তুক দোষজন্য নহে, তাহাই ব্যাবহারিক, সুতরাং তাহা ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য হইবে,** ইত্যাদি; আর তাহা হইলে যেমন সিদ্ধান্তীর মতে জীবে ঈশ্বরের ব্যাবহারিক ভেদ থাকিলেও পারমার্থিক অভেদ আছে—ব্যাবহারিক ভেদ পারমার্থিক অভেদের বিরোধী নহে—সেইরূপ প্রপঞ্চপ্রতিযোগিক ব্যাবহারিকনিষেধ বাধ্য বলিয়া উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বের বিরোধী নহে। আর তাহা হইলে মিথ্যাত্বের ঘটক নিষেধটীকে ব্যাবহারিক স্বীকার করায় প্রপঞ্চের পারমার্থিকতা আপাত হয় বলিয়া অর্থান্তরতা দোষ হইল। এজন্য সিদ্ধান্তীকে বলিতে হইবে যে, **স্বসমানাধিকরণ স্বাধিকসত্তাক অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব।** স্ব-পদদ্বয় মিথ্যাত্বের অভিমত বস্তু। যাহা মিথ্যা হইবে, স্বপদে তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। শুক্তিরজতাদি মিথ্যা বস্তুই স্ব পদের অর্থ। শুক্তিরজতসমানাধিকরণ প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত অপেক্ষা অধিকসত্তাক যে শুক্তিরজতের ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগিত্ব শুক্তিরজতে আছে বলিয়া শুক্তিরজত মিথ্যা, কিন্তু মিথ্যাত্বলক্ষণে স্বাধিকসত্তার প্রবেশ না করাইয়া কেবল স্বসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—এরূপ বলা চলে না। যেহেতু শুক্তিকাতে "শুক্তিকাত্বং নাস্তি" এইরূপ প্রাতিভাসিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব শুক্তিকাত্বে থাকিলেও শুক্তিকাত্বে মিথ্যাত্বের ব্যবহার হয় না।

বাধ্যপদার্থের বাধ্যনিষেধদ্বারা সমাধান।

পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ উক্তি অসঙ্গত। কারণ, নিষেধের বাধ্যত্ব যদি

নিষেধের প্রতিযোগীর পারমার্থিকত্বের অবিরোধী হয়, অর্থাৎ "প্রপঞ্চঃ পারমার্থিকঃ, বাধ্যনিষেধপ্রতিযোগিত্বাৎ" এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে স্বাপ্ননিষেধে স্বাপ্নপদার্থের বাধ হইত না। যেহেতু স্বাপ্নগজাদির স্বপ্নেই নিষেধ হইতে পারে, আর এই স্বাপ্ননিষেধটী জাগ্রতকালে বাধ্য। এই বাধ্যনিষেধের প্রতিযোগী স্বাপ্নগজাদি পারমার্থিক নহে, কিন্তু মিথ্যাই বটে। স্বাপ্ননিষেধের প্রতিযোগিতা স্বাপ্নগজাদিতে গ্রহণ করিয়া স্বাপ্নগজাদির মিথ্যাত্বব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং নিষেধ বাধ্য হইলেই বাধ্যনিষেধের প্রতিযোগীর পারমার্থিক সত্ত্ব যদি হইত, তাহা হইলে স্বাপ্নগজাদির মিথ্যাত্বব্যবহার হইতে পারিত না। স্বাপ্নগজাদি স্বাপ্ননিষেধবাধ্য হইয়াও মিথ্যারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বাপ্ননিষেধ বাধ্যনিষেধই বটে। অতএব বাধ্যনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বাপ্নগজাদিতে থাকিয়াও স্বাপ্নগজাদির পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হইল না। সুতরা পূর্ব্বপক্ষী যে পূর্ব্বে বলিয়াছেন—স্বসমানাধিকরণ স্বাধিকসত্তাকাত্যন্তাভাবপ্রতি-যোগিত্বই মিথ্যাত্ব, তাহা আর বলা গেল না। কিন্তু স্বসমানাধিকরণ স্বান্যূনসত্তাকত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিতে হইবে। স্বাপ্নগজাদির যে স্বাপ্ন অত্যন্তাভাব তাহা প্রতিযোগীর সত্তা হইতে অধিকসত্তাক নহে। প্রতিযোগী ও অভাব উভয়ই প্রাতিভাসিক। সুতরাং প্রতিযোগ্যধিকসত্তাকত্বঘটিত মিথ্যাত্বজ্ঞান স্বাপ্ন গজাদিস্থলে হইতে পারে না।৬

নিষেধ ও প্রতিযোগীর সত্তাবিচারদ্বারা সমাধান।

৭। যদি নিষেধের বাধ্যত্ব, নিষেধপ্রতিযোগীর পারমার্থিকত্বের অবিরোধী হইত, তবে স্বাপ্নগজাদিপ্রতিযোগিক স্বাপ্ননিষেধের স্বাপ্ন-গজাদির সহিত বাধ হইত না। কারণ, তাহা না হইলে বাধ্যনিষেধের প্রতিযোগীর পারমার্থিকত্বই হইয়া যাইত। সুতরাং বাধ্যমান নিষেধ-গত বাধ্যত্ব স্বপ্রতিযোগীর পারমার্থিকত্বের অবিরোধী—এরূপ আর বলা

যায় না। নিষেধের বাধ্যত্ব, প্রতিযোগীর পারমার্থিক সত্তার অবিরোধিত্বের ব্যাপ্য নহে। অর্থাৎ নিষেধটী বাধ্য হইলেই যে তাহার প্রতিযোগী সত্য হইবে—এরূপ নিয়ম নাই। ব্যাপ্যের আরোপদ্বারা ব্যাপকের আরোপ তর্কের বা আপত্তির আকার। **ব্যাপ্য ব্যাপকের আপাদক হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যাপক ব্যাপ্যের আপাদক হয় না।** নিষেধের বাধ্যত্ব আপাদক, আর প্রতিযোগীর পারমার্থিক সত্ত্বাবিরোধিত্ব আপাদ্য—ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। কিন্তু এস্থলে আপাদক আপাদ্যের ব্যাপ্য হয় নাই, অর্থাৎ আপাদক যে নিষেধের বাধ্যত্ব তাহা, আপাদ্য প্রতিযোগীর পারমার্থিকসত্তার অবিরোধিত্বের ব্যাপ্য নহে—ইহাই সিদ্ধান্তীর বক্তব্য। সুতরাং "ন তন্ত্রম্" এই মূলের অর্থ—"ন ব্যাপ্যম্" এইরূপ বুঝিতে হইবে। তন্ত্রপদের অর্থ ব্যাপক করিলে পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তিই সঙ্গত হইবে না। সিদ্ধান্তী বলেন—যদিও নিষেধের বাধ্যত্ব, প্রতিযোগীর পারমার্থিক সত্তার অবিরোধিত্বের ব্যাপ্য নহে, কিন্তু নিষেধ যদি প্রতিযোগী অপেক্ষা ন্যূনসত্তাক হয় তবে, প্রতিযোগীর পারমার্থিক সত্তার অবিরোধিত্ব থাকিবে, তথাপি পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন—নিষেধ বাধ্য হইলেই প্রতিযোগী পারমার্থিকসত্তার অবিরোধী হইবে, তাহা সঙ্গত নহে। যেহেতু স্বাপ্নগজের স্বাপ্ননিষেধদ্বারা প্রতিযোগীর মিথ্যাত্বব্যবহার হইয়া থাকে। প্রতিযোগী অপেক্ষা ন্যূনসত্তাক নিষেধ হইলে ঐ নিষেধের প্রতিযোগী পারমার্থিক সত্তার অবিরোধী হইতে পারে। নিষেধটী বাধ্য হইয়াও যদি প্রতিযোগীর তুল্যসত্তাক হয় তবে, প্রতিযোগীর পারমার্থিকত্বের আপত্তি হয় না। তাহা স্বাপ্নগজ দৃষ্টান্তে বলাই হইয়াছে। প্রকৃতস্থলে ত্রৈকালিক নিষেধকে ব্যাবহারিক বলিলে প্রপঞ্চ ও তাহার নিষেধ উভয়ই তুল্যসত্তাক বলিয়া প্রতিযোগী প্রপঞ্চের তাত্ত্বিক সত্তার আপত্তি হয় না। সুতরাং অর্থান্তর দোষেরও অবকাশ নাই।

নিষেধ ও প্রতিযোগীর সমানসত্তাকত্বে বিরোধাশঙ্কা।

এখন প্রশ্ন হয় এই যে, প্রতিযোগী প্রপঞ্চ ও তাহার নিষেধ উভয়ই যদি ব্যাবহারিক হয়, তবে, উভয়ই তুল্যসত্তাক আর এই **তুল্যসত্তাকত্বপ্রযুক্ত বিরোধ হইবে,** আর তজ্জন্য প্রপঞ্চাধিকরণে প্রপঞ্চের বর্ত্তমানকালে প্রপঞ্চের তুল্যসত্তাকনিষেধ থাকিতে পারে না। আর তাহাতে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হয় না।

বিরোধ শঙ্কা নিরাসপূর্ব্বক মিথ্যাত্বলক্ষণের নিষ্কর্ষ।

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বিরোধের আশঙ্কা অসঙ্গত, যেহেতু ব্যাবহারিক **প্রতিযোগীর অধিকরণে** যে তাহার ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাব আছে, তাহা এই মিথ্যাত্বানুমানদ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে। অন্যূনসত্তাক অভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব দৃশ্যত্বাদি হেতুদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহা প্রমাণসিদ্ধ তাহাকে আর বিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। এতাদৃশ মিথ্যাত্বে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিও প্রমাণ। আর প্রাতিভাসিকরজতের অধিকরণে প্রাতিভাসিকরজতপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট প্রাতিভাসিকনিষেধদ্বারা রজতের যে মিথ্যাত্বব্যবহার হয়, তাহা অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং প্রতিযোগীর অধিকরণে প্রতিযোগীর তুল্যসত্তাক নিষেধ শ্রুতি যুক্তি ও অনুভূতিসিদ্ধ বলিয়া বিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ এইরূপে যুক্তি ও অনুভূতিসিদ্ধ বলিয়াই পূর্ব্বে গুণ ও গুণীর তুল্যসত্তাক ভেদ ও অভেদ বলা হইয়াছে। আর ভেদ ও অভেদ যে সিদ্ধান্তীর মতে ব্যাবহারিক, তাহাও বলা হইয়াছে। আর এজন্য এই মিথ্যাত্বলক্ষণের নিষ্কর্ষ হইল যে, **স্বান্যূনসত্তাক-স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, কিন্তু স্বাধিকসত্তাক স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এইরূপ বলা যাইতে পারে না।** যেহেতু তাহাতে স্বাপ্নগজাদিস্থলে মিথ্যাত্বব্যবহারের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। প্রতিযোগিসমানাধি-

করণ প্রতিযোগী অপেক্ষা ন্যূনসত্তাক যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিত্ব প্রতিযোগীতে থাকিলেও তাদৃশ অভাবের প্রতিযোগী মিথ্যা বলিয়া ব্যবহৃত হয় না, এজন্য প্রতিযোগীর অন্যূনসত্তাক প্রতিযোগি-সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বকেই মিথ্যাত্ব বলা হইয়াছে।

ন্যূনসত্তাকত্ব নিরূপণ।

এখন জিজ্ঞাসা এই যে, অভাবের স্বপ্রতিযোগী অপেক্ষা ন্যূনসত্তাকত্ব বস্তুটী কি? এতদুত্তরে বলিতে হইবে যে, প্রাতিভাসিক অভাবনিষ্ঠ ব্যাবহারিকপারমার্থিকান্যতরপ্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ যে প্রাতিভাসিক অভাবটী ব্যাবহারিক বা পারমার্থিক প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট হইবে এবং ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাবনিষ্ঠ যে পারমার্থিক প্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ যে ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাবটী পারমার্থিক প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট হইবে—এতদন্যতর যে, সেই প্রতিযোগীর ন্যূনসত্তাক অভাব হইবে। আর নিরুক্ত অন্যতর ভিন্ন যে অত্যন্তাভাব তাহা অন্যূনসত্তাক অভাব। যথা—

ন্যূনসত্তাকত্ব নিরূপণ।

(১) পারমার্থিক প্রতিযোগীর ব্যাবহারিকনিষেধ ও প্রাতিভাসিকনিষেধ
= ন্যূনসত্তাক নিষেধ।

(২) ব্যাবহারিক প্রতিযোগীর প্রাতিভাসিক নিষেধ
= ন্যূনসত্তাক নিষেধ।

(৩) প্রাতিভাসিক প্রতিযোগীর ন্যূনসত্তাক নিষেধ নাই।

(৪) ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী পারমার্থিক হইলে
= নিষেধ ন্যূনসত্তাক হয়।

(৫) প্রাতিভাসিক নিষেধের প্রতিযোগী ব্যাবহারিক বা পারমার্থিক হইলে ... ... নিষেধ ন্যূনসত্তাক হয়।

অন্যূনসত্তাকত্ব নিরূপণ।

(১) ব্যাবহারিকপ্রতিযোগীর পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক নিষেধ
= অন্যূনসত্তাক নিষেধ।

(২) প্রাতিভাসিক প্রতিযোগীর পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও
প্রাতিভাসিক নিষেধ ... = অন্যূনসত্তাক নিষেধ।

(৩) পারমার্থিক প্রতিযোগীর অন্যূনসত্তাক নিষেধ নাই।

(৪) পারমার্থিক নিষেধের প্রতিযোগী ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক
হইলে ... ... = অন্যূনসত্তাক নিষেধ হয়।

(৫) ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক
হইলে ... ... = অন্যূনসত্তাক নিষেধ হয়।

(৬) প্রাতিভাসিক নিষেধের প্রতিযোগী প্রাতিভাসিক হইলে
= অন্যূনসত্তাক নিষেধ হয়।

সুতরাং হইল এই যে, ব্যাবহারিক বা পারমার্থিকান্যতরপ্রতিযোগিনিষ্ঠ যে প্রাতিভাসিক অভাবপ্রতিযোগিত্ব, আর পারমার্থিকপ্রতিযোগিনিষ্ঠ যে ব্যাবহারিক অভাবপ্রতিযোগিত্ব সেই অন্যতরপ্রতিযোগিত্বভিন্ন যে স্বসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব **তাহাই মিথ্যাত্ব**। ব্যাবহারিক বা পারমার্থিক এই ঘট স্বসমানাধিকরণ প্রাতিভাসিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী এইরূপ জ্ঞানকালে ঘটটী মিথ্যা এইরূপ ব্যবহার হয় না। এজন্য "অন্যতরপ্রতিযোগিতাভিন্ন যে প্রতিযোগিতা" এইরূপ বলা হইয়াছে। যাহা হউক এই পর্য্যন্ত বিচারদ্বারা অর্থান্তরতা দোষের পরিহার বলা হইল, অর্থাৎ তাদৃশ অভাবের প্রতিযোগী হইয়াও প্রপঞ্চ পারমার্থিকসত্তার অবিরোধী হইবে—এইরূপ যে অর্থান্তরতার শঙ্কা পূর্ব্বপক্ষী করিয়াছিলেন, তাহার নিরাস কথিত হইল।

প্রপঞ্চাভাবের ব্যাবহারিকপক্ষে দোষোদ্ভাবন।

একণে পূর্ব্বপক্ষী প্রপঞ্চাভাবটী ব্যাবহারিক—এই পক্ষে অর্থাৎ

ত্রৈকালিকনিষেধটী ব্যাবহারিক এই পক্ষে—দোষান্তর উদ্ভাবন করিতেছেন। সে দোষটী এই—প্রপঞ্চাভাব যদি ব্যাবহারিক হয়, তবে ঐ ব্যাবহারিক অভাবেরও অভাব এই মিথ্যাত্বানুমানদ্বারাই সিদ্ধ হইবে। যেহেতু ব্যাবহারিক বস্তুমাত্রকে পক্ষ করিয়াই ত্রৈকালিক-নিষেধের প্রতিযোগিত্বকে সাধ্য করা হইয়াছে। সুতরাং অত্যন্তাভাব ব্যাবহারিক হইলে অত্যন্তাভাবেও স্বসমানাধিকরণত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিত্ব থাকিবে। সুতরাং প্রকৃতানুমানদ্বারা ব্যাবহারিক প্রপঞ্চনিষেধেরও অত্যন্তাভাব বোধিত হইলে প্রতিযোগী প্রপঞ্চের সত্তাপত্তি হয়, অর্থাৎ প্রতিযোগী প্রপঞ্চে নিষেধাপেক্ষা অধিকসত্ত্বের আপত্তি হয়। যেমন রজতাদি বস্তুতে রজতত্বাদি ধর্ম্মের নিষেধের নিষেধদ্বারা রজতত্বাদি ধর্ম্মের ব্যাবহারিক সত্তা সিদ্ধ হইয়া থাকে।৭

প্রপঞ্চাভাবের ব্যাবহারিকত্ব পক্ষ নির্দ্দোষ।

৮। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ, সেই স্থলেই নিষেধের নিষেধদ্বারা প্রতিযোগিসত্ত্ব হইয়া থাকে, যেখানে নিষেধের নিষেধবুদ্ধিদ্বারা প্রতিযোগীর অমিথ্যাত্ব প্রমিত হয়। কিন্তু যেস্থলে নিষেধের নিষেধদ্বারা প্রথম নিষেধ ও তাহার প্রতিযোগী উভয়েরই মিথ্যাত্ব প্রমিত হয়, সেস্থলে প্রতিযোগীর অমিথ্যাত্ব কিরূপে হইবে? মাত্রনিষেধকে মিথ্যারূপে প্রতিপাদন করিবার জন্য নিষেধের নিষেধ করিলে প্রতিযোগীর অমিথ্যাত্ব হয় বটে। অর্থাৎ প্রতিযোগী নিষেধ অপেক্ষা অধিকসত্তাক হয় বটে, কিন্তু যেস্থলে নিষেধের নিষেধদ্বারা মাত্র নিষেধের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন না হইয়া, নিষেধ ও প্রতিযোগী উভয়েরই মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়, সেস্থলে নিষেধাপেক্ষা প্রতিযোগীর অধিকসত্তাকত্ব বা অমিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে কিরূপে? যেমন ব্যাবহারিক রজতে "নেদং রজতং" এইরূপ প্রাতিভাসিক রজতভেদের জ্ঞান হইয়া পরে "ইদং ন অরজতং" এইরূপ ব্যাবহারিক বাধক জ্ঞানদ্বারা অরজতের

নিষেধে অর্থাৎ প্রাতিভাসিক রজতভেদের নিষেধে রজত ব্যবস্থাপিত হয়, অর্থাৎ প্রাতিভাসিকরজতভেদ অপেক্ষা প্রতিযোগী রজত অধিকসত্তাক—ব্যাবহারিক এইরূপে প্রমিত হয়, এইরূপ অন্য স্থলেও নিষেধের নিষেধে প্রতিযোগীর সত্ত্ব সিদ্ধ হয়, কিন্তু, যেস্থলে নিষেধের নিষেধটী মাত্র নিষেধের নিষেধক না হইয়া প্রতিযোগী ও নিষেধ উভয়েরই নিষেধক হয়, সেস্থলে প্রথম নিষেধাপেক্ষা প্রতিযোগীর অধিকসত্তাকত্ব সিদ্ধ হয় না। *

উক্তনিয়মের অনুকূলে দৃষ্টান্ত।

যেমন প্রাচীন তার্কিকাদির মতে ঘটধ্বংসাধিকরণ কপালে ঘটের ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাব স্বীকার করা হয় না বলিয়া তাদৃশ কপালে ঘটাত্যন্তাভাবের প্রাত্যক্ষিক প্রতীতি হইতে গেলে ঘটাত্যন্তাভাব সেস্থলে আরোপিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ঘট ধ্বংস-কালে কপালে "ইদং কপালং ঘটবন্ন বা" এইরূপ সংশয়াকার আরোপের অনন্তর কপালে ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাব নাই এইরূপ নিষেধ হইলে অত্যন্তাভাবের নিষেধপ্রযুক্ত তাহার প্রতিযোগী ঘটের সত্ত্ব অর্থাৎ পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হয় না।

প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে আপত্তি।

যদি বলা যায়—কপালে ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাব নাই এইরূপ নিষেধদ্বারা ঘটের ও তাহার অত্যন্তাভাবের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয় না, কিন্তু ধ্বংসবিশিষ্ট কপালে ব্যাবহারিক ঘটাত্যন্তাভাব ও তাহার অভাব যে ব্যাবহারিক ঘট তাহা সকলের মতেই থাকে না। সুতরাং অসত্ত্ব প্রতীত হইলেই তাহার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল না।

---

* এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে নেদং রজতং এই বাক্যের নঞ্‌ এর ভেদ অর্থ গ্রহণ না করিয়া অত্যন্তাভাব অর্থ অনুবাদমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার কারণও সেইস্থলে বলা হইয়াছে।

সিদ্ধান্তিকর্তৃক উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

কিন্তু এরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, স্বসমানাধিকরণ স্বানূ্যন-সত্তাক অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব তাহা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আর তাহাই ত এস্থলে হইতেছে, কারণ, ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাব এই দুইটীই নাই এই প্রকার যে নিষেধটী, তাহা ব্যাবহারিক এবং তাহার প্রতিযোগী যে ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাব এই উভয়ই প্রাতিভাসিক, সুতরাং প্রাতিভাসিকপ্রতিযোগিক ব্যাবহারিক নিষেধ প্রতিযোগীর অনূ্যনসত্তাক নিষেধই বটে। আর তাহার প্রতিযোগিত্ব যে মিথ্যাত্ব তাহা ঘট ও তদত্যন্তাভাবে রহিয়াছে।

ধ্বংস অত্যন্তাভাবের অধিকরণতাসম্বন্ধে নবীন প্রাচীন মত।

যে বস্তুর ধ্বংস যেস্থানে যেকালে বিদ্যমান থাকে সেইস্থানে সেই কালে সেই বস্তু থাকে না—ইহা অনুভবসিদ্ধ। ধ্বংসের অধিকরণে ধ্বংসকালে প্রতিযোগী যে থাকিতে পারে না—ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ, কিন্তু কোন বস্তুর ধ্বংসাধিকরণে ধ্বংসকালে সেই বস্তুর অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না ইহা প্রাচীন তার্কিকগণের অভিপ্রায়। তাঁহারা বলেন, যে বস্তু যেস্থানে কোন কালে থাকে সেইস্থানে তাহার অত্যন্তা-ভাব প্রতীত হইতে পারে না। কারণ, কালত্রয়ে বিদ্যমান সংসর্গাভাবের নামই অত্যন্তাভাব। ধ্বংসের অধিকরণে এই অভাব থাকিতে পারে না। যেহেতু যে বস্তু যেস্থানে ছিল সেইস্থানেই তাহার ধ্বংস হইয়াছে। সুতরাং ধ্বংস থাকিলেই তাহার পূর্ব্বে প্রতিযোগী ছিল ইহা বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে প্রতিযোগী না থাকিলে সেস্থলে তাহার ধ্বংসও হইতে পারে না। যেমন বায়ুতে রূপের ধ্বংস হইয়াছে এরূপ প্রতীতি হয় না, কিন্তু কপালে ঘটের ধ্বংস হইয়াছে এরূপ প্রতীতি হয়। অতএব যেস্থলে প্রতিযোগী কোন কালে ছিল সেস্থলে তাহার অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না, কিন্তু প্রতিযোগী পূর্ব্বে থাকিলেই তাহার ধ্বংস

সেইস্থলে হইতে পারে। সুতরাং যে অধিকরণে যাহার ধ্বংস থাকিবে সেই অধিকরণে ধ্বংসের পূর্ব্বে ধ্বংসের প্রতিযোগীর থাকা চাই, আর যে অধিকরণে অত্যন্তাভাব প্রতীত হইবে, সেই অধিকরণে কোন কালেই প্রতিযোগী থাকিতে পারে না। এজন্য যেস্থলে যাহার ধ্বংস থাকে সেস্থলে তাহার অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না ইহাই প্রাচীন তার্কিকগণের অনুভব। আর সেই প্রাচীন তার্কিকগণের অনুভব অনুসারে এই মূলগ্রন্থস্থিত বাক্যটী বলা হইয়াছে। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, ভাববস্তুর ধ্বংস সেই ভাববস্তুর সমবায়ী কারণে হইয়া থাকে, এবং প্রাগভাবরূপ অভাববস্তুর ধ্বংস প্রাগভাবের প্রতিযোগীর সমবায়ী কারণে হইয়া থাকে। যেমন ঘটের ধ্বংস ঘটের সমবায়ী কারণ কপালেই হইয়া থাকে এবং ঘটপ্রাগভাবের ধ্বংস ঘটপ্রাগভাবের প্রতিযোগী ঘটের সমবায়ী কারণ কপালে হইয়া থাকে।

"প্রাগভাবপ্রতিযোগিনঃ" পদের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়।

সুতরাং মূলের পঙক্তি এইভাবে যোজনা করিতে হইবে যে "ধ্বংসসময়ে" ঘটাদির ধ্বংসকালে কপালাদিতে "প্রাগভাবপ্রতিযোগিনঃ" প্রাক্ অর্থাৎ ঘটাত্যন্তাভাব ও তাহার প্রতিযোগী ঘটের নিষেধজ্ঞানের পূর্ব্বে জ্ঞাত বা আরোপিত যে অভাব ও প্রতিযোগী অর্থাৎ ঘটাত্যন্তাভাব ও ঘট এতদুভয়ের নিষেধে একতরের অর্থাৎ অভাবের নিষেধপ্রযুক্ত প্রতিযোগী ঘটের এবং প্রতিযোগী ঘটের নিষেধপ্রযুক্ত তাহার অত্যন্তাভাবের পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ না হইয়া উভয়ের মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সমসত্তাক প্রতিযোগী ও অত্যন্তাভাব এক নিষেধেরই নিষেধ্য হইতে পারে। এস্থলে যথাশ্রুত মূল পঙ্ক্তির অর্থ সঙ্গত হয় না। প্রাগভাব ও প্রতিযোগীর—এরূপ মূল পঙক্তির যথাশ্রুত অর্থ করিলে অসঙ্গতি হয় বলিয়া বাধজ্ঞানের "প্রাক্ জ্ঞাত যে অত্যন্তাভাব ও প্রতিযোগীর"—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষিগণ অত্যন্তাভাবাত্মক নিষেধের নিষেধে

প্রতিযোগীর সত্তাপত্তি হয় বলিয়াছেন, আর তাহার উদ্ধার করিতে যাইয়া যদি সিদ্ধান্তী প্রাগভাবাত্মক নিষেধের নিষেধে প্রতিযোগীর অসত্ত্ব-প্রদর্শন করেন, তবে সিদ্ধান্তিকর্তৃক পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

"প্রাগভাবপ্রতিযোগিনঃ" যথাশ্রুত অর্থ সঙ্গত কেন।

ইহার কারণ ঘটধ্বংসাধিকরণীভূত কপালে যেমন ঘট ও তাহার অত্যন্তাভাব নাই, সেইরূপ প্রাগভাবও নাই। তাদৃশ কপালে প্রাগভাব প্রতীত হইলে তাহা আরোপিতই বলিতে হইবে এবং প্রতিযোগী ঘটও আরোপিত বলিতে হইবে। আর প্রাগভাব ও ঘট উভয়ই আরোপিত বলিয়া তাহাদের ব্যাবহারিক নিষেধও হইতে পারিবে, এবং প্রাগভাবের নিষেধ হইয়াছে বলিয়া তাহার প্রতিযোগী ঘটের সত্তাও সিদ্ধ হইবে না—ইত্যাদিরূপে যথাশ্রুত মূলের ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্ব-পক্ষীর আপত্তির উত্তর হয় না। যেহেতু পূর্ব্বপক্ষী অত্যন্তাভাবের অভাবেই প্রতিযোগীর সত্তা আপত্তি করিয়াছেন। এইজন্য ঐরূপ ব্যাখ্যা টীকাকার ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী করিয়াছেন। আর তাহাতে প্রকৃতেরও কোন অসঙ্গতি নাই। প্রপঞ্চপ্রতিযোগিক নিষেধ যদি ব্যাব-হারিক হয়, তাহা হইলে প্রতিযোগী প্রপঞ্চও ব্যাবহারিক, ও তাহার নিষেধও ব্যাবহারিক হয়। আর প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চের নিষেধে মিথ্যা-ত্বানুমাপক দৃশ্যত্ব হেতু তুল্যই রহিয়াছে। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব—প্রপঞ্চ ও তাহার ব্যাবহারিক অভাবে দৃশ্যত্বহেতুর দ্বারা তুল্যবৎই সিদ্ধ হইবে। দৃশ্যত্বহেতুটী যেমন প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমাপক, তদ্রূপ প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক অভাবেরও মিথ্যাত্বের অনুমাপক। প্রপঞ্চ ও তাহার ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাবের যে নিষেধ হইতেছে, তাহার নিষেধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম যে দৃশ্যত্বাদি অর্থাৎ সামান্যা-নুমানে পক্ষতাবচ্ছেদক চিদ্ভিন্নত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্বরূপ যে দৃশ্যত্ব তাহা, তুল্যই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক

নিষেধের নিষেধ করিলেই যে প্রপঞ্চের তাত্ত্বিকতা আসিবে তাহা নহে। প্রপঞ্চের নিষেধটী যেরূপে নিষেধের নিষেধ্য, প্রপঞ্চও তদ্রূপেই নিষেধ্য বটে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে প্রপঞ্চের তাত্ত্বিকত্ব আপত্তি করিয়াছিলেন তাহা নির্ম্মূল। মিথ্যাত্বানুমিতির পক্ষতাবচ্ছেদক উভয়স্থলেই তুল্যরূপে বর্ত্তমান।

প্রপঞ্চাভাবের ব্যাবহারিকত্বপক্ষে শ্রুতির অপ্রামাণ্যশঙ্কা নিরাস।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছিলেন—প্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধ যদি ব্যাবহারিক হয়, তবে তাহা অতাত্ত্বিক; মিথ্যাত্বঘটক অভাব অতাত্ত্বিক হইলে এই মিথ্যাত্বপ্রতিপাদক যে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" শ্রুতি তাহা যে প্রপঞ্চনিষেধের প্রতিপাদক হইয়াছে তাহা ব্যাবহারিক অতাত্ত্বিক হইল বলিয়া (উক্ত শ্রুতি) অতাত্ত্বিকনিষেধবোধকত্বপ্রযুক্ত অপ্রমাণ হইয়া পড়ে—ইত্যাদি, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, উক্ত শ্রুতির ব্যাবহারিক প্রামাণ্যই অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, আর তত্ত্বাবেদকত্ব-লক্ষণ প্রামাণ্য কেবল তত্ত্বমস্যাদি অখণ্ডার্থ প্রতিপাদক শ্রুতিরই আছে বলেন। যেমন "যজেত" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাবহারিক প্রামাণ্য, তদ্রূপ উক্ত শ্রুতিরও ব্যাবহারিক প্রামাণ্যই বটে। "নেহ নানা" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মভিন্ন প্রপঞ্চ ও তাহার নিষেধপ্রভৃতি অতাত্ত্বিক বস্তুরাশি অতাত্ত্বিকরূপেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত শ্রুতির তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বরূপ ব্যাবহারিক প্রামাণ্য অক্ষতই রহিয়াছে। উক্ত শ্রুতি অদ্বৈতবাদিগণের মতে যদি অখণ্ডচিন্মাত্রপর বলা যায়, তাহা হইলে আর তাহা অতাত্ত্বিক নিষেধবোধক নহে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর শঙ্কাই অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় আশঙ্কা করিয়া সমাধান।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, সিদ্ধান্তী যদি উক্ত শ্রুতির দ্বারাই প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধি দেখাইতে চাহেন, তবে সিদ্ধান্তী

উক্ত শ্রুতির অখণ্ডচিন্মাত্রপরত্ব আর অঙ্গীকার করিতে পারেন না। সুতরাং প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধেও উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য আছে বলিয়া শ্রুতির তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত নিষেধ অতাত্ত্বিক হয়; এজন্ম শ্রুতির ব্যাবহারিক প্রামাণ্য থাকিলেও তত্ত্বাবেদকত্বরূপ প্রামাণ্য নাই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ বলা যায়, যে উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য অখণ্ডচিন্মাত্রই বটে, এবং তথাপি উক্ত শ্রুতির দ্বারা প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধ, তাৎপর্য্যের অবিষয় হইয়াও প্রতীত হইতে বাধা নাই। আর তাহা হইলে শ্রুতিপ্রতীত অর্থের সিদ্ধিও হইতে পারে। অর্থাৎ তাৎপর্য্যের অবিষয়ীভূত বিষয়ও শ্রুতিপ্রতিপন্ন হইয়া সিদ্ধ হইতে পারিবে।

তাৎপর্য্যের অবিষয়ীভূতবিষয় সিদ্ধিতে শঙ্কা।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন সিদ্ধান্তী এরূপ কথা বলিতে পারেন না। যেহেতু "পয়সা অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বিধিশেষীভূত "জর্ত্তিলযবাগ্বা জুহুয়াৎ" * ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপন্ন জর্ত্তিলযবাগু দ্রব্যদ্বারা হোমবিধিও সিদ্ধ হইয়া পড়ে। যেহেতু উক্ত বাক্য বিধিরূপই বটে। আর তাহা স্বীকারকরিলে "পয়সা অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বাক্যের অর্থবাদরূপে গৃহীত উক্ত বাক্যের অর্থবাদত্ব ভঙ্গ হইয়া স্বতন্ত্রবিধিরূপতাই হইয়া পড়ে; সুতরাং মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়। **এজন্য বাক্যের তাৎপর্য্যের অবিষয়ীভূত বস্তুর প্রতীতিমাত্র আছে বলিয়া সেই বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে না।** তাৎপর্য্য না থাকিলে শব্দার্থমাত্রদ্বারা বস্তুসিদ্ধি হয় না। আর সিদ্ধান্তিগণের মতে "নেহ নানাস্তি" ভিন্ন অপর যাবৎ অদ্বৈতশ্রুতির দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত চিন্মাত্র ব্রহ্মে তাৎপর্য্য, কিন্তু দ্বৈতাভাবে নহে। সুতরাং শ্রুতিতাৎপর্য্যের অবিষয় দ্বৈতাভাব, শ্রুতির

* এই বিষয়টী মীমাংসাদর্শনের ১০ ম অধ্যায়ের ৮ ম পাদে আছে। এই বিধিবাক্যটী রুদ্রাধ্যায়ের বাক্য।

উল্লেখমাত্রদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, **হইলে অর্থবাদবাক্যেরও স্বার্থে প্রামাণ্যাপত্তি হইয়া পড়ে।**

দ্বৈতমিথ্যাত্বঅনুমানদ্বারাই সিদ্ধ বলিলেও আপত্তি।

আর যদি সিদ্ধান্তিগণ এরূপ বলেন যে, অদ্বৈতশ্রুতির অখণ্ডচিন্মাত্রেই তাৎপর্য্য, আর তাহা পরমার্থ সৎ বলিয়া শ্রুতির তত্ত্বাবেদকত্বপ্রামাণ্য রক্ষিতই হইল, আর দ্বৈতনিষেধে শ্রুতির তাৎপর্য্য না থাকিলেও এই প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানদ্বারাই সিদ্ধ হইবে, শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। অর্থাৎ দ্বৈতমিথ্যাত্ব বা প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব অনুমানমাত্রবেদ্য ইত্যাদি, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, **প্রবলপ্রমাণ শ্রুতিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল অনুমানদ্বারা এতাদৃশ মিথ্যাত্বের সাধন অসাম্প্রদায়িক,** এবং বিবক্ষিতার্থের সাধক নহে, আর সিদ্ধান্তীরও ইহা অসম্মত।

শ্রুতিতে উল্লেখমাত্রদ্বারা বস্তুর সিদ্ধিতেও আপত্তি।

আর যদি সিদ্ধান্তিগণ এরূপ বলেন যে, অদ্বৈতশ্রুতির অখণ্ডচিন্মাত্রে তাৎপর্য্য থাকিলেও—দ্বৈতাভাবে শ্রুতির তাৎপর্য্য না থাকিয়াও—দ্বৈতাভাবপ্রতিপাদনপূর্ব্বক অখণ্ডচিন্মাত্রপ্রতিপাদন শ্রুতির দ্বারা হইয়া থাকে। **শ্রুতিই দ্বৈতাভাব উল্লেখপূর্ব্বক অখণ্ডচিন্মাত্রের প্রতিপাদন করেন,** দ্বৈতাভাব, শ্রুতির তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত না হইলেও শ্রুতিদ্বারা প্রতীত বটে, আর শ্রুতিপ্রতীত দ্বৈতাভাবে প্রমাণান্তর-বিরোধও নাই, সুতরাং শ্রুতির উল্লেখমাত্রদ্বারাই দ্বৈতাভাব সিদ্ধই হইতে পারে। আর দ্বৈতাভাবে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই বলিয়া শ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্বরূপ অপ্রামাণ্যও নাই, ইত্যাদি—**তাহাও অসঙ্গত।** কারণ, শ্রুতির তাৎপর্য্য না থাকিয়াও যদি মানান্তরের অবিরোধপ্রযুক্ত দ্বৈতাভাব সিদ্ধ হয় তবে, অখণ্ডচিন্মাত্রেই বা শ্রুতির তাৎপর্য্য কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি? তাহাও শ্রুত্যুল্লেখমাত্রেই প্রমাণান্তরবিরোধ নাই বলিয়া সিদ্ধ হইবে।

দ্বৈতমিথ্যাত্বে শ্রুতিতাৎপর্য্য আছে বলিয়া আপত্তি।

আর যদি উপক্রম-উপসংহারাদি ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গবশতঃ অখণ্ডচৈতন্যমাত্রে শ্রুতির তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হয়, **তবে দ্বিতীয়াভাবেও** তাদৃশ লিঙ্গ আছে বলিয়া **শ্রুতির তাৎপর্য্য অবশ্য স্বীকার্য্য** হইয়া পড়িবে।

অপূর্ব্বতা নাই বলিয়া জীব ও ব্রহ্মে অভেদে তাৎপর্য্যস্বীকারে আপত্তি।

আরও বিশেষ কথা এই যে, "অহং অস্মি, অহং সুখী অস্মি" ইত্যাদি প্রতীতিতে অনুগত অখণ্ডচৈতন্যের সহিত জীবচৈতন্যের অভেদ প্রতিভাত হয় বলিয়া **অখণ্ডচৈতন্য ও জীবচৈতন্যের অভেদে শ্রুতির তাৎপর্য্য স্বীকার করা উচিত নহে।** যেহেতু তাহা শ্রুতির দ্বারা শাব্দবোধের পূর্ব্বেই মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে; এজন্য তাহাতে অপূর্ব্বতা নাই।

সিদ্ধান্ত—দেবতাধিকরণদ্বারা শ্রুতির তাৎপর্য্য নির্ণয়।

পূর্ব্বপক্ষীর একথা অসঙ্গত। কারণ, এই উক্তির উপর আপত্তি এই যে, শ্রুতির অখণ্ডচিন্মাত্রে তাৎপর্য্য থাকিয়াও অখণ্ডচিন্মাত্রতাৎপর্য্যক শ্রুতির দ্বারা প্রপঞ্চাভাবসিদ্ধ হইতে পারে। তাৎপর্য্যের অবিষয়ীভূত অর্থ শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হইবে না—ইহা যদি বলা হয় তবে প্রাশস্ত্যাদি-মাত্রতাৎপর্য্যক অর্থবাদবাক্য হইতে দেবতাবিগ্রহাদিরও সিদ্ধি হইবে না। সুতরাং **দেবতাধিকরণ অসঙ্গত হইয়া পড়িবে।** আর যদি দেবতাধিকরণোক্ত ন্যায়ানুসারে ইহা স্বীকার করা যায় যে, প্রমাণান্তরের অবিরোধসহকারে অর্থবাদবাক্যদ্বারাই দেবতাবিগ্রহাদির সিদ্ধি হইতে পারে, তবে সেই যুক্তিতেই **প্রমাণান্তরের অবিরোধসহকারে শুদ্ধচিন্মাত্রতাৎপর্য্যক শ্রুতি হইতেও দ্বিতীয়াভাব সিদ্ধ হইবে।** ফল কথা এই যে, বিরোধী প্রমাণান্তর না থাকিলে অন্য-তাৎপর্য্যক বাক্যদ্বারাও অন্য অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে। তাহা যেমন

দেবতাদিবিগ্রহসম্বন্ধে সঙ্গত, সেইরূপ দ্বিতীয়াভাবেও প্রযুক্ত হইতে পারে। আর তাহাতে বাক্যভেদও স্বীকার করিতে হয় না। কারণ, যেমন অবান্তরবাক্যভেদনিবন্ধন বাক্যভেদ হয় না, তদ্রূপ অবান্তর-বাক্যার্থতাৎপর্য্যদ্বারাও বাক্যভেদ হয় না। এজন্য এরূপ বলা যায় যে, অদ্বৈতশ্রুতির শুদ্ধচিন্মাত্রে মহাতাৎপর্য্য থাকিলেও দ্বিতীয়াভাবে অবান্তর তাৎপর্য্য আছে, এবং অবান্তরতাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থে প্রমাণান্তরের বিরোধও নাই। এজন্য **প্রমাণান্তরের বিরোধাভাবসহকারে অবান্তরতাৎপর্য্যবতী শ্রুতি দ্বিতীয়াভাবের প্রতিপাদক।** ইহাই দেবতাধিকরণ ন্যায়।

"নেহ নানা" শ্রুতিদ্বারা দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিতে আপত্তি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতির দ্বারা প্রপঞ্চ ও তদভাবের মিথ্যাত্ববোধ কিরূপে হইল? এই শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মে প্রপঞ্চের অভাব বোধিত হইলেও প্রপঞ্চসমানাধিকরণপ্রপঞ্চাভাব এবং প্রপঞ্চাভাব প্রপঞ্চ অপেক্ষা অন্যূনসত্তাক—ইহা ত উক্ত শ্রুতির দ্বারা জানা যায় না। সুতরাং উক্ত শ্রুতি প্রপঞ্চমিথ্যাত্বে প্রমাণ নহে।

"নেহ নানা" শ্রুতির অর্থ নির্ণয় দ্বারা সমাধান।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে উক্ত শ্রুতির দ্বারাই প্রপঞ্চসমানাধিকরণ প্রপঞ্চান্যূনসত্তাক ব্রহ্মনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব-রূপ অর্থ সিদ্ধ হয়, আর তাহা এইরূপ—"ইহ" এই পদের অর্থ প্রপঞ্চ-বিশিষ্ট ব্রহ্মে, আর "কিঞ্চন" পদের অর্থ—"অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা বিনাশিত্বরূপে প্রমিত দৃশ্যমাত্র; বিনাশী দৃশ্যবিশিষ্ট ব্রহ্মে বিনাশী দৃশ্য নাই—এইরূপ বোধ উক্ত শ্রুতির দ্বারাই সম্ভাবিত হয়, আর এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত অত্যন্তাভাব যে প্রতিযোগী দৃশ্য অপেক্ষা অন্যূনসত্তাক তাহা অনুমান প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই অনুমানপ্রকার অনুবাদমধ্যে দেখান হইয়াছে।

"নেহ নানা" শ্রুতির অর্থে আহার্য্যত্বাপত্তি।

এখন ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, "নেহ নানাস্তি" এই শ্রুতির দ্বারা 'বিনাশী দৃশ্যবিশিষ্টে বিনাশী দৃশ্য নাই' এইরূপ আহার্য্য শাব্দবোধ হইতে পারে না। যেমন 'ঘটবিশিষ্টে ঘট নাই' এইরূপ আহার্য্য শাব্দবোধ হয় না, প্রকৃত স্থলেও তদ্রূপ আহার্য্যবোধ হইতে পারিবে না। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষজ্ঞানই আহার্য্যরূপ হইতে পারে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

উক্ত আহার্য্যত্ব শঙ্কার নিরাস।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, "নানা" এই পদটী ভেদার্থক। নঞ্ পদে নাঞ্ প্রত্যয় করিয়া "নানা" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদের অর্থ—ভেদ। আর তাহা ব্রহ্মার্থক "ইহ" পদের সহিত যুক্ত হইয়া ব্রহ্মভেদের বোধক হয়। বিনাশী দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম উক্ত শ্রুতিজন্য শাব্দবোধে অভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে ভান হইলেই আহার্য্য হয়। শাব্দবোধ আহার্য্য হয় না বলিয়া "বিনাশী দৃশ্যবিশিষ্টে বিনাশী দৃশ্য নাই" এইরূপ বিনাশিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব প্রতীত হইলেই আহার্য্য হয়। কিন্তু **বিনাশিত্ব ধর্ম্ম** প্রতিযোগ্যংশে অবচ্ছেদকরূপে ভান না হইয়া **উপলক্ষণরূপে ভান হইলে ত আর উক্ত দোষ হয় না।**

উপলক্ষণরূপে ভানেও আপত্তি।

যদি বলা হয় তাহা বলা যায় না। কারণ, অভাবের **প্রতিযোগী কোটীতে উপলক্ষণরূপে কোন ধর্ম্মের ভান হইতে পারে না,** ইত্যাদি।

তাহা হইলে এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অভাবপ্রতীতিতে যে ধর্ম্ম প্রতিযোগীতে উপলক্ষণরূপে ভান হইলে অতিপ্রসঙ্গাদি বাধক থাকে, সেই স্থলেই প্রতিযোগীতে উপলক্ষণরূপে কোন ধর্ম্মের ভান হইতে পারে না। যেমন "ঘটো নাস্তি" এইস্থলে প্রতিযোগী ঘটে ঘটত্বটিম্ম উপলক্ষণ-

রূপে ভান হইতে পারে না; ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিতার ঘটত্বাবচ্ছিন্নরূপেই ভান হয়। কিন্তু ঘটত্বউপলক্ষিতরূপে ভান হয় না, যেহেতু তাহাতে বাধক আছে। ঘটসত্ত্বদশাতেও "ঘটো নাস্তি" এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু যেস্থলে অতিপ্রসঙ্গাদি কোন বাধক নাই, সেস্থলে প্রতিযোগীতে উপলক্ষণরূপে ধর্ম্মের ভান হইতে আপত্তি নাই। যেমন —"দ্রব্যং ধূমো নাস্তি" এইস্থলে দ্রব্যত্ব উপলক্ষিত ধূমপ্রতিযোগিক অভাব প্রতীত হইয়া থাকে। দ্রব্যত্ব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকরূপে ভান না হইলেও কোন বাধক নাই। প্রকৃতস্থলে বিনাশী দৃশ্যবিশিষ্ট ব্রহ্মে বিনাশীদৃশত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগতাক অভাব প্রতীত না হইয়া ব্রহ্মভিন্নত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব প্রতীত হইলে আহার্য্য দোষ হয় না। বিনাশিদৃশ্যত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক না হইয়া তাহা উপলক্ষণরূপে প্রতীত হইবে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক—ব্রহ্মভিন্নত্ব। সুতরাং বিনাশিদৃশ্যবিশিষ্ট ব্রহ্মে ব্রহ্মভিন্নত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগতাক অভাববোধ হইলে আহার্য্য দোষের সম্ভাবনা কোথায়?

অত্যন্তবাধিত অর্থে শাব্দজ্ঞান সম্ভব বলিয়া সমাধান।

আর অত্যন্তবাধিত অর্থেও শব্দ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। **"অত্যন্তবাধিতে হ্যর্থে জ্ঞানং শব্দঃ করোতি হি"** এই খণ্ডনকারের রীতি অনুসারে শাব্দবোধও আহার্য্যরূপ হয় বলিয়া স্বীকার করা হয়। সুতরাং উক্ত শ্রুতি হইতে আহার্য্যরূপ বোধ হইতে কোন আপত্তি নাই, আর তাহাতে বিনাশিদৃশ্যত্বই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে ভান হইতে পারে। আর তাহাতে মিথ্যাত্ব ও সিদ্ধ হয়।

উক্ত শ্রুতির অর্থে ভ্রমত্বশঙ্কা।

যদি বলা যায় 'বিনাশিদৃশ্যবিশিষ্ট ব্রহ্মে বিনাশী দৃশ্য নাই' এই জ্ঞানটী ভ্রম। এই ভ্রমজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মে বিনাশিদৃশ্যত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব সিদ্ধ হইল কিরূপে?

অনধিগত অর্থে শ্রুতির প্রামাণ্য বলিয়া সমাধান।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রুতি স্বতাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অনধিগত অর্থেই প্রমাণ হয় বলিয়া তাদৃশ অভাবের সাধক হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহা শ্রুতিভিন্ন প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ তাহা অধিগত, অধিগতবিষয়ে শ্রুতি অনুবাদিনী হইয়া থাকে, অধিগত অর্থে শ্রুতির তাৎপর্য্য থাকে না। আর যাহা অধিগত নহে, তাহাই অনধিগত, এই অনধিগত অর্থেই শ্রুতির তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়া থাকে। উপক্রমোপসংহার অভ্যাস অপূর্ব্বতা প্রভৃতি ছয়টী তাৎপর্য্যনির্ণায়ক হেতুর মধ্যে অপূর্ব্বতা একটী তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক হেতু। এই অপূর্ব্বতার দ্বারা উক্ত অনধিগতত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। ব্রহ্মে বিনাশিদৃশ্যবত্তা অনধিগত নহে, এবং শ্রুতিতাৎপর্য্যের বিষয়ীভূতও নহে। ব্রহ্মে বিনাশিদৃশ্যের তাদাত্ম্য লোকসিদ্ধ। যেহেতু দৃশ্যমাত্রই সদ্রূপে প্রতীত হইয়া থাকে, এই সদ্রূপতাই ব্রহ্মরূপতা। দৃশ্যপ্রপঞ্চ সদ্রূপ ব্রহ্মে অভেদে আরোপিত হয় বলিয়া প্রপঞ্চমাত্রই সদ্রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। লোকসিদ্ধ বিষয় অনধিগত বা শ্রুতি-তাৎপর্য্যবিষয় হইতে পারে না। কিন্তু **ব্রহ্মে বিনাশিদৃশ্যাভাব লোকসিদ্ধ নহে বলিয়া অধিগত নহে, সুতরাং তাহা অনধিগত আর এজন্য তাহাই শ্রুতির তাৎপর্য্যের বিষয়।** আর তজ্জন্য আরোপরূপ শাব্দবোধ অনধিগত-বিনাশিদৃশ্যাভাবেরই সাধক, কিন্তু অধিগতবিনাশী দৃশ্যের সাধক নহে। আর তাহা হইলে এরূপ আপত্তিও করা চলে না যে, উক্ত জ্ঞান ভ্রমরূপ বলিয়া বিনাশি-দৃশ্যাভাবের সাধক হইতে পারে না, পারিলে বিনাশিদৃশ্যেরও সাধক হউক—ইত্যাদি; যেহেতু বিনাশী দৃশ্যের অভাব অনধিগত বলিয়া তাহা শ্রুতির তাৎপর্য্যবিষ[য়]। বিনাশী **দৃশ্য কিন্তু লোকসিদ্ধ বলিয়া তাহাতে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই।** অতএব পূর্ব্বপক্ষীর উক্তরূপ আপত্তি ব্যর্থ।

বাধিতার্থবোধক বলিয়া শ্রুতির অপ্রামাণ্য শঙ্কা।

যদি বলা যায়—উক্ত শ্রুতি প্রমাণান্তরদ্বারা বাধিত অর্থের গ্রাহক হয় বলিয়া অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। **বাধিতার্থজ্ঞানের জনক প্রমাণ হইতে পারে না।** অবাধিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের জনকই প্রমাণ হইয়া থাকে। দীধিতিকারও এইরূপ বলিয়াছেন যে, **বাধদ্বারা শাব্দবোধ প্রতিবধ্য হয় না।** অর্থাৎ শাব্দজ্ঞানটী উৎপন্ন হইতে কোন বাধা থাকে না, কিন্তু উৎপন্ন শাব্দজ্ঞানে অপ্রামাণ্য গৃহীত হয়। সুতরাং উক্ত শ্রুতির প্রামাণ্য থাকিতে পারে না।

লৌকিকপ্রমাণ শ্রুতির বাধক নহে বলিয়া সমাধান।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, যে লৌকিক প্রমাণদ্বারা শ্রুতির বাধা আশঙ্কা করা হইয়াছে, অর্থাৎ বিনাশী দৃশ্যের গ্রাহক লৌকিক প্রমাণই, শ্রুতির দ্বারা বিনাশী দৃশ্যের অভাবসাধনে বাধক হইবে বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই লৌকিক বাধকপ্রমাণ অপেক্ষা শ্রুতিপ্রমাণ প্রবল—ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ অপেক্ষা শ্রুতিপ্রমাণ যে প্রবল, তাহা প্রত্যক্ষাদিবাধোদ্ধারপ্রস্তাবে বিশদভাবে পরে বর্ণিত হইবে। এজন্য বলিতে হইবে যে, বাধিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের জনক হইলেই অপ্রমাণ হয় না। কিন্তু **স্ব-অপেক্ষা প্রবলপ্রমাণদ্বারা বাধিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের জনক হইলেই অপ্রমাণ হয়।** প্রকৃতস্থলে শ্রুতি স্ব-অপেক্ষা প্রবলপ্রমাণদ্বারা বাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানের জনক হয় নাই, কিন্তু স্ব-অপেক্ষা দুর্ব্বলপ্রমাণ প্রত্যক্ষাদিদ্বারা বাধিতার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের জনক হইয়াছে, এজন্য শ্রুতির প্রামাণ্য অক্ষতই রহিল। লৌকিক প্রমাণদ্বারা শ্রুতির প্রামাণ্য কখনই বাধিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রপঞ্চমিথ্যাত্বে "নেহ নানাস্তি" শ্রুতি যেমন প্রমাণ, সেইরূপ উক্ত শ্রুত্যনুসারি প্রকৃত অনুমানও প্রমাণ। আর এই অনুমানবশতঃ শ্রুতির অনুবাদকত্বের শঙ্কাও উঠিতে পারে না।

অবচ্ছেদক অভাবে অদ্বৈতশ্রুতি দ্বৈতমিথ্যাত্বসাধক নহে—শঙ্কা।

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতিদ্বারা যে দ্বৈতাভাব বোধিত হইয়াছে, সেই দ্বৈতাভাবের প্রতিযোগী দ্বৈতের অবচ্ছেদকীভূত যে দেশ ও কাল, সেই দেশকালাবচ্ছিন্নত্ব অভাবে প্রতীত হয় নাই। প্রতিযোগীর অবচ্ছেদকীভূত দেশকালাবচ্ছিন্নত্ব অভাবে ভান না হইলে প্রতিযোগীর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ প্রতিযোগী এক দেশে ও তাহার অভাব অন্য দেশে থাকিলে অথবা যে কালে প্রতিযোগী অন্য কালে তাহার অভাব থাকিলে প্রতিযোগীর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। আর অভাবে তাদৃশ দেশকালাবচ্ছিন্নত্ব শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধও হইতে পারে না। যেহেতু তাদৃশবোধে কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া শ্রুতির তাহাতে তাৎপর্য্যও নাই। আর দ্বৈতাভাবে প্রতিযোগিদেশকালাবচ্ছিন্নত্বের বোধক শব্দও শ্রুতিতে নাই। সুতরাং অদ্বৈতশ্রুতির দ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল না।

অবচ্ছেদক প্রদর্শনদ্বারা উক্ত শঙ্কার সমাধান।

এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। যেহেতু এই আপত্তির উত্তর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের প্রারম্ভে "**তত্র অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ**" এই পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা করিতে যে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ দেখান হইয়াছিল, তাহা এই স্থান হইতেই গ্রহণ করিয়া দেখান হইয়াছিল। অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতির দ্বারা কিরূপে দ্বৈতমিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা এই দ্বিতীয় লক্ষণ অবলম্বন করিয়াই বিশদভাবে সেই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য এই আপত্তির উত্তর সেই স্থলেই দৃষ্ট হইবে। পুনরুক্তি হয় বলিয়া আর এস্থলে তাহা প্রদর্শন করা হইল না। কিন্তু তাহা হইলেও সংক্ষেপতঃ উপরি লিখিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরটী প্রদর্শন করা আবশ্যক বলিয়া এস্থলে প্রকৃত সিদ্ধান্তটী প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা এই—

অদ্বৈতশ্রুতির দ্বারা এইরূপে দ্বৈতমিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় যে, অদ্বৈত বলিতে গেলে যে দ্বৈতের নিষেধ প্রতীত হয়, সেই নিষেধ প্রতিযোগীর প্রসক্তিপূর্ব্বক হইয়া থাকে, প্রতিযোগীর প্রসক্তি না থাকিলে নিষেধ হইতে পারে না—ইহাই নিষেধবাক্যের স্বভাব। সুতরাং যে যে রূপে প্রতিযোগী প্রসক্ত হইবে সেই সেই রূপে তাহা নিষেধ্য হইবে। এজন্য **প্রতিযোগীর প্রসক্তির অবচ্ছেদকীভূত যে দেশ ও কাল, তদবচ্ছেদেই দ্বৈতনিষেধ উক্ত বাক্যদ্বারা বোধিত হইয়া থাকে।** অর্থাৎ যে দেশে ও যে কালে, প্রতিযোগীর প্রসক্তি হয়, সেই দেশ ও কালেই প্রতিযোগী প্রপঞ্চের অভাব অদ্বৈত শ্রুতির দ্বারা বোধিত হইবে। ইহাই নিষেধবাক্যের স্বভাব। প্রপঞ্চরূপ প্রতিযোগীর অবচ্ছেদকীভূত যে দেশ ও কাল, সেই দেশ ও কালাবশিষ্ট যে প্রপঞ্চ, তাদৃশ প্রপঞ্চাবশিষ্ট ব্রহ্মই নিষেধের অধিকরণরূপে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতির "ইহ" এই পদদ্বারা উক্ত হইয়াছে। আর দ্বৈতমিথ্যাত্বে শ্রুতির তাৎপর্য্যবশতঃ শ্রুতিও "নানা" ও "কিঞ্চন" শব্দদ্বারা ("নানা" অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন, "কিঞ্চন" অর্থাৎ প্রপঞ্চমাত্র) প্রপঞ্চমাত্রের "নাস্তি" পদদ্বারা যে অভাব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মভিন্ন প্রপঞ্চপ্রতিযোগীর দেশকালাবচ্ছিন্নত্বরূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। **আর যে দেশে যে কালে যে বস্তু প্রতীত হয়, সেই দেশে সেই কালে তাহার অভাব প্রমিত হইলেই সেই বস্তুর মিথ্যাত্ব হয়।** সুতরাং "নেহ নানাস্তি" এই শ্রুতির দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব যে সিদ্ধ হইতেছে, ইহাতে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। আর তাহা হইলে শ্রুতিতে প্রতিযোগিদেশকালাবচ্ছিন্নত্বের বোধক কোন শব্দ নাই—পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ যে আপত্তি তাহাও সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইল।১০

দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ—নিষেধপ্রতিযোগিত্ববিচার।

নন্বু এতন্নিষেধপ্রতিযোগিত্বং কিং স্বরূপেণ, উত অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপানুপমর্দ্দেন পারমার্থিকত্বাকারেণ ?।১১

ন আদ্যঃ, শ্রুত্যাদিসিদ্ধোৎপত্তিকস্য অর্থক্রিয়াসমর্থস্য অবিদ্যোপাদানকস্য তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যস্য চ বিয়দাদেঃ রূপ্যাদেশ্চ ধীকালবিদ্যমানেন অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধাযোগাৎ।১২

নাপি দ্বিতীয়ং, অবাধ্যত্বরূপপারমার্থিকত্বস্য বাধ্যত্বরূপমিথ্যাত্বনিরূপ্যত্বেন অন্যোন্যাশ্রয়াৎ, পারমার্থিকত্বস্যাপি স্বরূপেণ নিষেধে প্রথমপক্ষোক্তদোষাপত্তিঃ, অতঃ তস্যাপি পারমার্থিকত্বাকারেণ নিষেধে অনবস্থা স্যাৎ—ইতি চেৎ ?।১৩

অনুবাদ।

১১। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এই মিথ্যাত্বের সাধক "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতি এবং "বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" এই অনুমান। মিথ্যাত্বসাধক এই শ্রুতিপ্রমাণ ও উক্ত অনুমানপ্রমাণের বাধদোষ এবং অনুমানপ্রমাণে দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যদোষ দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব মিথ্যাত্বঘটক ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মটী কি, তাহাই একণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যদি এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, সিদ্ধান্তী নিরূপণ করিতে না পারেন, তবে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না। যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা অসম্ভব। আর প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম স্বীকার করিলে সেই ধর্ম্মটী কি, "স্বরূপ" অথবা "পারমার্থিকত্ব" হইবে, তাহাও স্বতরাং বলিতে হইবে। ত্রৈকালিকনিষেধটী কি স্বরূপতঃ প্রতিযোগীর নিষেধ, অথবা পারমার্থিকত্বধর্ম্মপুরস্কারে প্রতিযোগীর নিষেধ ?

অর্থাৎ প্রতিযোগীটী স্বরূপতঃ নাই, অথবা পারমার্থিকত্বরূপে নাই—ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু এই দ্বিবিধরূপে নির্ব্বচন অসম্ভব মনে করিয়া পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব বলিতেছেন—**"নন্থ এতন্নিষেধপ্রতিযোগিত্বম্"** ইতি। ইহার অর্থ—আচ্ছা, এই নিষেধের প্রতিযোগিত্বটী কি স্বরূপাবচ্ছিন্ন, অথবা পারমার্থিকত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন? "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত যে ত্রৈকালিকনিষেধ, আর মিথ্যাত্ব-লক্ষণের ঘটক যে তাদৃশ ত্রৈকালিকনিষেধ—এই নিষেধের প্রতি-যোগিতাটী কোন্ ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে? ইহা কি স্বরূপাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা, অথবা পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা? এই দ্বিবিধ ধর্ম্মই যে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইতে পারে না—তাহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করিতেছেন **"কিং স্বরূপেণ"** ইতি। এস্থলে "স্ব" পদের অর্থ—প্রতিযোগী, আর সেই প্রতিযোগীর যে সাধারণ বা অসাধারণ "রূপ" তাহাই স্বরূপ। এস্থলে এই ত্রৈকালিক-নিষেধের প্রতিযোগী যে প্রপঞ্চ, তাহাই এই "স্ব" পদের অর্থ। আর সেই প্রপঞ্চের সাধারণরূপ যে দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্ম, এবং অসাধারণরূপ যে আকাশত্ব বায়ুত্ব তেজস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম—তাহাই "স্বরূপ" পদের অর্থ। প্রপঞ্চের সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্মরূপ যে এই "স্বরূপ" তাহার দ্বারা অবচ্ছিন্ন কি এই প্রতিযোগিতা? এস্থলে "স্বরূপেণ" এই তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ—অবচ্ছিন্নত্ব। আর তাহা প্রতিযোগিত্বের সহিত অন্বিত হইবে। তাহাতে স্বরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্ব—এইরূপ অর্থই লব্ধ হইবে। **"উত"** অথবা **অসদ্বিলক্ষণস্বরূপানুপমর্দ্দেন পারমার্থিকত্বাকারেণ?** অর্থাৎ প্রপঞ্চের অসদ্বিলক্ষণ যে স্বরূপ, তাহার উপমর্দ্দন না করিয়া পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন এই প্রতিযোগিতা? অভিপ্রায় এই যে, পক্ষ যে বিয়দাদি প্রপঞ্চ এবং দৃষ্টান্ত যে শুক্তিরজতাদি, তাহারা যে অসৎ নহে—ইহা উভয়মতসিদ্ধ, এজন্য তাহাদের সেই অসদ্বিলক্ষণ

যে স্বরূপ, সেই স্বরূপের উপমর্দ্দন না করিয়া অর্থাৎ যে বস্তু যেরূপে যে কালে যেখানে থাকে, সেই কালে সেখানে সে বস্তুর সেইরূপে অভাব সিদ্ধ করিলে তাহার অলীকবিলক্ষণ স্বরূপের উপমর্দ্দন করা হয়, সুতরাং সেই স্বরূপের এইরূপ উপমর্দ্দন না করিয়া অন্যরূপে অর্থাৎ পারমার্থিকত্বরূপে কি এই প্রতিযোগিতাটী অবচ্ছিন্ন হইবে? ইহাই এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অসদ্ বস্তুর কোন"রূপ" নাই এজন্য অসদ্ বস্তুকে নিরূপাখ্য বলে। আর ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের অসদ্‌বিলক্ষণতাই রূপ বা স্বরূপ।

তাহার পর এই নিষেধের প্রতিযোগীর যাহা স্বরূপ, অর্থাৎ দৃশ্যত্বাদি বা আকাশত্বাদি ধর্ম্ম, তাহা দৃশ্য প্রতিযোগীতে আছে বলিয়া প্রতিযোগিতার সমানাধিকরণ ধর্ম্মই হয়। আর পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মটী সিদ্ধান্তীর মতে কোন দৃশ্যেই বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া তাহা দৃশ্যবৃত্তিপ্রতিযোগিতার অসমানাধিকরণ ধর্ম্মই হয়। যেহেতু সর্ব্বথা অবাধ্যত্বই পারমার্থিকত্ব, এবং দৃশ্যমাত্রই ব্রহ্মপ্রমাবাধ্য, ইহাই সিদ্ধান্তীর মত। সুতরাং বাধ্য দৃশ্যে অবাধ্যত্বরূপ পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম থাকিতে পারে না—এজন্য পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মটী দৃশ্যবৃত্তিপ্রতিযোগিতার অসমানাধিকরণ ধর্ম্ম হয়। প্রতিযোগিতার এই অসমানাধিকরণ ধর্ম্ম পারমার্থিকত্বদ্বারা কি উক্ত নিষেধের প্রতিযোগিতাটী অবচ্ছিন্ন হইবে?—ইহাই হইল প্রশ্নের অন্তর্গত দ্বিতীয় বিকল্পের অর্থ।

প্রতিযোগিতার সমানাধিকরণ দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মকে অবচ্ছেদক না বলিয়া প্রতিযোগিতার অসমানাধিকরণ পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মকে অবচ্ছেদক বলিবার কারণ কি তাহাই দেখাইতে যাইয়া বলিতেছেন—**অসদ্‌-বিলক্ষণস্বরূপানুপমর্দ্দেন** ইতি।

দৃশ্যত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকপ্রপঞ্চাভাবের সহিত দৃশ্যত্ববিশিষ্টপ্রপঞ্চ-নিরূপিত অধিকরণতার বিরোধ আছে। অর্থাৎ যাহা দৃশ্য প্রপঞ্চের

অধিকরণ, তাহাতে দৃশ্যপ্রপঞ্চের অভাব থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ এই যে বিরোধ ইহাই মূলস্থিত উপমর্দ্দ পদের অর্থ, আর এই উপমর্দ্দ বা বিরোধের পরিহারই অনুপমর্দ্দ। "অনুপমর্দ্দেন" এই তৃতীয়া বিভক্তিটী ফলরূপ হেতুতে হইয়াছে। যেমন "অন্নেন বসতি" এইরূপ প্রয়োগ হয়। প্রকৃতস্থলেও অনুপমর্দ্দেন ইহার অর্থ উক্ত বিরোধপরিহারের জন্য এইরূপ বুঝিতে হইবে। যদি দৃশ্যপ্রপঞ্চের অধিকরণে দৃশ্যকালেও দৃশ্যপ্রপঞ্চের অভাবই থাকে—এরূপ স্বীকার করা যায়, তবে "দৃশ্যপ্রপঞ্চ কোথাও নাই"—ইহাই স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে তাদৃশ প্রপঞ্চ সর্ব্ব-দেশকালাসম্বন্ধী হইয়া অসৎশশবিষাণাদিতুল্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা সিদ্ধান্তীরও অনভিপ্রেত। কারণ, দেশ ও কালের সম্বন্ধিরূপে প্রতীত যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাহা সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের অসম্বন্ধী শশবিষাণাদি অসদ্বস্তুর তুল্য হইতে পারে না। এজন্য দেশকালসম্বন্ধী দৃশ্যপ্রপঞ্চের, অলীক শশবিষাণাদি হইতে বিলক্ষণতা রক্ষা করিবার জন্য তাদৃশ প্রপঞ্চের যে অলীকবিলক্ষণস্বরূপ, তাহা অনুমানপ্রমাণদ্বারা উন্মৃদিত না হউক—এই আশয়ে প্রতিযোগিতার সমানাধিকরণ দৃশ্যত্বাদিরূপকে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক না বলিয়া প্রতিযোগিতার অসমানাধিকরণ যে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম, তাহাকেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মাধ্বমতে কিন্তু ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করা হয় না। এজন্য পারমার্থিকত্বরূপে শুক্তিরজত নাই—ইহার অর্থ শুক্তিরজতে পারমার্থিকত্ব নাই—এইরূপ বুঝিতে হইবে। আর দৃশ্য-মাত্রে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম না থাকিলে তাহা অপারমার্থিক হইবে। কিন্তু তাহাতে প্রপঞ্চের অলীকত্বাপত্তি হয় না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষি-প্রদর্শিত বিকল্পের অর্থ এই হইল যে, উক্ত নিষেধের প্রতিযোগিতাটী কি স্বরূপাবচ্ছিন্ন অথবা পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ?১১

১২। এইরূপে ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটী

কি স্বরূপ, অথবা পারমার্থিকত্ব হইবে—এই বিকল্প প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বপক্ষী প্রথমকল্পে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—"**ন আদ্যঃ**" ইতি। অর্থাৎ স্বরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ত্রৈকালিকনিষেধটী সঙ্গত নহে।

এখন প্রতিযোগীর স্বরূপ দৃশ্যত্বাদিধর্ম্মদ্বারা উক্ত প্রতিযোগিতা অবচ্ছিন্ন হইতে পারে না কেন; তাহার কারণ বলিতেছেন—"**শ্রুত্যাদি-সিদ্ধোৎপত্তিকত্ব**" ইত্যাদি। ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের স্বীয় অধিকরণে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকার করিলে সেই ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের অলীকত্বাপত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু, সিদ্ধান্তী প্রপঞ্চকে অলীক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। যেহেতু শ্রুতি, স্মৃতি ও অনুমানপ্রমাণদ্বারা এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি সিদ্ধই আছে, কিন্তু অলীকের উৎপত্তি নাই। ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের স্বরূপটী যে অসদ্বিলক্ষণ তাহাই দেখাইবার জন্য শ্রুত্যাদি-সিদ্ধোৎপত্তিকত্ব, অর্থক্রিয়াসমর্থত্ব, অবিদ্যোপাদানকত্ব এবং তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্ব এই চারিটী বিশেষণ—এই পক্ষদৃষ্টান্তসাধারণ দ্বিবিধ প্রপঞ্চে যোজনা করা হইয়াছে। পক্ষ বিয়দাদি ও দৃষ্টান্ত শুক্তিরজতাদি প্রপঞ্চ যদি অসদ্বিলক্ষণস্বরূপ না হইত, তাহা হইলে তাহাদের উৎপত্তি হইতে পারিত না। অসৎ শশবিষাণাদি বস্তুর উৎপত্তি সম্ভাবিত নহে। এস্থলে বিয়দাদি ও শুক্তিরজতাদি প্রপঞ্চ অসদ্ বলিয়া তাহাদের উৎপত্তি না হউক—এরূপ বলা যায় না। কারণ, বিয়দাদি ও শুক্তিরজতাদি প্রপঞ্চের উৎপত্তি—শ্রুতি ও অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। বিয়দাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের উৎপত্তিতে, "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ এবং ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক উভয়বিধ প্রপঞ্চের উৎপত্তিতে "সত্যং চ অনৃতং চ সত্যম্ অভবৎ" ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। এই শ্রুতির অর্থ—সত্য ব্রহ্ম বস্তুটী, সত্য ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চ এবং অনৃত শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চ "অভবৎ" অর্থাৎ হইয়াছেন,

অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। আর সাবয়বত্বাদি হেতুর দ্বারাও উক্ত দ্বিবিধ প্রপঞ্চের উৎপত্তিমত্ত্বের অনুমিতি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রপঞ্চের উৎপত্তিতে অনুমানপ্রমাণও আছে। আর এইজন্য মূলগ্রন্থে "শ্রুত্যাদিসিদ্ধোৎপত্তিকস্য"—এই বাক্যে "আদি" পদটী দেওয়া হইয়াছে। আদিপদদ্বারা অনুমান প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে। এজন্য ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চকে অসদ্-বিলক্ষণ বলিয়াই সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইবে। আর এজন্য তাহাদের স্বরূপতঃত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকার করা যায় না।

মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষীকৃত বিয়দাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ ও দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিকপ্রপঞ্চ যে অসদ্বিলক্ষণ, তাহা দেখাইবার জন্য উক্ত দ্বিবিধ প্রপঞ্চে দ্বিতীয় একটী বিশেষণ দেওয়া হইতেছে—**"অর্থক্রিয়াসমর্থস্য"** ইতি। অর্থক্রিয়া পদের অর্থ—কার্য্য। কার্য্য-কারিত্বই অর্থক্রিয়াকারিত্ব। অলীক বস্তুর কার্য্যকারিত্ব নাই, এজন্য তাহা অর্থক্রিয়াসমর্থ নহে। ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের কার্য্যকারিত্ব আছে বলিয়া তাহা অসৎস্বরূপ হইতে পারে না। যেহেতু উক্ত দ্বিবিধ প্রপঞ্চের জ্ঞান প্রবৃত্ত্যাদির জনক হইয়া থাকে। আর তজ্জন্য তাহাদের উক্তরূপে স্বরূপতঃ নিষেধও স্বীকার করা যায় না।

তাহার পর উক্ত দ্বিবিধ প্রপঞ্চের অসদ্বিলক্ষণস্বরূপ দেখাইবার জন্য সেই প্রপঞ্চে তৃতীয় আর একটী বিশেষণ প্রদত্ত হইতেছে—**"অবিদ্যো-পাদানকস্য"** ইতি। ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের উপাদান অবিদ্যা বলিয়া প্রপঞ্চমাত্রকে অবিদ্যোপাদানক বলা হয়। যেহেতু "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" এই শ্রুতিতে প্রপঞ্চমাত্রের পরিণামী উপাদান অবিদ্যা বলা হইয়াছে। ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চ যদি অসৎস্বরূপ হইত, তবে তাহার উপাদানও থাকিত না। এজন্য তাহাদের উক্তরূপে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকার করা যায় না।

তৎপরে উক্ত দ্বিবিধ প্রপঞ্চের অসদ্‌বিলক্ষণ স্বরূপ দেখাইবার জন্য চতুর্থ আর একটী বিশেষণ যোজনা করিতেছেন তাহা—"**তত্ত্বজ্ঞান-নাশ্যস্য**"। ইহার অর্থ—ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চ অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া তাহারা অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নাশ্য হইয়া থাকে। আর যদি প্রপঞ্চ শশবিষাণাদিবৎ অলীক হয়, তবে সিদ্ধান্তিগণ এরূপ যে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাও অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। অসৎ অকল্পিত বলিয়া তাহাদের অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নাশ সম্ভাবিত নহে। সুতরাং প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্বপ্রযুক্তও তাহাদের অসদ্‌বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক-নিষেধ সম্ভাবিত হইবে না। যেহেতু প্রপঞ্চের অধিকরণে প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ স্বীকার করিলে প্রপঞ্চের অলীকত্বাপত্তি হয়। সুতরাং **বিয়দাদেঃ** অর্থাৎ পক্ষীকৃত যে ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চ আকাশাদি, এবং **রূপ্যাদেঃ** অর্থাৎ দৃষ্টান্তীকৃত যে শুক্তিরজতাদি তাহাদের "**অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধাযোগাৎ**" অর্থাৎ স্বীয় অধিকরণে অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধ সম্ভাবিত নহে বলিয়া অর্থাৎ উক্ত প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধে প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদক ধর্ম্ম "স্বরূপ" হইতে পারে না বলিয়া স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্বরূপ এই প্রথম পক্ষ সঙ্গত হইতে পারে না। "অসদ্‌-বিলক্ষণস্বরূপেণ" এই মূল পঙ্‌ক্তির অর্থ এই যে, অসদ্‌ যে শশবিষাণাদি তাহা হইতে বিলক্ষণ যে আকাশাদি দৃশ্য, তাহাদের যে স্বরূপ অর্থাৎ ধর্ম্ম, যেমন দৃশ্যত্ব ও আকাশত্বাদি, তাহাই। আর এই স্বরূপ যে আকাশত্বাদি ধর্ম্ম তাহার অন্বয় "স্বরূপেণ" পদের তৃতীয়ার অর্থের সহিত হইবে, আর সেই তৃতীয়া বিভক্তির অর্থটী ত্রৈকালিকনিষেধের সহিত অন্বিত হইবে। এস্থলে "স্বরূপেণ" পদে যে তৃতীয়া বিভক্তি আছে, তাহার অর্থ—অবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব। আর তাহাতে স্বরূপাবচ্ছিন্ন-

প্রতিযোগিতাক ত্রৈকালিকনিষেধ—এইরূপ অর্থ লব্ধ হইল। আর তাহাতে সমুদিতার্থ এই হইল যে, অসৎ শশবিষাণাদি হইতে বিলক্ষণ আকাশাদি প্রপঞ্চের, আকাশত্বাদি স্বরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ত্রৈকালিকনিষেধ হইতে পারে না। এস্থলে "অযোগ" পদের অর্থ—অসম্ভব। দৃশ্যতাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্মে দৃশ্যাবৃত্তিপারমার্থিকত্বাদিরূপে দৃশ্যমাত্রের ত্রৈকালিকনিষেধ কথঞ্চিৎ সম্ভাবিত হইলেও দৃশ্যত্বরূপে দৃশ্যমাত্রের ত্রৈকালিকনিষেধ সম্ভাবিত নহে। যেহেতু দৃশ্যত্ববিশিষ্ট প্রপঞ্চের অধিকরণতার সহিত দৃশ্যত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকপ্রপঞ্চাভাবের বিরোধিতা আছে। অর্থাৎ যে বস্তু যেরূপে যে স্থানে থাকে, সে বস্তুর সেই রূপেই সেখানে অভাব থাকিতে পারে না, থাকিলে তাহা অলীক হয়। যাহা কোনকালে কোথাও নাই তাহাই অলীক। অলীকত্ব বলিতে ইহাই বুঝায়। সুতরাং প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার করিলে প্রপঞ্চের অলীকত্বাপত্তি হয়। অলীক যেমন সর্ব্বদেশকালাসম্বন্ধি, প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার করিলে প্রপঞ্চও সেইরূপ সর্ব্বদেশকালাসম্বন্ধী হইয়া পড়ে।

যদি বলা যায় দৃশ্যমাত্রের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকার করিলে দৃশ্যমাত্রের অলীকত্বাপত্তি হয়—এইরূপ যাহা পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন, তাহা ত সঙ্গত নহে। কারণ, দৃশ্যতাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্মে দৃশ্যের অনবচ্ছেদককালাবচ্ছেদে দৃশ্যত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ত্রৈকালিকনিষেধ সিদ্ধ হইলেও দৃশ্যের অলীকত্বাপত্তি হয় না। অর্থাৎ দৃশ্য যে কালে ব্রহ্মে আছে তদ্ভিন্নকালে দৃশ্যের অভাব ব্রহ্মে থাকিলে প্রপঞ্চের অলীকত্বাপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তাহাতে দৃশ্য কালিক-অব্যাপ্যবৃত্তিই হইয়া থাকে। দৃশ্য অলীক হইবে কেন? ব্রহ্মে কোন কালে দৃশ্য আছে, কোন কালে দৃশ্য নাই—এইরূপ হইলে দৃশ্য অলীক হইবে কেন? এইরূপ যদি কেহ, পূর্ব্বপক্ষীর অসদ্বিলক্ষণ কথায় আপত্তি করেন, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে,—না, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না।

কারণ, নিষেধ প্রসক্তিপূর্ব্বক হইয়া থাকে বলিয়া প্রতিযোগিপ্রসক্ত্যবচ্ছেদককালাবচ্ছেদেই তাদৃশ ত্রৈকালিকনিষেধ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে। অর্থাৎ যে কালে প্রতিযোগীর প্রসক্তি আছে, সেই কালেই তাহার নিষেধ উক্ত শ্রুতির দ্বারা বোধিত হইবে, অন্য কালে নহে। আর এই মিথ্যাত্বানুমানদ্বারাও যে সিদ্ধসাধনতাদোষ বারণ করিবার জন্য প্রতিযোগিপ্রসক্ত্যবচ্ছেদককালাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ত্রৈকালিকনিষেধটী সাধিত হইয়া থাকে, তাহা সিদ্ধসাধনতাদোষ নিবারণ প্রস্তাবে (৩৬ বাক্যে) বলা হইবে। "নেহ নানাস্তি" এই শ্রুতির দ্বারা যেমন প্রপঞ্চের প্রসক্তিকালেই প্রপঞ্চের নিষেধ প্রতিপাদিত হয়, এই মিথ্যাত্বানুমানদ্বারাও সেইরূপ প্রতিযোগীর প্রসক্তিকালেই প্রতিযোগীর নিষেধ সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্তরূপ নিষেধটীই মিথ্যাত্বের ঘটক বলিয়া সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাকে প্রপঞ্চ কালিক-অব্যাপ্যবৃত্তি না হইয়া অলীকই হইয়া পড়িবে। যেহেতু সর্ব্বদেশকালাসম্বন্ধই অলীকত্ব। উক্তরূপ নিষেধের প্রতিযোগী হইলে প্রপঞ্চও সর্ব্বদেশকালাসম্বন্ধী হইয়া পড়িবে।

এখন দৃশ্যমাত্রের দেশকালসম্বন্ধই যে অসদ্বিলক্ষণস্বরূপ, তাহাই বুঝাইবার জন্য "অসদ্বিলক্ষণস্বরূপেণ" পদের বিশেষণ **ধীকালবিদ্যমানেন** বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ—"ধীকালে" অর্থ দৃশ্যজ্ঞানকালে, "বিদ্যমানেন" অর্থ—সম্বন্ধদ্বারা; অর্থাৎ দৃশ্যের অসদ্বিলক্ষণস্বরূপটী, দৃশ্যজ্ঞানকালসম্বন্ধী হইয়া থাকে বলিয়া। প্রপঞ্চের ধীকালসম্বন্ধ স্বীকার না করিলে তাহার অসদ্বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হয় না। সুতরাং কালসম্বন্ধিরূপে প্রতীয়মান দৃশ্যে বিশেষণরূপে প্রতীয়মান যে স্বরূপ দৃশ্যত্ব বা আকাশত্বাদি ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ত্রৈকালিকনিষেধ সম্ভাবিত নহে। যেহেতু দৃশ্যমাত্রকে কালের অসম্বন্ধিরূপে

স্বীকার করিলে কালসম্বন্ধিরূপে দৃশ্যবিষয়ক প্রতীতির বিরোধ হইয়া পড়ে। আর তাহাতে ধীকালে বিদ্যমান আকাশাদি ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চে অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব অনুমান করিতে গেলে কালসম্বন্ধিপ্রতীতির দ্বারা বাধ হইবে, এবং ধীকালে বিদ্যমান প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতদৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যও হইবে।১২

১৩। ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ না হইয়া অত্যন্ত অসত্ত্বরূপ অলীকত্বেরই আপত্তি হইয়া পড়ে— বলা হইল। এক্ষণে সিদ্ধান্তী যদি ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চের অলীকত্ব বারণ করিবার জন্য পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বকে—প্রপঞ্চে অনুমান করিতে চাহেন, তাহা হইলে দুষ্পরিহার্য্য অন্যোন্যাশ্রয় এবং অনবস্থা দোষ ঘটিবে। পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে, আকাশত্বাদি স্বরূপধর্ম্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইলে প্রতিযোগী ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের অলীকত্বাপত্তি হয়, আর পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মটী উক্ত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বলিলে যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়, তাহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**"নাপি দ্বিতীয়ঃ"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—এই দ্বিতীয় কল্পও অসমীচীন। অর্থাৎ পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব ইহাও অসঙ্গত। পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মটী মিথ্যাত্বের ঘটক বলিয়া জ্ঞপ্তিগত অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। এই অন্যোন্যাশ্রয় ত্রিবিধ, যথা—উৎপত্তিগত, স্থিতিগত ও জ্ঞপ্তিগত। ইহার বিবরণ ন্যায়শাস্ত্রমধ্যে দ্রষ্টব্য।

যেরূপে এই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় তাহাই দেখাইতেছেন—**"অবাধ্যত্বরূপপারমার্থিকত্বস্য বাধ্যত্বরূপমিথ্যাত্বনিরূপ্যত্বেন অন্যোন্যাশ্রয়াৎ"** ইতি। অবাধ্যত্বই পারমার্থিকত্ব। তাদৃশ পার-

মার্থিকত্ব জ্ঞান হইলে পারমার্থিকত্বঘটিত বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব জ্ঞান হইবে। আর বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব জ্ঞান হইলে বাধ্যত্বাভাবরূপ অবাধ্যত্ব জ্ঞান হইবে, আর অবাধ্যত্বই পারমার্থিকত্ব ; সুতরাং জ্ঞানগত অন্যোন্যাশ্রয় হয় বলিয়া মিথ্যাত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। আর এই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় বলিয়া পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—এই লক্ষণ অসিদ্ধ হয়।

আরও দোষ এই যে, রজতভ্রমের অনন্তর "রজত নাই, ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না"—অর্থাৎ "রজতং নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি" এইরূপ স্বরূপতঃই রজতের নিষেধ প্রতীত হইয়া থাকে। পারমার্থিকত্ব-রূপে নিষেধ বলিলে এই অনুভবেরও বিরোধ হয়। আর "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতির দ্বারাও স্বরূপতঃই প্রপঞ্চের নিষেধ প্রতি-পাদিত হইয়া থাকে। পারমার্থিকত্বাকারে নিষেধ বলিলে এই শ্রুতিরও বিরোধ হয়।

পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাতে যে অলীকত্বাপত্তি ও অনবস্থা দোষ হয়, তাহাই দেখাইবার জন্য বলিতে-ছেন—"**পারমার্থিকত্বস্যাপি**" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্ব-পক্ষী মাধ্বগণের মতে ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করা হয় না। যেহেতু তাঁহাদের মতে প্রতিযোগীতে অবৃত্তি ধর্ম্ম প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় না। "শশীয়ত্বরূপে বিষাণ নাই" এইরূপ প্রতীতিসিদ্ধ অভাবও তাঁহাদের মতে, ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিতাক অভাব নহে, কিন্তু 'বিষাণে শশীয়ত্ব ধর্ম্ম নাই' এইরূপ অভাবই স্বীকার করা হইয়া থাকে। ইহার কারণ, একটী নিয়ম আছে যে, **"সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণম্ উপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যে বাধে"** অর্থাৎ কোন বিশেষণবিশিষ্ট অর্থের বিধি বা নিষেধ

করিলে যদি বিশেষ্য অংশে বাধ থাকে, তাহা হইলে সেই বিধিনিষেধ বিশেষণ অংশমাত্রে হইয়া থাকে। উক্ত মাধ্বমতানুসারে "পারমার্থিকত্ব-রূপে শুক্তিরজত নাই" এইরূপ প্রতীতিতে শুক্তিরজতে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম নাই—এইরূপ অভাবই ভাসমান হইয়া থাকে। মাধ্বমতে শুক্তিরজত অলীক, তাহাতে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। যাহাতে যে ধর্ম্ম থাকে না, সেই ধর্ম্মপুরস্কারে তাহার অভাবও প্রতীত হয় না। এজন্য পারমার্থিকত্বরূপে শুক্তিরজত নাই—এইরূপ প্রতীতিতে শুক্তিরজতের অভাব ভাসমান হয় না। কিন্তু শুক্তিরজতে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মেরই অভাব ভাসমান হইয়া থাকে।

এখন এই পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম পারমার্থিক নহে, কিন্তু ব্যাবহারিক। যেহেতু বাধ্যত্বাভাবরূপ অবাধ্যত্বই পারমার্থিকত্ব। আর এই অভাবটী ব্যবহারিক বাধ্যত্বনিরূপিত বলিয়া ব্যবহারিক। সুতরাং পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মটী ব্যবহারিকই হইতেছে বলিয়া তাহাও ব্যবহারিকপক্ষক এই মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষেরই অন্তর্গত হইয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ সমস্ত ব্যবহারিক বস্তুকে পক্ষ করিয়াই এই মিথ্যাত্বানুমান প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া পারমার্থিকত্বধর্ম্মটীও পক্ষের অন্তর্গত হইতেছে। আর এই ব্যবহারিকপারমার্থিকত্বধর্ম্মের ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্তীকে অনুমান করিতে হইবে। আর পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মের ধর্ম্ম হইতেই পারে না বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, এজন্য পারমার্থিক ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মটী অপারমার্থিক অর্থাৎ মিথ্যাই হইবে। এখন এই পারমার্থিকত্বধর্ম্মে যে মিথ্যাত্ব, তাহা যদি স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ হয়, তবে পারমার্থিকত্বের অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। ইহাই মূলকার দেখাইতেছেন—**"স্বরূপেণ নিষেধে প্রথমপক্ষোক্তদোষাপত্তিঃ।** অর্থাৎ পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মেরও স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব

অনুমান করিলে পারমার্থিকত্বের অত্যন্তাসত্তাপত্তি হইয়া পড়ে। স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই প্রথম পক্ষ। এই প্রথম পক্ষে দোষ দেখাইতে যাইয়া "ন আদ্যঃ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা অত্যন্তাসত্তাপত্তি দোষ বলিয়াছেন। এই প্রথম পক্ষোক্ত দোষের আপত্তি এস্থলেও হইবে, অর্থাৎ পারমার্থিকত্বধর্ম্মেরও অত্যন্তাসত্তাপত্তি হইবে—ইহাই বলা হইল।

আর যদি পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব হয়, তবে পারমার্থিকত্বধর্ম্মেরও মিথ্যাত্ব, পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বই বলিতে হইবে। আর এই পারমার্থিকত্বধর্ম্মটী ব্যবহারিক বলিয়া তাহাও মিথ্যাত্বানুমানের পক্ষান্তর্গত হইবে। তাহাতেও আবার পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে হইবে। আর এইরূপে অনবস্থাই হইবে। ইহাই মূলকার বলিতেছেন—"**তস্যাপি পারমার্থিকত্বাকারেণ নিষেধে**" ইত্যাদি। "তস্যাপি" পদের অর্থ—পারমার্থিকত্বধর্ম্মেরও। অর্থাৎ প্রদর্শিত রীতি অনুসারে পারমার্থিকত্বধর্ম্মটী ব্যবহারিক বলিয়া তাহা মিথ্যাত্বানুমানের পক্ষান্তর্গত হইবে, আর তাহাতে পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ করিতে যাইলে অনবস্থা হইবে।

অতএব পূর্ব্বপক্ষের কথা এই যে, স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে প্রতিযোগীর অত্যন্তাসত্তাপত্তি হইবে, আর পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় ও অনবস্থাদি দোষ হইবে। সুতরাং প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব অসম্ভবই হইল।১৩,

টীকা

১১। প্রপঞ্চস্য প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ-মিথ্যাত্বপ্রতিপাদিকায়াঃ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি শ্রুতেঃ, প্রতিপন্নো-পাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বসাধকানুমানস্য চ নিষেধপ্রতিযোগি-

তাবচ্ছেদকরূপাসম্ভবেন বাধঃ স্যাৎ। প্রাতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য স্বরূপেণ পারমার্থিকত্বেন বা অবচ্ছেদাসম্ভবাৎ সদিতি প্রতীয়মানস্য শুক্তিরজতাদেঃ স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্বাভাবেন দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যমপি স্যাৎ—ইত্যাশয়বান্ পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কতে—"**নন্বু এতন্নিষেধপ্রতিযোগিত্বম্**" ইতি। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি শ্রুত্যা প্রতিপাদিতঃ যো নিষেধঃ, যো বা মিথ্যাত্বলক্ষণ-ঘটকঃ প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধঃ, তস্য "এতস্য" নিষেধস্য প্রতিযোগিত্বং কেন রূপেণ অবচ্ছিদ্যতে ? কিং স্বরূপেণ সমানাধি-করণধর্ম্মেণ, উত ব্যধিকরণেন পারমার্থিকত্বেন ? স্বরূপাবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিতাকত্রৈকালিকনিষেধঃ পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্রৈকা-লিকনিষেধঃ বা "নেহ" ইত্যাদি শ্রুত্যা এতদ্দ্বিতীয়মিথ্যাত্বানুমানেন বা বোধ্যতে। উক্তদ্বিবিধস্যাপি ধর্ম্মস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাসম্ভবঃ ইতি প্রদর্শয়িতুং পৃচ্ছতি—"**কিং স্বরূপেণ**" ইতি। "স্বরূপেণ" স্বস্য—ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিনঃ, যদ্ রূপং সাধারণম্ অসাধারণং বা তেন। অত্র অবচ্ছিন্নত্বং তৃতীয়ার্থঃ, তচ্চ প্রতিযোগিত্বে অন্বেতি। তথাচ প্রপঞ্চস্য ত্রৈকালিকনিষেধে প্রতিযোগী প্রপঞ্চঃ স্বপদগ্রাহ্যঃ। তস্য সাধারণং রূপং দৃশ্যত্বাদি অসাধারণং রূপম্ আকাশত্বাদি তেন। দৃশ্য-ত্বাদিরূপেণ প্রপঞ্চস্য প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বা-ঙ্গীকারে প্রপঞ্চস্য অলীকত্বাপত্তিঃ। তদুক্তং নাগৈঃ—

"নাসীদস্তি ভবিষ্যচ্চ নাস্তীতি জ্ঞানগোচরঃ।

যদি বাধস্তদাহসত্ত্বং তেনৈবাঙ্গীকৃতং পুনঃ॥" ইতি

অলীকবিলক্ষণং স্বরূপং প্রপঞ্চস্য উপমর্দিতং মা ভবতু, ইত্যত পক্ষান্তরম্ আহ—"**উত**" ইতি। উত অথবা, সর্ব্বথাতবাধ্যত্বরূপপারমার্থিকত্বরূপেণ ? উক্তনিষেধপ্রতিযোগিনঃ যৎ স্বীয়ং রূপং দৃশ্যত্বাদি, তৎ দৃশ্যবৃত্তিপ্রতি-যোগিতাসমানাধিকরণং, পারমার্থিকত্বং তু দৃশ্যানাত্মবৃত্তিতয়া দৃশ্যবৃত্তি-

প্রতিযোগিতায়াঃ অসমানাধিকরণম্। সর্ব্বথাঽবাধ্যত্বরূপপারমার্থিকত্বস্য দৃশ্যমাত্রাবৃত্তিত্বাৎ। মিথ্যাত্বঘটকত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং প্রতিযোগিতায়াঃ অসমানাধিকরণেন পারমার্থিকত্বেন বা অবচ্ছিন্নত্বে ইতি দ্বিতীয়বিকল্পস্য অর্থঃ। প্রতিযোগিতাসমানাধিকরণং দৃশ্যত্বাদিরূপম্ অবচ্ছেদকং পরিত্যজ্য প্রতিযোগিতাব্যধিকরণস্য পারমার্থিকত্বস্য অবচ্ছেদকত্বকল্পনে বীজম্ আহ—"**অসদ্বিলক্ষণস্বরূপানুপমর্দ্দেনেতি।**" দৃশ্যত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকপ্রপঞ্চাভাবস্য দৃশ্যত্ববিশিষ্টপ্রপঞ্চনিরূপিতাধিকরণত্বেন সহ বিরোধাৎ দৃশ্যত্ববিশিষ্টপ্রপঞ্চাধিকরণে ব্রহ্মণি দৃশ্যত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবঃ ন সম্ভবতি। তথাচ তাদৃশবিরোধঃ এব উপমর্দ্দঃ; তাদৃশোপমর্দ্দপরিহারঃ এব অনুপমর্দ্দঃ, তদর্থং, ফলে হেতৌ তৃতীয়া। তাদৃশবিরোধপরিহারার্থম্ ইতি ভাবঃ। যদি তু দৃশ্যত্বধর্ম্মবিশিষ্টপ্রপঞ্চস্য অধিকরণত্বং কুত্রাপি ন স্যাৎ, তর্হি, তাদৃশপ্রপঞ্চস্য দেশকালাসম্বন্ধিশশবিষাণাদিতুল্যতা এব স্যাৎ। দেশকালসম্বন্ধিতয়া প্রতীয়মানস্য প্রপঞ্চস্য দেশকালাসম্বন্ধিশশবিষাণাদিতুল্যতায়াঃ অসম্ভবাৎ। অতঃ শশবিষাণাদ্যলীকবিলক্ষণস্য দেশকালসম্বন্ধিনঃ প্রপঞ্চস্য অলীকবিলক্ষণং স্বরূপম্ অনুমানেন উপমর্দ্দিতং ন স্যাৎ ইতি অসদ্বিলক্ষণস্বরূপানুপমর্দ্দায় প্রতিযোগিতাসমানাধিকরণং রূপং বিহায় প্রতিযোগিতাব্যধিকরণমেব পারমার্থিকত্বম্ অবচ্ছেদকত্বেন আদৃতম্। মাধ্বমতে তু ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবানঙ্গীকারাৎ পারমার্থিকত্বাকারেণ শুক্তিরজতং নাস্তি ইত্যস্য তন্মতে শুক্তিরজতে পারমার্থিকত্বং নাস্তি ইত্যত্র পর্য্যবসানং বোধ্যম্। তথাচ শুক্তিরজতাদি দৃশ্যম্ অলীকম্ ইতি ন আয়াতম্। কিন্তু তৎ পারমার্থিকং ন ভবতি ইতি ভাবঃ। অতঃ আহ—**পারমার্থিকত্বাকারেণ।** তথাচ উক্তনিষেধীয়প্রতিযোগিতা দৃশ্যত্বাদিরূপেণ বা অবচ্ছিন্নতাং, সর্ব্বথাঽবাধ্যত্বরূপেণ পারমার্থিকত্বেন বা অবচ্ছিন্নতাম ইতি বিকল্পার্থঃ।২১

১২। এবং প্রতিযোগিতাকচ্ছেদকং বিকল্প্য প্রথমে কল্পে দোষম্ আহ পূর্ব্বপক্ষী—"**ন আদ্যঃ**" ইতি। প্রতিযোগিস্বরূপং যদ্দৃশ্যত্বাদি তদবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্রৈকালিকনিষেধঃ এতন্মিথ্যাত্বঘটকঃ ন সমীচীনঃ ইত্যর্থঃ। কুতঃ ন সমীচীনঃ ইত্যাহ—"**শ্রুত্যাদিসিদ্ধোৎপত্তিকস্য**" ইত্যাদি। বিয়দাদিব্যাবহারিকপ্রপঞ্চস্য প্রাতিভাসিকশুক্তিরজতাদেশ্চ স্বরূপম্ অসদ্বিলক্ষণমেব ইতি প্রদর্শনায় শ্রুত্যাদিসিদ্ধোৎপত্তিকত্বম্ অর্থক্রিয়াসমর্থত্বম্ অবিদ্যোপাদনকত্বং তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্বঞ্চেতি বিশেষণচতুষ্টয়ং পক্ষদৃষ্টান্তসাধারণম্ উপাত্তম্। স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বে প্রপঞ্চস্য অসদ্বৈলক্ষণ্যং ন স্যাৎ ইতি ভাবঃ। ন্যায়ামৃতটীকাকৃদ্ভিঃ **শ্রীনিবাসাচার্য্যৈস্তু** পক্ষীকৃতবিয়দাদেরেব অসদ্বৈলক্ষণ্যোপপাদনায় আদ্যং বিশেষণদ্বয়ম্, অন্ত্যং বিশেষণদ্বয়ং তু পক্ষীকৃতবিয়দাদেঃ দৃষ্টান্তীকৃতশুক্তিরজতাদেশ্চ অসদ্বিলক্ষণস্বরূপোপপাদনায় ইতি ব্যাখ্যাতম্, তচ্চিন্ত্যম্। বিয়দাদিকং যদি অসদ্বিলক্ষণস্বরূপং ন স্যাৎ তর্হি ন উৎপদ্যেত। ন চ নিঃস্বরূপস্য শশবিষাণাদেঃ উৎপত্তিঃ সম্ভবতি। ন চ ইষ্টাপত্তিঃ, শ্রুত্যা সাবয়বত্বাদিলিঙ্গকানুমানেন চ তেষাম্ উৎপত্তিমত্ত্বাবধারণাৎ বিয়দাদিব্যাবহারিকপ্রপঞ্চোৎপত্তেঃ প্রাতিভাসিকশুক্তিরজতাদ্যুৎপত্তেশ্চ শ্রুত্যাদিসিদ্ধত্বাৎ। "আদি" পদেন প্রদর্শিতানুমানপ্রমাণস্যাপি গ্রহণম্। "সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ" ইতি শ্রুতৌ সত্যপদস্য ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চপরতয়া অনৃতপদস্য চ প্রাতিভাসিকশুক্তিরজতপরতয়া ব্যাবহারিকবিয়দাদিপ্রপঞ্চস্য প্রাতিভাসিকশুক্তিরজতাদেশ্চ শ্রুতিসিদ্ধোৎপত্তিকত্বাৎ শশবিষাণাদ্যসদ্বৈলক্ষণ্যম্ অভ্যুপেয়ম্। তথাচ ন স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্। এবং সাবয়বত্বেন হেতুনাপি প্রপঞ্চস্য উৎপত্তিমত্ত্বম্ অনুমেয়ম্ ইতি ভাবঃ। **অর্থক্রিয়াসমর্থস্য** ইতি—কার্য্যকারিত্বরূপার্থক্রিয়াকারিত্বমপিবিয়দাদিব্যাবহারিকপ্রপঞ্চস্য শুক্তিরজতাদিপ্রাতিভাসিকস্য চ শশবিষাণাদিবৎ

নাৎস্বরূপত্বে ন স্যাৎ। প্রবৃত্ত্যাদিপ্রয়োজকত্বরূপকার্য্যকারিত্বাদপি ব্যাবহারিকপ্রাতিভাসিকপ্রপঞ্চয়োঃ অসদ্বৈলক্ষণ্যম্ অঙ্গীকর্ত্তব্যম্ ইতি ভাবঃ। অসতঃ শশবিষাণাদেঃ কার্য্যকারিত্বাভাবাৎ; অতঃ স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং ন সম্ভবতি ইতি নিষ্কর্ষঃ। 'মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষীকৃতস্য বিয়দাদিব্যাবহারিকপ্রপঞ্চস্য দৃষ্টান্তীকৃতস্য চ প্রাতিভাসিকশুক্তিরজতাদেঃ প্রকারান্তরেণ অসদ্বিলক্ষণস্বরূপোপপাদনায় আহ—"**অবিদ্যোপাদানকস্য**" ইতি। ব্যাবহারিকপ্রাতিভাসিকয়োঃ অসৎস্বরূপত্বে সোপাদানত্বাযোগাৎ। ন হি ভবতি শশবিষাণং সোপাদানম্। উক্তদ্বিবিধপ্রপঞ্চস্য পরিণাম্যুপাদানতয়া অবিদ্যায়াঃ "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" ইতি শ্রুতৌ প্রতিপাদনাৎ। "**তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যস্য**" ইতি—ব্যাবহারিকস্য বিয়দাদিপ্রপঞ্চস্য প্রাতিভাসিকস্য শুক্তিরজতাদেশ্চ অজ্ঞানকল্পিতত্বেন অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্বং যৎ সিদ্ধান্তিভিঃ অঙ্গীকৃতং তদপি ন স্যাৎ, যদি ব্যাবহারিকবিয়দাদি প্রাতিভাসিকং বা শুক্তিরজতাদি শশবিষাণাদিবৎ অসৎ স্যাৎ। ন হি অকল্পিতানাম্ অসতাং শশবিষাণাদীনাং তত্ত্বজ্ঞানেন নাশঃ সম্ভবতি। তথাচ তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্বাদপি ব্যাবহারিকস্য প্রাতিভাসিকস্য চ প্রপঞ্চস্য অসদ্বৈলক্ষণ্যম্ এষ্টব্যম্। এবং পক্ষীকৃতব্যাবহারিকপ্রপঞ্চস্য "**বিয়দাদেঃ**" দৃষ্টান্তীকৃতস্য "**রূপ্যাদেঃ**" শুক্তিরজতাদেঃ, "**অসদ্বিলক্ষণস্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধাযোগাৎ**" প্রপঞ্চস্য স্বাবৃত্তিপারমার্থিকত্বাদিনা কথঞ্চিৎ নিষেধসম্ভবেঽপি অসদ্বিলক্ষণস্য দৃশ্যস্য আকাশাদেঃ যৎ স্বরূপং ধর্ম্মঃ দৃশ্যত্বাদিঃ তেন—অসদ্বিলক্ষণস্বরূপেণ। অত্র অবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বং তৃতীয়ার্থঃ। তৎ চ ত্রৈকালিকনিষেধান্বয়ি। তথাচ অসদ্বিলক্ষণস্বরূপদৃশ্যত্বাদ্যবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকঃ যঃ ত্রৈকালিকনিষেধঃ তস্য "**অযোগাৎ**" অসম্ভবাৎ। দৃশ্যত্বেন রূপেণ তত্র তেষাঃ ত্রৈকালিকনিষেধাসম্ভবাৎ। দৃশ্যত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক-

প্রপঞ্চাভাবস্য দৃশ্যত্বাবিশিষ্টপ্রপঞ্চনিরূপিতাধিকরণত্বেন সহ বিরোধাৎ। সম্ভবে বা দৃশ্যস্য সর্ব্বদেশকালাসম্বন্ধিত্বাপত্ত্যা অসদ্বৈলক্ষণ্যং ন স্যাৎ ইতি ভাবঃ।

ন চ দৃশ্যতাদাত্ম্যাপন্নে ব্রহ্মণি দৃশ্যানবচ্ছেদককালাবচ্ছেদেন দৃশ্যত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্রৈকালিকনিষেধঃ সিধ্যন্ ন প্রপঞ্চস্য অলীকতাম্ আবহতি, কিন্তু প্রপঞ্চস্য কালিকাব্যাপ্যবৃত্তিতাম্ আদায় এব পর্য্যবস্যতি। তথাচ কথং "স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধাযোগঃ" ইতি বাচ্যম্। "নেহ নানা" ইতি শ্রুত্যা তাদৃশঃ নিষেধঃ প্রতিযোগিপ্রসক্ত্যবচ্ছেদকদেশকালাবচ্ছেদেনৈব প্রতিপাদ্যতে। নিষেধস্য প্রসক্তিপূর্ব্বকত্বাৎ উদ্দেশ্যবিধেয়ভাবমহিম্নাপি তথৈব অবগমাৎ চ। মিথ্যাত্বানুমানেনাপি যথা সিদ্ধসাধনতাদোষপরিহারায় প্রতিযোগিপ্রসক্ত্যবচ্ছেদককালাবচ্ছিন্নত্রৈকালিকনিষেধঃ বোধ্যতে, তথা অগ্রে সিদ্ধসাধনতাদোষনিরাকরণাবসরে বক্ষ্যতে। তথাচ প্রতিযোগিপ্রসক্ত্যবচ্ছেদককালাবচ্ছিন্নত্রৈকালিকনিষেধস্য মিথ্যাত্বঘটকত্বে ন প্রপঞ্চস্য কালিকাব্যাপ্যবৃত্তিতাপাতঃ ইতি স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধাযোগঃ তদবস্থঃ এব। তদ্রূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবস্য তদ্রূপবিশিষ্টনিরূপিতাধিকরণত্বেন সহ বিরোধাৎ ইতি ভাবঃ। দৃশ্যস্য অসদ্বিলক্ষণং স্বরূপং দেশকালসম্বন্ধিত্বরূপম্ অবগময়িতুং অসদ্বিলক্ষণস্বরূপেণ ইত্যস্য বিশেষণম্ আহ—**ধীকালবিদ্যমানেন** ইতি। ধীকালে—দৃশ্যধীকালে, বিদ্যমানেন—সম্বন্ধিনা। দৃশ্যস্য অসদ্বিলক্ষণস্বরূপং দৃশ্যধীকালসম্বন্ধি ভবতি ধীকালসম্বন্ধং বিনা তস্য অসদ্বৈলক্ষণ্যং ন স্যাৎ। তথাচ কালসম্বন্ধিতয়া প্রতীয়মানে দৃশ্যে বিশেষণতয়া প্রতীয়মানং যৎ স্বরূপং দৃশ্যত্বাদি তদবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্রৈকালিকনিষেধঃ ন সম্ভবতি, দৃশ্যমাত্রস্য কালাসম্বন্ধিত্বাঙ্গীকারে দৃশ্যত্বাদিরূপেণ দৃশ্যবিষয়ককালসম্বন্ধিন্যাঃ প্রতীতেঃ বিরোধাৎ। তথাচ ধীকালবিদ্যমানব্যাবহারিকপ্রপঞ্চে বিয়দাদৌ অসদ্বিলক্ষণস্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধ-

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাসম্ভবাৎ। "শশীয়ত্বেন বিষাণং নাস্তি" ইত্যাদি প্রতীতিস্তু শশীয়ত্বেন বিষাণাভাবং নাবগাহতে, কিন্তু বিষাণে শশীয়ত্বাভাবমেব অবগাহতে। "সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণম্ উপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যে বাধে" ইতি ন্যায়াৎ। এতন্মতম্ অনুসৃত্য পারমার্থিকত্বেন রজতং নাস্তি ইত্যাদৌ অপি রজতে পারমার্থিকত্বং নাস্তি ইত্যেব বক্তব্যম্। তৎপারমার্থিকত্বং বাধ্যত্বাভাবরূপম্ অবাধ্যত্বমেব। বাধ্যত্বস্য চ ব্যাবহারিকতয়া ব্যাবহারিকবাধ্যত্বনিরূপ্যত্বাৎ অবাধ্যত্বমপি ব্যাবহারিকম্। অবাধ্যত্বরূপপারমার্থিকত্বস্য ব্যাবহারিকত্বয়া ব্যাবহারিকপক্ষকমিথ্যাত্বানুমানে পক্ষকোটৌ অনুপ্রবেশাৎ তস্যাপি পারমার্থিককত্বস্য ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপং মিথ্যাত্বম্ অঙ্গীকরণীয়ম্। পারমার্থিকত্বস্য নির্ধর্মকে ব্রহ্মণি অসম্ভাবিততয়া ব্রহ্মভিন্নত্বেন অপারমার্থিকত্বমেব; অতঃ তস্যাপি মিথ্যাত্বম্ অনুমেয়ম্। তন্নিষেধপ্রতিযোগিত্বমপি যদি স্বরূপেণ অবচ্ছিদ্যেত, তদা ব্যাবহারিকস্য যথা স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বে অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিঃ, তথা পারমার্থিকত্বস্যাপি অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিরেব স্যাৎ। পারমার্থিকত্বস্য যদি স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং তর্হি **স্বরূপেণ নিষেধে প্রথমপক্ষোক্তদোষাপত্তিঃ,** পারমার্থিকত্বস্য অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিঃ ইত্যর্থঃ। প্রতিপন্নোপাধৌ স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধে যথা রজতাদেঃ অলীকত্বম্ আপদ্যেত, তথা অত্রাপি ইতি ভাবঃ। শুক্তিরজতবৎ তৎপারমার্থিকত্বস্যাপি অপরোক্ষপ্রতীত্যন্যথানুপপত্ত্যা ধীকালে বর্তমানতয়া স্বরূপতঃ তন্নিষেধাযোগাৎ, "এতন্নিষেধপ্রতিযোগিত্বং" কিং স্বরূপেণ ইতি বাক্যেন প্রথমঃ পক্ষঃ দর্শিতঃ "নাদ্যঃ" ইত্যাদি গ্রন্থেন তত্র অলীকত্বাপত্তিরূপদোষোঽপি দর্শিতঃ পারমার্থিকত্বস্য স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বে পারমার্থিকত্বস্য অলীকত্বাপত্তিঃ ইতি সমুদিতার্থঃ। যদি তু পারমার্থিকত্ববৃত্তিত্রৈকালিকনিষেধীয়প্রতিযোগিতা পারমার্থিকত্বেন

অবচ্ছিদ্যেত, তর্হি তস্যাপি পারমার্থিকত্বস্য ব্যাবহারিকত্বয়া তন্নিষ্ঠ-ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিতাপি যদি পারমার্থিকত্বেন অবচ্ছিদ্যেত, তস্যাপি ব্যাবহারিকত্বয়া পূর্ব্ববদেব স্যাৎ, তর্হি অনবস্থা স্যাৎ। পার-মার্থিকত্বস্য পারমার্থিকত্বেন নিষেধে অনবস্থা। রূপ্যগতপারমার্থিকত্ব-স্যাপি স্বরূপতঃ নিষেধাযোগাৎ, শুক্তিরজতগতপারমার্থিকত্বস্যাপি অপরোক্ষপ্রতীয়মানত্বেন তত্র বিষয়সত্ত্বস্য আবশ্যকত্বয়া তস্যাপি পুনঃ পারমার্থিকত্বাকারেণ নিষেধঃ বক্তব্যঃ ইতি অনবস্থা। পারমার্থিকত্বস্য স্বরূপেণ নিষেধে অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিভিয়া পারমার্থিকত্বেন পারমার্থিকত্বস্য নিষেধঃ বক্তব্যঃ। তথাচ অনবস্থা ইত্যাহ পূর্ব্বপক্ষী—"**অতঃ তস্যাপি পারমার্থিকত্বাকারেণ নিষেধে অনবস্থা স্যাৎ** ইতি। তস্যাপি—পারমার্থিকত্বস্যাপি, পারমার্থিকত্বস্যাপি প্রদর্শিতরীত্যা ব্যাবহারিক-ত্বয়া মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষকোটৌ অনুপ্রবেশঃ ইতি ভাবঃ। তথাচ দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণনিরাকরণং কারিকয়া সংগৃহ্নন্ আহ পূর্ব্বপক্ষী—

"স্বরূপেণ ত্রিকালস্থনিষেধো নাস্তি তে মতে।
রূপ্যাদে স্যাত্ত্বকত্বেন নিষেধ স্যাত্মনোঽপি চ"॥ ইতি।

স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধে, অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিঃ, পারমার্থিকত্বেন নিষেধে অন্যোন্যাশ্রয়ঃ অনবস্থা চ। আত্মনোঽপি নিধর্ম্মকত্বয়া পারমার্থিকত্বেন ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বসম্ভবাৎ মিথ্যাত্বলক্ষণস্য তত্র অতিব্যাপ্তিঃ। ইতি দ্বিতীয়পূর্ব্বপক্ষসংক্ষেপঃ।১৩

তাৎপর্য্য।

পূর্ব্বপক্ষ—নিষেধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম কি?

মাধ্ব এক্ষণে পুনরায় বলিতেছেন—"প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বম্" এই মিথ্যাত্বলক্ষণে অথবা "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতিতে "নাস্তি" পদদ্বারা যে নিষেধ প্রতীত হইতেছে, সেই নিষেধের প্রতিযোগিত্ব কি "স্বরূপে" অথবা "পারমার্থিকরূপে"?

অর্থাৎ উক্ত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকধর্ম্ম কি স্বরূপ অথবা পারমার্থিকত্ব? স্বরূপের স্ব-পদের অর্থ—নিষেধপ্রতিযোগী। তাহার সাধারণ "রূপ" সামান্যধর্ম্ম দৃশ্যত্বাদি ও অসাধারণ বা বিশেষ রূপ আকাশত্বাদি। এই প্রপঞ্চনিষেধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মটী প্রপঞ্চের সাধারণ বা অসাধারণ রূপ দৃশ্যত্ব ও আকাশত্বাদি অথবা পারমার্থিকত্ব। অর্থাৎ যেমন বায়ুতে স্বরূপতঃ রূপের অত্যন্তাভাব থাকে, তেমনই কি ব্রহ্মে স্বরূপতঃ প্রপঞ্চের অত্যন্তাভাব, এবং পুরোবর্ত্তি বস্তুতে রজতের অত্যন্তাভাব? অথবা ঘটাদি বস্তুতে স্বরূপতঃ বাচ্যত্ব ধর্ম্ম থাকিয়াও যেমন সমবেতত্বরূপে বাচ্যত্বের অত্যন্তাভাব সেই ঘটাদিতে থাকে, সেইরূপ পারমার্থিকত্বরূপে প্রপঞ্চের অভাব ব্রহ্মে আছে এবং পুরোবর্ত্তি বস্তুতে রজতের অভাব আছে?—ইহাই হইল মাধ্বগণের পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায়। পূর্ব্বপক্ষী এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিকল্প করিয়া দেখাইতেছেন যে, এই বিকল্পদ্বয়ের মধ্যে কোন কল্পই সঙ্গত হয় না, আর তজ্জন্য উক্ত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মই নির্ণয় হয় না, আর তাহার ফলে মিথ্যাত্বের উক্ত লক্ষণই সম্ভব হয় না।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম "স্বরূপ" বলিলে বিরোধ হয়।

একণে উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম যদি "স্বরূপ" বলা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—এই মিথ্যাত্বলক্ষণটী বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এখন দেখা যাউক, এই "স্বরূপ" পদের অর্থ কি? এ স্থলে "স্বরূপে" এই কথার নির্গলিতার্থ এই যে, প্রপঞ্চের যে অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপ সেই স্বরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ। অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপটীই দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্ম। অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ বলিলে বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। যেহেতু অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপ যে দৃশ্যত্বাদি, সেই দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট প্রপঞ্চের অধিকরণে দৃশ্যত্বাদিরূপে প্রপঞ্চের অভাব সম্ভাবিত নহে। দৃশ্যত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাবটী দৃশ্যত্ববিশিষ্ট নিরূপিত অধিকরণতার সহিত বিরোধী হয়। তদ্রূপাবচ্ছিন্ন-

প্রতিযোগিতাক অভাব তদ্রূপবিশিষ্টনিরূপিত অধিকরণতার সহিত বিরুদ্ধ হইয়া থাকে—ইহাই অনুভবসিদ্ধ। অতএব প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম "স্বরূপ" বলিলে বিরোধ ঘটে।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম পারমার্থিকত্ব বলিলে সে বিরোধ নাই।

বস্তুতঃ, এইজন্য মূলে "পারমার্থিকত্বাকারেণ বা" বলিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের রূপান্তর প্রদর্শন করা হইয়াছে, অর্থাৎ উক্ত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকধর্ম্ম "স্বরূপ" না বলিয়া "পারমার্থিকত্ব" বলা হইয়াছে। **দৃশ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার সমানাধিকরণ ধর্ম্ম দৃশ্যত্ব। কিন্তু পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মটী প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ ধর্ম্ম।** প্রতিযোগিতা প্রপঞ্চে আছে, কিন্তু পারমার্থিকত্ব তাহাতে নাই। যেহেতু অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চকে পারমার্থিক বলিয়া স্বীকার করেন না। এজন্য পারমার্থিকত্বাকারে প্রপঞ্চনিষেধের প্রতিযোগিতা গ্রহণ করিলে ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করা হয়। এই পারমার্থিকত্বাকারে উক্ত নিষেধের প্রতিযোগিতাটী গ্রহণ করিলে আর প্রদর্শিত বিরোধ হয় না। যেহেতু পারমার্থিকত্বাকারে প্রপঞ্চের নিষেধ করিলে প্রপঞ্চের যে অসদ্বিলক্ষণস্বরূপ তাহার উপমর্দ্দন হয় না। অর্থাৎ প্রদর্শিত বিরোধ আর হইতে পারে না। অসদ্বিলক্ষণস্বরূপে প্রপঞ্চ থাকিয়াও পারমার্থিকরূপে তাহার অভাব প্রপঞ্চাধিকরণে থাকিতে পারে। সুতরাং প্রপঞ্চের স্বরূপের উপমর্দ্দন হয় না। প্রদর্শিত বিরোধই এই স্বরূপ উপমর্দ্দন কথার অর্থ। বস্তুতঃ অসদ্বিলক্ষণস্বরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ বলিতে গেলে প্রপঞ্চের অসদ্বিলক্ষণস্বরূপের উপমর্দ্দন হইয়া পড়ে, অর্থাৎ প্রদর্শিত বিরোধই ঘটে। সুতরাং স্বরূপে নিষেধ বলিলে যে বিরোধ হয়, সেই বিরোধভয়েই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক এই ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা দেখাইয়া কল্পান্তর অনুসরণ করা হইয়াছে।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম স্বরূপ বলিলে দোষ।

এক্ষণে প্রথম কল্পে অর্থাৎ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক—ধর্ম্ম "স্বরূপ" বলিলে, যে দোষগুলি হয় তাহাই পূর্ব্বপক্ষী একটী একটী করিয়া দেখাইতেছেন, যথা—

প্রথম দোষ—শ্রুতিবিরোধ ও অনুমানবিরোধ।

(১) প্রথম দোষ—প্রপঞ্চের উৎপত্তি শ্রুতি ও অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ যাহার উৎপত্তি প্রমাণসিদ্ধ তাহা অসৎস্বরূপ হইতে পারে না। যেহেতু অসতের উৎপত্তি প্রমাণসিদ্ধ নহে, অসতের উৎপত্তি যদি প্রমাণসিদ্ধই হইত, তবে তাহাকে অসৎ বলা যাইত না। এজন্য প্রপঞ্চের উৎপত্তি শ্রুতি ও অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া তাহার অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে। প্রপঞ্চের অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপের অভাবে তাহার উৎপত্তি অসঙ্গত হয়। এজন্য প্রপঞ্চের উৎপত্তি না হউক—এরূপ ইষ্টাপত্তিও করা যায় না। যেহেতু প্রপঞ্চের উৎপত্তি শ্রুত্যাদিপ্রমাণসিদ্ধ।

দ্বিতীয় দোষ—অর্থক্রিয়াসমর্থত্বের অনুপপত্তি।

(২) দ্বিতীয় দোষ—ইহাতে অর্থক্রিয়াকারিত্বের অনুপপত্তিও হইবে। যেহেতু প্রপঞ্চ অর্থক্রিয়াসমর্থ। অসতের অর্থক্রিয়াসামর্থ্য নাই। এজন্য প্রপঞ্চের অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপ স্বীকার করিতে হয়। এই অর্থক্রিয়া শব্দের এরূপ অর্থ নহে যে, অর্থের (পদার্থের) ক্রিয়া (ব্যাপারই) অর্থক্রিয়া। এরূপ অর্থ করিলে অর্থ শব্দটী নিরর্থক হইয়া পড়ে; কারণ, মাত্র 'ক্রিয়া' বলিলে যাহা বুঝা যায়, 'অর্থের ক্রিয়া' বলিলেও তাহাই বুঝায়। এজন্য অর্থরূপ ক্রিয়া—অর্থক্রিয়া, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। আর তাহাতে অর্থক্রিয়া শব্দের অর্থ 'কার্য্যমাত্র'—এইরূপ বুঝিতে হইবে। আর অর্থক্রিয়াসমর্থ এই সমর্থপদের অর্থ এস্থলে জনক নহে, যেহেতু শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তু কার্য্যের জনক হয় না। এজন্য এস্থলে সমর্থপদের অর্থ প্রয়োজক বলিলে জনক ও জনকতাবচ্ছেদক উভয়কেই

বুঝায়, কিন্তু জনক বলিলে মাত্র জনককেই বুঝায়, কিন্তু জনকতাবচ্ছেদককে বুঝায় না। শুক্তিরজতাদি কার্য্যের জনক না হইলেও কার্য্যের জনকতাবচ্ছেদক বটে। কারণ, শুক্তিরজতাদি, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির জনকজ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া জনকজ্ঞানের বিষয়রূপে শুক্তিরজতাদি জনকতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। প্রপঞ্চের অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপ না থাকিলে প্রপঞ্চ হইতে অর্থক্রিয়া অর্থাৎ কার্য্য হইতে পারিবে না, ইহাই দ্বিতীয় দোষ।

তৃতীয় দোষ—অবিদ্যোপাদানকত্বে বাধা।

(৩) তৃতীয় দোষ—বিয়দাদি প্রপঞ্চের অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপ উপপাদন করিবার জন্যই অবিদ্যা তাহার উপাদান—ইহা সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন। সিদ্ধান্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রপঞ্চমাত্রেরই উপাদান অবিদ্যা, আর তাহাতে শ্রুতিপ্রমাণ—"অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাম্" ইত্যাদি। এই শ্রুতি প্রপঞ্চমাত্রকে অবিদ্যার পরিণাম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রুতিতে "অজা"পদের অর্থ অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই প্রপঞ্চের পরিণামী উপাদান। ব্রহ্ম প্রপঞ্চের পরিণামী উপাদান নহে, কিন্তু বিবর্ত্তোপাদান। এই 'অজা' শ্রুতিতে যে "স্বরূপাং" এই অবিদ্যারূপ অজার বিশেষণ পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অবিদ্যা যে পরিণামী উপাদান, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেহেতু পরিণাম ও পরিণামীরই সারূপ্য থাকে। আর যদি "স্বরূপাং" পদটী অজার বিশেষণ না হইয়া প্রজার বিশেষণ হয়, অর্থাৎ "স্বরূপাং" এইরূপ পাঠ না হইয়া যদি "স্বরূপাঃ" এইরূপ পাঠ হয়, তাহাতেও অবিদ্যার পরিণামী উপাদান হইতে কোনও বাধা থাকে না। কারণ, প্রজাকে সমানরূপ বলাতেই পরিণাম সিদ্ধ হইতেছে। অসদ্‌বস্তুর উপাদান নাই। যাহা সোপাদানক বস্তু তাহা কখনও অসৎ হয় না। অবিদ্যাকে প্রপঞ্চের উপাদান স্বীকার করিয়া প্রপঞ্চকে অসৎস্বরূপ বলিলে বিরোধ হইবে। এজন্য প্রপঞ্চকে অবিদ্যোপাদানক বলিয়া

অসদ্বিলক্ষণস্বরূপ স্বীকার করিয়া সেই অসদ্বিলক্ষণস্বরূপেই প্রপঞ্চের সর্বত্র স্বোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধ সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না।

চতুর্থ দোষ—তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্বে বাধা।

(৪) চতুর্থ দোষ—সিদ্ধান্তী প্রপঞ্চকে তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য বলেন। কিন্তু অসৎ তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য হয় না। তত্ত্বপদের অর্থ—অধিষ্ঠান, এই অধিষ্ঠানের জ্ঞানদ্বারা কল্পিত প্রপঞ্চমাত্রেরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে—এইরূপ সিদ্ধান্তিগণ বলেন। অসৎ বস্তুর কোনও অধিষ্ঠান নাই, যেহেতু তাহা কল্পিত নহে। প্রপঞ্চের তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যতারক্ষার জন্য প্রপঞ্চকে অসদ্বিলক্ষণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অসদ্বিলক্ষনস্বরূপ উপমর্দন না করিয়া প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধ হইতে পারে না।

পঞ্চম দোষ—প্রপঞ্চের সদ্রূপে প্রতীতিতে বাধা।

(৫) পঞ্চম দোষ—বিয়দাদি প্রপঞ্চ ও প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি সদ্রূপে প্রতীত হয় বলিয়া তাহার জ্ঞানকালে তাহার বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে। যাহা সদ্রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা নিঃস্বরূপ হইতে পারে না। নিঃস্বরূপ বস্তুর সদ্রূপে প্রতীতি নাই। এজন্য অসদ্বিলক্ষণস্বরূপে প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধ অসম্ভব; করিলে বাধদোষ হয়।

পূর্বোক্ত দোষ পাঁচটীর সারার্থ।

এই পাঁচটী পূর্বপক্ষের সার সংক্ষেপ এই যে, সিদ্ধান্তীর মতে শুক্তিরজতদৃষ্টান্তও যেমন অসদ্বিলক্ষণ, তদ্রূপ প্রপঞ্চও অসদ্বিলক্ষণ। শুক্তিরজত ও প্রপঞ্চ অলীক হইতে পারে না। যেহেতু "ইদং সর্বমসৃজত" "সত্যং চ অনৃতং চ সত্যমভবং" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের কারণ ব্রহ্ম সিদ্ধ হয়। আর প্রপঞ্চের উৎপত্তি সিদ্ধ হইলে তাহার বিনাশ সিদ্ধ হয়, সুতরাং শ্রুতির দ্বারা প্রপঞ্চমাত্রের উৎপাদবিনাশবত্তা সিদ্ধ থাকায় তাহা অলীক হইতে পারে না। যেহেতু অলীকশশবিষাণাদির উৎপত্তি বা নাশ হয় না।

অনুমানপ্রমাণদ্বারাও প্রপঞ্চের উৎপাদবিনাশ সিদ্ধ হয়।

আর শ্রুত্যাদি এই "আদি" পদদ্বারা অনুমান প্রমাণও সূচিত হইয়াছে। অনুমান প্রমাণদ্বারাও প্রপঞ্চের উৎপাদবিনাশ সিদ্ধ হয়। সাবয়বত্বাদি হেতুর দ্বারা প্রপঞ্চের উৎপত্তিমত্ত্ব এবং উৎপত্তিমত্ত্বপ্রযুক্ত বিনাশিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর অর্থক্রিয়াসামর্থ্যদ্বারাও প্রপঞ্চের অলীকবিলক্ষণ স্বরূপও সিদ্ধ হয়।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম পারমার্থিক বলিলে দোষ।

এক্ষণে দ্বিতীয় কল্পও যে সমীচীন নহে, তাহাই বলা যাইতেছে। অর্থাৎ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম পারমার্থিকত্বও বলা যায় না, যেহেতু তাহাতেও বহু দোষ হয়।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মের পারমার্থিকত্ব স্বীকারে আবশ্যকতা।

কিন্তু এই সকল দোষপ্রদর্শনের পূর্ব্বে দেখা উচিত—শুক্তিরজতাদির স্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার না করিয়া পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? শুক্তিরজতাদির স্বরূপতঃ নিষেধ সিদ্ধান্তী কেন বলেন না? এইরূপ প্রশ্ন করিলে সিদ্ধান্তীকে বলিতে হইবে যে, শুক্তিরজত স্বরূপতঃ নিষেধের প্রতিযোগী হইলে শুক্তিরজত অত্যন্ত অসৎ হইয়া পড়ে। আর **অত্যন্ত অসতের অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভাবিত নহে,** এবং অসৎগোচর প্রবৃত্তিও সম্ভাবিত নহে। এজন্য শুক্তিরজতের অসদ্বিলক্ষণস্বরূপ মানিতে হইবে। বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান-কালে তাহার বর্ত্তমানতা আবশ্যক বলিয়া শুক্তিরজতের স্বরূপ অঙ্গীকার করিতেই হইবে। শুক্তিরজতের স্বরূপও নিষিদ্ধ হইলে আর জ্ঞানকালে বিদ্যমানতা সম্ভব হয় না। এজন্য শুক্তিরজতের স্বরূপ, অনিষিদ্ধরূপে স্বীকার করিয়া শুক্তিরজতের পারমার্থিকত্বই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, এইরূপ বলিতে হইবে। যদিও "পারমার্থিকত্বেন শুক্তিরজতং নাস্তি" এইরূপ বাধনিষেধদ্বারা শুক্তিরজত নিষিধ্যমান হইতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু

তাহা নহে। শুক্তিরজতস্বরূপ অনিষিধ্যমান থাকিয়া তাহার পারমার্থিকত্বই নিষিদ্ধ হইতেছে। কারণ, **"সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণম্ উপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যে বাধে"** অর্থাৎ কোন বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুর বিধি বা নিষেধ করিলে যদি বিশেষ্যাংশে বাধ থাকে, তাহা হইলে সেই বিধি বা নিষেধ বিশেষণাংশমাত্রে হইয়া থাকে—এই ন্যায় অনুসারে প্রকৃতস্থলে শুক্তিরজত স্বরূপতঃ নিষিধ্যমান হইলে পূর্ব্বোক্ত আপত্তি হয় বলিয়া বিশেষণ পারমার্থিকত্বমাত্রই নিষিধ্যমান হইয়া থাকে—এইরূপ সিদ্ধান্তীকে বলিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষী ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করেন না বলিয়াই "সবিশেষণে হি" এই ন্যায়ের অবতারণা তিনি করিয়াছেন।

প্রথম দোষ—অন্যোন্যাশ্রয়।

এক্ষণে পারমার্থিকত্বরূপে প্রপঞ্চের নিষেধরূপ দ্বিতীয়কল্পে প্রথম দোষ—অন্যোন্যাশ্রয়। এই পারমার্থিকত্ব পদের অর্থ—অবাধ্যত্ব অর্থাৎ বাধ্যত্বাভাব। সেই অবাধ্যত্বরূপে নিষেধের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। আর এই মিথ্যাত্বই বাধ্যত্ব। সুতরাং অবাধ্যত্বরূপ পারমার্থিকত্বের জ্ঞান হইলে অবাধ্যত্বঘটিত বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব জ্ঞান হইবে। আর বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্বজ্ঞান হইলে বাধ্যনিরূপ্য অবাধ্যত্বরূপ পারমার্থিকত্বের জ্ঞান হইবে। সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়ই হইবে। অর্থাৎ অবাধ্যত্বজ্ঞানসাপেক্ষ বাধ্যত্বজ্ঞান, এবং বাধ্যত্বজ্ঞানসাপেক্ষ অবাধ্যত্বজ্ঞান হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে।

দ্বিতীয় দোষ—লক্ষণের অসম্ভাবনা।

দ্বিতীয় দোষ—মিথ্যাত্বলক্ষণের অসম্ভব। কারণ, পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধের প্রতিযোগিত্বকে মিথ্যাত্ব বলিলে "রজতং নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি" এইরূপ বাধজ্ঞানে এবং "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা, রজতাদি প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ নিষেধই প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বরূপতঃ নিষেধের প্রতিযোগী আর মিথ্যা হইতে পারিবে না।

যেহেতু পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধের প্রতিযোগীকে মিথ্যা বলা হইয়াছে। সুতরাং লক্ষণের অসম্ভব দোষ হইয়া পড়িল। কারণ, কোনও স্থলেই এই মিথ্যাত্বলক্ষণ থাকিল না, প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক বস্তুতে পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব প্রমাণসিদ্ধই নহে ; কারণ, অনুভবদ্বারা শুক্তিরজতে স্বরূপতঃই নিষেধপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং শ্রুতিদ্বারা প্রপঞ্চমাত্রে স্বরূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগিত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তৃতীয় দোষ—অনবস্থা।

আর তৃতীয় দোষ—অনবস্থা। কারণ, প্রপঞ্চে যে পারমার্থিকত্বের নিষেধ করা হইল, সেই পারমর্থিকত্বধর্ম্মও মিথ্যা বলিয়া তাহাও এই মিথ্যাত্বানুমানের পক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে, তাহারও স্বরূপতঃ নিষেধ হইতে পারিবে না। কারণ, পারমার্থিকত্বধর্ম্ম শুক্তিরজতে প্রত্যক্ষ প্রতীত হয় বলিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানকালে তাহার বিদ্যমানতা চাই। আর পারমার্থিকত্বরূপে শুক্তিরজত জ্ঞাত না হইলে তাহাতে প্রবৃত্ত্যাদি হইতে পারিবে না—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং রজতগত পারমার্থিকত্বধর্ম্মের অপরোক্ষপ্রতীতি রক্ষা করিতে যাইয়া তাহার স্বরূপতঃ নিষেধ অসম্ভবই হইবে, এজন্য তাহারও পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধ বলিতে হইবে। সুতরাং রজতগত পারমার্থিকত্বধর্ম্মের পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধ করিলে দ্বিতীয় পারমার্থিকত্বেরও অপরোক্ষপ্রতীতির জন্য স্বরূপতঃ নিষেধ না হইয়া পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধ হইবে। এইরূপে পুনঃপুনঃ পারমার্থিকত্বরূপ ধর্ম্মান্তরের অপেক্ষা হয় বলিয়া অনবস্থা দোষ হয়। তাহার পর পারমার্থিকত্বধর্ম্মের স্বরূপতঃ নিষেধ বলিলে, প্রথম পক্ষ যে স্বরূপতঃ নিষেধ, তাহাতে যে যে দোষ বলা হইয়াছে, সে সমস্ত দোষও হইবে। সুতরাং প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—মিথ্যাত্বের এই লক্ষণ পূর্ব্বপক্ষীর মতে কিছুতেই সঙ্গত হয় না। ইহাই হইল দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ।১৩

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তপক্ষ—নিষেধপ্রতিযোগিত্ববিচার।

নৈবম্, স্বরূপেণৈব ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য প্রপঞ্চে শুক্তিরূপ্যে চ অঙ্গীকারাৎ।১৪। তথাহি শুক্তৌ রজত-ভ্রমানন্তরম্ অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারে রূপ্যং নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি—ইতি স্বরূপেণেব, "নেহ নানা" ইতি শ্রুত্যা চ প্রপঞ্চস্য স্বরূপেণৈব নিষেধপ্রতীতেঃ।১৫

ন চ তত্র লৌকিকপরমার্থরজতমেব স্বরূপেণ নিষেধ-প্রতিযোগি ইতি বাচ্যম্, ভ্রমবাধয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যাপত্তেঃ, অপ্রসক্তপ্রতিষেধাপত্তেশ্চ।১৬

ন চ তর্হি উৎপত্ত্যাদ্যসম্ভবঃ, ন হি অনিষিদ্ধস্বরূপত্বম্ উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বে তন্ত্রম্; পরৈঃ অনিষিদ্ধস্বরূপত্বেন * অঙ্গীকৃতস্য বিয়দাদেঃ উৎপত্ত্যাদ্যনঙ্গীকারাৎ, কিন্তু বস্তুস্বভাবান্বিকম্ অন্যদেব কিঞ্চিৎ প্রয়োজকং বক্তব্যম্; তস্য ময়াপি কল্পিতস্য স্বীকারাৎ।১৭

ন চ "ত্রৈকালিকনিষেধং প্রতি স্বরূপেণ আপণস্থং রূপ্যং, পারমার্থিকত্বাকারেণ প্রাতিভাসিকং বা প্রতিযোগি"—ইতি মতহানিঃ স্যাৎ ইতি বাচ্যম্; অস্য আচার্য্যবচসঃ পারমার্থিক-লৌকিকরজততাদাত্ম্যেন প্রতীতং প্রাতিভাসিকমেব রজতং প্রতিযোগি ইত্যর্থঃ।১৮। তৎ চ স্বরূপেণ পারমার্থিকত্বেন বা ইতি অনাস্থায়াং বা শব্দঃ।১৯। এতাবৎ উক্তশ্চ পুরোবর্ত্তিতাদাত্ম্যে-নৈব রজতং প্রতীয়তে ইতি মতনিরাসার্থং লৌকিকপরমার্থ-রজততাদাত্ম্যেনাপি প্রতীয়তে ইতি প্রতিপাদয়িতুং চ।২০

* অনিষিদ্ধস্বরূপত্বেন = অনিষেধ্যরূপত্বেন—পাঠান্তরম্।

অনুবাদ।

১৪। এই ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম কি "স্বরূপ" অথবা "পারমার্থিকত্ব"? অর্থাৎ এই নিষেধটী কি স্বরূপতঃ নিষেধ অথবা পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধ? এইরূপ বিকল্প করিয়া পূর্ব্বপক্ষী যাহা উভয় কল্পেই দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে সিদ্ধান্তী ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক "স্বরূপ" বলিলে যে কোন দোষ হয় না, অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব পক্ষটী যে সমীচীন, তাহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—"**নৈবম্**" ইতি। স্বরূপাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্রৈকালিকনিষেধটী এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বের ঘটক হইতে পারে। ইহার কারণ, দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। এজন্য শুক্তিরজত দৃষ্টান্তানুসারে পক্ষীকৃতব্যাবহারিক প্রপঞ্চেও স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই স্বীকার করিতে হইবে। স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলেও যে পক্ষীকৃত ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের ও দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তি-রজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তুর অলীকত্ব আপত্তি হয় না, তাহা অগ্রে ২৬বাক্যে বিশদভাবে বলা যাইবে।১৪

১৫। দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্ব যে অনুভবসিদ্ধ ও শ্রুতিসিদ্ধ, তাহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—**তথাহি** ইতি। রজত নাই, ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকিবে না—এইরূপে প্রতীত নিষেধের প্রতিযোগিতা স্বরূপ ধর্ম্মদ্বারাই অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। যেমন "বায়ুতে রূপ নাই, রূপ ছিল না, ভবিষ্যতেও রূপ থাকিবে না" এই রূপের ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতি-যোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম রূপত্বই হইয়া থাকে, ইহাই অনুভবসিদ্ধ। যদি এই প্রতিযোগিতা স্বরূপধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়া পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইত, তবে "রজত নাই" এইরূপ উল্লেখ না হইয়া

"পারমার্থিকত্বরূপে রজত নাই" ইত্যাদি রূপেই উল্লেখ হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতে ত্রৈকালিকনিষেধীয় প্রতিযোগিতা যে স্বরূপধর্ম্মাবচ্ছিন্ন তাহা অনুভবসিদ্ধ, এবং পক্ষীকৃত ব্যাবহারিক প্রপঞ্চেও যে ত্রৈকালিকনিষেধীয় প্রতিযোগিতা স্বরূপাবচ্ছিন্নই হইয়া থাকে, তাহাতে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতিই প্রমাণ। দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতে উক্ত নিষেধীয় প্রতিযোগিতা যে স্বরূপাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে অনুভবই প্রমাণ, এবং পক্ষীকৃত ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধীয় প্রতিযোগিতা যে স্বরূপাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতিই প্রমাণ।১৫

১৬। যদি বলা যায়, সিদ্ধান্তী যে বলিয়াছেন—দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতে স্বরূপাবচ্ছিন্ন ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই অনুভবসিদ্ধ, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, উক্ত নিষেধে প্রাতিভাসিক রজত স্বরূপতঃ প্রতিযোগী হয় না, কিন্তু লৌকিকপরমার্থ রজতই নিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্তী তাহার উত্তর দিতেছেন—**"ন চ তত্র"** ইত্যাদি। **"তত্র"** পদের অর্থ "রূপ্যং নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি" এইরূপ নিষেধে, **"লৌকিকপরমার্থরজতমেব"** অর্থাৎ পরমার্থরূপে লোকসিদ্ধ ব্যাবহারিক রজতই **"স্বরূপেণ নিষেধপ্রতিযোগি"** অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাতিভাসিক রজত স্বরূপতঃ উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হয় না,—ইতি **ন চ বাচ্যম্**—পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে। অর্থাৎ "রজত নাই" এইরূপ নিষেধের প্রতিযোগী ব্যাবহারিক রজতই হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাতিভাসিক রজত হয় না—এরূপ পূর্ব্বপক্ষীর বলা সঙ্গত নহে। কেন সঙ্গত নহে? এরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—**"ভ্রমবাধয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যাপত্তেঃ"**—ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রাতিভাসিক রজত এবং বাধজ্ঞানে প্রতিযোগিরূপে বিষয়ীভূত যদি

ব্যাবহারিক রজত হয়, তবে ভ্রম ও বাধের বৈয়ধিকরণ্য দোষ হয়। অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান ও বাধজ্ঞান একবিষয়ক না হইয়া ভিন্নবিষয়ক হইয়া পড়ে। এস্থলে ভিন্নবিষয়কত্বই বৈয়ধিকরণ্য পদের অর্থ। ভ্রম ও বাধজ্ঞানের ভিন্নবিষয়কত্ব হইলে, অর্থাৎ যাহা ভ্রমে ভাসমান তাহা যদি বাধজ্ঞানদ্বারা বাধিত না হয়, তবে ভ্রমবিষয়ীভূত প্রাতিভাসিক রজতের অবাধ্যত্বপ্রযুক্ত পারমার্থিকত্বাপত্তিই হইয়া পড়ে। আরও কথা এই যে, ভ্রম ও বাধজ্ঞান বিভিন্নবিষয়ক হইলে অনুভববিরোধও ঘটে। এই অনুভববিরোধ দেখাইবার জন্যই মূলকার বলিতেছেন—"**অপ্রসক্ত-প্রতিষেধাপত্তেশ্চঃ**" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—শুক্তিতে ব্যাবহারিক রজতের প্রসক্তি নাই বলিয়া শুক্তিতে অপ্রসক্ত ব্যাবহারিক রজতের নিষেধ করিলে অনুভববিরোধও ঘটে। যেহেতু প্রসক্তেরই নিষেধ অনুভবসিদ্ধ, অপ্রসক্তের নিষেধ হইতে পারে না। এজন্য মিথ্যাত্বঘটক ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী স্বরূপতঃ ব্যাবহারিক রজত হইতে পারে না। প্রত্যুত "অত্র রজতং নাস্তি" এইরূপ অনুভবে শুক্তিতে প্রসক্ত প্রাতিভাসিক রজতই নিষেধ্যরূপে বিষয় হইয়া থাকে।১৬

১৭। সিদ্ধান্তী এক্ষণে স্বপ্রদর্শিত সমাধানে পূর্ব্বপক্ষী মাধ্বগণের আশঙ্কার অনুবাদ করিয়া নিষেধ করিতেছেন—"**ন চ তর্হি**" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—পূর্ব্বপক্ষিগণের অভিপ্রায় এই যে, যদি প্রাতিভাসিক রজত শুক্তিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হয় তবে, শুক্তিতে প্রাতিভাসিক রজতের উৎপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু, যাহা যেস্থলে যেরূপে ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হয়, তাহা সেইস্থলে সেইরূপে উৎপন্ন হইতে পারে না। যেমন সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী শশবিষাণাদি কোন স্থলেই উৎপন্ন হয় না। এইরূপ যদি প্রপঞ্চও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হয়, তবে তাহাও স্বরূপতঃ ব্রহ্মে উৎপন্ন হইতে পারিবে না। অথচ শুক্তিতে প্রাতি-

ভাসিক রজত উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রপঞ্চও ব্রহ্মে উৎপন্ন হইয়া থাকে—ইহাই সিদ্ধান্তিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এইরূপ উৎপত্তি স্বীকার করিয়াও সিদ্ধান্তিগণ কিরূপে শুক্তিরজতের ও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকার করিবেন ? এইরূপ আশঙ্কার নিষেধের জন্য "ন চ তর্হি" ইত্যাদি গ্রন্থ বলা হইয়াছে। "তর্হি" অর্থ—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মে প্রপঞ্চের এবং শুক্তিতে "রজত নাই" "ছিল না", ও "ভবিষ্যতেও থাকিবে" না—এইরূপ অনুভবদ্বারা শুক্তিরজতের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব যদি সিদ্ধ হয় তবে, "উৎপত্ত্যাদ্যসম্ভবঃ" অর্থাৎ—ব্রহ্মে প্রপঞ্চের এবং শুক্তিতে শুক্তিরজতের উৎপত্ত্যাদি অসম্ভব হয়। এস্থলে 'উৎপত্তি আদি এই আদিপদদ্বারা নাশকেও গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ উৎপত্তি ও নাশ অসম্ভাবিত হইবে। যদি প্রপঞ্চ ব্রহ্মে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হয়, তবে প্রপঞ্চ ব্রহ্মে উৎপন্ন হইতে পারিবে না এবং বিনষ্টও হইতে পারিবে না। এইরূপ শুক্তিতে রজত সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। যাহাতে যে বস্তু উৎপত্তিমৎ হয়, তাহাতে সেই বস্তু অনিষিদ্ধস্বরূপ হইবে—ইহাই নিয়ম। এই নিয়মানুসারে সিদ্ধান্তীকেও শুক্তিতে উৎপন্ন রজতের অনিষিদ্ধস্বরূপতা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ ব্রহ্মে উৎপত্তিমৎপ্রপঞ্চের অনিষিদ্ধস্বরূপতাও সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি। এক্ষণে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষিগণের আশঙ্কাতে মূলকার বলিতেছেন—"ন হি অনিষিদ্ধস্বরূপত্বম্ উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বে তন্ত্রম্" ইত্যাদি। তন্ত্রপদের অর্থ—সমনিয়তবৃত্তি। অর্থাৎ যাহা ব্যাপ্য হইয়া ব্যাপক হয়, তাহাকেই সমনিয়তবৃত্তি বলে। অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের ব্যাপ্য হইয়া ব্যাপক নহে, অর্থাৎ সমনিয়তবৃত্তি নহে। অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ধর্মটী উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বধর্মের ব্যাপক মনে করিয়াই পূর্ব্বপক্ষী ব্যাপক অনিষিদ্ধস্বরূপত্বের

অভাবপ্রযুক্ত ব্যাপ্য উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বধর্ম্মের অভাবের আপত্তি দেখাইয়াছিলেন; অর্থাৎ নিষিদ্ধস্বরূপত্বপ্রযুক্ত উৎপত্ত্যাদির অসম্ভব বলিয়াছিলেন। অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ধর্ম্মটী উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব ধর্ম্মের সমনিয়তবৃত্তি নহে—একথা সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন। এক্ষণে কেন নহে, তাহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—পরৈঃ ইত্যাদি। মাধ্বগণের মতে অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ধর্ম্মটী আকাশাদি বস্তুতে আছে, অথচ আকাশাদিতে তাঁহারা উৎপত্তিমত্ত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করেন না। যেহেতু আকাশ মাধ্বমতে নিত্যবস্তু। মাধ্বমতে আকাশাদিতে অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ধর্ম্ম থাকিয়াও উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব ধর্ম্ম না থাকায় অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ধর্ম্মটী উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব ধর্ম্মের সমনিয়ত হইতে পারিল না। মূলকার, আকাশাদি ধর্ম্মীতে অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব থাকিয়াও উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব না থাকায় অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ধর্ম্মটী উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য নহে, প্রত্যুত ব্যভিচারী—ইহাই প্রদর্শন করিলেন। এক্ষণে অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ধর্ম্মটী যে উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব ধর্ম্মের ব্যাপকও নহে তাহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—কিঞ্চ ইত্যাদি। অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ধর্ম্মটী যেমন উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য নহে, সেইরূপ ব্যাপকও নহে। অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ধর্ম্মটী যদি উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব ধর্ম্মের ব্যাপক না হয়, তবে উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব ধর্ম্মের ব্যাপক কে হইবে—এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—অন্যৎ ইত্যাদি। অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ধর্ম্ম হইতে অন্য যে বস্তুস্বভাবাদি, তাহাই ব্যাপক হইবে। বস্তুস্বভাবাদি পদের অর্থ—অনাদিভিন্ন দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম। এই অনাদিভিন্ন দৃশ্যত্ব ধর্ম্মই উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের প্রয়োজক অর্থাৎ সমব্যাপক। সিদ্ধান্তীর মতে ছয়টী বস্তু অনাদি বলিয়া প্রসিদ্ধ। যথা—জীব, ঈশ্বর, বিশুদ্ধচৈতন্য, জীবেশ্বরভেদ, অবিদ্যা ও অবিদ্যাচৈতন্যসম্বন্ধ। অর্থাৎ এই ছয়টী বস্তু অনাদি। এই ছয়টী অনাদিভিন্ন দৃশ্যত্বই বস্তুস্বভাব পদের অর্থ। যে যে বস্তু উৎপত্ত্যাদিমৎ তাহারা অনিষিদ্ধস্বরূপ হইবে—এরূপ ব্যাপ্তি নহে, কিন্তু যে যে

বস্তু উৎপত্ত্যাদিবিশিষ্ট তাহারা অনাদিভিন্ন দৃশ্য? "বস্তুস্বভাবাদি" এই স্থলে আদিপদদ্বারা বিয়দাদিপ্রপঞ্চের উৎপত্তিপ্রতিপাদক "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণের গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মজন্যত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিপ্রমাণবত্বও উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের ব্যাপক। অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ধর্মটী উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের ব্যাপ্যও নহে, ব্যাপকও নহে। ইহা যে ব্যাপ্য নহে, তাহা "পরৈঃ অনিষিদ্ধস্বরূপত্বে" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলা হইয়াছে। যেরূপ ব্যাপ্যতা নাই, সেইরূপ ব্যাপকতাও নাই, যেহেতু "অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে "অর্থাৎ রথ, রথের অশ্ব ও পথ, সকলই স্বপ্নে সৃষ্ট হয়—এই শ্রুতিদ্বারা স্বপ্নে রথাদি বস্তুর উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব সিদ্ধ হইলেও "ন তত্র রথাঃ" অর্থাৎ সেখানে রথ ইত্যাদি নাই—এই শ্রুতিদ্বারা এবং অনুভব অনুসারেও স্বাপ্ন রথাদির নিষিদ্ধস্বরূপত্বই গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং স্বাপ্নরথাদিতে উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব থাকিয়াও অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব না থাকায় অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ধর্মটী উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বধর্ম্মের ব্যাপক হইতে পারিল না। স্বাপ্নরথাদি বস্তু উৎপত্ত্যাদিমৎ হইয়াও যেরূপ অনিষিদ্ধস্বরূপ নহে, কিন্তু নিষিদ্ধস্বরূপই বটে—ইহা শ্রুতি ও অনুভবসিদ্ধ, সেইরূপ প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ উৎপত্ত্যাদিমৎ হইয়াও নিষিদ্ধস্বরূপ হইবে। প্রাতিভাসিক বস্তু যে নিষিদ্ধস্বরূপ তাহাতে "শুক্তৌ রজতং নাস্তি" এই অনুভবই প্রমাণ। আর ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ যে নিষিদ্ধস্বরূপ তাহাতে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা প্রপঞ্চ যে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগী অর্থাৎ নিষিদ্ধস্বরূপ, তাহা "ভ্রমবাধয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যাপত্তেঃ" এই ২৬বাক্যে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব থাকিয়াও অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব নাই, কিন্তু নিষিদ্ধস্বরূপত্বই আছে—এজন্য অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ধর্মটী উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের ব্যাপক নহে, ব্যাপ্যও নহে—

ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অনাদিভিন্ন দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মই উৎপত্ত্যাদি-মত্ত্বের সমব্যাপক। **তস্য** পদের অর্থ—উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব-সমব্যাপক অনাদিভিন্ন দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মের। **কল্পিতস্য** পদের অর্থ—কল্পিত শুক্তি-রজতাদি বস্তুতে। এস্থলে সপ্তমীর অর্থে ষষ্ঠীর প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদিবিশিষ্ট কল্পিত প্রপঞ্চে, অনাদিভিন্ন দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম আছে বলিয়া অনাদিভিন্ন দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম, উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের সমব্যাপক। **ময়াপি স্বীকারাৎ** অর্থ—সিদ্ধান্তীও ইহা স্বীকার থাকেন। সুতরাং সমগ্রের অর্থ হইল এই যে, কল্পিত শুক্তিরজতাদি বস্তুতে উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের সম-ব্যাপক অনাদিভিন্ন দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্ম সিদ্ধান্তী স্বীকার করিয়া থাকেন। আর তাহাতে ব্যাবহারিক এবং প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চে উক্ত ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে অনিষিদ্ধস্বরূপত্বের অভাবপ্রযুক্ত উৎপত্ত্যাদির অসম্ভাবনারূপ আপত্তি ঘটিবে না—এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীর কথা নিরস্ত হইল। উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের প্রয়োজক বস্তুস্বভাবাদি যাহা সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন, তাহা দ্বিবিধ প্রপঞ্চেই আছে।১৭

১৮। অদ্বৈতাচার্য্যগণের বাক্যের আশয় না বুঝিয়া পূর্ব্বপক্ষী দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতে সাধ্যবৈকল্য দোষের আশঙ্কা করিতেছেন—**"ন চ ত্রৈকালিকনিষেধং প্রতি"** ইত্যাদি। প্রতিপন্নোপাধিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ যে মিথ্যাত্ব সেই মিথ্যাত্বরূপ সাধ্য সিদ্ধ করিলে মিথ্যাভূত বস্তুর কেবল যে অসত্ত্বাপত্তি দোষই হয়, তাহা নহে, কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্যগণের মতানুসারে দৃষ্টান্ত শুক্তিরজতে সাধ্যবৈকল্য দোষও হইয়া পড়ে। অদ্বৈতসিদ্ধিকার স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন অদ্বৈতাচার্য্যগণ শুক্তি-রজতের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিতে যাইয়া শুক্তিরজতের অত্যন্ত অসত্ত্বা-পত্তিভয়ে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব শুক্তিরজতে স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আপণাদিতে স্থিত ব্যাবহারিক রজতেই উক্ত

নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—"আপণাদিতে স্থিত ব্যাবহারিক রজতই উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হয় না"। এজন্য শুক্তিরজতের অত্যন্তাসত্তাপত্তি হয় না এবং শুক্তিরজত উক্ত নিষেধের প্রতিযোগীই নহে।

যদি অপ্রসক্তপ্রতিষেধাপত্তি হয় বলিয়া আপণাদিস্থিত ব্যাবহারিক রজত উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হইতে পারে না—এইরূপ মনে করা যায়, তাহা হইলে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতই উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হউক, তথাপি শুক্তিরজত স্বরূপতঃ উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হইতে পারে না; হইলে শুক্তিরজতের অত্যন্ত অসত্তাপত্তি হয়; এজন্য পারমার্থিকত্বরূপে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতই উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হইবে—এই প্রাচীন অদ্বৈতাচার্য্যগণের উক্তিদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতের মিথ্যাত্ব নহে। স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব শুক্তিরজতে নাই। যদি স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব অনুমান করা যায়, তাহা হইলে শুক্তিরজত সাধ্যবিকল দৃষ্টান্ত হইয়া পড়িবে। আর যদি মূলকার শুক্তিরজতেও স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধি করিতে প্রয়াসী হন, তবে তাঁহাদেরই পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতহানি হইবে। স্বরূপতঃ আপণাদিস্থিত ব্যাবহারিক রজতই মিথ্যাত্বঘটক ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে, ইহাই তাঁহাদের প্রাচীন আচার্য্যগণের মত। স্বরূপতঃ প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতকে উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগী বলিয়া স্বীকার করিলে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতহানি হইবে। অথবা পারমার্থিকত্বরূপে প্রাতিভাসিক রজতই মিথ্যাত্বঘটক ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে—ইহা তাঁহাদেরই প্রাচীন আচার্য্যগণের মত। স্বরূপতঃ প্রাতি-

ভাসিক রজতকে উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী বলিলে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতহানি ঘটিবে—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন না—ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**ন চ বাচ্যম্** ইত্যাদি। কারণ, প্রদর্শিত আচার্য্যবাক্যের আশয় যাহা পূর্ব্বপক্ষী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঠিক্ নহে। কিন্তু এই পূর্ব্বাচার্য্যবাক্যের আশায় এই যে, প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। বস্তুতঃ ইহাই বিবরণাচার্য্যসম্মত। পূজ্যপাদ বিবরণাচার্য্য বাধকজ্ঞাননিরূপণ করিতে যাইয়া "বাধকজ্ঞানে রজত প্রতি-পন্নোপাধিতে অভাবপ্রতিযোগিরূপে ভাসমান হইয়া থাকে—ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ"—এইরূপ বলিয়াছেন। এই বিবরণবাক্যস্থিত 'প্রতিপন্ন' পদের অর্থ—স্বপ্রকারকধীবিশেষ্য। সুতরাং "প্রতিপন্নোপাধৌ...অবভাসতে" এই বাক্যের অর্থ—স্বপ্রকারকধীবিশেষ্যনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপে রজত অবভাসমান হইয়া থাকে। আর এই বিবরণবাক্যস্থিত রজত-পদের অর্থ—প্রাতিভাসিক রজত। কারণ, প্রাতিভাসিকরজতই ভ্রমজ্ঞানে পুরোবর্ত্তিবস্তুতে বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। আর তজ্জন্য প্রাতিভাসিক রজতই মিথ্যাত্বঘটক নিষেধের প্রতিযোগী—ইহাই বিবরণবাক্যের নিষ্কৃষ্ট অর্থ। এই বিবরণবাক্যানুসারে প্রদর্শিত আচার্য্যবাক্যও ব্যাখ্যাত হইবে। প্রদর্শিত আচার্য্যবাক্যে "আপণস্থ রজতই ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী"—এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহাতে আপণস্থপদটী আপণস্থরজততাদাত্ম্যে প্রতীত—এই অর্থের প্রতিপাদক। আপণস্থ রজতই লৌকিকপারমার্থিক রজত। সুতরাং আপণস্থ অর্থাৎ আপণস্থরজততাদাত্ম্যে প্রতীত রজত অর্থাৎ প্রাতি-ভাসিক রজত, উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী। আর তাহাতে হইল এই যে, ব্যাবহারিক রজতের সহিত অভেদে প্রতীত প্রাতিভাসিক রজত স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী—ইহাই প্রদর্শিত আচার্য্য-বাক্যের অভিপ্রায়। সুতরাং সন্দর্ভবিরোধ দোষও ঘটিল না।

যদি বল ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক এই দ্বিবিধ রজতসাধারণ একটী রজতত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিলেই প্রাতিভাসিক রজতেও রজতত্বপ্রকারক বুদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে। আর এই রজতত্বপ্রকারক বুদ্ধিই রজতে প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে; সুতরাং রজতত্বরূপে রজতবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া রজতত্বরূপে রজতবিষয়ক ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে এবং তদনন্তর প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইবে। অতএব প্রাতিভাসিক রজতে রজতার্থী পুরুষের প্রবৃত্তির জন্য আর প্রাতিভাসিক রজতে ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্যারোপ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। যে রজতত্বধর্ম্ম ব্যাবহারিক রজতে আছে, তাহাই প্রাতিভাসিক রজতে আছে—স্বীকার করিলেই ব্যাবহারিক রজতার্থী পুরুষের প্রাতিভাসিক রজতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং মূলকার যে বলিয়াছিলেন যে, রজতার্থী পুরুষের প্রবৃত্তিসম্পাদনের জন্য প্রাতিভাসিক রজতে ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্য স্বীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি—তাহা অসঙ্গতই হইল।

তাহা হইলে বলিবে যে, না, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, ব্যাবহারিক-প্রাতিভাসিকরজত-সাধারণ একটী রজতত্বধর্ম্ম স্বীকার করা যাইতে পারে না। করিলে প্রাতিভাসিক রজত হইতেও ব্যাবহারিক রজতের কার্য্যের আপত্তি হইয়া পড়ে।

যদি বলা যায় যে, মূলকার ত সত্তাত্রৈবিধ্যনিরূপণপ্রসঙ্গে ব্যাবহারিক-প্রাতিভাসিক-সাধারণ একটী রজতত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন?

তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উহা প্রৌঢ়িবাদ মাত্র, অর্থাৎ যাঁহারা প্রাতিভাসিক রজতে ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্যারোপ স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মত অবলম্বন করিয়াই মূলকার ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। উভয়রজতসাধারণ রজতত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।১৮

১৯। "তৎ চ" এই মূলস্থিত তৎপদের অর্থ—উক্ত নিষেধের

প্রতিযোগিত্ব, অর্থাৎ ব্যাবহারিক রজতের সহিত অভেদে প্রতীত যে প্রাতিভাসিক রজত, সেই রজতনিষ্ঠ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব। **স্বরূপেণ পারমার্থিকত্বেন বা** এই মূলবাক্যস্থিত তৃতীয়াবিভক্ত্যন্ত পদ দুইটীতে যে তৃতীয়া বিভক্তি আছে, তাহার অর্থ—অবচ্ছিন্নত্ব। আর এই অবচ্ছিন্নত্ব, তৎপদার্থ যে প্রতিযোগিত্ব, তাহাতে অন্বিত হইবে। আর তাহাতে স্বরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্ব বা পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্ব—এইরূপ অর্থ লব্ধ হইবে। এইরূপে মিথ্যাত্বলক্ষণের সমুদিতার্থ হইবে এই যে, প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধের স্বরূপাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্ব অথবা পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। এই প্রদর্শিত কল্পদ্বয়ই দোষরহিত বলিয়া কোন একটী কল্পে মূলকারের আগ্রহ নাই, এবং তাহাই সূচনা করিবার জন্য **"পারমার্থিকত্বেন বা"** এইরূপ অনাস্থাসূচক বা-কার প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত উভয়-রূপমিথ্যাত্বই সঙ্গত।

কিন্তু ইহাতে আপত্তি এই যে, স্বরূপাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্ব বা পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বরূপ যে দুইটী পক্ষ দেখান হইয়াছে, এই দুইটী পক্ষই যদি দোষরহিত হইত, তাহা হইলে কোন একটী পক্ষে বিশেষ আস্থা নাই—এরূপ বলা সঙ্গত হইতে পারিত। কিন্তু প্রকৃতস্থলে পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে প্রদর্শিত অন্যোন্যাশ্রয় দোষ এবং অনবস্থা দোষ থাকিয়াই যাইতেছে বলিয়া পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলা যাইতে পারে না। আর স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে প্রতিযোগী প্রপঞ্চের অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তি হয়, তাহাও বলাই হইয়াছে। সুতরাং দুইটী পক্ষই দুষ্ট বলিয়া স্বরূপাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্ব বা পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এরূপ মূলগ্রন্থের উপসংহার অসঙ্গতই হয়, ইত্যাদি।

এক্ষণে এরূপ যদি কেহ আপত্তি করেন, তবে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে প্রতিযোগী প্রপঞ্চের যে অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তি হয় না, তাহা অগ্রে বিশদভাবে (স্বতবাক্য) বলা যাইবে। আর পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় প্রভৃতি দোষ হইতে পারে না। যেহেতু পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মটী যদি বাধ্যত্বাভাবরূপ হইত, অর্থাৎ উক্ত নিষেধের প্রতিযোগিত্বরূপ বাধ্যত্ব, আর তাহার অভাবই অবাধ্যত্ব, সেই অবাধ্যত্বই পারমার্থিকত্ব এইরূপ যদি হইত, তবেই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটিত। কিন্তু পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মটী উক্ত বাধ্যত্ব ধর্ম্মের অভাবরূপ নহে, পরন্তু **জ্ঞানা-নিবর্ত্ত্যমাত্রবিশেষ্যকধীকেই** এস্থলে পারমার্থিকত্ব বলা হইয়াছে। জ্ঞানদ্বারা যাহার নিবৃত্তি হয় না, তাদৃশ বস্তুমাত্রবিশেষ্যক জ্ঞানই এস্থলে পারমার্থিকত্ব। জ্ঞানদ্বারা অনিবর্ত্তনীয় বস্তুমাত্র—ব্রহ্ম ও অলীক। ব্রহ্ম ও অলীক বস্তু উভয়ই অকল্পিত বলিয়া তাহাদের জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু অলীকবিশেষ্যক জ্ঞান সম্ভাবিত নহে বলিয়া জ্ঞানানিবর্ত্ত্যমাত্র-বিশেষ্যক ধী বলিতে ব্রহ্মমাত্রবিশেষ্যক ধীই বুঝিতে হইবে। এই প্রদর্শিত ধীই পারমার্থিকত্বরূপ বলিয়া উক্ত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইবে; অর্থাৎ বিশেষ্যতাসম্বন্ধে উক্ত ধীই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইবে। বিশেষ্যতাসম্বন্ধে এই ধী, জ্ঞানদ্বারা অনিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মবস্তুতেই থাকিবে। কিন্তু জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব প্রপঞ্চে থাকিতে পারিবে না। এজন্য উক্ত ধীরূপ অবচ্ছেদক ধর্ম্মটীই প্রপঞ্চনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ ধর্ম্ম। যেহেতু প্রপঞ্চমাত্রই জ্ঞাননিবর্ত্ত্য। এখন বিশেষ্যতাসম্বন্ধে তাদৃশ ধী প্রপঞ্চে থাকিতে পারে না। সুতরাং বিশেষ্যতাসম্বন্ধে উক্ত ধীরূপ ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে আর অন্যোন্যা-শ্রয়াদি দোষের সম্ভাবনা থাকিল না। কারণ, এই ধীরূপ অবচ্ছেদক ধর্ম্মটীর জ্ঞান এই দ্বিতীয়মিথ্যাত্বজ্ঞানসাপেক্ষ নহে।

আর জ্ঞানানিবর্ত্ত্যমাত্রবিশেষ্যক ধীকে পারমার্থিকত্ব না বলিয়া জ্ঞানা-নিবর্ত্ত্যত্বমাত্রই পারমার্থিকত্ব—এরূপ বলা যায় না। যেহেতু তাহাতে তুচ্ছশশবিষাণাদিতেও পারমার্থিকত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে। অকল্পিত বলিয়া তুচ্ছশশবিষাণাদিও জ্ঞাননিবর্ত্ত্য নহে, কিন্তু জ্ঞানাবিবর্ত্ত্য। জ্ঞানানিবর্ত্ত্যত্বই পারমার্থিকত্ব বলিলে "শশবিষাণাদি পারমার্থিক" এই-রূপ অবাধিত ব্যবহারের আপত্তি হইয়া পড়ে। এজন্ত জ্ঞানানিবর্ত্ত্য-মাত্রবিশেষ্যক ধীই পারমার্থিকত্ব বুঝিতে হইবে। সিদ্ধান্তীর মতে ব্রহ্ম-মাত্রবিশেষ্যক ধীই জ্ঞানানিবর্ত্ত্যমাত্রবিশেষ্যক ধী। অলীকবিষয়ক ধীই সম্ভাবিত নহে। সিদ্ধান্তিগণ অলীক বস্তুকে জ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের বারণ হইয়া থাকে।

তাহার পর অনাবস্থা দোষেরও সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানানিবর্ত্ত্যমাত্র-বিশেষ্যক ধীরূপে সমস্ত দৃশ্যের নিষেধ করিলে সেই নিষেধের প্রতি-যোগিতা যেমন সমস্ত দৃশ্যে থাকিবে, তদ্রূপ এই ধী, যাহাকে অব-চ্ছেদক বলা হইয়াছে, সেই ধীতেও থাকিবে; যেহেতু তাহাও দৃশ্য। সুতরাং উক্ত পারমার্থিকত্বরূপে সর্ব্বদৃশ্যের নিষেধ করিলে সর্ব্বদৃশ্যের সহিত পারমার্থিকত্বও নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে। উক্ত ধীরূপ পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মটীও দৃশ্যই বটে, সুতরাং অনবস্থাদোষের সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ এস্থলে পারমার্থিকত্বরূপে দৃশ্যমাত্রের নিষেধ করিলে, যদি তাহাতে পার-মার্থিকত্ব অনিষিদ্ধ থাকিয়া যাইত, আর সেই পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মের নিষেধের জন্য অন্য নিষেধের আবশ্যকতা হইত, তবেই অনবস্থা দোষের সম্ভাবনা হইত। প্রকৃতস্থলে তাহা হয় নাই বলিয়া অনবস্থাদোষ ঘটিল না, বুঝিতে হইবে।১৯

২০। এক্ষণে এইরূপ জিজ্ঞাসা হয় যে "ত্রৈকালিকনিষেধং প্রতি-স্বরূপেণ আপণস্থরূপ্যং প্রতিযোগি" এইরূপ আচার্য্যবাক্যের অন্তর্গত আপণস্থপদের যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া "আপণস্থ রজতের সহিত

অভেদে প্রতীত"—এতদূর পর্য্যন্ত অর্থ করিবার অভিপ্রায় কি? ইহার উত্তরে মূলকার বলিতেছেন—**এতাবৎ উক্তিশ্চ** ইত্যাদি। পূর্ব্বাচার্য্যবাক্যের অন্তর্গত আপণস্থপদের আপণস্থিত ব্যাবহারিক রজতের সহিত অভেদে প্রতীত পর্য্যন্ত অর্থগ্রহণের আবশ্যকতা আছে। সেই আবশ্যকতা দেখাইতেছেন—**পুরোবর্ত্তিতাদাত্ম্যেনৈব রজতং প্রতীয়তে ইতি মতনিরাসার্থং লৌকিকপরমার্থরজততাদাত্ম্যেনাপি প্রতীয়তে ইতি প্রতিপাদয়িতুং চ** ইতি। পুরোবর্ত্তি ইদং বস্তুর সহিত অভেদেও রজত প্রতীত হয় বটে, তাহা না হইলে রজতার্থী পুরুষের পুরোবর্ত্তি বস্তুর দিকে প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু তাই বলিয়া পুরোবর্ত্তিবস্তুর সহিতই অভেদে রজত প্রতীত হয়—এরূপ বলা যায় না। যেহেতু ব্যাবহারিক রজতের সহিত অভেদে যদি রজত প্রতীত না হইত, তবে কেবল পুরোবর্ত্তিবস্তুর সহিত অভেদে প্রতীতিমাত্রদ্বারা ব্যাবহারিক রজতার্থী পুরুষের পুরোবর্ত্তি বস্তুতে প্রবৃত্তি সম্ভাবিত হইত না। সুতরাং ব্যাবহারিক রজতপ্রার্থী পুরুষের প্রাতিভাসিক রজতে প্রবৃত্তিসম্পাদনের জন্য, "মাত্র পুরোবর্ত্তিবস্তুর সহিতই অভেদে প্রাতিভাসিক রজত প্রতীত হয়"—এই মতের নিরাকরণ করা হইয়াছে; এবং ব্যাবহারিক রজতের সহিতও প্রাতিভাসিক রজত অভেদে প্রতীত হইয়া থাকে—ইহাও প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং ইদংকারাস্পদীভূত পুরোবর্ত্তি বস্তুতে ব্যাবহারিক রজতার্থী পুরুষের প্রবৃত্তিসম্পাদনের জন্য পুরোবর্ত্তী বস্তুর সহিত অভেদে এবং ব্যাবহারিক রজতের সহিত অভেদে প্রাতিভাসিক রজত প্রতীত হইয়া থাকে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর এই জন্য পূর্ব্বাচার্য্যবাক্যের অন্তর্গত আপণস্থপদের যথাশ্রুত অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আপণস্থপদের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে ভ্রম ও বাধের বৈয়ধিকরণ্যাপত্তি দোষও ঘটে। যেহেতু ভ্রমজ্ঞানের

বিষয়ীভূত প্রাতিভাসিক রজত আর বাধজ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্যাবহারিক রজত পৃথক্ বস্তু। সুতরাং অপ্রসক্ত ব্যাবহারিক রজতের প্রতিষেধেরও আপত্তি হইয়া পড়ে। এই আপত্তিপরিহারের জন্য আপণস্থপদের অর্থ—আপণস্থ রজতের সহিত অভেদে প্রতীত—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে, আর তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না।২০

টীকা

১৪। ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং কিং স্বরূপেণ উত পারমার্থিকত্বেন ইতি বিকল্প্য পূর্বপক্ষিণা কল্পদ্বয়েঽপি দূষণম্ উক্তম্। ইদানীং সিদ্ধান্তী স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বকল্পং সমাধাতুম্ আহ—**নৈবম্** ইতি। স্বরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্রৈকালিকনিষেধঃ মিথ্যাত্বঘটকঃ, দৃষ্টান্তীকৃতে শুক্তিরজতে স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্যৈব অনুভবসিদ্ধত্বাৎ, দৃষ্টান্তানুসারেণ পক্ষীকৃতপ্রপঞ্চেঽপি স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বমেব অঙ্গীকরণীয়ম্। স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বাঙ্গীকারেঽপি যথা ব্যাবহারিকপ্রাতিভাসিক প্রপঞ্চয়োঃ ন অলীকত্বাপত্তিঃ তথা অগ্রে (২৬বাক্যে) স্ফুটী ভবিষ্যতি।১৪

১৫। দৃষ্টান্তীকৃতশুক্তিরজতস্য স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বে অনুভবঃ শ্রুতিশ্চ প্রমাণম্ ইতি দর্শয়িতুম্ আহ—"**তথাহি**" ইতি। "রূপ্যং নাস্তি, নাসীৎ ন ভবিষ্যতি" ইতি নিষেধীয়প্রতিযোগিতা স্বরূপেণৈব অবচ্ছিদ্যতে। নঞর্থে অন্বয়িতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বস্য ব্যুৎপত্তিবললভ্যত্বাৎ অভিলাপজন্যপ্রতীতিতুল্যত্বাচ্চ অভিলাপ্যমানপ্রতীতেঃ অভিলপ্যমানপ্রাত্যক্ষিকবাধজ্ঞানস্যাপি স্বরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকনিষেধবিষয়কত্বলাভঃ। অন্যথা পারমার্থিকত্বেন রূপ্যং নাস্তি ইত্যাদ্যুল্লেখাপত্তেঃ। দৃষ্টান্তীকৃতশুক্তিরজতে ত্রৈকালিকনিষেধীয়প্রতিযোগিতা স্বরূপাবচ্ছিন্না যথা অনুভবসিদ্ধা, তথা পক্ষীকৃত-

প্রপঞ্চেঽপি ত্রৈকালিকনিষেধীয়প্রতিযোগিতা স্বরূপাবচ্ছিন্না এব, **"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"** ইতি শ্রুত্যা প্রতিপাদ্যতে। দৃষ্টান্তীকৃতশুক্তিরজত-নিষ্ঠং প্রতিযোগিত্বং স্বরূপাবচ্ছিন্নম্ অবিরুদ্ধম্। পক্ষীকৃতব্যাবহারিক-প্রপঞ্চনিষ্ঠত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বমপি স্বরূপাবচ্ছিন্নম্ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি শ্রুতিসিদ্ধম্ ইতি ভাবঃ।১৫

১৬। দৃষ্টান্তীকৃতশুক্তিরজতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং স্বরূপা-বচ্ছিন্নম্ অনুভবসিদ্ধমেব ইতি যৎ সিদ্ধান্তিভিঃ অঙ্গীকৃতম্ তত্র অনুভবান্তরাবষ্টম্ভেন পূর্ব্বপক্ষিশঙ্কাম্ অনূদ্য দূষয়তি—**"ন চ তত্র"** ইত্যাদি। **তত্র** রূপ্যং নাস্তি নাসীৎ ন ভবিষ্যতি ইতি নিষেধে **লৌকিকপরমার্থরজতমেব** পরমার্থতয়া লোকসিদ্ধম্ ব্যাবহারিক-মেব রজতম্ **স্বরূপেণ নিষেধপ্রতিযোগি**—স্বরূপাবচ্ছিন্ননিষেধ-প্রতিযোগিতাকত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি, ন তু অনির্ব্বচনীয়ং রজতম্ —ইতি **ন বাচ্যম্** "রূপ্যং নাস্তি" ইতি নিষেধস্য ব্যাবহারিকরজত-মেব প্রতিযোগি, ন তু প্রাতিভাসিকং রজতম্—ইতি পূর্ব্বপক্ষিণা ন বাচ্যম্। কুতঃ ন বাচ্যম্, ইতি আকাংক্ষায়াম্ আহ—**"ভ্রমবাধয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যাপত্তেঃ"** ভ্রমবিষয়ীভূতং প্রাতিভাসিকং রজতং বাধজ্ঞান-বিষয়ীভূতং চ লৌকিকপরমার্থরজতং ব্যাবহারিকরজতং বা যদি স্যাৎ, তর্হি ভ্রমবাধয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যং স্যাৎ, ভ্রমজ্ঞানবাধজ্ঞানয়োঃ ভিন্নবিষয়ত্বাৎ ইতি ভাবঃ। ভ্রমবাধয়োঃ ভিন্নবিষয়ত্বে ভ্রমবিষয়ীভূতস্য অবাধ্যত্বেন পারমার্থিকত্বাপত্তেঃ। ভ্রমবাধয়োঃ ভিন্নবিষয়কত্বে অনুভববিরোধোঽপি, ইতি দর্শয়ন্ আহ—**অপ্রসক্তপ্রতিষেধাপত্তেশ্চ** ইতি। **শুক্তৌ** ব্যাবহারিকরজতস্য প্রসক্তেঃ অভাবেন অপ্রসক্তস্য ব্যাবহারিকস্য রজতস্য শুক্তৌ নিষেধে অনুভববিরোধশ্চ স্যাৎ। অপ্রসক্তস্য নিষেধাযোগাৎ ইতি ভাবঃ। মিথ্যাত্বঘটকত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং যদি প্রাতি-ভাসিকে রজতে ন সিধ্যেৎ, তর্হি অস্য দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণস্য অসম্ভব-

দোষোঽপি স্যাৎ ইত্যপি বোধ্যম্। অতঃ ন লৌকিকপরমার্থরজতমেব স্বরূপেণ মিথ্যাত্বঘটকত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি, অপি তু শুক্তৌ রজতং নাস্তি ইত্যনুভবে স্বরূপেণ প্রাতিভাসিকং শুক্তিরজতমেব নিষেধপ্রতি-যোগি ইতি ভাবঃ।১৬

১৭। শুক্তিরজতং যদি শুক্তৌ স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগি স্যাৎ, তর্হি শুক্তৌ প্রাতিভাসিকং শুক্তিরজতং ন উৎপদ্যেত; যৎ যত্র যেন রূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি তৎ তত্র তেন রূপেণ ন উৎপদ্যেত। যথা সর্ব্বত্র শশবিষাণাদি। এবং প্রপঞ্চস্য অপি যদি ব্রহ্মণি স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং, তর্হি প্রপঞ্চঃ ন স্বরূপেণ ব্রহ্মণি উৎপদ্যেত। উৎপদ্যতে চ প্রাতিভাসিকং রজতং শুক্তৌ, প্রপঞ্চশ্চ ব্রহ্মণি ইতি সিদ্ধান্তিভিঃ অঙ্গীকৃতত্বাৎ কথং রজতস্য প্রপঞ্চস্য চ স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধঃ অঙ্গীক্রিয়তে?—ইতি পূর্ব্বপক্ষিণাম্ আশঙ্কাম্ অনূদ্য নিষেধতি—"**ন চ তর্হি**" ইত্যাদি। **তর্হি**—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মণি প্রপঞ্চস্য, "শুক্তৌ রজতং নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি" ইত্যনুভবেন শুক্তৌ রজতস্য চ স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বে সিদ্ধে, প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণি শুক্তিরজতস্য চ শুক্তৌ **উৎপত্ত্যাদ্যসম্ভবঃ**—উৎপত্তিনাশয়োঃ অসম্ভবঃ। অত্র আদি-পদাৎ নাশপরিগ্রহঃ। ব্রহ্মণি প্রপঞ্চঃ ন উৎপদ্যেত, নাপি নশ্যেৎ এবং শুক্তৌ রজতম্ ইতি ভাবঃ। তথাচ যৎ যত্র উৎপত্তিমৎ তৎ তত্র অনিষিদ্ধরূপম্ ইতি ব্যাপ্তিবলাৎ সিদ্ধান্তিভিরপি শুক্তৌ উৎপত্তিমতঃ রজতস্য তত্র অনিষিদ্ধস্বরূপত্বম্ ব্রহ্মণি বা প্রপঞ্চস্য অনিষিদ্ধস্বরূপত্বম্ অঙ্গীকরণীয়ম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষিশঙ্কায়াম্ আহ—**ন হি** ইতি। **অনিষিদ্ধস্বরূপত্বম্ উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বে ন তন্ত্রম্**—অনিষিদ্ধস্বরূপত্বম্ উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বসমনিয়তং ন ভবতি ইত্যর্থঃ। সমনিয়তত্বং চ ব্যাপ্যত্বে সতি ব্যাপকত্বম্। অনিষিদ্ধস্বরূপত্বে উৎ-পত্ত্যাদিমত্ত্বব্যাপকত্বং ব্যাপ্যত্বং চ নাস্তি। অনিষিদ্ধস্বরূপত্বে উৎপত্ত্যাদি-

ত্বব্যাপকত্বম্ অভিপ্রেত্যৈব পূর্ব্বপক্ষিণা নিষিদ্ধস্বরূপত্বেন উৎপত্ত্যাদ্য-সম্ভবঃ আপাদিতঃ, ব্যাপকাভাবেন ব্যাপ্যাভাবাৎ। অনিষিদ্ধস্বরূপত্বম্ উৎপত্ত্যাদিমত্তঃ সমনিয়তং কুতঃ ন ভবতি? ইত্যতঃ আহ—**পরৈঃ** ইতি। পরৈঃ—মাধ্বৈঃ; মাধ্বমতে অনিষিদ্ধস্বরূপত্বং বিয়দাদেঃ বর্ত্ততে, অথচ তস্য উৎপত্তিমত্ত্বং ন অঙ্গীক্রিয়তে। তথাচ তেষাং মতে অনিষিদ্ধ-স্বরূপত্বোৎপত্ত্যাদিমত্ত্বয়োঃ সমনিয়তত্বভঙ্গঃ। অনিষিদ্ধস্বরূপত্বস্য ব্যাপকত্বম্ আদায় উৎপত্ত্যাদ্যসম্ভবঃ উক্তঃ। অনিষিদ্ধস্বরূপত্বস্য ব্যাপ্যত্বম্ আদায় বিয়দাদেঃ উৎপত্ত্যাদ্যনঙ্গীকারাৎ ইত্যনেন ব্যভিচারপ্রদর্শনম্। অনিষিদ্ধ-স্বরূপত্বম্ ন উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বব্যাপ্যম্। বিয়দাদৌ ব্যভিচারাৎ ইতি ভাবঃ। অনিষিদ্ধস্বরূপত্বে উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বব্যাপকতানিরাসায় আহ—**"কিন্তু"** ইত্যাদি। অনিষিদ্ধস্বরূপত্বং ন উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বব্যাপকমপি, কিন্তু **অন্যৎ** অনিষিদ্ধস্বরূপত্বাৎ ভিন্নং **বস্তুস্বভাবাদিকম্** অনাদিষট্‌কভিন্ন-দৃশ্যত্বম্ এব উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বপ্রয়োজকং সমব্যাপকম্। অনাদিষট্‌কং চ—

"জীব ঈশো বিশুদ্ধা চিৎ বিভাগশ্চ তয়োর্দ্বয়োঃ।
অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ॥" ইতি।

যদ্ যদ্ উৎপত্ত্যাদিযোগি তৎ অনিষিদ্ধস্বরূপম্ ইতি ন, কিন্তু যৎ যদ্ উৎপত্ত্যাদিযোগি তৎ অনাদিভিন্নদৃশ্যম্। অনাদিভিন্নদৃশ্যত্বমেব উৎ-পত্ত্যাদিমত্ত্বে প্রয়োজকম্। বস্তুস্বভাবাদিকম্ ইত্যত্র "আদি"-পদাৎ বিয়দাদ্যুৎপত্তিপ্রতিপাদকস্য "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি-শ্রুতিপ্রমাণস্য সংগ্রহঃ। তথাচ ব্রহ্মজন্যত্বপ্রতিপাদকশ্রুতিপ্রমাণবত্ত্বমপি উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বে প্রযোজকম্। মাধ্বোক্তম্ অনিষিদ্ধস্বরূপত্বং তু ন উৎ-পত্ত্যাদিমত্ত্বস্য ব্যাপ্যং নাপি ব্যাপকম্। উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বব্যাপ্যত্বং যথা অনিষিদ্ধস্বরূপত্বে নাস্তি, তথা দর্শিতং **"পরৈঃ অনিষিদ্ধস্বরূপত্বে"** ইত্যত্র। এবং ব্যাপকত্বমপি নাস্তি। "অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইতি শ্রুতিসিদ্ধস্বাপ্নস্সৃষ্টরথাদেঃ উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বেঽপি—"ন তত্র রথাঃ"

ইত্যাদি শ্রুত্যা অনুভবেন চ নিষিদ্ধস্বরূপত্বস্যৈব গ্রহাৎ ন উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বব্যাপকম্ অনিষিদ্ধস্বরূপত্বম্, এবং প্রাতিভাসিকস্য ব্যাবহারিকস্য চ প্রপঞ্চস্য উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বেঽপি "শুক্তৌ রজতং নাস্তি" ইতি অনুভবেন প্রাতিভাসিকস্য "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুত্যা ব্যাবহারিকস্য চ স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং ব্যবস্থাপিতম্ অধস্তাৎ ভ্রমবাধয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যাপত্তেঃ" (১৬) ইত্যত্র। তথাচ প্রাতিভাসিকস্য ব্যাবহারিকস্য চ উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বেঽপি ন অনিষিদ্ধস্বরূপত্বং, কিন্তু নিষিদ্ধস্বরূপত্বমেব। এবং চ সতি অনিষিদ্ধস্বরূপত্বং ন উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বে ব্যাপ্যং নাপি ব্যাপকম্। কিন্তু অনাদিভিন্নদৃশ্যত্বমেব উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বসমব্যাপকম্। "**তস্য**" উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বসমব্যাপকস্য অনাদিভিন্নদৃশ্যত্বাদেঃ "**কল্পিতস্য**" কল্পিতে শুক্তিরজতাদৌ সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী; "**ময়াঽপি**" সিদ্ধান্তিনাপি "**স্বীকারাৎ**"—অঙ্গীকারাৎ ন শুক্তিরূপ্যাদেঃ উৎপত্ত্যাদ্যসম্ভবঃ ইতি শেষঃ। তথা চ প্রতিপন্নোপাধৌ স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিনোঽপি প্রাতিভাসিকস্য ব্যাবহারিকস্য চ প্রপঞ্চস্য অনিষিদ্ধস্বরূপত্বাভাবেন উৎপত্ত্যাদ্যসম্ভবদোষঃ প্রত্যুক্তঃ। উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বপ্রয়োজকস্য বস্তুস্বভাবাদেঃ তত্র সত্ত্বাৎ।১৭

১৮। পূর্ব্বাচার্য্যবচসাম্ আশয়ম্ অবিদ্বান্ দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যং শঙ্কতে—**ন চ ত্রৈকালিকনিষেধম্**" ইত্যাদি। প্রতিপন্নোপাধৌ স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপমিথ্যাত্বস্য সাধনে ন কেবলং মিথ্যাভূতস্য অত্যন্তাসত্ত্বাপাতঃ, কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্যাণাং মতানুসারেণ দৃষ্টান্তে শুক্তিরজতে সাধ্যবৈকল্যমপি স্যাৎ। ত্বয়া তু স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বং সাধ্যতে। ভবৎপূর্ব্বাচার্য্যৈস্তু শুক্তিরজতস্য মিথ্যাত্বং প্রদর্শয়দ্ভিঃ শুক্তিরজতস্য অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিভিয়া স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং ন শুক্তিরজতে অঙ্গীক্রিয়তে, কিন্তু আপণাদিস্থিতে ব্যাবহারিকরজতে। আপণাদি-

স্থিতং ব্যাবহারিকং রজতমেব তত্র স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি, ন **শুক্তিরজতং** প্রাতিভাসিকম্। তথা চ ন শুক্তিরজতস্য অত্যন্তাসত্ত্বা-পত্তিঃ। যতঃ তৎ ন স্বরূপেণ নিষিধ্যতে। যদি তু অপ্রসক্তপ্রতিষেধা-পত্ত্যা আপণস্থরজতং ন উক্তনিষেধপ্রতিযোগি ইতি বিভাষসি, তর্হি অস্তু শুক্তিরজতমেব উক্তত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি, কিন্তু ন স্বরূপেণ, অত্যন্তাসত্ত্বাপাতাৎ, অপি তু পারমার্থিকত্বেন। তথাচ ন স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বং প্রাতিভাসিকশুক্তিরজতাদেঃ। এবং চ তাদৃশসাধ্যানুমিতৌ শুক্তিরজতদৃষ্টান্তঃ সাধ্যবিকলঃ। স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য বা প্রাতিভাসিকে রজতে অঙ্গীকারে ত্বদীয়পূর্ব্বাচার্য্যমতহানিরপি স্যাৎ। তথাহি—**মিথ্যাত্বঘটকত্রৈকা-লিকনিষেধং প্রতি স্বরূপেণ আপণস্থং রূপ্যং** স্বরূপেণ ব্যাব-হারিকং রজতং মিথ্যাত্বঘটকত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি ইতি অদ্বৈত-বিদ্যাচার্য্যাণাং মতং স্বরূপেণ প্রাতিভাসিকরজতস্যৈব মিথ্যাত্বঘটক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বাঙ্গীকারে হীয়েত। অথবা **পারমার্থিকত্বা-কারেণ প্রাতিভাসিকং** রজতং মিথ্যাত্বঘটকত্রৈকালিকনিষেধ-**প্রতিযোগি** ইতি আচার্য্যাণাং মতমপি হীয়েত। স্বরূপেণৈব প্রাতি-ভাসিকরজতস্য নিষেধপ্রতিযোগিত্বাঙ্গীকারাৎ—ইতি পূর্ব্বপক্ষিণা। **ন চ বাচ্যম্।** কথং? তদেব আহ—**অস্য আচার্য্যবচসঃ** ইতি। প্রদর্শিতাচার্য্যবচসঃ ন অয়ম্ আশয়ঃ। কিন্তু অস্য আচার্য্যবচসঃ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ—প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপং মিথ্যাত্বং বিবরণাচার্য্যসম্মতম্। তৈস্তু বাধকজ্ঞাননিরূপণাবসরে "বাধক-জ্ঞানে রজতং প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিতয়া অবভাসতে ইতি প্রত্যক্ষম্" ইত্যুক্তম্। তস্মিন্ বিবরণবাক্যে প্রতিপন্নপদস্য স্বপ্রকারকধী-বিশেষ্যপরতয়া স্বপ্রকারকধীবিশেষ্যনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বেন রজতম্ অবভাসতে ইতি অর্থঃ লভ্যতে। তথাচ বিবরণবাক্যস্থরজতপদং

প্রাতিভাসিকরজতপরমেব। প্রাতীতিকস্যৈব রজতস্য পুরোবর্ত্তিনি প্রকারতয়া ভ্রমে ভানাৎ। তথাচ প্রাতিভাসিকরজতমেব মিথ্যাত্বঘটক-নিষেধপ্রতিযোগি ইতি বিবরণাচার্য্যমতনিষ্কর্ষঃ। বিবরণাচার্য্যমতানু-সারেণৈব পূর্ব্বোক্তাচার্য্যবাক্যং ব্যাখ্যেয়ম্। তথা "চ ত্রৈকালিকনিষেধং প্রতি আপণস্থং রৌপ্যং প্রতিযোগি" ইত্যত্র আপণস্থপদং আপণস্থরজত-তাদাত্ম্যেন প্রতীতরজতপরম্। আপণস্থরজতমেব পারমার্থিকলৌকিক-রজতম্। এবং চ আপণস্থম্ আপণস্থরজততাদাত্ম্যেন প্রতীতং রূপ্যং প্রাতিভাসিকং রজতং নিষেধপ্রতিযোগি ইতি অভিপ্রায়ঃ। তথাচ সতি ব্যাবহারিকরজততাদাত্ম্যেন প্রতীতং প্রাতিভাসিকং রজতং স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি ইতি পূর্ব্বাচার্য্যবচসাম্ অভিপ্রায়ে ন সন্দর্ভ-বিরোধঃ। ন চ ব্যাবহারিকপ্রাতিভাসিকরজতসাধারণস্য একস্যৈব রজতত্বস্য স্বীকারেণ প্রাতিভাসিকেঽপি রজতে রজতত্বপ্রকারক-প্রতীতেঃ উপপত্ত্যা প্রাতিভাসিকরজতগোচরপ্রবৃত্তিসিদ্ধৌ ব্যাব-হারিকরজতার্থিপুরুষপ্রবৃত্তয়ে প্রাতীতিকে রজতে ব্যাবহারিকরজতস্য তাদাত্ম্যারোপস্বীকারঃ ব্যর্থঃ ইতি বাচ্যম্। ব্যাবহারিকপ্রাতিভাসিক-সাধারণম্ একং রজতত্বং ন স্বীক্রিয়তে। অন্যথা প্রাতিভাসিকাৎ অপি রজতাৎ ব্যাবহারিকরজতকার্য্যাপত্তেঃ। যদপি সত্তাত্রৈবিধ্যনিরূপণ-প্রস্তাবে মূলকৃদ্ভিরেব ব্যাবহারিকপ্রাতিভাসিকসাধরণম্ একং রজতত্বম্ অঙ্গীকৃতং তৎ প্রাতীতিকে রজতে ব্যাবহারিকরজততাদাত্ম্যারোপস্য অনঙ্গীকর্তৃমতম্ আশ্রিত্য প্রৌঢ়িবাদমাত্রেণ এব বোধ্যম্।১৮

১৯। "তৎ চ" লৌকিকরজততাদাত্ম্যেন প্রতীতপ্রাতিভাসিক-রজতনিষ্ঠত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং চ "**স্বরূপেণ পারমার্থিক-ত্বেন বা**" ?] অত্র অবচ্ছিন্নত্বং তৃতীয়ার্থঃ, তৎ চ প্রতিযোগিত্বে অন্বেতি। তথাচ স্বরূপাবচ্ছিন্নং পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্নং বা, প্রাতিভাসিকে রজতে স্বরূপাবচ্ছিন্নত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং, পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্নত্রৈকা-

লিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বং কল্পদ্বয়স্যাপি নির্দ্দুষ্টত্বেন একতরে আগ্রহাভাবাৎ অনাস্থাসূচনায় বা শব্দঃ। তথাচ স্বরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্—ইতি উভয়রূপমপি মিথ্যাত্বং সাধু।

নমু পক্ষদ্বয়স্য নির্দ্দুষ্টত্বে এব অন্যতরত্র অনাগ্রহরূপা অনাস্থা স্যাৎ, প্রকৃতে তু পারমার্থিকত্বেন নিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য মিথ্যাত্বে অন্যোন্যাশ্রয়ানবস্থাদীনাং জাগরূকত্বাৎ স্বরূপেণ নিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য মিথ্যাত্বে চ প্রতিযোগিনঃ অত্যন্তাসত্ত্বাপাতাৎ কথং পক্ষদ্বয়স্য নির্দ্দুষ্টতা? তথাচ পক্ষদ্বয়স্য এব দুষ্টত্বাৎ স্বরূপেণ পারমার্থিকত্বেন বা উক্তনিষেধপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বম্ ইত্যুপসংহারঃ কথং সঙ্গচ্ছতে—ইতি বাচ্যম্? স্বরূপেণ নিষেধপ্রতিযোগিত্বে চ যথা প্রতিযোগিনঃ ন অত্যন্তাসত্ত্বাপাতঃ, তথা অগ্রে বর্ণয়িষ্যতে। পারমার্থিকত্বেন নিষেধপ্রতিযোগিত্বে তু ন অন্যোন্যাশ্রয়াদীনাং সম্ভবঃ। তথাহি—পারমার্থিকত্বং যদি প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপবাধ্যত্বস্য অভাবরূপং স্যাৎ, তর্হি মিথ্যাত্বঘটিতত্বেন অন্যোন্যাশ্রয়োঽপি স্যাৎ। কিন্তু পারমার্থিকত্বং ন উক্তরূপম্। তৎ তু জ্ঞানানিবর্ত্ত্যমাত্রবিশেষ্যকধীরূপং বিশেষ্যতাসম্বন্ধেন তাদৃশধীরূপাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বস্য মিথ্যাত্বঘটকতয়া ক অন্যোন্যাশ্রয়দূষণাবকাশঃ? তাদৃশপারমার্থিকত্বস্য এতন্মিথ্যাত্বাঘটিতত্বাৎ। জ্ঞানানিবর্ত্ত্যত্বমাত্রং তু ন পারমার্থিকত্বং তুচ্ছ শশবিষাণাদৌ অপি জ্ঞানানিবর্ত্ত্যত্বস্য সত্ত্বেন শশবিষাণাদিকং পারমার্থিকম্ ইতি অবাধিতব্যবহারাপত্তিঃ স্যাৎ। অতঃ জ্ঞানানিবর্ত্ত্যমাত্রবিশেষ্যকধীঃ এব পারমার্থিকত্বম্ উক্তম্। তাদৃশধীস্তু সিদ্ধান্তিমতে ব্রহ্মমাত্রবিষয়িণী। অলীকবিষয়িণী তাদৃশধীস্তু ন সম্ভবতি। অলীকস্য জ্ঞানবিষয়ত্বানঙ্গীকারাৎ। নাপি অনবস্থা। জ্ঞানানিবর্ত্ত্যমাত্রবিশেষ্যকধীরূপেণ স্বস্বেতর-

সর্ব্বদৃশ্যানাং নিষেধপ্রতিযোগিত্বসম্ভবাৎ। তাদৃশধীরূপপারমার্থিকত্বস্য দৃশ্যত্বেন পারমার্থিকত্বেন সর্ব্বদৃশ্যপ্রতিযোগিকনিষেধে পারমার্থিকত্বস্যাপি নিষেধপ্রতিযোগিত্বাৎ ন অনবস্থাদোষলেশোঽপি ইতি ভাবঃ। পারমার্থিকত্বেন দৃশ্যমাত্রনিষেধে যদি পারমার্থিকত্বম্ অনিষিদ্ধং স্যাৎ, তদা অনবস্থাদোষঃ স্যাদপি, প্রকৃতে তদভাবাৎ ন অনবস্থাদূষণাশঙ্কা। ইতি বিভাবনীয়ম্।১৯

২০। নন্থ "ত্রৈকালিকনিষেধং প্রতি স্বরূপেণ আপণস্থং রূপ্যং প্রতিযোগি" ইতি আচার্য্যবচনে আপণস্থপদস্য স্বারসিকম্ অর্থং পরিত্যজ্য আপণস্থরজততাদাত্ম্যেন প্রতীতপরত্বপদস্যাস্তব্যাখ্যানে কোঽভিপ্রায়ঃ? ইত্যত আহ—**এতাবৎ উক্তিশ্চ** ইতি। পূর্ব্বাচার্য্যবচসঃ এতাদৃশার্থগ্রহণে ফলং দর্শয়তি—"**পুরোবর্ত্তিতাদাত্ম্যেনৈব রজতং প্রতীয়তে ইতি মতনিরাসার্থং, লৌকিকপরমার্থরজততাদাত্ম্যেনাপি প্রতীয়তে ইতি প্রতিপাদয়িতুং চ।**" পুরোবর্ত্তিতাদাত্ম্যেনাপি রজতং প্রতীয়তে, অন্যথা রজতার্থিনঃ পুরোবর্ত্তিবস্তুভিমুখী প্রবৃত্তিঃ ন স্যাৎ, ন তু পুরোবর্ত্তিতাদাত্ম্যেনৈব প্রতীয়তে। ব্যাবহারিকরজততাদাত্ম্যেন অপ্রতীতৌ পুরোবর্ত্তিতাদাত্ম্যমাত্রেন প্রতীতৌ রজতার্থিনঃ পুরোবর্ত্তিনি প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ। তথাচ রজতার্থিপ্রবৃত্তিসম্পাদনায় পুরোবর্ত্তিতাদাত্ম্যেনৈব রজতং প্রতীয়তে ইতি মতং নিরস্যতে, ব্যাবহারিকরজততাদাত্ম্যেনাপি প্রতীয়তে ইত্যপি প্রতিপাদ্যতে। তথাচ ইদংকারাস্পদে পুরোবর্ত্তিবস্তুনি রজতার্থিপ্রবৃত্তিসম্পাদনায় পুরোবর্ত্তিবস্তুতাদাত্ম্যেন ব্যবহারিকরজততাদাত্ম্যেন চ প্রাতিভাসিকং রজতং প্রতীয়তে ইতি বক্তব্যম্। তদর্থমেব পূর্ব্বাচার্য্যবচসি আপণস্থপদস্য তাদৃশঃ অর্থঃ অঙ্গীকৃতঃ। আপণস্থপদস্য যথাশ্রুতার্থকত্বে ভ্রমবাধয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যাপত্তিঃ স্যাৎ। ভ্রমবিষয়ীভূতং প্রাতিভাসিকং রজতং, বাধ্যতে চ ব্যাবহারিকম্ ইতি অপ্রসক্তপ্রতিষেধাপত্তিঃ স্যাৎ, অতঃ

তৎপরিহারায় এব আপণস্থপদম্ আপণস্থরজততাদাত্ম্যেন প্রতীতপরং ব্যাখ্যেয়ম্।২০

তাৎপর্য্য।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তপক্ষ—নিষেধপ্রতিযোগিত্ববিচার।

সিদ্ধান্তী এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক উত্থাপিত বিকল্পদ্বয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব পক্ষটী স্বীকার করিয়া পূর্ব্বপক্ষীর উদ্ভাবিত দোষসমূহের নিরাস করিতেছেন।

ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মটী "স্বরূপ"।

অধিষ্ঠানে আরোপিত বস্তুর নিষেধ স্বরূপতঃই হইয়া থাকে। ইহাই অনুভবসিদ্ধ। এই অনুভবকে প্রমাণ করিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—প্রপঞ্চ ও শুক্তিরজত স্বরূপতঃই ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। প্রাতিভাসিক বস্তু স্বীয় অধিষ্ঠানে যেরূপ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হয়, ব্যাবহারিক প্রপঞ্চও সেইরূপ স্বীয় অধিষ্ঠান ব্রহ্মে স্বরূপতঃই ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হইবে। এই মিথ্যাত্বানুমানে শুক্তিরজতটী দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তে শুক্তিরজতের স্বরূপতঃই ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হইলে তদনুসারে পক্ষীকৃত ব্যাবহারিক-প্রপঞ্চেও তাহা সিদ্ধ হইবে। এজন্য মূলকার শুক্তিরজতের স্বরূপতঃ নিষেধ যে অনুভবসিদ্ধ তাহাই দেখাইতেছেন।

স্বরূপতঃ নিষেধের অনুভব ও শ্রুতি প্রদর্শন।

শুক্তিতে রজতভ্রমের অনন্তর অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে 'রজত বর্ত্তমানে নাই' 'পূর্ব্বেও ছিল না' এবং 'ভবিষ্যতেও থাকিবে না' এইরূপ স্বরূপতঃ রজতের নিষেধপ্রতীতি হইয়া থাকে। এইরূপ "নেহ নানা" এই শ্রুতির দ্বারাও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে স্বরূপতঃই নিষেধ প্রতীত হইয়া থাকে।

পারমার্থিকরূপে নিষেধের অনুভব ও শ্রুতি নাই।

যদি স্বরূপতঃ নিষেধ না হইয়া পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধ প্রতীত

হইত, তাহা হইলে 'শুক্তিতে রজত নাই' এইরূপ উল্লেখ না হইয়া 'পারমার্থিকত্বরূপে রজত নাই' এইরূপে উল্লেখ হইত। আর "নেহ নানা অস্তি" এই স্থলেও 'পারমার্থিকত্বরূপে নানা নাই' এইরূপে নিষেধের উল্লেখ হইত।

ভ্রম ও বাধের বৈয়ধিকরণ্য দোষ।

রজতভ্রমের অনন্তর যে "রজতং নাস্তি" নিষেধ হয়, সেই নিষেধে ব্যাবহারিকরজতই অর্থাৎ পরমার্থরূপে লোকসিদ্ধ রজতই নিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে—এরূপ বলা যায় না। কারণ, তাহাতে ভ্রম ও বাধের বৈয়ধিকরণ্যদোষ হয়। কারণ, "ইদং রজতং" এই ভ্রমাত্মক প্রতীতিতে ইদং বস্তুর সহিত অভেদে অনুভূয়মান অনির্ব্বচনীয় রজত। আর নিষিধ্যমান লৌকিকপারমার্থিক রজত অর্থাৎ ব্যাবহারিকরজত। ভ্রমের বিষয় প্রাতিভাসিক রজত এবং নিষেধ বা বাধের বিষয় ব্যাবহারিক রজত। সুতরাং ভ্রম ও বাধের বিভিন্নবিষয়কত্বরূপ বৈয়ধিকরণ্যদোষ হয়।

অপ্রসক্তপ্রতিষেধ দোষ।

আর লৌকিক রজতের নিষেধ করিলে বা বাধ হইলে প্রাতিভাসিক রজত অবাধিতই রহিল, সুতরাং বাধদ্বারা প্রাতিভাসিক রজতের নিষেধ হইল না। আর ইহাতে অপ্রসক্তপ্রতিষেধ দোষও হয়। কারণ, ভ্রমজ্ঞানে প্রসক্ত যে প্রাতিভাসিক রজত তাহার নিষেধ হইল না, আর যে ব্যাবহারিক রজতের নিষেধ হইল, তাহা ভ্রমজ্ঞানদ্বারা প্রসক্তই নহে। শুক্তিতে ব্যাবহারিক রজত যদি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জ্ঞাত হইত, তবে ব্যাবহারিক রজতের প্রসক্তি হইতে পারিত, কিন্তু তাহা নহে।

উক্ত উভয় দোষই অনুভবসিদ্ধ।

সুতরাং ভ্রম ও বাধের বৈয়ধিকরণ্য ও অপ্রসক্তপ্রতিষেধরূপ অনুভববিরোধ হইল। ভ্রমের অনন্তর যে নিষেধ হয়, তাহা ভ্রমজ্ঞানদ্বারা

প্রসক্ত বস্তুরই নিষেধ। এস্থলে এই ভ্রমজ্ঞানই প্রসক্তি। ইহাই অনুভব-সিদ্ধ। সুতরাং ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ ও শুক্তিরজতের স্বরূপতঃ নিষেধের প্রতিযোগিত্বই উক্ত প্রমাণসিদ্ধ।

প্রপঞ্চোৎপত্তির অসম্ভবনা পরিহার।

আর তাহাতে অর্থাৎ স্বরূপতঃ নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চ হইলে প্রপঞ্চের উৎপত্ত্যাদি অসম্ভব হইবে, এরূপ বলা যায় না। যেহেতু উৎপত্ত্যাদির ব্যাপক যদি অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব হইত, অর্থাৎ যাহা উৎপত্ত্যাদি-মান তাহা অনিষিদ্ধস্বরূপ—এইরূপ হইত, যেমন "বিয়দাদিকম্ অনিষিদ্ধ-স্বরূপং উৎপত্তিমত্ত্বাৎ"—এইরূপ হইত, তবে পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারিতেন যে, "বিয়দাদিকং ন উৎপদ্যতে, নিষিদ্ধস্বরূপত্বাৎ"—অর্থাৎ যাহা নিষিধ্যমানস্বরূপ তাহার উৎপত্ত্যাদি হইতে পারে না। অনিষিদ্ধ-স্বরূপত্বে উৎপত্ত্যাদির ব্যাপকত্ব সিদ্ধ হইলে ব্যাপকাভাবপ্রযুক্ত ব্যাপ্যা-ভাবের আপত্তি দেখাইতে পারা যাইত।

তন্ত্রপদের অর্থ—সমব্যাপক।

মূলগ্রন্থে "উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বে তন্ত্রং" এই "তন্ত্র"পদের অর্থ—সমব্যাপক বুঝিতে হইবে। যাহা অনিষিদ্ধস্বরূপ তাহার উৎপত্ত্যাদি আছে এবং যাহার উৎপত্ত্যাদি আছে তাহা অনিষিদ্ধস্বরূপ—এইরূপ সমব্যাপকতা পূর্ব্বপক্ষীর মতে সিদ্ধ নহে। কারণ, তাহাতে ব্যভিচার দোষ আছে। পূর্ব্বপক্ষীর মতে বিয়দাদিপ্রপঞ্চ অনিষিদ্ধস্বরূপ হইয়াও তাহার উৎ-পত্ত্যাদি স্বীকৃত হয় না। পূর্ব্বপক্ষিগণ যেমন অনিষিদ্ধস্বরূপত্বপ্রযুক্ত উৎপত্ত্যাদিমত্ত্ব স্বীকার করেন না, তদ্রূপ সিদ্ধান্তীর মতেও নিষিদ্ধস্বরূপ হইয়াও প্রপঞ্চের উৎপত্ত্যাদি অসম্ভাবিত হয় না। অনিষিধ্যমান-স্বরূপত্বে উৎপত্ত্যাদির ব্যাপ্তি নাই। যেমন আকাশ অনিষিদ্ধস্বরূপ হইয়াও তাহা উৎপত্তিমান নহে। এইরূপে ব্যাপ্তি ভঙ্গ হইতেছে বলিয়া অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব ও উৎপত্তিমত্ত্ব সমব্যাপ্ত বলা যায় না। সুতরাং পূর্ব্ব-

পক্ষীর মতে অনিষিদ্ধস্বরূপ হইলেই তাহার উৎপত্ত্যাদি থাকিবে—এরূপ নহে। তদ্রূপ সিদ্ধান্তীর মতেও নিষিদ্ধস্বরূপ হইলেই যে তাহার উৎপত্ত্যাদি অসম্ভব হইবে—এরূপও নহে।

উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের প্রয়োজক অবিদ্যাদিষট্‌কভিন্ন দৃশ্যত্ব।

কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের প্রয়োজক অবিদ্যাদিষট্‌কভিন্ন দৃশ্যত্ব। ইহাই "বস্তুস্বভাব" পদে মূলগ্রন্থমধ্যে বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্তীর মতে **জীব, ঈশ্বর, বিশুদ্ধ চৈতন্য, জীবেশ্বরভেদ, অবিদ্যা, এবং চৈতন্যের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ—এই ছয়টী বস্তু অনাদি**। এই অনাদি ছয়টী ভিন্ন যে দৃশ্যত্ব, তাহাই উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের প্রয়োজক। যাহা অনাদি তাহারই উৎপত্তি নাই। সাদি দৃশ্য নিষিদ্ধস্বরূপ হইলেও তাহার উৎপত্তিমত্ত্বে কোন বাধা নাই।

অবিদ্যাদিপঞ্চকেরই দৃশ্যত্ব।

এই অনাদি ছয়টী বস্তুর মধ্যে বিশুদ্ধচৈতন্য দৃশ্য নহে, সুতরাং অনাদি ছয়টী ভিন্ন দৃশ্যত্ব বলিবার আবশ্যকতা নাই। বিশুদ্ধচৈতন্য ভিন্নও অনাদি পাঁচটী ভিন্ন দৃশ্যত্বই উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের প্রয়োজক।

অনাদিভিন্ন দৃশ্যমাত্রের উৎপত্তিতে শ্রুতিপ্রমাণ।

অনাদিভিন্ন দৃশ্যমাত্রই যে উৎপন্ন হয়, তাহা "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ আছে। "ইমানি ভূতানি" এইস্থলে ভূতপদের অর্থ—দৃশ্যমাত্র, এবং "ইমানি" পদের অর্থ—অবিদ্যাদি অনাদিভিন্ন।

অনাদিভিন্ন দৃশ্যস্বরূপবস্তুস্বভাবই উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের প্রয়োজক।

এই বস্তুর স্বভাবই উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের প্রয়োজক, অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের সমনিয়ত। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহা অনাদিভিন্ন দৃশ্য। আর যাহা অনাদিভিন্ন দৃশ্য, তাহারই উৎপত্তি আছে। সুতরাং **অনিষিদ্ধস্বরূপকে প্রয়োজক না বলিয়া বস্তুস্বভাবকেই**

প্রয়োজক বলিতে হইবে। অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব যেমন উৎপত্ত্যাদি-মত্ত্বের ব্যাপ্য নহে, যেহেতু পূর্ব্বপক্ষীর মতে আকাশাদিতে তাহার ব্যভিচার আছে; তদ্রূপ উহা ব্যাপকও নহে, যেহেতু উৎপত্ত্যাদিমান হইলেই অনিষিধ্যমান হইবে—এরূপ নহে। উৎপত্ত্যাদিবিশিষ্ট শুক্তি-রজতে "শুক্তৌ রূপ্যং নাস্তি" এইরূপ অনুভব হয় বলিয়া নিষেধবিষয়ক অনুভব রহিয়াছে এবং "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতির দ্বারা উৎপত্তিমান প্রপঞ্চের নিষেধ হয় বলিয়া নিষেধবিষয়ক শ্রুতিও রহিয়াছে, সুতরাং অনুভব ও শ্রুতির দ্বারা শুক্তিরজতাদির নিষিদ্ধস্বরূপত্ব প্রমিতই রহিয়াছে, অথচ তাহার উৎপত্ত্যাদি আছে। সুতরাং উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের ব্যাপক অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব হইল না। অতএব উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বের সম-নিয়তরূপে অনাদিভিন্ন দৃশ্যত্বকেই প্রয়োজক স্বীকার করা হইয়াছে। আর তাহা কল্পিত শুক্তিরজতাদিতেও রহিয়াছে। উৎপত্ত্যাদির সম-নিয়ত প্রয়োজক কল্পিতরজতাদিতে আছে বলিয়া তাহার উৎপত্ত্যাদির অসম্ভাবনা নাই। সুতরাং নিষিদ্ধস্বরূপ হইয়াও তাহার উৎপত্ত্যাদি সিদ্ধই হইবে। অতএব পূর্ব্বপক্ষী যে নিষিধ্যমান বস্তুর উৎপত্ত্যাদি মত্ত্বে পূর্ব্বে চারিটী আপত্তি করিয়াছিলেন সে সকলই নিরস্ত হইল।

সিদ্ধান্তমতে মতহানিদোষের শঙ্কা।

যদি বলা হয়—শুক্তিতে "রজত নাই" এইরূপ ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতীতিতে যদি স্বরূপতঃ শুক্তিরজতই প্রতিযোগিরূপে ভাসমান হয় স্বীকার করা যায়, যাহা সিদ্ধান্তী স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্তি-গণের মতহানি হইয়া পড়ে। যেহেতু তাঁহারা বলিয়াছেন—শুক্তিতে যে রজতের নিষেধ প্রতীত হয়, তাহাতে অর্থাৎ শুক্তিতে 'রজত নাই' এইরূপ নিষেধপ্রতীতিতে শুক্তিতে প্রতীয়মান যে আপণস্থরজত, তাহাই স্বরূপতঃ নিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'রজতং নাস্তি' এই নিষেধের প্রতিযোগি স্বরূপতঃ আপণস্থরজত, কিন্তু স্বরূপতঃ প্রাতিভাসিক

রজত নহে। স্বরূপতঃ প্রাতিভাসিক রজতের নিষেধ বলিলে তাঁহাদেরই মতহানি হইয়া পড়িল। আপণস্থ রজত ব্যাবহারিক, প্রাতিভাসিক নহে। অথবা প্রাতিভাসিক রজত উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হইলে অর্থাৎ উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী আপণস্থরজত না হইয়া যদি প্রাতিভাসিক রজত হয়, তবে পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধের প্রতিযোগী হইবে, কিন্তু স্বরূপতঃ নহে। স্বরূপতঃ নিষেধ হইলে প্রতিযোগী হইবে ব্যাবহারিক রজত। আর প্রাতিভাসিক রজত প্রতিযোগী হইলে প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক হইবে পারমার্থিকত্ব—ইহাই অদ্বৈতবাদী আচার্য্য-গণের উক্তি। সুতরাং এস্থলে সিদ্ধান্তী যে উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী স্বরূপতঃ প্রাতিভাসিক রজতকে বলিতেছেন, তাহাতে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতের সহিত সিদ্ধিকারের কথায় বিরোধই হইতেছে।

সিদ্ধান্তীর মতে মতহানি দোষ নাই।

পূর্ব্বপক্ষিগণ যে, পূর্ব্বাচার্য্যোক্তিবিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে; যেহেতু পূর্ব্বাচার্য্যগণের আশয় তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। কারণ, আচার্য্যগণের উক্তি যথা—**ত্রৈকালিকনিষেধং প্রতি স্বরূপেণ আপণস্থরূপ্যং পারমার্থিকত্বাকারেণ প্রাতি-ভাসিকং বা প্রতিযোগি।** এখানে স্বরূপতঃ আপণস্থরজত নিষেধের প্রতিযোগী হয় "এই আচার্য্যোক্তির আপণস্থ রজতপদের সহিত পরবর্ত্তী প্রাতিভাসিক পদের অভেদে অন্বয় হয়। আর 'সমস্ত বাক্যই সাবধারণ' এই ন্যায়ানুসারে "প্রাতিভাসিক" এই শব্দের পর "এব"কার যোগ করিতে হইবে। আর তাহাতে অর্থ হইবে এই যে, পারমার্থিকলৌকিক রজতের সহিত অভেদে প্রতীত প্রাতিভাসিক রজতই প্রতিযোগী হইয়া থাকে। আর তাহাতে আচার্য্যবাক্যে যে "বা" শব্দটী আছে, তাহারও অনুপপত্তি নাই। উক্ত আচার্য্যবাক্যদ্বারা আপাততঃ বোধ হইয়াছিল যে, ব্যাবহারিক রজত স্বরূপতঃ নিষেধের প্রতিযোগী, অথবা প্রাতি-

ভাসিক রজত পারমার্থিকত্বাকারে নিষেধের প্রতিযোগী ? প্রতিযোগী ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক।

আচার্য্যবাক্যের অর্থ নির্ণয়।

কিন্তু এতাদৃশ অর্থ উক্ত আচার্য্যবাক্যের নহে। ব্যাবহারিক রজত নিষেধের প্রতিযোগী—ইহা উক্ত বাক্যের অর্থই নহে, কিন্তু প্রাতি-ভাসিক রজতই প্রতিযোগী ইহাই অর্থ। আর সেই প্রাতিভাসিকরজত লৌকিকপরমার্থ রজতাভেদে প্রতীত। এই ব্যাবহারিক রজতাভেদে প্রতীত প্রাতিভাসিক রজত নিষেধের প্রতিযোগী হইলেও প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদক "স্বরূপ" বা "পারমার্থিকত্ব"। এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-দ্বয়ের কোন একটীতে সিদ্ধান্তীর আগ্রহবিশেষ নাই। তাহাই সূচনা করিবার জন্য আচার্য্যবাক্যে "বা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাতিভাসিক-রজতনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক 'স্বরূপও' হইতে পারে, 'পার-মার্থিকত্ব'ও হইতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে এই গ্রন্থে ইহাই বলা হইয়াছে। ব্যাবহারিক রজত, নিষেধের প্রতিযোগী হইবে—ইহা কোন আচার্য্যেরই অভিপ্রেত নহে।

আচার্য্যবাক্যের প্রদর্শিত অর্থের প্রমাণ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি প্রমাণ অনুসারে উক্ত আচার্য্য-বাক্যের এরূপ ব্যাখ্যা করা হইল ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বিবরণ-কারের উক্তি অনুসারেই উক্ত আচার্য্যবাক্যের ওরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন "প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিক অভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব"। আর উক্ত মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষই বটে। যেহেতু বাধকজ্ঞানে প্রতিপন্ন উপাধিতে অভাবপ্রতিযোগিরূপে রজত ভাসমান হইয়া থাকে। ইহাই বিবরণাচার্য্যের উক্তি। প্রতিপন্ন উপাধিতে যে রজত নিষেধপ্রতিযোগিরূপে ভাসমান হয়, তাহা প্রাতিভাসিকই বটে। বিবরণাচার্য্যের উক্তিতে "রজত প্রাতিভাসিক" এরূপ কোন কথা না

থাকিলেও প্রতিপন্ন উপাধিতে নিষেধের প্রতিযোগী বলায় স্বপ্রকারকধী-বিশেষ্যই উক্ত প্রতিপন্ন উপাধি পদের অর্থ বলিয়া পুরোবর্ত্তি বস্তুতে প্রাতীতিক রজতই ভ্রমে ভাসমান হয়, সুতরাং "স্ব"পদদ্বারা উক্ত প্রাতীতিক রজতকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আর তদনুসারেই আচার্য্যের উক্তিতে রজতপদের অর্থ প্রাতিভাসিক রজত করা হইয়াছে।

অনাস্থাসূচক বা শব্দের অর্থে শঙ্কা।

আর যদি বলা যায় যে, অনাস্থাতে যে "বা"শব্দপ্রযুক্ত বলা হইয়াছে, তাহা ত সঙ্গত নহে; যেহেতু ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিতা স্বরূপতঃ বা পারমার্থিকত্বরূপে বলিলে যদি কোন দোষ না থাকিত, অর্থাৎ দুইটী কল্পই যদি নির্দ্দোষ হইত, তবেই অনাস্থা বলা যাইতে পারিত। কিন্তু পারমার্থিকত্বরূপে প্রতিযোগিতা বলিলে যে অনবস্থা দোষ হয়, তাহা ত পূর্ব্বপক্ষী পূর্ব্বেই বলিয়াছেন।

পারমার্থিকত্ব পক্ষে অনবস্থা দোষ উদ্ধার।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পারমার্থিকত্বপদের যাদৃশ অর্থ লইয়া পূর্ব্বপক্ষী অনবস্থা দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাদৃশ অর্থ পারমার্থিকত্ব পদের নহে, কিন্তু **জ্ঞানানিবর্ত্ত্যমাত্রবিশেষ্যক ধীই পারমার্থিকত্ব পদের অর্থ**। আর তাহাতে অনবস্থা দোষের প্রসক্তি হয় না। 'স্বরূপেণ' ও 'পারমার্থিকত্বেন' এই দুইটী তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ—অবচ্ছিন্নত্ব; আর প্রতিযোগিতার সহিত তাহার অন্বয় হইবে। তাহাতে অর্থ হইবে যে, স্বরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা ও পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা। উক্ত আচার্য্যবাক্যে আপণস্থ রূপ্যশব্দ ব্যাবহারিক-রজতের সহিত অভেদে প্রতীত প্রাতিভাসিক রজতের বোধক, কিন্তু আচার্য্যবাক্যে আপণস্থ রূপ্যশব্দ—এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইল কেন—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিকার **"এতাবদ্ উক্তিশ্চ"** এই বলিয়া ঐরূপ বলিবার তাৎপর্য্য কি, তাহাই দেখাইতেছেন।

ভ্রমে ভাসমান রজতের প্রাতিভাসিকত্ব ও ব্যাবহারিকত্ব। ১৯

ভ্রমে ভাসমান রজতটী প্রাতিভাসিক রজত, আর নিষেধপ্রতিযোগী অর্থাৎ বাধ্য রজতটী আপণস্থ রজত—এরূপ হইলে **ভ্রম ও বাধের বৈয়ধিকরণ্য দোষ** হয়। সুতরাং এই বৈয়ধিকরণ্য দোষ নিবারণ করিবার জন্য অবশ্য বলিতে হইবে যে, পুরোবর্ত্তিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিরূপে বাধকজ্ঞানের বিষয় প্রাতীতিক রজতই হইবে। ভ্রম-জ্ঞানের বিষয় প্রাতীতিক রজত এবং বাধজ্ঞানের বিষয়ও প্রাতীতিক রজত—এরূপ যদি হয়, তাহা হইলে আর তাহাতে ভ্রম ও বাধের বৈয়ধি-করণ্য দোষ হয় না। উক্ত আচার্য্যবাক্যের অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা ভ্রমে প্রতীত রজতকে পুরোবর্ত্তী বস্তুর সহিতই অর্থাৎ ইদন্তরূপে শুক্তির সহিতই অভেদে ভাসমান হয়—বলেন, তাঁহাদের মতের নিরাসের জন্যই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রাতীতিক রজত কেবল পুরোবর্ত্তী বস্তুর সহিতই অভেদে প্রতীত হয়—এরূপ মত আচার্য্যের নহে; আচার্য্যের মত এরূপ হইলে ব্যাবহারিকরজতপ্রার্থী ব্যক্তির শুক্তিরজতদর্শনে রজতাহরণের প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। বস্তুতঃ এই অভিপ্রায়টী তত্ত্বদীপিকার উক্তিতে সমর্থিতও হইবে। অর্থাৎ **ভ্রমে ভাসমান রজত যেমন পুরোবর্ত্তী ইদংবস্তুর সহিত অভেদে প্রতীত হয়, সেইরূপ লৌকিকপরমার্থ অর্থাৎ ব্যাবহারিক রজতের সহিতও অভেদে প্রতীত হইয়া থাকে।** আর তাহা হয় বলিয়া লৌকিকপরমার্থ রজতপ্রার্থী ব্যক্তি ইদংকারাস্পদীভূত বস্তুর দিকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, আর এজন্য ভ্রম ও বাধের বৈয়ধিকরণ্য দোষও হয় না, অর্থাৎ ভ্রমে ভাসমান রজতটী যে রজত, নিষেধের প্রতিযোগী রজতটীও সেই রজত হয়। সুতরাং আচার্য্যবাক্যের সহিত কোন বিরোধ ঘটিতেছে না। এক্ষণে তত্ত্বদীপিকাকারের বাক্যদ্বারা এই কথাই সমর্থন করা হইতেছে। ২০

তত্ত্বপ্রদীপিকার উক্তির দ্বারা সমর্থন। (৪৮২পৃঃ —)

তদুক্তং তত্ত্বপ্রদীপিকায়াং—"তস্মাৎ 'লৌকিকপরমার্থ-রজতমেব নেদং রজতম্ ইতি নিষেধপ্রতিযোগি' ইতি পূর্ব্বাচার্য্যাণাং বাচোযুক্তিরপি পুরোবর্ত্তিনি রজতার্থিনঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ লৌকিকপরমার্থরজতাত্মত্বেন অপরোক্ষতয়া প্রতীতস্য কালত্রয়েঽপি লৌকিকপরমার্থরজতমিদং ন ভবতি ইতি নিষেধপ্রতিযোগিতাম্ অঙ্গীকৃত্য নেতব্যা" (৮০ পৃঃ) ইতি।২১

উক্তবাক্যের আশয়প্রকাশ।

অয়ম্ আশয়ঃ—একবিভক্ত্যন্তপদোপস্থাপিতে ধর্ম্মিণি প্রতিযোগিনি চ নঞঃ অন্যোন্যাভাববোধকত্বনিয়মস্য ব্যুৎপত্তিবলসিদ্ধত্বাৎ "ঘটঃ পটো ন ভবতি" ইতিবাক্যবৎ "ইদং রজতং ন ভবতি" ইতিবাক্যস্য অন্যোন্যাভাববোধকত্বে স্থিতে অভিলাপজন্যপ্রতীতিতুল্যত্বাৎ অভিলপ্যমানপ্রতীতেঃ "নেদং রজতম্" ইতিবাক্যাভিলপ্যপ্রতীতেঃ অন্যোন্যাভাববিষয়ত্বমেব।২২

তথাচ ইদংশব্দনির্দ্দিষ্টে পুরোবর্ত্তিপ্রাতীতিকরজতে রজতশব্দনির্দ্দিষ্ট-ব্যাবহারিকরজতান্যোন্যাভাবপ্রতীতেঃ আর্থিকং মিথ্যাত্বম্, "নাত্র রজতম্" ইতি বাক্যাভিলপ্যা তু প্রতীতিঃ অত্যন্তাভাববিষয়া, ভিন্নবিভক্ত্যন্তপদোপস্থাপিতয়োরেব ধর্ম্মিপ্রতিযোগিনোঃ নঞঃ সংসর্গাভাববোধকত্বনিয়মাৎ।২৩। সা চ পুরোবর্ত্তিপ্রতীতরজতস্যৈব ব্যাবহারিকম্ অত্যন্তাভাবং বিষয়ীকরোতি ইতি কণ্ঠোক্তমেব মিথ্যাত্বম্।২৪। অতঃ ন অপসিদ্ধান্তঃ ন অন্যথাখ্যাত্যাপত্তিঃ ন বা গ্রন্থবিরোধঃ—ইতি অনবদ্যম্।২৫

অনুবাদ।

২১। "ত্রৈকালিকনিষেধং প্রতি স্বরূপেণ আপণস্থং রূপ্যং পারমার্থিকত্বাকারেণ প্রাতিভাসিকং বা প্রতিযোগি" (৪৮২ পৃঃ) এই পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যবাক্যের অন্তর্গত আপণস্থ পদের যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া মূলকারের প্রদর্শিত অর্থই কেন গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি মূলকার প্রদর্শিত ব্যাখ্যাতে প্রাচীন আচার্য্যগণের সম্মতি দেখাইতেছেন—"তদুক্তং তত্ত্বপ্রদীপিকায়াম্" ইত্যাদি। তত্ত্বপ্রদীপিকা গ্রন্থে চিৎসুখাচার্য্য, বিবরণাচার্য্যের—

"তস্মাৎ লৌকিকপরমার্থরজতমেব নেদং রজতম্ ইতি নিষেধপ্রতিযোগি"।

এই বাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ভ্রম ও বাধের বৈয়ধিকরণ্য হয় বলিয়া দেশান্তরে প্রমিত ব্যাবহারিকরজত—এই নিষেধের প্রতিযোগী নহে, কিন্তু প্রাতিভাসিক রজতই এই নিষেধের প্রতিযোগী। ব্যাবহারিক রজত এই নিষেধের প্রতিযোগী হইলে জগতে কোথাও ব্যাবহারিক রজত থাকিতে পারিত না, ইত্যাদি। চিৎসুখাচার্য্য স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী প্রাতিভাসিক রজত, কিন্তু ব্যাবহারিক রজত নহে।

কিন্তু এই চিৎসুখাচার্য্যের মতে প্রাতিভাসিক রজতই যদি উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বিবরণাচার্য্যের বাক্যের সহিত বিরোধ ঘটিবে। যেহেতু বিবরণাচার্য্য লৌকিকপরমার্থ রজতকেই অর্থাৎ ব্যাবহারিক রজতকেই "নেদং রজতম্" এইরূপ নিষেধের প্রতিযোগী বলিয়াছেন। এই বিরোধ পরিহারের জন্য চিৎসুখাচার্য্য উক্ত তত্ত্বপ্রদীপিকাগ্রন্থে বলিয়াছেন যে,—

"পূর্ব্বাচার্য্যানাং বাচোযুক্তিরপি পুরোবর্ত্তিনি রজতার্থিনঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ লৌকিকপরমার্থরজতাত্মত্বেন অপরোক্ষতয়া প্রতীতস্য কাল-

ভ্রমেঽপি লৌকিকপরমার্থরজতম্ ইদং ন ভবতি ইতি নিষেধপ্রতি-
যোগিত্বম্ অঙ্গীকৃত্য নেতব্যা"।

ইহার অর্থ এই—পূর্ব্বাচার্য্য অর্থাৎ বিবরণাচার্য্য যে ব্যাবহারিক রজতকে "নেদং রজতং" এই নিষেধের প্রতিযোগী বলিয়াছেন, তাহা "ইদং" অর্থাৎ প্রাতিভাসিক রজত "লৌকিকপরমার্থরজতং ন ভবতি" অর্থাৎ ব্যাবহারিক রজত হয় না। অভিপ্রায় এই যে, প্রাতিভাসিক রজত ব্যাবহারিক রজত হইতে ভিন্ন—এই প্রকার ভেদরূপ নিষেধের প্রতি যোগিতা ব্যাবহারিক রজতে আছে বলিয়া বিবরণাচার্য্য ব্যাবহারিক রজতকেই নিষেধের প্রতিযোগী বলিয়াছেন। অত্যন্তাভাবের প্রতি-যোগিতা ব্যাবহারিক রজতে আছে—এরূপ বিবরণাচার্য্য বলেন নাই।

কিন্তু ইহাতে এই আপত্তি হয় যে, প্রাতিভাসিকরজতে যদি ব্যাব-হারিক রজতের তাদাত্ম্য প্রসক্ত হইত, তবেই ভেদরূপ নিষেধের প্রতি-যোগিত্ব ব্যাবহারিক রজতে স্বীকার করা যাইত। কারণ, নিষেধমাত্রই প্রসক্তিপূর্ব্বক হইয়া থাকে। প্রাতিভাসিক রজতে ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্য প্রসক্তই নহে বলিয়া ভেদরূপ নিষেধের প্রতিযোগিতা ব্যাব-হারিক রজতে কিরূপে স্বীকার করা যাইবে?

আর স্বীকার করিলে ভ্রম ও বাধের বৈয়ধিকরণ্য দোষই ঘটিবে। এজন্য বলিতেছেন "পুরোবর্ত্তিনি রজতার্থিনঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ লৌকিক-পরমার্থরজতাত্মত্বেন অপরোক্ষতয়া প্রতীতস্য ইতি" অর্থাৎ পুরোবর্ত্তি প্রাতিভাসিক রজতে রজতার্থীর অর্থাৎ সত্যরজতপ্রাপ্তি আমার হউক—এইরূপ ইচ্ছাবানের, লৌকিকপরমার্থরজতের সহিত অভেদে প্রত্যক্ষরূপে প্রতীত প্রাতিভাসিক রজতে, অর্থাৎ ইহাই পরমার্থ সত্য রজত—এইরূপে প্রতীত প্রাতিভাসিক রজতে ব্যাবহারিক রজতের ভেদ "নেদং রজতং" এই বাধবুদ্ধির দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—প্রাতিভাসিক রজতে ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্য প্রসক্তই বটে। যদি

প্রাতিভাসিক রজতে ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্য প্রসক্ত না হইত, তবে ব্যাবহারিকরজতপ্রার্থী ব্যক্তির প্রাতিভাসিক রজতে প্রবৃত্তি হইত না।

আর ইহাতে এরূপ আপত্তি করা যায় না যে, "নেদং রজতং" এই নিষেধের প্রতিযোগী প্রাতিভাসিক রজত না হইয়া দেশান্তরস্থিত ব্যাবহারিক রজত যদি হইল তবে, অন্যথাখ্যাতির আপত্তি ঘটিবে। কারণ, অন্যথাখ্যাতিবাদিগণের মতে দেশান্তরস্থিত বস্তুই ভ্রমে ভাসমান হয় এবং তাহাই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, ইত্যাদি। আর এস্থলেও তাহাই হইল।

ইহার উত্তর এই যে, প্রাতিভাসিক রজত যেমন তৎকালোৎপন্ন বলিয়া মিথ্যা, এইরূপ প্রাতিভাসিক রজতে ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্যসম্বন্ধও প্রাতিভাসিক রজতের মতই তৎকালোৎপন্ন বলিয়া মিথ্যা। এই তাদাত্ম্যসংসর্গের মিথ্যাত্বপ্রযুক্ত ইহাকে অন্যথাখ্যাতির আপত্তি হইতে পারে না। আর এই তাদাত্ম্যসংসর্গের সংসর্গী যে প্রাতিভাসিক রজত তাহাও মিথ্যা বলিয়া অন্যথাখ্যাতির কোনই সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। ইহাই উক্ত চিৎসুখাচার্য্যের বাক্যের অর্থ।২১

২২। যদি বলা যায়—পূজ্যপাদ চিৎসুখাচার্য্য "নেদং রজতং" এই নিষেধের প্রতিযোগী ব্যাবহারিক রজত এবং অনুযোগী সেই প্রাতিভাসিক রজত—বলিয়াছেন। আর সেই নিষেধটীও অত্যন্তাভাব নহে, কিন্তু অন্যোন্যাভাব—ইহাও বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে বিবরণবাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে, কারণ পঞ্চপাদিকাগ্রন্থে বলা হইয়াছে—

"নেদং রজতম্ ইতি বাধোঽপি রজতস্য মায়াময়ত্বং সূচয়তি"।

অর্থাৎ "ইহা রজত নহে" এইরূপ বাধও রজতের মায়াময়ত্বকে সূচিত করে। আর ইহার টীকা বিবরণগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে,

"প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বম্, তৎ চ বাধকজ্ঞানে রজতং প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিতয়া অবভাসতে ইতি প্রত্যক্ষম্।"

অর্থাৎ প্রতিপন্ন উপাধিতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, আর "নেদং রজতং" এই প্রাত্যক্ষিক বাধকজ্ঞানে প্রতিপন্নোপাধিতে অভাব-প্রতিযোগিত্বরূপ এই মিথ্যাত্ব রজতে ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিবরণাচার্য্য "নেদং রজতং" এই নিষেধটীকে অত্যন্তাভাবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং চিৎসুখাচার্য্য অন্যোন্যাভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। আর বিবরণাচার্য্য এই নিষেধের প্রতি-যোগিতা প্রাতিভাসিক রজতে আছে,—বলিয়াছেন। আর চিৎ-সুখাচার্য্য ব্যাবহারিক রজতে আছে—বলিয়াছেন। সুতরাং চিৎ-সুখাচার্য্যপ্রদর্শিত ব্যাখ্যা বিবরণাচার্য্যের প্রদর্শিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ হইল, ইত্যাদি।

এই বিরোধ পরিহার করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—"**অয়ম্ আশয়ঃ**" ইত্যাদি। পঞ্চপাদিকাগ্রন্থে "নেদং রজতং" এইরূপ যে প্রাত্যক্ষিক বাধজ্ঞান দেখান হইয়াছে, তাহা যদি অত্যন্তাভাববিষয়ক না হইয়া অন্যোন্যাভাববিষয়কও হয়, তবেও রজতের আর্থিক মিথ্যাত্ব হইতে পারে। ইহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—"**একবিভক্ত্যন্ত-পদোপস্থাপিতে**" ইতি। মূলস্থিত ধর্ম্মী পদের অর্থ—নিষেধের অনু-যোগী এবং প্রতিযোগী পদের অর্থ—নিষেধ্য। নিষেধের অনুযোগী এবং প্রতিযোগী যদি সমানবিভক্ত্যন্তপদোপস্থাপিত হয়, অর্থাৎ অনু-যোগিবোধক পদের পরে যে বিভক্তি থাকিবে, সেই জাতীয় বিভক্তি যদি প্রতিযোগিবোধকপদের পরেও থাকে; যেমন, অনুযোগিবোধক ও প্রতিযোগিবোধকপদদ্বয় যদি প্রথমাবিভক্ত্যন্ত হয় বা দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত হয়, তবেই তাদৃশ অনুযোগী ও প্রতিযোগিবোধকপদ-সমভিব্যাহৃত নঞ অন্যোন্যাভাবের বোধক হইয়া থাকে। যেমন "ঘটঃ পটো ন" এখানে ঘটপদটী নিষেধের অনুযোগিবোধক প্রথমান্ত এবং পটপদটী নিষেধের প্রতিযোগিবোধক প্রথমান্ত বলিয়া নঞটী এখানে অন্যোন্যা-

ভাবের বোধক হইয়াছে। অর্থাৎ পটের অন্যোন্যাভাব ঘটে প্রতীত হইতেছে। এইরূপে নঞ্ এর অন্যোন্যাভাববোধকত্বে হেতু দেখাইতেছেন—**"নঞঃ অন্যোন্যাভাববোধকত্বনিয়মস্ত ব্যুৎপত্তিবলসিদ্ধত্বাৎ"** ইতি। যেস্থলে একজাতীয় বিভক্তিযুক্ত নামদ্বয় হইবে, সেস্থলে তাদৃশ নামদ্বয়সমভিব্যাহৃত নঞ্দ্বারা অন্যোন্যাভাবের বোধ হইয়া থাকে। ইহাই কার্যাকারণভাবরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা সিদ্ধ। অভিপ্রায় এই যে, যেস্থলে বিশেষ্য ও বিশেষণে অভেদসম্বন্ধে অন্বয় হয়, সেস্থলেই নঞ্দ্বারা অন্যোন্যাভাবের বোধ হইয়া থাকে। যেমন "ঘটঃ নীলঃ" বলিলে ঘটে নীলের অভেদসম্বন্ধে অন্বয় হয়, আর "ঘটো ন নীলঃ" বলিলে ঘটে নীলের ভেদই ভাসমান হইয়া থাকে। নামার্থদ্বয়ের অভেদে বোধ হইতে গেলে বিশেষ্য ও বিশেষণপদের সমানবিভক্তিকত্ব থাকা চাই। অথবা বিরুদ্ধ বিভক্তি না থাকা চাই। বিশেষ্য ও বিশেষণপদের সমানবিভক্তিকত্ব বলিতে একজাতীয় বিভক্ত্যন্ত বুঝিতে হইবে। আর বিভক্তির একজাতীয়ত্ব বলিতে প্রথমাত্ব দ্বিতীয়াত্বাদিরূপে বুঝিতে হইবে।

এই প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তি অনুসারে মূলকার প্রয়োগ দেখাইতেছেন—**ঘটঃ পটঃ ন ভবতি ইতি বাক্যবৎ ইতি।** ঘটপদ ও পটপদ একজাতীয়বিভক্ত্যন্ত বলিয়া এস্থলে নঞ্ অন্যোন্যাভাবের বোধক হইবে। আর তাহাতে পটের ভেদ ঘটে প্রতীত হইবে। এই দৃষ্টান্তানুসারে প্রকৃতস্থলে উপযোগ দেখাইতেছেন—**"ইদং রজতং ন ভবতি ইতি বাক্যস্ত অন্যোন্যাভাববোধকত্বে স্থিতে"** ইত্যাদি। অর্থাৎ বিভক্তিবিভাজক প্রথমাত্বদ্বিতীয়াত্বাদিরূপে একজাতীয়বিভক্ত্যন্ত অনুযোগী ও প্রতীযোগীর বোধকপদসমভিব্যাহৃত নঞ্পদদ্বারা অন্যোন্যাভাবের বোধ হয় বলিয়া "ইদং রজতং ন ভবতি" এস্থলেও নঞ্দ্বারা অন্যোন্যাভাবেরই বোধ হইবে। আর তাহাতে "ইদং" পদের অর্থ প্রাতিভাসিক রজতে, "রজত" পদের অর্থ ব্যাবহারিক রজতের

অন্যোন্যাভাবের বোধ হইবে। অর্থাৎ ব্যাবহারিক রজতের ভেদবিশিষ্ট প্রাতিভাসিকরজত—ইহাই প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তিদ্বারা লব্ধ হইতেছে।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, পঞ্চপাদিকাতে উক্ত "নেদং রজতম্" এই প্রাত্যক্ষিক বাধের বিষয়টী কি ভেদ, কি অত্যন্তাভাব, এবং প্রতিযোগী প্রাতিভাসিক রজত কি ব্যাবহারিক রজত—ইহাই নিরূপণ করিবার জন্য এই বিচার আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই প্রদর্শিত বিচার নিতান্ত নিষ্ফল। কারণ, শব্দরীতি অনুসরণ করিয়া প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় নিরূপিত হইতে পারে না। প্রত্যুত প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়নিরূপণে শব্দরীতির অনুসরণ নিতান্ত অনুপযুক্ত। এইরূপ আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার অভিপ্রায়ে মূলকার বলিতেছেন—"**অভিলাপজন্যপ্রতীতিতুল্যত্বাৎ অভিলপ্যমানপ্রতীতেঃ**"। অভিলাপ পদের অর্থ বাক্য। এস্থলে নঞ্‌পদযুক্ত "নেদং রজতম্" এই বাক্যই অভিলাপ। তাদৃশ বাক্যজন্য শাব্দপ্রতীতিই অভিলাপজন্যপ্রতীতি। এই অভিলাপজন্য শাব্দপ্রতীতির সমানবিষয়ক অভিলাপ্যমানপ্রতীতি হইবে। মূলে "তুল্য" কথাটী সমানবিষয়ক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অভিলাপ্যমান প্রতীতি এস্থলে "নেদং রজতং" এই প্রাত্যক্ষিক বাধজ্ঞান। "নেদং রজতং" এইরূপ প্রাত্যক্ষিকবাধজ্ঞানবান্ পুরুষ, শ্রোতৃপরপুরুষের স্বীয় প্রাত্যক্ষিকবাধজ্ঞানসমানাকার জ্ঞানান্তর সম্পাদন করিবার জন্য "নেদং রজতং" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপে প্রযুক্ত অভিলাপবাক্য হইতে যাদৃশ বোধ উৎপন্ন হইবে, অভিলপ্যমান সেই প্রাত্যক্ষিক বাধজ্ঞানেরও তাদৃশ আকার নিশ্চিত হইয়া থাকে। আর তাহাতে "নেদং রজতং" এইরূপ অভিলাপবাক্যজন্য শাব্দপ্রতীতি ভেদবিষয়ক হইতেছে বলিয়া অভিলপ্যমান "নেদং রজতং" এই প্রাত্যক্ষিকবাধজ্ঞানেরও ভেদবিষয়কত্বই নিশ্চিত হইবে। অর্থাৎ তাদৃশ প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ও ভেদই হইবে। আর ইহাতে প্রত্যক্ষজ্ঞাননিরূপণে

শব্দরীতির অনুসরণ নিরর্থক—এইরূপ আপত্তিও নিরস্ত হইল। যেহেতু অভিলপ্যমানপ্রতীতি অভিলাপবাক্যজন্য শাব্দপ্রতীতির সমানাকার হইয়া থাকে। আর তাহাই মূলকার বলিতেছেন—"**নেদং রজতং ইতি বাক্যাভিলপ্যপ্রতীতেঃ অন্যোন্যাভাববিষয়ত্বমেব**"। "নেদং রজতম্" এইরূপ বাক্যদ্বারা অভিলপ্যমানপ্রতীতি "নেদং রজতম্" ইত্যাকার প্রাত্যক্ষিকবাধনিশ্চয়, অর্থাৎ প্রাত্যক্ষিকবাধনিশ্চয়ই এস্থলে বাক্যাভিলপ্যপ্রতীতি। এই প্রাত্যক্ষিকবাধনিশ্চয়ের বিষয় ভেদই, অত্যন্তাভাব নহে—ইহা সিদ্ধ হইল।' এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে "নেদং রজতং" ইত্যাকারক প্রাত্যক্ষিক বাধ ব্যাখ্যাত হইল।২২

২৩। এখন প্রদর্শিত ব্যাখ্যাতে আপত্তি এই যে, যদি "নেদং রজতম্" এই প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানটী অত্যন্তাভাববিষয়ক না হইয়া ভেদবিষয়কই সিদ্ধ হইল, আর তাহাতে "ইদং" বস্তু প্রাতিভাসিকরজতে, রজতবস্তু ব্যাবহারিকরজতের ভেদ সিদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাতে প্রাতিভাসিকরজতের প্রতিপন্নোপাধিরতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল কিরূপে? ব্যাবহারিকরজতভেদের অনুযোগিতা প্রাতিভাসিকরজতে আছে বলিয়াই প্রাতিভাসিকরজতের মিথ্যাত্ব হয় না। অর্থাৎ প্রাতিভাসিকরজত ব্যাবহারিক রজত হইতে ভিন্ন হইলেই প্রাতিভাসিকরজত মিথ্যা হইল না, আর মিথ্যাত্বসিদ্ধি না হইলেই বা পঞ্চপাদিকার "নেদং রজতম্" এই প্রাত্যক্ষিকবাধও প্রাতিভাসিকরজতের মিথ্যাত্ব সূচনা করে—বলিলেন কিরূপে? এইরূপ মনে করিয়া প্রাতিভাসিক রজতে ব্যাবহারিক রজতের ভেদ সিদ্ধি হইলে প্রাতিভাসিক রজতের আধিক মিথ্যাত্বসিদ্ধি হয়—ইহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—"**তথা চ**" ইতি। প্রাত্যক্ষিক বাধের অভিলাপ বাক্য "নেদং রজতম্" এই বাক্য। এই বাক্যের ঘটক "ইদং" শব্দদ্বারা পুরোবর্তি প্রাতীতিক রজত নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর রজত শব্দদ্বারা ব্যাবহারিক রজত নির্দিষ্ট

হইয়াছে। আর নঞ্‌দ্বারা সেই প্রাতীতিক রজতে ব্যাবহারিক রজতের ভেদ দেখান হইয়াছে। তাহাতে প্রাতীতিক রজতের মিথ্যাত্ব "অর্থাৎ" জ্ঞাপিতই হইতেছে। যেরূপে সেই মিথ্যাত্ব জ্ঞাপিত হয়, তাহা এই—

প্রাতীতিক রজত মিথ্যা, অর্থাৎ প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধ প্রতিযোগী, (প্রতিজ্ঞা)।

যেহেতু ব্যাবহারিকরজত হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। (হেতু)।

পুরোবর্ত্তি প্রাতিভাসিক রজতের মিথ্যাত্ব স্বীকার না করিলে তাহাতে যে ব্যাবহারিক রজতের ভেদ প্রতীত হয়, তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। এজন্য প্রতীত ব্যাবহারিক রজতের ভেদই পুরোবর্ত্তি প্রাতিভাসিক রজতের মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। আর এই জন্যই পঞ্চপাদিকা গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, তাদৃশ বাধ প্রাতিভাসিক রজতের মিথ্যাত্ব সূচনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশ বাধের বিষয় মিথ্যাত্ব হয়—এরূপ বলা হয় নাই। **এজন্য অন্যোন্যাভাববিষয়ক বাধজ্ঞানদ্বারা সাক্ষাৎ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না, কিন্তু "অর্থাৎ" মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়।** সাক্ষাৎমিথ্যাত্ব বলিতে গেলে বাধজ্ঞানটী অত্যন্তাভাববিষয়ক হওয়া চাই। আর সেইজন্য এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণটী অত্যন্তাভাবঘটিত।

যদি বল "নেদং রজতং" এইরূপ প্রাত্যক্ষিকবাধজ্ঞানদ্বারা প্রাতিভাসিক রজতের আর্থিক মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলেও এই ভেদবিষয়ক বাধজ্ঞানে পঞ্চপাদিকাকার যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিবরণপ্রসঙ্গে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এই বাধজ্ঞানের বিষয়ীকৃত প্রাতিভাসিক রজত প্রতিপন্নোপাধিতে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়াই ভাসমান হইয়া থাকে, ইত্যাদি—এইরূপ বিবরণাচার্য্যের উক্তি অসঙ্গত, কারণ উক্ত বাধজ্ঞানে অত্যন্তাভাব বিষয় হয় না।

কিন্তু এরূপ আশংকা অসঙ্গত। কারণ, পঞ্চপাদিকাপ্রদর্শিত উক্ত বাধজ্ঞানে, প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব বিষয় না হইলেও, উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব যে "নেদং রজতম্" এই বাধজ্ঞানের অধীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অধীনত্ব অর্থ তাদৃশ বাধজ্ঞানজ্ঞাপ্যত্ব। অর্থাৎ তাদৃশ বাধজ্ঞান হইলে এই মিথ্যাত্বটী জানিতে পারা যায়। যেরূপে জানিতে পারা যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বাধজ্ঞানাধীনতা জানাইবার জন্যই বিবরণ-বাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিবরণবাক্যের ইহা অভিপ্রায় নহে যে, পঞ্চ-পাদিকাপ্রদর্শিত এই প্রাত্যক্ষিক বাধজ্ঞান অত্যন্তাভাববিষয়ক—ইহা বলা হয়। বিবরণাকার যে, "বাধকজ্ঞানে" এইরূপ সপ্তমী প্রয়োগ করিয়াছেন ইহা "সতি সপ্তমী"। আর এই "সতি সপ্তমীর" নিমিত্তস্বরূপ অর্থে পর্য্যবসান হইবে। সুতরাং বাধজ্ঞাননিমিত্তক বা বাধজ্ঞানাধীন প্রাতি-ভাসিকরজত, প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপে অবভাসমান হইয়া থাকে। এই রূপই বিবরণের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে, তাহাতে কোনরূপ বিরোধ নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্বরূপ এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বটী কি সর্ব্বত্রই বাধজ্ঞানাধীন? বাধ-জ্ঞান হইতে "অর্থাৎ" লব্ধ হইবে? কোন স্থলেই কি এই মিথ্যাত্বটী বাধজ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয় হইবে না? আর যদি সাক্ষাৎ বিষয় হয় তবে বলিতে হইবে যে, এই মিথ্যাত্বটী বাধজ্ঞানের বিষয়ও হইতে পারে, অর্থাৎ এই মিথ্যাত্বটী "নেদং রজতম্" এইরূপ বাধজ্ঞানের বিষয় না হইলেও "নাত্র রজতম্" এতদ্রূপ বাধজ্ঞানের বিষয় হইবে। আর তাহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—"নাত্র রজতম্" ইতি। "নাত্র রজতম্" এতদ্রূপ প্রাত্যক্ষিকবাধ জ্ঞানবান্ পুরুষ পুরুষান্তরে স্বীয় বোধসমানাকার বোধসম্পাদনের জন্য "নাত্র রজতম্"

এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই অভিলাপবাক্যদ্বারা যাদৃশ শাব্দবোধ হইবে, অভিলপ্যমান প্রাত্যক্ষিকবাধজ্ঞানেরও তাদৃশ আকার হইবে। "নাত্র রজতম্" এই বাক্যদ্বারা "নাত্র রজতম্" এই প্রত্যক্ষের অভিলাপ অর্থাৎ শব্দদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং "নাত্র রজতম্" এই বাক্যজন্য শাব্দজ্ঞানের যে আকার হইবে, এই বাক্যদ্বারা প্রকাশিত "নাত্র রজতম্" এই প্রাত্যক্ষিক বাধজ্ঞানেরও সেই আকার হইবে। অর্থাৎ শাব্দজ্ঞান ও প্রত্যক্ষজ্ঞান উভয়ই তুল্যবিষয়ক হইবে। "ইদং রজতম্" এইরূপ ভ্রমের পর যেমন "নেদং রজতম্" এইরূপ প্রাত্যক্ষিকবাধ সর্ব্বানুভবসিদ্ধ, সেইরূপ "নাত্র রজতম্" এইরূপ প্রাত্যক্ষিকবাধও সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। "ইদং রজতম্" এইরূপ ভ্রমের পর প্রদর্শিত দ্বিবিধ বাধই স্বীকার করা হইয়া থাকে। "নাত্র রজতম্" এইরূপ বাক্যদ্বারা অভিলপ্যমান যে "নাত্র রজতম্" এইরূপ প্রাত্যক্ষিকবাধপ্রতীতি তাহার বিষয় অত্যন্তাভাবই হইয়া থাকে, ইহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—**"ভিন্নবিভক্ত্যন্তপদোপস্থাপিতয়োরেব"** ইত্যাদি। নিষেধের অনুযোগী ও প্রতিযোগী একজাতীয় বিভক্ত্যন্তপদদ্বারা উপস্থাপিত হইলে সেই স্থলে নঞ্ অন্যোন্যাভাবের বোধক হইয়া থাকে—যেমন "নেদং রজতং" স্থলে নঞ্ অন্যোন্যাভাবের বোধক হয়, ইহা বলা হইয়াছে। আর নিষেধের অনুযোগী ও প্রতিযোগী অসমান বিভক্ত্যন্তপদদ্বারা উপস্থাপিত হইলে নঞ্ সংসর্গাভাবের অর্থাৎ অন্যোন্যাভাবভিন্ন অভাবের বোধক হইবে। যেমন "বায়ৌ রূপং নাস্তি" ইত্যাদিস্থলে অনুযোগী বায়ু ও প্রতিযোগী রূপ, বিভিন্ন বিভক্ত্যন্তপদদ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া নঞ্ সংসর্গাভাবের বোধক হইবে।২৩

২৪। আর "নাত্র রজতম্" এতাদৃশ বাক্যদ্বারা অভিলপ্যমান "নাত্র রজতম্" ইত্যাকারক প্রাত্যক্ষিকবাধপ্রতীতির বিষয় অত্যন্তা-

তাবই হইবে—ইহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—**"সা চ"** ইতি। অর্থাৎ সেই প্রাত্যক্ষিকবাধপ্রতীতি, "নাত্র রজতম্" এই বাক্যদ্বারা যাহার অভিলাপ হইয়া থাকে, তাহা পুরোবর্ত্তিবস্তুতে অর্থাৎ ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে **"প্রতীতরজতস্যৈব"** ব্যাবহারিক প্রাতিভাসিকরজতসাধারণ রজতত্বরূপে রজতের অর্থাৎ রজতত্বরূপে ভাসমান রজতসামান্যের **"ব্যাবহারিকম্ অত্যন্তাভাবম্"** রজতত্বরূপে প্রতীত সামান্যতঃ রজত প্রতিযোগীর স্বরূপতঃ বা পারমার্থিকত্বরূপে ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাবকে বিষয় করিয়া থাকে। এই ব্যাবহারিক পদের অর্থ প্রতিযোগী অপেক্ষা অন্যূনসত্তাক বুঝিতে হইবে। যথাশ্রুত অর্থগ্রহণ করিলে পারমার্থিকনিষেধের অসংগ্রহ হইয়া পড়ে বলিয়া মূলের ন্যূনতা দোষ হয়। অর্থাৎ রজতত্বরূপে রজতের ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাব অথবা রজতের পারমার্থিক অত্যন্তাভাব উক্ত প্রাত্যক্ষিকবাধপ্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। এইজন্য বলিতেছেন—**"বিষয়ীকরোতি"**। পূর্ব্বপ্রদর্শিত "নেদং রজতম্" এইরূপ প্রাত্যক্ষিকবাধপ্রতীতির বিষয় অন্যোন্যাভাবই হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা অত্যন্তাভাবের অনুমান করিতে হয়। আর "নাত্র রজতম্" এই প্রাত্যক্ষিকবাধপ্রতীতিতে অত্যন্তাভাবই বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, সুতরাং এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বটী এই দ্বিতীয় বাধপ্রতীতির সাক্ষাৎ বিষয় হইল। এই বাধপ্রতীতিতে যে অত্যন্তাভাবটী বিষয়ীভূত হয়, তাহা প্রতিযোগী অপেক্ষা অন্যূনসত্তাক হইবে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। যেহেতু এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণটী প্রতিযোগী অপেক্ষা অন্যূনসত্তাকঅত্যন্তাভাবঘটিত হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।২৪

২৫। আর এস্থলে অপসিদ্ধান্তদোষ হয় না তাহাই বলিতেছেন—**"অতঃ ন অপসিদ্ধান্তঃ"** ইত্যাদি। যেহেতু ব্যাবহারিক রজতের সহিত অভেদে প্রতীত প্রাতিভাসিকরজত স্বরূপতঃ উক্ত নিষেধের

প্রতিযোগী হয় বলা হইয়াছে, "**অতঃ**"—এই কারণে **ন অপসিদ্ধান্তঃ** অর্থাৎ অপসিদ্ধান্তদোষ হইল না।

যদি বলা যায়, অপসিদ্ধান্তদোষই ত ঘটিতেছে; কারণ, বেদান্তা-চার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, স্বরূপতঃ ব্যাবহারিকরজতই উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে, ইত্যাদি। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী ব্যবহারিকরজত কখনই হইবে না, কিন্তু ব্যবহারিকরজতের সহিত অভেদেপ্রতীত প্রাতিভাসিকরজতই প্রতি-যোগী হইবে—ইহাই আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। ইহা উপরেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্তবিরোধ হইতেছে না বলিয়া অপসিদ্ধান্ত দোষ হইল না।

আর এইরূপে অন্যথাখ্যাতিরও আপত্তি হইতে পারে না, তাহাই দেখাইতেছেন—**ন অন্যথাখ্যাত্যাপত্তিঃ**। যদি ব্যাবহারিক-রজতই রজতভ্রমের বিষয় হইত তবে দেশান্তরস্থিত রজতের স্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার করিলে অন্যথাখ্যাতিই হইত। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত তাহা নহে। আমাদের সিদ্ধান্তে ব্যাবহারিকরজতের সহিত অভেদে প্রতীত প্রাতিভাসিকরজতই ভ্রমে ভাসমান হয় ও প্রতিযোগি-রূপে উক্ত নিষেধ বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে। আর সেই রজত অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ প্রতীতিকালে শুক্তিতে অর্থাৎ শুক্তির ইদমাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং অন্যথাখ্যাতিরও আপত্তি হইল না।

আর এইরূপে গ্রন্থবিরোধও নাই। তাহাই দেখাইতেছেন—**নাপি গ্রন্থবিরোধঃ** ইত্যাদি। অর্থাৎ পঞ্চপাদিকার সহিত তাহার বিবরণের এবং বিবরণের সহিত প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকার বিরোধও নাই। যেরূপে বিরোধ পরিহার হইয়াছে, তাহা উপরেই বলা হইয়াছে। সুতরাং এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণ নির্দ্দোষ।২৫

টীকা

২১। এতাদৃশব্যাখ্যায়াং প্রাচীনসম্মতিম্ আহ—"তদুক্তং তত্ত্বপ্রদীপিকায়াম্" ইত্যাদি। চিৎসুখাচার্য্যৈঃ ইতি শেষঃ। তৈস্ত্ব ভ্রমবাধয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যম্ আশঙ্ক্য উক্তম্—"ন দেশান্তরাদৌ প্রমিতস্য লৌকিকপরমার্থরজতস্য ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্ আভাসবিষয়ত্বাৎ তস্য, অন্যথা জগতি রজতমেব ন স্যাৎ।" নন্বু এবং সতি বিবরণাচার্য্যবচনবিরোধঃ স্যাৎ, বিবরণাচার্য্যৈস্তু "তস্মাৎ লৌকিকপরমার্থরজতমেব নেদং রজতম্ ইতি নিষেধপ্রতিযোগীত্যুক্তম্।" তথাচ প্রাতিভাসিকরজতস্য এতন্নিষেধপ্রতিযোগিত্বে বিবরণাচার্য্যগ্রন্থবিরোধঃ। এতদ্‌বিরোধপরিজিহীর্ষবঃ আহুঃ চিৎসুখাচার্য্যাঃ—"পূর্ব্বাচার্য্যাণাং বাচোযুক্তিরপি পুরোবর্ত্তিনি রজতার্থিনঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ লৌকিকপরমার্থরজতাত্মত্বেন অপরোক্ষতয়া প্রতীতস্য কালত্রয়েপি লৌকিকপরমার্থরজতমিদং ন ভবতি ইতি নিষেধপ্রতিযোগিত্বম্ অঙ্গীকৃত্য নেতব্যা"। অস্যার্থঃ "পূর্ব্বাচার্য্যাণাং" বিবরণকৃতাম্ "লৌকিকপরমার্থরজতমেব নেদং রজতং ইতি নিষেধপ্রতিযোগি ইতি বাচোযুক্তিঃ, "ইদম্"—প্রাতীতিকরজতম্, লৌকিকপরমার্থরজতং ন ভবতি ইতি ভেদাত্মকনিষেধস্য প্রতিযোগিতাম্ অঙ্গীকৃত্য নেতব্যা।

নন্ব প্রাতিভাসিকে রজতে লৌকিকপরমার্থরজততাদাত্ম্যপ্রসক্তৌ এব ভেদাত্মকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং লৌকিকপরমার্থরজতে বক্তুং যুক্তম্, প্রসক্তিপূর্ব্বকত্বাৎ নিষেধস্য। প্রাতিভাসিকে রজতে লৌকিকপরমার্থরজততাদাত্ম্যপ্রসক্তেঃ অভাবেন ভ্রমবাধয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যপ্রসঙ্গাৎ চ, কথং ব্যাবহারিকরজতস্য ভেদাত্মকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্ অঙ্গীকরণীয়ম্; ইত্যতঃ আহ—"পুরোবর্ত্তিনি রজতার্থিনঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ লৌকিকপরমার্থরজতাত্মত্বেন অপরোক্ষতয়া প্রতীতস্য" ইতি। "পুরোবর্ত্তিনি"—প্রাতিভাসিকরজতে "রজতার্থিনঃ"—মম রজতপ্রাপ্তিঃ মম ভবতু ইতি

ইচ্ছাবতঃ, "লৌকিকপরমার্থরজতাত্মত্বেন" সদ্ রজতম্ ইদম্ এবংরূপেণ, তথাচ প্রাতিভাসিকে রজতে লৌকিকপারমার্থরজততাদাত্ম্যং প্রসক্তমেব। অন্যথা লৌকিকপরমার্থরজতার্থিনঃ প্রতিভাসিকে রজতে প্রবৃত্তেঃ অনুপপত্তেঃ।

ন চ এবং সতি অন্যথাখ্যাত্যাপত্তিঃ, দেশান্তরস্থরজতস্যৈব ভেদাত্মকনিষেধপ্রতিযোগিত্বাৎ ইতি বাচ্যম্। লৌকিকপরমার্থরজততাদাত্ম্যসংসর্গস্য প্রাতিভাসিকরজতবদেব তৎকালোৎপন্নতয়া মিথ্যাত্বেন অন্যথাখ্যাত্যাদিভ্যঃ ভেদাৎ। তাদাত্ম্যসংসর্গিনঃ প্রাতীতিকরজতস্যাপি তৎকালোৎপন্নতয়া মিথ্যাত্বেন অন্যথাখ্যাত্যাদিভ্যঃ অতিতরাং ভিন্নত্বাৎ চ।২১

২২। নন্থ "নেদং রজতম্" ইতি প্রাত্যক্ষিকবাধস্য প্রাতিভাসিকে রজতে লৌকিকপরমার্থরজতপ্রতিযোগিকভেদবিষয়কত্বম্ ইতি চিৎসুখাচার্য্যাণাং ব্যাখ্যানং ন সমীচীনম্; যতঃ পঞ্চপাদিকায়াং যৎ "নেদং রজতম্ ইতি প্রত্যক্ষবাধোঽপি রজতস্য মায়াময়ত্বং সূচয়তি" ইতি উক্তম্, তদ্বিবরণে "প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বম্, তৎ চ বাধকজ্ঞানে রজতং প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিতয়া অবভাসতে ইতি প্রত্যক্ষম্"—ইতি ব্যাখ্যাতম্। তথাচ "নেদং রজতম্" ইতি বাধস্য অত্যন্তাভাববিষয়কত্বেনৈব বিবরণাচার্য্যৈঃ উক্তত্বাৎ তস্য প্রাত্যক্ষিকবাধজ্ঞানস্য ভেদবিষয়কত্বব্যাখ্যানে বিবরণবিরোধঃ এব স্যাৎ—ইতি।

তদ্বিরোধং পরিহরন্ আহ মূলকারঃ—**"অয়ম্ আশয়ঃ"** ইতি। "নেদং রজতম্" ইতি প্রাত্যক্ষিকবাধজ্ঞানস্য পঞ্চপাদিকাপ্রতিপাদিতস্য ভেদবিষয়কত্বেঽপি রজতস্য আধিকং মিথ্যাত্বং সম্ভবতি, ইত্যাহ—**"একবিভক্ত্যন্তপদোপস্থাপিতে"** ইত্যাদি। **"ধর্ম্মিণি"**—নিষেধস্য অনুযোগিনি, **"প্রতিযোগিনি"**—নিষেধ্যে, **"একবিভক্ত্যন্তপদোপস্থাপিতে"** প্রথমাত্বদ্বিতীয়াত্বাদ্যন্যতমরূপেণ এক-

স্বাতীয়বিভক্ত্যন্তপদধর্ম্মিকবৃত্তিজ্ঞানজন্যজ্ঞানবিষয়ে, সাজাত্যম্ অত্র বিভক্তিবিভাজকপ্রথমাত্বাদিনা বোধ্যম্। "পদ"পদং প্রাতিপদিকপরম্। **"নঞঃ অন্যোন্যাভাববোধকত্বনিয়মস্য ব্যুৎপত্তিবলসিদ্ধত্বাৎ"** ইতি—সমানবিভক্তিকনামদ্বয়যুক্তনঞো ভেদবোধকত্বব্যুৎপত্তেঃ ইতি ভাবঃ। ব্যুৎপত্তিশ্চ অত্র কার্য্যকারণভাবঃ। অয়ম্ আশয়ঃ—যত্র চ বিশেষণবিশেষ্যয়োঃ অভেদেন অন্বয়ঃ ব্যুৎপন্নঃ, তত্র এব অন্যোন্যাভাবঃ নঞা বোধ্যতে। যথা "অয়ং ঘটঃ নীলঃ" ইত্যত্র "নায়ং ঘটঃ নীলঃ" ইতি নঞঃ অন্যোন্যাভাববোধকত্বম্। নামার্থয়োঃ অভেদবোধে হি বিশেষণবিশেষ্যবাচকপদয়োঃ সমানবিভক্তিকত্বং বিরুদ্ধবিভক্তিরাহিত্যং বা তন্ত্রম্। সমানবিভক্তিকত্বং চ একজাতীয়বিভক্ত্যন্তত্বম্। একজাতীয়ত্বং চ প্রথমাত্বদ্বিতীয়াত্বাদ্যন্যতমরূপেণ, ন তু আনুপূর্ব্ব্যা। অতঃ "বেদাঃ প্রমাণম্" ইত্যাদৌ অপি অভেদান্বয়বোধঃ।

এতদ্ব্যুৎপত্ত্যনুসারেণ প্রয়োগম্ আহ—"ঘটঃ পটো ন ভবতি ইতি বাক্যবৎ" ইতি। এতদ্ব্যুৎপত্ত্যনুসারেণ 'ঘটঃ পটো ন ভবতি' ইতি বাক্যাৎ "পটপ্রতিযোগিকভেদবান্ ঘটঃ" ইতি হি বোধঃ জায়তে, প্রকৃতেঽপি **"ইদং রজতং ন ভবতি ইতি বাক্যস্য অন্যোন্যাভাববোধকত্বে স্থিতে** লৌকিকপারমার্থিকরজতপ্রতিযোগিকভেদবৎ ইদং প্রাতিভাসিকং রজতম্ ইতি শাব্দবোধজনকত্বস্য ব্যুৎপত্তিবললভ্যত্বে নির্দ্ধারিতেঽপি প্রত্যক্ষজ্ঞানে শব্দস্বারস্যেন অর্থকল্পনং কথম্ উপযুজ্যতে, নহি ভবতি শব্দবৃত্ত্যনুসারিপ্রত্যক্ষম্, ইতি শঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্ আহ—**অভিলাপজন্যেতি। "অভিলাপজন্যপ্রতীতিতুল্যত্বাৎ অভিলপ্যমানপ্রতীতেঃ"**—অভিলাপঃ বাক্যম্, অত্র তু নঞপদযুক্তং "নেদং রজতম্" ইতি বাক্যম্ অভিলাপঃ। তাদৃশবাক্যজন্যা প্রতীতিঃ অভিলাপজন্যপ্রতীতিঃ। তৎতুল্যত্বম্ অভিলপ্যমানপ্রতীতেঃ। তুল্যত্বম্ অত্র সমানবিষয়কত্বম্। অভিলপ্যমানপ্রতীতিশ্চ "নেদং রজতম্" ইতি প্রাত্যক্ষিকবাধজ্ঞানম্। তাদৃশ-

প্রাতীতিকবাধজ্ঞানবান্ পুরুষঃ পরপুরুষে স্বনিষ্ঠজ্ঞানসমানাকারজ্ঞানান্তর-সম্পাদনায় "নেদং রজতম্" ইতি বাক্যম্ অভিলপতি। তাদৃশাভিলাপ-জন্যঃ যাদৃশো বোধঃ জায়তে অভিলপ্যমানস্য তাদৃশপ্রাতীতিকজ্ঞানস্যাপি তাদৃশ এব আকারঃ ইতি নিশ্চীয়তে। এবং চ "নেদং রজতম্" ইতি অভিলাপজন্যপ্রতীতেঃ ভেদবিষয়কত্বেন অভিলপ্যমানস্য "নেদং রজতম্" ইতি প্রাতীতিকবাধজ্ঞানস্যাপি ভেদবিষয়কত্বমেব। এতেন প্রত্যক্ষজ্ঞানে শব্দস্বারস্যেন অর্থকথনম্ অযুক্তম্ ইতি নিরস্তম্। অভিলাপজন্যপ্রতীতি-তুল্যাকারং অভিলপ্যমানপ্রতীতেঃ। তথাচ **"নেদং রজতম্ ইতি বাক্যাভিলপ্যপ্রতীতেঃ অন্যোন্যাভাববিষয়ত্বমেব"**—"নেদং রজতম্" ইতি বাক্যাভিলপ্য প্রতীতিঃ "নেদং রজতম্" ইতি প্রাতীতিকবাধজ্ঞানম্, তস্যাপি ভেদবিষয়কত্বম্ সিদ্ধম্। এতাবতা প্রবন্ধেন পঞ্চপাদিকোক্তঃ "'নেদং রজতম্' ইতি প্রাতীতিকবাধো ভেদরূপ এব ইতি আয়াতম্।২২

২৩। যদি তু পঞ্চপাদিকাপ্রদর্শিতঃ বাধজ্ঞানং লৌকিকপরমার্থ-রজতভেদবিষয়কমেব, তর্হি কথং প্রাতিভাসিকস্য প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকা-লিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপং মিথ্যাত্বম্ আয়াতম্? ন হি তাদৃশভেদানু-যোগিত্বমাত্রেণ মিথ্যাত্বম্। মিথ্যাত্বস্য অলাভে বা কথম্ উক্তং পঞ্চপাদিকা-কৃদ্ভিঃ—"নেদং রজতম্ ইতি বাধোঽপি রজতস্য মায়াময়ত্বং সূচয়তি" ইতি, এবং মনসি বিভাব্য আর্থিকং মিথ্যাত্বং প্রদর্শয়িতুম্ আহ মূলকারঃ **"তথাচ"** ইতি। প্রাতীতিকবাধাভিলাপবাক্যঘটকেন ইদংশব্দেন **"পুরোবর্ত্তিপ্রাতীতিকরজতে"** উপস্থাপিতে তদ্বাক্যঘটকরজত-শব্দানাদিষ্টস্য ব্যাবহারিকরজতস্য নঞা অন্যোন্যাভাবপ্রতীতেঃ, পুরোবর্ত্তি-প্রাতীতিকরজতস্য **আর্থিকং মিথ্যাত্বং**"—প্রাতীতিকে রজতে লৌকিকপরমার্থরজতভেদপ্রতিপাদনদ্বারা অর্থাৎ মিথ্যাত্বং প্রতিপন্নো-পাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপম্ জ্ঞাপিতম্ ইতি ভাবঃ।

প্রাতীতিকং রজতং, প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি, ব্যাবহারিকরজতভিন্নত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ। পুরোবর্ত্তিনি রজতে ব্যাবহারিকরজতভেদঃ রজতস্য মিথ্যাত্বং বিনা অনুপপদ্যমানঃ পুরোবর্ত্তিরজতস্য মিথ্যাত্বং জ্ঞাপয়তি। অতএব পঞ্চপাদিকাকৃদ্ভিঃ তাদৃশবাধো হি রজতস্য মিথ্যাত্বং সূচয়তি ইতি উক্তম্; ন তু মিথ্যাত্বং গৃহ্নাতি ইতি। এতস্য মিথ্যাত্বস্য কণ্ঠোক্তত্বে তু বাধজ্ঞানস্য অত্যন্তাভাববিষয়ত্বম্ আবশ্যকম্। অত্যন্তাভাবঘটিতত্বাৎ এতন্মিথ্যাত্বস্য।

ন চ "নেদং রজতম্" ইতি বাধজ্ঞানস্য পঞ্চপাদিকাপ্রদর্শিতস্য ভেদবিষয়কত্বে স্থিতে "তৎ চ বাধজ্ঞানে রজতং প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিতয়া অবভাসতে," ইতি বিবরণাচার্য্যাণাং পঞ্চপাদিকাবাক্যব্যাখ্যানং বিরুদ্ধমেব ইতি বাচ্যম্। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিতারূপমিথ্যাত্বস্য উক্তবাধজ্ঞানাবিষয়ত্বেঽপি বাধজ্ঞানাধীনত্বম্ অস্ত্যেব ইতি প্রতিপাদনপরত্বাৎ বিবরণব্যাখ্যানস্য। তথাহি "তৎ চ বাধকজ্ঞানে রজতং প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিতয়া অবভাসতে" ইতি বিবরণব্যাখ্যায়াম্ বাধকজ্ঞানে ইতি সতি সপ্তম্যা নিমিত্তত্বপর্য্যবসায়িতয়া বাধজ্ঞানাধীনং রজতস্য প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিতয়া অবভাসনম্ ইত্যর্থলাভাৎ ন কশ্চিদ্ বিরোধঃ।

নম্ন প্রাতীতিকরজতস্য প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপম্ এতন্মিথ্যাত্বং কিং সর্ব্বত্র বাধজ্ঞানাধীনম্ আর্থিকমেব, ন তু কুত্রাপি বাধজ্ঞানবিষয়ত্বেন কণ্ঠোক্তম্ ইতি পৃচ্ছায়াং তাদৃশমিথ্যাত্বস্য কণ্ঠোক্তত্বম্ প্রদর্শয়িতুম্ আহ—**"নাত্র রজতম্"** ইতি। "নাত্র রজতম্" ইতি বাক্যাভিলপ্যা প্রতীতিঃ—"নাত্র রজতম্" ইতি বাক্যজন্যশাব্দপ্রতীতিসমানবিষয়া প্রত্যক্ষাত্মকবাধপ্রতীতিঃ ভ্রমবাধকালে সর্ব্বানুভবসিদ্ধা। "নেদং রজতম্" "নাত্র রজতম্" ইতি দ্বিবিধৈব বাধপ্রতীতিঃ সর্ব্বানুভবসিদ্ধা, নতু "নেদং রজতম্" ইত্যাকারিকা এব। "নাত্র রজতম্"

ইতি বাক্যাভিলপ্যায়াঃ প্রাত্যক্ষিকবাধপ্রতীতেঃ অত্যন্তাভাববিষয়কত্বং প্রদর্শয়িতুম্ আহ—**"ভিন্নবিভক্ত্যন্তপদোপস্থাপিতয়োরেব"** ইতি। সমানবিভক্ত্যন্তপদোপস্থাপিতে অনুযোগিনি প্রতিযোগিনি চ নঞঃ অন্যোন্যাভাববোধকত্বং "নেদং রজতম্" ইত্যাদিস্থলে উক্তম্, অসমানবিভক্ত্যন্তপদোপস্থাপিতে অনুযোগিনি প্রতিযোগিনি চ নঞঃ অন্যোন্যাভাবভিন্নাভাববোধকত্বম্, যথা বায়ৌ রূপং নাস্তি ইত্যত্র।২৩

২৪। উক্তম্ অর্থং নিগময়ন্ আহ—**সা চ** ইতি। "নাত্র রজতম্" ইতি বাক্যাভিলপ্যা সর্বানুভবাসিদ্ধা প্রাত্যক্ষিকবাধপ্রতীতিঃ চ **"পুরোবর্ত্তিপ্রতীতরজতস্যৈব**—পুরোবর্ত্তিনি ইদন্তাবচ্ছিন্নচৈতন্যে প্রতীত**রজতস্যৈব** ব্যাবহারিকপ্রাতীতিকরজতসাধারণরজতত্বেন রূপেণ প্রতিযোগিবিধয়া ভাসমানরজতসামান্যস্য এব **"ব্যাবহারিকম্ অত্যন্তাভাবম্"** রজতত্বেন পারমার্থিকত্বেন বা ইতি শেষঃ। রজতত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক **ব্যাবহারিকম্ অত্যন্তাভাবং**, প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া অন্যূনসত্তাকম্ অত্যন্তাভাবম্, পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকং **ব্যাবহারিকম্ অত্যন্তাভাবং** প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া অন্যূনসত্তাকম্ অত্যন্তাভাবং বা উক্তপ্রতীতিঃ **বিষয়ীকরোতি** গৃহ্লাতি ইত্যর্থঃ। তথাচ ব্যাবহারিকপদস্য তাদৃশব্যাখ্যানেন তাত্ত্বিকনিষেধস্য প্রাতিভাসিকনিষেধস্য বা অসংগ্রহাপত্ত্যা ন মূলস্য ন্যূনতা। স্বাপ্নভ্রমস্য স্বাপ্নবাধে প্রাতীতিকাত্যন্তাভাববিষয়কত্বস্য পূর্ব্বম্ উক্তত্বাৎ। ২৪

২৫। **অতঃ** ইতি—যতঃ লৌকিকপরমার্থরজততাদাত্ম্যেন প্রতীতং প্রাতিভাসিকমেব রজতং স্বরূপেণ উক্তনিষেধধীবিষয়ঃ **অতঃ** ন অপসিদ্ধান্তদোষঃ। স্বরূপেণ লৌকিকপরমার্থরজতমেব উক্তনিষেধধীবিষয়ঃ ইতি তু ন অস্মদাচার্য্যাণাং সিদ্ধান্তঃ। তথাচ "স্বরূপেণ প্রাতীতিকরূপ্যস্য নিষেধঃ" ইতি ন অস্মৎসিদ্ধান্তহানিঃ। তাদৃশসিদ্ধান্তস্য অস্মদাচার্য্যাণাম্ অনভিমতত্বাৎ। নাপি **অন্যথাখ্যাত্যাপত্তিঃ**।

যদি লৌকিকপরমার্থরজতম্ এব রজতভ্রমবিষয়ঃ স্যাৎ, তর্হি দেশান্তরস্থ-রজতস্যৈব স্বরূপেণ নিষেধাঙ্গীকারে অন্যথাখ্যাতিঃ স্যাৎ, অস্মৎসিদ্ধান্তে তু ন এবম্। অস্মন্মতে তু লৌকিকরজততাদাত্ম্যেন প্রতীতং প্রাতিভাসিকমেব রজতম্ উক্তনিষেধধীবিষয়ঃ। তাদৃশরজতস্য শুক্তৌ উৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ। নাপি **গ্রন্থবিরোধঃ**—পঞ্চপাদিকাতদ্বিবরণ-গ্রন্থয়োঃ বিবরণপ্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকয়োঃ বা ন বিরোধঃ; যথা ন বিরোধঃ তথা উক্তং প্রাক্। ইতি দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণং অনবদ্যম্।২৫

তাৎপর্য্য।

তত্ত্বদীপিকার ব্যাখ্যার দ্বারা নিজ ব্যাখ্যা সমর্থন।

২১। ভ্রমে ভাসমান রজত যেমন পুরোবর্ত্তী ইদং বস্তুর সহিত অভেদে প্রতীত হয়, সেইরূপ লৌকিকপরমার্থ রজতের সহিত অর্থাৎ ব্যাবহারিক রজতের সহিতও অভেদে প্রতীত হইয়া থাকে। তত্ত্ব-প্রদীপিকাতেও উক্ত হইয়াছে যে, "'নেদং রজতং' এই নিষেধের প্রতিযোগী লৌকিকপরমার্থ রজত"—এইরূপ যে বিবরণাচার্য্যের উক্তি, সেই উক্তিকে—পুরোবর্ত্তী বস্তুতে ব্যাবহারিক রজতপ্রার্থিজনের প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া লৌকিকপরমার্থ রজতরূপে, অর্থাৎ 'সৎ রজত' এইরূপে—প্রতীত যে প্রাতিভাসিক রজত, সেই প্রাতিভাসিক রজত 'কালত্রয়েও লৌকিকপরমার্থ রজত নহে'—এইরূপ বলায় নিষেধের প্রতিযোগিতা লৌকিকপরমার্থ রজতে অবগাহন করিয়া থাকে—এই অভিপ্রায়ে যোজনা করিতে হইবে।" তত্ত্বপ্রদীপিকোক্ত পূর্ব্বাচার্য্য-গণের উক্তিতে "নেদং রজতং" এই নিষেধের প্রতিযোগী লৌকিক-পরমার্থ রজত—এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহা 'প্রাতীতিক রজত, পরমার্থ রজত নহে'—এইরূপ ভেদের প্রতিযোগিতা স্বীকার করিয়াই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ নিষেধের প্রতিযোগী লৌকিকপারমার্থিক রজত এবং অনুযোগী প্রাতিভাসিক রজত। যাহার অভেদ যাহাতে প্রসক্ত নহে,

তাহার ভেদ প্রতিপাদন করিলে অপ্রসক্তপ্রতিষেধ হইয়া পড়ে, সুতরাং নিষেধের ভ্রমবৈয়ধিকরণ্যাপত্তি হয়। এইরূপ আপত্তি হয় বলিয়া তত্ত্বপ্রদীপিকাকার তাহার সমাধান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন "পুরোবর্ত্তিনি রজতার্থিনঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ "সৎরজতপ্রাপ্তি আমার হউক"—এইরূপ ইচ্ছাবান্ হ রজতপ্রার্থী হয়, ইত্যাদি। আর সেই রজতার্থীর লৌকিকপরমার্থ রজতস্বরূপে, অর্থাৎ সদ্‌রজত এইরূপে, প্রত্যক্ষতঃ প্রতীত যে প্রাতিভাসিক রজত তাহাতেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষতঃ প্রতীত প্রাতীতিক রজতে সদ্‌রজতত্বরূপে ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্য প্রসক্ত আছে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা স্বীকার না করিলে প্রত্যক্ষতঃ প্রতীত প্রাতীতিক রজতে ব্যাবহারিক রজতালিপ্সু ব্যক্তির প্রবৃত্তি অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক রজততাদাত্ম্যে আপত্তি।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্যাবহারিক রজতের সহিত প্রাতিভাসিক রজতের তাদাত্ম্যারোপ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? কেন না, ব্যাবহারিক রজতনিষ্ঠ হোপলক্ষিত যে রজতত্ব ধর্ম্ম, তাহা ত প্রাতীতিক রজতেও স্বীকার করাই হয়। আর শুক্তিগত যে ইদন্তা, তাহা যেমন প্রাতিভাসিক রজতে প্রতীত হয়—এইরূপ শুক্তিগত সত্ত্বও তাহাতে প্রতীত হয়, সুতরাং "সদ্ ইদং রজতং" ইত্যাকারক প্রতীতি বা ব্যাবহার লৌকিক রজততাদাত্ম্যের আরোপ না করিয়াই উপপন্ন হয়। আর তাহাতে সদ্‌রজতপ্রার্থী ব্যক্তির প্রবৃত্তিও হইতে পারে।

আপত্তি নিরাস। ব্যাবহারিক রজতত্ব প্রাতীতিক রজতে থাকে না।

এরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, ব্যাবহারিক রজতনিষ্ঠ যে রজতত্বাদি ধর্ম্ম, তাহা প্রাতীতিক রজতে স্বীকার করা যায় না। করিলে প্রাতীতিক রজতদ্বারাও ব্যাবহারিক রজতোচিত কার্য্যের আপত্তি হইয়া পড়ে।

যৌক্তিবিরোধাশঙ্কা।

যদি বলা হয় যে, মূলগ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষভাগে সত্ত্বাত্রৈবিধ্যোপপত্তি প্রকরণে বলা হইয়াছে—প্রাতীতিক রজত ও ব্যাবহারিক রজতসাধারণ একটী রজতত্ব আছে (৬৫৭ পৃঃ) এবং ব্যাবহারিক রজতমাত্রে অন্য রজতত্ব এবং প্রাতীতিক রজতমাত্রে অন্য রজতত্ব আছে, তন্মধ্যে উভয়সাধারণ রজতত্ব ধর্ম্মই রজতশব্দের অবলম্বন হয়, ইত্যাদি, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তবিরোধ হইয়া পড়ে।

উক্ত আশংকা নিরাস।

তাহা হইলে তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, এক প্রাতীতিক ও ব্যাবহারিক উভয়সাধারণ রজতত্বধর্ম্মের স্বীকার প্রৌঢ়িবাদমাত্র। অর্থাৎ প্রাতীতিক রজতে ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্যও প্রাতীতিকরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে—যাহা ইতঃপূর্ব্বে পূর্ব্বাচার্য্যবাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, তাহা যদি স্বীকার না করা যায়, তবে উভয়সাধারণ রজতত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে। প্রাতিভাসিক রজতে রজতপদের প্রবৃত্তি ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্যরূপে প্রতীত হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রাতিভাসিক রজতে আর ব্যাবহারিক রজতসাধারণ রজতত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা প্রাতীতিক রজতে ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্য স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ব্যাবহারিক-প্রাতীতিক-রজত-সাধারণ রজতপদের প্রয়োগে অনুগতপ্রবৃত্তিনিমিত্ত রজতত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ উহা অদ্বৈতিগণের সিদ্ধান্ত নহে। সিদ্ধান্তিগণের মতে ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্য প্রাতিভাসিকস্বরূপ প্রাতীতিক রজতে আছে বলিয়া উভয়সাধারণ রজতপদের প্রয়োগ হইতে কোন বাধা নাই। সিদ্ধান্তিগণের মতে রজতত্ব ব্যাবহারিকমাত্রই বটে। সত্ত্বত্রৈবিধ্যপ্রকরণে যে ত্রিবিধ রজতত্ব বলা হইয়াছে, তাহার আবশ্যকতা নাই। এই ব্যাবহারিক রজতত্ব ব্যাবহারিক রজতমাত্রে থাকে, প্রাতিভাসিক

রজতে থাকে না। প্রাতিভাসিক রজতে রজতত্ব না থাকিলেও রজতত্বের আশ্রয় ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্যবিশিষ্ট প্রাতিভাসিক রজতের উৎপত্তি হয় বলিয়া, রজতত্বের আশ্রয় ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্যও উৎপন্ন হয়, বলিতে হইবে। বিশিষ্টের উৎপত্তিতে বিশেষণেরও উৎপত্তি হয়, বলিতে হইবে। সুতরাং প্রাতীতিক রজতে "ইদং রজতং" ইত্যাদি ব্যবহারে আর কোন অনুপপত্তি থাকিল না। আর ব্যাবহারিক রজতে অনুভূত যে রজতত্বাদি ধর্ম, তাদৃশ ধর্মবিশিষ্ট ব্যাবহারিক রজতবিষয়ক ইচ্ছাবান্ পুরুষের প্রাতীতিক রজতে প্রবৃত্তি হইতে পারে। কারণ, উক্ত রজতত্বাদিবিশিষ্ট ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্যারোপ প্রাতীতিক রজতে হইয়া থাকে। এই তাদাত্ম্যারোপ স্বীকার না করিলে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হইয়া পড়িবে।

"নেদং রজতং স্থলে নিষেধ অত্যন্তাভাব বা ভেদবিষয়ক—শঙ্কা।

এখন তত্ত্বদীপিকারের বাক্যে যে বলা হইয়াছে, "লৌকিকপরমার্থ রজতত্বরূপে প্রতীত যে প্রাতীতিক রজত, তাহা কালত্রয়েও লৌকিক-পরমার্থ রজত হইতে পারে না"—এইরূপ যে নিষেধ প্রতীত হইয়া থাকে—ইহা ভেদরূপ বলিয়া অত্যন্তাভাবরূপ হইতে পারে না। পঞ্চপাদিকাগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে "নেদং রজতং" ইত্যাকার প্রত্যক্ষবাধগ্রহ প্রাতীতিক রজতের মায়াময়ত্বকে অর্থাৎ মিথ্যাত্বকে সূচনা করিয়া থাকে। আর উক্ত পঞ্চপাদিকার বিবরণে বলা হইয়াছে যে, বাধকজ্ঞানে প্রতিপন্ন উপাধিতে অভাবপ্রতিযোগিত্বরূপে রজত প্রতিভাত হয় বলিয়া তাহা মিথ্যা, সুতরাং তাদৃশ বাধজ্ঞানের অত্যন্তাভাববিষয়কত্বই রহিয়াছে। পঞ্চপাদিকাতে যে প্রাত্যক্ষিক বাধগ্রহ বলা হইয়াছে, তাহার বিবরণে সেই বাধজ্ঞানের বিষয় অত্যন্তাভাব—এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু তত্ত্বপ্রদীপিকাতে প্রাতীতিক রজতে ব্যাবহারিক রজতের ভেদবিষয়ক বাধগ্রহ কিরূপে সঙ্গত হইবে।

ভেদ স্বীকার করিয়া মীমাংসার চেষ্টা।

যদি বলা যায় "নেদং রজতং" ইত্যাকারক বাধস্থলে "ইদং" পদ ও "রজত" পদ সমানবিভক্তিযুক্ত, আর এই সমানবিভক্তিযুক্ত নামদ্বয়ের সহিত নঞ্ যুক্ত হইয়াছে বলিয়া এই নঞ্ ভেদেরই বোধক হইবে, সুতরাং বাধজ্ঞানের বিষয় অত্যন্তাভাব না হইয়া ভেদই হইবে। যদি বাধজ্ঞানের বিষয় অত্যন্তাভাব হইত তবে, সমানবিভক্তিকপদদ্বয়যুক্ত নঞ্ হইত না। অনুভব এই যে, "ইদং ইদং ন ভবতি" এইরূপ প্রতীতিতে ভেদই ভাসমান হয়, কিন্তু অত্যন্তাভাব ভাসমান হয় না। অত্যন্তাভাবের প্রতীতিস্থলে অনুযোগী ও প্রতিযোগীর বাচক পদদ্বয় কখনও সমানবিভক্তিযুক্ত হইতে পারে না। যেমন "ভূতলে ঘটো নাস্তি" বলা হয়, কিন্তু "ভূতলং ঘটো নাস্তি" এইরূপে অত্যন্তাভাব প্রতীত হয় না।

ভেদস্বীকারে অসঙ্গতি শঙ্কা।

কিন্তু এইরূপে বাধজ্ঞানের বিষয় ভেদ—এরূপ বলা সঙ্গত হয় না। কারণ, এই বাধজ্ঞানটী প্রত্যক্ষজ্ঞান। আর প্রত্যক্ষজ্ঞানে শব্দের স্বারস্য অনুসারে অর্থকথন উচিত নহে, অর্থাৎ শব্দের অনুরোধে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়নিরূপণ সঙ্গত নহে, যেহেতু শব্দবৃত্তি অনুসারে প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং উহা অত্যন্তাভাবই, ভেদ নহে।

পুনর্ব্বার ভেদপক্ষ সমর্থন।

আর যদি বলা যায়, বিবরণকার নিজেই পরে যাইয়া এই প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানের বিষয় "ভেদ"—ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। তাঁহার সেই উক্তি যথা—"প্রতিপন্ন উপাধিতে স্বরূপতঃ রজতের অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলেও কালভেদে রজত ও তাহার অত্যন্তাভাবের ব্যবস্থা করিতে হইবে"। অর্থাৎ যে কালে প্রতিপন্ন উপাধিতে রজত আছে, তাহার ভিন্নকালে প্রতিপন্ন উপাধিতে রজতের অত্যন্তাভাব আছে; সমান

কালে রজত ও তাহার অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলে রজতের অলীকত্ব আপত্তি হইয়া পড়ে ইত্যাদি।

উক্ত সমর্থনের খণ্ডন।

এইরূপ আশংকা করিয়া বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে, কালবিশেষ অন্তর্ভাব করিয়া নিষেধ করিলে বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হয় না। যেমন ঘটের রক্ততাদশায় "শ্যামঃ নাস্তি" বলায় শ্যামরূপের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। "রক্তঘটে শ্যামঃ নাস্তি" এইরূপ নিষেধদ্বারা শ্যামের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। এজন্য কালবিশেষ অন্তর্ভাব না করিয়া নিষেধ হইয়া থাকে। আর তাদৃশ নিষেধবশতঃ প্রতিপন্ন প্রাতীতিক রজত মিথ্যা সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর এজন্য উক্ত বাধজ্ঞানের বিষয় ভেদই বটে, আর তাহাই বিবরণাচার্য্যেরও সম্মত। সুতরাং অন্যোন্যাভাব বাধজ্ঞানের বিষয়—ইহা বিবরণাচার্য্যের মত নহে—এ কথা সঙ্গত নহে।

প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রদর্শন।

এরূপ বলিলেও বিবরণগ্রন্থের পূর্ব্বাপর বিরোধ হয়। যেহেতু উক্ত বাধজ্ঞানের বিষয় অত্যন্তাভাব পূর্ব্বে বলিয়া পরে যদি অন্যোন্যাভাব বলা হয়, তাহাতে গ্রন্থবিরোধ হইয়াই পড়ে। এইজন্য মূলকার বলিতেছেন—**"অয়ম্ আশয়ঃ"**—ইত্যাদি। বিবরণাচার্য্যের গ্রন্থের পূর্ব্বাপর বিরোধপরিহারই এই আশয়বর্ণনার অভিপ্রায়।

যেস্থলে নিষেধের অনুযোগী অর্থাৎ ধর্ম্মী ও প্রতিযোগী অর্থাৎ আরোপ্যটী একবিভক্ত্যন্তপদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়, সেস্থলে "নঞ্" অন্যোন্যাভাবেরই বোধক হইয়া থাকে—এই নিয়ম ব্যুৎপত্তিবলসিদ্ধ। যেমন "ঘটঃ পটো ন ভবতি"। এই বাক্যদ্বারা যেরূপ অন্যোন্যাভাব প্রতীত হয় এইরূপ "ইদং রজতং ন ভবতি" এই বাক্যও অন্যোন্যাভাবের বোধক হইবে। অভিলাপজন্য প্রতীতি অভিলপ্যমান প্রতীতির সমানবিষয়ক হইয়া থাকে। "নেদং রজতং" এই বাক্যজন্য প্রতীতি ভেদবিষয়ক

হইয়া থাকে—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যে জ্ঞানের অভিলাপ-বাক্য "নেদং রজতং" সেই জ্ঞানের বিষয়ও ভেদই হইবে।

কিন্তু "নেদং রজতং"—এইটী প্রাত্যক্ষিক বাধের আকার। প্রাত্যক্ষিক বাধজ্ঞানের বিষয় অন্যোন্যাভাব কি অত্যন্তাভাব—ইহাই এস্থলে বিচার্য্য। প্রাত্যক্ষিকজ্ঞানের বিষয়নিরূপণে কৌশল এই যে, ঐ প্রাত্যক্ষিকজ্ঞানের অভিলাপবাক্যদ্বারা যে শাব্দবোধ হয়, তাহার বিষয় কি নির্ণয় করা। এখন প্রাত্যক্ষিক বাধজ্ঞানের অভিলাপবাক্য "নেদং রজতম্"। আর এই বাক্যজন্য শাব্দবোধের বিষয় অন্যোন্যাভাব বা ভেদ। যে প্রাত্যক্ষিকজ্ঞানের অভিলাপবাক্য "নেদং রজতং" সেই বাক্য-জন্য শাব্দবোধের বিষয় ও অভিলপ্যমান প্রাত্যক্ষিক বাধজ্ঞানের বিষয় একই হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে প্রাত্যক্ষিকজ্ঞানের অভিলাপবাক্য "নেদং রজতং" এই বাক্য। আর এই বাক্যান্তর্গত 'ইদং' শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে পুরোবর্ত্তি প্রাতীতিক রজত, তাহাতে ঐ বাক্যান্তর্গত রজতশব্দনির্দ্দিষ্ট ব্যাবহারিক রজতের অন্যোন্যাভাব নঞ্ শব্দদ্বারাপ্রতীত হইয়া থাকে। আর তাহাতে প্রাতীতিক রজতের মিথ্যাত্ব "অর্থাৎ" সিদ্ধ হয়। যেহেতু পঞ্চপাদিকার বলিয়াছেন যে, "নেদং রজতং" এই প্রাত্যক্ষিক বাধদ্বারা প্রাতীতিক রজতে পরমার্থরজতভেদ-রূপ মিথ্যাত্ব নিরূপাখ্যতাবোধদ্বারা "অর্থাৎ" জ্ঞাপিত হইয়া থাকে। আর অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারাই প্রাতীতিক রজতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়।

অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা ভেদসিদ্ধি।

সেই অর্থাপত্তির আকার এই—এই যে প্রতীত রজত, তাহার মিথ্যাত্ব না থাকিলে পরমার্থ রজতের ভেদ অনুপপন্ন হইত। প্রত্যক্ষ বাধদ্বারা প্রাতীতিক রজতে যে ব্যাবহারিক রজতের ভেদ গৃহীত হইয়াছে, সেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ভেদ অনুপপন্ন হইয়া পড়িত, যদি প্রাতীতিক রজত মিথ্যা না হইত। মূলগ্রন্থে যে "আধিকং মিথ্যাত্বং" বলা হইয়াছে,

তাহার নির্গলিতার্থ এই—"প্রাতীতিকরজতং মিথ্যা, ব্যাবহারিকরজত-ভিন্নত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ"।

আর যদি প্রাতীতিক রজতের প্রত্যক্ষবাধজ্ঞানটী "নাত্র রজতং" এইরূপ বাক্যাভিলপ্য হয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাধজ্ঞানের অভিলাপবাক্য যদি "নাত্র রজতং" এইরূপ হয়, তবে বাধজ্ঞানের বিষয় অত্যন্তাভাবই বুঝিতে হইবে। যেহেতু যেস্থলে প্রতিযোগী ও অনুযোগী ভিন্ন-বিভক্ত্যন্তপদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়, সেস্থলে নঞ্ অন্যোন্যাভাবের বোধক না হইয়া সংসর্গাভাবের বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং "নাত্র রজতম্" এই বাক্যাভিলপ্য প্রতীতি, পুরোবর্ত্তী প্রাতীতিক রজতে ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাবকে বিষয় করিয়া থাকে বলিয়া কণ্ঠোক্ত মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হয়। তাহাতে আর আর্থিক মিথ্যাত্ব বলিবার প্রয়োজন হয় না।

কণ্ঠোক্ত মিথ্যাত্ব ও আর্থিক মিথ্যাত্ব।

আর্থিক মিথ্যাত্ব ও কণ্ঠোক্ত মিথ্যাত্বমধ্যে ইহাই বিশেষ যে, যেস্থলে বাধপ্রতীতির অনন্তর অন্যথানুপপত্তি প্রতিসন্ধানসহকারে মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় হয়, তাহাই আর্থিক মিথ্যাত্ব এবং যেস্থলে বাধজ্ঞানানন্তর প্রমাণান্তরের অপেক্ষা না থাকিয়াই মিথ্যাত্ব প্রতীত হয়, তাহাই কণ্ঠোক্ত মিথ্যাত্ব। প্রাতীতিক রজতে পরমার্থ রজতের ভেদ প্রতীত হইলে, যেহেতু এই প্রতীত রজত পরমার্থ রজতভিন্ন অতএব—মিথ্যাত্বরূপে অর্থাৎ প্রতিপন্নোপাধিনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপে ইহা ভাসমান হইয়াছিল—এইরূপ বোধ হয়। সুতরাং অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ যে মিথ্যাত্ব, তাহা উক্ত বাধোক্ত ভেদজ্ঞানলভ্য। এজন্য বিবরণাচার্য্য পঞ্চপাদিকাবাক্যের যে অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বিরুদ্ধ নহে।

বস্তুতঃ, পঞ্চপাদিকাতে উক্ত ভেদবিষয়ক বাধজ্ঞানেরও অত্যন্তাভাব-

বিষয়কজ্ঞানে পর্য্যবসান হইয়া থাকে। এই জন্যই পঞ্চপাদিকাগ্রন্থেও ভেদবিষয়ক বাধজ্ঞান দেখাইয়া বলিয়াছেন—"প্রতিপন্ন রজতটী মিথ্যা"।

এস্থলে কণ্ঠোক্তমিথ্যাত্বলক্ষণ প্রদর্শন।

আর প্রাতীতিক রজতের যে মিথ্যাত্ব, তাহা কেবল আর্থিক মিথ্যাত্ব—এরূপ নহে, কণ্ঠোক্ত মিথ্যাত্বও বটে। ইহাই দেখাইবার জন্য মূলগ্রন্থে "নাত্র রজতং" এই বাধের আকার বলা হইয়াছে।

ইহাতে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন।

এখন "নাত্র রজতং" এইরূপ বাধজ্ঞান বলিলে আপত্তি হয় যে, "ইদং রজতং" এইরূপ ভ্রম হইয়া পরে "নেদং রজতং" এইরূপ বাধপ্রতীতি হওয়াই ত উচিত। কিন্তু "নাত্র রজতং" এইরূপ বাধজ্ঞানের আকার হওয়া ত উচিত নহে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এরূপ শঙ্কা কিন্তু হইতে পারে না। রজতভ্রমের অনন্তর "নাত্র রজতং" এইরূপ বাধবুদ্ধি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। সর্ব্বানুভবসিদ্ধ বাধবুদ্ধি এরূপ আকারের নহে—এরূপ আপত্তি করা যায় না। "ইদং রজতং" এইরূপ ভ্রমের অনন্তর "নেদং রজতং" এইরূপ বাধপ্রতীতি আর "অত্র রজতং" এইরূপ ভ্রমের অনন্তর "নাত্র রজতং" এইরূপ বাধপ্রতীতি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। সুতরাং বাধজ্ঞানের আকার "নাত্র রজতং" হইবে না—এরূপ বলা যায় না। অতএব "নাত্র রজতং" এই প্রতীতিতে পুরোবর্ত্তি প্রাতীতিক রজতের অত্যন্তাভাব ভাসমান হয় বলিয়া প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ বিবরণাচার্য্যের কণ্ঠোক্ত মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে। "অত্র রজতং" এইরূপ ভ্রমের পরে "নাত্র রজতং" এইরূপ প্রাত্যক্ষিক বাধবুদ্ধি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ, এবং উক্ত বাধবুদ্ধির বিষয়—অত্যন্তাভাব। এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী—পুরোবর্ত্তী প্রতীত রজত। এই পুরোবর্ত্তী প্রতীত রজতপ্রতিযোগিক অত্যন্তাভাব প্রাত্যক্ষিক বাধজ্ঞানের বিষয় হয়। এই

"নাত্র রজতং" এইরূপ প্রাত্যক্ষিক বাধের বিষয় যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগী রজত এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক রজতত্ব।

রজতত্ব প্রাতীতিক কি ব্যাবহারিক।

এখন জিজ্ঞাসা এই যে, এই রজতত্ব কি প্রাতীতিক, কি ব্যাবহারিক? যদি প্রাতীতিক রজতত্ব নিষেধাভাবচ্ছেদক হয়, তবে "নাত্র রজতং" এই বাধের পরে ব্যাবহারিক রজতত্ব লইয়া "অত্র রজতং" এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারিবে। যেহেতু ব্যাবহারিক রজতত্ব ধর্ম্ম ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নহে। আর ব্যাবহারিক রজতত্বকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বলিলে প্রাতীতিক রজতত্ব লইয়া "ইহ রজতং" এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারিবে। আর ভ্রমজ্ঞানে প্রাতীতিক রজতত্বরূপেই রজত ভাসমান হয়, ব্যাবহারিক রজতত্বরূপে রজতের নিষেধ করিলে ভ্রম ও বাধের বৈয়ধিকরণ্য দোষও হয়।

রজতত্ব দুইটী বলিয়া বাধবুদ্ধি দুইটী নহে।

যদি বলা যায় যে, রজতত্ব যখন দুইটী, অর্থাৎ ব্যাবহারিক রজতত্ব ও প্রাতিভাসিক রজতত্ব, তখন ঐ দুইটী রজতত্বকে লইয়া দুইটী বাধবুদ্ধি হইবে। "ব্যাবহারিকরজতত্বেন রজতং নাস্তি" এবং "প্রাতিভাসিকরজতত্বেন রজতং নাস্তি" এইরূপ হইবে। তাহাতে উক্ত উভয় আপত্তিই নিরস্ত হইল, অর্থাৎ তাহাতে বাধবুদ্ধির পর আর বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারিবে না।

কিন্তু এরূপ বলা যায় না। রজতভ্রমের পরে বাধবুদ্ধি দুইটী হয়—ইহা অনুভববিরুদ্ধ। সুতরাং বাধবুদ্ধি একপ্রকারই বলিতে হইবে, এবং প্রাতিভাসিক রজতত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইলে ব্যাবহারিক রজতত্ব লইয়া বাধোত্তর বিশিষ্টবুদ্ধির আপত্তি হয় এবং ব্যাবহারিক রজতত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইলে প্রাতিভাসিক রজতত্ব লইয়া বাধোত্তর বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারে।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এ কথা অসঙ্গত। কারণ, শুক্তিতে যে রজতভ্রম হয়, সেই রজতভ্রমে ব্যাবহারিক রজতত্বরূপেই রজত ভাসমান হইয়া থাকে, এবং বাধবুদ্ধিতেও ব্যাবহারিক রজতত্বরূপে রজতের নিষেধ ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং ভ্রম ও বাধের বৈয়ধিকরণ্য দোষ নাই। রজতভ্রমে ব্যাবহারিক রজতত্বধর্ম্মের ব্যাবহারিকসম্বন্ধে প্রাতীতিক রজতে ভাসমান হইয়া থাকে। যেমন প্রাতিভাসিক রজতে ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব ব্যাবহারিকসম্বন্ধে ভাসমান হইয়া থাকে। প্রাতিভাসিক রজতের যে মিথ্যাত্ব, তাহা ব্যাবহারিক, প্রাতিভাসিক নহে। প্রাতিভাসিক হইলে রজতের পারমার্থিকত্ব আপত্তি হইয়া পড়ে। প্রাতিভাসিক রজতে ব্যাবহারিক ধর্ম্ম ও ব্যাবহারিক সম্বন্ধ থাকিতে আপত্তি নাই। সুতরাং প্রাতীতিক রজতে ব্যাবহারিক রজতত্ব ও ব্যাবহারিক সম্বন্ধ ভাসমান হইতে পারে।

বিশিষ্টবুদ্ধিতে আপত্তি ও তাহার নিরাস।

ইহাতে আপত্তি এই যে, প্রাতীতিক রজতত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নহে বলিয়া প্রাতীতিক রজতত্বধর্ম্ম ও প্রাতীতিক রজতমাত্রবৃত্তি তাদাত্ম্যসম্বন্ধ লইয়া বাধোত্তর বিশিষ্টবুদ্ধির আপত্তি থাকিয়াই গেল।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, প্রাতীতিক রজতত্বধর্ম্ম ও প্রাতীতিক রজতমাত্রবৃত্তির তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। ব্যাবহারিক রজতত্বই ব্যাবহারিকসম্বন্ধে প্রাতীতিক রজতে ভান হইয়া থাকে। যেমন ব্যাবহারিক রজতত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, তদ্রূপ ব্যাবহারিক তাদাত্ম্যত্বধর্ম্মও সংসর্গতাবচ্ছেদকরূপে ভ্রমে ভাসমান হইয়া থাকে।

ভ্রমে দোষজন্যতাঘটিত আপত্তি।

ইহাতে আপত্তি এই যে, ভ্রমস্থলে বিষয় দোষজন্য হয় বলিয়া রজতত্ব ধর্ম্ম ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধ প্রাতীতিক বলিতে হইবে। দোষজন্য বস্তু পার-

মার্থিক হইতে পারে না। রজতত্ব ও তাহার সম্বন্ধ দোষজন্যতাবচ্ছেদক বলিয়া প্রাতীতিকই হইবে। ব্যাবহারিক রজতসাধারণ যে রজতত্বধর্ম্ম, তাহা দোষজন্যতাবচ্ছেদক নহে। দোষ না থাকিয়াও রজতত্ববিশিষ্ট ব্যাবহারিক রজতের উৎপত্তি হয়, এজন্য ব্যাবহারিকসাধারণ রজতত্বধর্ম্মকে দোষজন্যতাবচ্ছেদক বলা যাইতে পারে না। দোষজন্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম দোষাজন্য বস্তুতে থাকিতে পারে না।

দোষজন্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধদ্বারা আপত্তি খণ্ডন।

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, ব্যাবহারিক প্রাতিভাসিকসাধারণ রজতত্ব দোষজন্যতাবচ্ছেদকই বটে। তথাপি প্রাতীতিকতাদাত্ম্যসম্বন্ধ প্রাতিভাসিকরজতস্থলে জন্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধরূপে ভাসমান হইয়া থাকে, আর ব্যাবহারিক রজতস্থলে দোষজন্যতাবচ্ছেদক রজতত্ব ব্যাবহারিকসম্বন্ধে ভাসমান হইয়া থাকে। ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক রজত উভয়ই দোষজন্য, দোষজন্যতা উভয়েই আছে। এই দোষজন্যতার সমানিয়ত ধর্ম্ম রজতত্ব। রজতত্ব থাকিলেই দোষজন্যতা থাকিবে। এই দোষজন্যতার অবচ্ছেদকীভূতসম্বন্ধ প্রাতিভাসিকস্থলে প্রাতিভাসিকতাদাত্ম্য ও ব্যাবহারিকস্থলে ব্যাবহারিকতাদাত্ম্য। **দোষজন্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম এক হইলেও উক্ত জন্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বিভিন্ন।** সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত ব্যভিচার আর হইতেছে না। দোষ না থাকিয়া দোষজন্যতাবচ্ছেদক রজতত্বাবচ্ছিন্ন ব্যাবহারিক রজতের উৎপত্তি আর হইতেছে না। যেহেতু ব্যাবহারিক রজতও দোষজন্য। সেই দোষ অবিদ্যা। আর প্রাতিভাসিক রজতমাত্রে রজতত্বধর্ম্ম নাই। সত্বত্রৈবিধ্য প্রকরণে **প্রাচীন বেদান্তাচার্য্যগণ যে ব্যাবহারিক এবং প্রাতিভাসিক রজতসাধারণ রজতত্বধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা প্রাতীতিক রজতসংসৃষ্টরূপে প্রাতীতিকই বটে, ব্যাবহারিক নহে তাহা**

প্রৌঢ়িবাদমাত্র। এজন্য ব্যাবহারিকসম্বন্ধে কপালাদি ঘটাদির হেতু হইলেও প্রাতীতিক কপাল হইতে ঘটাদির উৎপত্তি হয় না। যেহেতু ব্যাবহারিক কপালত্ব ধর্ম্মই ঘটজনকতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে।

বাধবিষয়ক অত্যন্তাভাবের ব্যাবহারিকত্ব।

পুরোবর্ত্তী প্রাতীতিক রজতের প্রাত্যক্ষিক বাধজ্ঞানের বিষয় যে অত্যন্তাভাব, তাহা ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাব হইবে—ইহা মূলে বলা হইয়াছে। এই ব্যাবহারিকপদের অর্থ—প্রতিযোগীর অন্যূনসত্তাক। সুতরাং **প্রতিযোগীর অন্যূনসত্তাক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব।** ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাব বলিলে দোষ এই যে, স্বাপ্নভ্রমের স্বাপ্নবাধে প্রাতীতিক অত্যন্তাভাবও বিষয় হইয়া থাকে। স্বাপ্নবাধের বিষয় যে অত্যন্তাভাব তাহা ব্যাবহারিক নহে, কিন্তু প্রাতীতিক। প্রাতীতিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব স্বাপ্নপদার্থে থাকিল বলিয়া স্বাপ্নপদার্থের মিথ্যাত্ব হইতে পারে না। যেহেতু তাহা ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় নাই।

বাধবিষয়ক অত্যন্তাভাবের প্রাতিভাসিকত্ব।

অথবা **ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব।** আর ব্যাবহারিকপদের অর্থ—তদন্যূনসত্তাক এরূপ বলিবার প্রয়োজন নাই। স্বাপ্নবাধের বিষয়ও প্রাতীতিক অভাবই বটে। কিন্তু স্বাপ্নবাধের বিষয় প্রাতীতিক অভাব হইলেও ব্যাবহারিকত্বরূপে ভাসমান প্রাতীতিক অভাব স্বাপ্নবাধের বিষয় হইয়া থাকে। আর তদনুরোধে মূলের ব্যাবহারিক পদের অর্থ—ব্যাবহারিকত্বরূপে ভাসমান। সুতরাং **ব্যাবহারিকত্বরূপে ভাসমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব** বলা হয়। শুক্তিরজতাদিবাধের বিষয় যে অত্যন্তাভাব, তাহা ব্যাবহারিক বলিয়া ব্যাবহারিকত্বরূপে ভাসমান বটে। **ব্যাবহারিকত্ব** অর্থ—ব্যবহারকালাবাধ্যত্ব। প্রাতীতিক অত্যন্তাভাবেও এই

ব্যাবহারিকত্ব ধর্ম্ম গৃহীত হইতে পারে। যদিও প্রাতীতিকত্ব ব্যবহারকালবাধ্যত্ব, তথাপি ব্যবহারকালবাধ্যত্বরূপে প্রাতীতিক অভাব গৃহীত না হইয়া ব্যবহারকালাবাধ্যত্বরূপে প্রাতীতিক অভাব গৃহীত হয়, অর্থাৎ স্বাপ্নবাধজ্ঞানের বিষয় হয়। সুতরাং এই লক্ষণের নিষ্কৃষ্টস্বরূপ হইল এই যে, **স্বসমানাধিকরণ স্বান্যূনসত্তাক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব।** এতাদৃশ মিথ্যাত্ব যদি "নাত্র রজতং" এই বাধজ্ঞানের বিষয় হয়, তবে বিবরণাচার্য্যের কণ্ঠোক্ত মিথ্যাত্বই বাধকজ্ঞানদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"নাত্র রজতং" স্থলেই কণ্ঠোক্ত মিথ্যাত্ব হয়—আপত্তি।

কিন্তু আপত্তি হয় যে, "নাত্র রজতং" এইরূপ বাধজ্ঞানে উক্তরূপ মিথ্যাত্ব ভাসমান হয় না। কারণ, বাধকজ্ঞানে বিবরণাচার্য্যোক্ত মিথ্যাত্ব ভাসমান হইয়া থাকে—ইহা দেখাইতে পারিলে কণ্ঠোক্ত মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণে মিথ্যাবস্তুর অধিকরণ ও সেই অধিকরণে মিথ্যাবস্তুর অত্যন্তাভাব, যাহা লক্ষণমধ্যে প্রবিষ্ট আছে, তাহা বাধজ্ঞানে ভাসমান হইতে পারে। কারণ, বাধজ্ঞানের পূর্ব্বে যে ভ্রম হয়, তাহাতে মিথ্যাবস্তুর অধিকরণ "অত্র" পদদ্বারা ভাসমান হয়। সুতরাং মিথ্যাত্বের ঘটক স্বাধিকরণের উপস্থিতি ভ্রমজ্ঞানদ্বারা হইয়াছে। আর বাধজ্ঞানে নিষেধদ্বারা অত্যন্তাভাবও ভাসমান হইতেছে। কিন্তু বাধজ্ঞানে নিষেধটী যে স্বান্যূনসত্তাক, ইহার উপস্থাপক কেহই নাই। আর এই অত্যন্তাভাবে যে অন্যূনসত্তাকত্ব, তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গম্য নহে। আর অন্যূনসত্তাকত্ব না বলিয়া ব্যাবহারিকত্ব বলিলেও উক্ত দোষই থাকিবে, যেহেতু তাহারও উপস্থাপক কেহ নাই। আর ঐ ব্যাবহারিকত্ব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের যোগ্যই নহে।

বাধবুদ্ধিতে ব্যাবহারিকত্বের অসিদ্ধি শঙ্কা।

যদি এরূপ বলা যায় যে, অন্যূনসত্তাকত্ব বা ব্যাবহারিকত্বের উপ-

স্থাপক—ভ্রমজ্ঞান বাধজ্ঞান বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় না হইলেও অনুমানদ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ বলা যায় না। কারণ, যেস্থলে অনুমান প্রবৃত্ত হয় নাই, সেস্থলেও বাধবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। তাদৃশ বাধবুদ্ধিতে অন্যূনসত্তাকত্ব বা ব্যাবহারিকত্ব সিদ্ধ হইবে না।

সাক্ষীর ভাস্য বলিয়া বাধবুদ্ধিতে ব্যাবহারিকত্ব সিদ্ধি।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, উক্ত ব্যাবহারিকত্ব বা অন্যূন-সত্তাকত্ব যাহা মিথ্যাত্বলক্ষণে প্রবিষ্ট, তাহা সাক্ষীর দ্বারা অজ্ঞাতরূপে ভাস্য হইয়া থাকে। **অজ্ঞাতরূপে সমস্তই সাক্ষীর ভাস্য ইহাই বেদান্তাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত।** আর স্বসামানাধিকরণ্যাদি যাহা মিথ্যাত্বলক্ষণে প্রবিষ্ট, তাহা বাধরূপ বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়। সুতরাং যাহা বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়, তাহা বৃত্তিজ্ঞানাবচ্ছিন্ন সাক্ষীরও বিষয়। এইরূপ ব্যাবহারিকত্ববিশিষ্ট অত্যন্তাভাব বলিলেও ব্যাবহারকালীন জ্ঞানা-নিবর্ত্ত্যত্বরূপ অজ্ঞাত যে অভাব, তাহাই লক্ষণে প্রবিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণটী নির্দ্দোষ।

আচার্য্যমতবিরোধ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি।

এখন কথা হইতেছে—**স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি-ত্বকে মিথ্যাত্ব বলিলে আচার্য্যমতের সহিত বিরোধ হয়।** কারণ, সিদ্ধান্তমতে বলা হইয়াছিল—ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিতা প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতে নাই। লৌকিকপরমার্থরজতই ত্রৈকালিক-নিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধিকার স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী শুক্তিরজতকেই বলিয়াছেন। সুতরাং **অদ্বৈতসিদ্ধিকারের অপসিদ্ধান্ত দোষ** হইয়া পড়িতেছে। যেহেতু এরূপ বলিলে আচার্য্যমতই পরিত্যাগ করিতে হয়।

সিদ্ধান্তীকর্ত্তৃক উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

এই আপত্তি পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত আচার্য্যবাক্যের

যাদৃশ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা অদ্বৈতসিদ্ধিকারের অনুকূলই বটে, তাহা আদৌ প্রতিকূল নহে। **স্বরূপতঃ প্রাতীতিক রজতটী নিষেধের প্রতিযোগী নহে—ইহা সিদ্ধান্তই নহে।** সুতরাং **সিদ্ধান্তহানি দোষ হইল না।**

সিদ্ধান্তীকর্ত্তৃক অন্যথাখ্যাতির আপত্তি খণ্ডন।

আর উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধে আচার্য্যবাক্যানুসারে ব্যাবহারিক রজতের স্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার করিলে **ভ্রম ও বাধের বৈয়ধিকরণ্যাপত্তি হইয়া পড়ে।** এজন্য ভ্রমেও ব্যাবহারিকরজত ভাসমান হয় স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা স্বীকার করিলে **অন্যথাখ্যাতির আপত্তি** হইয়া পড়ে। **এই অন্যথাখ্যাতির আপত্তিও আর রহিল না।** যেহেতু উক্ত পূর্ব্বাচার্য্যবাক্যের যাহা আক্ষরিক অর্থ, তাহা উক্ত পূর্ব্বাচার্য্যবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত নহে। যাহা উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণের আক্ষরিক অর্থ লইয়াই পূর্ব্বপক্ষী অন্যথাখ্যাতিদোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষরিক অর্থ হইতে তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থই বলবান্। এজন্য পূর্ব্বাচার্য্যবাক্যের যাদৃশ অর্থ অদ্বৈতসিদ্ধিতে প্রদর্শিত, তাহাই তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ, আর তাহাতে পূর্ব্বপক্ষই থাকে না।

আর পঞ্চপাদিকাগ্রন্থের সহিত বিবরণবাক্যের যে গ্রন্থবিরোধদোষ উদ্ভাবন করা হইয়াছিল, যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাও পরিহার সেই স্থানেই বলা হইয়াছে। সুতরাং **গ্রন্থবিরোধ দোষও নাই।**

এইরূপে দেখা যাইতেছে—পূর্ব্বপক্ষী, সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্তহানি, অন্যথাখ্যাত্যাপত্তি এবং গ্রন্থবিরোধ—এই তিনটী দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় না বুঝিয়াই করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা করিলে এরূপ আপত্তির উত্থাপনই করিতে পারা যাইত না।২৫

পূর্ব্বপক্ষ—স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বে অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তি।

নন্বু এবম্ অত্যন্তাসত্ত্বাপাতঃ, প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বং হি অন্যত্র অসত্ত্বেন সম্প্রতিপন্নস্য ঘটাদেঃ সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং পর্য্যবসিতম্; অন্যথা তোষাম্ অন্যত্র সত্ত্বাপাতাৎ, নহি তোষাম্ অন্যত্র সত্তা সম্ভবতি ইতি ত্বদুক্তেশ্চ; তথাচ কথম্ অসদ্বৈলক্ষণ্যম্; ন হি শশ-শৃঙ্গাদেঃ ইতঃ অন্যৎ অসত্ত্বম্ ।২৬

অসত্ত্বের বিবিধ অর্থ নির্ণয়পূর্ব্বক আপত্তি।

ন চ নিরুপাখ্যত্বমেব তদসত্ত্বম্, নিরুপাখ্যপদেনৈব খ্যায়-মানত্বাৎ। ২৭। নাপি অপ্রতীয়মানত্বম্ অসত্ত্বম্, অসতঃ অপ্রতীতৌ অসদ্বৈলক্ষণ্যজ্ঞানস্য অসৎপ্রতীতিনিরাসস্য অসৎ-পদপ্রয়োগস্য চ অযোগাৎ ।২৮ ন চ অপরোক্ষতয়া অপ্রতীয়-মানত্বং তৎ, নিত্যাতীন্দ্রিয়েষু অতিব্যাপ্তেঃ, ইতি চেৎ ? ।২৯

অনুবাদ।

২৬। এক্ষণে সিদ্ধান্তীর সমাধান সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন—**"নন্বু"** ইতি। **"এবম্"** পদের অর্থ—প্রপঞ্চমাত্রে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে, **"অত্যন্তাসত্ত্বাপাতঃ"** ইহার অর্থ—শশবিষাণাদির মত প্রপঞ্চমাত্রের অত্যন্ত অসত্ত্বের আপত্তি হয়। যেহেতু সমস্ত প্রপঞ্চই স্বাধিকরণভিন্ন-স্থানে অর্থাৎ প্রতিপন্নোপাধি হইতে ভিন্ন স্থানে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক-নিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে—ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। যে বস্তু যেস্থানে প্রতীত হয়, অন্যত্র সেই বস্তু স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া

২৬। প্রতিযোগিত্বং পর্য্যবসিতম্=প্রতিযোগিত্বপর্য্যন্তম্। সম্প্রতিপন্নস্য=প্রতিপন্নস্য সম্মতস্য বা—ইতি পাঠান্তরম্। ২৭। নিরুপাখ্য=নিরুপাখ্যত্ব। খ্যায়মানত্বাৎ=ব্যাখ্যায়-মানত্বাৎ=ইতি পাঠান্তরম্।

থাকে। স্বাধিকরণভিন্ন স্থানে যাহার স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাব সিদ্ধই আছে, সেই বস্তুর স্বীয় অধিকরণেও যদি স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয়, তবে সেই বস্তুর সর্ব্বত্রই স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সেই বস্তু কোথাও থাকে না—ইহাই সিদ্ধ হইয়া যায়। আর সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই ত অত্যন্তাসত্ত্ব। সুতরাং প্রপঞ্চমাত্রে এই অত্যন্তাসত্ত্বেরই আপত্তি হইয়া পড়িতেছে। এই অত্যন্তাসত্ত্বের আপত্তি দেখাইতে যাইয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**"নন্বু এবম্ অত্যন্তাসত্ত্বাপাতঃ"**। পূর্ব্বপক্ষীর এই আপত্তিতে যদি শঙ্কা করা যায় যে, সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই অত্যন্তাসত্ত্ব বলিলে আত্মাদি অবৃত্তি বস্তুতে অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তি আসিয়া পড়ে। কারণ, আত্মাদি বস্তু বিভুপরিমাণ, এজন্য তাহাদের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং আত্মাদি বস্তুর অত্যন্তাভাব সর্ব্বত্রই আছে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী এই অবৃত্তি আত্মাদি বস্তুকে ত অত্যন্ত অসৎ বলিয়া স্বীকার করেন না। এজন্য আত্মাদি অবৃত্তি বস্তু সর্ব্বত্র না থাকিয়াও যেমন অত্যন্ত অসৎ হইল না, তদ্রূপ প্রপঞ্চও সর্ব্বত্রই না থাকিয়া অত্যন্ত অসৎ হইবে না, বরং আত্মাদি অনাশ্রিত বস্তুর মত প্রপঞ্চও অনাশ্রিত হইতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত অসৎ হইবে কেন?

এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, এরূপ আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ, আত্মা অকল্পিত বস্তু, এজন্য তাহা অবৃত্তি বা অনাশ্রিতই হইবে, কিন্তু প্রপঞ্চমাত্রই কল্পিত, আর এই কল্পনা নিরধিষ্ঠান হইতে পারে না, এজন্য প্রপঞ্চমাত্রই অধিষ্ঠানে আশ্রিত হইবে। অধিষ্ঠানের অন্যত্র প্রপঞ্চমাত্রেরই স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাব আছে। স্বীয় অধিষ্ঠানেও যদি তাহার অত্যন্তাভাব থাকে, তবে প্রপঞ্চের অত্যন্তাসত্ত্বই হইবে। পরমাণু আকাশ প্রভৃতি নিরবয়ব দ্রব্যকে তার্কিকগণ অবৃত্তি বা অনাশ্রিত স্বীকার করিলেও সিদ্ধান্তীর মতে ইহারা কল্পিত। আর কল্পিত বলিয়া

অধিষ্ঠানে আশ্রিত। সুতরাং বরং প্রপঞ্চমাত্রের অবৃত্তিত্ব বা অনাশ্রিতত্বই হইবে, কিন্তু অত্যন্তাসত্ত্ব হইবে না—এরূপ আপত্তি অসঙ্গত।

এক্ষণে পুনরায় আপত্তি এই যে, পূর্ব্বপক্ষী যে প্রপঞ্চমাত্রের অত্যন্তাসত্ত্বের আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে। যেহেতু অত্যন্তাসত্ত্বের অর্থ—যে বস্তু কোন স্থানেই নাই। অর্থাৎ অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য-সর্ব্বদেশবৃত্তিক অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই শশবিষাণাদির অত্যন্তাসত্ত্ব। প্রপঞ্চমাত্রের প্রতিপন্নোপাধিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলেও প্রদর্শিতরূপ অসত্ত্বাপত্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ, পূর্ব্বপক্ষী যে আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তিগ্রহের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বপক্ষীর বক্তব্য হইবে যে, প্রপঞ্চ যদি প্রতিপন্নোপাধিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হয়—তবে তাহা প্রদর্শিতরূপ অসৎ হইবে। অর্থাৎ উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব—আপাদক ও প্রদর্শিত অসত্ত্ব—আপাদ্য। এই আপাদকে আপাদ্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না, যেহেতু তাহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। শশবিষাণাদিতে প্রদর্শিতরূপ অসত্ত্ব থাকিলেও প্রতিপন্নোপাধিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ আপাদক নাই। কারণ, প্রতিপন্নপদের অর্থ—স্বপ্রকারকধীবিশেষ্য। শশবিষাণাদি বস্তু জ্ঞানের বিষয় নহে বলিয়া শশবিষাণাদিপ্রকারকজ্ঞানের বিশেষ্য অসম্ভব। এজন্য পূর্ব্বপক্ষী যে "অত্যন্তাসত্ত্বাপাতঃ" বলিয়া আপাত-শব্দদ্বারা আপত্তি দেখাইয়াছেন, তাহার যথাশ্রুত আপত্তিরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না বলিয়া মূলস্থিত আপাতশব্দের আপত্তিরূপ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া আপাত শব্দদ্বারা পূর্ব্বপক্ষী, প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানে অর্থান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ 'আপাত' শব্দটীর অর্থান্তর দোষ প্রদর্শনেই তাৎপর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আর তাহাতে এইরূপ দোষ হইল যে, সিদ্ধান্তী প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমানে

প্রবৃত্ত হইয়া প্রপঞ্চের অত্যন্ত অসত্ত্ব সাধন করিতেছেন। আর ইহাতে প্রকৃত অর্থ মিথ্যাত্ব অপেক্ষা অন্য অর্থ যে অত্যন্তাসত্ত্ব, তাহাই সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া সিদ্ধান্তীর অনুমানে অর্থান্তর দোষ ঘটিল।

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষীর উপর পুনরায় আপত্তি হইতেছে যে, এই আপত্তি পদে যথাশ্রুত আপত্তি অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অর্থান্তররূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে—এরূপ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ত সঙ্গত নহে। আপাত শব্দের যথাশ্রুত আপত্তি অর্থ গ্রহণ করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ, "প্রপঞ্চ যদি প্রতিপন্নোপাধিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হয়, তবে অসৎ হইবে"—এইরূপ আপত্তিতে আপাদ্য ও আপাদকের দৃষ্টান্ত নাই বলিয়া অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে না পারিলেও ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত ব্রহ্মে এই আপাদ্য আপাদকের ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহ সম্ভাবিতই বটে। কারণ, ব্রহ্মে প্রদর্শিত অসত্ত্বরূপ আপাদ্য ও উক্তরূপ নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ আপাদকও নাই। সুতরাং ব্যতিরেক ব্যাপ্তি-গ্রহ সম্ভাবিত হইতে পারে।

কিন্তু এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ, সিদ্ধান্তীর মতে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি যেমন অনুমিতির অঙ্গ নহে, তদ্রূপ আপত্তিরও অঙ্গ নহে। সুতরাং ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহের প্রয়াস নিষ্ফল। অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ যে এস্থলে হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং আপাত শব্দের যথাশ্রুত অর্থ ত্যাগ করিতেই হইবে।

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী এই অর্থান্তর দোষটী বিস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য, প্রপঞ্চমাত্রের প্রতিপন্নোপাধিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে তাহা যে অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য সর্ব্বদেশবৃত্তিক অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বরূপ অত্যন্ত অসত্ত্বে পর্য্যবসিত হয়, তাহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—"**প্রতিপন্নোপাধৌ**" ইতি। প্রতিপন্নপদের অর্থ—স্বপ্রকারকধীবিশেষ্য, আর উপাধিপদের অর্থ—ধর্ম্মী। স্বপ্রকারকধী-

বিশেষ্যক ধর্ম্মীতে ঘটাদি প্রপঞ্চের যে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ অর্থাৎ স্বপ্রকারকধীবিশেষ্যতার ব্যাপকীভূত যে ঘটাদি প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ, অর্থাৎ স্বপ্রকারকধীবিশেষ্যক সমস্ত ধর্ম্মীতে যে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ, তাহার প্রতিযোগিত্ব মিথ্যাত্ব। এই ত্রৈকালিকনিষেধ বা অত্যন্তাভাবটী অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য বুঝিতে হইবে। তাহা না বলিলে তার্কিকাদিমতে অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিকে লইয়া সিদ্ধসাধনতা দোষ হইয়া পড়ে। এই সিদ্ধসাধনতা দোষবারণের জন্য অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য এই বিশেষণটী অভাবে যোগ করিতে হইবে। আর এতাদৃশ প্রতিযোগিত্বই ঘটাদি প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব। আর এতাদৃশ প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বই যে, অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য সর্ব্বদেশবৃত্তিক অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বরূপ অসত্ত্বে পর্য্যবসিত হয়, তাহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—"**অন্যত্র অসত্ত্বেন সম্প্রতিপন্নস্য ঘটাদেঃ**" ইত্যাদি। "**অন্যত্র**" পদের অর্থ—প্রতিপন্ন উপাধি হইতে অন্যত্র, অর্থাৎ স্বোপাধিভিন্ন পরোপাধিতে। **অসত্ত্বেন** পদের অর্থ—অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বরূপে। "**প্রতিপন্নস্য ঘটাদেঃ**" পদের অর্থ—প্রমাণান্তরদ্বারা প্রমিত ঘটাদিপ্রপঞ্চমাত্রের। "**সর্ব্বত্র**" পদের অর্থ—স্বোপাধিতে এবং পরোপাধিতে, অর্থাৎ সমুদায় উপাধিতে। "**ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্**" অর্থ—অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বরূপ অত্যন্তাসত্ত্ব। "**পর্য্যবসিতম্**" পদের অর্থ—পরিণত হইল। সমগ্রের অর্থ হইল এই যে, ঘটাদিবস্তু যে পরোপাধিতে নাই, তাহা ত সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, আর তাহা যদি স্বীয় উপাধিতেও না থাকে, তবে ঘটাদি বস্তু যে কোথাও নাই—ইহাই পর্য্যবসিত হইল।

ভাবার্থ এই—পরোপাধি তন্তু প্রভৃতিতে যে ঘটাদির অসত্ত্ব, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মতই বটে, কিন্তু মৃদাদিরূপ সর্ব্বত্র নিজ উপাধিতেও যদি তাহাদের অসত্ত্ব হয়, তবে শশবিষাণাদির ন্যায় তাহাদের অত্যন্ত অসত্ত্বই—সিদ্ধান্তীর

মতেও পর্য্যবসিত হইল। এস্থলে "ঘটাদেঃ সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্বপর্য্যস্তম্"—ইহা ন্যায়ামৃতসম্মতঃ পাঠ। টীকাকারও এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে লঘুচন্দ্রিকার টীকাকার বিট্‌ঠলেশো-পাধ্যায় "পর্য্যস্তং" স্থলে "পর্য্যবসিতম্"—এইরূপ পাঠ করিয়াছেন। আর এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, "পর্য্যস্তং" ইতি পাঠাপেক্ষয়া পর্য্যবসিতম্ ইতি "পাঠঃ যুক্তঃ" ইতি।

যাহা হউক, এরূপ না বলিলে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন—**অন্যথা** ইতি। ইহার অর্থ—ঘটাদি প্রপঞ্চের সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকা-লিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই পর্য্যবসিত হইল—এইরূপ স্বীকার না করিলে অর্থাৎ ঘটাদির অন্যত্র সত্তা স্বীকার করিলে—**তেষাং** অর্থাৎ ঘটাদি-প্রপঞ্চের **"অন্যত্র"** অর্থাৎ ঘটাদিপ্রপঞ্চের স্বোপধিভিন্ন তন্তু প্রভৃতিতে, **"সত্ত্বাপাতাৎ"** অর্থাৎ সত্তার আপত্তি হয়। অর্থাৎ ঘটাদিবস্তু স্বীয় উপাদান মৃত্তিকাদিতে না থাকিয়া তন্তু প্রভৃতিতে থাকুক—এইরূপ আপত্তি হইয়া পড়ে। এই স্থানে সত্ত্বপদটী সত্ত্বপ্রতীতি ও সত্ত্বব্যবহারের উপলক্ষণ, আর তাহাতে ঘটাদিপ্রপঞ্চের তন্তু প্রভৃতি পরোপাধিতে অবাধিতসত্ত্বপ্রতীতি ও সত্ত্বব্যবহারের আপত্তি হইয়া পড়ে। এজন্য ঘটাদিপ্রপঞ্চের অন্যত্র সত্ত্বাপত্তি হয় বলিয়া প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানে অর্থান্তরতা দোষ ঘটে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর কথার তাৎপর্য্য।

আরও কথা এই যে, ঘটাদির অন্যত্র সত্তা স্বীকার করিলে প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানে কেবল যে অর্থান্তরতা দোষই ঘটে, তাহা নহে, কিন্তু স্ববাক্যবিরোধও ঘটে। এই স্ববাক্যবিরোধই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**"ন হি"** ইত্যাদি। **"তেষাং"** অর্থ—ঘটাদিপ্রপঞ্চের। **অন্যত্র** অর্থ—পরোপাধিতে। **"ন হি সত্তা সম্ভবতি"** অর্থ—অবাধিত-রূপে সত্ত্বপ্রতীতি ও ব্যবহার সম্ভাবিত নহে। **"ইতিতত্ত্বমুক্তেশ্চ"**—অর্থ—এইরূপ তত্ত্বপ্রদীপিকা গ্রন্থে চিৎসুখাচার্য্য বলিয়াছেন। কিন্তু

বাস্তবিক পক্ষে "ন হি অন্যত্র তেষাং সত্তা সম্ভবিনী" ইহাই চিৎসুখাচার্য্য সম্মতপাঠ।

তত্ত্বপ্রদীপিকা গ্রন্থে এইরূপ আশঙ্কা প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, ঘটাদি প্রপঞ্চের প্রতিপন্নোপাধিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হইলেই ঘটাদিপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল কিরূপে? তাহাতে বলা হইয়াছে—"ন হি তেষাম্ অন্যত্র সত্তা সম্ভবিনী" অর্থাৎ ঘটাদির স্বোপাধি-ভিন্ন অন্যত্র পরোপাধিতে সত্তা সম্ভাবিত নহে। তৎপরে বলা হইয়াছে "তত্রাপি চেৎ সা ন স্যাৎ, গলে পাদুকান্যায়েন মৃষাত্বমেব পর্য্যবস্যেৎ" অর্থাৎ স্বীয় উপাধিতেও যদি ঘটাদির সত্তা না থাকে, তবে অবশ্যই ঘটাদির মিথ্যাত্ব পর্য্যবসিত হইবে, ইত্যাদি। আর এরূপ হইলে যে, ঘটাদি-প্রপঞ্চের অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তি হয়, তাহাই এস্থলে পূর্ব্বপক্ষী দেখাইতেছেন—**তথাচ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—প্রতিপন্নোপাধিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বটাই সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বে পর্য্যবসিত হইলে, **কথম্ অসদ্বৈলক্ষণ্যম্**—অর্থাৎ কি করিয়া প্রপঞ্চ অসদ্ হইতে বিলক্ষণ, অর্থাৎ ভিন্ন হয়, অর্থাৎ তাদৃশ মিথ্যাত্ব অসত্ত্বই হয়।

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষীর কথায় শঙ্কা হইতেছে যে, ঘটাদিপ্রপঞ্চের স্বরূপতঃ সর্ব্বদেশবৃত্তিক ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হইলেও তাহাতে ঘটাদিপ্রপঞ্চের অত্যন্ত অসত্ত্ব হয় না। কারণ, শশবিষাণাদির যে অত্যন্ত অসত্ত্ব, তাহা স্বরূপতঃ সর্ব্বদেশবৃত্তিক ত্রৈকালিকনিষেধ প্রতি-যোগিত্বরূপ নহে, কিন্তু এতদ্‌বিলক্ষণই হইবে, ইত্যাদি। এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—"**ন হি**" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অবচ্ছিন্নবৃত্তি-কাল্পসর্ব্বদেশবৃত্তিক অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই অত্যন্ত অসত্ত্ব। "**ইতঃ**" পদের অর্থ—এই প্রদর্শিত প্রতিযোগিত্বরূপ হইতে। **অন্যৎ অসত্ত্বম্**—ইহার অর্থ—অন্য কিছু অসত্ত্ব শব্দের অর্থ হয় না। অসত্ত্ব শব্দদ্বারা তাদৃশ প্রতিযোগিত্বই প্রতীত হয়, অন্য কিছু প্রতীত হয় না। ২৬

২৭। প্রদর্শিত প্রতিযোগিত্বরূপই অত্যন্ত অসত্ত্ব নহে, কিন্তু শশ-বিষাণাদির নিরুপাখ্যত্বাদিরূপই যে অত্যন্ত অসত্ত্ব, তাহাই হইবে—এইরূপ যদি আশঙ্কা করা যায়, তাই পূর্ব্বপক্ষী নিষেধ করিতেছেন—**ন চ নিরুপাখ্যত্বমেব** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—শশবিষাণাদির যে অত্যন্ত অসত্ত্ব, তাহা অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্ত সর্ব্বদেশবৃত্তিক স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ নহে, কিন্তু তাহাদের যে অসত্ত্ব, তাহা নিরুপাখ্যত্বরূপই বটে। নিরুপাখ্যত্বপদের অর্থ—শব্দবৃত্তির অবিষয়ত্ব। "আখ্যায়তে অনয়া" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে শক্তিমৎপদকে **আখ্যা** বলে। আখ্যা বলিতে শক্তিমৎপদকে বুঝায়। আর শক্তিলক্ষণাসাধারণ বৃত্তিমৎ পদকে **উপাখ্যা** বলে। এই উপাখ্যা যাহা হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহাকে নিরুপাখ্য বলা হয়। সুতরাং শক্ত ও লক্ষক পদ-দ্বারা যাহাকে বুঝাইতে পারা যায় না, তাহাই নিরুপাখ্য। আর এই নিরুপাখ্যত্বই অত্যন্ত অসত্ত্ব, কিন্তু প্রদর্শিত প্রতিযোগিত্বরূপ নহে, ইত্যাদি।

এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন যে, এরূপ আশংকা করা যায় না ইহারই কারণ তিনি বলিতেছেন—"**নিরুপাখ্যপদেন**" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অসদ্‌বস্তুও নিরুপাখ্যপদের শক্তির বিষয় হয় বলিয়া নিরুপাখ্যপদদ্বারা অসদ্‌বস্তু **খ্যায়মান** অর্থাৎ ব্যবহ্রীয়মাণ হইয়া থাকে। সুতরাং অসদ্‌বস্তুরও আর অসত্ত্ব থাকিতেছে না। যেহেতু তাহা শব্দবৃত্তির অবিষয় নহে। তাহা নিরুপাখ্যপদের শক্তির বিষয়ই হইল। অতএব নিরুপাখ্যত্বই অসত্ত্ব বলা যায় না। ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর কথার যথাশ্রুত অর্থ।

এস্থলে সিদ্ধান্তীর কথা এই যে, অসদ্‌বস্তু জ্ঞানের বিষয় হয় না, হইতেও পারে না। কারণ, যাহা জ্ঞানের বিষয় হইবে, তাহা জ্ঞানে কল্পিত হইয়া থাকে। অসদ্‌বস্তু জ্ঞানের বিষয় হইলে তাহা জ্ঞানে কল্পিত বলিয়া

স্বীকার করিতে হইবে। আর কল্পিতত্বই মিথ্যাত্ব, সুতরাং অসদ্‌বস্তুর মিথ্যাত্বাপত্তি হয় বলিয়া তাহার অসত্ত্বেরই ব্যাঘাত হয়।

অতএব নিরুপাখ্য প্রভৃতি পদের অলীক বস্তুর অনুভাবকত্বরূপ শক্তি নাই। কিন্তু জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ অলীকবিষয়ক বিকল্পবৃত্তির প্রতি নিরুপাখ্যাদি পদ জনক হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিরুপাখ্যপদদ্বারা অলীকবিষয়ক জ্ঞান জন্মে না, কিন্তু অলীকবিষয়ক বিকল্পবৃত্তি জন্মে। এই বিকল্পবৃত্তি জ্ঞানরূপ নহে, কিন্তু ইচ্ছাদির মত সবিষয়ক চিত্তবৃত্তি মাত্র। এইজন্যই পূর্ব্বপক্ষী যে "নিরুপাখ্যপদনৈব খ্যায়মানত্বাৎ" এইরূপ বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—অসদ্ বস্তু নিরূপাখ্যপদজন্য বিকল্পবৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে।২৭

২৮। শব্দবৃত্তির অবিষয়ত্বরূপ নিরুপাখ্যত্বই অত্যন্ত অসত্ত্ব বলিলে যে দোষ হয়, তাহা দেখান হইতেছে, এক্ষণে প্রতীতির অবিষয়ত্বরূপ নিরুপাখ্যত্বই অত্যন্ত অসত্ত্ব বলিলে যে দোষ হয়, তাহাই পূর্ব্বপক্ষী দেখাইতেছেন। "উপাখ্যায়তে জ্ঞায়তে অনয়া" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে **উপাখ্যা** পদের অর্থ—প্রতীতি। এবংবিধ উপাখ্যা যাহা হইতে নির্গত হইয়াছে তাহাই **নিরুপাখ্য**। সুতরাং নিরুপাখ্য পদের অর্থ—যাহা জ্ঞানের অবিষয়। এইরূপ নিরুপাখ্যত্বই অত্যন্ত অসত্ত্ব—এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন—"**নাপি অপ্রতীয়মানত্বম্**" ইতি। অসদ্‌বস্তু প্রতীতির বিষয় হয় না—এরূপ বলা যে অসঙ্গত, তাহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—"**অসতঃ অপ্রতীতৌ**" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অসদ্ বস্তু প্রতীতির বিষয় না হইলে **অসদ্-বৈলক্ষণ্যজ্ঞানস্য** অর্থাৎ অসতের ভেদই যে অসদ্‌বৈলক্ষণ্য তাহার, অর্থাৎ অসদ্ বস্তু প্রতীতির বিষয় না হইলে প্রপঞ্চে অসদ্‌বৈলক্ষণ্যের জ্ঞানও হইতে পারিত না। যেহেতু অভাবের জ্ঞানে প্রতিযোগীর জ্ঞানটী কারণ হইয়া থাকে। অসতের জ্ঞান না হইলে অসতের ভেদেরও জ্ঞান

হইতে পারিবে না। সিদ্ধান্তিগণ প্রপঞ্চকে সদসদ্বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সদসদ্বিলক্ষণত্বই মিথ্যাত্ব, তাহা প্রথমলক্ষণে বলা হইয়াছে। অসদ্বৈলক্ষণ্য জ্ঞান না হইলে এই মিথ্যাত্বের জ্ঞান হইতেই পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্তীকে বাধ্য হইয়াই অসত্ত্বের জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা স্ববাক্যবিরোধ ঘটিবে।

অসদ্বস্তু জ্ঞানের বিষয় না হইলে আরও যে দোষ হয়, তাহাই দেখাইতে যাইয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**অসৎপ্রতীতিনিরাসস্য** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—সিদ্ধান্তিগণ সদ্বিষয়কই প্রতীতি স্বীকার করেন বলিয়া অসদ্বিষয়ক প্রতীতির নিরাস করিয়া থাকেন। এই অসদ্-বিষয়ক প্রতীতির নিরাস করিতে গেলে, নিষেধ প্রসক্তিপূর্ব্বক হয় বলিয়া, অসদ্বিষয়ক প্রতীতির প্রসক্তি দেখাইতে হইবে। আর তাহাতে সিদ্ধান্তীকে অসদ্বিষয়ক প্রতীতি স্বীকারই করিতে হইবে। আর যদি সিদ্ধান্তী প্রসক্তি স্বীকার না করেন, তবে তাহার নিরাসও হইতে পারে না, যেহেতু নিষেধ প্রসক্তিপূর্ব্বকই হয়। ইত্যাদি।

তাহার পর, অন্য দোষ এই যে, অসদ্বস্তু প্রতীত না হইলে অসৎ-পদের প্রয়োগই করা যায় না। সুতরাং অসৎপদপ্রয়োগের অনুরোধেও অসদ্বস্তুর প্রতীতি স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—"**অসৎপদপ্রয়োগস্য চ অযোগাৎ**"। এইস্থলে এই **অযোগাৎ** পদটী "অসদ্বৈলক্ষণ্যজ্ঞানস্য" এবং "অসৎপ্রতীতিনিরাসস্য" এই দুইটী বাক্যের সঙ্গে অন্বিত হইবে। অসৎপদ প্রয়োগ করিতে গেলেই অসদ্-বস্তুটী জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির শব্দপ্রয়োগ শব্দার্থ-জ্ঞানপূর্ব্বকই হইয়া থাকে। অসৎ শব্দের অর্থ অসদ্বস্তু না জানিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎ শব্দের প্রয়োগই করিতে পারেন না।২৮

২৯। যদি বলা যায়—অসদ্বৈলক্ষণ্যজ্ঞানের জন্য অসদ্বিষয়ক-প্রতীতি আবশ্যক হইলেও অসদ্বস্তুর প্রত্যক্ষপ্রতীতির আবশ্যকতা

নাই। প্রতিযোগীর জ্ঞানটী অভাবজ্ঞানের কারণ হইলেও প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষজ্ঞান অভাবজ্ঞানের কারণ নহে। অসদ্‌বস্তু প্রতীতির বিষয় হইলেও প্রত্যক্ষপ্রতীতির বিষয় নহে।—এইরূপ আশঙ্কা কল্পনা করিয়া পূর্ব্বপক্ষী তাহার নিরাস করিতেছেন—**"ন চ অপরোক্ষতয়া"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—প্রতীতির অবিষয়ত্বই অত্যন্ত অসত্ত্ব নহে, কিন্তু অপরোক্ষপ্রতীতির অবিষয়ত্বই অত্যন্ত অসত্ত্ব। শশবিষাণাদি অসদ্‌বস্তু কখন প্রত্যক্ষপ্রতীতির বিষয় হয় না। সুতরাং এইরূপ লক্ষণে পূর্ব্বোক্ত দোষের আর অবকাশ নাই। এইরূপ লক্ষণের কল্পনা করিয়া পূর্ব্বপক্ষী স্বকল্পিত লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষ দেখাইতেছেন—**"নিত্যাতীন্দ্রিয়েষু"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যদি প্রত্যক্ষপ্রতীতির অবিষয়বস্তুই অত্যন্ত অসৎ হয়, তবে নিত্য অতীন্দ্রিয় আকাশাদি বস্তু অসৎ হইয়া পড়িবে। অথচ সিদ্ধান্তী আকাশাদি বস্তুকে অসৎ বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং অসত্ত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষ হইবে।

এইস্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বপক্ষী যে নিত্য অতীন্দ্রিয় বস্তুতে অসত্ত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যথাশ্রুত অর্থে সঙ্গত হয় না। কারণ, নিত্য অতীন্দ্রিয় বস্তুগুলিও ঈশ্বরের জ্ঞানবিষয় হইয়া থাকে, এবং ঈশ্বরের সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানই বটে। সুতরাং নিত্যাতীন্দ্রিয় বস্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানের অবিষয় হইল না, প্রত্যুত বিষয়ই হইয়া গেল। আর অতিব্যাপ্তিদোষ সম্ভবই হইল না। এজন্য এস্থলে পূর্ব্বপক্ষীর কথার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের অবিষয়ত্ব কথার অর্থ—প্রমাণজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানের অবিষয়ত্ব। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রমাণজন্য নহে। যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য। আর সিদ্ধান্তীর মতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষজ্ঞান নিত্য নহে, কিন্তু জন্য। আর জন্য হইলেও তাহা প্রমাণজন্য নহে। এজন্য জন্যপ্রত্যক্ষের অবিষয়ত্ব না বুঝিয়া প্রমাণজন্য প্রত্যক্ষের অবিষয়ত্ব বুঝিবে। অতএব অবচ্ছিন্ন-

বৃত্তিকাল্প সর্ব্বদেশবৃত্তিক স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই অত্যন্ত অসত্ত্ব—ইহাই সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইবে। অসত্তের অন্য কোনরূপ লক্ষণ সম্ভাবিত নহে। আর তাহার ফলে মিথ্যা বলিতে অত্যন্ত অসৎই হইল। ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি।২৯

টীকা।

২৬। সমাধানম্ অসহমানঃ পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কতে—**"নন্বু"** ইতি। **"এবম্"** ইতি, প্রতিপন্নোপাধৌ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য প্রপঞ্চমাত্রে সাধনে ইত্যর্থঃ। **"অত্যন্তাসত্ত্বাপাতঃ"** ইতি, প্রপঞ্চমাত্রস্য অত্যন্তাসত্ত্বাপাতঃ ইত্যর্থঃ। প্রতিপন্নোপাধেঃ অন্যত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বেন প্রমিতস্য প্রপঞ্চমাত্রস্য প্রতিপন্নোপাধৌ অপি স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বে সিদ্ধে সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপম্ অত্যন্তাসত্ত্বমেব প্রপঞ্চমাত্রে আপদ্যেত ইতি যথাশ্রুতঃ অর্থঃ। শশবিষাণাদিবৎ অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিঃ স্যাৎ ইতি যাবৎ। ন চ প্রপঞ্চস্য সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বেঽপি ন অত্যন্তাসত্ত্বাপাতঃ, আত্মবৎ অনাশ্রিতত্বেন অপি উপপত্তেঃ ইতি বাচ্যম্; প্রপঞ্চস্যানাশ্রিতত্বাসম্ভবাৎ প্রপঞ্চমাত্রস্য কল্পিতত্বেন কল্পনাধিষ্ঠানাশ্রিতত্বাৎ, অধিষ্ঠানাশ্রিতানাং চ অধিষ্ঠানাৎ অন্যত্র অসত্ত্বাৎ অধিষ্ঠানেঽপি চেৎ অসত্ত্বং, তর্হি বলাৎ অত্যন্তাসত্ত্বমেব প্রপঞ্চস্য স্যাৎ। পরমাণ্বাকাশাদীনামপি সিদ্ধান্তিমতে কল্পিতত্বেন অধিষ্ঠানাশ্রিতত্বাৎ ইতি ভাবঃ। অত্যন্তাসত্ত্বং নাম অবচ্ছিন্নবৃত্তিকাল্পসর্ব্বদেশবৃত্তিকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্, তৎ চ শশবিষাণাদীনাম্। প্রপঞ্চমাত্রে প্রতিপন্নোপাধৌ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বাঙ্গীকারেঽপি ন নিরুক্তস্য অসত্ত্বস্য আপত্তিঃ সম্ভবতি। প্রতিপন্নোপাধৌ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপে আপাদকে আপাদ্যস্য নিরুক্তাসত্ত্বস্য ব্যাপ্তেঃ দৃষ্টান্তাভাবেন গ্রহীতুম্ অশক্যত্বাৎ। শশবিষাণাদৌ নিরুক্তাসত্ত্বস্য সম্ভবেঽপি প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য

অসম্ভবাৎ। প্রতিপন্নপদস্য স্বপ্রকারকধীবিশেষ্যপরতয়া শশবিষাণাদেঃ ধী-বিষয়ত্বাভাবেন শশবিষাণাদিপ্রকারকধীবিশেষ্যস্য অলীকত্বেন অসম্ভবাৎ। অতঃ মূলস্থিতস্য "অত্যন্তাসত্ত্বাপাতঃ" ইত্যস্য যথাশ্রুতম্ আপত্তিরূপম্ অর্থং পরিত্যজ্য অর্থান্তরপরতয়া ব্যাখ্যেয়ম্। ন চ প্রপঞ্চঃ যদি প্রতি-পন্নোপাধৌ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগী স্যাৎ, তর্হি অসন্ স্যাৎ, ইত্যাপত্তৌ আপাদ্যাপাদকয়োঃ দৃষ্টান্তাসম্ভবেন অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহাসম্ভবে-ঽপি ব্রহ্মণি তয়োঃ ব্যতিরেকপ্রসিদ্ধ্যা ব্যতিরেকব্যাপ্তেঃ গ্রহসম্ভবেন প্রদর্শিতাপত্তিঃ স্যাদেব ইতি বাচ্যম্। ব্যতিরেকব্যাপ্তেঃ অনুমিতৌ ইব আপত্তৌ অপি অনঙ্গত্বাৎ। তথাচ প্রতিপন্নোপাধৌ স্বরূপতঃ ত্রৈকা-লিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপমিথ্যাত্বস্য অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্যসর্বদেশবৃত্তিকা-ত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বপর্যবসিততয়া মিথ্যাত্ববিধেয়কানুমিতিরপি অভি-জ্ঞাসিতাসত্ত্ববিধেয়কানুমিতিরূপা সম্পন্না। অতঃ অনপেক্ষিতাবিধেয়ক-ত্বেন অর্থান্তরত্বমেব যুক্তম্। প্রদর্শিতার্থান্তরদূষণসংগমনায় প্রতি-পন্নোপাধৌ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য সর্বদেশবৃত্তিকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বে অত্যন্তাসত্ত্বে পর্যবসানং দর্শয়ন্ আহ পূর্বপক্ষী—"**প্রতিপন্নোপাধৌ**" ইতি। প্রতিপন্নে স্বপ্রকারক-ধীবিশেষ্যে, উপাধৌ সর্বত্র ধর্মিণি, ঘটাদেঃ যঃ ত্রৈকালিকনিষেধঃ অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্যাত্যন্তাভাবঃ, তন্নিরূপিতপ্রতিযোগিত্বং হি ঘটাদেঃ মিথ্যাত্বম্। অব্যাপ্যবৃত্তিসংযোগাদিকম্ আদায় সিদ্ধসাধনতাবারণায় অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্যেতি অত্যন্তাভাববিশেষণং বোধ্যম্। তাদৃশপ্রতি-যোগিত্বরূপং যৎ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বং তদেব অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্যসর্বদেশ-বৃত্তিকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপে অত্যন্তাসত্ত্বে পর্যবস্যতি ইতি অঙ্গুল্যা নির্দ্দিশন্ ইব আহ পূর্বপক্ষী—**অন্যত্র অসত্ত্বেন** ইত্যাদি। '**অন্যত্র**' প্রতিপন্নোপাধেঃ অন্যত্র, স্বোপাধিভিন্নে পরোপাধৌ ইতি যাবৎ। '**সঅত্ত্বেন**'—অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্যাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বেন, '**সংপ্রতি-**

পন্নস্থ'—প্রমাণান্তরেণ প্রামতস্য **'ঘটাদেঃ'**—প্রপঞ্চমাত্রস্য 'সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং পর্য্যবসিতম্' **'সর্ব্বত্র'** স্বোপাধৌ পরোপাধৌ চ, **'ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্'**—অবচ্ছিন্নবৃত্তিকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপম্ অত্যন্তাসত্ত্বং পর্য্যবসিতম্ ইত্যর্থঃ।

অয়ং ভাবঃ—ঘটাদেঃ হি পরোপাধিরূপে তন্ত্বাদৌ অসত্ত্বং সর্ব্বসম্মতমেব, মৃদাদিরূপে সর্ব্বত্র স্বোপাধৌ অপি যদি ঘটাদেঃ অসত্ত্বম্, তর্হি শশবিষাণাদিবৎ অত্যন্তাসত্ত্বমেব সিদ্ধান্তিমতে পর্য্যবসিতম্। অত্র "ঘটাদেঃ সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বপর্য্যন্তম্" ইতি ন্যায়ামৃতসম্মতঃ পাঠঃ। টীকাকৃদ্ভিঃ অপি এবমেব ব্যাখ্যাতঃ। বিট্ঠলেশোপাধ্যায়ৈস্তু "পর্য্যন্তম্" ইত্যত্র 'পর্য্যবসিতম্' ইতি পঠিতম্। উক্তং চ "পর্য্যন্তম্ ইতি পাঠাপেক্ষয়া পর্য্যবসিতম্ ইতি পাঠঃ যুক্তঃ" ইতি। **"অন্যথা"** ইতি। ঘটাদেঃ সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং পর্য্যবসিতম্ ইতি অনঙ্গীকারে, ঘটাদীনাম্ অন্যত্র সত্ত্বাঙ্গীকারে, ইতি যাবৎ। **"তেষাং"**—ঘটাদীনাম্, **অন্যত্র**—পরোপাধিরূপে তন্ত্বাদৌ, **সত্ত্বাপাতাৎ** ঘটাদেঃ সত্ত্বাপাতাৎ। সত্ত্বপদম্ অত্র সত্ত্বপ্রতীতিসত্ত্বব্যবহারয়োঃ উপলক্ষণম্। এবং চ ঘটাদীনাং তন্ত্বাদিরূপে পরোপাধৌ অবাধিতসত্ত্বপ্রতীতিসত্ত্বব্যবহারয়োঃ আপাতাৎ। তথাচ অন্যত্র সত্ত্বাপত্ত্যা প্রকৃতমিথ্যাত্বানুমানে অর্থান্তরতা স্যাৎ ইতি ভাবঃ। ঘটাদেঃ অন্যত্র সত্ত্বাঙ্গীকারে ন কেবলং প্রকৃতানুমানে অর্থান্তরত্বং কিন্তু স্ববচোবিরোধোঽপি ইত্যাহ—**"ন হি"** ইতি। অন্যত্র পরপাধৌ, তেষাং ঘটাদীনাম্ ইত্যর্থঃ। তত্ত্বপ্রদীপিকায়াং চিৎসুখাচার্য্যাণাম্ ইয়ম্ উক্তিঃ। "অন্যত্র সত্তাসম্ভবিনী" ইতি আচার্য্যসম্মতঃ পাঠঃ। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বেঽপি ঘটাদীনাং কথং মিথ্যাত্বম্ ইতি জিজ্ঞাসায়াম্ আহ—**ন হি তেষাম্ অন্যত্র সত্তা সম্ভবিনী।** তত্রাপি চেৎ সা ন স্যাৎ গগনপাদুকান্যায়েন মৃষাত্বমেব পর্য্যবস্যেৎ।" **তথাচ** ইতি।

প্রতিপন্নোপাধৌ স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বপর্য্যবসানে সতি **কথম্ অসদ্বৈলক্ষণ্যম্**—তাদৃশমিথ্যাত্বে ন অসদ্বৈলক্ষণ্যম্, কিন্তু তদেব অত্যন্তাসত্ত্বম্ ইতি ভাবঃ। স্বরূপতঃ সর্ব্বদেশবৃত্তিত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বেঽপি ঘটাদীনাং ন অত্যন্তাসত্ত্বম্, শশবিষাণাদীনাম্ অত্যন্তাসত্ত্বস্য এতদ্বিলক্ষণত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ পূর্ব্বপক্ষী **"ন হি"** ইতি। অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্যসর্ব্বদেশবৃত্তিকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমেব অত্যন্তাসত্ত্বম্, **"ইতঃ"** প্রতিযোগিত্বাৎ **অন্যৎ অসত্ত্বম্** অসত্ত্বশব্দার্থঃ। অসত্ত্বশব্দাৎ তাদৃশপ্রতিযোগিত্বাৎ অন্যৎ ন প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ।২৬

২৭। অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্যসর্ব্বদেশবৃত্তিকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপং সর্ব্বত্র স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং ন অত্যন্তাসত্ত্বম্ ইতঃ বিলক্ষণমেব অসত্ত্বং শশবিষাণাদিষু ভবিষ্যতি ইত্যাশঙ্কা পূর্ব্বপক্ষী নিষেধতি—**"ন চ নিরুপাখ্যত্বমেব তদ্ অসত্ত্বম্"** ইতি। তেষাং শশবিষাণাদীনাম্ অসত্ত্বং ন নিরুক্তরূপং কিন্তু নিরুপাখ্যত্বমেব। তৎ চ শব্দবৃত্ত্যবিষয়ত্বং প্রতীত্যবিষয়ত্বং বা? আখ্যায়তে অনয়া ইতি ব্যুৎপত্ত্যা আখ্যা শক্তিমৎ পদম্। লক্ষণাসাধারণবৃত্তিমৎপদম্ উপাখ্যা। বৃত্তিশ্চ শক্তিলক্ষণান্যতররূপা। উপাখ্যা নির্গতা যস্মাৎ তৎ নিরুপাখ্যং, শব্দবৃত্তিবিষয়ত্বাভাববৎ। শক্ত্যা লক্ষণয়া বা শব্দঃ যৎ ন বোধয়তি তৎ অত্যন্তম্ অসৎ, ন তু অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্যসর্ব্বদেশবৃত্তিকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি ইতি সিদ্ধান্তিনা বাচ্যম্। কুতঃ ন বাচ্যম্ ইত্যত আহ—**"নিরুপাখ্যপদেনৈবেতি"**। অসতোঽপি নিরুপাখ্যপদশক্তিবিষয়তয়া নিরুপাখ্যপদেনৈব অসতোঽপি ব্যবহ্রিয়মাণত্বাৎ অসতোঽপি অসত্ত্বং ন স্যাৎ। ইতি যথাশ্রুতঃ অর্থঃ। "বৃত্তিমত্ত্বং পদত্বম্" ইতি মতে নিরুপাখ্যশব্দস্য পদত্বং নাস্তি, কিন্তু বাক্যত্বমেব। সমাসশক্তিবাদিনাং মতে যথাশ্রুতমপি সঙ্গচ্ছতে। বস্তুতস্তু অসতঃ ন জ্ঞানবিষয়তা। বিষয়ত্বে বা অসতঃ জ্ঞানে

কল্পিতত্বেন মিথ্যাত্বাপাতাৎ অসত্ত্বব্যাঘাতাৎ চ। অতঃ নিরুপাখ্যাদিপদানাম্ অলীকে ন অনুভাবকত্বরূপা শক্তিঃ বিদ্যতে। কিন্তু জ্ঞানবিলক্ষণালীকবিষয়কাবকল্পাত্মকবৃত্তিবিশেষং প্রতি নিরুপাখ্যাদিপদানাং জনকত্বং বোধ্যম্। তথাচ নিরুপাখ্যপদেনৈব খ্যায়মানত্বাৎ ইত্যস্য নিরুপাখ্যপদনিরূপিতবৃত্তিরূপসম্বন্ধবিষয়ত্বাৎ। এবং চ সতি অসতোঽপি শব্দবৃত্তিবিষয়ত্বেন শব্দবৃত্ত্যবিষয়ত্বরূপং নিরুপাখ্যত্বম্ অসিদ্ধম্। অথবা উপাখ্যায়তে জ্ঞায়তে অনয়া ইতি ব্যুৎপত্ত্যা উপাখ্যাপদং প্রতীতিপরম্।২৭

২৮। এবংবিধা উপাখ্যা নির্গতা যস্মাৎ তৎ নিরুপাখ্যং প্রতীত্যবিষয়ীভূতম্। এতদেব প্রতীত্যবিষয়ীভূতং নিরুপাখ্যম্ অভিপ্রেত্য পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কতে—**নাপি অপ্রতীয়মানত্বম্ অসত্ত্বম্** ইতি। অসতঃ অপ্রতীয়মানত্বমেব অসিদ্ধম্ ইতি দর্শয়িতুম্ আহ—**অসতঃ অপ্রতীতৌ** ইতি। অসৎপ্রতিযোগিকঃ ভেদঃ অসদ্বৈলক্ষণ্যম্, তদ্বিষয়কজ্ঞানস্য অযোগাৎ ইতি পূর্ব্বতনেন অন্বয়ঃ। অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগিজ্ঞানস্য কারণত্বাৎ অসতঃ অপ্রতীতৌ অসৎপ্রতিযোগিকভেদজ্ঞানস্যৈব অসম্ভবাৎ প্রপঞ্চে সদসদ্বৈলক্ষণ্যরূপমিথ্যাত্বস্য গ্রহে অসৎপ্রতিযোগিকভেদগ্রহোঽপি সিদ্ধান্তিনাম্ অভিমত এব। অসতঃ অপ্রতীয়মানত্বে স্ববচোবিরোধঃ স্যাৎ। সদ্বিষয়কপ্রতীতিবাদিনা সিদ্ধান্তিনা অসদ্বিষয়কপ্রতীতিঃ নিরস্যতে। তন্নিরাসস্য চ প্রসক্তিপূর্ব্বকত্বাৎ অসদ্বিষয়কপ্রতীতিঃ অঙ্গীকৃতৈব, অন্যথা তন্নিরাসানুপপত্তেঃ ইত্যাহ পূর্ব্বপক্ষী—**অসৎপ্রতীতিনিরাসস্য** ইতি। অযোগাৎ ইতি অগ্রেতনেন অন্বয়ঃ। অসৎপদপ্রয়োগাদপি অসতঃ প্রতীতিবিষয়ত্বম্ আবশ্যকম্ ইত্যাহ পূর্ব্বপক্ষী—**অসৎপদপ্রয়োগস্য চ অযোগাৎ** ইতি। অয়ম্ অর্থঃ—প্রেক্ষাবৎকৃতশব্দপ্রয়োগস্য শব্দার্থজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ অসচ্ছব্দপ্রয়োগার্থম্ অসচ্ছব্দার্থজ্ঞানস্য চ আবশ্যকত্বাৎ অসতঃ প্রতীত্যবিষয়ত্বে তদর্থকঃ শব্দপ্রয়োগোঽপি ন স্যাৎ ইতি ভাবঃ।২৮

২৯। অসদ্‌বৈলক্ষণ্যজ্ঞানার্থম্ অসদ্‌বিষয়কপ্রতীতেঃ আবশ্যকত্বে-ঽপি ন অপরোক্ষপ্রতীতেঃ আবশ্যকতা। অভাবজ্ঞানস্য প্রতিযোগি-জ্ঞানকারণকত্বেঽপি প্রতিযোগ্যপরোক্ষজ্ঞানকারণকত্বাভাবাৎ অসতঃ প্রতীতিবিষয়ত্বেঽপি ন অপরোক্ষপ্রতীতিবিষয়ত্বম্ ইতি উৎপ্রেক্ষ্য পূর্ব্বপক্ষী নিরাচষ্টে—**ন চ অপরোক্ষতয়া** ইতি। প্রতীত্যবিষয়ত্বং ন অসত্ত্বং কিন্তু অপরোক্ষপ্রতীত্যবিষয়ত্বম্। শশবিষাণাদীনাম্ অপ-রোক্ষপ্রতীতিবিষয়ত্বাভাবাৎ ন পূর্ব্বোক্তদোষাবসরঃ। অপরোক্ষতয়া প্রতীয়মানত্বম্ অসত্ত্বম্ ইতি অসত্ত্বলক্ষণম্ অতিপ্রসক্তম্ ইতি দূষয়তি—**নিত্যাতীন্দ্রিয়েষু** ইতি।

অত্র ইদং বোধ্যম—নিত্যাতিন্দ্রিয়েষু অপি ঈশ্বরীয়াপরোক্ষজ্ঞান-বিষয়ত্বাৎ তেষু অপরোক্ষতয়া অপ্রতীয়মানত্বং নাস্তি ইতি তত্র অতিব্যাপ্তি প্রদর্শনম্ অযুক্তম্ ইতি ন শঙ্কনীয়ম্। অপরোক্ষতয়া অপ্রতীয়মানত্বম্ ইত্যস্য প্রমাণজন্যপ্রত্যক্ষাবিষয়ত্বম ইত্যত্র তাৎপর্য্যাৎ। ঈশ্বরীয়প্রত্যক্ষস্য প্রমাণাজন্যত্বাৎ ন প্রমাণজন্যপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বং নিত্যাতীন্দ্রিয়াণাম্। সিদ্ধান্তিমতে ঈশ্বরীয়প্রত্যক্ষস্য জন্যত্বেঽপি প্রমাণজন্যত্বাভাবাৎ জন্য প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বম্ ইতি অনুক্ত্বা প্রমাণজন্যপ্রত্যক্ষাবিষয়ত্বম্ উক্তম্।২৯

তাৎপর্য্য।

শুক্তিরজত ও প্রপঞ্চের অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তি ও অর্থান্তরতা।

২৬। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্বই যদি মিথ্যাত্ব হয়, তবে শুক্তিরজতের ও প্রপঞ্চের শশ-বিষাণাদিবৎ অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তি হইয়া পড়ে। **অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য সর্ব্বদেশবৃত্তিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই অত্যন্তাসত্ত্ব।** পক্ষীকৃত প্রপঞ্চে এই অত্যন্তাসত্ত্বের অনুমান করিলে প্রকৃতানুমানে **অর্থান্তরতা** দোষ হয়। যেহেতু মিথ্যাত্বানুমানে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যন্তা-সত্ত্বের অনুমান করা হইল।

অভিপ্রায় এই যে, সিদ্ধান্তিগণ যে প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্ব বলিয়াছেন—তাহাতে সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্বই বলা হইয়াছে। পটাদি ব্যাবহারিক বস্তুর পরোপাধি মৃত্তিকাদিতে যে অত্যন্তাভাব আছে, তাহা ত সর্ব্বসম্মতই বটে। যদি মৃত্তিকাদি পরোপাধিতে পটাদি বস্তুর অত্যন্তাভাব সম্মত না হয়, তবে পটাদি বস্তুর স্বোপাধিতে অত্যন্তাভাব থাকিলেও পরোপাধি মৃত্তিকাদিতে তাহার সত্ত্বসিদ্ধি হইবে, এবং পটাদির মৃত্তিকাদিতে অবাধিত ব্যবহারও হইতে পারিবে। কিন্তু সিদ্ধান্তী পটাদি বস্তুর স্বোপাধিভিন্ন পরোপাধিতে সত্তা স্বীকার করিতে পারেন না, তাহাতে যেমন অনুভববিরোধ হয়, তদ্রূপ নিজের উক্তির সহিতও বিরোধ হয়। যেহেতু তাঁহারা বলিয়াছেন—"পটাদি বস্তুর স্বোপাধিব্যতিরিক্ত অন্যত্র সত্তা সম্ভাবিত নহে"। তবেই সিদ্ধান্তীর মতে হইল যে, সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। প্রতিপন্নোপাধিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিত্ব কথার অর্থ এই হইল যে, সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব, আর তাহাই অসত্ত্ব। শশশৃঙ্গাদির যে অত্যন্তাসত্ত্ব তাহাও ত স্বরূপতঃ সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই বটে।

শশবিষাণাদির অত্যন্তাসত্ত্ব অন্যরূপ নহে।

যদি সিদ্ধান্তী মনে করেন যে, স্বরূপতঃ সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্বই অত্যন্তাসত্ত্ব এবং তাহা শশবিষাণাদিতেও আছে—এরূপ নহে। শশবিষাণাদির যে অত্যন্তাসত্ত্ব, তাহা অন্যরূপ। শশবিষাণাদির যে অত্যন্তাসত্ত্ব তাহা প্রপঞ্চে নাই। তবে জিজ্ঞাসা এই যে, শশ-বিষাণাদির সেই অত্যন্তাসত্ত্বটী কি ?

অত্যন্তাসত্ত্ব নিরূপাখ্যত্বরূপও নহে।

সিদ্ধান্তী যদি বলেন—তাহা নিরুপাখ্যত্ব। শশবিষাণাদি **নিরুপাখ্য**, কিন্তু প্রপঞ্চ ও প্রাতিভাসিক সেরূপ নহে, কিন্তু তাহা **সোপাখ্য**।

এই সোপাখ্যত্ব ও নিরুপাখ্যত্ব ধর্মদ্বারা প্রপঞ্চ ও অলীকের মধ্যে ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

নিরুপাখ্যপদের অর্থ নির্ণয়।

তবে জিজ্ঞাসা এই যে, এই নিরুপাখ্য পদের অর্থ কি? "উপাখ্যায়তে অনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া শব্দশক্তির অবিষয় অথবা প্রতীতির অবিষয়কে নিরুপাখ্য বলা যায়। উপাখ্যাপদের অর্থ—শব্দ, অথবা প্রতীতি। এখন উপাখ্যাপদের অর্থ 'শব্দ' হইলে নিরুপাখ্য পদের অর্থ—যাহা শব্দশক্তির অবিষয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। আর উপাখ্যাপদের অর্থ 'প্রতীতি' হইলে নিরুপাখ্য পদের অর্থ—যাহা প্রতীতির অবিষয় তাহাই বুঝিতে হইবে।

নিরুপাখ্য অর্থ শব্দশক্তির অবিষয় হইলেও দোষ।

কিন্তু নিরুপাখ্য পদদ্বারা শব্দশক্তির অবিষয়—এরূপ বলা যায় না। যেহেতু শশবিষাণাদি নিরুপাখ্য পদদ্বারা উক্ত হইয়া থাকে। নিরুপাখ্য-পদের শক্তির বিষয় শশবিষাণাদি। এজন্য নিরুপাখ্যপদদ্বারা শশবিষাণাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দশক্তির অবিষয়ত্বরূপ নিরুপাখ্যত্ব শশবিষাণাদিতে আছে—এরূপ বলা গেল না। যেহেতু এতাদৃশ নিরুপাখ্যত্ব শশবিষাণে নাই। এতাদৃশ নিরুপাখ্যত্বই যদি অসত্ত্ব হয়, তবে অসৎ শশবিষাণাদিকে আর অসৎ বলা যাইবে না।

নিরুপাখ্যপদের অর্থ—প্রতীতির অবিষয় হইলেও দোষ।

আর যদি প্রতীতির অবিষয়ত্বই নিরুপাখ্যত্ব বলা যায়, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, সিদ্ধান্তিগণ প্রপঞ্চের অসদ্বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বৈলক্ষণ্যের প্রতিযোগী অসৎ। অসৎ প্রতীত না হইলে অসদ্বৈলক্ষণ্য প্রতীত হইতে পারে না। অসৎ যদি প্রতীতই না হইল, তবে প্রপঞ্চে অসদ্বৈলক্ষণ্য ও শুক্তিরজতে অসদ্বৈলক্ষণ্য সিদ্ধান্তীর প্রতীত হইল কিরূপে?

অলীকবস্তুকে উপাখ্যেয় বলিবার তাৎপর্য্য।

আর যদি সিদ্ধান্তী বলেন—নিরুপাখ্য পদের অন্তর্গত আখ্যা-পদের অর্থ—সংকেতিত শব্দ। সংকেতবান্ শব্দকে আখ্যা বলে। সুতরাং আখ্যা এই শব্দটীর দ্বারা শক্তিলক্ষণাদিসাধারণ বৃত্তিমান শব্দকে বুঝায়। সেই উপাখ্যা নির্গত হইয়াছে যাহা হইতে, তাহা নিরুপাখ্য। উপাখ্যাটী যাহাতে নাই, অর্থাৎ যন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতি-যোগিনী উপাখ্যাটী হয়, তাহাই নিরুপাখ্য। সুতরাং উপাখ্যাবিরহবান্ই নিরুপাখ্য পদের সমাসলব্ধ অর্থ।

এই উপাখ্যার অভাব বলিতে গেলে কোন্ সম্বন্ধে উপাখ্যা নাই, তাহা বলিতে হইবে। অর্থাৎ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধটী বলিতে হইবে। উপাখ্যা বৃত্তিসম্বন্ধে যাহাতে নাই, এইরূপে বৃত্তিকেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলিতে হইবে। কিন্তু এই বৃত্তিসম্বন্ধটী বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ, অর্থাৎ এই সম্বন্ধে বিশিষ্টপ্রতীতি জন্মায় না। যে সম্বন্ধটী বিশিষ্টপ্রতীতির নিয়ামক নহে, তাহা প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক সম্বন্ধ বলা যায় না। এজন্য তার্কিকগণও বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলেন না। এজন্য উপাখ্যাপদের অর্থ করিতে হইবে যে, শব্দের বৃত্তির বিষয়তা। আর এই বিষয়তার স্বরূপসম্বন্ধে অভাবই নিরুপাখ্যশব্দের অর্থ। আর তাহা হইলে **স্বরূপ-সম্বন্ধে উক্ত শব্দবৃত্তিবিষয়তার অভাববান্ নিরুপাখ্যশব্দের অর্থ হইল**। শব্দবৃত্তির অবিষয়ই নিরুপাখ্যপদের অর্থ।

কিন্তু **শব্দজন্য অনুভববিষয়তা** উপাখ্যাপদের অর্থ নহে। নিরুপাখ্যাদি পদের অনুভাবকত্বরূপ শক্তি অলীকে নাই। কিন্তু নিরুপাখ্য পদদ্বারা অলীক বস্তুর অনুভব না হইলেও অলীকবিষয়ক যে বিকল্প, তাহার জনকতা, যোগদ্বারা লক্ষণাদ্বারা অথবা সংকেত বিশেষ-দ্বারা অলীক উপস্থিতি করাইয়া সম্ভব হইতে পারে।

সিদ্ধান্তীকর্তৃক বিকল্পবৃত্তির স্বীকারের সম্ভাবনা।

আর তাদৃশ বিকল্প সাক্ষিসিদ্ধ বটে। এই বিকল্পবৃত্তি সম্বন্ধে **"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যঃ বিকল্পঃ"** এই পাতঞ্জলসূত্রদ্বারা বলা হইয়াছে যে,সদ্রূপবস্তুকে বিষয় না করিয়া শব্দজ্ঞানজন্য যে বৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহাই বিকল্প। আর এই জন্যই পাতঞ্জলে—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি—এই পাঁচটী বৃত্তি বলা হইয়াছে। এই বিকল্পবৃত্তি বিপর্য্যয়বৃত্তি হইতে ভিন্ন বলিবার কারণ এই যে, বিপর্য্যয়বৃত্তি সদ্রূপ অধিষ্ঠানবিষয়ক হইয়া থাকে, কিন্তু বিকল্পবৃত্তি তাহা হয় না। বিকল্পবৃত্তি ভ্রমবিশেষ হইলে পাঁচপ্রকার বিভাগ সঙ্গত হইত না। অলীকপদার্থ নির্দ্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে নিরুপাখ্যাদি পদের যৌগিকাদি বৃত্তি অসম্ভব, যেহেতু পদবৃত্তি কিঞ্চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্টবিষয়কই হইয়া থাকে, ইত্যাদি।

পূর্ব্বপক্ষীকর্তৃক সিদ্ধান্তীর উত্তর খণ্ডন।

কিন্তু এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। অলীকবস্তু ইতর ধর্ম্মরহিত হইলেও বিকল্পবিষয়ত্বাদি ধর্ম্ম তাহাতে স্বীকার করা যায় বলিয়া যৌগিকবৃত্তির দ্বারা নিরুপাখ্যপদ অলীকের উপস্থাপক হইতে পারে। অথবা "এই পদদ্বারা অলীক বুঝিতে হইবে"—এইরূপ সঙ্কেতদ্বারাও অলীকের পদজন্য উপস্থিতি হইতে পারে।—এইরূপে অলীক শব্দবৃত্তিবিষয়ই হয়।

সিদ্ধান্তীর পক্ষে অসতের প্রতীতি অবশ্য স্বীকার্য্য।

আর সিদ্ধান্তিগণ যে অসৎপ্রতীতি নিরাস করিয়াছেন, তাহা অসৎপ্রতীতির প্রসক্তি না থাকিলে হইতে পারে না। সুতরাং অসৎ প্রতীতিরও বিষয়—ইহা সিদ্ধান্তীকেও স্বীকার করিতে হইবে।

আর অসৎপদের যে প্রয়োগ করা হয়, তাহাতেও অসতের জ্ঞান আবশ্যক, যেহেতু প্রেক্ষাবৎকৃত শব্দপ্রয়োগ শব্দার্থজ্ঞানপূর্ব্বক হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তীর মতে অসতের অন্য অর্থ করিয়া খণ্ডন।

আর যদি সিদ্ধান্তী বলেন—অপরোক্ষরূপে অপ্রতীয়মানত্বই অসত্ত্ব,

অর্থাৎ প্রমাণজন্য প্রত্যক্ষের অবিষয়ত্বই অসত্ত্ব, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে নিত্যাতীন্দ্রিয়বস্তু অসৎ হইয়া পড়ে বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। যেহেতু নিত্য অতীন্দ্রিয়বস্তু প্রমাণ-জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। **অপরোক্ষতয়া অপ্রতীয়মানত্ব** এই মূলের অর্থ প্রমাণজন্য প্রত্যক্ষাবিষয়ত্ব এইরূপ বুঝিতে হইবে। যথাশ্রুত অর্থ করিলে নিত্যাতীন্দ্রিয় বস্তুতে অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না। যেহেতু নিত্যাতীন্দ্রিয় বস্তুও ঈশ্বরের নিকট প্রত্যক্ষ, ঈশ্বরের নিকট অপরোক্ষরূপে অপ্রতীত নহে। ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষিগণের "স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব" এই লক্ষণে আপত্তি। অর্থাৎ স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাব বলিলে প্রতিযোগী অত্যন্ত অসৎ হইয়া পড়ে। ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক বস্তুর অলীক বস্তু হইতে কোন বৈলক্ষণ্য থাকে না—ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।২৯

ন্যায়ামৃত গ্রন্থে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে "স্বরূপেণ ত্রিকালস্থনিষেধো নাস্তি তে মতে" অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী রজতাদি হইতে পারে না, হইলে রজতাদিবস্তুর অলীকত্বাপত্তি হয়। এজন্য ব্রহ্মের সহিত প্রপঞ্চের সত্যত্ব মিথ্যাত্বরূপে বৈলক্ষণ্য নহে। অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য ও প্রপঞ্চ মিথ্যা—এইরূপ নহে, কিন্তু উভয়ই সত্য।

আর ব্রহ্মের মত প্রপঞ্চকেও পারমার্থিক সত্য বলিলে ব্রহ্মের সহিত প্রপঞ্চের সাম্যই হইয়া পড়ে, এজন্য তাহাও সঙ্গত নহে। যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "অসদৃশ" বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম প্রপঞ্চসদৃশ হইতে পারে না, হইলে শ্রুতির বাধা হয়, এজন্য বলিতে হইবে—**ব্রহ্ম কালত্রয়েই সৎ এবং বিয়দাদিপ্রপঞ্চ কদাচিৎ সৎ**। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য ও বিয়দাদিপ্রপঞ্চ অনিত্য, এই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপে ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের বৈলক্ষণ্য হইবে, কিন্তু সত্যত্ব মিথ্যাত্বরূপে নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য ও প্রপঞ্চ মিথ্যা—এরূপ নহে; কারণ, সিদ্ধান্তী যাহা মিথ্যা বলেন তাহা অসৎ।

অত্যন্তাসত্ত্ব নির্ব্বচনপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন।

মৈবম্, সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং যদ্যপি তুচ্ছানির্বাচ্যয়োঃ সাধারণং, তথাপি ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বম্ অত্যন্তাসত্ত্বম্। তৎ চ শুক্তিরূপ্যে প্রপঞ্চে চ বাধাৎ পূর্ব্বং নাস্ত্যেব ইতি ন তুচ্ছত্বাপত্তিঃ।৩০

ন চ বাধাৎ পূর্ব্বং শুক্তিরূপ্যং প্রপঞ্চো বা সত্ত্বেন ন প্রতীয়তে; এতদেব সদর্থকেন উপাধিপদেন সূচিতম্।৩১ শূন্যবাদিভিঃ সদধিষ্ঠানকভ্রমানঙ্গীকারেণ ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বরূপাসদ্বৈলক্ষণ্যস্য * শুক্তিরূপ্যে প্রপঞ্চে চ অনঙ্গীকারাৎ।৩২

অনুবাদ।

৩০। পূর্ব্বপক্ষীর একথা অসঙ্গত। অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য সর্ব্বদেশ-বৃত্তিকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব, অর্থাৎ যে বস্তু কোথাও কোন কালে থাকে না, তাহাই অসৎ এবং এরূপ অসত্ত্ব তুচ্ছেও আছে এবং অনির্ব্বাচ্য প্রপঞ্চেও আছে। তুচ্ছ যে কোন কালে কোন স্থলে থাকে না—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু অনির্ব্বাচ্য প্রপঞ্চও যে, কোন কালে কোথাও থাকে না, তাহাই সিদ্ধান্তী প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমানদ্বারা দেখাইতেছেন। সুতরাং তুচ্ছ শশবিষাণাদি এবং অনির্ব্বাচ্য প্রপঞ্চ এই উভয়ের মধ্যে ত কোনই বৈলক্ষণ্য রহিল না। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র না থাকা উভয়েই সমান—ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**মৈবম্** ইত্যাদি; অর্থাৎ, না—এরূপ বলা উচিত নহে।

যদিও প্রদর্শিতরূপে তুচ্ছ শশবিষাণাদি ও অনির্ব্বাচ্য প্রপঞ্চ একরূপই বটে, তথাপি এই উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্যও আছে। এই অনির্ব্বাচ্য ও তুচ্ছ

* প্রতীত্যনর্হত্বরূপাসদ্বৈলক্ষণ্যস্য = প্রতীত্যর্হত্বরূপস্য ইতি বা পাঠঃ।

বস্তুর বৈলক্ষণ্য দেখাইতে যাইয়া বলিতেছেন—**তথাপি কচিদপি** ইত্যাদি। কিম্ শব্দের সপ্তমী বিভক্তিতে ক পদ হয়, তাহার উত্তর "চিৎ" নিপাত করিয়া 'কচিৎ' পদ সিদ্ধ হয়। এই কিং পদোত্তর সপ্তমী বিভক্তির অর্থ—নিষ্ঠত্ব বা আধেয়ত্ব। আর উপাধি পদের অর্থ—ধর্ম্মী। **"কচিৎ অপি উপাধৌ"** এই বাক্যের অর্থ—যে কোনও ধর্ম্মিনিষ্ঠ। আর এই সপ্তমী বিভক্তির অন্বয় **সত্ত্বেন** এই তৃতীয়ান্ত সত্ত্বপদার্থে হইবে। আর তাহাতে যে কোন ধর্ম্মিনিষ্ঠ যে সত্ত্ব সেই সত্ত্বরূপে—এইরূপ অর্থ হইবে। আর **"প্রতীত্যর্হত্ব"** পদের অর্থ—প্রতীতিযোগ্যত্ব। এখানে সত্ত্ব পদের অর্থ—ত্রিকালাবাধ্যত্ব বুঝিতে হইবে। তাহাতে সমুদিত অর্থ এই হইবে যে, যে কোন ধর্ম্মিনিষ্ঠ যে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব সেই সত্ত্বরূপে প্রতীতির অযোগ্যত্ব। অনির্ব্বাচ্য রজতাদি বস্তু "সৎ রজতম্" এইরূপে প্রতীত হয় বলিয়া সত্ত্বরূপে প্রতীতির যোগ্যই হইয়া থাকে। আর শশবিষাণাদি অসদ্বস্তু "শশবিষাণং সৎ" এইরূপে প্রতীত হয় না বলিয়া সত্ত্বরূপে প্রতীতির অযোগ্য। আর এই অযোগ্যত্বকেই এখানে অত্যন্ত অসত্ত্ব বলা হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সত্ত্বরূপে প্রতীতির অযোগ্যত্বই অসত্ত্ব—এইরূপ বলিলেই ত হইত, কিন্তু "কচিদপি উপাধৌ" এরূপে সত্ত্বের বিশেষণটী যোগ করা হইল কেন?

ইহার উত্তর এই যে, ইহাতে গুরুত্বাদি অতীন্দ্রিয় বস্তুর অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তি বারণ হইয়া থাকে। যেরূপে এই আপত্তি নিবারিত হয়, তাহা প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণের ৩৩ বাক্যে ২৪৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। প্রপঞ্চমাত্রে অবাচ্ছিন্নবৃত্তিকাত্ত সর্ব্বদেশবৃত্তিকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলেও ত্রিকালাবাধ্যরূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চমাত্রই অধ্যস্ত; এজন্ত প্রপঞ্চের বাধের পূর্ব্বে প্রপঞ্চমাত্রই ত্রিকালাবাধ্য ব্রহ্মের সহিত অভেদে প্রকাশমান হইয়া থাকে। ত্রিকালাবাধ্যত্বই ব্রহ্মগত সত্ত্ব, আর

এই সত্ত্ব অভাবরূপ বলিয়া অভাবের অধিকরণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। আর এই ত্রিকালবাধ্যতাদাত্ম্যই প্রপঞ্চের সত্ত্বা। প্রপঞ্চবাধের পূর্ব্বে অনির্ব্বাচ্য প্রপঞ্চ অবাধ্যব্রহ্মতাদাত্ম্যরূপ সত্ত্বপ্রকারে প্রতীতিযোগ্য হইয়া থাকে বলিয়া অনির্ব্বাচ্য বস্তু অত্যন্ত অসদ্‌বস্তু হইতে বিলক্ষণ হয়। আর অসদ্‌বস্তু উক্ত সত্ত্বরূপে প্রতীত হয় না। ইহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—"তৎ চ" ইত্যাদি।

এখানে "তৎ" পদের অর্থ—অত্যন্ত অসত্ত্ব। সেই অত্যন্ত অসত্ত্ব, যাহা "ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যযোগ্যত্ব"রূপে বলা হইয়াছে তাহা, দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতে এবং পক্ষীকৃত বিয়দাদি প্রপঞ্চে "নেদং রজতম্" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিরূপ বাধের পূর্ব্বে ত্রিকালাবাধ্য সৎ-তাদাত্ম্যরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া শুক্তিরজতে সেই অসত্ত্ব থাকিতে পারে না। প্রাতিভাসিক রজতে ও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে বাধের পরে "ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যযোগ্যত্ব" থাকিলেও বাধের পূর্ব্বে তাদৃশ ত্রিকালাবাধ্যসৎ-তাদাত্ম্য সত্ত্বরূপেই প্রতীয়মান হয় বলিয়া মিথ্যা প্রপঞ্চের অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তি দোষ নাই।

এস্থলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, অনির্ব্বাচ্য প্রপঞ্চে যে ত্রিকালা-বাধ্য ব্রহ্মের তাদাত্ম্য আছে, সেই তাদাত্ম্যই প্রপঞ্চগত সত্ত্ব। "সৎ সৎ" এইরূপ প্রতীতিতে ত্রিকালাবাধ্য সদ্‌রূপ ব্রহ্মই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বিশেষণ-রূপে ভাসমান হইয়া থাকে। সদ্‌বস্তুতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রপঞ্চ অধ্যস্ত বলিয়া বাধের পূর্ব্বে অবাধ্যত্বরূপে প্রপঞ্চ প্রতীত হইয়া থাকে। শূন্য-বাদিগণ প্রপঞ্চমাত্রের শূন্যতাতে পর্য্যবসানের অনুকূল অর্থক্রিয়াকারিত্ব-রূপ সত্ত্বই বলিয়া থাকেন। কিন্তু নিরুক্ত সৎতাদাত্ম্যরূপ বলেন না। শূন্যভাবনাদ্বারা অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপে প্রপঞ্চ বাধিত হইলে প্রপঞ্চের নিরবশেষ বাধ হয় বলিয়া প্রপঞ্চের সর্ব্বশূন্যতাতেই পর্য্যবসান হয়—এইরূপ তাঁহারা মনে করেন। মাধ্যমিক ও বেদান্তীর মতে প্রপঞ্চের

সত্ত্বরূপে প্রতীতি সিদ্ধই আছে। কিন্তু এই সত্ত্ব যাহা প্রপঞ্চে বিশেষণ-রূপে ভাসমান হয়, তাহা মাধ্যমিক ও বেদান্তীর মতে একরূপ নহে। মাধ্যমিকের মতে তাহা অর্থক্রিয়াকারিত্ব। আর বেদান্তীর মতে তাহা ত্রিকালাবাধ্য ব্রহ্মতাদাত্ম্যরূপ হইয়া থাকে।৩০

৩১। বাধের পর যে, প্রপঞ্চ ত্রিকালবাধ্যরূপে প্রতীত হয়, সেই প্রপঞ্চই বাধের পূর্ব্বে ত্রিকালাবাধ্যরূপে প্রতীত হইয়া থাকে—ইহাই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ, এবং এই ত্রিকালাবাধ্যত্বই সত্ত্ব। ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপে প্রতীতিই সত্ত্বরূপে প্রতীতি। কিন্তু অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপে প্রতীতি সত্ত্ব-রূপে প্রতীতি নহে। ইহাই দেখাইয়া বলিতেছেন—**"ন চ বাধাৎ পূর্ব্বম্"** ইত্যাদি।

বাধের পূর্ব্বে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত বা ব্যাবহারিক আকাশাদি প্রপঞ্চ, **সত্ত্বেন** অর্থাৎ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপে প্রতীত হয় না—ইহা নহে। কিন্তু ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপে প্রতীতই হইয়া থাকে। শশবিষাণাদি অলীক-বস্তুর এতাদৃশ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপে প্রতীতি সর্ব্বথা অসম্ভব। এজন্য সিদ্ধান্তীর মতে শূন্যবাদের আপত্তি হইতে পারে না। বাধের পূর্ব্বে প্রপঞ্চমাত্রই ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বরূপে প্রতীতিযোগ্য হয় বলিয়া প্রপঞ্চের অসদ্বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হয়। প্রপঞ্চের বাধের পূর্ব্বে ত্রিকালা-বাধ্যত্বরূপ সত্ত্বরূপে প্রতীতিযোগ্যত্বই যে অসদ্বৈলক্ষণ্য, ইহাই দেখাইবার জন্য সামান্যতঃ মিথ্যাত্বানুমানে—**"সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং"** এইরূপ পক্ষ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। সামান্যতঃ মিথ্যাত্বানুমানে "ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং" এইরূপই পক্ষ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাধের পূর্ব্বে যে প্রপঞ্চ, ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব-রূপে প্রতীতিযোগ্য, সেই প্রপঞ্চ কোথাও নাই—ইহাতেই প্রপঞ্চ মিথ্যা। মিথ্যাত্বের বিশেষানুমানে যদিও **"সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং"** এইরূপ পক্ষ বিশেষণ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু "বিয়ৎ মিথ্যা" এইরূপই সাধ্য নির্দ্দেশ করা

হইয়াছে, তথাপি সেই পক্ষীকৃত বিয়দাদি প্রপঞ্চে, প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বের অনুমান করিলেও বিয়দাদি প্রপঞ্চে অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিপ্রযুক্ত অর্থান্তরতা দোষ ঘটে না। আর প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্বের লক্ষণ হইলেও এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অলীক শশবিষাণাদিতে অতিব্যাপ্তি-দোষও নাই। প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অন্তর্গত উপাধিপদের অর্থ—সত্ত্বরূপে প্রতীয়মান। কিরূপে উপাধিপদদ্বারা এই অর্থ লব্ধ হয়, তাহাই দেখান যাইতেছে। পরধর্মীতে স্বধর্মাসঞ্জকত্বই উপাধিপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত। যে বস্তু পরধর্মীতে স্বীয় ধর্মের আসঞ্জন করে, তাহাকেই উপাধি বলে। যেমন জবাকুসুম, স্ফটিকাদি ধর্মীতে, স্বধর্ম লৌহিত্যের আসঞ্জন করে বলিয়া তাহাকে উপাধি বলা হয়। প্রকৃতস্থলে ব্রহ্মে অধ্যস্ত দৃশ্যমাত্রে ব্রহ্ম স্বধর্ম সত্ত্বাদির আসঞ্জন করে বলিয়া সদ্রূপ ব্রহ্মকেই এস্থলে উপাধিপদ-দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে। আর এই মিথ্যাত্বলক্ষণের বা মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যের অন্তর্গত উপাধি পদটী প্রতিপন্নপদের সহিত মিলিত হইয়া স্বপ্রকারকধীবিশেষ্য যে ব্রহ্ম, তাহাই লব্ধ হইতেছে। প্রতিপন্নপদের অর্থ—স্বপ্রকারকধীবিশেষ্য, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রপঞ্চমাত্রই তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সদাত্মক ব্রহ্মে অধ্যস্ত বলিয়া প্রপঞ্চতাদাত্ম্যজ্ঞানের বিশেষ্যত্ব ব্রহ্মেই থাকে। প্রপঞ্চতাদাত্ম্যজ্ঞানের বিশেষ্য ব্রহ্মে যে ত্রৈকালিক নিষেধ, তাহার প্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চে আছে বলিয়া প্রপঞ্চে মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। এতাদৃশ মিথ্যাত্ব অলীকে সম্ভাবিত নহে। যেহেতু অলীকতাদাত্ম্যজ্ঞানের বিশেষ্যত্ব ব্রহ্মে সম্ভাবিত নহে। এজন্য মিথ্যাত্বের বিশেষ অনুমানে অর্থান্তরতা দোষ হইল না।

আর প্রতিপন্নোপাধিশব্দে প্রদর্শিতরূপ অর্থ হয় বলিয়া মিথ্যাত্ব লক্ষণেরও অলীকে অতিব্যাপ্তি হইল না। এই অভিপ্রায় করিয়াই মূলকার

বলিতেছেন—**এতদেব** ইতি। অবাধিত ব্রহ্মস্বরূপ সদ্বস্তুই উপাধিপদের অর্থ। প্রাতিপন্নপদের সহিত মিলিত এই উপাধিপদদ্বারা এতদেব—অর্থাৎ বাধের পূর্ব্বে প্রপঞ্চমাত্র সত্ত্বরূপে প্রতীতির যোগ্য হয়—ইহা, **সূচিতম্**—অর্থতঃ বোধিত হইয়াছে। অর্থাৎ স্বপ্রকারক ধীবিশেষ্য যে অবাধিত সদ্বস্তু, সেই সদ্বস্তুনিষ্ঠ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বই এই মিথ্যাত্বলক্ষণের আক্ষরিক অর্থ। আর এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেও অসতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না, যেহেতু অসৎপ্রকারক-ধীবিশেষ্য অবাধিত সদ্বস্তু কখনও হয় না বলিয়া স্বপদদ্বারা অসদ্ বস্তুকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আর প্রপঞ্চপ্রকারক ধীবিশেষ্য সদ্বস্তু হইলে, সত্ত্বপ্রকারক ধীবিশেষ্য ও প্রপঞ্চ অর্থতঃ লব্ধ হইয়া থাকে। আর এজন্যই মূলে সূচিতম্ এইরূপ বলা হইয়াছে। বাধের পূর্ব্বে যে প্রপঞ্চ-মাত্র ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বরূপে প্রতীতিযোগ্য হয়, ইহাই প্রপঞ্চের সহিত অসতের বৈলক্ষণ্য।

যদি বলা যায়—প্রপঞ্চ সত্ত্বরূপে প্রতীতির যোগ্য—এইরূপ বলাতে সত্ত্বটী বিশেষণ এবং প্রপঞ্চটী বিশেষ্যরূপে ভাসমান হয়। অর্থাৎ সত্ত্ব-প্রকারক প্রতীতির বিশেষ্য—প্রপঞ্চ। কিন্তু এস্থলে মূলকার বলিতেছেন যে, প্রাতিপন্নপদের সহিত মিলিত উপাধিপদদ্বারাও এই অর্থটী লব্ধ হইতেছে। কিন্তু প্রাতিপন্নপদের সহিত মিলিত উপাধিপদদ্বারা সাক্ষাৎ এই অর্থ লব্ধ হয় না, কিন্তু প্রপঞ্চতাদাত্ম্যপ্রকারক জ্ঞানের বিশেষ্যত্ব ব্রহ্মে লব্ধ হয়। তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং মূলবাক্য সঙ্গত হইবে কিরূপে ?

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শব্দদ্বারা সাক্ষাৎ সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিশেষ্যত্ব প্রপঞ্চে লব্ধ হয় না বলিয়াই মূলকার "সূচিতম্" এই কথাটী বলিয়াছেন। শব্দদ্বারা সাক্ষাৎ কথিত হয় না, কিন্তু সূচিত হয়। যেরূপে সূচিত হয়, তাহা তাৎপর্য্যমধ্যে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

মূল কথা এই যে, সাক্ষাৎ লব্ধ না হইয়া "অর্থতঃ" লব্ধ হয়—ইহাই "সূচিত" পদদ্বারা বলা হইয়াছে।৩১

৩২। ত্রিকালাবাধ্য সদ্‌বস্তুতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রপঞ্চমাত্র অধ্যস্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তে পরম্পরাধ্যাস স্বীকার করা হয় বলিয়া সদ্‌বস্তুও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রপঞ্চে অধ্যস্ত হয়। আর এজন্য বাধের পূর্ব্বে প্রপঞ্চ সত্ত্বরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, এই সত্ত্ব ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ। বাধের পূর্ব্বে প্রপঞ্চ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপে প্রতীতিযোগ্য হইয়াও বাধের পর প্রপঞ্চের কোথাও "না থাকা" সিদ্ধান্তী যেমন স্বীকার করেন, শূন্যবাদী মাধ্যমিকগণও তাহাই স্বীকার করেন। কিন্তু ইহাতে সিদ্ধান্তীর শূন্যবাদ স্বীকার করা হইল—এরূপ বলা যায় না। কারণ, শূন্যবাদী শূন্যভাবনার দ্বারা প্রপঞ্চবাধের পূর্ব্বে অবাধ্যত্বরূপে প্রপঞ্চের প্রতীতি স্বীকার করিতে পারেন না। ইহাই দেখাইতে যাইয়া মূলকার বলিতেছেন—**শূন্যবাদিভিঃ** ইতি। শূন্যবাদীর মতে শূন্যভাবনার দ্বারা প্রপঞ্চবাধের পূর্ব্বে প্রপঞ্চমাত্র সত্ত্বরূপে প্রতীত হয় বটে, তথাপি তাঁহাদের মতে ঐ সত্ত্ব অদ্বৈতবাদীর মত ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব নহে, কিন্তু অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ অথবা বাধের পূর্ব্বে অবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব হইতে পারে। কিন্তু তাহা ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব কখনই হইতে পারে না। ব্যবহারকালে অবাধ্যত্ব শূন্যবাদীর মতে প্রসিদ্ধ থাকিলেও ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ পারমার্থিকত্ব তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না। যেহেতু তাঁহাদের মতে পারমার্থিক বস্তু স্বীকৃত হয় না। সুতরাং **ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব সিদ্ধান্তীর মতেই প্রসিদ্ধ, শূন্যবাদীর মতে নহে।** সিদ্ধান্তীর মতে বাধের পূর্ব্বে প্রপঞ্চমাত্রই যে ত্রিকালবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বরূপে প্রতীত হয়, তাহাই অত্যন্ত অসৎপ্রপঞ্চবাদী মাধ্যমিকগণের সহিত সিদ্ধান্তীর বৈলক্ষণ্য। মূলস্থিত "শূন্যবাদিভিঃ" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ এই যে, শূন্যবাদী মাধ্যমিকগণকর্ত্তৃক সদধিষ্ঠানক ভ্রম অঙ্গীকৃত হয় না।

অর্থাৎ ভ্রমের অধিষ্ঠান বস্তু ত্রিকালাবাধ্য এইরূপ তাঁহারা মানেন না। তাঁহারা বাধজ্ঞানের বিষয়ত্বকেই শূন্যত্ব বলেন। তাঁহাদের এই শূন্যত্ব-ভাবনা ব্যর্থ হইয়া যাইত, যদি প্রপঞ্চ, বাধজ্ঞানের অবিষয়ত্বরূপে ভ্রম-বিষয়ীভূত না হইত। যে প্রপঞ্চ বাধজ্ঞানের অবিষয়রূপে ভাসমান, তাহাকে বাধজ্ঞানের বিষয়রূপে জানিবার জন্যই শূন্যত্বভাবনা। ক্ষণিকত্ব-ভাবনাদ্বারা যেমন স্থিরত্বের নিবৃত্তি হয়, সেইরূপই শূন্যত্বভাবনাদ্বারা ব্যাবহারিক অবাধ্যত্বের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এজন্য **শূন্যবাদিগণ বাধজ্ঞানের অবিষয়ত্বরূপে অর্থাৎ অশূন্যত্বরূপে প্রপঞ্চভ্রম স্বীকার করিলেও সদধিষ্ঠানক ভ্রম স্বীকার করেন না।** সৎপদের অর্থ—ত্রিকালাবাধ্য। ত্রিকালাবাধ্য ব্রহ্মই প্রপঞ্চভ্রমের অধিষ্ঠান হইবে—এরূপ তাঁহারা স্বীকার করেন না। আর এজন্য প্রাতি-ভাসিক শুক্তিরূপ্য ও ব্যাবহারিক বিয়দাদিপ্রপঞ্চকে অসদ্বিলক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করেন না। যেহেতু কিঞ্চিদধর্মনিষ্ঠ যে ত্রিকালা-বাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব, সেই সত্ত্বরূপে প্রতীতির অযোগ্যই অত্যন্ত অসত্ত্ব। প্রপঞ্চকে অবাধ্যত্বরূপে ভ্রমের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহারা ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপে প্রতীতির যোগ্য বলিয়া প্রপঞ্চকে স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং শূন্যবাদিগণ প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ-মাত্রকে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বরূপে প্রতীতির অযোগ্যই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সিদ্ধান্তিগণ বাধের পূর্ব্বে প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চকে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বরূপে প্রতীতির যোগ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, এজন্য বেদান্তিগণের মাধ্যমিকমতে প্রবেশ হইল না। ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য।৩২

টীকা।

৩০। অবচ্ছিন্নবৃত্তিকাত্যন্তসর্ব্বদেশবৃত্তিকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং যদ্যপি তুচ্ছানির্ব্বাচ্যয়োঃ সাধারণং তথাপি ন অনির্ব্বাচ্যো অসত্ত্বব্যবহার-

প্রোক্তঃ, তয়োঃ বৈলক্ষণ্যস্যাপি বিদ্যমানত্বাৎ—ইত্যাহ সিদ্ধান্তী—**নৈবম্**, ইত্যাদি। অনির্ব্বাচ্যতঃ তুচ্ছস্য বৈলক্ষণ্যং দর্শয়িতুম্ আহ—**তথাপি কচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন** ইত্যাদি। কিংপদোত্তরসপ্তম্যা নিষ্ঠত্বম্ **অর্থঃ**। উপাধিপদং চ ধর্ম্মিপরম্। তথাচ কচিদপি উপাধৌ ইত্যস্য কিঞ্চিদ্-ধর্ম্মিনিষ্ঠম্ অর্থঃ। অন্বয়শ্চ অস্য তৃতীয়ান্তসত্ত্বপদার্থে। এবং চ কিঞ্চিদ্ ধর্ম্মিনিষ্ঠং যৎ সত্ত্বং তেন। **প্রতীত্যনর্হত্বম্** ইত্যস্য প্রতীত্যযোগ্যত্বম্ **অর্থঃ**। তথাচ কিঞ্চিদ্ধর্ম্মিনিষ্ঠং যৎ সত্ত্বং তেন প্রতীত্যযোগ্যত্বম্ ইতি **সমুদিতঃ** অর্থঃ। ভবতি চ অনির্ব্বাচ্যং রজতাদি সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতি-যোগ্যম্, "সৎ রজতম্" ইতি প্রতীতেঃ। শশবিষাণাদীনাং তু অসতাম্ "শশবিষাণং সৎ" ইতি প্রতীত্যভাবাৎ সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীত্যযোগ্যত্বম্। সত্ত্বেন প্রতীত্যযোগ্যত্বমেব অসত্ত্বম্ ইত্যুক্তৌ অপি সামঞ্জস্যে কচিদপি উপাধৌ ইতি সত্ত্ববিশেষণম্ অতীন্দ্রিয়গুরুত্বাদেঃ অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিবারণায়। যথা চ এতৎ, তথা প্রপঞ্চিতং প্রথমমিথ্যাত্বলক্ষণে ৩৩শ বাক্যে। (২২৪পৃঃ)। প্রপঞ্চমাত্রস্য অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্যসর্ব্বদেশবৃত্তিকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ-মিথ্যাত্বস্বীকারেঽপি অবাধ্যরূপে ব্রহ্মণি প্রপঞ্চমাত্রস্য অধ্যস্তত্বেন অবাধ্য-ব্রহ্মতাদাত্ম্যরূপেণ সত্ত্বেন প্রপঞ্চমাত্রং বাধাৎ পূর্ব্বং জ্ঞায়তে। তথাচ বাধাৎ পূর্ব্বম্ অবাধ্যব্রহ্মতাদাত্ম্যরূপসত্ত্বেন প্রতীতিযোগ্যত্বাদেব অনির্বাচ্যস্য অত্যন্তাসতঃ বৈলক্ষণ্যম্। এতদেব প্রদর্শয়িতুম্ আহ—**"তৎ চ"** ইতি। "তৎ চ" অত্যন্তাসত্ত্বং কচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বরূপং, মিথ্যা-ভূতে দৃষ্টান্তীকৃতে শুক্তিরূপ্যে, পক্ষীকৃতে চ মিথ্যাভূতে প্রপঞ্চে "নেদং রজতম্" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিরূপবাধাৎ পূর্ব্বং নাস্ত্যেব, তদা তয়োঃ ত্রিকালাবাধ্যসত্তাদাত্ম্যেন প্রতীয়মানত্বাৎ। **ইতি ন তুচ্ছত্বাপত্তিঃ**—প্রপঞ্চশুক্তিরজতয়োঃ অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিঃ। বাধোত্তর-কালং শুক্তিরজতপ্রপঞ্চয়োঃ কচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যযোগ্যত্বেঽপি বাধাৎ পূর্ব্বং সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ ন অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিঃ ইতি ভাবঃ।

ইদম্ অত্র অবধেয়ম্—ত্রিকালাবাধ্যব্রহ্মতাদাত্ম্যমেব সিদ্ধান্তিমতে সত্ত্বম্; 'সৎ সৎ' ইতি প্রতীতৌ সদ্রূপং ব্রহ্মৈব তাদাত্ম্যেন প্রকারতয়া ভাসতে। সত্ত্বস্তুনঃ অবাধ্যত্বাদেব বাধাৎ পূর্ব্বং প্রপঞ্চস্য অবাধ্যত্বেন প্রতীতিঃ। শূন্যবাদিভিস্তু প্রপঞ্চমাত্রস্য শূন্যপর্য্যবসানানুকূলম্ অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপং সত্ত্বম্ উক্তম্, ন তু নিরুক্তরূপং শূন্যভাবনয়া অর্থক্রিয়াকারিত্বেন প্রপঞ্চে বাধ্যমানে নিরবশেষবাধনাৎ সর্ব্বং শূন্যমেব পর্য্যবস্যতি। প্রপঞ্চে সৎপ্রতীতেঃ সর্ব্বসিদ্ধত্বেঽপি সত্ত্বনির্ব্বচনবৈলক্ষণ্যেন বেদান্তিমাধ্যমিকমতবৈলক্ষণ্যং বোধ্যম্ ৩০

৩১। বাধাৎ পরং যৎ ত্রিকালবাধ্যত্বেন প্রতীয়তে, তৎ বাধাৎ পূর্ব্বং ত্রিকালাবাধ্যত্বেনৈব প্রতীয়তে—ইতি শূন্যবাদ্যতিরিক্ত-সর্ব্বানুভবসিদ্ধম্। এতৎ অবাধ্যত্বমেব সত্ত্বম্। অবাধ্যত্বেন প্রতীতিরেব সত্ত্বেন প্রতীতিঃ, ন তু অর্থক্রিয়াকারিত্বেন, ইতি দর্শয়ন্ আহ—**ন চ বাধাৎ পূর্ব্বম্** ইত্যাদি। বাধাৎ পূর্ব্বং শুক্তিরজতং প্রপঞ্চো বা **সত্ত্বেন** ত্রিকালাবাধ্যত্বেন ন প্রতীয়তে ইতি ন, কিন্তু ত্রিকালাবাধ্যত্বেন প্রতীয়তে এব। শশবিষাণাদীনাং তু এতাদৃশী প্রতীতিঃ অসিদ্ধা এব। তথাচ ন শূন্যবাদিমতপ্রসঙ্গঃ। প্রপঞ্চমাত্রস্য বাধাৎ পূর্ব্বম্ অবাধ্যত্বরূপসত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্বাৎ এব অসদ্বৈলক্ষণ্যম্ ইতি প্রতিপাদনায় সামান্যতঃ মিথ্যাত্বানুমানে সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হম্ ইতি পক্ষবিশেষণম্ উপাত্তম্। যৎ বাধাৎ পূর্ব্বং সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হম্, তৎ কুত্রাপি নাস্তি—ইতি মিথ্যাত্বম্। বিশেষানুমানস্থলে যদ্যপি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হম্ ইতি পক্ষবিশেষণং ন উপাত্তম্ "বিয়ৎ মিথ্যা" এবংরূপেণৈব সাধ্যনির্দ্দেশাৎ, তথাপি বিয়দাদীনাং প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বসাধনেঽপি ন অত্যন্তাসত্ত্বাপত্ত্যা অর্থান্তরত্বম্। নাপি প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য **মিথ্যাত্বলক্ষণস্য** অলীকে অতিব্যাপ্তিঃ। সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হম্ ইতি পক্ষবিশেষণলভ্যার্থস্য মিথ্যাত্বলক্ষণঘটকপ্রতি-

পন্নোপাধি-শব্দেনৈব লাভাৎ। প্রতিপন্নোপাধৌ ইত্যত্র উপাধিপদস্য সদ্রূপব্রহ্মপরত্বাৎ পরন্ত্র স্বধর্ম্মাসঞ্জকত্বমেব উপাধিপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তম্। স্ফটিকাদৌ স্বধর্ম্মাসঞ্জকে জবাকুসুমে উপাধিপদপ্রয়োগদর্শনাৎ। প্রকৃতে চ স্বাধ্যস্তে দৃশ্যমাত্রে স্বধর্ম্মস্য সত্তাদেঃ আসঞ্জকতয়া সদ্ব্রহ্মৈব উপাধিপদলভ্যম্। তথাচ সাধ্যান্তর্গতপ্রতিপন্নপদমিলিতেন সদ্ব্রহ্মার্থকোপাধিপদেন স্বপ্রকারকধীবিশেষ্যং সদ্ব্রহ্মৈব লভ্যতে। প্রতিপন্নপদস্য স্বপ্রকারকধী-বিশেষ্যার্থকত্বং প্রাগেব উক্তম্। প্রপঞ্চমাত্রস্য তাদাত্ম্যেন সদাত্মকব্রহ্মণি অধ্যাসাৎ প্রপঞ্চতাদাত্ম্যপ্রকারকধীবিশেষ্যত্বং ব্রহ্মণি এব।

প্রপঞ্চতাদাত্ম্যধীবিশেষ্যসদ্ব্রহ্মনিষ্ঠত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ-মিথ্যাত্বং প্রপঞ্চে বর্ত্ততে। এতাদৃশমিথ্যাত্বম অলীকে ন সম্ভবতি। অলীকতাদাত্ম্যধীবিশেষ্যত্বস্য সদাত্মকে ব্রহ্মণি অসম্ভবাৎ, ন বিশেষতো মিথ্যাত্বানুমানে অর্থান্তরত্বম্। প্রতিপন্নোপাধিশব্দস্য নিরুক্তার্থকত্বা-দেব ন প্রতিপন্নোপাধৌ ইতি মিথ্যাত্বলক্ষণস্য অলীকে অতিব্যাপ্তিঃ ইতি অভিপ্রেত্য আহ—"**এতদেব**" ইতি। প্রতিপন্নপদমিলিতেন সদাত্মকব্রহ্মার্থকেন উপাধিপদেন "এতদেব"—বাধাৎ পূর্ব্বং প্রপঞ্চমাত্রস্য সত্ত্বেন প্রতীতিযোগ্যত্বং সূচিতম্। প্রতিপন্নপদমিলিতেন উপাধিপদেন প্রপঞ্চতাদাত্ম্যধীবিশেষ্যত্বস্য সদাত্মকে ব্রহ্মণি শব্দতঃ লাভেঽপি ন সত্ত্ব-প্রকারকধীবিশেষ্যত্বং প্রপঞ্চে লভ্যতে। মূলকৃতা তু বাধাৎ পূর্ব্বং প্রপঞ্চঃ সত্ত্বেন প্রতীয়তে এব ইতি উক্তম্। তথা চ কথং প্রতিপন্নপদমিলিতেন সদর্থকোপাধিপদেন প্রপঞ্চে তাদৃশবিশেষ্যত্বস্য লাভঃ ইতি, অতঃ এব মূলকৃতা উপাধিপদেন "উক্তম্" ইতি অনুক্ত্বা "**সূচিতম্**" ইতি উক্তম্। প্রতিপন্নোপাধৌ ইত্যনেন প্রপঞ্চে সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যত্বস্য শব্দতঃ অলাভেঽপি অর্থতঃ এব লব্ধম্ ইতি অভিপ্রেত্য সূচিতম্ ইতি উক্তম্।৩১

৩২। প্রপঞ্চস্য ত্রিকালাবাধ্যে সদ্বস্তুনি অধ্যস্তত্বাৎ, বাধাৎ পূর্ব্বং

প্রপঞ্চঃ যৎ সত্ত্বেন প্রতীয়তে, তৎ সত্ত্বং ত্রিকালাবাধ্যত্বমেব। বাধাৎ পূর্ব্বং ত্রিকালাবাধ্যত্বেন প্রতীতিযোগ্যোঽপি প্রপঞ্চঃ বাধোত্তরং কুত্রাপি নাস্তি ইতি প্রতীয়তে। প্রপঞ্চস্য কুত্রাপি অসত্ত্বং যদ্যপি শূন্যবাদিনামপি সমং, তথাপি শূন্যবাদিনাং মতে বাধাৎ পূর্ব্বং প্রপঞ্চস্য অবাধ্যত্বেন প্রতীতিযোগ্যত্বেঽপি ত্রিকালাবাধ্যত্বেন প্রতীতিযোগ্যত্বং নাস্তি—ইতি ন প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববাদিনাং শূন্যবাদিমাধ্যমিকমতে প্রবেশঃ ইত্যাহ—**"শূন্য-বাদিভিঃ"** ইতি। মাধ্যমিকৈঃ ইত্যর্থঃ। যদ্যপি শূন্যবাদিমতে শূন্যভাবনয়া প্রপঞ্চবাধনাৎ প্রাক্ সত্ত্বেন প্রপঞ্চমাত্রং প্রতীয়তে এব, তথাপি তৎ সত্ত্বং ন অদ্বৈতবাদিমতে ইব ত্রিকালাবাধ্যত্বম্, কিন্তু অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপং, বাধাৎ পূর্ব্বম্ অবাধ্যত্বমপি বা কথঞ্চিৎ ভবিতুম্ অর্হতি, ন তু ত্রিকালা-বাধ্যত্বম্। ব্যাবহারিকাবাধ্যত্বস্য তন্মতে প্রসিদ্ধত্বেঽপি ত্রিকালাবাধ্যত্বস্য পারমার্থিকত্বেন পারমার্থিকবস্তুনঙ্গীকর্ত্তৃমাধ্যমিকানাং মতে ত্রিকালা-বাধ্যত্বরূপসত্ত্বস্য অসম্ভবাৎ। তথাচ অদ্বৈতিনাং মতে বাধাৎ পূর্ব্বং প্রপঞ্চ-মাত্রস্য যৎ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপসত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বং তদেব অত্যন্তাসৎ-প্রপঞ্চবৈলক্ষণ্যম্ ইতি বিভাবনীয়ম্। **সদধিষ্ঠানকভ্রমানঙ্গীকারেণ** ইতি। বাধজ্ঞানবিষয়ত্বরূপশূন্যত্বভাবনাবৈয়র্থ্যভয়েন বাধজ্ঞানাবিষয়ত্ব-রূপাবাধ্যত্বেন প্রপঞ্চভ্রমাঙ্গীকারেঽপি "সদধিষ্ঠানকভ্রমানঙ্গীকারেণ" ত্রিকালাবাধ্যব্রহ্মাধিষ্ঠানকপ্রপঞ্চভ্রমানঙ্গীকারেণ ইত্যর্থঃ। **কচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বরূপাসদ্বৈলক্ষণ্যস্য** প্রতীত্যনর্হত্ব-রূপাৎ অসতঃ বৈলক্ষণ্যস্য কিঞ্চিদ্ধর্ম্মিনিষ্ঠং যৎ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপং সত্ত্বং তেন প্রতীত্যযোগ্যত্বস্য অত্যন্তাসতঃ বৈলক্ষণ্যস্য **শুক্তিরূপ্যে প্রপঞ্চে চ অনঙ্গীকারাৎ**। প্রাতিভাসিকে শুক্তিরূপ্যে ব্যাবহারিকে চ বিয়দাদি প্রপঞ্চে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপসত্ত্বেন প্রতীতিবিষয়ত্বানঙ্গীকারাৎ, বেদান্তিনাং তু বাধাৎ পূর্ব্বং তদঙ্গীকারাৎ ন বেদান্তিনাং মাধ্যমিকমত-প্রবেশঃ ইতি ভাবঃ।৩২

তাৎপর্য্য।

অসৎ ও প্রতিভাসিকের বৈলক্ষণ্য।

৩০। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কিত প্রপঞ্চের অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তির খণ্ডন করিতেছেন। সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, প্রকৃতানুমানস্থলে পক্ষ-নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং" অর্থাৎ সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতির বিষয়ত্বকে পক্ষের বিশেষণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া এই **বিশেষণবিশিষ্ট** পক্ষ যে প্রপঞ্চ, তাহার "প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্ব"রূপ মিথ্যাত্ব হইলেও পক্ষের অলীকত্ব আপত্তি হইতে পারে না। আর এজন্য **অর্থান্তরতারও আপত্তি হয় না।** বস্তুতঃ, এই কারণে অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, "স্বোপাধি বা পরোপাধি সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব" যদিও তুচ্ছ ও অনির্ব্বচনীয় বস্তুর সাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ উক্ত নিষেধপ্রতিযোগী তুচ্ছ ও অনির্ব্বাচ্য উভয়ই হইয়া থাকে, তথাপি কিঞ্চিৎধর্ম্মিনিষ্ঠসত্ত্বরূপে প্রতীত হইয়া, যে উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা। আর যাহা কিঞ্চিৎধর্ম্মিনিষ্ঠসত্ত্বরূপে প্রতীত না হইয়া উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হয়, তাহা অলীক অর্থাৎ অসৎ। অসৎ ও প্রাতি-ভাসিকের মধ্যে ইহাই বৈলক্ষণ্য।

অধিষ্ঠান অবলম্বনে উক্ত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন।

সিদ্ধান্তীর মূল কথা এই যে, প্রাতিভাসিক বস্তু—সদধিষ্ঠানকল্পিত অর্থাৎ কোন সদ্ অধিষ্ঠানে কল্পিত, আর অলীক—নিরধিষ্ঠানকল্পিত অর্থাৎ কোন সদ্ বস্তু তাহার অধিষ্ঠান নহে। **সদধিষ্ঠানকল্পিত হইলেই প্রাতিভাসিক, আর নিরধিষ্ঠানকল্পিত হইলেই অলীক।** শশবিষাণপ্রভৃতি নিরধিষ্ঠানকল্পিত, কিন্তু শুক্তিরজতপ্রভৃতি নিরধিষ্ঠান-কল্পিত নহে। সুতরাং সর্ব্বত্রত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব তুচ্ছানির্ব্বাচ্য-সাধারণ হইলেও অনির্ব্বাচ্য বস্তুতে অসত্ত্বব্যাবহারের আপত্তি হয় না।

যেহেতু উভয়ের ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এতাদৃশ সত্ত্ব-প্রকারক প্রতীতির অবিষয়ত্ব শুক্তিরজতে ও প্রপঞ্চে নাই। যেহেতু শুক্তিরজত ও প্রপঞ্চ সদ্রূপেই প্রতীত হইয়া থাকে।

বাধের অনন্তর প্রাতিভাসিক বস্তুর সত্ত্বপ্রতীতির অভাবে আপত্তি।

যদি বলা যায়—বাধের অনন্তর শুক্তিরূপ্যাদির সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতি ত হয় না, সুতরাং "সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্ব"রূপ অসত্ত্ব শুক্তিরজতাদিতেও থাকিল?

বাধের পূর্ব্বে সত্ত্বপ্রতীতি প্রদর্শনদ্বারা খণ্ডন।

তদুত্তরে মূলকার বলিয়াছেন—**"বাধাৎ পূর্ব্বম্"** ইত্যাদি। অর্থাৎ বাধের পূর্ব্বে শুক্তিরজত ও প্রপঞ্চ সদ্রূপে প্রতীত হইয়াই থাকে, এজন্য তুচ্ছত্বের আপত্তি হয় না। তুচ্ছ বস্তুর বাধ হয় না, এজন্য তুচ্ছবস্তুতে বাধের পূর্ব্বাপরিভাবের চিন্তা নাই। অসদ্‌বস্তু কোনও সময়ে সদ্রূপে প্রতীত হয় না। বাধের পূর্ব্বে শুক্তিরজত ও প্রপঞ্চ ত্রিকালাবাধ্য সদ্-বস্তুর সহিত অভেদে প্রতীত হইয়াই থাকে। এই অবাধ্য সদ্‌বস্তুর সহিত অভেদে প্রতীতি মাধ্যমিক ভিন্ন সমস্ত বাদিগণের সম্মত। ইহাই তাঁহাদের অনুভব। মাধ্যমিকমতে অবাধিত সদ্‌বস্তুই নাই।

বিশেষতঃ মিথ্যাত্বানুমানে প্রপঞ্চের অসত্ত্বাপত্তি।

যদি বলা যায়—সামান্যতঃ মিথ্যাত্বানুমানে "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্বং" পক্ষবিশেষণ থাকিলেও বিশেষতঃ মিথ্যাত্বানুমানে অর্থাৎ "পৃথিবী মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্বং" পক্ষবিশেষণ নহে বলিয়া বিশেষতঃ মিথ্যাত্বানুমানে **অর্থান্তরতা দোষ** হইবে। অর্থাৎ পৃথিব্যাদি, বিশেষ অনুমানের পক্ষ, তাহা যদি প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত অসৎই হইবে। যেহেতু এই অনুমানে আর সদ্রূপে প্রতীতিবিষয়ত্ব অর্থাৎ "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্বং" বিশেষণ নাই। সুতরাং মিথ্যাত্বসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত দৃশ্যত্বাদি

হেতুটী অলীকত্বসিদ্ধি করিয়া পর্য্যবসিত হইল। এজন্য **অর্থান্তরতা দোষই হইল**। আর প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্ব মিথ্যাত্বের লক্ষণও হইতে পারিল না। যেহেতু অলীকে তাহার **অতিব্যাপ্তি দোষ** হইল।

"প্রতিপন্ন উপাধি" পদের অর্থদ্বারা উত্তর।

এই দুইটী শঙ্কানিবারণের জন্য মূলকার **"এতদেব সদর্থকেন উপাধিপদেন সূচিতম্"** বলিয়াছেন। এস্থলে "প্রতিপন্ন" পদের অর্থ —স্বপ্রকারকধীবিশেষ্য ও "উপাধি" পদের অর্থ—ত্রিকালাবাধ্য সদ্‌বস্তু। প্রতিপন্ন উপাধিতে অর্থাৎ স্বপ্রকারকধীবিশেষ্য অবাধ্য সদ্বস্তুতে যে ত্রৈকালিকনিষেধ, তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। যাহা অবাধ্য সদ্-বস্তুর সহিত অভেদে প্রতীত হয়, তাহারই নিষেধ সেই অবাধ্য সদ্‌বস্তুতে হইতে পারে। অলীক বস্তু সদ্‌বস্তুর সহিত অভেদে প্রতীতই হয় না। সুতরাং প্রসক্তিপূর্ব্বক নিষেধ হয় বলিয়া সদ্বস্তুতে অলীকের নিষেধ হইতেই পারে না। এজন্য লক্ষণের **অতিব্যাপ্তি দোষ নাই,** আর **অর্থান্তরতাও হইল না।** "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্বং" এই বিশেষণটী পক্ষে না থাকিলেও সদর্থ উপাধিদ্বারা ইহাই লব্ধ হইতেছে যে, পৃথিব্যাদি—স্বপ্রকারকধীবিশেষ্য অবাধিত সদ্বস্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী। নিষেধ প্রসক্তিপূর্ব্বক হইয়া থাকে, বলিয়া অবাধ্য সদ্‌বস্তুর অভেদ যাহার প্রসক্ত আছে, তাহারই তাদৃশ নিষেধ হইতে পারে। আর পৃথিব্যাদি পক্ষের অবাধ্য সদ্‌বস্তুর সহিত অভেদে প্রতীতি থাকিলে তাহা আর অলীক হইতে পারে না।

উপাধিপদের বিশদ অর্থ।

এস্থলে উপাধিপদের বিশদ অর্থ এই যে, উপাধিপদটী **"উপ— সমীপে" "স্বধর্ম্মম্ আদধাতি"** এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। আর তাহাতে অর্থ হয় যে, যাহা সমীপবর্ত্তী বস্তুতে স্বধর্ম্ম

আধান করিয়া থাকে, তাহাই **উপাধি**। যেমন জবাকুসুম স্বসমীপবর্ত্তী স্ফটিকাদিতে স্বধর্ম্ম লৌহিত্য আধান করিয়া থাকে বলিয়া সেই জবাকুসুম স্ফটিকলৌহিত্যের উপাধি। স্ফটিকলৌহিত্য ঔপাধিক লৌহিত্য। প্রকৃতস্থলে প্রতিপন্ন পদের অর্থ—স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্য, উপাধি পদের অর্থ—ত্রিকালাবাধিত সদ্‌বস্তু। আর তাহা স্বসমীপে দৃশ্যমাত্রে স্বগত সত্তাদি ধর্ম্ম আধান করিয়া দৃশ্যমাত্রের সদ্রূপতাভ্রমের জনক হইয়া থাকে, অর্থাৎ দৃশ্যমাত্রের সদ্রূপে প্রতীতি করাইয়া থাকে। এজন্য দৃশ্য-মাত্রের সত্তা ঔপাধিক সত্তা। দৃশ্যমাত্রের সৎপ্রতীতিতে অবাধিত সদ্‌বস্তু উপাধি। এজন্য সমস্ত দৃশ্যমাত্রের অধিষ্ঠান অবাধিত সদ্‌বস্তু, আর ইহাই এস্থলে উপাধিপদের প্রকৃত অর্থ।

অদ্বৈতবাদী শূন্যবাদী নহে কেন।

বস্তুতঃ, মিথ্যাত্বলক্ষণের ঘটক যে উপাধিপদ, তদ্দ্বারা অবাধ্য সদ্‌বস্তুকে বুঝান হইয়াছে বলিয়া এই অবাধ্য সদ্‌বস্তুরূপ উপাধিপ্রযুক্ত ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক দৃশ্যমাত্রের সৎপ্রতীতি হইয়া থাকে—ইহাই বেদান্তাচার্য্যগণের অভিপ্রায়। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদকে শূন্যবাদের সহিত সমান বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা আর হইল না। যেহেতু **শূন্যবাদিগণ সদধিষ্ঠানক ভ্রম স্বীকার করেন না**। যদিও শূন্যবাদী **সম্বৃতিসত্তা** বলিয়া ব্যাবহারিক বস্তুতে একটা সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন, **তথাপি অদ্বৈতবাদের সহিত তাহা অতিশয় বিলক্ষণ**। অবাধিত সদ্‌বস্তুরূপ উপাধিপ্রযুক্ত ব্যাব-হারিক বস্তুতে যে সত্তাভ্রান্তি, আর অবাধিত সদ্‌বস্তুরূপ উপাধিপ্রযুক্ত প্রাতিভাসিক বস্তুতে যে সত্তাভ্রান্তি তাহা, মাধ্যমিকমতের সত্তাভ্রান্তি নহে। কারণ, অবাধিত সদ্‌বস্তুপ্রযুক্ত সৎপ্রতীতি, আর কোন অবাধিত সদ্‌বস্তু না থাকিয়া মাধ্যমিকের সম্বৃতিরূপ সৎপ্রতীতি কখনও এক হইতে পারে না। এজন্য অদ্বৈতবাদীর সহিত শূন্যমতের সাম্য নাই। পূর্ব্বপক্ষীর

উদ্ভাবিত এই সাম্যাপত্তির পরিহার করিতে যাইয়া মূলকার, শূন্যবাদীর মতের অনুবাদমাত্র করিয়াছেন। **অবাধিত সদ্‌বস্তুরূপ অধিষ্ঠানে দৃশ্যমাত্র কল্পিত হইয়া সদ্‌রূপে দৃশ্যের ভ্রম হয়—শূন্যবাদিগণ এরূপ স্বীকার করেন না** বলিয়া ত্রিকালাবাধ্য সদ্‌বস্তুতে কল্পিত হইয়া সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় কোন দৃশ্যই হয় না। যাহা কোন কালেই তাদৃশ উপাধিতে সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় না, তাহাই অসৎ। আর এই অসত্ত্ব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন সত্ত্ব, যাহা সিদ্ধান্তী শুক্তি-রজতে ও প্রপঞ্চে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা এই ত্রিকালাবাধ্য সদ্‌-বস্তুতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কল্পিত দৃশ্যে, ত্রিকালাবাধ্যসত্তাদাত্ম্যই সত্ত্ব। ত্রিকালাবাধ্যসদুপাধিকসত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিবিষয়ত্ব শুক্তিরূপ্যে ও প্রপঞ্চে আছে, মাধ্যমিকমতে কিন্তু নাই। **মাধ্যমিকের যাহা সত্ত্ব, তাহা হইতে সিদ্ধান্তীর সত্ত্ব অত্যন্ত বিরুদ্ধরূপ।** বস্তুতঃ কথা এই যে, ত্রিকালাবাধ্য সদ্‌বস্তু ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া দৃশ্যমাত্রে শূন্যতা-বাদীর সহিত আমাদের সাম্য আছে—ইহা আমরা ইষ্টই মনে করি।

শূন্যবাদীর ব্যাবহারিক অবাধ্যত্বদ্বারা সাম্যাপত্তি।

এখন যদি বলা হয়—মূলগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, উপাধিপদের অর্থ—ত্রিকালাবাধিত সদ্‌বস্তু। সদর্থক উপাধিপদের দ্বারা প্রপঞ্চের অলীকত্ব বারণ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ত প্রপঞ্চের অলীকত্ব বারণ হইতে পারে না, যেহেতু প্রপঞ্চের অলীকত্ববাদী মাধ্যমিকগণ প্রপঞ্চের ক্ষণিকত্ব ভাবনাদ্বারা নিবর্ত্তনযোগ্য, ব্যাবহারিক স্থিরত্ব, যেমন প্রপঞ্চে স্বীকার করেন, তদ্রূপ শূন্যভাবনানিবর্ত্তনীয় ব্যাবহারিকঅবাধ্যত্বও প্রপঞ্চে তাঁহারা স্বীকার করেন। প্রপঞ্চে ব্যাবহারিক অবাধ্যত্ব না থাকিলে তাহাদের মতে শূন্যত্বভাবনার দ্বারা নিবর্ত্তনীয় কে হইবে? সুতরাং অবাধ্যত্বোপহিত বস্তুতে প্রপঞ্চতাদাত্ম্যধীবিশেষ্যত্ব, যাহা প্রতিপন্ন উপাধিপদের অর্থ, তাহা ত শূন্যবাদীর মতেও সঙ্গতই হইতেছে।

সিদ্ধান্তীর স্বীকৃত অবাধ্যত্বের অভাব প্রদর্শনদ্বারা উত্তর।

ইহার উত্তর এই যে, মাধ্যমিকের মতে প্রাতিপন্নোপাধি পদের অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। আর এজন্য অর্থান্তরতা দোষও হয় না। তাঁহারা প্রপঞ্চে অবাধ্যত্বোপলক্ষিতত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অবশ্যকল্প্ত অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্ত্ব ধর্ম্মদ্বারা অলীক শশবিষাণাদির ব্যাবৃত্তিপূর্ব্বক "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রতীতির উপপত্তি হয় বলিয়া, সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত ত্রিকালাবাধ্যত্ব মাধ্যমিকগণ স্বীকার করেন না। **শূন্যবাদীর মতেও বাধের পূর্ব্বে প্রপঞ্চে অবাধ্যত্ব আছে—এরূপ বলা যায় না।** যেহেতু অবাধ্য পদদ্বারা সিদ্ধান্তী ত্রিকালাবাধ্যত্ব বলিতেছেন। আর এই ত্রিকালাবাধ্যত্ব—কালানবচ্ছিন্নবাধকজ্ঞানাবিষয়ত্ব। আর এতাদৃশ ত্রিকালাবাধ্যত্ব সিদ্ধান্তীর মতে ব্রহ্মই হইতে পারে, আর কেহ পারে না, এবং মাধ্যমিকের মতে এতাদৃশ ত্রিকালবাধ্যত্ব কোন স্থলেই নাই।

মাধ্যমিকের শূন্যত্বভাবনার ব্যর্থতা শঙ্কা করিয়া আপত্তি।

যদি বলা যায়, মাধ্যমিকের মতে তবে শূন্যভাবনা ব্যর্থ হইয়া পড়িল। যেহেতু শূন্যভাবনানিবর্ত্ত্য যথার্থ অবাধ্যত্ব বলিয়া কোন ধর্ম্ম মাধ্যমিকের মতে হইতে পারেন না।

শূন্যভাবনার ফল বৈরাগ্য বলিয়া উত্তর।

তাহা হইলে তদুত্তরে এই বলা যায় যে, শূন্যবাদিগণের মতে শূন্যভাবনা পরমকাষ্ঠাপন্ন বৈরাগ্যের হেতু, এবং প্রপঞ্চের স্বরূপবাধক বলিয়া আত্মহানিরূপ মোক্ষের সম্পাদক হইয়া থাকে। ইহাই মাধ্যমিকগণের অভিপ্রায়। সিদ্ধান্তীর মতে ত্রিকালাবাধ্যবিশেষ্যক প্রপঞ্চভ্রম স্বীকার করা হয় বলিয়া প্রপঞ্চেও অবাধ্যতাদাত্ম্য ভ্রম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু সিদ্ধান্তিগণ পরম্পরাধ্যাসই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং সিদ্ধান্তীর মতে **অর্থান্তরতাদোষ কোন মতেই হইতে পারে না।**

অসত্ত্বনির্ব্বচনে আপাদ্য আপাদকের অভেদে আপত্তি।

এখন পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—সিদ্ধান্তী যে "ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বং" এই বলিয়া অসত্ত্বনির্ব্বচন করিয়াছেন, তাহাতে দোষ এই যে, "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এইরূপ যে সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত আপত্তি, তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যেহেতু অসৎপদের অর্থ "সত্ত্বেন প্রতীত্য-নর্হম্" অর্থাৎ সত্ত্বরূপে অপ্রতীয়মান। আর তাহা হইলে যাহা সত্ত্বরূপে অপ্রতীয়মান তাহা প্রতীয়মান না হউক—এইরূপ আপাদ্য আপাদকের অভেদ হইয়া পড়ে, ইত্যাদি।

আপাদ্য আপাদকের ভেদপ্রদর্শনদ্বারা উত্তর।

তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, "ন প্রতীয়েত" এই আপাদ্য-ভাগের অর্থ—যদি সদ্রূপে অপ্রতীয়মানত্ব হয়, তবে আপাদ্য ও আপাদকের অভেদ হইতে পারে, কিন্তু যদি কেবলমাত্র অপ্রতীয়মানত্ব অর্থ হয়, তবে আপাদ্য আপাদকের অভেদ হয় না। যাহা সদ্রূপে প্রতীতির অবিষয়, তাহা প্রতীতিমাত্রের অবিষয়। অসদ্‌বস্তু বিকল্পপ্রতীতির বিষয় হয়, যাহা পূর্ব্বপক্ষী ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ, **বিকল্পটী চিত্তবৃত্তি হইলেও তাহা প্রতীতিরূপ চিত্তবৃত্তি নহে।** ইচ্ছা, দ্বেষাদি যেমন চিত্তবৃত্তি হইয়াও প্রতীতি নহে, বিকল্পও তদ্রূপ। ইহা বিশদভাবে অগ্রে বলা হইবে। আর যদি সত্ত্বরূপে অপ্রতীতির দ্বারা অপরোক্ষরূপে অপ্রতীতির আপত্তি করা হয়, অর্থাৎ যাহা সদ্রূপে প্রতীত হয় না, তাহা অপরোক্ষরূপে প্রতীতির বিষয় হয় না, তাহা হইলে আপাদ্য আপাদকের ভেদই রহিল, সুতরাং "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এইস্থলে আপাদ্য আপাদকের অভেদ আপত্তি পূর্ব্বপক্ষীর অসঙ্গত।

সত্ত্ব ও অসত্ত্ব বিরুদ্ধরূপ বলিয়া দ্বিতীয় আপত্তি।

পূর্ব্বপক্ষী পুনর্ব্বার আপত্তি করেন যে, ব্রহ্ম যে ত্রিকালাবাধ্য সৎ, তাহার অর্থ কি? এতদুত্তরে সিদ্ধান্তিগণ বলেন—প্রতিপন্ন উপাধিতে

ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ যে বাধ্যত্ব, তাহার অভাবই সত্ত্ব,—এই সত্ত্ব ব্রহ্মে আছে, এতাদৃশ ত্রিকালাবাধ্য সদ্বস্তুই ব্রহ্ম, ইত্যাদি। আচ্ছা—ব্রহ্মে যে সত্ত্ব আছে, তাহার বিরুদ্ধ যে ধর্ম্ম, তাহাকেই ত অসত্ত্ব বলা উচিত? যেহেতু সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম—ইহাই ত লোকসিদ্ধ। আর তাহা হইলে সিদ্ধ হইল এই যে, প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই অসত্ত্ব, ও তাদৃশ প্রতিযোগিত্বাভাব—সত্ত্ব, আর উক্তপ্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চ ও প্রাতিভাসিকে আছে বলিয়া প্রপঞ্চ ও প্রাতিভাসিকের অসত্ত্ব আপত্তি সিদ্ধান্তীর মতে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। সুতরাং প্রপঞ্চে এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চের অত্যন্তাসত্ত্বই সিদ্ধ হইবে।

সিদ্ধান্ত।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্ত্বের বিরোধী অসত্ত্ব—ইহার অর্থ পূর্ব্বপক্ষী কি বুঝিয়াছেন? ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্তার অভাবের ব্যাপ্য—অসত্ত্ব, অথবা ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্তার অভাবই—অসত্ত্ব?

উক্ত সত্তাভাবের ব্যাপ্য অসত্ত্ব এই প্রথমপক্ষ অসঙ্গত।

এখন ইহাদের মধ্যে 'ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্তার অভাবের ব্যাপ্যই' অসত্ত্ব—এই প্রথমপক্ষ সঙ্গত নহে; কারণ, ব্যাপ্যত্ব সামানাধিকরণ্যগর্ভ। সমানাধিকরণ না হইয়া ব্যাপ্য হইতে পারে না। ব্রহ্মনিষ্ঠসত্তাভাবের ব্যাপ্য অসত্ত্ব হইলে উক্ত অভাবের সমানাধিকরণ অসত্ত্ব—বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে অসদ্ বস্তুতেও আর অসত্ত্ব থাকিতে পারে না। যেহেতু অসৎ কাহারও অধিকরণ হয় না; হইলে আর তাহা অসৎ হইবে না।

উক্ত সত্তার অভাবই অসত্ত্ব এই দ্বিতীয়পক্ষ অসঙ্গত।

তাহার পর উক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্তার অভাবই অসত্ত্ব—এই দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে। কারণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্তার অভাব প্রপঞ্চসাধারণ। সুতরাং ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্তার অভাব অসৎ-পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত হইতে পারে না।

আর প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব, যাহা প্রপঞ্চ ও প্রাতিভাসিকে আছে, তাহা অসতে থাকিতে পারে না। প্রতিপন্নোপাধির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলাই হইয়াছে যে, অসতের প্রতিপন্নোপাধি হইতেই পারে না। সুতরাং প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বাভাব সত্ত্ব হইলে তাহার অভাব উক্ত প্রতিযোগিত্বরূপ হইবে। আর উক্ত প্রতিযোগিত্ব অসতে সম্ভাবিতই নহে। যেহেতু অসতের প্রতিপন্নোপাধিই নাই। অতএব ত্রিকালাবাধ্য সদ্‌বস্তুই ব্রহ্ম—এই সিদ্ধান্তীর কথায় পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত আপত্তি অসঙ্গত।

অসত্ত্বের লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষের আপত্তি।

তাহার পর পূর্ব্বপক্ষিগণ যদি আপত্তি করেন যে, "সত্ত্বেন অপ্রতীয়মানত্বং" অসতের লক্ষণ, যাহা সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। যেহেতু শশশৃঙ্গে তাহার **অব্যাপ্তি দোষ হয়।** "শশশৃঙ্গম্ অস্তি" এইরূপ বাক্য হইতে সত্ত্বপ্রকারক শশশৃঙ্গবিশেষ্যক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ "গোশৃঙ্গম্ অস্তি" এইরূপ বাক্যদ্বারা সত্ত্বপ্রকারক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ইহাতেও হয়।

সিদ্ধান্তীর উত্তর কল্পনায় আপত্তি।

যদি সিদ্ধান্তী বলেন যে, "শশশৃঙ্গং নাস্তি" এইরূপ অযোগ্যতানিশ্চয় আছে বলিয়া "শশশৃঙ্গম্ অস্তি" বাক্য হইতে সত্ত্বপ্রকারক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না, যেহেতু উক্ত অযোগ্যতানিশ্চয়ই প্রতিবন্ধক। **এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে,** যে পুরুষের শশশৃঙ্গাভাবনিশ্চয় নাই, তাহার উক্তরূপ অযোগ্যতানিশ্চয়াভাবপ্রযুক্ত যোগ্যতাভ্রম হইতে পারে। যোগ্যতাভ্রম হইয়া সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিবিষয় শশশৃঙ্গ হইবে। সুতরাং লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে।

সিদ্ধান্তীকর্ত্তৃক খণ্ডন।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, **বিপরীতার্থক**

বাধকবাক্যস্থলে যোগতা নাই বলিয়া শাব্দবোধ হইতে পারে না। এইরূপ প্রকৃতস্থলেও শশবিষাণের সপ্রকারক বোধ হইতে পারে না। যেমন **"ঘচৃধস্" ইত্যাদি নিরর্থক বাক্যে পদার্থধী-মাত্র হইয়া থাকে,** এবং যেরূপ অপার্থক বাক্যস্থলে পদার্থমাত্রের উপস্থিতি হইলেও **অন্বয়বুদ্ধি হয় না,** সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও হইবে না।

শাব্দবোধের সামগ্রীবিচারদ্বারা আপত্তি।

যদি বলা যায়—যোগ্যতার অভাব থাকিলেও **অযোগ্যতাজ্ঞানা-ভাবই শাব্দবোধের সামগ্রী** বলিব, যোগ্যতানিশ্চয় নহে, অথবা যোগ্যতানিশ্চয়কে সামগ্রী বলিলে অযোগ্যতাজ্ঞানাভাবস্থলে যোগ্যতাভ্রম সম্ভাবিত হয় বলিয়া যোগ্যতার ভ্রমাত্মক নিশ্চয়, আকাঙ্ক্ষাদি সামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া শাব্দবোধের জনক হইবে, যদি উক্ত বাক্য শাব্দ-বোধের জনকই না হইত, তবে উক্ত বাক্য হইতে প্রবৃত্ত্যাদি হইতে পারিত না,—ইত্যাদি।

শাব্দবোধের সামগ্রীবিচারদ্বারা খণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—তাহাও অসঙ্গত। কারণ, যোগ্যতা, শাব্দজ্ঞানের সহকারী বলিয়া যোগ্যতার অভাবে অযোগ্য বাক্য হইতে শাব্দবোধ হইতেই পারে না। "যোগ্যতার ভ্রম হইয়া উক্ত বাক্য হইতে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়, না হইলে প্রবৃত্ত্যাদি অসঙ্গত," যাহা পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছিলেন, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, **যোগ্যতাভ্রমজন্য যে শাব্দবোধ তাহার বিষয় প্রাতিভাসিক, কিন্তু অসৎ নহে।** যেমন "ইদং রজতং" এইরূপ প্রাত্যক্ষিক ভ্রমের বিষয় অনির্ব্বচনীয় রজত, তদ্রূপ উক্ত **শাব্দবোধের বিষয়ও অনির্ব্বচনীয়ই হইবে, কিন্তু অসৎ হইবে না।**

শাব্দবোধসাদৃশ্যে অসত্বের জ্ঞানে আপত্তি।

যদি বলা যায় "শশশৃঙ্গম্ অস্তি" এই বাক্যজন্য জ্ঞানের বিষয়

অনির্ব্বচনীয় হইলে তাহা অনির্ব্বচনীয় রজতাদি হইতে ভিন্ন হইবে না, আর তাহা সিদ্ধান্তীর মতে ইষ্টই বটে। অনির্ব্বাচ্য হইতে অনির্ব্বাচ্যের ভেদ আর বলিতে যাইবে কেন? আর অসৎ যদি অনির্ব্বচনীয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে **অপসিদ্ধান্ত** দোষ হইবে।

অসদ্‌বোধক বাক্য—বাক্যাভাস বলিয়া খণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিবেন—"শশশৃঙ্গম্ অস্তি" এইরূপ বাক্যাভাস হইতেও অনির্ব্বচনীয় শশশৃঙ্গবিষয়ক ভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরোক্ষ ভ্রমের স্থলেও অনির্ব্বচনীয় বিষয়েরই উৎপত্তি স্বীকার করা হয় বলিয়া সিদ্ধান্তীর মতে **অপসিদ্ধান্তও হইবে না।**

শ্রুতিসাহায্যে অসত্ত্বলক্ষণে অব্যাপ্তিপ্রদর্শনদ্বারা আপত্তি।

আর যে পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন—"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতির দ্বারা অসতেরও সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতি হয় বলিয়া "সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্ব"রূপ **অসত্ত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি হইল।** যেহেতু উক্ত শ্রুতিবাক্যে "অসৎ আসীৎ" পদের দ্বারা অসৎও সত্ত্বরূপ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এস্থলে সিদ্ধান্তী অসৎ পদের অর্থ—অনির্ব্বচনীয় অসৎ, অর্থাৎ প্রাতিভাসিক স্বীকার করিতে পারেন না। যেহেতু এই শ্রুতি বৌদ্ধমত নিরাকরণের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া শ্রুতির এই অসৎপদটী বৌদ্ধগণের অভিমত অসতের প্রতিপাদক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যে "কথম্ অসতঃ সজ্জায়েত" এই উত্তরদ্বারা বৌদ্ধমতের নিরাকরণ অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

অন্য শ্রুতির দ্বারা উক্ত অব্যাপ্তিবারণপূর্ব্বক খণ্ডন।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এ কথাও অসঙ্গত। কারণ, "অসদেবেদম্ অগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিদ্বারা অসতের সত্ত্ব প্রতিপাদন করা হয় নাই, যেহেতু তাহা বিরুদ্ধ; এজন্য এরূপ শাব্দবোধ হইতেই পারে না; কিন্তু "সদেবেদম্ অগ্র আসীৎ" এই শ্রুতির যাদৃশ অর্থ, সেই অর্থের অভাব-

মাত্রই নঞ্ দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং "ক্বচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন অপ্রতীয়মানত্ব"ই অসত্ত্ব—এই অসৎলক্ষণের **অব্যাপ্তি নাই** এবং সদ্রূপে প্রতীত প্রপঞ্চে অসৎলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষও নাই।

অসতের অন্যপ্রকার লক্ষণ ও তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয়দোষের আপত্তি।

আর "সৎ ও অনির্ব্বাচ্য হইতে ভিন্নত্বই অসত্ত্ব"—অসতের এরূপ লক্ষণ বলিলেও কোন দোষ নাই, কিন্তু পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন—তাহাও অসঙ্গত। কারণ, অনির্ব্বাচ্যত্ব অসত্ত্বনিরূপণীয় হয় বলিয়া **অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে।** যেহেতু অনির্ব্বাচ্য সদসদ্বিলক্ষণ—ইহা সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন। সুতরাং অসত্ত্বজ্ঞান, অসত্ত্বঘটিত অনির্ব্বাচ্যত্বজ্ঞান-সাপেক্ষ, এবং অনির্ব্বাচ্যত্বজ্ঞান, অনির্ব্বাচ্যত্বঘটিত অসত্ত্বজ্ঞান-সাপেক্ষ হইতেছে।

বাধ্যত্ব অর্থ অবলম্বনে অন্যোন্যাশ্রয়দোষের উদ্ধার।

ইহার উত্তর এই যে, "সৎ ও অনির্ব্বাচ্য হইতে ভিন্ন অসৎ—এইরূপ" অসৎলক্ষণ স্বীকার করিলে অনির্ব্বাচ্য পদের অর্থ "বাধ্য" বলিব, কিন্তু সদসদ্বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব বলিব না। সুতরাং অনির্ব্বাচ্যত্ব আর অসত্ত্বঘটিত হইল না, আর তজ্জন্য **অন্যোন্যাশ্রয় দোষও হইল না।**

অনির্ব্বাচ্যত্ব হইতে বাধ্যত্ব ভিন্ন বলিয়া আপত্তি।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন, বাধ্যত্বই অনির্ব্বাচ্যত্ব—এইরূপ সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না। কারণ, বাধের অন্যথানুপপত্তিই অনির্ব্বাচ্যত্বে প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্তিগণ স্বীকার করিয়াছেন। বাধ্যত্বের অনুপপত্তিমূলে অনির্ব্বাচ্যত্ব স্বীকার করায় অনির্ব্বাচ্যকে আর বাধ্য বলা যায় না। অনির্ব্বাচ্যত্বও যদি বাধ্যত্ব হয়, তবে বাধ্যত্বের অন্যথানুপপত্তি আর সঙ্গত হয় না। এজন্য বেদান্তাচার্য্যগণের উক্তি রক্ষা করিতে যাইয়া অনির্ব্বাচ্যত্বকে বাধ্যত্ব হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

বাধ্যত্ব অর্থ বাধযোগ্যত্ব বলিয়া উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। অনির্ব্বাচ্যত্ব পদের অর্থ—বাধ্যত্ব, আর তাহার অর্থ—বাধযোগ্যত্ব; সুতরাং যদি বাধযোগ্য না হয়, তবে বাধ হইতে পারিবে না, এইরূপ বাধের অন্যথানুপপত্তি, বাধযোগ্যত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্বে প্রমাণ হইলে কোন ক্ষতি নাই।

ত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকারে অসৎ ও অনির্ব্বাচ্যের অভেদশঙ্কা।

পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন—সৎ ও অনির্ব্বাচ্য হইতে ভিন্নই অসৎ—এরূপ বলা যাইতে পারে না, যেহেতু অনির্ব্বাচ্য শুক্তিরজতাদির স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকার করায় অসতের সহিত অনির্ব্বাচ্যের কোন ভেদ থাকে না।

প্রতিপন্নোপাধিত্বপ্রযুক্ত অভেদশঙ্কা ব্যর্থ।

তাহা হইলে বলিব—পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আপত্তিও অসঙ্গত। কারণ, সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম তুচ্ছ ও অনির্ব্বাচ্যসাধারণ হইলেও অসদ্‌বস্তুর প্রতিপন্নোপাধি সম্ভব হয় না বলিয়া প্রতিপন্নোপাধিস্থিত তাদৃশ নিষেধের প্রতিযোগিত্ব শুক্তিরজতাদি অনির্ব্বাচ্য বস্তুতেই আছে, নরবিষাণাদি অলীক বস্তুতে নাই। সুতরাং অলীক বা অসতের সহিত অনির্ব্বাচ্য বস্তুর ভেদ সিদ্ধই হইতেছে।

আরও কথা এই যে, অত্যন্ত অসতের যাহা লক্ষণ বলা হইয়াছে, যথা—"ক্বচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বম্"ই অসত্ত্ব, তাহা বাধের পূর্ব্বে প্রপঞ্চ ও শুক্তিরূপ্যে নাই বলিয়া ও অসদ্‌বস্তুতে সর্ব্বদা আছে বলিয়া ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিকের সহিত অসদ্‌বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হইল।

অলীকের অনির্ব্বাচ্যত্ব কোথায় স্বীকার্য্য।

যেস্থলে অলীকেরও প্রতিপন্নোপাধি সম্ভাবিত হইবে, সেস্থলে তাহা অলীক বা অসৎ না হইয়া অনির্ব্বচনীয়ই হইবে—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "গৃহে গোশৃঙ্গ আছে" এই বাক্য হইতে গোশৃঙ্গের যেমন

প্রতিপন্ন উপাধিমত্তা সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ "হিমালয়ে নরশৃঙ্গ আছে", এইরূপ বাক্য হইতেও বিশেষাদর্শন দশাতে নরশৃঙ্গের প্রতিপন্ন উপাধিমত্তা সম্ভাবিত হয়। দেখ—এই সব স্থলে নরশৃঙ্গ অসৎ হইলেও অনির্ব্বচনীয় বলিয়া গণ্য করা হয়—ইহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অসত্ত্ব বিষয়ে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়।

মিথ্যা ও অলীকবস্তুর ভেদ দেখাইতে যাইয়া মূলকার "কচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বম্" ইহাকে অসত্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অর্থক্রিয়াসামর্থ্যাভাবাদিকেও শশবিষাণাদির অসত্ত্ব বলা যাইতে পারে। এইরূপ নিঃস্বরূপত্বও অসত্ত্ব—এইরূপ বলা যাইতে পারে। মিথ্যাভূত বস্তু নিঃস্বরূপ নহে—এজন্য তাহা অসৎও নহে।

মিথ্যার নিঃস্বরূপত্ব স্বীকারে পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা করেন যে, সিদ্ধান্তী ত মিথ্যাভূত বস্তুরও স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকার করিয়া থাকেন, সুতরাং মিথ্যাভূত বস্তুরও নিঃস্বরূপত্বই হইল। মিথ্যাভূতবস্তু সস্বরূপ হইলে স্বীয় অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ হইতে পারিত না। স্বীয় অত্যন্তাভাবের সামানাধিকরণ্য, প্রতিযোগীর সস্বরূপত্ব থাকিলে বিরুদ্ধ হয়, ইত্যাদি।

নিঃস্বরূপত্ব ও অলীকের বিশেষ প্রদর্শনদ্বারা উত্তর।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আপত্তি অসঙ্গত। যেহেতু মিথ্যাভূত বস্তুর সস্বরূপত্ব থাকিলেও ঐ স্বরূপের মিথ্যাত্বপ্রযুক্ত মিথ্যাবস্তু স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধসমানাধিকরণ হইয়া থাকে। আর নিঃস্বরূপ অলীকবস্তুর নিঃস্বরূপত্বপ্রযুক্তই তাহা স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। অলীকবস্তু নিঃস্বরূপত্বপ্রযুক্ত, আর মিথ্যাবস্তু সস্বরূপ হইয়াও মিথ্যাত্বপ্রযুক্ত, ত্রৈকালিকনিষেধের সমানাধিকরণ হইয়া থাকে—ইহাই বিশেষ। আর পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অর্থক্রিয়াসামর্থ্য অলীকে নাই প্রাতিভাসিকে আছে—ইহাও বিশেষ।

প্রতিষেধের স্বরূপবিচারদ্বারা রজতাদির অসত্ত্বাপত্তি।

এখন পূর্ব্বপক্ষিগণ আপত্তি করেন যে, সর্ব্বদা স্বীয় প্রতিযোগিস্বরূপ-প্রতিক্ষেপকত্বস্বভাব প্রতিষেধের আছে কি না? যদি আছে বলা যায়, তবে প্রতিযোগিস্বরূপের সহিত প্রতিষেধের **সামানাধিকরণ্য বিরুদ্ধ হয়,** আর নাই বলিলে, অর্থাৎ প্রতিযোগিদেশে ও প্রতিযোগিকালে প্রতিযোগীর স্বরূপসহিষ্ণু প্রতিযোগীর প্রতিষেধ স্বীকার করিলে ঐ **প্রতিষেধটী পারিভাষিক হইয়া পড়ে**। আর উক্ত পারিভাষিক অভাবের প্রতিযোগিত্ব শুক্তিরজতাদিতে থাকিলেও শুক্তিরজতাদির স্বরূপতঃ অভাবপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হয় না। স্বরূপতঃ উক্ত নিষেধের প্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে নিষেধাধিকরণে রজতাদির স্বরূপ কখনই সিদ্ধ হইত না। আর রজতাদির স্বরূপ সিদ্ধ না হইলে **রজতাদির অসত্ত্বাপত্তি** দুর্ব্বার হইবে, ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত উত্তরদ্বারা আপত্তি খণ্ডন।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ উক্তি অসঙ্গত। কারণ, স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব অলীক ও প্রাতিভাসিক সাধারণ হইলেও শুক্তি-রজতাদির যে অত্যন্ত অসত্ত্ব হয় না, তাহা পূর্ব্বে বলাই হইয়াছে।

প্রতিযোগী ও নিষেধের সামানাধিকরণ্যে আপত্তি।

পূর্ব্বপক্ষিগণ ইহাতে শঙ্কা করেন যে, নিষেধাধিকরণে প্রতিযোগী না থাকিলে প্রতিযোগী ও নিষেধের সামানাধিকরণ্য, যাহা সিদ্ধান্তিগণ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ শুক্তিরজতাদির অত্যন্ত অসত্ত্ব হইয়া পড়ে। আর নিষেধাধিকরণে প্রতিযোগীর সত্ত্ব থাকিলে, অভাবকে প্রতিযোগীর স্বরূপসহিষ্ণু স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে তন্তুর ন্যায় অতন্তুতেও পটের সত্ত্বাপত্তি হইয়া পড়ে। যেহেতু অভাব প্রতিযোগীর অবিরোধী। অতন্তুতে যে পটের অভাব আছে, তাহা পটস্বরূপসহিষ্ণু, ইত্যাদি।

অতন্তুতে পটের সত্তাপত্তির খণ্ডন।

একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, পূর্ব্বপক্ষিগণ কি অতন্তুতে পটস্বরূপ মাত্রের সত্তার আপত্তি করেন, অথবা ব্যাবহারিক পটের সত্তার আপত্তি করেন। প্রথম পক্ষে—ইষ্টাপত্তি। যেহেতু অতন্তুতে প্রাতিভাসিক পট থাকিতে পারে। আর দ্বিতীয় পক্ষে—অভাব ব্যাবহারিকপটের স্বরূপ-সহিষ্ণু হইলেই যে ব্যাবহারিক পটের সত্তার আপত্তি হইবে—এরূপ নহে। কারণ, ব্যাবহারিক পটের স্বরূপসত্তার আপাদক, অভাবের প্রতিযোগিসহিষ্ণুতা নহে, কিন্তু ব্যবহারিক পটের সাধক সামগ্রীই তাহার স্বরূপসত্তার আপাদক হয়। পটের সামগ্রী তন্তুতেই আছে, অতন্তুতে নাই। কার্য্যব্যবস্থা দর্শনদ্বারা পটের সামগ্রী তন্তুতেই কল্পনা করা হয়, অতন্তুতে নহে।

তন্তুকালে তন্তুপ্রাগভাব ও তন্তুনাশের আপত্তি।

যদি বলা যায়—সিদ্ধান্তীর মতে তন্তুতে ব্যাবহারিক পটের সত্তা-কালে, সেই তন্তুতে বিদ্যমান তৎপটের অত্যন্তাভাব, যেমন পটসত্তার বিরোধী নহে, তদ্রূপ তন্তুতে পটসামগ্রীসমূহের অন্তর্গত পটের প্রাগভাব, স্বনাশরূপ প্রতিযোগীর বিরোধীও না হউক। অর্থাৎ প্রাগভাবের সত্তা-কালে প্রতিযোগী থাকুক। প্রাচীন তার্কিকগণ প্রাগভাব ও ধ্বংসধারার আনন্ত্য নিবারণের জন্য প্রাগভাবধ্বংসকেই প্রতিযোগিস্বরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। আর তন্তুতে উৎপন্ন পট, স্বসত্তাকালে স্বীয় অভাবরূপ প্রাগভাবের বিরোধী না হউক—প্রতিযোগীর সত্তাকালেও প্রাগভাব থাকুক। এইরূপ তন্তুতে পট, স্বসত্তাকালে স্বনাশসহিষ্ণু হউক। অথবা নাশ স্বকালে প্রতিযোগীভূত পটসহিষ্ণু হউক। অর্থাৎ তন্তুতে পটসত্তাকালে পটনাশ ও পটনাশকালে পটের সত্তা হউক। যেহেতু অত্যন্তাভাবস্থলে প্রতিযোগ্যধিকরণতার সহিত অত্যন্তাভাবের যে সর্ব্বজনক্লৃপ্ত বিরোধ, তাহার ত্যাগ করিতে সিদ্ধান্তী কোন দোষ মনে করেন নাই, ইত্যাদি।

সমানসত্তাক অভাব ও প্রতিযোগীর বিরোধিতা স্বীকারদ্বারা খণ্ডন।

কিন্তু এ কথা পূর্ব্বপক্ষীর অসঙ্গত। কারণ, ভিন্নসত্তাক ঘটাত্যন্তাভাব ও পট, তদুভয়ে অবিরুদ্ধ বলিয়া অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীসহিষ্ণু—ইহাই সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন। কিন্তু প্রতিযোগীর সহিত সমানসত্তাক প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত প্রতিযোগীর বিরোধ, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তাহা প্রতিযোগ্যসহিষ্ণু বলিয়া উক্ত আপত্তি নিরর্থক।

পরোক্ষপ্রতীতির অনুরোধে অসতের সম্বরূপতাপত্তি।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষিগণ শঙ্কা করেন যে, অপরোক্ষপ্রতীতির অন্যথানুপপত্তিপ্রযুক্ত প্রাতিভাসিক রজতাদির ও ঘটাদি ব্যাবহারিক বস্তুর সম্বরূপতা স্বীকার সিদ্ধান্তী করিয়াছেন। সম্বরূপ বস্তুরই প্রত্যক্ষ হয়, প্রাতিভাসিক রজতাদির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তাহাকেও সম্বরূপ বলা হইয়া থাকে। এইরূপ পরোক্ষপ্রতীতির অন্যথানুপপত্তিপ্রযুক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বস্তুকেও সম্বরূপ বলা হইয়া থাকে। নিঃস্বরূপ বস্তুর পরোক্ষপ্রতীতিও হইতে পারে না। পরোক্ষপ্রতীতির জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকে যেমন সম্বরূপ বলা হয়, তদ্রূপ অসদ্ বস্তুরও পরোক্ষপ্রতীতির অনুরোধে সম্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু শব্দাদির দ্বারা অসতের পরোক্ষপ্রতীতি হইয়া থাকে, ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত—অসতের সম্বরূপতাস্বীকার অনাবশ্যক।

তাহা হইলে বলিব—পূর্ব্বপক্ষীর এ কথা সঙ্গত নহে। কারণ, শব্দাদির দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মাদির পরোক্ষপ্রতীতি সর্ব্বসিদ্ধ, ধর্ম্মাধর্ম্মাদির এই পরোক্ষরূপে প্রতীয়মানত্বের অনুরোধে ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকে সম্বরূপ বলিলেও অসৎ বন্ধ্যাপুত্রাদি শব্দাদির দ্বারাও প্রতীয়মান হয় না বলিয়া অন্যথানুপপত্তিপ্রযুক্ত অসদ্‌বস্তুর সম্বরূপতা কল্পনা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

অসতের জ্ঞান না হইলে প্রাতিভাসিকের সহিত অসতের অভেদাপত্তি।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করেন যে, সিদ্ধান্তী যে বলিতেছেন—অসৎ

'বন্ধ্যাপুত্রাদি' শব্দাদির দ্বারাও প্রতীয়মান হয় না, তাঁহার এই বাক্য-দ্বারাই ত অসৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আরও কথা এই যে, অসদ্‌বস্তু যদি প্রতীতই না হইত, তবে প্রাতিভাসিক বস্তুতে অসদ্‌বৈলক্ষণ্যজ্ঞান সিদ্ধান্তীর মতে কিরূপে হইত? অসদ্‌বৈলক্ষণ্যজ্ঞান প্রতিযোগী অসতের জ্ঞানাধীন। অতএব অসতের পরোক্ষপ্রতীতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অসতের জ্ঞান না হইলে অসৎপদঘটিত বাক্যের অবোধকত্বাপত্তি।

আর অসৎ যদি প্রতীতিমাত্রের অবিষয় হয়, তবে অসৎ পদের প্রয়োগ নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর তাহাতে অসৎপদ-সমভিব্যাহৃত বাক্যেরও অবোধকত্বাপত্তি হয়। উক্ত বাক্য কোন বোধের জনক হইতে পারিবে না। এইরূপ অসদ্‌ব্যবহারও অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। অসদ্ বস্তু যদি অসত্ত্বরূপে প্রতীত না হয়, তবে অসদ্‌ব্যবহারের হেতু যে অসত্ত্বপ্রকারক প্রতীতি, তাহা নাই বলিয়া অসদ্‌ব্যবহার হইতে পারিবে না, ইত্যাদি। এজন্য পূর্ব্বপক্ষিগণ বলিয়াছেন—

"অসদ্বিলক্ষণত্বাদ্যৈ র্জ্ঞাতব্যমসদেব হি।
তস্মাদসৎপ্রতীতিশ্চ কথং তেন নিবার্য্যতে॥" ইত্যাদি।

বিকল্পবৃত্তি স্বীকারদ্বারা আপত্তি খণ্ডন।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, অসতের প্রতীতি না থাকিলেও "অসৎ শশবিষাণম্" এইরূপ বিকল্পবৃত্তিদ্বারাই পূর্ব্বপক্ষীর সমস্ত আপত্তির পরিহার হইতে পারে। **বিকল্পবৃত্তি জ্ঞানরূপ নহে, কিন্তু তদতিরিক্ত। ইহাই মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" (১৷৯) সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন।** শব্দশ্রবণদ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই শব্দজ্ঞানানু-পাতী। যে বৃত্তি কোনও সদ্‌রূপ বস্তুকে বিষয় করে না, তাহাকেই সূত্রে বস্তুশূন্য বলা হইয়াছে।

বিকল্পবৃত্তিকে জ্ঞান না বলিলে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি আপত্তি।

এখন ইহাতে প্রশ্ন হয় যে, এই বিকল্পবৃত্তি ইচ্ছাদ্বেষাদির মত জ্ঞান হইতে ভিন্ন অন্য বৃত্তি, অথবা জ্ঞানবিশেষরূপ বৃত্তি? যদি ইচ্ছাদির মত এই বিকল্পবৃত্তি জ্ঞানব্যতিরিক্ত হয়, তবে বিকল্পবৃত্তিদ্বারা 'জানামি' এইরূপ অনুভবের বিরোধ হয়। যেহেতু বিকল্পবৃত্তি জ্ঞান নহে। অথচ বিকল্পবৃত্তিদ্বারা 'জানামি' এইরূপ অনুভব সর্ব্বসিদ্ধ। আর বিকল্পবৃত্তিকে জ্ঞান বলিয়া স্বীকার না করিলে প্রবৃত্তিপ্রভৃতিও অনুপপন্ন হয়। প্রবৃত্তির বিষয় জ্ঞাত না হইলে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর যদি বিকল্পবৃত্তিকে জ্ঞানবিশেষ বলা যায় তবে, অসতের প্রতীতি সিদ্ধই হইল।

বিকল্পবৃত্তি জ্ঞানাতিরিক্ত বৃত্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, প্রথম কল্পটীতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। বিকল্পবৃত্তি ইচ্ছাদির ন্যায় জ্ঞানাতিরিক্ত বৃত্তি। বিকল্পবৃত্তিকে জ্ঞানাতিরিক্ত বৃত্তি বলিলে কোন বাধক নাই।

বিকল্পবৃত্তিদ্বারা "জানামি" ব্যবহার হয় না বলিয়া সিদ্ধান্ত।

এখন পূর্ব্বপক্ষী প্রথম কল্পে যে 'জানামি' এই অনুভববিরোধ বলিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, "শশবিষাণং জানামি" "শশবিষাণম্ অনুভবামি" এইরূপ অনুভব সর্ব্বথা অপ্রসিদ্ধ। আর বিকল্পবৃত্তির দ্বারাও প্রবৃত্ত্যাদি উপপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞানাত্মকবৃত্তি যেমন প্রবৃত্তির প্রতি কারণ, সেইরূপ বিকল্পবৃত্তিও কারণ।

শশশৃঙ্গের অসত্ত্বের অজ্ঞান অবলম্বনে আপত্তি।

যদি বলা যায়—শশশৃঙ্গের অসত্ত্বের অজ্ঞানদশাতে গোশৃঙ্গাদির অস্তিত্বজ্ঞানের মত শশশৃঙ্গাদিরও অস্তিত্বজ্ঞান হইয়া থাকে, তাদৃশ অজ্ঞানদশাতে শশশৃঙ্গের অস্তিত্বজ্ঞান ও গোশৃঙ্গের অস্তিত্বজ্ঞান—এই উভয়ের অণুমাত্র বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং গোশৃঙ্গের অস্তিত্ববিষয়ক যেমন জ্ঞান, সেইরূপ শশশৃঙ্গেরও অস্তিত্ববিষয়ক জ্ঞান হইবে;

জ্ঞানের অতিরিক্ত বৃত্তি হইবে কেন? আর যদি জ্ঞানাতিরিক্ত বৃত্তি হয়, তবে গোশৃঙ্গেরও অস্তিত্ববিষয়ক জ্ঞান হইবে না। অবিশেষে ভাসমান উভয়ের মধ্যে একটী যদি জ্ঞানভিন্ন হয়, তবে অপরটীও জ্ঞান-ভিন্নই হইবে।

বাক্যাভাস স্বীকার দ্বারা আপত্তি খণ্ডন।

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ উক্তি অসঙ্গত। তাঁহারা যে উভয়ের মধ্যে অণুমাত্রও বিশেষ নাই বলিয়াছেন—ইহা অসঙ্গত। একটী বাক্যাভাস-জন্য এবং অপরটী অনাভাসবাক্যজন্য। এই আভাসজন্যত্ব ও অনাভাস-জন্যত্বরূপ বিশেষই উভয়ের মধ্যে পরিস্ফুট রহিয়াছে। সুতরাং অনাভাস-বাক্যজন্য জ্ঞান, আভাসবাক্যজন্যরূপ হইতে পৃথক্।

শুক্তিরজতাদির বিকল্পবৃত্তিত্বে আপত্তি।

যদি বলা যায়—শুক্তিরজতাদিরও বিকল্পবৃত্তিই হয়। শুক্তিরজতাদি-বিষয়কও বিকল্পবৃত্তিই বটে, কিন্তু জ্ঞানবৃত্তি নহে। যেমন শব্দজন্য অসদ্বস্তুবিষয়ক চিত্তবৃত্তি জ্ঞান নহে।

বিকল্পবৃত্তি শব্দজ্ঞানানুপাতী বলিয়া খণ্ডন।

পূর্ব্বপক্ষীর একথাও অসঙ্গত। কারণ, বিকল্পবৃত্তি শব্দজ্ঞানানুপাতী শুক্তিরজতবিষয়ক বৃত্তি শব্দজ্ঞানানুপাতী নহে। শাব্দবৃত্তিস্থলেই বিকল্প-বৃত্তির সম্ভাবনা, অন্যস্থলে নহে। শুক্তিরজতাদিবৃত্তি শাব্দবৃত্তি নহে।

বিকল্পবৃত্তির জ্ঞানত্ব স্বীকারদ্বারা অসত্ত্বলক্ষণ।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী দুরাগ্রহপ্রযুক্ত বিকল্পবৃত্তিকে জ্ঞান বলিয়াই স্বীকার করেন, তবে **বিকল্পবৃত্তিভিন্ন জ্ঞানাবিষয়ত্বই অসত্ত্ব বলিব।** শুক্তিরজতাদিতে প্রতীতিবিষয়ত্ব, অথবা বিকল্পভিন্ন প্রতীতিবিষয়ত্ব আছে বলিয়া তাহা অসৎ হইতে পারে না। সুতরাং শুক্তিরজতাদির অসদ্-বৈলক্ষণ্য উপপন্ন হয়। অসদ্‌বিলক্ষণ বলিয়া শুক্তিরজত সৎস্বরূপ এবং শশশৃঙ্গাদি নিঃস্বরূপ।

বিকল্পসূত্রের বস্তুশূন্য শব্দের অর্থদ্বারা আপত্তি।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করেন—বিকল্পসূত্রে "বস্তুশূন্য" শব্দের অর্থ কি? **বস্তুশূন্য** শব্দের অর্থ এই কি যে,—বৃত্তি কিছুই উল্লেখ করে না, অথবা তাহার অর্থ এই কি যে,—বৃত্তি অসদ্বস্তুকে উল্লেখ করে—এইমাত্র? যদি বলা যায়—**প্রথম পক্ষ,** অর্থাৎ কিছুই উল্লেখ করে না, তবে অনুভববিরোধ হইবে এবং বিকল্পবৃত্তির দ্বারা ব্যবহারেরও অনুপপত্তি হইবে। ঘটাদির জ্ঞান যেমন ঘটাদি বিষয়কে উল্লেখ করে, তদ্রূপ বিকল্পবৃত্তি যদি কোন বিষয়ের উল্লেখ না করে, তবে বিকল্পবৃত্তি অনুভূতই হইতে পারিবে না। আর যদি **দ্বিতীয় পক্ষ** স্বীকার করা যায়, তবে পূর্ব্বপক্ষিগণের ইষ্টসিদ্ধই হইল। অসদ্বিষয়ক জ্ঞানই সিদ্ধ হইল, ইত্যাদি।

বস্তুশূন্য শব্দের অর্থনির্দ্দেশদ্বারা খণ্ডন।

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আশঙ্কাও অমূলক। "বস্তুশূন্য" শব্দের অর্থ—সোপাখ্যধর্ম্মের অনুল্লেখী বৃত্তি। বিকল্প কোন সোপাখ্যধর্ম্মের উল্লেখ করে না—ইহাই অর্থ। সোপাখ্যশব্দের অর্থ—সৎস্বরূপ।

শশশৃঙ্গাদিপদের প্রকৃত অর্থনির্দ্দেশপূর্ব্বক খণ্ডন।

বস্তুতঃ কথা এই যে, শশশৃঙ্গাদি শব্দদ্বারা এক পদার্থে অপর পদার্থের অন্বয় হইতে পারে না। এই শব্দটী নিশ্চিত অনন্বয়ী। এজন্য ইহাকে **অপার্থক বলা যায়।** অথবা উক্ত শব্দে সঙ্গতিগ্রহ সম্ভাবিত নহে বলিয়া ইহা বোধকই হইতে পারে না।

শশশৃঙ্গশব্দকে অপার্থক বলায় আপত্তি।

ইহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—সিদ্ধান্তী শশশৃঙ্গশব্দকে অপার্থক শব্দ বলিতেছেন। অপার্থকশব্দ যদি সর্ব্বথা অপ্রত্যায়ক হয়, তবে অনুভব ও প্রতীতি কিছুই হইতে পারিবে না—এজন্য অনুভববিরোধ হইবে, আর অসৎপ্রত্যায়ক বলিলে ইষ্টাপত্তি হয়।

"শশবিষাণং জানামি" অনুভববিরুদ্ধ বলিয়া খণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, "শশবিষাণং জানামি" এরূপ অনুভব অসিদ্ধ। তবে বিকল্পবৃত্তিদ্বারা প্রবৃত্তির উপপত্তি হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অবয়বসঙ্গতির দ্বারা শশবিষাণের জ্ঞান হয়—আপত্তি।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করেন যে, শশবিষাণ শব্দের সমুদায়ে সঙ্কেত না থাকিলেও অবয়বের সঙ্কেতদ্বারাই পাচকাদি পদের ন্যায় সৎ বা অসৎ অর্থের বোধক হইতে পারিবে। সমুদায়ে সঙ্কেতগ্রহ নাই বলিয়া কোন বাধা হইবে না।

অবয়বসঙ্গতিদ্বারা সমুদায়ের জ্ঞান হয় না বলিয়া খণ্ডন।

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আশঙ্কাও অমূলক। অবয়বসঙ্কেতদ্বারা সৎ বা অসৎ অবয়বার্থের বোধ সম্ভাবিত হইলেও সমুদিতার্থের কোন বোধ হইতে পারে না। শশশৃঙ্গ শব্দদ্বারা শশে শৃঙ্গাভাব এইরূপই বোধ হইয়া থাকে। যদিও এই অর্থে শশশৃঙ্গশব্দের শক্তি নাই, তথাপি নাস্তি-পদসমভিব্যাহৃত শশশৃঙ্গশব্দের উক্ত অর্থে শক্তি সম্ভাবিত হইতে পারে।

শূন্যবাদীর সহিত বেদান্তীর প্রভেদবিষয়ক উপসংহার।

যাহা হউক, বিগত গ্রন্থদ্বারা দেখা গেল যে, শূন্যবাদীর মতানুসারে প্রপঞ্চ ও প্রাতিভাসিক বস্তু অসৎ নহে। শূন্যবাদীর মতে শুক্তিরূপ্য ও প্রপঞ্চ "কচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হম্" হইতে পারে না। উপাধি-পদে ত্রিকালাবাধ্য সদ্বস্তু বুঝাইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। **শূন্যবাদীর মতে অবাধ্য সদ্বস্তুই অপ্রসিদ্ধ।** সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্তীকে শূন্যবাদীর মতে প্রবেশ করাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বথা অসঙ্গত প্রমাণিত হইল। শূন্যবাদীর সহিত সিদ্ধান্তীর বৈলক্ষণ্য দেখাইবার জন্যই মূলগ্রন্থে শূন্যবাদীর মতের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।৩২

মিথ্যাত্বলক্ষণে সিদ্ধসাধনতা শঙ্কা।

নম্ন এবং সতি যাবৎসদধিকরণকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং পর্য্যবসিতম্।৩৩। তথাচ কেবলান্বয়্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিষু অবৃত্তিষু গগনাদিষু তার্কিকাণাং সিদ্ধসাধনম্।৩৪। যদধিকরণং যৎ সৎ তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং তস্য মিথ্যাত্বম্ ইতি বিবক্ষায়াম্ অধিকরণপদেন অবৃত্তিনিরাকরণেঽপি সংযোগসম্বন্ধেন সমবায়সম্বন্ধেন বা যৎ ঘটাধিকরণং সমবায়সম্বন্ধেন সংযোগসম্বন্ধেন বা ঘটস্য তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতয়া সর্ব্বেষু বৃত্তিমৎসু দুরুদ্ধরং সিদ্ধসাধনম্।৩৫। যেন সম্বন্ধেন যদ্ যস্য অধিকরণং তেন সম্বন্ধেন তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ ইতি বিবক্ষায়াম্ অব্যাপ্যবৃত্তিষু সংযোগাদিষু সিদ্ধসাধনম্ ইতি চেৎ ? ।৩৬

অনুবাদ।

৩৩। স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে প্রপঞ্চমাত্রই শশবিষাণাদির ন্যায় অসৎ হইয়া পড়ে—ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কার সমাধান বলা হইয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্তীর এই সমাধান সহ্য করিতে না পারিয়া অর্থান্তরতা দোষের উদ্ভাবন করিয়া প্রকৃত মিথ্যাত্ব অনুমানকে দূষিত করিবার জন্য বলিতেছেন—"**নম্ন এবং সতি**" ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই—মিথ্যাত্বের ঘটক "প্রতিপন্নোপাধৌ" ভাগের অর্থ—স্বপ্রকারক প্রতীতির বিশেষ্য সর্ব্বত্র ধর্ম্মীতে—এইরূপ হইলে, "**যাবৎ সদধিকরণকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব**" অর্থাৎ সর্ব্বত্র সদধিকরণক ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—ইহাই পর্য্যবসিত হইল। ফলিতার্থ এই যে, কোনও সদধিকরণে যাহা থাকে না, তাহাই মিথ্যা।৩৩

৩৪। সর্ব্বত্র বিদ্যমান ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব হইলে কি ফল হয়, তাহাই বলিতেছেন—**তথাচ** ইত্যাদি। মিথ্যাত্ব-ঘটক অত্যন্তাভাব, সর্ব্বত্র বিদ্যমান বলিয়া কেবলান্বয়ি হইলে, আর তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে তার্কিকাদিমতে গগনাদিতে সিদ্ধ-সাধনতা দোষ হয়, ইহাই গ্রন্থকার বলিতেছেন—**কেবলান্বয়্যত্যন্তা-ভাবপ্রতিযোগিষু** ইত্যাদি। অর্থাৎ বিভু বলিয়া অবৃত্তি যে গগনাদি, তাহাতে তার্কিকাদির মতে, কেবলান্বয়ি অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ থাকায় প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধন হয়। আর তাদৃশ প্রতিযোগিতা গগনাদির পারমার্থিকত্বের অবিরোধী বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ সাধ্যমাত্রের সিদ্ধিবশতঃ অর্থান্তরও হয়।৩৪

৩৫। আর যদি উক্ত সিদ্ধসাধনতা নিরাকরণ করিতে হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্তীকে যাহা বলিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন—**"যদ-ধিকরণম্"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যাহার মিথ্যাত্ব অভিমত, তাহার অধিকরণ **"যৎ সৎ"** অর্থাৎ যে সদ্‌বস্তু, **"তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতি-যোগিত্বং তস্য মিথ্যাত্বম্ ইতি বিবক্ষায়াম্** অর্থাৎ সেই সদ্‌বস্তু-নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব এইরূপ—বলিলে **"অধিকরণপদেন"** অধিকরণপদ দ্বারা **"অবৃত্তিনিরাকরণেঽপি"** ইহার অর্থ—অবৃত্তি গগনাদিতে সিদ্ধসাধনতা নিবারিত হইলেও, অর্থাৎ অবৃত্তি গগনাদির অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া গগনাদিতে তাদৃশ প্রতিযোগিত্ব লইয়া প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধন হয় না, এবং অর্থান্তরতাও ঘটে না, কিন্তু তাহা হইলেও বৃত্তিমান ঘটাদিতে সেই সিদ্ধসাধনই হইবে, যদি মিথ্যাত্বলক্ষণে অধিকরণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধের নিবেশ না করা যায়—ইহাই পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**"সংযোগসম্বন্ধেন"** ইত্যাদি। অর্থাৎ যে সম্বন্ধে যে যাহার অধিকরণ অন্যসম্বন্ধে সেই অধিকরণে তাহার অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বটী তাহার

মিথ্যাত্বের অবিরোধিরূপে সিদ্ধ হয় বলিয়া পুনরায় সেই সিদ্ধসাধনতা দোষ দুরুদ্ধর হইয়া উঠে। যেহেতু সংযোগসম্বন্ধে ঘটবদ্‌ভূতলে সমবায়-সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব সকলেই স্বীকার করেন এবং সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ কপালে, সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অভাব সকলেই স্বীকার করেন বলিয়া ঘটাদিতে সিদ্ধসাধনই হয়; এবং তাদৃশ প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব ঘটাদির পারমার্থিকত্বের অবিরোধী বলিয়া অর্থান্তরও হয়।৩৫

৩৬। এক্ষণে অধিকরণতাবচ্ছেদক ও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ স্বীকার করিলেও সিদ্ধান্তীর উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণে পূর্ব্বোক্ত দোষই হইবে, তাহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**"যেন সম্বন্ধেন"** ইত্যাদি। অর্থাৎ অধিকরণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বিভিন্ন হইলে সিদ্ধসাধন হইলেও তাহারা যখন অভিন্ন হয়, তখন সিদ্ধসাধন হয় না—ইহা সত্য বটে, কিন্তু তথাপি অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিতে সিদ্ধসাধনতাদোষই ঘটে—ইহাই পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**"অব্যাপ্যবৃত্তিষু"** ইত্যাদি। অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থ—নিজের অত্যন্তাভাবের সহিত এক অধিকরণে থাকা। সুতরাং যে সম্বন্ধে যাহা যাহার অধিকরণ, সেই সম্বন্ধে তন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলেও অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিতে সিদ্ধসাধনই হইয়া থাকে। অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে কপিসংযোগের অধিকরণ বৃক্ষে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক কপিসংযোগাভাব থাকে বলিয়া সিদ্ধসাধনতা দোষই ঘটে। আর তাহা হইলে অধিকরণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণমধ্যে প্রবেশ করিলেও সিদ্ধসাধন দুর্ব্বারই হয়। আর তজ্জন্য অব্যাপ্যবৃত্তি কপিসংযোগাদিতে তাদৃশ প্রতিযোগিত্বের সিদ্ধি হইলেও অব্যাপ্যবৃত্তিসংযোগাদির পারমার্থিকত্বে কোন বিরোধই নাই, অর্থাৎ তাদৃশপ্রতিযোগিত্বপারমার্থিকত্বের বিরোধী নহে। ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষ।৩৬

টীকা।

৩৩। স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য মিথ্যাত্বে প্রপঞ্চমাত্রস্য শশবিষাণাদিবৎ অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিঃ স্যাৎ—ইতি পূর্ব্বপক্ষিণাম্ আশঙ্কা সমাহিতা। ইদানীং তৎ সমাধানম্ অসহমানঃ পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধসাধনতাদিদোষোদ্ভাবনেন প্রকৃতমিথ্যাত্বানুমানং দূষয়িতুম্ আহ—**"নমু এবং সতি"** ইতি। প্রতিপন্নোপাধৌ ইত্যস্য স্বপ্রকাবকপ্রতীতিবিশেষ্যে সর্ব্বত্র সদ্রূপে ধর্ম্মিণি ইত্যর্থকত্বে সতি। **যাবৎ সদধিকরণেতি** যাবৎ সদধিকরণকত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্ ইতি আয়াতম্। কস্মিন্নপি সদধিকরণে যৎ ন বর্ত্ততে তৎ মিথ্যা ইতি ফলিতঃ অর্থঃ।৩৩

৩৪। সর্ব্বত্রাবর্ত্তমানত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য মিথ্যাত্বে দূষণম্ আহ—**তথাচ** ইতি। মিথ্যাত্বঘটকাত্যন্তাভাবস্য সর্ব্বত্র বিদ্যমানতয়া কেবলান্বয়িত্বাৎ তৎপ্রতিযোগিত্বস্য মিথ্যাত্বে গগনাদৌ সিদ্ধসাধনতা স্যাৎ ইত্যাহ—**কেবলান্বয়্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিষু** ইত্যাদি। বিভুত্বেন অবৃত্তিগগনাদিষু কেবলান্বয়্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বস্য তার্কিকাণাং মতে সিদ্ধত্বাৎ প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধনম্। তাদৃশপ্রতিযোগিত্বস্য পারমার্থিকত্বাবিরোধিত্বেন যৎকিঞ্চিৎসাধ্যমাত্রসিদ্ধ্যা অর্থান্তরং চ।৩৪

৩৫। প্রদর্শিতদূষণং নিরাকুর্ব্বন্ আহ—**যদধিকরণম্** ইতি। যস্য মিথ্যাত্বেন অভিমতস্য অধিকরণম্ **যৎ সৎ**—যৎ সদ্ বস্তু **তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং তস্য মিথ্যাত্বম্ ইতি বিবক্ষায়াম্ মিথ্যাত্বঘটকপ্রতিপন্নোপাধিদলেন ইতি শেষঃ।** অবৃত্তিগগনাদীনাম্ অধিকরণাপ্রসিদ্ধ্যা গগনাদৌ তাদৃশপ্রতিযোগিত্বম্ আদায় প্রকৃতানুমানে ন সিদ্ধসাধনং ন বা অর্থান্তরতা ইতি ভাবঃ।

অত্র ইদম্ অবধেয়ম্—যদ্যপি তার্কিকাদিমতে গগনাধিকরণতায়াঃ

অপ্রসিদ্ধ্যা প্রকৃতানুমানে ন সিদ্ধসাধনম্, তথাপি গগনস্য ন মিথ্যাত্বম্, **অধিকরণাপ্রসিদ্ধেরেব।** এবং অগ্রেঽপি (৪০ বাক্যে) মিথ্যাত্বনিষ্কর্ষ-প্রদর্শনে অধিকরণত্বঘটিতমিথ্যাত্বনিরূপণাৎ অপ্রসিদ্ধাধিকরণকাকাশা-দীনাং মিথ্যাত্বং ন স্যাৎ ইতি কেষাঞ্চিৎ শঙ্কাপি নির্ম্মূলা এব। মূলকৃদুক্ত-প্রতিপন্নোপাধিদলেন সম্বন্ধিত্ববিবক্ষণাদেব প্রদর্শিতশঙ্কায়াঃ নিরাসাৎ। **গগনাদেঃ** অধিকরণাপ্রসিদ্ধাবপি সম্বন্ধিত্বং প্রসিদ্ধমেব। ভূতলাদৌ **গগনাধিকরণত্বস্য** অপ্রসিদ্ধৌ অপি সম্বন্ধিত্বস্য প্রসিদ্ধেঃ। ভবতি হি ভূতলং গগনসম্বন্ধি, অতঃ ন গগনাদৌ মিথ্যাত্বলক্ষণস্য অব্যাপ্তিঃ। ন বা প্রকৃতানুমানেন গগনাদৌ মিথ্যাত্বস্য অসিদ্ধিঃ। গগনসম্বন্ধিতয়া প্রতিপন্নে গগনসম্বন্ধসামান্যস্য অভাবাৎ সম্বন্ধসামান্যাভাবস্যৈব সম্বন্ধি-সামান্যাভাবরূপত্বাৎ তাদৃশাভাবপ্রতিযোগিত্বস্য গগনে সত্ত্বাৎ ন গগনস্য মিথ্যাত্বাসিদ্ধিঃ।

এবংরূপেণ গগনাদৌ যদ্যপি ন সিদ্ধসাধনং ন বা অর্থান্তরম্, তথাপি **বৃত্তিমৎসু** এব ঘটাদিষু তদেব দূষণং স্যাৎ, অধিকরণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধস্য চ অনিবেশাৎ, ইত্যাহ পূর্ব্বপক্ষী—**সংযোগসম্বন্ধেন** ইত্যাদি। যৎসম্বন্ধেন যস্য যৎ অধিকরণং সম্বন্ধা-ন্তরেণ তন্নিষ্ঠতদত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বস্য মিথ্যাত্বাবিরোধিতয়া সিদ্ধত্বেন পুনরপি **দুরুদ্ধরং সিদ্ধসাধনম্।** সংযোগসম্বন্ধেন ঘটবতি ভূতলে সমবায়েন, সমবায়েন চ ঘটবতি কপালে সংযোগেন ঘটো নাস্তি ইতি প্রতীতেঃ সর্ব্বসম্মতত্বাৎ ইতি ভাবঃ।৩৫

৩৬। অধিকরণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধম্ অঙ্গীকুর্ব্বন্ নিরাকরোতি—**"যেন সম্বন্ধেন"** ইতি। অধিকরণতাবচ্ছেদক-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধয়োঃ ভিন্নত্বেন সিদ্ধসাধনত্বেঽপি তয়োঃ ঐক্যে তদসম্ভবাৎ তথাচ সংযোগসম্বন্ধেন ঘটাদ্যধিকরণে ভূতলাদৌ তেনৈব সম্বন্ধেন তৎপ্রতি-যোগিতাকাত্যন্তাভাবস্য, সমবায়সম্বন্ধেন ঘটাদ্যধিকরণে কপালাদৌ বা

তেনৈব সম্বন্ধেন তৎপ্রতিযোগিতাকাত্যন্তাভাবস্য চ অসিদ্ধত্বয়া ন ঘটাদিকম্ আদায় সিদ্ধসাধনমিতি ভাবঃ। তথাপি বৃত্তিমৎস্থ অপি অব্যাপ্য-বৃত্তিষু সংযোগাদিষু সিদ্ধসাধনম্ এব, ইত্যাহ পূর্ব্বপক্ষী "অব্যাপ্য-বৃত্তিষু" ইতি। অব্যাপ্যবৃত্তিত্বং নাম স্বাত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যম্। বৃত্তিমতামপি সংযোগাদীনাং স্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণত্বাৎ সমবায়-সম্বন্ধেন কপিসংযোগাধিকরণে বৃক্ষে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-কপিসংযোগাভাবস্যাপি সত্ত্বেন সিদ্ধসাধনম্। তথাচ অধিকরণতাবচ্ছেদক-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধয়োঃ প্রবেশেঽপি সিদ্ধসাধনং দুর্ব্বারমেব। অব্যাপ্যবৃত্তিকপিসংযোগাদিষু তাদৃশপ্রতিযোগিত্বস্য তৎপারমার্থিকত্বা-বিরোধাৎ অর্থান্তরমপি ইতি ভাবঃ।৩৬

তাৎপর্য্য।

মিথ্যাবস্তু কোন সদধিকরণে থাকে না—এই বলিয়া আপত্তি।

৩৩। এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন এই যে, সিদ্ধান্তীর মতে মিথ্যাত্ব, প্রতিপন্ন উপাধিঘটিত বলিয়া যাবৎ প্রতিপন্ন উপাধিতে যে অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব হইতেছে; অর্থাৎ সমস্ত সদধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—ইহাই সিদ্ধান্তীর মতে পর্য্যবসিত হইতেছে, এজন্য যাবৎ সদধিকরণে যাহার অত্যন্তাভাব থাকে, তাহা মিথ্যা—মিথ্যাবস্তু কোন সদধিকরণেই থাকে না।

অবৃত্তিগগনাদি অন্তর্ভাবে সিদ্ধসাধন শঙ্কা।

৩৪। তবেই দেখা যাইতেছে যে, মিথ্যাত্বঘটক অত্যন্তাভাবটী কেবলান্বয়ী; যেহেতু এই অত্যন্তাভাবটী সর্ব্বত্রই আছে। **কেবলান্বয়ী অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব।** আর তাহাতে এতাদৃশ মিথ্যাত্বানুমান করিলে তার্কিকাদিমতে গগনাদিতে **সিদ্ধসাধন** হয়। কারণ, তাঁহাদের মতে গগনাদি বিভুপদার্থ, এজন্য তাহা যাবৎ

সদধিকরণে অবৃত্তি। তার্কিকগণের মতে গগনের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ; এজন্য গগনাদির অত্যন্তাভাব সর্ব্বত্রই আছে বলিয়া এই অত্যন্তাভাব কেবলান্বয়ী, **সুতরাং কেবলান্বয়ী অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী, গগনাদি বিভুদ্রব্য হইয়া থাকে বলিয়া তার্কিকমতে গগনাদিতে সিদ্ধসাধন হইল।**

বেদান্তমতে গগনের অধিকরণ প্রসিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধসাধন হয় না।

অবশ্য সিদ্ধান্তীর মতে গগনাদির অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ নহে। কারণ, উপনিষদের মীমাংসাস্বরূপ ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থের বিয়দধিকরণে গগনের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি সমর্থন করা হইয়াছে; এজন্য তন্মতে ব্রহ্মই গগনের অধিকরণ হইয়া থাকেন; তথাপি তার্কিকমতাবলম্বনে সিদ্ধসাধনতাই হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে।৩৪

অধিকরণতা নিবেশদ্বারাও সিদ্ধসাধনতা বারণ হয় না।

৩৫। এখন এতদুত্তরে যদি সিদ্ধান্তী বলেন যে, **যাহার অধিকরণ যে সদ্‌বস্তু, সেই সদ্‌বস্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব,** তাহা হইলে মিথ্যাত্বলক্ষণে অধিকরণ পদের প্রবেশদ্বারা অবৃত্তি গগনাদি দ্রব্যের নিরাকরণ হয় বটে, কারণ, গগনের অধিকরণই তার্কিকাদিমতে অপ্রসিদ্ধ; কিন্তু তথাপি যাহার অধিকরণ যে সদ্‌বস্তু, সেই সদ্বস্তুতে তাহার যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব—এইরূপ বলিলেও নিস্তার নাই; কারণ, সংযোগসম্বন্ধে অথবা সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ যে ভূতল বা কপাল, সেই ভূতল বা কপালরূপ সদ্‌বস্তুতে অন্যসম্বন্ধে অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে ঘটাধিকরণ ভূতলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে এবং সমবায়সম্বন্ধে ঘটাধিকরণ কপালে সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে, আর উক্ত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘট হইয়া থাকে—ইহা সর্ব্বসম্মত বলিয়া **সমস্ত বৃত্তিমৎ ঘটাদি পদার্থে**

দুরুদ্ধর সিদ্ধসাধন দোষ হইতেছে—ইহা অবশ্যই সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইবে।৩৫

সম্বন্ধসহিত অধিকরণতা নিবেশেও সিদ্ধসাধনতা অনিবার্য্য।

৩৬। আর যদি এই দোষ নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী বলেন যে,—**যে সম্বন্ধে যাহার যে অধিকরণ, সেই সম্বন্ধে তাহাতে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব**—এইরূপ বলিব; আর এইরূপ বলিলে আর উক্ত সিদ্ধসাধন হইবে না; যেহেতু সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ ভূতল, তাহাতে সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব তার্কিকগণ স্বীকার করেন না; আর সমবায়সম্বন্ধে তাহার অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলেও, উক্ত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব মিথ্যাত্ব নহে—ইত্যাদি। **কিন্তু সিদ্ধান্তী এরূপ বলিলেও সিদ্ধসাধনতার নিবৃত্তি হয় না**; ইহার কারণ, অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিতে সিদ্ধসাধনতা দোষ থাকিয়াই যায়। অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু স্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণ হয়। কারণ, যাহা স্বীয় অত্যন্তাভাবের অধিকরণে থাকে, তাহাকেই অব্যাপ্যবৃত্তি বলে। যেমন অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ স্বীয় অত্যন্তাভাবের অধিকরণে থাকে। যেহেতু যে বৃক্ষে বিহঙ্গমসংযোগ আছে, সেই বৃক্ষেই তাহার অত্যন্তাভাবও আছে; সুতরাং বিহঙ্গমসংযোগের অধিকরণ যে সদ্বস্তু বৃক্ষ, তাহাতে বিহঙ্গমসংযোগের অত্যন্তাভাবও আছে বলিয়া উক্ত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব বিহঙ্গমসংযোগে আছে,—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং এতাদৃশ মিথ্যাত্ব সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুতে সিদ্ধ আছে বলিয়া সিদ্ধসাধন হইল। সংযোগের সত্যত্বের অবিরোধী উক্ত প্রতিযোগিত্ব সংযোগে থাকিলেও তাহার সত্যত্বের ক্ষতি হইল না, অতএব সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থাবলম্বনে সিদ্ধান্তীর মতে সিদ্ধসাধনতা দোষ অপরিহার্য্য হইতেছে। আর তাহার ফলে সিদ্ধান্তীর মতে মিথ্যাত্বের লক্ষণই সম্ভব হইল না।৩৬

সিদ্ধসাধনতা দোষের পরিহার।

ন, যেন রূপেণ যদধিকরণতয়া যৎ প্রতিপন্নং তেন রূপেণ তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বস্য প্রতিপন্নপদেন সূচিতত্বাৎ।৩৭ তৎ চ রূপং সম্বন্ধবিশেষঃ অবচ্ছেদকবিশেষশ্চ; ন হি সম্বন্ধবিশেষম্ অন্তরেণ ভূতলে ঘটাধিকরণতা প্রতীয়তে (৩৮) অবচ্ছেদকবিশেষম্ অন্তরেণ বা বৃক্ষে কপিসংযোগাধিকরণতা।৩৯। তথা চ যেন সম্বন্ধবিশেষেণ যেন চ অবচ্ছেদকবিশেষেণ যদধিকরণতাপ্রতীতিঃ যত্র ভবিতুম্ অর্হতি, তেনৈব সম্বন্ধবিশেষেণ তেনৈব চ অবচ্ছেদকবিশেষেণ তদধিকরণকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং তস্য মিথ্যাত্বম্ ইতি পর্য্যবসিতে ক সিদ্ধসাধনম্।৪০

অনুবাদ।

৩৭। তার্কিকাদির মতে অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিতে তাদৃশপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বের সিদ্ধি নিরাকরণ করিতে যাইয়া মূলকার বলিতেছেন—**"ন যেন রূপেণ"** ইত্যাদি। বৃক্ষিমং অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিতে তাদৃশপ্রতিযোগিত্বের সিদ্ধিপ্রযুক্ত তার্কিকগণের মতে সিদ্ধসাধন হইবে না। মিথ্যাত্বঘটক প্রতিপন্নপদের অর্থানুসন্ধান করিলে, তার্কিকগণের এই আশঙ্কা থাকে না। সম্বন্ধ ও অবচ্ছেদক অন্তর্ভাবে অধিকরণতার প্রতীতি করাইবার জন্যই মিথ্যাত্বের ঘটক প্রতিপন্নপদ দেওয়া হইয়াছে—বুঝিতে হইবে। প্রতিপন্নপদটীর অর্থ—প্রতীতিবিশেষ্য এবং উপাধিপদের অর্থ—অধিকরণ, এজন্য "প্রতিপন্নোপাধৌ" এই অংশের মিলিত অর্থ—প্রতীতিবিশেষ্য সদ্রূপ অধিকরণে। সম্বন্ধবিশেষ ও অবচ্ছেদকবিশেষ অন্তর্ভাবেও অধিকরণতার প্রতীতি হইয়া থাকে। **"ন হি সম্বন্ধবিশেষম্ অন্তরেণ"** এই মূলগ্রন্থের যথাশ্রুত অর্থ অসঙ্গত;

কারণ, যথাশ্রুত অর্থ এই যে, সম্বন্ধ ও অবচ্ছেদক বিনা অধিকরণতার প্রতীতি হয় না, কিন্তু সম্বন্ধ ও অবচ্ছেদক বিনাও অধিকরণতার প্রতীতি হইয়া থাকে, এজন্য মূলস্থিত "সম্বন্ধবিশেষমন্তরেণ", "অবচ্ছেদকবিশেষমন্তরেণ" এই স্থলে "এব" কার যোগ করিয়া "সম্বন্ধবিশেষমন্তরেণৈব, অবচ্ছেদবিশেষমন্তরেণৈব"—এইরূপ বুঝিতে হইবে; আর তাহাতে **"নহি"** এই নিষেধের সহিত অন্বিত হইয়া অর্থ হইবে যে, সম্বন্ধবিশেষ ও অবচ্ছেদকবিশেষ অন্তর্ভাবেও অধিকরণতার প্রতীতি হয়। আর তাহা হইলে হইল এই যে, যে সম্বন্ধে যদবচ্ছেদে যাহার অধিকরণরূপে যে প্রতিপন্ন হয়, সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে সেই অধিকরণে তাহার অভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। আর এই সম্বন্ধবিশেষ ও অবচ্ছেদক বিশেষের লাভ, মিথ্যাত্বঘটক প্রতিপন্নোপাধিদলের দ্বারা হইল। আর উপাধিপদের অধিকরণরূপ অর্থ বিবক্ষিত হওয়াতে এতাদৃশ অর্থ লব্ধ হইতেছে বলিয়া মূলকার "সূচিতত্বাৎ" এইরূপ বলিয়াছেন।৩৭

৩৮। সম্বন্ধবিশেষ এবং অবচ্ছেদকবিশেষ অন্তর্ভাব করিয়াও অধিকরণতা প্রতীত হয়, আর সেই সম্বন্ধবিশেষ ও অবচ্ছেদেকবিশেষ পূর্ব্বেই "যেন রূপেণ" এই বাক্যের "রূপ" পদদ্বারা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই কথাই এখন বলিতেছেন—**"তৎ রূপম্"** ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই "রূপ"টী এখানে সম্বন্ধবিশেষ এবং অবচ্ছেদকবিশেষ। অধিকরণতা-প্রতীতির সম্বন্ধান্তর্ভাব দেখাইতেছেন—**"ন হি"** ইত্যাদি। অর্থাৎ সম্বন্ধবিশেষ ব্যতিরেকে ভূতলে ঘটাধিকরণতা প্রতীত হয় না।৩৮

৩৯। অবচ্ছেদবিশেষের অন্তর্ভাব দেখাইয়া বলিতেছেন—**"অবচ্ছেদকবিশেষম্** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অথবা অবচ্ছেদকবিশেষ ব্যতিরেকে বৃক্ষে কপিসংযোগের অধিকরণতা প্রতীত হয় না।৩৯

৪০। এক্ষণে প্রকৃতস্থলে সম্বন্ধবিশেষ ও অবচ্ছেদকবিশেষ অন্তর্ভাব করিলে যে ফল হয়, তাহাই বলিতেছেন—**তথাচ** ইত্যাদি। ইহার

অর্থ—আর তাহা হইলে যে সম্বন্ধবিশেষে, আর যে অবচ্ছেদকবিশেষ যদধিকরণতার প্রতীতি যেখানে হইবার যোগ্য হয়, সেই সম্বন্ধবিশেষে, আর সেই অবচ্ছেদকবিশেষে তদধিকরণক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব এইরূপে পর্য্যবসিত হইলে আর সিদ্ধসাধনতা কোথায় থাকে? অর্থাৎ আর পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত সিদ্ধসাধন বা অর্থান্তর কিছুই হয় না। ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত আপত্তিসমূহের খণ্ডন।৪০

টীকা।

৩৭। তার্কিকাণাং মতে তাদৃশপ্রতিযোগিত্বস্য সিদ্ধত্বং নিরাকুর্ব্বন্ আহ সিদ্ধান্তী—**"ন, যেন রূপেণ"** ইত্যাদি। বৃত্তিমৎস্ব অপি অব্যাপ্যবৃত্তিষু সংযোগাদিষু তাদৃশপ্রতিযোগিত্বস্য সিদ্ধ্যা তার্কিকাণাং মতে ন সিদ্ধসাধনম্। মিথ্যাত্বঘটক-প্রতিপন্নপদস্য অর্থানুসন্ধানে তার্কিকরীত্যা শঙ্কানাম্ অনবকাশঃ। প্রতিপন্নপদস্য প্রতীতিবিশেষ্যার্থকতয়া উপাধিপদস্য চ সদ্রূপাধিকরণার্থকতয়া প্রতিপন্নোপাধৌ ইত্যস্য স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যে সদ্রূপে অধিকরণে ইত্যর্থঃ লভ্যতে। সম্বন্ধবিশেষাবচ্ছেদকবিশেষৌ অন্তর্ভাব্যাপি অধিকরণতা প্রতীয়তে। তথাচ যেন সম্বন্ধেন যদবচ্ছেদেন যদধিকরণতয়া যৎপ্রতিপন্নং তেন সম্বন্ধেন, তদবচ্ছেদেন তদধিকরণকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং তস্য মিথ্যাত্বম্। এতৎ সর্ব্বং মিথ্যাত্বঘটক-প্রতিপন্নোপাধিদলাৎ আয়াতম্ ইত্যভিপ্রেত্য মূলকৃতা—**"প্রতিপন্নপদেন সূচিতত্বাৎ"** ইতি উক্তম্।৩৭

৩৮। সম্বন্ধবিশেষাবচ্ছেদকবিশেষৌ অন্তর্ভাব্যাপি অধিকরণতা প্রতীয়তে। তৌ চ সম্বন্ধবিশেষাবচ্ছেদকবিশেষৌ মূলকৃতা 'রূপ'পদেন প্রাক্ উক্তৌ। তৌ এব চ দর্শয়তি—**তৎ চ রূপম্** ইত্যাদি। অধিকরণতাপ্রতীতেঃ সম্বন্ধান্তর্ভাবং দর্শয়ন্ আহ—**"ন হি"** ইত্যাদি।

সম্বন্ধবিশেষম্ অন্তরেণৈব অবচ্ছেদকবিশেষং বা অন্তরেণৈব অধিকরণতা প্রতীয়তে ইতি নাহ। অত্র "অন্তরেণ" ইত্যস্য অনন্তরম্ এবকারঃ অধ্যাহর্ত্তব্যঃ। অন্যথা যথাশ্রুতমূলস্য অসঙ্গতিঃ স্যাৎ সম্বন্ধাবচ্ছেদকৌ অন্তরেণাপি অধিকরণতাপ্রতীতেঃ।৩৮

৩৯। তত্রৈব অবচ্ছেদকবিশেষান্তর্ভাবং দর্শয়ন্ আহ—"**অবচ্ছেদকবিশেষম্**" ইত্যাদি।৩৯

৪০। প্রকৃতে সম্বন্ধবিশেষাবচ্ছেদকবিশেষান্তর্ভাবে ফলিতম্ আহ—**তথাচ** ইতি। এবং চ প্রদর্শিতেষু সর্ব্বত্র বৃত্তিমৎসু ঘটাদিষু অব্যাপ্যবৃত্তিষু সংযোগাদিষু চ ন সিদ্ধসাধনম্।৪০

তাৎপর্য্য।

অবচ্ছেদক অনুসরণদ্বারা সিদ্ধসাধনতা দোষের উদ্ধার।

৩৭। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—পূর্ব্বপক্ষীর উদ্ভাবিত উক্ত সিদ্ধসাধনতাদোষের আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, মিথ্যাত্ব-লক্ষণে যে "**প্রতিপন্ন**" পদ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, যেরূপে যাহার অধিকরণত্বরূপে যাহা প্রতিপন্ন, সেইরূপে সেই অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই প্রতিপন্ন পদদ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে।৩৭

সম্বন্ধও অবচ্ছেদক হয়।

৩৮। অধিকরণতার সম্বন্ধবিশেষও অবচ্ছেদকবিশেষ হইয়া থাকে। সম্বন্ধবিশেষ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে ঘটাধিকরণতা প্রতীত হইতে পারে না।৩৮

৩৯। এইরূপ অবচ্ছেদকবিশেষকেও পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষে কপি-সংযোগাধিকরণতা প্রতীত হইতে পারে না।৩৯

মিথ্যাত্বলক্ষণের নিষ্কৃষ্টরূপ।

৪০। সুতরাং উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণটী এইরূপে পর্য্যবসিত হইল যে,

যে সম্বন্ধবিশেষে যে অবচ্ছেদকবিশেষে যাহার অধিকরণতা যাহাতে প্রতীত হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধবিশেষে ও সেই অবচ্ছেদকবিশেষে তদধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতি-যোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব। বস্তুতঃ, এইরূপে পর্য্যবসিত মিথ্যাত্ব-লক্ষণে পূর্ব্বপক্ষীর উত্থাপিত সিদ্ধসাধনের অবকাশ নাই।

অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্যত্ব বিশেষণের তাৎপর্য্য।

এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সিদ্ধান্তীর মতে অত্যন্তাভাবমাত্রই সর্ব্বদেশকালবৃত্তি হয় বলিয়া তাহা অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য হইয়া থাকে। এজন্য **অত্যন্তাভাবকে তৎসম্বন্ধে তদবচ্ছেদে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য।** এই অবচ্ছিন্ন-বৃত্তিকান্যত্ব উক্ত অত্যন্তাভাবে বিশেষণ না দিলে ব্যাপ্যবৃত্তিসাধারণ-পক্ষক মিথ্যাত্বানুমানে ব্যাপ্যবৃত্ত্যংশে তত্তদবচ্ছিন্নত্বরূপ সাধ্য অসম্ভাবিত হইয়া পড়িবে। তাহাতে পৃথিব্যাদিতে রূপাদির অবচ্ছিন্নবৃত্তিক অত্যন্তাভাব অসিদ্ধ বলিয়া রূপাদির মিথ্যাত্ব অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। রূপাদি পৃথিব্যাদিতে ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া তাহা কোন অবচ্ছেদবিশেষে পৃথিব্যাদিতে প্রসিদ্ধ নহে। রূপাদি পৃথিব্যাদিতে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিক বলিয়া কোন অবচ্ছেদ উল্লেখপূর্ব্বক পৃথিব্যাদিতে তাহার অধিকরণতা প্রতীত হয় না। এইরূপ তাহার অত্যন্তাভাবেও অবচ্ছেদবিশেষের উল্লেখ সম্ভাবিত নহে। অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদির অত্যন্তাভাব যেমন অবচ্ছেদবিশেষ উল্লেখপূর্ব্বক প্রতীত হইয়া থাকে, রূপাদি ব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থের অত্যন্তাভাব সেরূপ হইতে পারে না। আর তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী যে সিদ্ধসাধনদোষের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা আর হইতে পারিল না। ইহাই হইল সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়। আর তার্কিকাদির মতে সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও সিদ্ধান্তীর মতে তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি বটে, ইহা অগ্রে বিশদভাবে বলা যাইবে।৪০

সংযোগ তদত্যন্তাভাবের সামানাধিকরণ্য নাই বলিয়া সন্মাত্রনিষ্ঠাত্যন্তাভাব-
প্রতিযোগিত্বের মিথ্যাত্বসিদ্ধি।

যদি পুনঃ ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বম্ ইব অত্যন্তা-ভাবপ্রতিযোগিত্বমপি অকাশাদৌ ন স্যাৎ, সাধকমানাভাবস্য তুল্যত্বাৎ 'ইহ আকাশঃ নাস্তি' ইতি প্রত্যক্ষপ্রতীত্যসম্ভবাৎ; অনুমানে চ অনুকূলতর্কাভাবাৎ, সামান্যতোদৃষ্টমাত্রেণ ধ্বংস-প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বস্যাপি সিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ, তদ্ব্যতিরেকেণ কস্যচিৎ কার্য্যস্য অনুপপত্তেঃ অভাবাৎ চ, এবং সংযোগসম্বন্ধেন ঘটবতি ভূতলে সমবায়সম্বন্ধেন ঘটাভাবসত্ত্বে মানাভাবাৎ; লাঘবেন ঘটাত্যন্তাভাবত্বেনৈব ঘটসামানাধিকরণ্যবিরোধিত্ব-কল্পনাৎ সম্বন্ধবিশেষপ্রবেশে চ গৌরবাৎ; ঘটসমবায়াদ্যভাব-মাত্রবিষয়তয়া * প্রতীতেঃ উপপত্তেঃ; আধারাধেয়ভাবস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বেন ঘটস্য অবৃত্তিত্বশঙ্কানুদয়াৎ; উক্তযুক্তেশ্চ ন ঘটাদেঃ অত্যন্তাভাবসামনাধিকরণ্যম্; এবং চ সংযোগতদ-ভাবয়োঃ ন ঐকাধিকরণ্যম্ † ; অগ্রে বৃক্ষঃ কপিসংযোগী মূলে ন ইতি প্রতীতেঃ অগ্রমূলয়োরেব সংযোগতদভাববত্তয়া উপপত্তেঃ, তদা সন্মাত্রনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বং মন্তব্যম্ ।৪১

অনুবাদ।

৪২। মূলকার অবৃত্তি গগনাদিতে আপাততঃ সিদ্ধসাধনতাদোষের পরিহার—**"যদধিকরণং যৎ সৎ"** ইত্যাদি গ্রন্থে বলিয়াছেন।

---

* ঘটসমবায়াদ্যভাবমাত্রবিষয়তয়া = ঘটসমবায়াভাবমাত্রবিষয়তয়া, ইতি বা পাঠঃ। প্রতীতেঃ উপপত্তেঃ = প্রতীত্যুপপত্তেঃ। † সংযোগতদভাবয়োঃ ন ঐকাধিকরণ্যম্ = সংযোগতদভাবয়োরপি ন সামানাধিকরণ্যম্। ‡ আকাশাদৌ = আকাশাদিষু ইতি বা পাঠঃ।

সম্প্রতি সেই পরিহারের রহস্য দেখাইতে যাইয়া বলিতেছেন—**যদি পুনঃ** ইত্যাদি। "যদি পুনঃ" ইত্যাদি বাক্যের সহিত "তদা" পদের, অন্বয় বুঝিতে হইবে। গগনাদি পদার্থ যে অবৃত্তি, তাহা সিদ্ধান্তীও স্বীকার করেন। কেবল গগনাদি পদার্থ কেন, দৃশ্যমাত্রই সিদ্ধান্তীর মতে অবৃত্তি, এবং এই অবৃত্তিত্ব এই মিথ্যাত্বানুমানদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই মিথ্যাত্বানুমানের পূর্ব্বে গগনাদি পদার্থের অবৃত্তিত্ব কোন মতেই সিদ্ধ নহে। যদি এই মিথ্যাত্বানুমানের পূর্ব্বেই গগনাদি পদার্থ অবৃত্তি বলিয়া সিদ্ধ থাকিত, তবে প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানে সিদ্ধসাধনতা দোষের অবকাশ থাকিত। এই মিথ্যাত্বানুমানের পূর্ব্বে যে গগনাদির অবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ সর্ব্বত্র গগনাদির অত্যন্তাভাব সিদ্ধ নহে, তাহাই দেখাইবার জন্য অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই গগনাদিতে অসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য। আর তজ্জন্য কেবলান্বয়ি অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বও সুতরাং গগনাদিতে অসিদ্ধ। ইহাই বলিতেছেন—**"ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বমিব"** ইত্যাদি। অর্থাৎ যেমন ধ্বংসের প্রতিযোগিত্ব ও প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব গগনাদিতে নাই, তদ্রূপ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বও গগনাদিতে, নাই। "ইহ গগনং ধ্বস্তম্" "ইহ গগনং ভবিষ্যতি" এইরূপ গগনের ধ্বংস ও প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বের সাধক প্রমাপ্রতীতি নাই বলিয়া গগনাদিতে ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বের সিদ্ধি হয় না, এইরূপ গগনাদিতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বসাধক প্রতীতিও এই মিথ্যাত্বানুমানের পূর্ব্বে সম্ভাবিত নহে। **"ইহ আকাশঃ নাস্তি"** এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতি অসম্ভব, যেহেতু এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী গগন অযোগ্য। প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর অত্যন্তাভাবই প্রত্যক্ষযোগ্য হইয়া থাকে। এইজন্য বলিতেছেন—**"সাধকমানাভাবস্য তুল্যত্বাৎ"** ইত্যাদি। অর্থাৎ গগনাদিতে যেমন ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বসাধক প্রমাণ নাই, সেইরূপ প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানের পূর্ব্বে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বসাধক প্রমাণও নাই।

যদি বলা যায়—গগনে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বসাধক প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও অনুমানপ্রমাণ সম্ভাবিতই বটে। অনুমান প্রমাণদ্বারা অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব গগনাদিতে সিদ্ধ হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—**"অনুমানে চ"** ইত্যাদি।

"গগনং ভূতলাদিনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি, (প্রতিজ্ঞা)

ভূতলাদিনিষ্ঠবৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধস্য অপ্রতিযোগিত্বাৎ। (হেতু)

ভূতলাদ্যবৃত্তিধর্ম্মাদিবৎ। (দৃষ্টান্ত)

এই অনুমান প্রমাণদ্বারা ভূতলাদিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব গগনাদিতে সিদ্ধ হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—**"অনুকূলতর্কাভাবাৎ"** ইত্যাদি। অর্থাৎ এইরূপ অনুমানে অনুকূল তর্ক নাই। যেস্থলে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার না করিলে অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয়, সেইস্থলে প্রত্যক্ষাযোগ্য বস্তুরও অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, যেমন অতীন্দ্রিয় গুরুত্বাদি ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্যে অনুমিত হইয়া থাকে। তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্যে গুরুত্বের অত্যন্তাভাব স্বীকার না করিলে তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্যেরও গুরুত্ববত্ত্বের আপত্তি হইয়া পড়ে। এজন্য তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্যে গুরুত্ব-প্রযুক্ত পতনাদির আপত্তি হয়। তেজঃ প্রভৃতির পতন অনিষ্ট। এই অনিষ্টের আপত্তি হয় বলিয়া তেজঃ প্রভৃতিতে অতীন্দ্রিয় গুরুত্বের অত্যন্তাভাব অনুমিত হইয়া থাকে। আর প্রকৃতস্থলে ভূতলাদিতে গগনের অত্যন্তাভাব স্বীকার না করিলে কোন অনিষ্টের আপত্তি হয় না, এজন্য অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব গগনাদিতে সিদ্ধ হয় না।

আর যদি অনুকূলতর্করহিত অনুমানদ্বারাও গগনাদিতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হয়, তবে গগনাদিতে ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব এবং প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বও সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। গগনাদিতে ধ্বংসপ্রতি-যোগিত্বের সাধক অনুকূলতর্করহিত অনুমানমাত্র সম্ভাবিতই বটে,—

ইহাই মনে করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**"সামান্যতোদৃষ্টমাত্রেণ"** ইত্যাদি। এস্থ "মাত্র" পদদ্বারা অনুমানে অনুকূলতর্করাহিত্য সূচিত হইয়াছে। অনুকূলতর্করহিত সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারা অর্থাৎ অনুকূলতর্করহিত অন্বয়ব্যতিরেকি অনুমানদ্বারা ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বেরও সিদ্ধি হইতে পারে। যেমন—

গগনং ধ্বংসপ্রতিযোগি,	...	(প্রতিজ্ঞা)
গগনঘটান্যতরত্বাৎ, ...	...	(হেতু)
ঘটবৎ। ..	...	(দৃষ্টান্ত)

এইরূপ—

গগনং প্রাগভাবপ্রতিযোগি,	...	(প্রতিজ্ঞা)
গগন ঘটান্যতরত্বাৎ ...	..	(হেতু)
ঘটবৎ। ...	...	(দৃষ্টান্ত)

ইত্যাদি রূপ অনুকূলতর্কবিরহিত সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানমাত্রদ্বারা তাদৃশ প্রতিযোগিত্বের সিদ্ধি হইয়া হইয়া পড়ে।

আর যদি এরূপ বলা যায় যে, গগন অতীন্দ্রিয় বলিয়া "ইহ গগনং নাস্তি" ইত্যাদি গগনাত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষপ্রতীতি অসম্ভব—এজন্য গগনের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ গগনাদিতে ঘটাদিপ্রতিযোগিকভেদও সিদ্ধ হইবে না, কারণ, ভেদের অনুযোগী অযোগ্য হইলে ভেদ প্রত্যক্ষ হয় না। ঘটাদিপ্রতিযোগিক ভেদের অনুযোগী গগন, এবং তাহা অযোগ্য। অযোগ্যাধিকরণক ভেদের প্রত্যক্ষ হয় না। এজন্য গগনে ঘটের ভেদেরও সিদ্ধি না হউক? আর যদি প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা গগনাদিতে তাদৃশভেদ সিদ্ধ না হইলেও অনুমান প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইবে এরূপ বলা যায়, তবে সেই অনুমানেও অনুকূল তর্ক নাই—এরূপ বলা যাইতে পারিবে। এইরূপ আশংকাতে বলিতেছেন—**তদ্ব্যতিরেকেণ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই—"তৎ"পদের অর্থ—গগনাদিতে অত্যন্তাভাব-

প্রতিযোগিত্বের সিদ্ধি, তদ্ব্যতিরেকেণ পদের অর্থ—গগনাদিতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বের সিদ্ধির অভাবপ্রযুক্ত। **কস্যচিৎ কার্য্যস্য** অর্থ—কোন প্রমাণসিদ্ধ কার্য্যের, **অনুপপত্তেঃ অভাবাৎ** অর্থ—অনুপপত্তি নাই। কোন বস্তু প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধ না হইলেই যে, তাহা অসিদ্ধ হইবে—এরূপ নহে। তাহাতে অতীন্দ্রিয় বস্তুমাত্রের অসিদ্ধি হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ হইলেও অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা অসিদ্ধ অতীন্দ্রিয় গগনাদিবস্তুর সিদ্ধি অনুমানপ্রমাণদ্বারা হয়, তবে, অতীন্দ্রিয় বিষাণও শশকাদিতে অনুমিত হইবে? তজ্জন্য এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে—

শশঃ বিষাণী,	…	…	(প্রতিজ্ঞা)
পশুত্বাৎ,	…	…	(হেতু)
যথা—মহিষঃ"	…	…	(দৃষ্টান্ত)

ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষদ্বারা অসিদ্ধ সেই বস্তুরই অনুমানপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধি হইবে, যাহার অসিদ্ধিতে কোন কার্য্যের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। শশকে বিষাণের অসিদ্ধিতে কোন কার্য্যের অনুপপত্তি নাই। এইরূপ প্রকৃতস্থলেও গগনে, অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ না হইলেও কোন কার্য্যের অনুপপত্তি নাই। কিন্তু গগনাদিতে ঘটপ্রতিযোগিক ভেদের সিদ্ধি না হইলে ঘটত্বাদি ধর্ম্মও আকাশাদিবৃত্তি হইয়া পড়ে। আর তজ্জন্য ঘটাদিতে যে কপালাদিকার্য্যত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ আছে, তাহারও অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। আকাশ ঘটের সহিত অভিন্ন হইলে ঘটত্ব ধর্ম্মটী নিত্যানিত্য সাধারণ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া কপাল কার্য্যতার অবচ্ছেদক হইতে পারে না। এই অনুপপত্তির জন্য আকাশে ঘটভেদ, অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, আর কোন অনুপপত্তি নাই বলিয়া

আকাশে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হয় না। এজন্য এই প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানের পূর্ব্বে গগনাদিতে কেবলান্বয়ি অত্যন্তাভাবের প্রতি-যোগিত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া অবৃত্তি গগনাদিকে লইয়া মিথ্যাত্বানুমানে সিদ্ধসাধনতা দোষের শঙ্কাই হইতে পারে না। আর তজ্জন্য মূলগ্রন্থ মধ্যে এই সিদ্ধসাধনতা দোষবারণের অভিপ্রায়ে **যদধিকরণং যৎ সৎ"** । (৩৫ বাক্য) ইত্যাদি যে বলা হইয়াছিল, তাহাও আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে যেরূপ মিথ্যাত্বটী বলিতে হইবে, তাহা অগ্রে **"সন্মাত্রনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব"** (৪১ বাক্য) ইত্যাদি গ্রন্থে বলা হইবে।

যেরূপ গগনাদিতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বসাধক প্রত্যক্ষ অনু-মানাদি প্রমাণ নাই বলিয়া গগনাদিতে সেই অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব যেমন সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ঘটাদি বৃত্তিমদ্‌বস্তুরও স্বীয় অত্যন্তাভাবের সামানাধিকরণ্যসাধক প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণ নাই বলিয়া তাদৃশ সামানাধিকরণ্যও সিদ্ধ হয় না এবং সেই সামানাধিকরণ্যের অসিদ্ধি-প্রযুক্ত কোন প্রামাণিক কার্য্যেরও অনুপপত্তি নাই। এজন্য ঘটাদিবৃত্তি-মদ্‌বস্তুকে আর তাহার অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ বলিয়া মানিবার কোন আবশ্যকতা নাই। এইরূপ অভিপ্রায়ে মূলকার বলিতেছেন— **"এবম্"** ইতি।

সংযোগসম্বন্ধে ঘটবদ্ ভূতলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকিলে ঘট স্বীয় অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ হইত, কিন্তু সংযোগ-সম্বন্ধে ঘটবদ্‌ভূতলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাবসত্ত্বে প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি প্রমাণ নাই বলিয়া তাহার সিদ্ধি হইতে পারে না। আর ঘটাদি বস্তু যদি স্বীয় অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ না হইল, তবে সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ ভূতলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে বলিয়া বৃত্তিমদ্ ঘটাদি বস্তু লইয়া প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানে সিদ্ধ-

সাধনতাদোষের সম্ভাবনাই হইতে পারে না। আর সিদ্ধসাধনতাদোষের সম্ভাবনা নাই বলিয়া এই সিদ্ধসাধনতাদোষবারণের জন্যই মূলগ্রন্থমধ্যে নিবেশ করা হইয়াছিল—**"যেন সম্বন্ধেন যৎ যস্য অধিকরণম্"** ইত্যাদি, তাহাও আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। মিথ্যাত্বটী যেরূপে নির্বাচন করা হইবে, তাহা অগ্রে **সন্মাত্রনিষ্ঠ** ইত্যাদি বাক্যে বলা হইবে।

আর যদি প্রতিযোগীর সহিত তাহার অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা স্বীকার করিয়া ঘটাদি প্রতিযোগী তাহার অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ হইবে না—এরূপ বলা যায়, তাহা হইলে এই বিরোধিতাতে সম্বন্ধবিশেষের প্রবেশ করাইতে হইবে; কারণ, এই বিরোধটী সহানবস্থানরূপ হইয়া থাকে। প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাব সহাবস্থিত হইতে পারে না। যে দেশে যে কালে যে সম্বন্ধে যেরূপে প্রতিযোগীটী যে অধিকরণে থাকিবে, সেই অধিকরণে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সেই রূপাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সেই বস্তুর অত্যন্তাভাব সেই দেশে সেই কালে থাকে না। ইহাই প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাবের সহানবস্থানরূপ বিরোধ বলিলে বুঝায়। আর তাহাতে সম্বন্ধবিশেষের প্রবেশ না করাইলে এই বিরোধের উপপত্তিই হইতে পারে না—এজন্য তাদৃশ বিরোধের অন্যথানুপপত্তিই সংযোগসম্বন্ধে ঘটাধিকরণ ভূতলে, সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাবের সাধক হইয়া পড়িতেছে। কারণ, যে সম্বন্ধে যাহা যে অধিকরণে থাকে সেই অধিকরণে সেই সম্বন্ধে সেই বস্তুর অত্যন্তাভাবই বিরুদ্ধ, অন্য সম্বন্ধে নহে। আর তাহা যদি হইল, তবে মূলকার কিরূপে বলিলেন—**"সংযোগসম্বন্ধেন ঘটবতি ভূতলে সমবায়সম্বন্ধেন ঘটাভাবসত্ত্বে মানাভাবাৎ"** ইতি। সংযোগসম্বন্ধে ঘটাধিকরণ ভূতলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই, ইত্যাদি মূলকারের উক্তি অসঙ্গত হয়। কারণ,

প্রদর্শিত বিরোধের অন্যথানুপপত্তিই সমবায়সম্বন্ধে ঘটাভাবসত্ত্বে প্রমাণ—এইরূপ আশংকা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**"লাঘবেন"** ইতি। অর্থাৎ অভাবীয় প্রতিযোগিতা কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নহে—এরূপ কল্পনা করায় লাঘব হয় বলিয়া এবং অভাববুদ্ধির প্রতিবন্ধকতাতেও সম্বন্ধ-বিষয়ত্বঘটিতরূপে বলিতে হয় না বলিয়া লাঘব হয়। **ঘটাত্যন্তা-ভাবত্বেনৈব** ইত্যাদির অর্থ—অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধবিশেষ অন্তর্ভাব না করিয়াই ঘটাত্যন্তাভাবত্বরূপে ঘটসামান্যাধ-করণ্যের প্রতি সাক্ষাৎ বিরোধিতা কল্পনা করা হইয়া থাকে। আর জ্ঞানদ্বারা বিরোধিতাতেও সম্বন্ধবিষয়ত্ব অঘটিতরূপেই অভাবনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা কল্পিত হইতে পারে। ইহাতে লাঘব হয়। অত্যন্তা-ভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে সম্বন্ধবিশেষ প্রবেশ করাইলে গৌরব হয়। একই প্রতিযোগীর নানা সম্বন্ধ লইয়া নানা সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিতার অনন্ত অভাব কল্পনা করা গৌরব।

যদি বলা যায়—ঘটবদ্ভূতলাদিতে সমবায়সম্বন্ধে ঘট নাই—এইরূপ প্রতীতির অন্যথানুপপত্তিপ্রযুক্ত অভাবীয় প্রতিযোগিতার সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব সিদ্ধ হইবে—এইরূপ শঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**ঘটসমবায়াত্যন্তাভাবমাত্রবিষয়তয়া** ইতি। অর্থাৎ ঘটবদ্ভূতলাদিতে যে "সমবায়েন ঘটো নাস্তি" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ঘটাত্যন্তাভাববিষয়ক নহে, কিন্তু ঘট-সমবায়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাববিষয়ক। অর্থাৎ ঘটবদ্ভূতলে ঘট নাই—এরূপ প্রতীতি অসিদ্ধ। তথাপি যে "ঘটবদ্ভূতলে সমবায়েন ঘটো নাস্তি" এইরূপ প্রতীতি হয়, তাহা সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অভাব নহে, কিন্তু ঘটের সমবায়ের অভাব। এজন্য ঘটবদ্ভূতলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অভাব অপ্রসিদ্ধই বটে, আর যে অভাব প্রসিদ্ধ, তাহা সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অভাব নহে, কিন্তু ঘটসমবায়ের অভাব।

সুতরাং ঘটাদি বস্তু আর স্বীয় অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ হইল না। আর ইহাই মূলকার বলিয়াছেন—**"সমবায়েন অত্র ঘটো নাস্তি ইতি প্রতীতেঃ ঘটসমবায়াভাবমাত্রবিষয়তয়া উপপত্তেঃ"।** অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে ঘটাধিকরণ ভূতলাদিতে "সমবায়েন ঘটো নাস্তি" এইরূপ যে প্রতীতি হয়, তাহাতে ঘটাদি, অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিরূপে ভাসমান হয় না, কিন্তু ঘটীয়সমবায়ই অভাবের প্রতিযোগিরূপে ভাসমান হয়। যেমন—"শিখী চৈত্রো নষ্টঃ" ইত্যাদি প্রতীতিতে নাশের প্রতিযোগিরূপে চৈত্র ভাসমান নহে, কিন্তু চৈত্রীয় শিখাই নাশের প্রতিযোগিরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। কারণ, চৈত্র বিদ্যমানই রহিয়াছে। বিদ্যমান চৈত্রই নাশের প্রতিযোগী এরূপটী প্রতীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং শিখামাত্রের নাশ অভিপ্রায়ে যেমন "শিখী চৈত্রঃ নষ্টঃ" এইরূপ প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ ঘটীয় সমবায়ের অভাব অভিপ্রায়ে "সমবায়েন ঘটো নাস্তি" এইরূপ প্রয়োগ হয়। সুতরাং ঘটের অধিকরণ ভূতলাদিতে আর ঘটাভাব থাকিতে পারিল না। যে অভাব থাকিল তাহা ঘটের নহে, কিন্তু ঘটীয় সমবায়ের।

যাঁহারা অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতা কিঞ্চিৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, এরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব-কল্পনাতেও গৌরব হইবে। সিদ্ধান্তীর মতে অত্যন্তাভাবনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতাতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ প্রবিষ্ট করিতে হয় না বলিয়া লাঘব হয়।

এইরূপ ব্যধিকরণসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাবস্থলে অর্থাৎ "সংযোগেন রূপং নাস্তি" ইত্যাদি প্রতীতিতে সিদ্ধান্তীর মতে রূপীয় সংযোগ অপ্রসিদ্ধ হইলেও রূপীয়ত্বরূপে সংযোগের অভাবই উক্ত প্রতীতির বিষয় হইবে। ব্যধিকরণসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব-স্থলে সিদ্ধান্তিগণ ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করিয়া থাকেন। আর ইহাতে কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না।

ঘটাধিকরণে ঘটাত্যন্তাভাব থাকে না বলিয়া, ঘটাত্যন্তাভাব ঘটের সাক্ষাৎ বিরোধী ; এই ঘটাত্যন্তাভাবের বিরোধিতাতে অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের প্রবেশ না করাইয়া কেবল ঘটাত্যন্তাভাবত্বরূপেই ঘটাত্যন্তাভাবের বিরোধিতা স্বীকার করিলে ঘটাধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে ঘটাত্যন্তাভাবও থাকিতে পারিবে না। কিন্তু এইরূপ পূর্ব্বপক্ষিগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা সংযোগসম্বন্ধে ঘটাধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে ঘটাত্যন্তাভাব স্বীকার করেন। ঘটাধিকরণে ঘটের অত্যন্তাভাব সিদ্ধান্তী স্বীকার না করিলেও পূর্ব্বপক্ষিগণ স্বীকার করেন। ঘটের অত্যন্তাভাব ভূতলাদিতে আছে বলিয়া স্বীকার করিলে সেই ভূতলাদিতে আর ঘট থাকিতে পারিবে না—ইহাই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়।

ইহাতে বক্তব্য এই যে, বিরোধী বলিয়া ঘটাধিকরণে ঘটের অত্যন্তাভাব যেমন থাকিতে পারে না, তদ্রূপ ঘটাত্যন্তাভাবের অধিকরণে ঘটও থাকিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য—এই বিরোধ-পরিহারের জন্য কি ভূতলাদিতে ঘটের অসত্ত্ব, অথবা ঘটাত্যন্তাভাবের অসত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ভূতলাদিতে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে বলিয়া ঘটেরই অসত্ত্ব সিদ্ধান্তী স্বীকার করুন না কেন? এইরূপ আপত্তিতে মূলকার বলিতেছেন—**"আধারাধেয়-ভাবস্য"** ইতি। ঘট ও ভূতলের আধার-আধেয়ভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া ভূতলে ঘটেরই অসত্ত্ব কল্পনা করিয়াই ঘটের অত্যন্তাভাব স্বীকার করা সঙ্গত নহে।

যদি বলা যায়, ঘটবদ্ভূতলে ঘটাত্যন্তাভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব অনুমানসিদ্ধ হইবে, আর তজ্জন্য—

ঘটসংযোগি ভূতলং সমবায়েন ঘটাত্যন্তাভাববৎ, ... (প্রতিজ্ঞা)

ঘটসমবায়াভাবাৎ, ... (হেতু)

যদ্ যদীয়সম্বন্ধাভাববৎ তৎ তদভাববান্, যথা নিত্যরূপম্ (উদাহরণ)

এইরূপ অনুমান করা হইবে? ভূতলাদিতে ঘটের সমবায়সম্বন্ধ নাই বলিয়া সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে, যেমন ভূতলাদিতে নীল-রূপের সমবায়সম্বন্ধ নাই বলিয়া সমবায়সম্বন্ধে নীলরূপের অত্যন্তাভাব আছে, ইত্যাদি। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—**"উক্তযুক্তেশ্চ"** ইত্যাদি। অর্থাৎ গগনাদিতে ভূতলাদিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বের অনুমানে অনুকূল তর্ক নাই বলিয়া যেমন গগনাদিতে তাদৃশ অত্যন্তা-ভাবপ্রতিযোগিত্বের সিদ্ধি হয় না, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও ঘটসংযোগী ভূতলে ঘটাত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। উক্ত যে যুক্তি, অর্থাৎ অনুমানে অনুকূল তর্করাহিত্য, তৎপ্রযুক্তই ঘটসংযোগী ভূতলে সমবায় সম্বন্ধে ঘটাত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয় না।

মূল কথা এই যে, "ঘটসংযোগি ভূতলং সমবায়েন ঘটাত্যন্তাভাববৎ, ঘটসমবায়াভাবাৎ" এই উক্ত অনুমানে অনুকূল তর্ক নাই। অনুকূল তর্ক-রহিত সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানমাত্রদ্বারা অনভিমত বস্তুরও সিদ্ধির প্রসঙ্গ হয়। অনুকূলতর্করহিত প্রদর্শিত অনুমানদ্বারা যদি ঘটবদ্ ভূতলে, ঘটের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয় তবে, তাদৃশ অনুমানদ্বারা ভূতলাদিতেও পূর্ব্বপক্ষীর অনভিমত ঘটধ্বংসাদিরও সিদ্ধির আপত্তি হইয়া পড়ে। যেমন—

"ভূতলং ঘটধ্বংসবৎ	...	(প্রতিজ্ঞা)
কপালভূতলান্যতরত্বাৎ	...	(হেতু)
কপালবৎ"	...	(দৃষ্টান্ত)

এই অনুমানদ্বারা ভূতলে ঘটধ্বংসেরও সিদ্ধি হইতে পারিবে। আর যদি পূর্ব্বপক্ষী এরূপ বিবেচনা করেন যে, ভূতলাদিতে ঘটাদির ধ্বংসের সিদ্ধি না হইলে কোন কার্য্যের অনুপপত্তি নাই, তবে প্রকৃত-স্থলেও ঘটবদ্ভূতলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাবের সিদ্ধি না হইলে কোন কার্য্যের অনুপপত্তি নাই বলিয়া তাহাও সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং ঘটাদিতে স্বীয় অত্যন্তাভাব সামানাধিকরণ্যের সাধক কোন প্রমাণ নাই

বলিয়া, প্রত্যুক্ত ঘটাত্যন্তাভাবত্বরূপেই ঘটাত্যন্তাভাবের ঘটবিরোধিতাতে লাঘব হয় বলিয়া ঘটবদ্ভূতলে সমবায় সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাবের সিদ্ধি হইবে না। আর এজন্য পূর্ব্বে মূলগ্রন্থে যে বলা হইয়াছিল,—যে সম্বন্ধে যে যাহার অধিকরণ সেই সম্বন্ধে সেই অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিতে হইবে, তাহা না বলিলে সংযোগসম্বন্ধে যাহা ঘটের অধিকরণ, সমবায়সম্বন্ধে সেই অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘট হয় বলিয়া সমুদায় বৃত্তিমৎ পদার্থে সিদ্ধসাধনতাদোষ দুরুদ্ধর হইয়া উঠে—ইত্যাদি, তাহার আর প্রয়োজন রহিল না। যেহেতু প্রদর্শিত প্রকারে বৃত্তিমৎ ঘটাদিতে সিদ্ধসাধনতা শঙ্কাই উত্থান হয় না।

বৃত্তিমৎ ঘটাদিকে গ্রহণ করিয়া প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধনতা শঙ্কা নিরাস করিয়া অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিকে গ্রহণ করিয়া প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধনতা শঙ্কা নিরাস করিবার জন্য বলিতেছেন—**"এবং চ"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—সংযোগাদিতে স্বীয় অত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্য নাই বলিয়া সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তিই নহে। সংযোগাদিরও ব্যাপ্য-বৃত্তিতার প্রতীতি উপপাদন করিয়া বলিতেছেন—**"অগ্রে বৃক্ষঃ কপিসংযোগী"** ইত্যাদি। "অগ্রে বৃক্ষঃ কপিসংযোগী, ন মূলে" এইরূপ প্রতীতিতে বৃক্ষের কপিসংযোগবত্ত্ব ও কপিসংযোগাভাববত্ত্ব বিষয় হয় না, অর্থাৎ কপিসংযোগ ও তাহার অত্যন্তাভাবের অধিকরণ বৃক্ষই হয় না। হইলে কপিসংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি হইত। কিন্তু বৃক্ষের অগ্র কপিসংযোগের অধিকরণ ও বৃক্ষের মূল কপিসংযোগাভাবের অধিকরণ-রূপে উক্ত প্রতীতির বিষয় হয়। আর যদি বলা যায় যে, কপিসংযোগের অধিকরণ এবং কপিসংযোগাভাবেরও অধিকরণ বৃক্ষই উক্ত প্রতীতিতে বিষয় হয়, কিন্তু বৃক্ষের অগ্র ও মূল নহে, তবে অগ্রাবচ্ছিন্ন বৃক্ষ কপি-সংযোগের অধিকরণ এবং মূলাবচ্ছিন্ন বৃক্ষ কপিসংযোগাভাবের অধি-করণরূপে প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। অগ্রাবচ্ছিন্ন বৃক্ষ ও মূলাব-

চ্ছিন্ন বৃক্ষ বিভিন্ন। আর ইহাতেও সংযোগাদির অব্যাপ্যবৃত্তিতার শঙ্কা থাকে না। এইরূপে সর্ব্বত্রই সংযোগ ও তাহার অভাবের অধিকরণ বিভিন্ন হয় বলিয়া সংযোগাদি আর কোথাও অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে না।

আর ইহাতে অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিকে লইয়া প্রকৃত-মিথ্যাত্বানুমানে সিদ্ধসাধনতা দোষবারণের জন্য যে মূলকার বলিয়াছিলেন,—যে সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদে যাহার অধিকরণতাপ্রতীতি যাহাতে হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে তদধিকরণক অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব—এইরূপে অবচ্ছেদকবিশেষের যে অনুধাবন করা হইয়াছে তাহারও আর আবশ্যকতা নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গগনাদিতে সিদ্ধসাধনতাবারণের জন্য "যে যাহার অধিকরণ" ইত্যাদি এবং বৃত্তিমদ্ ঘটাদিতে সিদ্ধসাধনতাবারণের জন্য "যে সম্বন্ধে যে যাহার অধিকরণ" ইত্যাদি এবং অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিতে সিদ্ধসাধনতাবারণের জন্য অবচ্ছেদকবিশেষের গ্রহণ—ইত্যাদি করিবার আর আবশ্যকতা নাই।

আর যদি এরূপ করিতে না হইল, তবে মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যটীর আকার কিরূপ হইবে—এরূপ জিজ্ঞাসাতে মূলকার বলিতেছেন—**তদা সন্মাত্রনিষ্ঠ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—শুদ্ধব্রহ্মরূপ সদ্বস্তুতে যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। অর্থাৎ সত্ত্বের ব্যাপকীভূত যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। শুদ্ধসদ্রূপ বস্তুর সহিত অভাবত্ববিশিষ্ট সদ্রূপ বস্তুর তাদাত্ম্যসম্বন্ধ আছে—এজন্য অভাবটী অধিকরণস্বরূপ হইলেও অত্যন্তাভাবে সত্ত্বধর্ম্মের ব্যাপকতাভঙ্গ হইল না। "অভাব অধিকরণস্বরূপ" এই সিদ্ধান্তানুসারে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত যে আধার-আধেয়ভাব তাহারও অনুপপত্তি হইল না। কারণ, ঘটাদির অভাবের সহিত ভূতলাদির তাদাত্ম্যসম্বন্ধ

স্বীকার করা হয় বলিয়া "নেহ নানাস্তি" শ্রুতির "ইহ" পদার্থ যে ব্রহ্মবস্তু সেই ব্রহ্মবস্তুতে প্রপঞ্চাভাবতাদাত্ম্যই উক্ত শ্রুতির দ্বারা বোধিত হইয়া থাকে।৪১

টীকা

৪১। অবৃত্তিগগনাদিষু আপাতদৃষ্ট্যা সিদ্ধসাধনতায়াঃ পরিহারঃ অভিহিতঃ, ইদানীং পারমার্থিকং তম্ আবিষ্কুর্বন্ন আহ—**যদি পুনঃ** ইতি। "যদি পুনঃ" ইত্যস্য ব্যবহিতেন "তদা" ইত্যনেন সম্বন্ধঃ। অবৃত্তিগগনাদীনাং যদ্ অবৃত্তিত্বং তৎ সিদ্ধান্ত্যভিমতমেব, এতন্মিথ্যাত্বা-নুমানেনৈব তেষাম্ অবৃত্তিত্বনিরূপণাৎ। প্রাক্ তু এতন্মিথ্যাত্বানুমানাৎ তেষাং গগনাদীনাম্ অবৃত্তিত্বম্ অসিদ্ধমেব। গগনাদীনাং যৎ সর্ব্বত্রা-বৃত্তিত্বং তৎ এতন্মিথ্যাত্বানুমানাধীনমেব। ন তু এতদনুমানাৎ প্রাক্ তার্কিকরীত্যা অবৃত্তিতয়া প্রসিদ্ধং গগনং পুনঃ এতদনুমানেন অবৃত্তিতয়া নিশ্চীয়তে। অনুমানাৎ প্রাক্ গগনাদীনাম্ অবৃত্তিত্বে সিদ্ধে এব প্রকৃত-মিথ্যাত্বানুমানে সিদ্ধসাধনতা স্যাৎ। মিথ্যাত্বানুমানাৎ পূর্ব্বং গগনাদী-নাম্ অবৃত্তিত্বম্ অসিদ্ধম্ ইতি দর্শয়িতুম্ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ এব গগনাদেঃ অসিদ্ধং সুতরামেব কেবলান্বয্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ উক্তম্ ইতি ভাবঃ। **ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বম্** ইতি। যথা ধ্বংস-প্রতিযোগিত্বং প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বং চ গগনাদৌ নাস্তি, "ইহ গগনং ধ্বস্তম্, ইহ গগনং ভবিষ্যতি" ইতি গগনে ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব-সাধকপ্রতীতেঃ অভাবাৎ, তথা অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমপি গগনাদৌ নাস্তি, অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বসাধকপ্রতীতেঃ মিথ্যাত্বানুমানাৎ পূর্ব্বম্ অভাবাৎ। "ইহ গগনং নাস্তি" ইতি প্রত্যক্ষপ্রতীতেঃ অসম্ভবাৎ। প্রতিযোগিনঃ গগনস্য অপ্রত্যক্ষত্বাৎ ইত্যাহ—**সাধকমানাভাবস্য তুল্যত্বাৎ** ইতি। যথা গগনে ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বসাধিকা-প্রতীতিঃ নাস্তি, তথা প্রকৃতমিথ্যাত্বানুমানাৎ পূর্ব্বম্ অত্যন্তাভাবপ্রতি-

যোগিত্বসাধিকাপ্রতীতিরপি নাস্তি ইতি ভাবঃ। ন চ মিথ্যাত্বানুমানাৎ প্রাক্ গগনে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বসাধকপ্রাত্যক্ষিকপ্রতীতেঃ অসত্ত্বেঽপি অনুমিত্যাত্মিকা প্রতীতিঃ উক্তপ্রতিযোগিত্বসাধিকা ভবিষ্যতি ইত্যাহ—**অনুমানে চ** ইতি। ন চ গগনং ভূতলাদিনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি, ভূতলাদিনিষ্ঠবৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধস্য অপ্রতিযোগিত্বাৎ, তদবৃত্তিধর্ম্মাদিবৎ—ইতি অনুমানমেব গগনাদৌ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বে মানম্ ইতি বাচ্যম্। তাদৃশানুমানে **অনুকূলতর্কাভাবাৎ** ইতি। প্রত্যক্ষাযোগ্যস্যাপি অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং তত্রৈব অনুমীয়তে, যত্র তদনঙ্গীকারে অনিষ্টপ্রসক্তিঃ স্যাৎ। যথা—অতীন্দ্রিয়স্য গুরুত্বাদেঃ তেজঃপ্রভৃতিষু অত্যন্তাভাবঃ অনুমীয়তে। অন্যথা তেজঃপ্রভৃতিষু গুরুত্বাভাবানঙ্গীকারে তেজঃপ্রভৃতীনাং গুরুত্ববত্ত্বাপত্ত্যা পতনাদ্যাপত্তেঃ। তেজঃপ্রভৃতীনাং পতনম্ অনিষ্টং, তস্য আপত্ত্যা তেজঃপ্রভৃতিষু অতীন্দ্রিয়স্যাপি গুরুত্বস্য অত্যন্তাভাবঃ অনুমীয়তে। প্রকৃতে তু ভূতলাদৌ গগনাভাবানঙ্গীকারে কস্যচিৎ অনিষ্টস্য আপত্ত্যভাবাৎ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং গগনাদেঃ ন সিধ্যতি। অনুকূলতর্করহিতেনাপি অনুমানেন গগনাদৌ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং যদি সিধ্যেৎ, তর্হি গগনাদৌ ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বয়োঃ সিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ, ইত্যত আহ—**সামান্যতোদৃষ্টমাত্রেণ** ইতি। সামান্যতোদৃষ্টমাত্রেণ ইত্যত্র মাত্রপদম্ অনুমানস্য অনুকূলতর্করাহিত্যং সূচয়তি। অনুকূলতর্করহিতেন সামান্যতোদৃষ্টেন অন্বয়ব্যতিরেকিণা অনুমানেন ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ। যথা—

গগনং ধ্বংসপ্রতিযোগি	...	(প্রতিজ্ঞা)
গগনঘটান্যতরত্বাৎ ...	...	(হেতু)
ঘটবৎ। ...	...	(দৃষ্টান্ত)

এবং—

গগনং প্রাগভাবপ্রতিযোগি ... (প্রতিজ্ঞা)
গগনঘটান্যতরত্বাৎ ... ... (হেতু)
ঘটবৎ ... . (দৃষ্টান্ত)

ইত্যাদ্যনুকূলতর্কবিরহিতেন সামান্যতোদৃষ্টানুমানেন তাদৃশপ্রতিযোগিত্ব-সিদ্ধিঃ স্যাৎ।

নম্ন এবং গগনস্য অতীন্দ্রিয়তয়া "ইহ গগনং নাস্তি" ইত্যাদিপ্রত্যক্ষ-প্রতীতেঃ অসম্ভবাৎ যদি গগনাত্যন্তাভাবঃ ন সিধ্যেৎ, তর্হি গগনাদৌ ঘটাদিপ্রতিযোগিকভেদোঽপি ন সিধ্যেৎ, অযোগ্যানুযোগিকভেদস্য প্রত্যক্ষাযোগ্যত্বাৎ। অযোগ্যাধিকরণকভেদস্য প্রত্যক্ষাভাবাৎ ঘটভেদো-ঽপি গগনে ন সিধ্যেৎ। প্রত্যক্ষতঃ গগনাদিষু তাদৃশভেদাসিদ্ধৌ অপি অনুমানেন সাধনে অনুকূলতর্কাভাবস্য কথয়িতুং শক্যত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**তদ্ব্যতিরেকেণ** ইত্যাদি। ন হি কস্যচিৎ প্রত্যক্ষতঃ অসিদ্ধিমাত্রেণ অসিদ্ধিঃ, অতীন্দ্রিয়বস্তুমাত্রবিলয়প্রসঙ্গাৎ। প্রত্যক্ষেণ অসিদ্ধস্যাপি অনুমানেন সিদ্ধিঃ ভবিতুম্ অর্হত্যেব। ন হি অনুমানেন অতীন্দ্রিয়গগনাদিসিদ্ধিঃ ভবতি এতাবতা অতীন্দ্রিয়বিষাণমপি শশাদৌ অনুমীয়েত। তত্রৈব তৎ অনুমীয়েত যত্র তদসিদ্ধ্যা কস্যচিৎ কার্যস্য অনুপপত্তিঃ স্যাৎ। ন হি শশে বিষাণাসিদ্ধ্যা কস্যচিৎ কার্যস্য অনু-পপত্তিঃ অস্তি এবং প্রকৃতেঽপি গগনে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বাসিদ্ধ্যা ন কস্যচিৎ কার্যস্য অনুপপত্তিঃ অস্তি। গগনাদৌ ঘটাদিভেদস্য অসিদ্ধত্বে ঘটত্বাদেঃ আকাশাদিবৃত্তিত্বাপত্ত্যা ঘটাদীনাং কপালাদিকার্যত্বপ্রত্যক্ষস্য অনুপপত্তিঃ স্যাৎ আকাশস্য ঘটাৎ অভেদে ঘটত্বস্য নিত্যানিত্যসাধারণ-তয়া কপালকার্যতানবচ্ছেদকত্বাৎ। তথা চ এতন্নিখ্যাত্বানুমানাৎ প্রাক্ গগনাদৌ কেবলান্বয়্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বাসিদ্ধ্যা অস্মিন্ মিথ্যাত্বানু-মানে ন সিদ্ধসাধনতাশঙ্কা অপি ইতি ভাবঃ।

যথ [illegible] নাদৌ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বসাধকপ্রত্যক্ষানুমানাভ-

ভাবাৎ ন অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং সিধ্যতি এবং ঘটাদীনামপি স্বাত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যসাধকপ্রত্যক্ষানুমানয়োঃ অভাবাৎ তাদৃশ-সামানাধিকরণ্যাভাবেন কস্যচিৎ কার্য্যস্য অনুপপত্তেঃ অভাবাৎ চ ন ঘটাদীনাং স্বাত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যম্ ইত্যাশয়বান্ আহ—এব-মিতি। সংযোগসম্বন্ধেন ঘটবতি ভূতলে সমবায়সম্বন্ধেন ঘটাভাবসত্ত্বে ঘটস্য স্বাত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যং স্যাৎ, কিন্তু তাদৃশস্থলে সমবায়েন ঘটাভাবসত্ত্বে প্রত্যক্ষানুমানাদিপ্রমাণাভাবেন তদ্ অসিদ্ধেঃ। ঘটাদেঃ স্বাত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যাসিদ্ধৌ তু সংযোগসম্বন্ধেন যদ্ ঘটাধিকরণং সমবায়সম্বন্ধেন তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতয়া বৃত্তিমৎসু ঘটাদিষু ন সিদ্ধসাধনপ্রসঙ্গঃ। নাপি তৎসমাধানায় যেন সম্বন্ধেন যৎ যস্য অধিকরণম্ ইত্যাদি রূপেণ মিথ্যাত্বং নির্ব্বাচ্যম্—ইতি ভাবঃ।

ননু প্রতিযোগ্যত্যন্তাভাবয়োঃ এব বিরোধিত্বাৎ ঘটাদীনাং ন স্বাত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যম্। এতদ্‌বিরোধিত্বমপি সম্বন্ধবিশেষম্ অন্তর্ভাব্য এব কল্পনীয়ম্। বিরোধিত্বং নাম সহানবস্থানলক্ষণম্। প্রতি-যোগিনা সহ ন তদত্যন্তাভাবঃ অবতিষ্ঠতে। তদ্দেশকালাবচ্ছেদেন যেন সম্বন্ধেন তদ্রূপাবশিষ্টপ্রতিযোগিনঃ অধিকরণে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-তদ্রূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকতদত্যন্তাভাবঃ তদ্দেশকালাবচ্ছেদেন ন বর্ত্ততে ইত্যেব প্রতিযোগিতদত্যন্তাভাবয়োঃ সহানবস্থানলক্ষণং বিরোধিত্বম্। তথা চ কথং সম্বন্ধবিশেষানন্তর্ভাবঃ, তাদৃশবিরোধান্যথানু-পপত্তিরেব সংযোগসম্বন্ধেন ঘটাধিকরণে সমবায়সম্বন্ধেন ঘটাভাবস্য সাধিকা। এবং চ কথম্ উক্তং মূলকৃতা—"সংযোগসম্বন্ধেন ঘটবতি ভূতলে সমবায়সম্বন্ধেন ঘটাভাবসত্ত্বে মানাভাবাৎ" ইতি, তাদৃশবিরোধা-ন্যথানুপপত্তেরেব মানত্বাৎ; ইত্যভিপ্রেত্য আহ—**"লাঘবেন"** ইতি। অভাবীয়প্রতিযোগিতায়াঃ সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বস্য অকল্পনয়া লাঘবেন, সম্বন্ধ-বিষয়ত্বঘটিতরূপেণ অভাববুদ্ধেঃ প্রতিবন্ধকত্বস্য অকল্পনয়াপি লাঘব-

সম্ভবেন চ ইত্যর্থঃ। **ঘটাত্যন্তাভাবত্বেনৈব** ইতি। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধম্ অনন্তর্ভাব্য ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাত্যন্তাভাবত্বেনৈব ঘটসামানাধিকরণ্যং প্রতি সাক্ষাৎ বিরোধিত্বকল্পনাৎ জ্ঞানদ্বারকবিরোধিত্বেঽপি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবিষয়ত্বঘটিতরূপেণ অভাবনিশ্চয়স্য প্রতিবন্ধকত্বাকল্পনাৎ চ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতয়া সম্বন্ধবিশেষপ্রবেশে গৌরবাৎ ন ঘটাদেঃ তদত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যম্। তথাচ একস্য প্রতিযোগিনঃ নানাসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকানন্তাভাবকল্পনং **গৌরবগ্রস্তম্** ইতি ভাবঃ।

ননু ঘটসংযুক্তে ভূতলাদৌ সমবায়েন ঘটো নাস্তি ইতি প্রতীতেঃ অন্যথানুপপত্ত্যা অভাবীয়প্রতিযোগিত্বস্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বং সিধ্যেৎ, ইত্যত আহ—**ঘটসমবায়াত্যন্তাভাবমাত্রবিষয়তয়া** ইতি। ঘটসংযুক্তে ভূতলাদৌ যা সমবায়েন ঘটো নাস্তি ইতি প্রতীতিঃ সা ন সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকঘটাভাববিষয়িণী, কিন্তু ঘটসমবায়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাববিষয়িণী। তাদৃশপ্রতীতেঃ সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকঘটাভাবঃ ন বিষয়ঃ, কিন্তু ঘটসমবায়াভাবঃ। তথা চ সংযোগেন ঘটবতি ভূতলে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকঘটাভাবঃ অসিদ্ধঃ এব। যা তু সমবায়েন ঘটো নাস্তি ইতি প্রতীতিঃ সা তু ঘটসমবায়াভাবং কিঞ্চিৎসম্বন্ধানবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকম্ আদায় এব পর্যবসাতি, ন তু ঘটাভাবম্ অবগাহতে। অতঃ ন ঘটাদেঃ স্বাত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যম্ ইতি ভাবঃ। অতএব উক্তং মূলকৃতা সমবায়েন অত্র ঘটো নাস্তি ইতি **প্রতীতেঃ** ঘটসমবায়াভাবমাত্রবিষয়তয়া **উপপত্তেঃ** ইতি।

সমবায়েন ঘটো নাস্তি ইত্যত্র ন ঘটাদেঃ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং কিন্তু ঘটীয়সমবায়স্যৈব, যথ—"শিখী চৈত্রো নষ্টঃ" ইত্যত্র ন চৈত্রস্য নাশপ্রতিযোগিত্বম্, কিন্তু চৈত্রীয়শিখায়াঃ, চৈত্রস্য বিদ্যমানত্বাৎ। এবং ঘটবত্যপি ঘটাভাবঃ ন ভবিতুম্ অর্হতি, কিন্তু ঘটীয়সমবায়সম্বন্ধস্যৈব

অভাবঃ। প্রতিযোগিতায়াঃ কিঞ্চিৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ববাদিভিরপি "সমবায়েন অত্র ঘটঃ" ইতি জ্ঞানং প্রতি অত্র ঘটসমবায়ঃ নাস্তি ইতি নিশ্চয়স্য স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্না যা ঘটসমবায়ত্বাবচ্ছিন্না প্রতিযোগিতা তন্নিরূপকভাববিষয়ত্বেন প্রতিবন্ধকত্বং বাচ্যম্। সিদ্ধান্তিভিঃ তু তাদৃশনিশ্চয়স্য ঘটসমবায়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাববিষয়ত্বেনৈব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধানন্তর্ভাবেণৈব প্রতিবন্ধকত্বং বাচ্যম্। তথাচ প্রতিবন্ধকতায়াং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাপ্রবেশকৃতং লাঘবমেব সিদ্ধান্তিনাম্। এবং ব্যধিকরণসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবস্থলে "সংযোগেন রূপং নাস্তি" ইত্যাদিপ্রতীতৌ সিদ্ধান্তিমতে রূপীয়সংযোগাদেঃ অপ্রসিদ্ধৌ অপি রূপীয়ত্বেন সংযোগাভাবস্যৈব বিষয়ত্বাৎ। ব্যধিকরণসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবস্থলে অস্মাভিঃ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবস্যৈব স্বীকৃতত্বাৎ ন কোঽপি দোষঃ।

নম্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধম্ অনন্তর্ভাব্য ঘটাত্যন্তাভাবত্বেনৈব সাক্ষাৎ ঘটাবিরোধিত্বস্বীকারে অপি সমবায়াদিসম্বন্ধেন ঘটাত্যন্তাভাবস্য ভূতলাদৌ পরৈঃ অভ্যুপগততয়া সিদ্ধান্তিভিরপি ভূতলাদৌ ঘটাত্যন্তাভাবঃ অঙ্গীক্রিয়তাম্। ঘটাত্যন্তাভাবত্বেনৈব ঘটাবিরোধিতয়া ঘটস্যৈব বরম্ অবৃত্তিত্বং পরিকল্প্য বিরোধঃ প্রতিসমাধীয়তাম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**অধারাধেয়ভাবস্য** ইতি। ঘটভূতলয়োঃ আধারাধেয়ভাবস্য ইত্যর্থঃ। তাদৃশাধারাধেয়ভাবস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বেন ঘটস্য অবৃত্তিত্বম্ আদায় ভূতলাদৌ সমবায়েন ঘটাত্যন্তাভাবাঙ্গীকারঃ ন যুজ্যতে। ঘটাত্যন্তাভাবেনৈব ঘটবিরোধিত্বাৎ সংযোগেন ঘটবতি ভূতলাদৌ ন সমবায়েন ঘটাত্যন্তাভাবাঙ্গীকারঃ সম্ভবতি।

নম্ন ঘটসংযোগি ভূতলং ঘটাত্যন্তাভাববৎ ঘটসমবায়াভাবাৎ, নিত্যরূপবৎ ইত্যনুমানেন ঘটবতি ভূতলে ঘটাত্যন্তাভাবঃ অনুমাস্যতে। ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**উক্তযুক্তেশ্চ** ইতি। গগনাদৌ ভূতলাদিনিষ্ঠাত্যন্তা-

ভাবপ্রতিযোগিতানুমানে অনুকূলতর্কাভাবাৎ যথা ন গগনস্য তাদৃশপ্রতিযোগিত্বসিদ্ধিঃ তথা প্রকৃতেঽপি ইতি দর্শয়িতুম্—**উক্তযুক্তেশ্চ** ইত্যুক্তম্। উক্তা যা যুক্তিঃ অনুমানে অনুকূলতর্করাহিত্যম্, যথা সামান্যতোদৃষ্টমাত্রেণ অনুকূলতর্করহিতেন অনুমানেন অনভিমতাসিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ, তথা প্রকৃতেঽপি ইতি ভাবঃ। ঘটবতি ভূতলাদৌ ঘটাত্যন্তাভাবানুমানে অনুকূলতর্কাভাবঃ। অনুকূলতর্করাহিত্যেনাপি অনুমানেন ঘটবতি ভূতলে ঘটাত্যন্তাভাবসিদ্ধৌ ভূতলে অপি অনভিমতস্য ঘটধ্বংসাদেরপি সিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ। যথা ভূতলং ঘটধ্বংসবৎ, কপালভূতলান্যতরত্বাৎ, কপালবৎ, ইতি অনুমানতঃ ঘটধ্বংসস্যাপি ভূতলে সিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ। যদি তু তদ্ব্যতিরেকেণ কস্যচিৎ কার্য্যস্য অনুপপত্তেঃ অভাবাৎ ন ভূতলাদৌ ঘটধ্বংসাদেঃ সিদ্ধিঃ ইতি বিভাবয়সি, তর্হি প্রকৃতেঽপি তুল্যম্। তথাচ ঘটাদেঃ তদত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যসাধকপ্রমাণাভাবাৎ প্রত্যুত ঘটাত্যন্তাভাবত্বেনৈব ঘটবিরোধিত্বে লাঘবাৎ ন ঘটবতি ভূতলে সমবায়েন ঘটাত্যন্তাভাবস্য সিদ্ধিঃ। এবং চ যেন সম্বন্ধেন যৎ যস্য অধিকরণং তেন সম্বন্ধেন তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বং বাচ্যম্, অন্যথা সংযোগসম্বন্ধেন যদ্ ঘটাধিকরণং সমবায়সম্বন্ধেন তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতয়া সর্ব্বেষু বৃত্তিমৎসু দুষ্করঃ সিদ্ধসাধনম্—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বম্ অনুপাদেয়মেব, প্রদর্শিতরীত্যা বৃত্তিমৎসু ঘটাদিষু সিদ্ধসাধনতাশঙ্কায়াঃ এব অনুত্থানাৎ।

বৃত্তিমদ্‌ঘটাদিকম্ আদায় প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধনতাশঙ্কাং নিরস্য অব্যাপ্যবৃত্তিসংযোগাদিকম্ আদায় প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধনতাশঙ্কাং নিরসিতুম্ আহ—**এবং চ** ইতি। সংযোগাদিষু স্বাত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যাভাবাৎ ন সংযোগাদীনাম্ অব্যাপ্যবৃত্তিত্বম্। সংযোগাদীনামপি ব্যাপ্যবৃত্তিতয়া প্রতীতিম্ উপপাদয়ন্ আহ—**অগ্রে বৃক্ষঃ কপিসংযোগী** ইত্যাদি। "অগ্রে বৃক্ষঃ কপিসংযোগী ন মূলে" ইতি

প্রতীত্যা ন বৃক্ষস্য কপিসংযোগতদভাববত্ত্বং কিন্তু বৃক্ষীয়াগ্রমূলয়োরেব কপিসংযোগতদভাববত্ত্বম্। অথবা অগ্রাবচ্ছিন্নবৃক্ষস্য কপিসংযোগবত্ত্বং মূলাবচ্ছিন্নবৃক্ষস্য তদভাববত্ত্বম্, অগ্রাবচ্ছিন্নবৃক্ষাৎ মূলাবচ্ছিন্নবৃক্ষস্য ভিন্নত্বাৎ। তথাচ সংযোগতদভাবয়োঃ ন কুত্রাপি অব্যাপ্যবৃত্তিতা। এবং চ অব্যাপ্যবৃত্তিসংযোগাদিকম্ আদায় প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধনতাবারণায় মিথ্যাত্বলক্ষণে "যেন সম্বন্ধেন যেন চ অবচ্ছেদকবিশেষেণ যদধিকরণতাপ্রতীতিঃ যত্র ভবিতুম্ অর্হতি তেনৈব সম্বন্ধবিশেষেণ তেনৈব চ অবচ্ছেদকবিশেষেণ তদধিকরণকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং তস্য মিথ্যাত্বম্" ইতি অবচ্ছেদকবিশেষানুধাবনং ন কর্ত্তব্যম্; এবঞ্চ অব্যাপ্যবৃত্তিগগনাদিষু সিদ্ধসাধনতাবারণায় যৎ যস্য অধিকরণম্ ইত্যাদিকং ন বাচ্যম্, ন বা বৃত্তিমৎসু ঘটাদিষু সিদ্ধসাধনতাবারণায় যেন সম্বন্ধেন যৎ যস্য অধিকরণম্ ইত্যাদিকং ন বা অব্যাপ্যবৃত্তিসংযোগাদিষু সিদ্ধসাধনতাবারণায় অবচ্ছেদকবিশেষঃ অন্তর্ভাবনীয়ঃ, এবং তর্হি পর্য্যবসিতং সাধ্যং মিথ্যাত্বং কীদৃক্ ইত্যতঃ আহ—**তদা সত্মাত্রনিষ্ঠেতি**। সত্ত্বব্যাপকীভূতাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ অর্থঃ। কেবলসদ্রূপস্য অভাবত্ববিশিষ্টসদ্রূপেণ সহ তাদাত্ম্যসম্বন্ধসত্ত্বাৎ অধিকরণমেব অভাবঃ ইতি মতেঽপি ন অত্যন্তাভাবে সত্ত্বব্যাপকত্বক্ষতিঃ। ন বা "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি শ্রুতেরপি অনুপপত্তিঃ, অভাবস্য অধিকরণাত্মকত্বমতে ঘটাদ্যভাবস্য ভূতলাদৌ তাদাত্ম্যসম্বন্ধস্বীকারেণ ব্রহ্মণি প্রপঞ্চাভাবতাদাত্ম্যস্যৈব "নেহ নানা" ইতি শ্রুত্যা বোধনাৎ।৪১

তাৎপর্য্য।

সিদ্ধসাধনতাদোষ না হইবার অন্য কারণ।

৪১। এক্ষণে মূলকার স্বীয় গূঢ় অভিপ্রায় জানাইতেছেন, যথা—পূর্ব্বপক্ষী যে সিদ্ধসাধনতা দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা হইতেই পারে না। যেহেতু এই প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমান প্রযুক্ত হইবার পূর্ব্বে গগনাদিতে

কেবলান্বয়ী অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব এবং এক সম্বন্ধে বৃত্তিমদ্ ঘটাদিতেও অন্য সম্বন্ধে স্বসামানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিত্ব যদি সিদ্ধ থাকিত, তবে পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধসাধনতাদোষের উদ্ভাবন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা নাই। তাদৃশ প্রতিযোগিত্বে কোন প্রমাণই নাই। ইহাই দেখাইতে যাইয়া মূলকার **যদি পুনঃ** ইত্যাদি বলিয়াছেন। আকাশাদিতে ধ্বংস ও প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্বে সাধক যেমন কোন প্রমাণ নাই, তদ্রূপ মিথ্যাত্বানুমান অবতারের পূর্ব্বে আকাশাদিতে অত্যন্তাভাবের প্রতি-যোগিত্বসাধক কোন প্রমাণ নাই। আকাশাদিতে যে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা আছে, তাহার সাধক এই মিথ্যাত্ব অনুমান। তাহা অন্য প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং মিথ্যাত্বানুমানের পূর্ব্বে আকাশাদিতে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ নাই বলিয়া পূর্ব্বপক্ষিগণ সিদ্ধ-সাধনতাদোষ উদ্ভাবন করিবেন কিরূপে?

অনুমানদ্বারা সিদ্ধসাধনতার শঙ্কা।

যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, গগনাদি অপ্রত্যক্ষ বলিয়া তাহার অত্যন্তা-ভাব প্রত্যক্ষ হইতে না পারিলেও অর্থাৎ উক্ত অত্যন্তাভাবে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ না থাকিলেও তাহাতে অনুমান প্রমাণ আছে। আর অনুমান প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ অত্যন্তাভাবকে লইয়া সিদ্ধসাধনতাদোষ হইবে।

অনুমানদ্বারাও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

তবে জিজ্ঞাসা এই যে, সে অনুমান প্রমাণটী কি? যদি বলা হয় সে অনুমানটী—

গগনাদি ভূতলনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী, (প্রতিজ্ঞা)

ভূতলনিষ্ঠবৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধের অপ্রতিযোগিত্বই হেতু। (হেতু)

তাহা হইলে বলিব এ অনুমানদ্বারাও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। এই অনুমানকে লক্ষ্য করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**অনুমানে অনুকূল-তর্ক নাই**। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষপ্রমাণ উক্ত

অত্যন্তাভাবের সাধক নহে, যেহেতু **"ইহ আকাশো নাস্তি"**— এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতি সম্ভাবিত নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান— উভয় প্রমাণদ্বারা উক্ত অত্যন্তাভাব সিদ্ধ নহে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী অবৃত্তি গগনাদিতে সিদ্ধসাধনতাদোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন না।

গগনাভাবে অনুকূলতর্কের অভাব প্রদর্শন।

তাহার পর দেখ, প্রদর্শিত অনুমানে অনুকূলতর্ক নাই, অবশ্য অতীন্দ্রিয় বস্তুরও অত্যন্তাভাব অনুমিত হইয়া থাকে। যেমন অতীন্দ্রিয় গুরুত্বপ্রভৃতি ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব, তেজঃ প্রভৃতিতে অনুমিত হইয়া থাকে। এই অনুমানে অনুকূলতর্ক এই—**যদি তেজঃ প্রভৃতিতে গুরুত্ব থাকিত, তবে তেজও গুরু হইয়া পড়িত।** আর তাহাতে তেজঃপ্রভৃতির পতন ঘটিত। কারণ, পতনের অসমবায়ি-কারণকে গুরুত্ব বলে। তেজঃপ্রভৃতির পতনাদি-আপত্তি অনিষ্টা-পত্তি। এই আপত্তিরূপ তর্কই তেজঃপ্রভৃতিতে গুরুত্বাভাবানুমানে অনুকূলতর্ক। কিন্তু প্রকৃতস্থলে অর্থাৎ গগনাদির অত্যন্তাভাবপ্রতি-যোগিত্বসাধিকে এরূপ কোন অনুকূলতর্ক নাই। যেহেতু **গগনাদির অত্যন্তাভাব সিদ্ধ না হইলে কোন অনিষ্টাপত্তি ঘটে না।**

গগনাভাবে অনুকূলতর্কের অভাবে দোষ।

আর যদি বলা হয়, অনুকূলতর্ক না থাকিয়াও অনুমানদ্বারা গগনাদির অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হয়; তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বও গগনাদিতে সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা ত পূর্ব্বপক্ষীর অভীষ্ট নহে।

গগনাদিতে ঘটাভেদের অসিদ্ধি আপত্তি।

যদি বলা যায়—গগনাদিতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ না হইলে গগনাদিতে ঘটাদিভেদও সিদ্ধ হইবে না, যেহেতু **অযোগ্যাধিকরণে যে ভেদ, তাহা অপ্রত্যক্ষ।** সুতরাং উক্ত ভেদে প্রত্যক্ষপ্রমাণ

সম্ভাবিত নহে। আর অনুমানপ্রদর্শন করিলেও তাহা অপ্রয়োজক হইবে। অতএব অনুকূলতর্করহিত অনুমানপ্রমাণদ্বারা গগনাদির অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

কিন্তু এরূপ বলা যায় না। কারণ, আকাশে ঘটের অভেদ স্বীকার করিলে ঘটত্বধর্ম্ম নিত্যজন্যসাধারণ হইয়া পড়ে বলিয়া তাহা কার্য্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। আর ঘটত্ব যদি কপালকার্য্যতাবচ্ছেদক না হইল, তবে ঘটত্ব আছে বলিয়া কপালকার্য্যতা আছে—এরূপ বলা যায় না। সুতরাং ঘটাদিতে কপালকার্য্যতার অভাব হইয়া পড়ে। আকাশে ঘটভেদের অস্বীকারে এইরূপ অনিষ্টাপত্তি হয়। কিন্তু আকাশের অত্যন্তাভাব স্বীকার না করিলে এরূপ কোন অনিষ্টাপত্তি হয় না। ইহাই মূলকার দেখাইতেছেন—**আকাশে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বের ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাব হইলে কোন কার্য্যের অনুপপত্তি নাই** ইত্যাদি। সুতরাং আকাশে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বসাধক অনুমান অনুকূলতর্করহিত বলিয়া অসাধক হইবে।

ঘটাত্যন্তাভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানাভাব।

আর যেমন গগনাদিতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ যেমন উক্ত প্রতিযোগিত্বের সাধক হইতে পারে না, সেইরূপ **ঘটাদি বস্তুরও স্বাত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণ সম্ভাবিত নহে।**

প্রতিযোগীর সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধিতার অস্বীকারে বাধাশঙ্কা।

এখন পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, প্রতিযোগীর সহিত স্বীয় অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। যেস্থানে প্রতিযোগী থাকে সেস্থানে তাহার অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। কিন্তু সম্বন্ধবিশেষ অন্তর্ভাবেই ঐ বিরোধিতাটী হইবে। শুদ্ধ প্রতিযোগীর সহিত স্বীয় অত্যন্তাভাবের

কোন বিরোধিতা হইতে পারে না। অর্থাৎ যে সম্বন্ধে প্রতিযোগী যেখানে থাকে, সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক তাহার অত্যন্তাভাব সেইস্থানে থাকে না, কিন্তু তাহার অন্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে। সুতরাং সম্বন্ধবিশেষ অন্তর্ভাবেই বিরোধিতা, **কেবলপ্রতিযোগীর সহিত বিরোধিতা নাই।**

বিরোধিতার পরিচয়দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের পুষ্টিসাধন।

দেখ, **বিরোধিতা বলিলে কি বুঝায়?** সহানবস্থানই বিরোধিতা শব্দের অর্থ। যে দুইটী বস্তু একত্র অবস্থান করিতে পারে না, তাহারাই পরস্পরবিরোধী। **এই সহানবস্থানরূপ বিরোধিতা দুই প্রকার।** প্রথম—সাক্ষাৎ, দ্বিতীয়—জ্ঞানদ্বারা। তন্মধ্যে প্রথমটী যাহা সাক্ষাৎবিরোধিতা, তাহা তদ্দেশ তৎকালাবচ্ছেদে তৎসম্বন্ধে, তদ্রূপবিশিষ্ট প্রতিযোগীর অধিকরণে, তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তদ্রূপাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে অত্যন্তাভাব, তাহার তদ্দেশতৎকালাবচ্ছেদে বর্ত্তমান না থাকা। আর দ্বিতীয় যে জ্ঞানদ্বারা বিরোধিতা, তাহা তাদৃশ প্রতিযোগ্যধিকরণনিশ্চয়ক্ষণে বা তদুত্তরক্ষণে তাদৃশ অভাবের তাদৃশ বর্ত্তমানত্বজ্ঞানের অভাবকে বুঝায়। আর বিরোধিতা উক্ত দ্বিবিধরূপ হয় বলিয়া উক্ত বিরোধিতাদ্বয়ের অন্যথানুপপত্তিপ্রযুক্ত সংযোগাদিসম্বন্ধে ঘটাদির অধিকরণে সমবায়াদি সম্বন্ধে ঘটাদির অভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অন্যথানুপপত্তিই তদধিকরণে তদভাবের সাধক হয়। সংযোগ-সম্বন্ধে ঘটাধিকরণে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ঘটাভাবই বিরোধী হয় বলিয়া সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ঘটাত্যন্তাভাব উক্ত ঘটাধিকরণে সিদ্ধই হয়। **যাহার সঙ্গে যাহার বিরোধিতা থাকে, তাহার সঙ্গে তদ্ভিন্নের অবিরোধিতাই থাকে।**

উক্ত শঙ্কার সমাধান।

পূর্ব্বপক্ষীর এই অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে-

ছেন যে, সংযোগসম্বন্ধে ঘটবদ্‌ভূতলে, সমবায়সম্বন্ধে ঘটাভাবের বর্ত্তমানতায় কোন প্রমাণ নাই। **সংযোগ সম্বন্ধে ভূতলে ঘট থাকিলেও সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক সেই ঘটের অত্যন্তাভাব সেখানে থাকিবে—ইহার সাধক কোন প্রমাণ নাই।** কারণ, অভাবের প্রতিযোগিতামাত্রকে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন কল্পনা করা গৌরব। সিদ্ধান্তীর মতে ধ্বংস ও প্রাগভাবের প্রতিযোগিতার ন্যায় অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাও কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নহে। আর অভাবীয় প্রতিযোগিতামাত্রের সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব কল্পনা করিয়া সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধবিষয়ত্বঘটিতরূপে অভাববুদ্ধির প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করাও গৌরব। এই উভয়বিধ কল্পনা সিদ্ধান্তীর মতে নাই বলিয়া লাঘব হয়। **সিদ্ধান্তীর মতে ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাত্যন্তাভাবত্বরূপে ঘটাত্যন্তাভাবের ঘটসামানাধিকরণ্য-বিরোধিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে।** উক্ত বিরোধিতাতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধবিশেষপ্রবেশ করিতে গেলে গৌরব অপরিহার্য্য। একপ্রতিযোগীর সংযোগাদি নানাসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অনন্তাভাব কল্পনা করা গৌরব।

পূর্ব্বপক্ষীর কথায় আরও গৌরব।

আরও গৌরব এই যে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধবিষয়ত্বঘটিতরূপে অভাববুদ্ধির প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিতে গেলে অভাবের প্রতিযোগিতাংশে সংযোগাদিসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও ঘটত্বাদ্যবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণরূপে নিবেশ করিতে হইবে। আর তাহাতে অভাববুদ্ধির বিষয়তা যাহা প্রতিযোগিতাংশে ভাসমান হইবে, সেই প্রতিযোগিতানিষ্ঠ বিষয়তাতে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকীভূত সংযোগাদিসম্বন্ধ ও ঘটত্বাদিধর্ম্ম বিশেষণরূপে নিবিষ্ট হইবে, আর উক্ত বিশেষ্য-বিশেষণভাবে বিনিগমনা না থাকায় অবচ্ছেদকভেদনিবন্ধন প্রতিবন্ধকতারও ভেদ হইবে। ইহাও গৌরব।

অভাবীয় প্রতিযোগিতা কিঞ্চিৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন না হইলে দোষশঙ্কা।

ইহার উপর পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন যে, অভাবীয় প্রতিযোগিতা যদি সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন না হয়, তবে ঘটসংযুক্ত ভূতলাদিতে সমবায়সম্বন্ধে ঘট নাই, এই যে সর্ব্বজনসিদ্ধ প্রতীতি, তাহা **অন্যথা অনুপপন্ন** হয় বলিয়া অভাব কিঞ্চিৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকই সিদ্ধ হইবে।

প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকতাঘটিত অন্য দোষশঙ্কা।

আরও কথা এই যে, অভাববুদ্ধিরও প্রতিবন্ধকতা যদি কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্ববিষয়কত্ব স্বীকার না করিয়া বলা যায়, তবে সংযোগসম্বন্ধে কপালে ঘট নাই—এই বুদ্ধিটীও "সমবায়সম্বন্ধে কপালে ঘট আছে"—এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে।

খণ্ডনাভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় অনুসন্ধান।

পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যে, অভাববুদ্ধি যে প্রতিবন্ধক হয়, তাহা যদি সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্ববিষয়কত্বরূপে প্রতিবন্ধক না হইত, তবে সমবায়-সম্বন্ধে কপালে ঘট আছে—এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক আর সমবায়সম্বন্ধে কপালে ঘট নাই—এই বুদ্ধি হইতে পারিত না। যেহেতু সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিত্ববিষয়ক বুদ্ধি প্রতিবন্ধক হয় না, ইত্যাদি।

পূর্ব্বপক্ষীর প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকতাঘটিত আপত্তি খণ্ডন।

বস্তুতঃ, এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, "ঘটসমবায়াত্যন্ত-ভাবমাত্রবিষয়কত্বয়া" ইত্যাদি। ইহার অভিপ্রায় এই যে, "সমবায়েন ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতিতে যে অভাবীয় প্রতিযোগিতা ভাসমান হয়, তাহা সিদ্ধান্তীর মতে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন না হইলেও ঘটসমবায়ত্বাবচ্ছিন্ন বটে, এজন্য উক্ত প্রতীতি ঘটসমবায়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাবত্বা-ত্ববচ্ছিন্ন প্রকারতানিরূপিত কপালাদিবিশেষ্যিকা হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঘটসমবায় নাই—এইমাত্র অর্থ বিষয় হয়। **"সমবায়েন অত্র ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় "ঘটসমবায়ো নাস্তি" এই**

মাত্র। আর **"ঘটসমবায়ো নাস্তি" এই প্রতীতি "সমবায়েন অত্র ঘটঃ" এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধকও বটে।** আর মূলগ্রন্থে যে ঘটসমবায়াত্যন্তাভাবমাত্র এই "মাত্র" পদ দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা এই বলা হইয়াছে যে, সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা অভাববুদ্ধির বিষয় হয় না। আর সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাঘটিতরূপে জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতাও নহে। ইহাও ঐ "মাত্র" পদদ্বারা বুঝান হইয়াছে। যেমন **"শিখী চৈত্রো নষ্টঃ"** এই প্রতীতিতে চৈত্রীয় শিখাদির নাশপ্রতিযোগিত্ব ভাসমান হয়, তদ্রূপ "সমবায়েন ঘটো নাস্তি" ইত্যাদি প্রতীতিতে ঘটীয় সমবায়ের অভাব ভাসমান হইয়া থাকে। আর "সমবায়েন অত্র ঘটঃ" এই জ্ঞানের প্রতি "ঘটসমবায়োঽত্র নাস্তি" এই নিশ্চয়ই প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। আর এই প্রতিবন্ধকতা পূর্ব্বপক্ষিগণেরও স্বীকার্য্য। পূর্ব্বপক্ষিগণ যদিও "ঘটসমবায়ো নাস্তি" এই নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিয়া থাকেন, তথাপি ঘটসমবায়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় বলিয়া স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটসমবায়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাববিষয়কত্বরূপে উক্ত নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা পূর্ব্বপক্ষিগণ স্বীকার করেন। আর সিদ্ধান্তীর মতে লাঘবপ্রযুক্ত প্রতিযোগিতাতে উক্ত স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অন্তর্ভাব না করিয়াই অভাবনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা হইয়া থাকে। আর উক্ত লাঘবপ্রতিসন্ধানপ্রযুক্ত পূর্ব্বপক্ষিগণেরও তাহাই বলা উচিত।

বিরোধিতাবিষয়ে উভয়পক্ষের তুলনা।

পূর্ব্বপক্ষিগন স্বরূপসম্বন্ধে ঘটসমবায়ের অভাব যাহা স্বীকার করেন, তাহাই আমাদের মতে কিঞ্চিৎসম্বন্ধানবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ঘটসমবায়াভাব। আর এই **ঘটসমবায়াভাব ঘটসমবায়ের দৈশিক সাক্ষাৎসম্বন্ধের বিরোধী হইয়া থাকে।**

জন্য ও মূর্ত্তবস্তুবিষয়ক পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তির অনুবাদ।

আর পূর্ব্বপক্ষিগণ যে বলেন—ঘটাদি বস্তু, সমস্ত জন্য ও মূর্ত্তবস্তুতে

কোন সম্বন্ধে অবশ্যই আছে বলিয়া সমস্ত অন্য ও মূর্ত্তবস্তুতে ঘটসামান্যা-ভাববুদ্ধির প্রমাত্ব রক্ষা করিতে গেলে অবশ্যই কিঞ্চিৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিতা বলিতে হইবে। প্রতিযোগিতা কিঞ্চিৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন না বলিয়া অন্য ও মূর্ত্তবস্তুমাত্রে ঘটের অভাব বলিতে গেলে ঐ ঘটাভাববুদ্ধি ভ্রমাত্মক হইবে। যেহেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমস্ত অন্য ও মূর্ত্তবস্তুতে ঘট কোন না কোন সম্বন্ধে থাকে। **যেখানে যাহা থাকে সেখানে তাহার অভাববুদ্ধি করিতে গেলে ভ্রমই হয়।** অভাবীয় প্রতিযোগিতা সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন স্বীকার করিলে যেখানে যাহা যে সম্বন্ধে থাকে সেখানে ভিন্নসম্বন্ধে তাহার অত্যন্তাভাব থাকে বলিয়া অভাববুদ্ধির প্রমাত্ব রক্ষিত হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তী তাহা বলিতে পারেন না। যেহেতু তাঁহার মতে অভাবীয় প্রতিযোগিতা কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নহে, ইত্যাদি।

উক্ত আপত্তির খণ্ডন।

বস্তুতঃ পূর্ব্বপক্ষিগণের এ আপত্তিও নিরস্ত হইল। কারণ, ঘটীয় দৈশিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধের সামান্যাভাবই ঘটসামান্যাভাব। ঘটের দৈশিক সাক্ষাৎসম্বন্ধ—সংযোগ ও সমবায়। **ঘটের সংযোগ ও সমবায় না থাকাই—ঘট না থাকা।** দৈশিকসাক্ষাৎসম্বন্ধ কালিকবিশেষণতা বা দিঙ্‌নিষ্ঠবিশেষণতা হইতে পারে না। এইরূপ স্বাশ্রয়সংযোগাদি সম্বন্ধও ঘটের দৈশিকসাক্ষাৎসম্বন্ধ হইতে পারে না। যাহা সম্বন্ধান্তরগর্ভিত তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধ নহে। কাল ও দিকের সংযোগসম্বন্ধ না থাকিয়া বিশেষণতা হইতে পারে না। বিশেষণতা বিশেষ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধ, সম্বন্ধান্তর গর্ভিত বলিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধ নহে। সাক্ষাৎসম্বন্ধ সংযোগ ও সমবায়।

প্রতীতিবিষয়ের অপ্রসিদ্ধিঘটিত আপত্তি।

ইহার উপর পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করেন এই যে, "সমবায়েন ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতি যদি ঘটসমবায়াভাববিষয়ক হয়, তবে "সংযোগেন রূপং

নাস্তি” এই প্রতীতিতে রূপীয় সংযোগাভাব প্রতীতির বিষয় হইবে। আর রূপীয়সংযোগ অপ্রসিদ্ধ। তাহা প্রতীতির বিষয় হইবে কিরূপে?

সিদ্ধান্তীর উত্তর ভাবিয়া পুনর্ব্বার আপত্তি।

এতদুত্তরে যদি সিদ্ধান্তী বলেন—“সংযোগেন রূপং নাস্তি” এইস্থলে সংযোগাংশে রূপীয়ত্ব ভ্রমকল্পিত বলিয়া রূপীয় সংযোগ নাই—এই প্রতীতির সংযোগ নাই—এই অংশে প্রমাত্ব এবং রূপীয়ত্ব অংশে ভ্রমত্ব হইবে। কিন্তু তাহা বলা যায় না। কারণ, “সংযোগেন রূপং নাস্তি” এই প্রতীতির সর্ব্বাংশেই প্রমাত্ব—ইহাই সর্ব্বজনসিদ্ধ।

উক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, এ কথা অসঙ্গত। কারণ, “সংযোগেন রূপং নাস্তি” এই স্থলে রূপীয়ত্বপুরস্কারে সংযোগের অভাব, উক্ত অভাবপ্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। অভাবের প্রতিযোগিতা সংযোগে এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা রূপীয়ত্ব ধর্ম্মে থাকে। অর্থাৎ এস্থলে ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব হইবে। ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব সিদ্ধান্তীর সম্মতই বটে। আর এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষীরই বা উপায় কি? তাঁহার মতেও ত ব্যধিকরণসম্বন্ধকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক স্বীকার করিতে হইবে। আর এই ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করায় উক্ত প্রতীতির ভ্রমত্বাপত্তি হইল না। কারণ প্রতিযোগিতাংশে অবচ্ছেদকরূপে বিশেষণীভূত যে প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ ধর্ম্ম, তাহা প্রতিযোগীতে বিশেষণতাপন্ন হইলেই ভ্রম হয়। আর প্রতিযোগ্যংশে বিশেষণতানাপন্ন উক্ত ব্যধিকরণ ধর্ম্ম অবচ্ছেদকরূপে প্রতিযোগিতার বিশেষণ হয় বলিয়া ভ্রমত্ব সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বপক্ষীর অন্য আপত্তি অনুসন্ধান করিয়া খণ্ডন।

আর যদি বলা যায়, **প্রতিযোগ্যংশে বিশেষণতাপন্ন ধর্ম্মই অবচ্ছেদকরূপে প্রতিযোগিতার বিশেষণ হইয়া থাকে**

ইহাই নিয়ম, প্রতিযোগ্যংশে বিশেষণতানাপন্ন ধর্ম্ম অবচ্ছেদকরূপে প্রতিযোগিতার বিশেষণ হইতেই পারে না; আর প্রতিযোগ্যংশে বিশেষণ হইতে গেলে উক্ত প্রতীতির ভ্রমত্বাপত্তি হয়—ইত্যাদি, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব-জ্ঞানমাত্রেই প্রতিযোগ্যংশে তাদৃশ ধর্ম্মের ভ্রমত্ব স্বীকার হইবে বটে। অন্যথা ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব সম্ভাবিতই নহে। সুতরাং প্রকৃতস্থলে ভ্রম হইল বলিয়া কোন আপত্তির কারণ নাই।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্তপক্ষের উপসংহার।

যাহা হউক; বিগত গ্রন্থদ্বারা সিদ্ধান্তী—ঘটাদি-প্রতিযোগী তাহার অত্যন্তাভাবসমানাধিকরণ হয় না—ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণে অন্য সম্বন্ধে তাহার অত্যন্তাভাব হইতে পারে না। যদি পারিত, তবে ঘট তাহার অত্যন্তাভাবসমানাধিকরণই হইত। আর তাহাতে ব্যাবৃত্তমদ্ঘটাদিবস্তুতেও উক্ত মিথ্যাত্বানুমানে দুরুদ্ধর সিদ্ধসাধনতা দোষ হইয়া পড়িত। যদিও পূর্ব্বপক্ষীর এই সিদ্ধ-সাধনতাদোষপ্রদর্শনস্থলে পূর্ব্বপক্ষীর মতানুপ্রবেশ করিয়া সিদ্ধান্তী সিদ্ধসাধনতা দোষের নিবারণ করিয়াছেন, **তথাপি স্বীয় সিদ্ধান্তের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইলেন যে, সিদ্ধসাধনতা-দোষের প্রসক্তিই হইতে পারে না।**

ঘটের অবৃত্তিত্ব স্বীকার দ্বারা উক্ত বিরোধিতারক্ষার চেষ্টা।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, অভাবীয় প্রতিযোগিতা কিঞ্চিৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন না হইলে, হইল এই যে, ঘটাত্যন্তাভাবত্বরূপেই ঘটাত্যন্তা-ভাব ঘটের বিরোধী। ভূতলাদিতে ঘট থাকিলে আর ঘটের অত্যন্তা-ভাব থাকিতে পারে না। থাকিলে আর বিরোধিতা রক্ষিত হয় না। ভূতলে ঘট থাকিলে যেমন তাহার অত্যন্তাভাব থাকে না, আর ঘটা-ত্যন্তাভাব থাকিলে ঘট থাকিতে পারে না, কিন্তু দেখা যায়—ভূতলে ঘট

ও তাহার অত্যন্তাভাব দুই প্রতীতিসিদ্ধ। ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে যখন ঘট আছে, তখন সমবায় সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাবও আছে। কিন্তু সিদ্ধান্তী ইহা স্বীকার করেন না। ভূতলে ঘট থাকিলে আর ঘটের অত্যন্তাভাব স্বীকার করেন না। করিলে তাঁহার মতে বিরোধিতা রক্ষিত হয় না। কিন্তু এস্থলে এরূপ সিদ্ধান্তী বলুন না কেন, যে, ভূতলাদিতে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে, সুতরাং ঘট নাই। এজন্য ঘটই অবৃত্তি পদার্থ। এইরূপে ঘটের অবৃত্তিতা স্বীকার করিয়াও ত উক্ত বিরোধিতা রক্ষিত হইতে পারে।

আধার আধেয়ভাবপ্রযুক্ত ঘটের অবৃত্তিত্ব অসম্ভব।

কিন্তু এরূপ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। **ঘট ও ভূতলের আধার-আধেয়ভাব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া ঘটের অবৃত্তিত্ব শঙ্কা হইতেই পারে না।** সুতরাং ভূতলে ঘট আছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিরোধিতা-প্রযুক্ত তাহার অত্যন্তাভাবই তথায় নাই। ঘটসংযোগী ভূতলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব স্বীকার করিয়া ঘটকে অবৃত্তি বলা যাইতে পারে না।

অনুমানদ্বারা ঘটসংযোগী ভূতলে ঘটাভাবসিদ্ধির চেষ্টা।

যদি বলা যায় যে, **ঘটসংযোগী ঘটাত্যন্তাভাববান্, ঘটসমবায়াভাবাৎ** এই অনুমানদ্বারা ভূতলে ঘটাত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইবে, আর তাহাতে ঘটাদির স্বাত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্য হইয়া পড়িবে, আর তাহাতে সিদ্ধসাধনতা দোষও হইবে।

উক্ত প্রচেষ্টার নিরাস।

তদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে,—"**উক্তযুক্ত্যেশ্চ ন ঘটাদেঃ অত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যম্**"। এস্থলে "উক্ত যুক্তি" শব্দের অর্থ—অনুমানে অনুকূলতর্কের অভাব, যাহা গগনাদিস্থলে পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঘটসংযোগী ভূতলে ঘটাত্যন্তাভাবসাধক অনুমান অনুকূল-

তর্করহিত বলিয়া উক্ত অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। অনুকূল-তর্করহিত অনুমানদ্বারা ভূতলে ঘটাত্যন্তাভাব সিদ্ধ করিতে গেলে "ভূতলং ঘটধ্বংসবৎ, কপালভূতলান্যতরত্বাৎ কপালবৎ" এইরূপ অনুমানদ্বারাও ভূতলে ঘটধ্বংস সিদ্ধ হইতে পারিবে।

সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিতা খণ্ডন।

যেমন ঘটাদি বৃত্তিমদ্ বস্তু তাহার অত্যন্তাভাবের সহিত সমানাধিকরণ হয় না, তদ্রূপ সংযোগ ও তাহার অভাবও সমানাধিকরণ হয় না। সংযোগকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিলে সংযোগ তাহার অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ হয় বটে, **কিন্তু সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তিই নহে।** এজন্য সংযোগ ও তাহার অত্যন্তাভাব কখনই সমানাধিকরণ হয় না। বৃক্ষের অগ্র ও মূলাবচ্ছেদে বৃক্ষে যে কপিসংযোগ ও তাহার অত্যন্তাভাব প্রতীত হয়, সেই প্রতীতিতে সংযোগ ও তদত্যন্তাভাবের অধিকরণ একই বৃক্ষ যদি বিষয় হইত, তবে সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিতা হইতে পারিত। কিন্তু অগ্রাবচ্ছিন্ন বৃক্ষ হইতে মূলাবচ্ছিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন বলিয়া অগ্রাবচ্ছিন্ন বৃক্ষ, সংযোগের অধিকরণ, এবং সেই বৃক্ষ হইতে ভিন্ন যে মূলাবচ্ছিন্ন বৃক্ষ তাহাই সংযোগের অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হইয়া থাকে। অগ্রাবচ্ছিন্ন বৃক্ষে সংযোগ এবং মূলাবচ্ছিন্ন বৃক্ষে সংযোগাভাব প্রতীত হয় বলিয়া সমানাধিকরণ হইল না। এজন্য আর কোথাও অব্যাপ্যবৃত্তিতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।

মূলগ্রন্থদ্বারা উক্ত মতের সমর্থন।

মূলগ্রন্থে যে **"অগ্রমূলয়োরেব সংযোগতদভাববত্তয়া উপপত্তেঃ"** বলা হইয়াছে, তাহাতে **"অগ্রমূলয়োঃ"** এইভাগের অর্থ—বৃক্ষীয় অগ্র ও বৃক্ষীয় মূল, সংযোগ ও তদত্যন্তাভাবের অধিকরণরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। বৃক্ষসংযোগও তাহার অত্যন্তাভাবের অধিকরণরূপে প্রতীত হয় না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদি লইয়া

সিদ্ধসাধন উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা আর হইতে পারিল না। যেহেতু সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তিই নহে।

তাহার পর আরও কথা এই যে, একই বৃক্ষে অগ্রাবচ্ছেদে কপি-সংযোগ এবং মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাব বলিলেও কপিসংযুক্ত অগ্রদেশকে এবং কপিসংযোগাভাববৎ মূলদেশকেই অবচ্ছেদক বলিতেই হইবে। যে অগ্রভাগে কপিসংযোগ নাই, তাহা কখনই অবচ্ছেদক হইতে পারে না, হইলে মূলও সংযোগের অবচ্ছেদক হইয়া পড়িবে, এজন্য কপিসংযোগবিশিষ্ট অগ্রভাগকেই অবচ্ছেদক বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে অগ্রদেশে যে কপিসংযোগ তাহাকেও ত অব্যাপ্যবৃত্তিই বলিতে হইবে। এজন্য বৃক্ষের অগ্রভাগে যে কপিসংযোগ, তাহা কোন্ অবচ্ছেদে আছে, ইহা আবার জিজ্ঞাস্য হইবে। আর তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, উহা অগ্রদেশীয় কোন শাখাবচ্ছেদেই আছে। আর সেই অগ্রদেশীয় শাখাও কপিসংযুক্ত বলিয়াই অবচ্ছেদক হইয়াছে। অসংযুক্ত শাখাকে অবচ্ছেদক বলিলে পূর্ব্বোক্ত দোষই ঘটিবে। আর সেই অগ্র-দেশীয় শাখাতে যে কপিসংযোগ তাহাও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া তাহারও আবার অবচ্ছেদক অনুসরণ করিতে হইবে। এইরূপে অনন্ত অব-চ্ছেদক অনুসরণের ফলে অনবস্থা দোষই হইবে। এমন কি পরমাণু পর্য্যন্ত অবচ্ছেদক অনুধাবন করিয়াও সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিতাবাদের নিস্তার হইবে না। এই দোষ ভাষ্যমধ্যে প্রদর্শিতই হইয়াছে।

আরও কথা—তার্কিকগণ দিগবচ্ছেদে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ স্বীকার করেন। দিগবচ্ছেদে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হয়—এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের নিকটে জিজ্ঞাসা এই যে, সংযোগের অবচ্ছেদক যে দিক্, তাহা ঐ সংযোগবিশিষ্ট কি না? যদি বলা হয় হাঁ, তাহা হইলে সেই সংযোগও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া তাহাতেও অবচ্ছেদকান্তর অনুসরণ করিতে হইবে। আর সেই অবচ্ছেদকও সেই সংযোগবিশিষ্টই হইবে—এইরূপই বলিতে

হইবে। আর তাহাতেও পূর্ববৎ আপত্তি হইবে। আর তাহার ফলে পুনরায় সেই অনবস্থা দোষই ঘটিবে। আর যদি এইরূপে অবচ্ছেদক পরম্পরার অনুসরণে অনবস্থাদোষের বারণ করিবার জন্য কোনস্থলে সংযোগকে ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বৃক্ষের অগ্রাদিতে কপিসংযোগকে ব্যাপ্যবৃত্ত বলিলেই চলিতে পারে। এই কারণে সংযোগকে ব্যাপ্যবৃত্তি না বলিলে কোন রূপেই নিস্তার নাই।

তার্কিকমতেও সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিতা অসিদ্ধ।

তাহার পর উক্ত তার্কিকমতে আরও দোষ এই যে, দিগবচ্ছেদে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বলিলে দিকেও সেই পরমাণুসংযোগটী আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ সেই সংযোগের অনধিকরণ কখনই তাহার অবচ্ছেদক হইতে পারে না। হইলে পূর্ব্বোক্ত অতিপ্রসঙ্গ দোষই ঘটিবে। সংযোগের অনধিকরণ যে কোন বস্তুই অবচ্ছেদক হইয়া পড়িবে। আর তাহা প্রতীতিবিরুদ্ধ। এজন্য ঐ সংযোগের অধিকরণ দিকও বটে—এরূপ বলিতে হইবে। কিন্তু এরূপ বলিলে দোষ এই যে, অনুযোগী ও প্রতিযোগীর ভেদে সংযোগ ভিন্ন হইয়া যায়। এক পরমাণু-প্রতিযোগিক এবং অন্যপরমাণু-অনুযোগিক যে সংযোগ তাহা পরমাণুপ্রতিযোগিক দিগনুযোগিক সংযোগ হইতে পারে না। এজন্য দিক্‌পরমাণুসংযোগ ভিন্নই বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে দিক্ পরমাণুদ্বয়ের সংযোগের অবচ্ছেদকই হইতে পারে না। তাহার পর কপিসংযোগের অধিকরণ বৃক্ষ, অগ্রদেশ, তাহার শাখা, তাহার অবয়ব এবং তাহার অবয়ব এইরূপে অনন্ত হয়, এজন্য কপিসংযোগও অনন্ত হয়। কারণ, অনুযোগী ভিন্ন হইতেছে। কিন্তু এইরূপ অনন্ত সংযোগের প্রতীতি সর্ব্বথা কুকল্পনা মাত্র। অতএব সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি হইতেই পারে না।

পূর্ব্বপক্ষের উপসংহারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত প্রদর্শন।

এইরূপে পূর্ব্বপক্ষী যে তিনটী আপত্তি দিয়াছিলেন, তাহা আর

হইল না, যথা—(১) কেবলান্বয়ী অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী অবৃত্তি গগনাদিতে তার্কিকমতে সিদ্ধসাধন, তাহা গগনাদিতে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা নাই বলিয়া হয় না—ইহা সিদ্ধান্তীর মুখ্য অভিপ্রায়। এই সিদ্ধসাধন বারণ করিতে যাইয়া সিদ্ধান্তী পূর্ব্বে "যদধিকরণং যৎ সৎ" এইরূপ বলিয়াছিলেন তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। (২) দ্বিতীয় সিদ্ধসাধনতা দোষ, পূর্ব্বপক্ষী দেখাইয়াছিলেন যে, বৃত্তিমদ্ ঘটাদি বস্তুতে স্বাধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়া সমস্ত বৃত্তিমদ্ ঘটাদি বস্তুতে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। সংযোগসম্বন্ধে ঘটাধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে। এই সিদ্ধসাধনতা দোষ বারণ করিবার জন্য সিদ্ধান্তী পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে "যে সম্বন্ধে যে যাহার অধিকরণ হয়, সেই সম্বন্ধে তন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব"। কিন্তু যখন সিদ্ধান্তী স্বীয় মুখ্য সিদ্ধান্ত উদ্ঘাটন-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, সংযোগসম্বন্ধে ঘটবদ্ ভূতলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটাত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না—তখন আর সিদ্ধসাধনতাদোষের সম্ভাবনাই হয় না। সুতরাং "যে সম্বন্ধে যে যাহার অধিকরণ" ইত্যাদিও বলিবার আর আবশ্যকতা নাই। (৩) আর পূর্ব্বপক্ষী অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিতে যে সিদ্ধসাধন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর তাহা বারণ করিবার জন্য সিদ্ধান্তী "যেরূপে যদধিকরণতয়া যাহা প্রতিপন্ন" ইত্যাদি বলিয়া নিবারণ করিয়াছিলেন, এখন সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিতা নাই—ইহা প্রতিপাদন করায় তাহাও আর বলিবার আবশ্যকতা নাই।

সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিতা অস্বীকার করায় মিথ্যাত্বের অর্থ।

ইহার ফলে উক্ত মিথ্যাত্ব এইরূপে পর্য্যবসিত হইল যথা—**"সন্মাত্র-নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব"**। এস্থলে "সন্মাত্রনিষ্ঠ-শব্দের অর্থ—সত্ত্বব্যাপক। বস্তুতঃ, যাঁহারা অভাবকে অধিকরণস্বরূপ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে কেবল সদ্রূপের সহিত অত্যন্তাভাবত্ব-

বিশিষ্ট সদ্রূপের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া অত্যন্তাভাবের সত্ত্বব্যাপকতা উপপন্ন হয়।

সত্ত্বব্যাপক অত্যন্তাভাবকথনে আপত্তি ও খণ্ডন।

যদি বলা যায় যে, অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিলে "নেহ নানা" এই শ্রুতির অনুপপত্তি হয়। এই শ্রুতির দ্বারা প্রপঞ্চাভাবের আধারতা ব্রহ্মে বোধিত হইয়াছে, কিন্তু অভেদ বোধিত হয় নাই।

কিন্তু এরূপ আপত্তি চলে না। কারণ, এই মতে ঘটাদির অভাবের সহিত ভূতলাদির তাদাত্ম্যই স্বীকৃত হয় বলিয়া ব্রহ্মেও প্রপঞ্চাভাবের তাদাত্ম্যই উক্ত শ্রুতিদ্বারা বুঝান হইয়াছে। অভাবের সহিত অধিকরণের যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ, তাহা **ভট্টসম্মত**। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে অভাবীয় সম্বন্ধের বিচারপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, **"পরন্তু তাদাত্ম্যম্ অস্তি ইতি চেৎ"**। এই গ্রন্থের টীকাতে টীকাকার বলিয়াছেন, "পরন্তু" অর্থাৎ অধিকরণস্বরূপ অভাববাদী ভট্টাদির মতে। আর অধিকরণাতিরিক্ত অভাববাদীর পক্ষে **"চৈত্রে গোশূন্যতা নাস্তি"** ইত্যাদি স্থলে গবাদিরূপ অভাবের আধাররূপে চৈত্রাদি প্রতীত হইতে পারে না। কারণ, স্বামিত্বসম্বন্ধ চৈত্রে থাকিলেও তাহা বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ নহে। এজন্য অভাবজ্ঞানমাত্রই অভাবের অধিকরণবিষয়ক হইবে—এরূপ নিয়ম নাই।

আরও কথা এই যে, "ঘটাভাবে ঘটো নাস্তি" ইত্যাদি স্থলে অভেদেও আধার-আধেয়ভাব সর্বজনস্বীকার্য বলিয়া অভেদেও আধার-আধেয়ভাব প্রতীত হইতে পারে। সুতরাং উক্ত "নেহ নানাস্তি" শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মেও অভাবাধারত্বপ্রতীতি উপপন্ন হয়। এজন্য **সন্মাত্রনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব** এই মিথ্যাত্বলক্ষণের নিষ্কর্ষ এই হইল যে, **"যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাত্যন্তাভাবত্বং সত্ত্বব্যাপকতাবচ্ছেদকং তদ্ধর্ম্মবত্ত্বং মিথ্যাত্বম্"**।

ভাবাভাবের বাধ্যবাধকভাবের শঙ্কাপরিহার।

ন চ এবং সতি ভাবাভাবয়োঃ অবিরোধাৎ তজ্জ্ঞানয়োঃ বাধ্যবাধকভাবঃ ন স্যাৎ—ইতি বাচ্যম্, ভিন্নসত্তাকয়োঃ অবিরোধেঽপি সমসত্তাকয়োঃ বিরোধাৎ।৪২। যত্র ভূতলে যস্য ঘটস্য অত্যন্তাভাবঃ ব্যাবহারিকঃ, তত্র স ঘটঃ ন ব্যাবহারিকঃ ইতি নিয়মাৎ।৪৩

শুক্তিরজতদৃষ্টান্তে আপত্তির পরিহার।

ন চ এবং সতি "শুক্তিঃ ইয়ং ন রজতম্" ইতি জ্ঞানবিষয়ীভূতাভাবস্য ব্যাবহারিকত্বেন পুরোবর্ত্তিপ্রতীতরজতস্য ব্যাবহারিকত্বাপহারেঽপি প্রাতীতিকসত্ত্বানপহারাৎ বাধোত্তরকালেঽপি "ইদং রজতম্" ইতি প্রতীতিঃ স্যাৎ ইতি বাচ্যম্; তত্র "ইয়ং শুক্তিঃ" ইতি অপরোক্ষপ্রময়া প্রাতীতিকরজতোপাদানাজ্ঞাননিবৃত্তৌ প্রাতীতিকসত্ত্বস্যাপি অপহারাৎ, শুক্ত্যজ্ঞানস্য প্রাতীতিকরজতোপাদানত্বেন তদসত্ত্বে প্রাতীতিকরজতাসত্ত্বস্য আবশ্যকত্বাৎ।৪৪। অতএব যত্র পরোক্ষয়া অধিষ্ঠানপ্রময়া ন ভ্রমোপাদানাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ, তত্র ব্যাবহারিকত্বাপহারেঽপি * প্রাতীতিকত্বানপহারাৎ "তিক্তঃ গুড়ঃ" ইত্যাদি প্রতীতিঃ অনুবর্ত্ততে এব।৪৫। এবম্ অখণ্ডব্রহ্মসাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বং পরোক্ষবোধেন প্রপঞ্চস্য ব্যাবহারিকত্বাপহারেঽপি প্রতীতিঃ অনুবর্ত্ততে এব, অধিষ্ঠানাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু ন অনুবর্ত্তিষ্যতে।৪৬

অনুবাদ।

৪২। এই প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানের পক্ষে ঘটাদিবস্তুর স্বীয়

---

* ব্যাবহারিকত্বাপহারে=ব্যাবহারিকসত্ত্বাপহারে—ইতি পাঠান্তরম্।

অত্যন্তাভাবের সহিত সামানাধিকরণ্য অসিদ্ধ থাকিলেও এই মিথ্যাত্ব-অনুমানদ্বারা স্বীয় আশ্রয়রূপে অভিমত যাবৎবস্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া ঘটাদি বস্তুতেও স্বীয় অত্যন্তা-ভাবের সামানাধিকরণ্য লব্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঘটাদি বস্তু যেখানে থাকে, সেখানে তাহার অত্যন্তাভাবও থাকে ইহা এই অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হয়। আর তাহা হইলে ঘটাদিভাববস্তু ও তাহার অভাব, একই অধি-করণে থাকায় ঘট ও তাহার অভাবের অবিরোধই লব্ধ হইতেছে। সহানবস্থানই বিরোধ। সহ অবস্থান করিলে আর বিরোধ থাকিতে পারে না। আর এই অবিরুদ্ধভাব ও অভাবের একটীর জ্ঞান অপর জ্ঞানের বাধকও হইতে পারে না। কিন্তু এই ভাব ও অভাবের বিরোধ এবং ভাবজ্ঞান ও অভাবজ্ঞানের বাধ্যবাধকভাব লোকসিদ্ধ। যাহাদের প্রদর্শিতরূপ মিথ্যাত্বানুমিতি হইয়াছে, তাহাদের এই লোকসিদ্ধ বিরোধ ও বাধ্যবাধকভাব কিরূপে হইবে? ইহাই দেখাইতে যাইয়া পূর্ব্বপক্ষীর কথা অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—**"ন চ এবং সতি—বাচ্যম্"** ইতি।

"এবং সতি" ইহার অর্থ—প্রপঞ্চমাত্রের স্বসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে, "ভাবাভাবয়োঃ" অর্থাৎ ঘটাদি-ভাববস্তু ও তাহার অত্যন্তাভাবের "অবিরোধাৎ" একাধিকরণবৃত্তিতা-প্রযুক্ত বিরোধ নাই বলিয়া, "তজ্জ্ঞানয়োঃ" ঘটাদিভাববস্তুর জ্ঞান ও ঘটাদির অত্যন্তাভাবের জ্ঞানের, "বাধ্যবাধকভাবঃ ন স্যাৎ"—লোক-প্রসিদ্ধ বাধ্যবাধকভাব হইতে পারে না, ইত্যাদি।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর একথা অসঙ্গত, ইহাই সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"ভিন্নসত্তাকয়োঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিযোগী অপেক্ষা অধিকসত্তাক অত্যন্তাভাবঘটিত মিথ্যাত্বপক্ষে প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাবের ভিন্নসত্তাপ্রযুক্ত বিরোধ নাই। এই মিথ্যাত্বানুমানদ্বারা ব্যাব-হারিক প্রতিযোগির অধিকরণে পারমার্থিক অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইলে,

অথবা প্রাতিভাসিক প্রতিযোগীর অধিকরণে, ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইলে লোকসিদ্ধ বিরোধ ও জ্ঞানদ্বয়ের বাধ্যবাধকভাবব্যবহারের অপলাপ হয় না, কিন্তু প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাব সমান-সত্তাক হইলেই লোকসিদ্ধ বিরোধ ও বাধ্যবাধকভাবব্যবহার থাকিতে পারিবে—এই অভিপ্রায়ে মূলকার বলিতেছেন—**"সমানসত্তাকয়োঃ বিরোধাৎ"** ইত্যাদি। এস্থলে প্রতিযোগী অপেক্ষা অন্যূনসত্তাক অত্যন্তাভাবঘটিতমিথ্যাত্বস্বীকারপক্ষে "সমানসত্তাকয়োঃ" ইত্যাদি মূলগ্রন্থ নহে—ইহা বুঝিতে হইবে। মিথ্যাত্বঘটক অত্যন্তাভাবটী যদি প্রতিযোগী অপেক্ষা অধিকসত্তাক বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে তাদৃশ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলেও সমানসত্তাক ভাব ও অভাবের লোকসিদ্ধ বিরোধিতা রক্ষিত হইতে পারে। আর যদি মিথ্যাত্বঘটক অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগী অপেক্ষা অন্যূনসত্তাক হইবে বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে তাদৃশমিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে আর সমানসত্তাক ভাব ও অভাবের লোক-সিদ্ধ বিরোধিতা থাকিতে পারে না—ইহাই বুঝিতে হইবে।৪২

৪৩। সমানসত্তাক প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাবের লোকসিদ্ধ বিরোধ উপপাদন করিতে যাইয়া মূলকার বলিতেছেন—**"যত্র ভূতলে"** ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্যাবহারিক ঘটাত্যন্তাভাবের অধিকরণ ভূতলাদিতে সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘটের ব্যাবহারিকত্ব বিরুদ্ধ। কিন্তু তাদৃশস্থলে প্রতিযোগী ঘটের প্রাতিভাসিকত্বই হইবে। তাহা বিরুদ্ধ নহে। প্রাতিভাসিক প্রতিযোগীর অধিকরণে তাহার ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাব সমানসত্তাক নহে বলিয়া অবিরুদ্ধ।৪৩

৪৪। যদি বল—সমানসত্তাবিশিষ্ট ভাব ও অভাবের বিরোধ এবং সমানসত্তাবিশিষ্ট ভাব ও অভাবজ্ঞানদ্বয়ের বাধ্যবাধকভাব সঙ্গত নহে, কিন্তু প্রাতিভাসিকভিন্ন যে অভাব, সে তাহার প্রতিযোগী ভাবের বিরোধী হয়, এইরূপ প্রাতিভাসিকভিন্না অভাবের জ্ঞান ও তাহার

প্রতিযোগী জ্ঞানের মধ্যে বাধ্যবাধক বলিতে হইবে, ইহা না বলিলে সিদ্ধান্তীর মতে অনিষ্টাপত্তি হয়—ইহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**"ন চ এবং সতি শুক্তিরিয়ম্"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—শুক্তিতে রজতভ্রমের অনন্তর "ইহা শুক্তি, কিন্তু রজত নহে" এইরূপ বাধজ্ঞানের বিষয়ীভূত যে রজতাভাব, তাহার ব্যাবহারিকত্বই সিদ্ধান্তিগণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, এজন্য সমানসত্তাবিশিষ্ট ভাব ও অভাবে বিরোধ বলিলে রজতাভাবের প্রতিযোগী প্রাতীতিক রজত ও তাহার অভাব ব্যাবহারিক, এজন্য ভাব ও অভাব বিষমসত্তাকই হইবে। বিষমসত্তাক ভাব ও অভাবের বিরোধিতা নাই, এজন্য ব্যাবহারিক রজতাভাব বিরোধিতাপ্রযুক্ত স্বপ্রতিযোগী রজতের ব্যাবহারিকত্বের উচ্ছেদ করিলেও প্রাতিভাসিকত্বের উচ্ছেদ করিতে পারে না। কারণ, সমসত্তাক ভাব ও অভাবই বিরুদ্ধ, বিষমসত্তাক ভাব ও অভাব বিরুদ্ধ নহে। সুতরাং ব্যাবহারিক রজতাভাবদ্বারা প্রতিযোগী রজতের প্রাতিভাসিক সত্তার উচ্ছেদ ঘটিল না, আর তাহাতে "নেদং রজতম্" এইরূপ বাধের পরেও প্রাতিভাসিক রজতের প্রতীতি হউক, ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি হয়।

পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কানিরাসের জন্য সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**"তত্র ইয়ং শুক্তিরিতি"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—"নেদং রজতম্" এইরূপ বাধের পরেও আর প্রাতিভাসিক রজতের প্রতীতি হইতে পারে না। কারণ, প্রাতিভাসিক রজতসত্তা অপেক্ষা অধিকসত্তাক যে রজতাত্যন্তাভাব, তাহার ব্যাপ্য শুক্তিত্ব—এইরূপ নিশ্চয়ের সহিত "ইয়ং শুক্তিঃ" এইরূপ অপরোক্ষ প্রমার দ্বারা প্রাতিভাসিক রজতের উপাদান যে অজ্ঞান, তাহার নিবৃত্তি হইয়া যায় বলিয়া, সেই অজ্ঞানের পরিণাম যে প্রাতিভাসিক রজত, যাহা অজ্ঞান হইতে অভিন্ন, সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে প্রাতিভাসিক রজতেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎ-

কারদ্বারা অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়া যায় বলিয়া অজ্ঞান-পরিণাম রজতাদিরও উচ্ছেদ হইয়া যায়। এইজন্যই শুক্তিপ্রমার দ্বারা-প্রাতিভাসিক রজতের উচ্ছেদ ঘটে। আর তাহাতে "ইয়ং শুক্তিঃ ন রজতম্" এইরূপ অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরেও "ইদং রজতম্" এইরূপ প্রাতিভাসিকরজতের প্রতীতির আপত্তি সম্ভাবিত নহে।৪৪

৪৫। অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারদ্বারাই অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞান ও সেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্য সমুদায়ের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। যেস্থলে অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় না, কিন্তু অধিষ্ঠানবিষয়ক পরোক্ষরূপ প্রমা-জ্ঞান জন্মে, সেইস্থলে সেই অধিষ্ঠানে আরোপিত বস্তুর মিথ্যাত্বনিশ্চয় হয় বলিয়া আরোপিত বস্তুর ব্যাবহারিকত্ব নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞানের ও সেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত প্রাতিভাসিক দৃশ্যের উচ্ছেদ হয় না। ইহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—"**অতএব যত্র পরোক্ষপ্রময়া**" ইতি। অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারই অধিষ্ঠান-বিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে বলিয়া অধিষ্ঠানবিষয়ক পরোক্ষ প্রমাজ্ঞানদ্বারা ভ্রমের উপাদান যে অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞান, তাহার নিবৃত্তি হয় না। অধিষ্ঠানবিষয়ক পরোক্ষ প্রমাজ্ঞানদ্বারা আরোপিত বস্তুর মিথ্যাত্বনিশ্চয় হয় বলিয়া আরোপিত বস্তুর ব্যাবহারিকত্বেরই উচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। অধিষ্ঠানবিষয়ক পরোক্ষ প্রমাজ্ঞানদ্বারা সেই অধিষ্ঠানে আরোপিত বস্তুর মিথ্যাত্বনিশ্চয় এইরূপে হইয়া থাকে যে, আরোপিত বস্তুর অধিকসত্তাক অত্যন্তাভাবের ব্যাপ্য ধর্ম্মবিশিষ্ট অধিষ্ঠান —এইরূপ জ্ঞানের সহিত অধিষ্ঠানের পরোক্ষ প্রমা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন রজতের অত্যন্তাভাবের ব্যাপ্য যে শুক্তিত্ব সেই শুক্তিত্বধর্ম্মবিশিষ্ট এই শুক্তি—এইরূপ অধিষ্ঠানের পরোক্ষজ্ঞান হইলে রজতের মিথ্যাত্ব-সিদ্ধি হয়। কারণ, স্বসমানাধিকরণ স্বাধিকসত্তাক অত্যন্তাভাবের প্রতি-যোগিত্বই স্বএর মিথ্যাত্ব। আর তাহাতে রজতের ব্যাবহারিকত্বেরও

উচ্ছেদ ঘটে। "**প্রাতীতিকত্বানপহারাৎ**" ইহার অর্থ—অধিষ্ঠানবিষয়ক পরোক্ষ প্রমা থাকিলেও অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকার নাই বলিয়া অধিষ্ঠান-বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। আর তজ্জন্য সেই অনিবৃত্ত অজ্ঞানের পরিণাম যে আরোপিত বস্তু, তাহার অধিষ্ঠানবিষয়ক পরোক্ষ প্রমার দ্বারা মিথ্যাত্বনিশ্চয় হওয়ায় ব্যাবহারিক সত্ত্বের উচ্ছেদ ঘটিলেও প্রাতীতিক সত্ত্বের উচ্ছেদ ঘটে না। যেমন রসনাতে পিত্তদোষপ্রযুক্ত রসনাসম্বন্ধ গুড়ে তিক্ততার অধ্যাস হইয়া থাকে, পিত্তদোষের প্রতি-বন্ধকতাপ্রযুক্ত অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইতে পারে না, কিন্তু অধিষ্ঠান-বিষয়ক পরোক্ষপ্রমা, গুড়ে তিক্ততার অধ্যাসকালেও থাকে। এজন্য আরোপিত তিক্ততার মিথ্যাত্বনিশ্চয়প্রযুক্ত তাহার ব্যাবহারিক সত্তার উচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় নাই বলিয়া সেই অজ্ঞানের পরিণাম যে প্রাতিভাসিক তিক্ততা, তাহার উচ্ছেদ হয় না। এজন্য গুড়ে তিক্ততার মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলেও তিক্ততাপ্রতীতির উচ্ছেদ ঘটে না। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**তিক্তঃ গুড়ঃ ইত্যাদি প্রতীতিঃ অনুবর্ত্ততে এব**।৪৫

৪৬। অধিষ্ঠানবিষয়ক পরোক্ষ প্রমার দ্বারা অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞান, যাহা ভ্রমের উপাদান, তাহার উচ্ছেদ হয় না। আর সেই অজ্ঞান-উপাদানক অজ্ঞান হইতে অভিন্ন অজ্ঞানের পরিণামস্বরূপ যে আরোপিত বস্তু সমুদায়, তাহাদেরও উচ্ছেদ হয় না। কিন্তু অধিষ্ঠান-বিষয়ক পরোক্ষ প্রমার দ্বারা আরোপিত বস্তুর ব্যাবহারিক সত্ত্বের উচ্ছেদরূপ মিথ্যাত্বনিশ্চয়ই হইয়া থাকে। স্বসমানাধিকরণ স্বাধিকসত্তাক অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই স্বএর মিথ্যাত্ব। যেমন রজতসমানাধিকরণ রজতাপেক্ষা অধিকসত্তাক রজতাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব রজতে আছে বলিয়া রজতের মিথ্যাত্বসিদ্ধি হয়। ইহাই দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিয়া দেখাইতেছেন—"**এবম্**" ইতি।৪৬

টীকা

৪২। প্রকৃতমিথ্যাত্বানুমানাৎ পূর্ব্বং ঘটাদীনাং স্বাত্যন্তাভাব-সামানাধিকরণ্যস্য অসিদ্ধত্বেঽপি মিথ্যাত্বানুমানেন স্বাশ্রয়ত্বেন অভিমত-যাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপমিথ্যাত্বস্য সিদ্ধ্যা স্বাত্যন্তাভাব-সামানাধিকরণ্যং লব্ধম্। তথাচ ভাবাভাবয়োঃ সামানাধিকরণ্যাৎ তয়োঃ অবিরোধঃ অপি ভবতি। অবিরুদ্ধয়োঃ ভাবাভাবয়োঃ একস্য জ্ঞানম্ অপরজ্ঞানস্য বাধকং ন ভবতি, কিন্তু ভাবাভাবয়োঃ বিরোধস্য তজ্জ্ঞানয়োঃ বাধ্যবাধকভাবস্য চ লোকসিদ্ধত্বাৎ নিরুক্তমিথ্যাত্বানুমিতি-মত্তাং তৎ কথং স্যাৎ ইত্যাহ পূর্ব্বপক্ষী—**ন চ এবং সতি … বাচ্যম্** ইতি। **এবং সতি**—প্রপঞ্চমাত্রস্য স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বরূপমিথ্যাত্বে সতি, **ভাবাভাবয়োঃ**—ঘটাদিতদত্যন্তা-ভাবয়োঃ, **অবিরোধাৎ**—সামানাধিকরণ্যেন অবিরোধাৎ, **তজ্জ্ঞানয়োঃ**—ঘটাদিজ্ঞানতদত্যন্তাভাবজ্ঞানয়োঃ, **বাধ্যবাধকভাবঃ ন স্যাৎ**—লোকসিদ্ধবাধ্যবাধকভাবঃ ন স্যাৎ, ইতি ন চ বাচ্যম্। কথম্ ইতি জিজ্ঞাসায়াম্ আহ সিদ্ধান্তী—**"ভিন্নসত্তাকয়োঃ"** ইত্যাদি। প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া অধিকসত্তাকাত্যন্তাভাবঘটিতমিথ্যাত্বপক্ষে প্রতি-যোগ্যভাবয়োঃ ভিন্নসত্তাকত্বাৎ ন বিরোধঃ, ন চ এতাবতা লোকসিদ্ধ-বিরোধবাধ্যবাধকভাবব্যবহারয়োঃ অপলাপঃ। সমসত্তাকপ্রতিযোগি-তদত্যন্তাভাবৌ আদায় লোকসিদ্ধবিরোধঃ স্বাস্যতি এব, ইত্যাহ—**সমসত্তাকয়োঃ বিরোধাৎ** ইতি। প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া অন্যূনসত্তাকা-ত্যন্তাভাবঘটিতমিথ্যাত্বপক্ষে তু নায়ং গ্রন্থঃ, প্রতিযোগিসমানসত্তাকা-ত্যন্তাভাবস্যাপি মিথ্যাত্বঘটকত্বেন অবিরোধাপত্তেঃ ইতি ভাবঃ।৪২

৪৩। সমসত্তাকয়োঃ প্রতিযোগিতদত্যন্তাভাবয়োঃ লোকসিদ্ধং বিরোধম্ উপপাদয়ন্ আহ—**"যত্র ভূতলে"** ইত্যাদি। ব্যাবহারিকস্য ঘটাত্যন্তাভাবস্য অধিকরণে ভূতলাদৌ প্রতিযোগিনঃ ঘটস্য ব্যাব-

হারিকত্বং বিরুদ্ধং, কিন্তু প্রাতিভাসিকত্বমেব। প্রাতিভাসিকপ্রতি-যোগিব্যাবহারিকতদত্যন্তাভাবয়োঃ সমসত্তাকত্বাভাবেন বিরোধা-ভাবাৎ।৪৩

৪৪। সমানসত্তাকয়োঃ ভাবাভাবয়োঃ বিরোধঃ ন যুক্তঃ। ন বা সমানসত্তাকভাবাভাবজ্ঞানয়োঃ বাধ্যবাধকভাবঃ যুক্তঃ। কিন্তু প্রাতি-ভাসিকাত্যাভাবস্যৈব স্বপ্রতিযোগিবিরোধিত্বং প্রাতিভাসিকাত্যাভাব-জ্ঞানপ্রতিযোগিজ্ঞানয়োঃ চ বাধ্যবাধকভাবঃ। অন্যথা সিদ্ধান্তিনঃ অনিষ্টাপত্তিঃ ইতি দর্শয়িতুম্ আহ পূর্বপক্ষী—**ন চ এবং সতি** ইত্যাদি। শুক্তৌ রজতভ্রমানন্তরং "শুক্তিঃ ইয়ং ন রজতম্" ইতি বাধজ্ঞানবিষয়ীভূতস্য রজতাভাবস্য সিদ্ধান্তিভিঃ ব্যাবহারিকত্বাঙ্গী-কারেণ সমসত্তাকভাবাভাবয়োঃ বিরোধাৎ অভাবপ্রতিযোগিনঃ পুরো-বর্ত্তিপ্রাতীতিকরজতস্য ব্যাবহারিকত্বাপহারেঽপি বিষমসত্তাকয়োঃ ভাবাভাবয়োঃ অবিরোধেন বাধজ্ঞানবিষয়ীভূতস্য রজতাভাবস্য ব্যাব-হারিকতয়া প্রাতিভাসিকরজতস্য প্রাতীতিকসত্তানপহারাৎ "নেদং রজতম্" ইতি বাধোত্তরকালেঽপি অনপহৃতপ্রাতিভাসিকসত্তয়া রজত-প্রতীতিঃ স্যাৎ ইতি ন বাচ্যম্। কথম্, ইত্যাহ সিদ্ধান্তী—**তত্র** ইত্যাদি। বাধোত্তরকালে প্রাতিভাসিকরজতপ্রতীতিঃ ন ভবতি। প্রাতিভাসিক-রজতসত্তাপেক্ষয়া অধিকসত্তাকস্য রজতাত্যন্তাভাবস্য ব্যাপ্যং শুক্তিত্বম্ ইত্যাকারকনিশ্চয়সহিতায়াঃ "ইয়ং শুক্তিঃ" ইতি অপরোক্ষপ্রমায়াঃ প্রাতিভাসিকরজতোপাদানাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বেন অজ্ঞানাভিন্নস্য অজ্ঞানো-পাদনস্য প্রাতিভাসিকরজতস্যাপি নিবৃত্তেঃ। অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারস্য অধিষ্ঠানগোচরাজ্ঞানোচ্ছেদকত্বেন অজ্ঞানপরিণামাদেরপি উচ্ছেদকত্বাৎ যথা শুক্তিপ্রময়া প্রাতিভাসিকরজতোচ্ছেদঃ। তথাচ ন বাধোত্তরকালে-ঽপি ইদং রজতম্ ইতি প্রতীতেঃ আপত্তিঃ সম্ভবতি।৪৪

৪৫। অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারেণৈব অধিষ্ঠানগোচরাঽবিদ্যাতৎ-

প্রযুক্তদৃশ্যয়োঃ সমুচ্ছেদঃ, যত্র তু ন অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ, কিন্তু পরোক্ষরূপাধিষ্ঠানপ্রমা, তত্র আরোপিতস্য মিথ্যাত্বনিশ্চয়েন ব্যাবহারিকত্বনিবৃত্তৌ অপি ন অজ্ঞানতৎপ্রযুক্তপ্রাতিভাসিকদৃশ্যয়োঃ সমুচ্ছেদঃ ইতি প্রদর্শয়িতুম্ আহ—**অতএব** ইতি। অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারস্যৈব অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বাদেব **পরোক্ষয়া অধিষ্ঠানপ্রময়া ন ভ্রমোপাদানাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। তত্র আরোপিতস্য ব্যাবহারিকত্বাপহারে অপি** পরোক্ষাধিষ্ঠানপ্রমযা আরোপিতস্য মিথ্যাত্বনিশ্চয়েন ব্যাবহারিকত্বাপহারেঽপি ইত্যর্থঃ। পরোক্ষাধিষ্ঠানপ্রময়া আরোপিতস্য মিথ্যাত্বনিশ্চয়স্য আরোপিতপ্রতিযোগিকাত্যন্তাভাবব্যাপ্যধর্ম্মবদধিষ্ঠানম্ ইতি জ্ঞানসহিতয়া ইতি বোধ্যম্। **প্রাতীতিকত্বানপহারাৎ**—অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারাভাবেন অধিষ্ঠানগোচরাজ্ঞানানিবৃত্ত্যা অজ্ঞানপরিণামরূপস্য আরোপিতস্য পরোক্ষাধিষ্ঠানপ্রময়া মিথ্যাত্বনিশ্চয়েন ব্যাবহারিকত্বাপহারেঽপি প্রাতীতিকত্বানপহারাৎ ইত্যর্থঃ। অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারপ্রতিবন্ধকীভূতপিত্তদোষমহিম্না অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারানুদয়েন তিক্তত্বাধ্যাসকারণীভূতাজ্ঞানস্য অনিবৃত্ত্যা অজ্ঞানপরিণতিরূপায়াঃ তিক্ততায়াঃ অপি অনিবৃত্তেঃ। পরন্তু পরোক্ষাধিষ্ঠানপ্রময়া তিক্ততায়াঃ মিথ্যাত্বনিশ্চয়েন ব্যাবহারিকসত্তাপহারেঽপি অজ্ঞানানিবৃত্ত্যা আরোপিততিক্ততায়াঃ প্রাতিভাসিকসত্তানপহারাৎ **তিক্তঃ গুড়ঃ ইত্যাদি প্রতীতিঃ অনুবর্ত্ততে এব**।৪৫

৪৬। পরোক্ষাধিষ্ঠানপ্রময়া ন ভ্রমোপাদানাজ্ঞানোচ্ছেদঃ ন বা অজ্ঞানোপাদানকস্য অজ্ঞানাভিন্নস্য অজ্ঞানপরিণতিরূপস্য আরোপ্যস্য সমুচ্ছেদঃ, কিন্তু পরোক্ষপ্রময়া আরোপ্যস্য মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপঃ ব্যাবহারিকসত্তাপহারঃ ভবতি—ইতি প্রদর্শয়ন্ প্রকৃতে দ্রাষ্টান্তিকে যোজয়ন্ আহ—**এবম্** ইতি।৪৬

তাৎপর্য্য।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক ভাবাভাবজ্ঞানের বাধ্যবাধকভাবে আপত্তি।

৪২। যদি প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিক অভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব হয়, তবে ভাব ও অভাবের সামানাধিকরণ্য স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু ঘটাধিকরণে ঘটাত্যন্তাভাব থাকে বলিয়াই ঘটের মিথ্যাত্ব, আর এই মিথ্যাত্বজ্ঞানবান্ পুরুষের ঘট ও ঘটাত্যন্তাভাবের সামানাধিকরণ্যজ্ঞান আছে বলিতে হইবে। এইরূপে ভাবাভাবের সামানাধিকরণ্যজ্ঞান হইলে ভাবজ্ঞানটী অভাবজ্ঞানের, অথবা অভাবজ্ঞানটী ভাবজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। ভাব ও অভাবের সামানাধিকরণ্যজ্ঞানাভাববিশিষ্ট যে ভাবাভাবের বিরোধবিষয়ক জ্ঞান, তাহার একে অপরের বাধক হইয়া থাকে। কিন্তু মিথ্যাত্বজ্ঞানবান্ পুরুষের তাহা সম্ভাবিত হইতে পারে না। মিথ্যাত্বজ্ঞান হইতে গেলেই ভাবাভাবের সামানাধিকরণ্যজ্ঞান হইয়া পড়ে। সমানাধিকরণ ভাবাভাব বিরুদ্ধ নহে। এজন্য এক জ্ঞান অপর জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। মিথ্যাত্বজ্ঞানের ঘটক ঘটাত্যন্তাভাবজ্ঞান ঘটজ্ঞানের বিরোধী হইবে না, ইহাই এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি।

সমসত্তাক ভাবাভাবের বিরোধ স্বীকারদ্বারা পূর্ব্বপক্ষখণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, মিথ্যাত্বের ঘটক যে অত্যন্তাভাব তাহা প্রতিযোগী অপেক্ষা অধিকসত্তাক হইয়া থাকে। মিথ্যাত্বের ঘটক অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগী অপেক্ষা অধিকসত্তাক হইলে ভাবাভাবের অবিরোধ হইতে পারে; কারণ, ভিন্নসত্তাক ভাবাভাব বিরোধী নহে। সমানসত্তাক ভাবাভাব বিরোধীই হইয়া থাকে। মিথ্যাত্বের ঘটক যে অভাব, তাহা প্রতিযোগী অপেক্ষা অধিকসত্তাক হইবে, সুতরাং সমানসত্তাকভাবাভাবের বিরোধিতাও থাকিবে। যেমন যে ভূতলে যে ঘটের অত্যন্তাভাব ব্যাবহারিক, সেই ভূতলে সেই ঘট

ব্যাবহারিক হইতে পারে না। কিন্তু প্রাতিভাসিকই হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। সুতরাং সমানসত্তাক ভাবাভাবের লোকসিদ্ধ বিরোধিতা থাকিলই বটে।

বাধের পরেও বাধিতের প্রতীতির আপত্তি।

এখন প্রশ্ন হয় এই যে, ব্যাবহারিক ঘটাত্যন্তাভাবের অধিকরণ ভূতলাদিতে প্রতিযোগী ঘট ব্যাবহারিক হইতে পারে না। যেহেতু সমানসত্তাক ভাবাভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু বিভিন্নসত্তাক ভাবাভাব বিরুদ্ধ নহে বলিয়া উক্ত ব্যাবহারিক ঘটাত্যন্তাভাবের অধিকরণে প্রাতিভাসিক ঘট থাকিতে যেমন কোন বাধা নাই, তদ্রূপ "শুক্তিরিয়ং ন রজতং" এই বাধজ্ঞানের বিষয়ীভূত যে অভাব, তাহা ব্যাবহারিক বলিয়া পুরোবর্ত্তী প্রতীত রজত ব্যাবহারিক হইতে না পারিলেও পুরোবর্ত্তী প্রাতিভাসিক রজতের প্রাতীতিক সত্তা থাকিয়াই যাইবে। যেহেতু বিভিন্নসত্তাক ভাবাভাব বিরুদ্ধ নহে। আর তাহাতে "শুক্তিরিয়ং ন রজতং" এইরূপ বাধজ্ঞানের পরেও পুরোবর্ত্তী প্রতীত রজতের প্রাতিভাসিক সত্তা লইয়া বাধের পরেও "ইদং রজতং" এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রতীতি হউক।

আরোপিতবস্তুর উপাদান অজ্ঞানের নাশে আরোপিতবস্তুর প্রতীতি অসম্ভব।

এই প্রশ্ন অসঙ্গত। কারণ, "ইয়ং শুক্তিঃ" এইরূপ প্রাতিভাসিক রজতের অধিষ্ঠানবিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞানদ্বারা প্রাতীতিক রজতের উপাদান যে অজ্ঞান, তাহার নিবৃত্তি হইয়া যায় বলিয়া রজতের প্রাতীতিক সত্তাও থাকিতে পারে না। অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকার যে "ইয়ং শুক্তিঃ" ইত্যাকারক জ্ঞান, তাহা প্রাতিভাসিক রজতের উপাদান অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করে। "ইয়ং শুক্তিঃ ন রজতং" এইরূপ বাধজ্ঞানের উত্তর "ইদং রজতং" এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতি আর হইতে পারে না। উপাদান অজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা রজতের প্রাতীতিক সত্তাও অপহৃত হইয়া যায়। শুক্তি-বিষয়ক অজ্ঞানই প্রাতীতিক রজতের উপাদান, সেই উপাদান অজ্ঞান

না থাকিলে উপাদেয় প্রাতীতিক রজত থাকিবে কিরূপে? যেহেতু উপাদান ও উপাদেয় অভিন্ন। সুতরাং উপাদানের অসত্বে উপাদেয়ের যে অসত্ব, তাহা সঙ্গতই হইল। এজন্য যেস্থলে পরোক্ষরূপ অধিষ্ঠান-প্রমাজ্ঞান হইবে এবং সেই পরোক্ষ অধিষ্ঠানপ্রমাজ্ঞানদ্বারা ভ্রমের উপাদান অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে না, সেই স্থলে ভ্রমে ভাসমান বস্তুর ব্যাবহারিকসত্তার উচ্ছেদ হইলেও প্রাতীতিক সত্তার উচ্ছেদ হইবে না। যেমন গুড়ে তিক্ততার ভ্রমকালে গুড়ের মাধুর্য্যবিষয়ক পরোক্ষপ্রমাজ্ঞান থাকিলেও আরোপিত তিক্ততার ব্যাবহারিকত্ব উচ্ছিন্ন হইয়া তিক্ততার প্রাতিভাসিক প্রতীতিই হইয়া থাকে। এইরূপ অখণ্ড ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারের পূর্ব্বে ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা প্রপঞ্চের ব্যাবহারিকত্ব উচ্ছিন্ন হইলেও তাহার প্রতীতি অনুবর্ত্তমানই থাকে। অধিষ্ঠানবিষয়ক সাক্ষাৎকারদ্বারাই অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। অধিষ্ঠান-বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে আর প্রপঞ্চপ্রতীতির অনুবৃত্তি হইবে না। আর অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অধিষ্ঠানবিষয়ক পরোক্ষ-জ্ঞানদ্বারা প্রপঞ্চের ব্যাবহারিকত্বের নিবৃত্তি হইলেও অর্থাৎ মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলেও প্রতীতির নিবৃত্তি হয় না।

তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পর প্রপঞ্চের প্রতীতি হয় না।

এজন্য মূলকার বলিতেছেন—অখণ্ড ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারা অধিষ্ঠান-বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে প্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি হইয়া যাইবে, তাহারও আর প্রতীতি হইবে না। এই অখণ্ডব্রহ্মসাক্ষাৎকারই তত্ত্ব-জ্ঞান। আর এই তত্ত্বজ্ঞানবান্ পুরুষের প্রাতিভাসিকরূপেও প্রপঞ্চের প্রতীতি হয় না। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের উচ্ছেদ হয় বলিয়া অজ্ঞানের পরিণামেরও উচ্ছেদ হইয়া থাকে।

জীবন্মুক্ত পুরুষে উক্ত নিয়মের ব্যভিচারশঙ্কা।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবন্মুক্ত পুরুষের এই অখণ্ডব্রহ্মসাক্ষাৎকার-

রূপ তত্ত্বজ্ঞান ত আছেই, আর এই তত্ত্বজ্ঞানজন্য অজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটিলে প্রপঞ্চপ্রতীতিও তাঁহার হওয়া উচিত ছিল না। প্রপঞ্চমাত্রের উচ্ছেদ হইলে জীবদবস্থাই তাদৃশ মুক্তপুরুষের হইতে পারে না।

অজ্ঞানের উচ্ছেদ অস্বীকারে তত্ত্বজ্ঞানের ব্যর্থতাশঙ্কা।

যদি বলা যায়—জীবন্মুক্ত পুরুষের অজ্ঞানের উচ্ছেদ হয় না, কিন্তু সংস্কাররূপে অজ্ঞান জীবন্মুক্তেরও থাকে, তবে তত্ত্বজ্ঞানের ব্যর্থতাদোষ ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান আর অজ্ঞানের বিরোধী হইল না।

আর যদি বলা যায়—জীবন্মুক্ত পুরুষের অজ্ঞান উচ্ছিন্নই হইয়া যায় বটে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রারব্ধকর্মজন্য ভোগোপযোগী দেহাদিমাত্র থাকে, আর এতাদৃশ দেহাদিই জীবন্মুক্ত পুরুষের অজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। বস্তুতঃ, অজ্ঞান থাকে না। আর শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—"ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ"; অর্থাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তির পরেও "ভূয়ঃ" আবার অজ্ঞাননিবৃত্তির কথা আছে, তাহা এই প্রারব্ধভোগের উপযোগী দেহাদি-মাত্রের নিবৃত্তি লইয়াই বুঝিতে হইবে। "প্রারব্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশঃ" ইত্যাদি স্মৃতিতেও ইহাই বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞানের উচ্ছেদই প্রপঞ্চের অপ্রতীতির কারণ নহে, কিন্তু দেহাদির উচ্ছেদই প্রপঞ্চের অপ্রতীতির কারণ।

সিদ্ধান্তিকর্তৃক উক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন।

এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে—যে ক্ষণে যে অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইবে, সেইক্ষণে সেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যেরও উচ্ছেদ ঘটিবে—এরূপ নহে। ইহাতে এই দোষ হয় যে, জীবন্মুক্ত পুরুষে অজ্ঞান নষ্ট হইলেও অজ্ঞান-প্রযুক্ত দৃশ্য তাঁহাদের থাকে—এরূপ যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে উক্ত নিয়মভঙ্গ হইয়া যায়।

বিদেহমুক্তি সংক্রান্ত সম্ভাবিত আপত্তির উত্তর।

আর এরূপও বলা যায় না যে, যে অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যের উচ্ছেদে

প্রতিবন্ধকশূন্য যে ক্ষণে, যে অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইবে, সেই ক্ষণে সেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যেরও অবশ্য উচ্ছেদ হইবে। এরূপ নিয়ম স্বীকার করিলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত জীবন্মুক্তপুরুষে যে নিয়মভঙ্গ দেখান হইয়াছিল তাহা না ঘটিলেও বিদেহমুক্তির প্রয়োজক যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, অর্থাৎ যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরই বিদেহমুক্তি ঘটিবে, সেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উৎপত্তিসময়ে "ব্রহ্ম সাক্ষাৎকরোমি" এইরূপ অনুভবদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটিলেও অজ্ঞানপরিণাম অন্তঃকরণ ও তাহার পরিণাম ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকাররূপ বৃত্তি থাকে বলিয়া প্রদর্শিত নিয়মেরও ভঙ্গই হইতেছে।

আর এরূপও বলা যায় না যে, বিদেহমুক্তির পূর্ব্বক্ষণে "ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-করোমি" এইরূপ অনুভবের উৎপত্তিক্ষণে অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যোচ্ছেদের প্রতিবন্ধক প্রারব্ধ কর্ম্মাদি আছে। যেহেতু এতাদৃশ সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় ক্ষণে বিদেহমুক্তি ঘটিয়া থাকে বলিয়া সমস্ত দৃশ্যেরই উচ্ছেদ হইয়া যায়, সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্ম যে প্রতিবন্ধক—এরূপ বলা যায় না।

অজ্ঞানের আবরণ বিক্ষেপ অস্বীকার করিয়া উত্তর।

এজন্য তত্ত্বসাক্ষাৎকারের অজ্ঞাননাশকতা এইরূপ বলিতে হইবে যে, (১) যে ক্ষণে যে সাক্ষাৎকারপ্রমা উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষণে অবশ্যই সেই প্রমার সমানবিষয়ক অজ্ঞানের উচ্ছেদ হয়। (২) আর অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যের উচ্ছেদের প্রতিবন্ধকশূন্য যে ক্ষণে যে অজ্ঞানের উচ্ছেদ হয়, তাহার অব্যবহিত উত্তর ক্ষণে অবশ্যই সেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যেরও উচ্ছেদ হয়। (৩) যে সাক্ষাৎকারী প্রমা যে অজ্ঞানের সমানবিষয়ক, সেই প্রমা সেই অজ্ঞানের অধিকরণে অবৃত্তি হয়। (৪) আর যে যে ক্ষণ তৎপ্রমা-বিশিষ্ট এবং সেই প্রমার সমানবিষয়ক অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যোচ্ছেদের প্রতি-বন্ধকশূন্য, সেইক্ষণ সেই প্রমার সমানবিষয়ক অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যাধিকরণ-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না। আর এইরূপ নিয়ম স্বীকার করায় মূল অজ্ঞানের সমানবিষয়ক তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ মনোবৃত্তির উৎপত্তিক্ষণে

অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যরূপ মনোবৃত্ত্যাদি থাকাতেও কোন ক্ষতি নাই। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি অস্বীকারপক্ষে এই কথা বলা হয়।

অজ্ঞানের আবরণ বিক্ষেপ শক্তি স্বীকার করিয়া উত্তর।

আর যাঁহারা অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে অজ্ঞানের আবরণশক্তি সবিষয়ক হইয়া থাকে, বিক্ষেপ-শক্তি সবিষয়ক নহে। এজন্য সবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের আবরণশক্তিরই বিরোধিতা আছে, বিক্ষেপশক্তির বিরোধিতা নাই। জ্ঞান সমানবিষয়ক অজ্ঞানেরই বিরোধী হইয়া থাকে। সুতরাং তত্ত্ব-জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞাননাশ বলিতে ইহাই বুঝায় যে, অজ্ঞানের আবরণশক্তির উচ্ছেদ হয়। অতএব অজ্ঞানের শক্তিদ্বয়বাদীর মতে এইরূপ নিয়ম বলিতে হইবে যে, যে আবরণশক্তির সমানবিষয়ক যে সাক্ষাৎকার প্রমা, সেই প্রমা সেই আবরণশক্তির অধিকরণক্ষণে থাকে না। আর এজন্য বিক্ষেপশক্তি ও তাহার আশ্রয়ীভূত অজ্ঞান জীবন্মুক্তিকালে থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। উহা উক্ত প্রথম নিয়মানুসারে কথিত হইল। কেবলমাত্র **প্রথম নিয়মের** অজ্ঞানপদস্থানে অজ্ঞানের আবরণশক্তি পদটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর **দ্বিতীয় নিয়মে** অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিবাদীর মতে এইরূপ বলিতে হইবে যে, যে অজ্ঞানীয় বিক্ষেপশক্তিপ্রযুক্ত দৃশ্যের ও সেই বিক্ষেপশক্তির উচ্ছেদের প্রতিবন্ধক-শূন্য যে ক্ষণে, যে অজ্ঞানীয় আবরণশক্তির উচ্ছেদ হয়, তাহার অব্যবহিত উত্তর ক্ষণে অবশ্যই সেই অজ্ঞানীয় বিক্ষেপশক্তি, সেই বিক্ষেপশক্তি-প্রযুক্ত দৃশ্য ও বিক্ষেপশক্তিমৎ অজ্ঞান—এই তিনটীরই উচ্ছেদ হয়। অতএব এইরূপ নিয়ম কল্পনা করায় **জীবন্মুক্ত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানের আর ব্যর্থতাদোষ ঘটে না।**

অতএব দেখা গেল—সন্মাত্রনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ করিলেও কোন দোষই হয় না।৪৬

সন্মাত্রনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব লক্ষণের ফল।

এতেন উপাধিশব্দেন অধিকরণমাত্রবিবক্ষায়াম্ অর্থান্তরম্ বায়্বধিকরণকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বেঽপি রূপস্য অমিথ্যাত্বাৎ; অধিষ্ঠানবিবক্ষায়াং তু ভ্রমোপাদানাজ্ঞানবিষয়স্য অধিষ্ঠানত্বেন অন্যোন্যাশ্রয়ত্বং(ত্বাৎ), জ্ঞানস্য ভ্রমত্বে বিষয়স্য মিথ্যাত্বং, বিষয়স্য মিথ্যাত্বে চ জ্ঞানস্য ভ্রমত্বম্ ইতি— পরাস্তম্, উক্তরীত্যা অধিকরণবিবক্ষায়াং দোষাভাবাৎ।৪৭

শ্রুতিবলে ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তিশঙ্কার পরিহার।

ন চ "স এব অধস্তাৎ" ইতি শ্রুত্যা প্রতিপন্নে দেশকালাদ্যুপাধৌ পরমার্থতঃ ব্রহ্মণঃ অভাবাৎ তত্র অতিব্যাপ্তিঃ ইতি বাচ্যম্; নির্ধর্ম্মকে তস্মিন্ অভাবপ্রতিযোগিত্বরূপধর্ম্মাভাবাৎ।৪৮

শ্রুতিব্যাকোপাশঙ্কা পরিহার।

ন চ এবং সত্যত্বমপি তত্র ন স্যাৎ, তথাচ "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্" ইত্যাদি, শ্রুতিব্যাকোপঃ ইতি বাচ্যম্; অধিকরণাতিরিক্তাভাবানভ্যুপগমেন উক্তমিথ্যাত্বাভাবরূপসত্যত্বস্য ব্রহ্মস্বরূপাবিরোধাৎ।৪৯

স্বপ্রকাশত্বাদিপদের অর্থ নিরূপণ।

এতেন স্বপ্রকাশত্বাদ্যপি ব্যাখ্যাতম্; পরপ্রকাশ্যত্বাভাবঃ হি স্বপ্রকাশত্বম্, কালপরিচ্ছেদাভাবঃ নিত্যত্বম্; দেশপরিচ্ছেদাভাবঃ বিভুত্বম্, বস্তুপরিচ্ছেদাভাবঃ পূর্ণত্বম্ ইত্যাদি।৫০ তথাচ ভাবভূতধর্ম্মানাশ্রয়ত্বেঽপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মাভাবরূপতয়া ন কাপি অনুপপত্তিঃ ইতি সর্ব্বম্ অবদাতম্।৫১

ইতি মিথ্যাত্বনিরূপণে দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণম্।

অনুবাদ।

৪৭। প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—এই মিথ্যাত্বলক্ষণের ঘটক প্রতিপন্নপদ ও উপাধিপদের অর্থ পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। প্রতিপন্ন পদের অর্থ—প্রতীতিবিশেষ্য অর্থাৎ স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্য এবং উপাধিপদের অর্থ—অধিকরণ। স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্য যে অধিকরণ তাহাতে—ইহাই প্রতিপন্নোপাধৌ এই অংশের অর্থ। আর এই অর্থে পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিত অর্থান্তরত্বাদি দোষেরও সম্ভাবনা নাই। ইহাই সূচনা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**এতেন** ইত্যাদি। "এতেন" ইহার সহিত অগ্রবর্ত্তী "পরাস্তম্" এই পদের অন্বয় বুঝিতে হইবে। "এতেন" পদের অর্থ—"প্রতিপন্নোপাধৌ" এই অংশের প্রদর্শিতরূপ অর্থ প্রদর্শন করা হইয়াছে বলিয়া, বক্ষ্যমাণ দূষণসমূহ নিরস্ত হইল। এই মিথ্যাত্বলক্ষণের ঘটক উপাধিপদের অর্থ অধিকরণমাত্র গ্রহণ করিয়া এই মিথ্যাত্বানুমানে পূর্ব্বপক্ষী অর্থান্তরতা দোষ দেখাইয়াছেন। তাহা এই—যে কোন অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব পারমার্থিকত্বের অবিরোধী বলিয়া প্রতিযোগীর পারমার্থিকত্বের অবিরোধী যৎকিঞ্চিৎ অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই এই অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। এজন্য উদ্দেশ্য যে প্রতিযোগীর মিথ্যাত্ব তাহা সিদ্ধি না হওয়ায় অর্থান্তরতা দোষই ঘটিতেছে। যেমন যৎকিঞ্চিৎ অধিকরণ বায়ুতে রূপের অত্যন্তাভাব আছে বলিয়া বায়ুধিকরণক অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব রূপে সিদ্ধ হইলেও রূপের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, তাদৃশপ্রতিযোগিত্ব রূপের পারমার্থিকত্বের অবিরোধী। রূপ পারমার্থিক হইয়াও তাদৃশ প্রতিযোগী হইয়া থাকে। এই পারমার্থিকত্বের অবিরোধী যৎকিঞ্চিৎ অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বকে মিথ্যাত্ব বলিলে মিথ্যাত্বের পারিভাষিকত্বাপত্তি হইয়া যায়, আর প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধনতা দোষও ঘটে।

আর মিথ্যাত্বঘটক উপাধিপদের অধিষ্ঠানরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে মিথ্যাত্বলক্ষণের অন্যোন্যাশ্রয় দোষও হয়। ইহাই দেখাইবার জন্ত পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**অধিষ্ঠানবিবক্ষায়াং তু** ইত্যাদি। ভ্রমোপাদান অজ্ঞানের যে বিষয়ত্ব তাহাই অধিষ্ঠানত্ব। মিথ্যাবস্তুবিষয়ক জ্ঞানই ভ্রম, আর ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ই মিথ্যা। সুতরাং ভ্রমত্বগ্রহসাপেক্ষ বিষয়ের মিথ্যাত্বগ্রহ এবং মিথ্যাত্বগ্রহসাপেক্ষ জ্ঞানের ভ্রমত্বগ্রহ—এইরূপে জ্ঞানগত অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। আর উপাধিপদের অর্থ যদি অধ্যস্তবস্তুর অধিষ্ঠান বলা যায়, তবে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। যেহেতু অধ্যস্তবস্তু মিথ্যা, সুতরাং মিথ্যাত্বগ্রহসাপেক্ষ মিথ্যাত্বের লক্ষণ হইতেছে। অর্থাৎ মিথ্যাত্বলক্ষণটী লক্ষ্যমিথ্যাত্বঘটিত হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ দোষপ্রদর্শন অসঙ্গত। যেহেতু প্রতিপন্ন উপাধি শব্দের যাদৃশ অর্থ সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন, তাহাতে এই দোষের সম্ভাবনাই হয় না। ইহাই সিদ্ধান্তী "**এতেন** ... **নিরস্তম্**" বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন।

৪৮। এই প্রদর্শিত মিথ্যাত্বলক্ষণের ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন করিবার জন্ত পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন—"**ন চ**" ইত্যাদি। সিদ্ধান্তী যে "প্রতিপন্নোপাধৌ" বলিয়াছেন, এইস্থলে প্রতীতিটী কি প্রত্যক্ষ, অথবা শাব্দী? যদি প্রত্যক্ষ বলা হয়, তবে "আমাতে সুখানুভব আছে" এইরূপ প্রত্যক্ষে "অহমর্থ" ব্রহ্মের প্রতিপন্নোপাধি হইবে। আর এই প্রতিপন্ন উপাধিতে পারমার্থিকত্বরূপে ব্রহ্মের অভাব আছে বলিয়া ব্রহ্মে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতেছে। আর "স এব অধস্তাৎ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের প্রতিপন্নোপাধি অধোদেশে, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মের পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মপুরস্কারে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব ব্রহ্মে আছে বলিয়া এই মিথ্যাত্বলক্ষণের ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি হইতেছে।

অভিপ্রায় এই যে, সিদ্ধান্তিগণ ব্রহ্মকে স্বপ্রকাশস্বরূপ বলিয়া স্বীকার

করেন। "আমাতে সুখানুভব আছে"—এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতে সুখানুভবের আশ্রয় অহমর্থই হইয়া থাকে, সুতরাং সুখানুভবস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিপন্নোপাধি অহমর্থ হইল। আর ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মও ব্রহ্মে নাই। সুতরাং পারমার্থিকত্বরূপে ব্রহ্ম কোথাও থাকেন না। এজন্য পারমার্থিকত্বরূপে ব্রহ্মস্বরূপ এই সুখানুভবের অত্যন্তাভাব অহমর্থে আছে। সুতরাং ব্রহ্মে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল। আর "স এব অধস্তাৎ" এই শ্রুতিতে তৎ পদার্থ ব্রহ্ম বা আত্মা। আর তাহা অধোদেশে আছে, ইহা এই শ্রুতির দ্বারা লব্ধ হইতেছে। সুতরাং এই শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের উপাধি অধোদেশ হইল। আর ব্রহ্মের প্রতিপন্ন উপাধি অধোদেশবৃত্তি অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বও ব্রহ্মেই থাকিবে। সুতরাং ব্রহ্মে লক্ষণের অতিব্যাপ্তিই ঘটিতেছে। এই পারমার্থিকত্বধর্ম্মরূপে অত্যন্তাভাবটী ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাব বুঝিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম পারমার্থিক, এজন্য পারমার্থিকত্বরূপে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব ব্রহ্মে থাকিবে কি করিয়া—এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। যেহেতু ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, এজন্য তাহাতে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মও নাই। মূলে যে **পরমার্থতঃ** এরূপ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—পারমার্থিকত্বরূপে এইরূপ বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত অতিব্যাপ্তি নিরাস করিতে যাইয়া বলিতেছেন —**নির্ধর্ম্মকে তস্মিন্** ইত্যাদি। ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক এজন্য তাহাতে যেমন পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মও নাই, তদ্রূপ এই মিথ্যাত্বঘটক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ ধর্ম্মও নাই। সুতরাং তাদৃশ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব ব্রহ্মে নাই বলিয়া মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না।৪৮

৪৯। ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া যদি তাহাতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব না থাকে তবে, সত্যত্বধর্ম্মও তাহাতে থাকিবে না, আর তাহাতে ব্রহ্মের পুনর্ব্বার মিথ্যাত্বাপত্তিই হইয়া পড়িতেছে। যাহাতে

সত্যত্ব ধর্ম্ম নাই তাহাই মিথ্যা; এরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—**"ন চ এবং সত্যত্বমপি** ইত্যাদি। "এবং" অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক হইলে, ব্রহ্মে সত্যত্বধর্ম্মও থাকিতে পারিবে না। আর তাহাতে ব্রহ্মের সত্যত্ব-প্রতিপাদক "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতির বাধদোষ ঘটিবে, পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আশঙ্কা অসঙ্গত, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া মিথ্যা নহে, আর সত্যত্বপ্রযুক্তও ব্রহ্মে সধর্ম্মকত্বের আপত্তি নাই, ইহাই দেখাইতেছেন—**অধিকরণাতিরিক্তাভাবানভ্যুপগমেন** ইত্যাদি। ব্রহ্মের সত্যত্ব ভাবভূত ধর্ম্ম নহে, কিন্তু মিথ্যাত্বাভাবরূপই সত্যত্ব। প্রভাকরমতে ভাবাধিকরণক অভাব ভাবভূত অধিকরণ হইতে অতিরিক্ত নহে, কিন্তু অধিকরণীভূত ভাবস্বরূপই বটে। এইরূপ ব্রহ্মাধিকরণক মিথ্যাত্বাভাব ব্রহ্মস্বরূপই বটে। মূলকথা এই যে, অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে ব্রহ্মভিন্ন কোনও বস্তু স্বীকার করা হয় না। যেরূপ মিথ্যাত্বা-ত্যন্তাভাবই সত্যত্ব, সেইরূপ মিথ্যাত্ববদ্‌ভেদও সত্যত্ব। এই মিথ্যাবদ্‌-ভেদ ব্রহ্মে আছে এবং তাহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। বস্তুতঃ এই মিথ্যাত্বাভাবোপলক্ষিত স্বরূপ চৈতন্যই সত্যত্ব। আর তাহাই ব্রহ্ম। আসল কথা এই যে, সাক্ষী চিদ্রূপেই স্বতঃসিদ্ধ বা স্বপ্রকাশ। এই স্বপ্রকাশ বস্তুর কোন জড়ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। পরপ্রকাশ্য ধর্ম্ম লইয়া ব্রহ্মের সিদ্ধি অসম্ভব। এজন্য কুতর্কের দ্বারা ব্রহ্মে কোন ধর্ম্মের উদ্ভাবন করিলেও এই খণ্ডনপ্রদর্শিত রীতির দ্বারা তাহার প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। মূলকারও এস্থলে খণ্ডনপ্রদর্শিত রীতিরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।৪৯

৫০। ব্রহ্মের সত্যত্ব ধর্ম্ম ভাবরূপ নহে, আর ভাবাধিকরণক অভাব অধিকরণ হইতে অতিরিক্ত নহে—ইহা বলা হইয়াছে। আর তাহাতে স্বপ্রকাশত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্মও অভাবরূপই বুঝিতে হইবে। ইহাই মূলকার অতিদেশদ্বারা বুঝাইতেছেন—**এতেন** ইত্যাদি। "এতেন" অর্থ—সত্যত্ব ধর্ম্মটী অভাবরূপ বলিয়া, **স্বপ্রকাশত্বমপি ব্যাখ্যাতম্**—

অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্মও অভাবরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই স্বপ্রকাশত্বাদি ধর্ম্মের উপপাদন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বলা যাইবে। পরপ্রকাশ্যত্বই অস্বপ্রকাশত্ব। আর এই পরপ্রকাশ্যত্ব, যাহা অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বের যোগ্য হয় না, তাহাই বুঝিতে হইবে। আর এই পরপ্রকাশ্যত্বের অভাবই স্বপ্রকাশত্ব। আর এজন্য স্বপ্রকাশত্বের অর্থ—তাদৃশ যোগ্যত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্ব। অথবা পরপ্রকাশ্যত্ববিশিষ্টের ভেদই স্বপ্রকাশত্ব বলিতে পারা যায়। ধর্ম্মীর ভেদ ও ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব অভিন্ন বলিয়া অত্যন্তাভাব বা ভেদরূপ স্বপ্রকাশত্ব বলা হইয়াছে। তাদৃশ অত্যন্তাভাব বা ভেদ ব্রহ্ম হইতে অনতিরিক্ত।

এইরূপ ব্রহ্মের নিত্যত্বও কোন ভাবভূত ধর্ম্মান্তর নহে। কিন্তু কালপরিচ্ছেদাভাবই নিত্যত্ব। নাশপ্রতিযোগিত্বই কালপরিচ্ছেদ, সুতরাং নাশপ্রতিযোগিত্বাভাব বা নাশপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্টের ভেদ নিত্যত্ব। অনিত্যত্বাভাবকে নিত্যত্ব বলা হয় নাই; কারণ, তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষের আপত্তি হয়।

এইরূপ ব্রহ্মের বিভুত্বও অভাবরূপই বটে; দেশপরিচ্ছেদাভাবই বিভুত্ব। এই দেশপরিচ্ছেদ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব। আর তাহার অভাবই বিভুত্ব। অথবা অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্টের ভেদই বিভুত্ব। এখানেও অবিভুত্বাভাবই বিভুত্ব নহে।

এইরূপ ব্রহ্মের পূর্ণত্বও অভাবরূপই বটে। বস্তুপরিচ্ছেদাভাবই পূর্ণত্ব। এই বস্তুপরিচ্ছেদ অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্ব। আর তাহার অভাবই পূর্ণত্ব। অথবা অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্টের ভেদই পূর্ণত্ব।৫০

৫১। ইহাতে এখন আপত্তি হয় এই যে, এই সত্যত্বাদিধর্ম্ম যদি অত্যন্তাভাবরূপ, অথবা অন্যোন্যাভাবরূপ হইল তবে, অভাবত্ববিশিষ্টরূপে

অভাবসমূহ মিথ্যা বলিয়া সেই মিথ্যাভূত অভাবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ হইবে কিরূপে ? আর মিথ্যাভূত অভাবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ হইলে ব্রহ্মই বা মিথ্যা হইবে না কেন ? ইহাতে এরূপও বলা যায় না যে, মিথ্যাত্বাদির অভাবই সত্যত্বাদিরূপ নহে, কিন্তু মিথ্যাত্বাদির অভাবত্ব-বিশিষ্ট যে অভাব, তাহার তাদাত্ম্যোপলক্ষিত স্বরূপই সত্যত্বাদিরূপ হইবে ? অভাবত্ববিশিষ্ট সত্যত্বাভাবের তাদাত্ম্য শুদ্ধব্রহ্মে সম্ভাবিত নহে—এজন্য তাদাত্ম্যোপলক্ষিতত্বও শুদ্ধব্রহ্মে হইতে পারে না। যেহেতু উপলক্ষণ ধর্ম্মের সহিত উপলক্ষিত বস্তুর যদা কদাচিৎ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। শুদ্ধব্রহ্মে উপলক্ষণের সম্বন্ধ অসম্ভব। আর মিথ্যাত্বাদি-বিশিষ্ট মিথ্যাবস্তুপ্রতিযোগিক ভেদও ব্রহ্মে অসম্ভব, যেহেতু মিথ্যাত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া মিথ্যাত্বাদিবিশিষ্ট বস্তুর ভেদ ব্রহ্মে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং তাদৃশ ভেদও সত্যত্বাদিরূপ হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—"**তথাচ**" ইত্যাদি। "তথাচ" পদের অর্থ—সত্যত্বাদি ধর্ম্ম অভাবরূপ হইল বলিয়া **ভাবভূত-ধর্ম্মানাশ্রয়ত্বেঽপি** অর্থাৎ প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্বরূপ ভাবভূত মিথ্যাত্বধর্ম্মের স্বরূপাদিসম্বন্ধে ব্রহ্মের অনাশ্রয়ত্বপ্রযুক্ত তাদৃশপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বধর্ম্মের আধ্যাসিক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ব্রহ্ম আশ্রয় হইলেও তাদৃশ মিথ্যাত্বরূপ ভাবভূত ধর্ম্মের স্বরূপাদি সম্বন্ধে ব্রহ্ম অনাশ্রয়ই হইয়া থাকেন। স্বরূপসম্বন্ধে মিথ্যাত্বাদি ভাবভূত ধর্ম্মের আশ্রয় ঘটাদিবস্তু হইয়া থাকে। আধ্যাসিক সম্বন্ধেই ব্রহ্ম উক্ত মিথ্যাত্ব-রূপ ভাবভূত ধর্ম্মের আশ্রয় হইয়া থাকেন। মূলস্থিত 'ভাবভূত' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ এই যে, তাদৃশ প্রতিযোগিত্বাদিরূপ মিথ্যাত্বাদি ধর্ম্মের স্বরূপসম্বন্ধে ব্রহ্ম অনাশ্রয় হইলেও **ব্রহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মাভাবরূপতয়া**— অর্থাৎ ব্রহ্মাধিষ্ঠানক সমস্ত মিথ্যাত্বাদি ধর্ম্মের যে অভাবত্ববিশিষ্ট অভাব, সেই অভাবতাদাত্ম্যোপলক্ষিত স্বরূপই সত্যত্বাদি ধর্ম্ম। আর এইরূপ

সত্যত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মে স্বীকার করিলে পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত অনুপপত্তি আর হয় না। ইহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—**ন কাপি অনুপপত্তিঃ** ইতি। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, এই গ্রন্থের প্রারম্ভে অদ্বৈতপদের অর্থপ্রদর্শনকালেও "অদ্বৈতত্ব" ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলা হয় নাই, কিন্তু দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত স্বরূপই অদ্বৈত বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়াই সেস্থলে এইরূপ বলা হইয়াছে। শুদ্ধ ব্রহ্মে কোন ধর্ম্মই স্বীকার করিতে পারা যায় না। শুদ্ধ ব্রহ্মে যে, কোন ধর্ম্ম নাই, তাহাই বুঝাইবার জন্য, ব্রহ্ম—সত্য স্বপ্রকাশ নিত্য বিভু পূর্ণ ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মকে সত্য বলায় ব্রহ্মে সত্যাদিপদবাচ্যত্ব স্বীকার করা হয় না। কারণ, সত্যাদি পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্ম্ম ব্রহ্মে নাই। এইরূপ ব্রহ্মে নিত্যত্বাদি ধর্ম্মও নাই। তথাপি যে তাহাকে নিত্য বলা হয়, তাহার অভিপ্রায় এই যে, ঘটাদিবস্তুতে যে অনিত্যত্ব ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে, তাহার অভাবোপলক্ষিত স্বরূপই ব্রহ্ম—ইহাই বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মে নিত্যশব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ করা হয়। সত্যাদি পদসম্বন্ধেও এইরূপ ঔপচারিক প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। এই দেশাবচ্ছেদাভাবোপলক্ষিতস্বরূপই বিভু শব্দের দ্বারা উপচরিত হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বমূর্ত্তবস্তুর সহিত সম্বন্ধপ্রযুক্ত ব্রহ্মকে বিভু বলা হয় না। যেমন তার্কিকাদিমতে "নীলং তমঃ" এইরূপ প্রয়োগে তমঃ বস্তুতে যে নীল শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা নীলত্বধর্ম্মপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু নীলত্ববিরোধী রক্তত্ব পীতত্বাদি ধর্ম্মের অভাবনিবন্ধনই নীলশব্দের উপচার করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ সেস্থলে নীলত্ববিরোধী রক্তত্বাদির অভাবই নীলত্ব, কিন্তু নীলত্ব ভাবভূত ধর্ম্ম নহে।

এইরূপে দেখা যাইতেছে—পূজ্যপাদ বিবরণাচার্য্যসম্মত প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ যে মিথ্যাত্বের লক্ষণটী তাহা সর্ব্বথা নির্দ্দোষ। এই দ্বিতীয়লক্ষণে পূর্ব্বপক্ষিগণের সার কথা এই যে,

ঘটাদি ব্যাবহারিক বস্তুর স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে, ব্যাবহারিক বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ না হইয়া অলীকত্বই হইয়া পড়ে। আর পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মেও লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এজন্য নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব-রূপেই ব্রহ্মের সহিত বিয়দাদিপ্রপঞ্চের বৈলক্ষণ্য বুঝিতে হইবে, সত্যত্ব মিথ্যাত্বরূপে নহে। ব্রহ্ম সর্ব্বদা সৎ, আকাশাদি কদাচিৎ সৎ।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তীর কথা এই যে, ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব অলীকসাধারণ হইলেও অলীক বস্তু সদ্বস্তুর সহিত অভেদে প্রতীত হয় না, আর ব্যাবহারিক বস্তু সত্তাদাত্ম্যরূপেই প্রতীত হয়। আর এইজন্যই শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তু অলীক নহে, যেহেতু তাহা সদ্রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। আর পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব বলিলেও নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ, ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধের প্রতিযোগিত্বরূপ ধর্ম্মও নাই। সুতরাং এই দ্বিতীয় লক্ষণ সর্ব্বথা নির্দ্দোষ।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয়-
মিথ্যাত্বলক্ষণের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা।

৪৭। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্ ইতি লক্ষণে প্রতিপন্নোপাধৌ ইত্যস্য প্রতিপন্নে প্রতীতিবিশেষ্যে স্বপ্রকারক-প্রতীতিবিশেষ্যে ইতি যাবৎ, উপাধৌ অধিকরণে ইত্যর্থকত্বাৎ পূর্ব্ব-পক্ষিপ্রদর্শিতানাম্ অর্থান্তরত্বাদিদূষণানাম্ অনবকাশঃ ইতি সূচয়িতুম্ আহ মূলকারঃ—**এতেন** ইত্যাদি। "এতেন"—ইত্যস্য "পরাস্তম্" ইতি অগ্রেতনেন অন্বয়ঃ। এতেন—প্রতিপন্নোপাধৌ ইত্যস্য প্রদর্শিত-

রূপার্থকথনেন বক্ষ্যমাণদূষণজাতং নিরস্তম্ বেদিতব্যম্। এতন্মিথ্যাত্ব-ঘটকোপাধিপদস্য যৎকিঞ্চিদধিকরণমাত্রার্থকত্বং গৃহীত্বা অর্থান্তরত্বং প্রকৃতানুমানে প্রদর্শয়ন্ আহ পূর্ব্বপক্ষী—**উপাধিশব্দেন** ইতি। যৎ-কিঞ্চিদধিকরণনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বস্য প্রতিযোগিনঃ পারমার্থি-কত্বাবিরোধিতয়া পারমার্থিকত্বাবিরোধিযৎকিঞ্চিদধিকরণকাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বসাধনে অর্থান্তরত্বম্, যথা বায়্বধিকরণকাত্যন্তাভাবপ্রতি-যোগিত্বেঽপি রূপস্য ন মিথ্যাত্বম্ পারমার্থিকত্বাবিরোধিত্বাৎ। তাদৃশ-প্রতিযোগিত্বস্য মিথ্যাত্বে মিথ্যাত্বস্য পারিভাষিকত্বম্ অনুমানে সিদ্ধসাধনং চেতি। যথা উপাধিপদস্য অধিকরণমাত্রার্থবিবক্ষয়াং ন প্রকৃতানুমানে অর্থান্তরতা, অধিকরণপদস্য যৎকিঞ্চিদধিকরণমাত্রার্থতায়া অনভ্যুপগমাৎ, এবম্ উপাধিপদস্য অনভ্যুপগতাধিষ্ঠানার্থকত্বেন ন অন্যোন্যাশ্রয়তা ইতি প্রদর্শয়িতুম্ আহ—**অধিষ্ঠানবিবক্ষায়াং তু** ইত্যাদি। উপাধি-শব্দেন অধিষ্ঠানবিবক্ষায়াং তু অন্যোন্যাশ্রয়ত্বং স্যাৎ। ভ্রমোপাদানাজ্ঞান-বিষয়ত্বমেব হি অধিষ্ঠানত্বম্। মিথ্যাবস্তুবিষয়কজ্ঞানস্য ভ্রমত্বম্। ভ্রম-জ্ঞানবিষয়ত্বং চ মিথ্যাত্বম্ ইতি জ্ঞানে ভ্রমত্বগ্রহসাপেক্ষঃ বিষয়স্য মিথ্যাত্বগ্রহঃ মিথ্যাত্বগ্রহসাপেক্ষশ্চ জ্ঞানস্য ভ্রমত্বগ্রহঃ—ইতি জপ্তৌ অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমপি পরাস্তম্। ইদম্ উপলক্ষণম্। উপাধিশব্দেন অধ্যস্তাধি-ষ্ঠানবিবক্ষায়াম্ অধ্যস্তস্য মিথ্যাত্বরূপত্বেন এতন্মিথ্যাত্বলক্ষণে জপ্তৌ আত্মাশ্রয়দোষোঽপি স্যাৎ। লক্ষণস্য লক্ষ্যঘটিতত্বাৎ। ইত্যাপি অনভ্যুপ-গমাদেব নিরস্তম্। উপাধিশব্দেন অধিষ্ঠানবিবক্ষায়াঃ অভাবাৎ। উপাধি-শব্দার্থশ্চ প্রাগেব দর্শিতঃ।৪৭

৪৮। নিরুক্তমিথ্যাত্বলক্ষণস্য নির্ধর্ম্মকে ব্রহ্মণি অতিব্যাপ্তিং শঙ্কতে—**ন চ** ইত্যাদি। যদি সুখাদ্যনুভবঃ ইত্যাদি প্রত্যক্ষেণ সুখাদ্যনুভব-রূপস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপন্নে উপাধৌ অহমর্থে, "স এব অধস্তাৎ" (ছাঃ উঃ ৭।২৫।১) ইতি শ্রুত্যা চ ব্রহ্মণঃ প্রতিপন্নে উপাধৌ অধরাদিদেশে

ব্রহ্মণঃ নির্ধর্ম্মকতয়া পারমার্থিকত্বেন অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বস্য সত্ত্বাৎ ব্রহ্মণি, প্রতিপন্নোপাধৌ পারমার্থিকত্বেন ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব-লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ। "ময়ি সুখানুভবঃ" ইতি প্রত্যক্ষে মদংশস্য সুখানুভবং প্রতি প্রতিপন্নোপাধিত্বাৎ সুখানুভবস্য চ ব্রহ্মরূপত্বাৎ নির্ধর্ম্মকব্রহ্মণঃ পারমার্থিকত্বেন রূপেণ মদংশনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ অস্ত্যেব। ব্রহ্মণোঽপি পারমার্থিকত্বাৎ কথং পারমার্থিকত্বাকারেণ ব্রহ্মণঃ নিষেধঃ ইতি ন দেশ্যম্? ব্রহ্মণঃ নির্ধর্ম্মকতয়া পারমার্থিকত্বান-ধিকরণত্বাৎ। মূলে "পরমার্থতঃ" ইত্যস্য পারমার্থিকত্বাকারেণ ইত্যর্থঃ বোধ্যঃ, প্রদর্শিতাম্ অতিব্যাপ্তিম্ উদ্ধরতি—**নির্ধর্ম্মকে তস্মিন্** ইত্যাদি। ব্রহ্মণঃ নির্ধর্ম্মকত্বাৎ যথা পারমার্থিকত্বধর্ম্মঃ তত্র নাস্তি তথা মিথ্যাত্বঘটকাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপধর্ম্মোঽপি নাস্তি। তথাচ অভাব-প্রতিযোগিত্বাভাবাদেব ব্রহ্মণি নাতিব্যাপ্তিঃ।৪৮

৪৯। ব্রহ্মণঃ নির্ধর্ম্মকত্বাৎ তত্র সত্যত্বস্যাপি অভাবেন পুনঃ ব্রহ্মণঃ মিথ্যাত্বম্ আপন্নম্ ইত্যাহ—**ন চ এবং** ইত্যাদি। "এবং"—ব্রহ্মণঃ নির্ধর্ম্মকত্বে; তথাচ ব্রহ্মনঃ সত্যত্বপ্রতিপাদিকায়াঃ "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ বাধঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ন নির্ধর্ম্মকত্বেন ব্রহ্মণঃ সত্যত্ব-রাহিত্যম্ নাপি সত্যত্বেন ব্রহ্মণঃ সধর্ম্মকত্বম্ ইত্যাহ মূলকারঃ—**অধিকরণাতিরিক্ত** ইত্যাদি। সত্যত্বং ন ভাবরূপম্, কিন্তু মিথ্যাত্বা-ভাবরূপম্; আধ্যাসিকতাদাত্ম্যসম্বন্ধেন তাদৃশপ্রতিযোগিত্বরূপমিথ্যাত্ব-বিশিষ্টে ব্রহ্মণি স্বরূপসম্বন্ধেন মিথ্যাত্বাভাবস্য সত্ত্বাৎ মিথ্যাত্বাভাববিশিষ্ট-তাদাত্ম্যোপলক্ষিত ব্রহ্মচৈতন্যস্য সত্যত্বরূপত্বাদিতি ভাবঃ। প্রাভাকর-মতে ইব ভাবাধিকরণাতিরিক্তাভাবানভ্যুপগমেন অভাবরূপস্য সত্যত্বস্য ব্রহ্মরূপত্বাৎ সিদ্ধান্তে ব্রহ্মভিন্নবস্তুনঃ অভাবাৎ চ। এবং মিথ্যাত্ববিশিষ্টাৎ ভেদো বা সত্যত্বং বোধ্যম্ ইতি ভাবঃ।৪৯

৫০। সত্যত্বস্য অভাবরূপত্বপ্রতিপাদনেন স্বপ্রকাশত্বাদিরূপব্রহ্ম-

ধর্ম্মাণামপি অভাবরূপতা ব্যাখ্যাতা ইতি অতিদিশন্ আহ—**এতেন** ইতি। "এতেন"—সত্যত্বস্য অভাবরূপত্বেন, স্বপ্রকাশত্বাদ্যপি ব্যাখ্যাতম্, অভাবরূপতয়া ইতি শেষঃ। স্বপ্রকাশত্বাদীনাম্ উপপাদনঞ্চ দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্যম্। পরপ্রকাশ্যত্বং হি অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষ-ব্যবহারবিষয়ত্বযোগ্যত্বাত্যন্তাভাবাধিকরণত্বং, তদভাবশ্চ স্বপ্রকাশত্বম্। তথাচ তাদৃশাধিকরণত্বাভাবঃ এব স্বপ্রকাশত্বম্। অথবা তাদৃশপর-প্রকাশ্যত্ববিশিষ্টাৎ ভেদো বা স্বপ্রকাশত্বম্। তাদৃশাভাবশ্চ ব্রহ্ম-স্বরূপ এব। এবং ব্রহ্মণঃ নিত্যত্বমপি ন ভাবরূপং ধর্ম্মান্তরং, কাল-পরিচ্ছেদাভাবঃ হি নিত্যত্বম্। কালপরিচ্ছেদশ্চ নাশপ্রতিযোগিত্বম্ নাশপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্টাৎ ভেদঃ বা। অন্যোন্যাশ্রয়দোষাপত্ত্যা অনিত্য-ত্বাভাবঃ নিত্যত্বম্ ইতি ন উক্তম্। কিন্তু নাশপ্রতিযোগিত্বাভাবঃ। এবং বিভুত্বমপি ব্রহ্মণঃ, অভাবরূপমেব। দেশপরিচ্ছেদঃ নাম অত্যন্তা-ভাবপ্রতিযোগিত্বম্। তদভাবশ্চ বিভুত্বম্। অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব-বিশিষ্টাৎ ভেদঃ বা। পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা অবিভুত্বাভাবঃ বিভুত্বম্ ইতি ন উক্তম্। এবং ব্রহ্মণঃ পূর্ণত্বমপি অভাবরূপমেব। অপূর্ণত্বমেব বস্তু-পরিচ্ছেদঃ, তচ্চ অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ তদভাবঃ পূর্ণত্বম্ অন্যোন্যা-ভাবপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্টাৎ ভেদঃ বা।৫০

৫১। সত্যত্বাদিধর্ম্মাণাম্ অত্যন্তাভাবরূপত্বে অন্যোন্যাভাবরূপত্বে বা অভাবত্ববিশিষ্টরূপেণ অভাবানাং মিথ্যাত্বাৎ কথং ব্রহ্মণঃ অভেদঃ। অভেদে বা কথং ন ব্রহ্মণঃ মিথ্যাত্বম্। ন চ মিথ্যাত্বাত্যভাবত্ববিশিষ্ট-তাদাত্ম্যোপলক্ষিতস্বরূপস্য সত্যত্বাদিরূপত্বম্ ইতি বাচ্যম্। মিথ্যাত্বাত্য-ভাবত্ববিশিষ্টতাদাত্ম্যস্য শুদ্ধে ব্রহ্মণি অসম্ভবেন তৎ তাদাত্ম্যোপলক্ষিতত্ব-স্যাপি শুদ্ধে ব্রহ্মণি অভাবাৎ। উপলক্ষিতবুদ্ধৌ বিশিষ্টবুদ্ধেঃ দ্বারত্বাৎ এবং সিদ্ধান্তে মিথ্যাত্বাদিধর্ম্মস্য ব্রহ্মণ্যেব কল্পিতত্বাৎ মিথ্যাত্বাদিবিশিষ্ট-প্রতিযোগিকভেদস্য ব্রহ্মণি অসম্ভবেন তাদৃশঃ ভেদঃ ন সত্যত্বাদিরূপো

ভবিতুম্ অর্হতি। কথং সত্যত্বাদেঃ অভাবরূপত্বোপবর্ণনম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ মূলকারঃ—**তথাচ** ইতি। "তথাচ"—সত্যত্বাদিধর্ম্মাণাম্ অভাবরূপত্বে চ, **ভাবভূতধর্ম্মানাশ্রয়ত্বেঽপি**—প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপভাবভূতমিথ্যাত্বস্য আধ্যাসিকতাদাত্ম্যসম্বন্ধেন আশ্রয়ত্বে অপি ব্রহ্মণঃ স্বরূপাদিসম্বন্ধেন তাদৃশপ্রতিযোগিত্বরূপভাবভূতধর্ম্মস্য অনাশ্রয়ত্বেঽপি ইত্যর্থঃ। স্বরূপসম্বন্ধেন মিথ্যাত্বাদিধর্ম্মাণাম্ আশ্রয়ঃ ঘটাদিঃ, অধ্যাসিকসম্বন্ধেন তু ব্রহ্ম এব। তথাচ মূলস্থিত"ভাবভূত"-ইত্যাদেঃ অয়ম্ অর্থঃ—ভাবভূতধর্ম্মাণাং তাদৃশপ্রতিপ্রতিযোগিত্বরূপ-মিথ্যাত্বাদীনাং স্বরূপসম্বন্ধেন অনাশ্রয়ত্বেঽপি **ব্রহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মাভাবরূপতয়া** ব্রহ্মাধিষ্ঠানকানাং সর্ব্বেষাং মিথ্যাত্বাদিধর্ম্মাণাং যোঽভাবত্ব-বিশিষ্টঃ **অভাবঃ** তৎতাদাত্ম্যোপলক্ষিতস্বরূপং চ সত্যত্বাদি। ব্রহ্মণঃ তাদৃশসত্যত্বে ন প্রদর্শিতানুপপত্তিঃ ইত্যাহ—**ন কাপি অনুপপত্তিঃ** ইতি। ইদম্ ইহ অবধাতব্যম্—শুদ্ধে ব্রহ্মণি ধর্ম্মমাত্রস্য অনঙ্গীকার-মাত্রেণ ব্রহ্ম সত্যং স্বপ্রকাশং নিত্যং বিভু পূর্ণম্ ইত্যাদিকম্ উক্তম্। ব্রহ্মণঃ সত্যাদিপদবাচ্যত্বাভাবেন তত্র সত্যাদিপদপ্রবৃত্তিহেতবঃ ন অঙ্গীক্রিয়ন্তে। যদপি নিত্যং ব্রহ্ম ইতি সিদ্ধান্তিভিঃ উচ্যতে তদপি ন নিত্যত্বাভিসম্বন্ধাৎ। কিন্তু ঘটাদিষু যৎ কাদাচিৎকত্বরূপম্ অনিত্যত্বং প্রসিদ্ধং তদভাবোপলক্ষিতস্বরূপং ব্রহ্ম ইতি নিত্যশব্দেন উপচর্য্যতে, যথা তার্কিকাদিমতে "নীলং তমঃ" ইত্যত্র নীলবিরোধিরক্তত্বাদ্যভাবনিবন্ধনঃ নীলত্বোপচারঃ, এবং দেশাবচ্ছেদাভাবোপলক্ষিতস্বরূপং বিভুত্বেন উপ-চর্য্যতে। ন তু সর্ব্বমূর্ত্তসম্বন্ধাৎ। এতেন—

> "স্বরূপেণ ত্রিকালস্থনিষেধো নাস্তি তে মতে।
> রূপ্যাদেস্তাত্ত্বিকত্বেন নিষেধত্বাত্মনোঽপি চ"॥ ইতি

পূর্ব্বপক্ষিভির্যদুক্তং তদপি নিরস্তম্। স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্বেঽপি শুক্তিরূপ্যাদেঃ যথা ন অলীকত্বং তথা প্রতিপাদিতম্

'ধত্বাৎ। আত্মনো নির্ধর্ম্মকত্বেনৈব পারমার্থিকত্বানধিকরণবৎ প্রতি-যোগিত্বস্যাপি অনধিকরণত্বাৎ ন নির্ধর্ম্মকে আত্মনি মিথ্যাত্বলক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ। যদপি ব্রহ্মণঃ অসদ্‌দৃশত্বোপপাদনায় ব্রহ্ম কালত্রয়েঽপি সৎ তথাচ নিত্যং বিয়দাদি রূপ্যাদি চ কদাচিদেব সৎ তথাচ অনিত্যমিতি নিত্যত্বানিত্যত্বাভ্যামেব বৈষম্যং ন তু সত্যত্বমিথ্যাত্বাভ্যামিতি উক্তং তদপি লক্ষণসমর্থনেন সম্ভাবিতমিথ্যাত্বস্য অনুমানেন প্রপঞ্চমাত্রস্য মিথ্যাত্বসিদ্ধ্যা নিরস্তম্। যথা—অমিথ্যাবস্তুনঃ অনিত্যত্বমপি ন সম্ভবতি তদুক্তপ্রায়মপি অগ্রে প্রপঞ্চয়িষ্যতে।৫১

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম বিরচিতায়াং অদ্বৈতসিদ্ধি-
বালবোধিন্যাং দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণবিবরণম্।

তাৎপর্য্য।

উপাধি অর্থ—যৎকিঞ্চিৎ অধিকরণ বা অধিষ্ঠান বলা হয় নাই।

৪৭। এইবার এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণের উপসংহার করিতেছেন—

প্রতিপন্ন উপাধিশব্দের উক্তরূপ ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া আর পূর্ব্বপক্ষিগণ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন না যে, উপাধিশব্দদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ অধিকরণ মাত্র বলিলে **অর্থান্তরতা দোষ** হয়। যেহেতু বায়ুস্বরূপঅধিকরণে যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিত্ব "রূপে" আছে বলিয়া রূপের সত্যত্বের অবিরোধী পারিভাষিক মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হইয়া পড়ে, তাহাতে সিদ্ধান্তীর ইষ্টসিদ্ধি হয় না, ইত্যাদি। তদ্রূপ প্রতিপন্ন উপাধিশব্দের উক্তরূপ ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া আর পূর্ব্বপক্ষিগণ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন না যে, উপাধিশব্দদ্বারা যদি অধিষ্ঠান বলা যায়, তাহা হইলে **অন্যোন্যাশ্রয় দোষ** হয়। কারণ, ভ্রমের উপাদান যে অজ্ঞান, তাহার বিষয়ই তাহার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। আর তাহাতে

জ্ঞানের ভ্রমত্ব সিদ্ধ হইলে বিষয়ের মিথ্যাত্ব আর বিষয়ের মিথ্যাত্বসিদ্ধ হইলে জ্ঞানের ভ্রমত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। অতএব প্রতিপন্ন উপাধিশব্দের ব্যাখ্যা, যাহা সিদ্ধান্তী করেন, তদনুসারে এই অর্থান্তর ও অন্যোন্যাশ্রয় যে দুইটী দোষ পূর্ব্বপক্ষী উদ্ভাবন করেন, তাহাও নিরস্ত হইল। উপাধিশব্দদ্বারা যেরূপ অধিকরণ বিবক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত দোষদ্বয়ের সম্ভাবনাই নাই।

শ্রুতি সাহায্যে অতিব্যাপ্তির আপত্তি।

পূর্ব্বপক্ষিগণ আপত্তি করেন—"স এব অধস্তাৎ" ইত্যাদি শ্রুতির "অধস্তাৎ" পদদ্বারা নিম্নাদি প্রদেশ বুঝা যায়। আর তাহা ভূমরূপ আত্মার প্রতিপন্ন উপাধি। নিম্নাদি প্রদেশে সেই ভূমরূপ আত্মা আছেন—ইহা শ্রুতির অর্থ। সুতরাং পুরোভাগাদি প্রদেশ আত্মার প্রতিপন্ন উপাধি হইল। এইরূপ "স এব অদ্য স উ শ্বঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তত্তৎ কালও ব্রহ্মের প্রতিপন্ন উপাধি হইল। আর ব্রহ্মের সহিত কোন বস্তুরই পারমার্থিক সম্বন্ধ সম্ভাবিত নহে বলিয়া প্রতিপন্ন উপাধি দেশ-কালাদিতে ব্রহ্মের পারমার্থিসম্বন্ধের অভাব সর্ব্বসম্মতই বটে। আর সম্বন্ধসামান্যাভাবই সম্বন্ধিসামান্যাভাব। অর্থাৎ সংযোগেন ঘটাভাব বলিতে ঘটসংযোগাভাবই বুঝিতে হইবে। সুতরাং প্রতিপন্ন উপাধি কালাদিতে যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিত্ব ব্রহ্মে আছে বলিয়া ব্রহ্মে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। এস্থলে মূলগ্রন্থে "ব্রহ্মণঃ অভাবাৎ" এই যে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—ব্রহ্মের প্রাপ্তির অভাব। প্রাপ্তিপদের অর্থ—সম্বন্ধ। উক্তরূপ অর্থ এইরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে যে, "ভূ" প্রাপ্তৌ এই অনুশাসন অনুসারে "ভাব" শব্দের অর্থ—প্রাপ্তি। প্রাপ্তিরূপ ভাবের অভাবের নাম অভাব, তাহার উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি করিয়া মূলে "অভাবাৎ" এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং অর্থ হইল—ব্রহ্মের সম্বন্ধসামান্যাভাব সর্ব্বত্র প্রতিপন্ন উপাধি

দেশকালাদিতে আছে। অতএব ব্রহ্মে মিথ্যাত্বলক্ষণের **অতিব্যাপ্তি** হইল, ইত্যাদি।

সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক উক্ত অতিব্যাপ্তিখণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে,—না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক। অভাবপ্রতিযোগিত্বের প্রয়োজক ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্ম নহেন। তাদৃশ ধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন। অভাবপ্রতিযোগিত্বের প্রয়োজক ধর্ম্ম সেইরূপই হইবে, যেরূপে যাহার অভাবপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, অথবা সেই হেতুটী, যে হেতুর দ্বারা যাহাতে অভাবপ্রতিযোগিত্বের অনুমিতি হইয়া থাকে। ব্রহ্মে উক্ত দুইটী রূপই সম্ভাবিত নহে। কোন"রূপ"-পুরস্কারেই ব্রহ্মের অভাব প্রত্যক্ষ হয় না। শুদ্ধব্রহ্মের অভাব প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপদ্বারাই অভাব প্রত্যক্ষ হয়—ইহাই নিয়ম। আর ব্রহ্মে অভাবপ্রতিযোগিত্বের অনুমাপক কোন হেতুও সম্ভাবিত নহে, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক। সুতরাং ব্রহ্মে অভাব-প্রতিযোগিত্বপ্রয়োজক কোন ধর্ম্ম সম্ভাবিত নহে বলিয়া অভাবপ্রতি-যোগিত্বই সিদ্ধ হইবে না। অতএব উক্ত প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব-লক্ষণের ব্রহ্মে **অতিব্যাপ্তিও** হইবে না।

সত্যত্বাদি ধর্ম্মের অভাবে বাধের আপত্তি।

যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া যদি তাহাতে অভাব-প্রতিযোগিত্ব না থাকে, তবে নির্ধর্ম্মকত্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্মও থাকিতে পারিবে না। আর তাহাতে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মে যে সত্যত্বাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, **তাহাও বাধিত** হইবে, ইত্যাদি।

সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক উক্ত বাধের আপত্তি খণ্ডন।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, **সিদ্ধান্তীর মতে অধিকরণাতিরিক্ত অভাব স্বীকার করা হয় না।** তাহা পূর্ব্বেও

বলাই হইয়াছে। তজ্জন্য মিথ্যাত্বাভাবরূপ সত্যত্ব ব্রহ্মস্বরূপের অবিরোধী। ব্রহ্মে যে মিথ্যাত্বাভাব, তাহাই ব্রহ্মের সত্যত্ব। আর ঐ অভাব ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। এজন্য ব্রহ্মের সধর্ম্মত্বাপত্তি হয় না।

ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বও অভাবরূপ।

যেমন সত্যত্ব ধর্ম্ম মিথ্যাত্বের অভাব, আর তাহা ব্রহ্মস্বরূপ—এইরূপ স্বপ্রকাশত্বাদি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পরপ্রকাশ্যত্বাভাবই স্বপ্রকাশত্ব। অন্যাধীন ব্যাবহারযোগ্যত্বই পরপ্রকাশ্যত্ব। এই পরপ্রকাশ্যত্ব ঘটপটাদিতে আছে। আর তাহার অভাব ব্রহ্মে আছে।

ব্রহ্মের নিত্যত্বও অভাবরূপ।

এইরূপ কালপরিচ্ছেদাভাবই নিত্যত্ব। কালপরিচ্ছেদ শব্দদ্বারা নাশপ্রতিযোগিত্ব বুঝিতে হইবে। ঘটাদি বস্তুতে নাশপ্রতিযোগিত্ব আছে, তদভাব ব্রহ্মে আছে।

ব্রহ্মের বিভুত্বও অভাবরূপ।

দেশপরিচ্ছেদাভাবই বিভুত্ব। দেশপরিচ্ছেদশব্দদ্বারা অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্ব বুঝিতে হইবে। এই দেশপরিচ্ছেদ ঘটাদি বস্তুতে আছে, তদভাব ব্রহ্মে আছে।

ব্রহ্মের পূর্ণত্বও অভাবরূপ।

এইরূপ বস্তুপরিচ্ছেদাভাবই পূর্ণত্ব। বস্তুপরিচ্ছেদ শব্দদ্বারা ভেদ-প্রতিযোগিত্ব বুঝিতে হইবে। এই বস্তুপরিচ্ছেদ ঘটাদিতে আছে, ব্রহ্মে নাই। এইরূপে সত্যত্বাদি অভাবরূপ হইল বলিয়া ব্রহ্মভাবভূত ধর্ম্মের অনাশ্রয় হইলেও ব্রহ্ম সর্ব্বধর্ম্মাভাবরূপ বলিয়া কোন অনুপপত্তির সম্ভাবনা নাই।

স্বপ্রকাশত্বাদি বিষয়ে সিদ্ধান্তীর সার কথা।

সিদ্ধান্তীর মতে সার কথা এই যে, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এজন্য ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ, জড়াত্মক কোন ধর্ম্মেরই বস্তুতঃ সম্বন্ধ ব্রহ্মে থাকিতে পারে

না। জড়াত্মক বস্তু স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু, সিদ্ধবস্তুর সিদ্ধিই অসম্ভব—ইহা স্বপ্রকাশত্বনিরূপণপ্রস্তাবে বলা যাইবে।

খণ্ডনকারের মতদ্বারা স্বপক্ষের দৃঢ়তা।

পূজ্যপাদ খণ্ডনকারও এই কথাই বলিয়াছেন যে—

"জড়াত্মনাং ধর্ম্মানাং কেষামপি তদন্তর্ভাবানুপপত্তিঃ।"

স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম কোনও জড়ধর্ম্মের আশ্রয় নহে বলিয়াই ব্রহ্ম বাগ্‌ব্যবহার বিষয় হইতে পারে না।

ব্রহ্মে নিত্য শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ।

সধর্ম্মক বস্তুই বাচ্য হইয়া থাকে। যেমন শব্দপ্রবৃত্তির হেতুভূত কোনও ধর্ম্মই ব্রহ্মে নাই, সেইরূপ নিত্যত্বাদিধর্ম্মও ব্রহ্মে নাই। ব্যবহারদশাতে ব্রহ্মাতিরিক্ত ঘটাদি বস্তুতে অনিত্যত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে; কালাবচ্ছেদই এই অনিত্যত্ব অর্থাৎ নাশপ্রতিযোগিত্ব; ব্রহ্মে কোনও ধর্ম্মই নাই বলিয়া এই নাশপ্রতিযোগিত্বধর্ম্মও নাই, এজন্য **ব্রহ্মে নিত্য-শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ** হইয়া থাকে। ব্রহ্ম নিত্যশব্দবাচ্য নহে। এই কাদাচিৎকত্বরূপ অনিত্যত্বধর্ম্মের অভাবোপলক্ষিত স্বরূপেই নিত্যশব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মে বিভু শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ।

এইরূপ দেশাবচ্ছেদাভাবোপলক্ষিতস্বরূপে **বিভুশব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ** হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, বিভুত্বনামক কোনও ধর্ম্ম ব্রহ্মে নাই, থাকিতেও পারে না। সুতরাং সর্ব্বসম্বন্ধিতাপ্রযুক্ত ব্রহ্মে বিভুশব্দের প্রয়োগ নহে। আরও ঘটাদিবস্তু যে অসর্ব্বাত্মক তাহার কারণ, ঘটাদি বস্তু প্রতিনিয়ত ঘটত্বাদিপ্রকারসম্বন্ধী হইয়া থাকে, এই প্রতিনিয়ত ঘটত্বাদিপ্রকারসম্বন্ধিতাপ্রযুক্তই ঘটাদিতে অসর্ব্বাত্মকত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে। আর এই প্রতিনিয়ত ঘটত্বাদিপ্রকারসংসর্গ ব্রহ্মে নাই বলিয়া ব্রহ্মে সর্ব্বাত্মকত্ব ব্যবহার হয়। কিন্তু ব্রহ্মে সর্ব্বাত্মকত্বাদি ধর্ম্ম নাই।

অদ্বৈতত্ব ও একত্বাদি ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে।

এইরূপ ব্রহ্মে অদ্বৈতত্ব একত্বাদি ব্যবহার সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। অদ্বৈতত্ব ও একত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে। এই সমস্ত ধর্ম্ম পারমার্থিক হইতেও পারে না; কারণ, এই সমস্ত ধর্ম্ম জড় হইলে পরমার্থ সত্য হইতে পারিবে না। আর অজড় হইলেও তাহা ব্রহ্মাতিরিক্ত হইতে পারিবে না। কারণ, যাহা অজড় অর্থাৎ স্বপ্রকাশ তাহা ব্রহ্মই বটে।

উক্ত ধর্ম্মগুলির অভাব ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে।

আর এই সমস্ত ধর্ম্মের অভাবও ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে, এজন্য ব্রহ্মাদ্বৈত ব্যাঘাত হয় না। যেরূপ **সৌগতমতে** বা **প্রাভাকরমতে** ধর্ম্মিস্বরূপব্যতিরিক্ত অভাব স্বীকার করা হয় না, সেইরূপ সিদ্ধান্তেও ব্রহ্মাতিরিক্ত অভাব স্বীকার করা হয় না। আর **তার্কিকগণও** যেমন "কুম্ভভেদঃ কুম্ভাৎ ভিন্নঃ" এইরূপ কুম্ভভেদের সহিত কুম্ভের, ভেদ ব্যবহার করিয়াও কুম্ভভেদাদি হইতে অতিরিক্ত ভেদ স্বীকার করেন না, করিলে ভেদধারা স্বীকারের আপত্তি হয়, তদ্রূপ সিদ্ধান্তেও ব্রহ্মাতিরিক্ত অভাব স্বীকার করা হয় না বলিয়া **অদ্বৈতব্যাঘাত হয় না।**

অপ্রসক্তপ্রতিষেধভয়ে ব্রহ্মে ধর্ম্মস্বীকারের আপত্তি।

যদি বলা যায়, প্রদর্শিত ধর্ম্মসমূহের অভাব ব্রহ্মে স্বীকার করিলেও অপ্রসক্তপ্রতিষেধ সম্ভাবিত নহে বলিয়া সেই সেই ধর্ম্মের প্রসক্তি স্বীকার করিতে হইবে। আর যাহা কোনও স্থলে প্রমাণসিদ্ধ, তাহারই অন্যত্র প্রসক্তি হইয়া থাকে। আর এই সমস্ত ধর্ম্ম কোনও স্থলে প্রমাণসিদ্ধ হইলে আর অদ্বৈতসিদ্ধি হইতে পারে না।

ভ্রমরূপ প্রসক্তি স্বীকারদ্বারা উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

এইরূপ আপত্তিও অসঙ্গত; কারণ, **যাহা মিথ্যা বা অপ্রামাণিক তাহারও ভ্রমরূপ প্রসক্তি হইতে পারে।** আর ভ্রমপ্রসক্তধর্ম্মের নিষেধও হইতে পারে, সুতরাং ভ্রমপ্রসক্ত হইল বলিয়া

দ্বৈতাপত্তিও হইবে না। যেমন বাদী যখন পরপক্ষের প্রতিষেধ করেন, তখন বাদীকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিষিধ্যমান পরপক্ষ প্রমাণসিদ্ধ নহে, কিন্তু তাহা ভ্রমপ্রসক্ত। আর এই ভ্রমপ্রসক্ত পরপক্ষের প্রতিষেধ সর্ব্বসম্মতই বটে, সেইরূপ এস্থলেও বুঝিতে হইবে।

উপলক্ষণন্যায়ে শ্রুতির ব্রহ্মবোধকতা।

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্ম তাৎপর্য্যতঃ উপনিষৎপ্রতিপাদ্য হইলেও ব্রহ্ম পদার্থও নহে, বাক্যার্থও নহে। পদার্থরূপে বা বাক্যার্থরূপে ব্রহ্মের প্রতিপাদন অসম্ভব। যেহেতু নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে শাব্দবোধকারণীভূত শক্তি ও যোগ্যত্বাদি নিরূপণ সম্ভাবিত নহে। এজন্য শ্রুতি উপলক্ষণ-ন্যায়ে তাৎপর্য্যবশতঃ ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। যেমন "কাক-বন্তো দেবদত্তস্য গৃহাঃ" এই বাক্যদ্বারা অপদার্থ উত্তৃণত্বাদি ধর্ম্ম তাৎপর্য্য-মূলক লক্ষণাদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, এইরূপ অপদার্থ ব্রহ্মও শ্রুতি-বাক্যদ্বারা বোধিত হইয়া থাকে।

শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য ও ব্রহ্মে সংকেতগ্রহ।

প্রথমতঃ নিত্য, বিজ্ঞান, আনন্দাদিপদসমূহের আবিদ্যকপদার্থেই সঙ্কেত গৃহীত হইয়া থাকে। পরে এই সমস্ত পদের মিলিতভাবে উচ্চারণবশতঃ বাক্যতাৎপর্য্যবলে অবিদ্যাদশাতে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়া থাকে বলিয়া **ব্রহ্মে শ্রুতিসমূহের প্রামাণ্য বলা হয়,** এবং ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্বও স্বীকার করা হয়। বস্তুতঃ কথা এই যে, ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ, কেবল আবিদ্যকবস্তুসমূহ হইতে ব্যাবর্ত্তন করিবার জন্যই শ্রুতির আবশ্যকতা বুঝিতে হইবে।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয়-
মিথ্যাত্বলক্ষণের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ তৃতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণম্।

মিথ্যাত্বের তৃতীয় লক্ষণ।

জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং বা মিথ্যাত্বম্ ।১

পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তৃক অতিব্যাপ্তি ও সাধ্যবিকলতা প্রদর্শন।

নমু উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যে পূর্ব্বজ্ঞানে অতিব্যাপ্তিঃ, মুদ্গরপাতাদিনিবর্ত্ত্যে চ ঘটাদৌ অব্যাপ্তিঃ, জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ববিবক্ষায়ামপি অয়ং দোষঃ, অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকারত্বেন নিবর্ত্ত্যে শুক্তিরজতাদৌ চ জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবাৎ সাধ্যবিকলতা, জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ববিবক্ষায়াং জ্ঞানত্বব্যাপ্যেন স্মৃতিত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যে সংস্কারে অতিব্যাপ্তিঃ —ইতি চেৎ ? ।২

অনুবাদ।

১। বিবরণাচার্য্যের মতে বাধ্যত্বই মিথ্যাত্ব। আর সেই বাধ্যত্ব প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব, অথবা জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব। তন্মধ্যে প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ বাধ্যত্ব দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে উপপাদন করিয়া জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ বাধ্যত্ব এক্ষণে এই তৃতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—**জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং বা মিথ্যাত্বম্** ইত্যাদি। ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণটী সদোষ বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া এই তৃতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণটীর অবতারণা করা হইতেছে—এরূপ নহে। কারণ, প্রদর্শিত দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে যে দোষলেশ নাই, তাহা বিশদভাবেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতির স্বারসিক অর্থ লইয়া দ্বিতীয় লক্ষণে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ বাধ্যত্ব বলা হইয়াছে। আর তাহাতে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি

শ্রুতির স্বারসিক অর্থে বিবদমান পূর্ব্বপক্ষিগণের শঙ্কারও নিরাস করা হইয়াছে। সম্প্রতি "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতির স্বারসিক অর্থ লইয়া বিবরণাচার্য্যসম্মত এই জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ তৃতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। আর ইহাতে "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতির স্বারসিক অর্থে বিবদমান্ পূর্ব্বপক্ষিগণের আশঙ্কাও নিরস্ত হইবে।

২। "জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব এই মিথ্যাত্বলক্ষণে নিবৃত্তি পদের অর্থ যদি নাশ গ্রহণ করা যায়, তবে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বপদের অর্থ জ্ঞাননাশ্যত্ব হয়, অর্থাৎ জ্ঞানজন্যনাশপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এইরূপ অর্থই লব্ধ হয়। জ্ঞান নাশক এবং মিথ্যাবস্তুমাত্রই নাশ্য। জ্ঞান নাশক হইলেই যে নাশ্যবস্তু মিথ্যা হইবে—এরূপ বলা যায় না। কারণ, তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হয়। ইহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব শঙ্কা করিতেছেন—নম্বু ইত্যাদি। জ্ঞান ইচ্ছাদি যোগ্যবিভুবিশেষগুণসমূহ স্বোত্তরবর্ত্তিগুণনাশ্য হয় বলিয়া উত্তরজ্ঞাননাশ্য পূর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞাননাশ্যত্ব আছে, এজন্য এই মিথ্যাত্ব-লক্ষণের পূর্ব্বজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিতেছে। আর এতাদৃশ মিথ্যাত্বের অনুমান করিতে গেলে পূর্ব্বজ্ঞানে সিদ্ধসাধনতা দোষও ঘটিবে। পূর্ব্বজ্ঞানে যে উত্তরজ্ঞানাদিনাশ্যত্ব আছে, তাহা পূর্ব্বজ্ঞানের পারমার্থিকত্বের বিরোধী নহে। উত্তরজ্ঞাননাশ্যত্বপ্রযুক্ত পূর্ব্বজ্ঞানের মিথ্যাত্বব্যবহার হয় না, সুতরাং সত্যত্বের অবিরোধী মিথ্যাত্ব, মিথ্যা-পদের প্রতিপাদ্য হইলে মিথ্যাপদের পারিভাষিকত্বাপত্তি ঘটে। এস্থলে অতিব্যাপ্তি পদের অর্থ সিদ্ধসাধন। কারণ, সিদ্ধান্তে পূর্ব্বজ্ঞান মিথ্যা। এজন্য তাহা লক্ষ্য বলিয়া লক্ষ্যে লক্ষণের গমনে অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না।

এস্থলে এই লক্ষণের যেরূপ অতিব্যাপ্তি দোষ হইল, সেইরূপ অব্যাপ্তি দোষও হইতেছে। ইহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**মুদ্গরপাতাৎ** ইতি। জ্ঞানবিনাও মুদ্গরপাতাদির নিবর্ত্তনীয়

ঘটাদিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। কারণ, সিদ্ধান্তীর মতে ঘটাদিও অপারমার্থিক বলিয়া মিথ্যাত্বলক্ষণের লক্ষ্যই বটে। মুদ্গরপাতাদি-নিবর্ত্ত্য ঘটাদি বস্তু জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইল না। এজন্য লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই হইল। আর এতাদৃশ মিথ্যাত্বানুমানে মুদ্গরপাতাদিনিবর্ত্তনীয় ঘটাদিতে অংশতঃ বাধদোষও হইবে। আরও কথা এই যে, জ্ঞান-নাশ্যত্বই মিথ্যাত্ব এইরূপ লক্ষণ করিলে শুক্তিজ্ঞানদ্বারা রজত নষ্ট হইয়া থাকে—এইরূপ কাহারও অনুভব হয় না বলিয়া শুক্তিরজতে জ্ঞান-নাশ্যত্ব নাই, আর তাহাতে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই ঘটিতেছে। আর জ্ঞাননাশ্যত্বরূপ মিথ্যাত্বের অনুমান করিতে গেলে শুক্তিরজতদৃষ্টান্তে জ্ঞাননাশ্যত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া, দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য দোষও হইবে। "শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান ও রজতভ্রম শুক্তিরজতের ন্যায় মিথ্যা"—সিদ্ধান্তিগণ এরূপ বলিতেও পারেন না। কারণ, শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান ও রজতভ্রমের "নাসীৎ নাস্তি ন ভবিষ্যতি" এইরূপ বাধ প্রতীতি হয় না। প্রত্যুত "এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান ছিল" "এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার রজত ভ্রম ছিল" এইরূপই অনুভব হইয়া থাকে। এজন্য শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান ও রজতভ্রম মিথ্যা নহে, কিন্তু শুক্তির মতই সত্য। আর এই সত্য শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান ও সত্য রজতভ্রম, শুক্তিজ্ঞানদ্বারা নষ্ট হয় বলিয়া, শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানে ও রজতভ্রমে জ্ঞাননাশ্যত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটিতেছে। এখন তাহা হইলে মিথ্যা শুক্তিরজতে লক্ষণের অব্যাপ্তি এবং সত্য অজ্ঞান ও ভ্রমে অতিব্যাপ্তি—এই উভয় দোষই ঘটিল। জ্ঞানদ্বারা রজতবাধের অনন্তর, যেমন "রজতং নাসীৎ" অর্থাৎ রজত ছিল না—এইরূপ প্রতীতিহয়, সেইরূপ শুক্তিজ্ঞানদ্বারা শুক্ত্যজ্ঞান নাশ হইলে "শুক্ত্যজ্ঞানং নাসীৎ" অর্থাৎ শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান ছিল না—এইরূপ প্রতীতি হয় না। কারণ, তাহাতে "এতাবৎকাল পর্য্যন্ত শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান ছিল" এই প্রতীতির

বিরোধ ঘটে। আর এজন্য শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান ও রজতভ্রমের, মিথ্যা রজত হইতে বৈলক্ষণ্য আছে—স্বীকার করিতে হইবে। মিথ্যারজত-বিলক্ষণ বলিয়া অজ্ঞান ও ভ্রম এই মিথ্যাত্বলক্ষণের লক্ষ্য নহে। কারণ, যাহা মিথ্যাবিলক্ষণ তাহা সত্য। আর এই অলক্ষ্য সত্যবস্তুতে লক্ষণের গমননিবন্ধন অতিব্যাপ্তিই হইতেছে।

আর ইহাতে এরূপ বলা যায় না যে, মিথ্যারজতবিষয়কজ্ঞানও মিথ্যাই হইবে, সুতরাং রজতভ্রম সত্য নহে, কিন্তু মিথ্যাই বটে; কারণ, সুখ-দুঃখাদি মিথ্যাবস্তুর ভাসক সাক্ষিচৈতন্য সিদ্ধান্তীর মতে যেমন সত্য, তদ্রূপ মিথ্যারজতবিষয়ক জ্ঞানেরও সত্যত্ব হইতে পারিবে।

আর যদি উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্তনীয় পূর্ব্বজ্ঞানে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষবারণের জন্য "জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব"ই মিথ্যাত্ব বলা যায়, তাহা হইলে নাশকতাবচ্ছেদকধর্ম্ম জ্ঞানত্ব হইবে; উত্তরজ্ঞানে যদিও পূর্ব্বজ্ঞান-নাশকতা আছে, তথাপি নাশকতাবচ্ছেদকধর্ম্ম জ্ঞানত্ব নহে, কিন্তু স্বোত্তরবর্ত্তিবিভুবিশেষগুণত্ব। স্বোত্তরবর্ত্তী ইচ্ছাদিরও জ্ঞাননাশকত্ব আছে বলিয়া প্রদর্শিতস্থলে জ্ঞানত্বকে নাশকতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু স্বোত্তরবর্ত্তিবিভুবিশেষগুণত্বই নাশকতাবচ্ছেদক হইবে। এইরূপ জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে প্রদর্শিত অতিব্যাপ্তি বারণ হইলেও প্রদর্শিত অব্যাপ্তির বারণ হয় না। ইহাই পূর্ব্বপক্ষী দেখাইতেছেন—**জ্ঞানত্বেন** ইতি। **অয়ং দোষঃ** ইত্যাদির অর্থ—মুদ্গরপাতাদিনিবর্ত্ত্য ঘটাদিতে অব্যাপ্তিরূপ দোষ।

"জ্ঞানত্বেন" জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব মিথ্যাত্ব লক্ষণ হইলে লক্ষণের অসম্ভব দোষও ঘটে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষী দেখাইতেছেন—**"অধিষ্ঠান-সাক্ষাৎকার"** ইতি। আরোপিত শুক্তিরজতাদি তাহার অধিষ্ঠান-তত্ত্বসাক্ষাৎকারনাশ্য বলিয়া নাশকতাবচ্ছেদকধর্ম্ম অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎ-কারত্ব, কিন্তু জ্ঞানত্ব নহে। আর ইহাতে প্রসিদ্ধ লক্ষ্য শুক্তিরজতাদিতেও

লক্ষণের অগমনজন্য কোন আরোপিত মিথ্যা বস্তুতেই জ্ঞানত্বেন জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব থাকে না বলিয়া লক্ষণের অসম্ভব দোষই ঘটিতেছে। আর এতাদৃশ মিথ্যাত্বের অনুমানে শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্তে জ্ঞানত্বেন জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া দৃষ্টান্তের সাধ্যবৈকল্য দোষও ঘটিতেছে। প্রপঞ্চনাশের প্রতিও ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞানত্বরূপে কারণতা নাই। আর চরমতত্ত্বজ্ঞানজন্য প্রপঞ্চের নাশ স্বীকার করিলেও প্রপঞ্চনাশের চরমতত্ত্ব-জ্ঞানের ও তাহার নাশের নাশক কেহ নাই বলিয়া প্রপঞ্চনাশের আর নাশ হইতে পারে না। এজন্য সিদ্ধান্তীর মতে "বিদ্বান্ নাম রূপাদ্ বিমুক্তঃ" ইত্যাদি শ্রুতিরও বিরোধ হয়। আর সেই প্রপঞ্চনাশ জ্ঞাননাশ্য নহে বলিয়া তাহা মিথ্যা নহে, সুতরাং সত্য ; আর তাহাতে সিদ্ধান্তীর মতে ব্রহ্মভিন্নবস্তুমাত্রই মিথ্যা, ইহার প্রতিপাদক "অতোঽন্যৎ আর্ত্তম্" ইত্যাদি শ্রুতিরও বিরোধ হয়।

আর যদি এরূপ বলা যায় যে, জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বমাত্র বা জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব নহে, কিন্তু জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব। আর তাহাতে পূর্ব্বপ্রদর্শিত অসম্ভব দোষও ঘটিল না। আর অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য শুক্তিরজতাদিতে সাধ্যবৈকল্য দোষও ঘটিল না ; কারণ, সাক্ষাৎকারত্ব জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মই বটে, কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কারণ, জ্ঞানত্বব্যাপ্য ধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব মিথ্যাত্ব বলিলেও দোষ ঘটিবেই। ইহাই পূর্ব্বপক্ষী দেখাইতে-ছেন—**স্মৃতিত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্য** ইতি। অর্থাৎ স্মৃতিনাশ্য সংস্কারে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। স্মৃতি যে সংস্কারের নাশক হয়, তাহাতে নাশকতাবচ্ছেদকধর্ম্ম স্মৃতিত্ব, আর এই স্মৃতিত্ব জ্ঞানত্বব্যাপ্য ধর্ম্মই বটে। সুতরাং জ্ঞানত্বব্যাপ্য ধর্ম্মরূপে জ্ঞাননাশ্যত্ব স্মৃতিনাশ্য সংস্কারে থাকিবে। আর তাহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তিই হইবে। এস্থলেও অতিব্যাপ্তি পদটী সিদ্ধসাধনপ্রদর্শনপর বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ মূলকার অতিব্যাপ্তি

শঙ্কাদ্বারা প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানে সিদ্ধসাধন দোষই দেখাইতেছেন। অর্থাৎ স্মৃতিনাশ্যত্বপ্রযুক্ত সংস্কারের মিথ্যাত্ব ব্যবহার হয় না। সুতরাং সিদ্ধসাধনদোষই হইতেছে। সিদ্ধান্তিগণ সংস্কারকে মিথ্যা বলিলেও স্মৃতিত্বরূপে স্মৃতিনাশ্যত্বপ্রযুক্ত মিথ্যাত্ব ব্যবহার স্বীকার করিতে পারেন না।

আর যদি এরূপ বলা যায় যে, সংস্কারনাশকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম স্মৃতিত্ব নহে, কিন্তু স্বোত্তরোৎপন্ন-আত্মবিশেষ-গুণত্বই নাশকতাবচ্ছেদক। আর আত্মবিশেষগুণত্ব, জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্ম নহে। সুতরাং স্বোত্তরোৎপন্নাত্মবিশেষগুণত্বরূপে স্মৃতি, সংস্কারের নাশক হইলেও জ্ঞানত্বব্যাপ্য ধর্ম্মরূপে জ্ঞাননাশ্য সংস্কার হয় নাই, সুতরাং অতিব্যাপ্তি হয় না।

কিন্তু এরূপও সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না; কারণ, স্বোত্তরোৎপন্নাত্মবিশেষগুণত্বরূপে স্মৃতি সংস্কারের নাশক হইলে, ইচ্ছাদি আত্মবিশেষগুণ হইতেও সংস্কার নাশের আপত্তি হইয়া পড়ে।

আর যদি অনুভবত্বব্যাপ্য ধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞাননাশ্যত্বকেই মিথ্যাত্ব বলা যায়, তবে আর পূর্ব্বোক্ত অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে না। যেহেতু স্মৃতিত্ব অনুভবত্বব্যাপ্য ধর্ম্ম নহে। আর ইহাতে স্মৃতিনাশ্য সংস্কারে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি শঙ্কাই থাকে না।

কিন্তু এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ, অযথার্থস্মৃতিবিষয়ের নিবর্ত্তক যে যথার্থ স্মৃতি, তাহাতে অনুভবত্বের ব্যাপ্যধর্ম্ম নাই, অথচ অযথার্থ স্মৃতিবিষয় যথার্থস্মৃতিনাশ্য হয় বলিয়া তাহা সিদ্ধান্তীর মতে মিথ্যা। এই অযথার্থ স্মৃতিবিষয় মিথ্যা বস্তুতে মিথ্যাত্বলক্ষণ যাইতেছে না বলিয়া লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটে, ইত্যাদি।

আর যদি ভ্রমোত্তর যথার্থজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব বলা যায়, তাহা হইলে যথার্থস্মৃতিনাশ্য অযথার্থ স্মৃতির বিষয়ে আর অব্যাপ্তি দোষ ঘটে না। যেহেতু অযথার্থ স্মৃতির বিষয় যথার্থজ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ই হইয়াছে।

কিন্তু এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ, ভ্রমজ্ঞানজনিত সংস্কার তত্ত্ব-

জ্ঞানজনিত সংস্কারদ্বারা নিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে। আর এই সংস্কার মিথ্যা, ইহা সিদ্ধান্তিগণেরও সম্মত। সুতরাং এই সংস্কারনিবর্ত্তনীয় সংস্কার, যথার্থজ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হয় নাই বলিয়া লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই হইল।

আর যদি স্বোপাদানঅজ্ঞাননিবর্ত্তকজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্বের লক্ষণ হয়, তবে, অনাদি অবিদ্যার অধ্যাসে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। অবিদ্যাদি অনাদি বলিয়া তাহার উপপাদনই নাই। আর অনাদি অজ্ঞানের উপাদান আজ্ঞানও নহে।

আরও বিশেষ কথা এই যে স্বোপাদান অজ্ঞাননিবর্ত্তক জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বরূপ গুরুতর লক্ষণাপেক্ষা লঘুভূত অজ্ঞানোপাদানকত্বই মিথ্যাত্ব বলা যাইতে পারে। সুতরাং এই জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্বের লক্ষণ—ইহা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। জ্ঞাননাশ্যত্ব রজতাদি মিথ্যা-বস্তুতে নাই জ্ঞানদ্বারা রজত নষ্ট হইয়াছে—এইরূপ প্রতীতি হয় না। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

আর অজ্ঞানই জ্ঞানদ্বারা নাশ্য হইয়া থাকে, কিন্তু এই অজ্ঞান মিথ্যা নহে, তাহা অধিষ্ঠানের ন্যায় সত্যই বটে। তাহাতে এই জ্ঞাননিবর্ত্ত্যরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ যাইতেছে বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষও হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে—এই লক্ষণের অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারে না। ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষিগণের সার কথা।২

টীকা।

১। বিবরণাচার্য্যমতে বাধ্যত্বমেব মিথ্যাত্বং, তচ্চ প্রতিপান্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপং বা তত্র প্রথমং উপ-পাদ্য জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপং বাধ্যত্বং উপপাদয়িতুম্ আহ—**জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং বা মিথ্যাত্বম্** ইতি। ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপং বাধ্যত্বম্ ইত্যত্র দূষণলেশম্ অদৃষ্ট্বা জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপং বাধ্যত্বম্ উক্তম্ ইতি

ন শঙ্কনীয়ম্ । পূর্ব্বোক্তবাধ্যত্বলক্ষণে দোষলেশস্যাপি নিরস্তত্বাৎ । "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিস্বারস্যেন ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব-রূপং বাধ্যত্বম্ উক্তম্ ; ইদানীং "তরতি শোকমাত্মবিৎ বিদ্বান্ নাম-রূপাদ্ বিমুক্তঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্বারস্যেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপং মিথ্যাত্বং দর্শয়তি । নিবৃত্তিপদস্য তু নাশঃ এব যথাশ্রুতঃ অর্থঃ, তথাচ জ্ঞাননাশ্যত্বং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্ । তৎ চ জ্ঞাননিষ্ঠকারণতানিরূপিতকার্য্যতাবৎনাশ-প্রতিযোগিত্বম্ । নাশকঃ জ্ঞানং, নাশ্যং মিথ্যাবস্তুমাত্রম্ ।১

২ । জ্ঞানস্য নাশকত্বমাত্রেণ নাশ্যস্য মিথ্যাত্বে অতিপ্রসঙ্গঃ ইতি দর্শয়িতুং পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কতে—**নমু** ইতি । যোগ্যবিভুবিশেষগুণানাং স্বোত্তরবর্ত্তিবিশেষগুণনাশ্যত্বেন উত্তরজ্ঞাননাশ্যে পূর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞাননাশ্যত্ব-রূপমিথ্যাত্বসত্ত্বাৎ মিথ্যাত্বলক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ, প্রকৃতানুমানে সিদ্ধ-সাধনম্ ইত্যর্থঃ । সিদ্ধান্তে পূর্ব্বজ্ঞানস্যাপি মিথ্যাত্বেন তত্র লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তি প্রদর্শনং ন সঙ্গচ্ছতে, এবমুত্তরত্রাপি বোধ্যম্ । পূর্ব্বজ্ঞানে উত্তরজ্ঞাননাশ্যত্বস্য তৎপারমার্থিকত্বাবিরোধাৎ । উত্তরজ্ঞাননাশ্যত্ব-মাত্রেণ পূর্ব্বজ্ঞানে মিথ্যাত্বব্যবহারাভাবাৎ চ । তথাচ সত্যত্বাবিরোধিনি মিথ্যাপদস্য পারিভাষিকত্বাপত্তিঃ । লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিম্ উক্ত্বা অব্যাপ্তিম্ আহ—**মুদ্গরপাতাদি** ইতি—জ্ঞানেন বিনাপি মুদ্গরপাতাদিনিবর্ত্ত্যে ঘটাদৌ অব্যাপ্তিঃ । সিদ্ধান্তিমতে ঘটস্যাপি মিথ্যাত্বেন লক্ষ্যত্বাৎ । জ্ঞাননাশ্যত্বরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণস্য অব্যাপ্তিঃ, ইদম্ উপলক্ষণং প্রকৃতানুমানে চ অংশতঃ বাধঃ । শুক্তিজ্ঞানেন রজতং নষ্টম্ ইতি কদাপি অননুভবেন শুক্তিরজতে লক্ষণস্য অব্যাপ্তিঃ, প্রকৃতানুমানে চ দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যম্ । শুক্তিবিষয়কাজ্ঞানস্য রজতভ্রমস্য চ নাসীৎ নাস্তি ন ভবিষ্যতি ইতি প্রত্যয়াভাবেন রজতবৎ তয়োঃ ন মিথ্যাত্বং সিদ্ধান্তিভিঃ অপি বক্তুং শক্যম্ । এতাবন্তং কালং শুক্ত্যজ্ঞানম্ আসীৎ, রজতভ্রমঃ আসীৎ, ইত্যনুভবেন চ শুক্তিবৎ সত্যে শুক্ত্যজ্ঞানে রজতভ্রমে চ শুক্তিজ্ঞানেন

তদজ্ঞানং নষ্টঃ রজতভ্রমশ্চ নষ্টঃ ইতি অনুভবেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বস্য সত্যে শুক্ত্যজ্ঞানে রজতভ্রমে চ সত্ত্বাৎ লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ। শুক্তিজ্ঞানেন রজতবাধানন্তরং যথা রজতং নাসীৎ ইতি প্রতীতিঃ নৈবং শুক্তিজ্ঞানেন শুক্ত্যজ্ঞাননাশানন্তরং শুক্ত্যজ্ঞানং নাসীৎ ইতি প্রতীতিঃ সম্ভবতি। এতাবন্তং কালং শুক্ত্যজ্ঞানম্ আসীৎ ইতি প্রতীতিবিরোধাৎ। তথা চ শুক্ত্যজ্ঞানরজতভ্রময়োঃ মিথ্যারজতবৈলক্ষণ্যেন সত্যত্বাৎ তয়োঃ অলক্ষ্যত্বম্। অলক্ষ্যে চ লক্ষণগমনাৎ অতিব্যাপ্তিঃ। ন চ মিথ্যারজতবিষয়কজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বমেবেতি বাচ্যম্। সিদ্ধান্তে মিথ্যাসুখদুঃখাদিভাসকসাক্ষিণঃ সত্যত্ববৎ মিথ্যারজতবিষয়কজ্ঞানস্যাপি সত্যত্বোপপত্তেঃ।

উত্তরজ্ঞাননাশ্যে পূর্ব্বজ্ঞানে অতিব্যাপ্তিবারণায় জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননাশ্যত্বম্ এব মিথ্যাত্বং বাচ্যম্। তথাচ নাশকতাবচ্ছেদকম্ অত্র জ্ঞানত্বম্। উত্তরজ্ঞানে যদ্যপি পূর্ব্বজ্ঞাননাশকতা বর্ত্তে তথাপি নাশকতাবচ্ছেদকং ন জ্ঞানত্বং, কিন্তু স্বোত্তরবর্ত্তিবিশেষগুণত্বমেব। স্বোত্তরবর্ত্তীচ্ছাদীনা-মপি জ্ঞাননাশকত্বানুরোধেন ন জ্ঞানত্বং নাশকতাবচ্ছেদকং, কিন্তু স্বোত্তরবর্ত্তিবিশেষগুণত্বমেব। এতাদৃশবিবক্ষায়াং প্রদর্শিতাতিব্যাপ্তি-বারণেঽপি প্রদর্শিতাব্যাপ্তেঃ অবারণাৎ ইত্যাহ পূর্ব্বপক্ষী—**জ্ঞানত্বেন** ইতি। **অয়ং দোষঃ**—মুদ্গরপাতাদিনিবর্ত্ত্যে ঘটাদৌ অব্যাপ্তিরূপো দোষঃ। জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নজনকতানিরূপিতজন্যতাবন্নাশপ্রতিযোগিত্বস্য মিথ্যাত্বে লক্ষণস্য অসম্ভবদোষোঽপি স্যাৎ ইত্যাহ—**অধিষ্ঠানসাক্ষাৎ-কারত্বেন** ইতি। আরোপিতশুক্তিরজতাদেঃ তদধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎ-কারত্বেন নাশ্যত্বাৎ নাশকতাবচ্ছেদকম্ অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারত্বং ন তু জ্ঞানত্বম্। তথাচ প্রসিদ্ধেঽপি লক্ষ্যে শুক্তিরজতাদৌ লক্ষণস্য অগমনাৎ কুত্রাপি আরোপিতে বস্তুনি জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবাৎ লক্ষণস্য অসম্ভবঃ। প্রকৃতানুমানে শুক্তিরজতাদৌ জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ-সাধ্যাভাবাৎ দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যমপি। সিদ্ধান্তিমতেঽপি প্রপঞ্চনাশং

প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানস্য ন জ্ঞানত্বেন কারণতা। চরমতত্ত্বজ্ঞানজন্যপ্রপঞ্চনাশস্য চরমতত্ত্বজ্ঞানস্য তন্নাশস্য চ নাশকাভাবেন অনাশাপত্ত্যা "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধাপত্তেঃ। তাদৃশনাশস্য জ্ঞাননাশ্যত্বাভাবেন সত্যত্বাপত্ত্যা "অতোঽন্যদ্ আর্ত্তম্" ইতি শ্রুতিবিরোধাপত্তেশ্চ।

যদি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বমাত্রং বা জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং বা মিথ্যাত্বং নাঙ্গীক্রিয়তে, কিন্তু **জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং** মিথ্যাত্বম্ উচ্যতে, তথাচ ন অসম্ভবঃ, নাপি অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যে শুক্তিরজতাদৌ সাধ্যবিকলতা সাক্ষাৎকারত্বস্যাপি জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বপক্ষী অত্রাপি দোষম্ আহ—**স্মৃতিত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যে** ইত্যাদি। সংস্কারনাশকতাবচ্ছেদকস্মৃতিত্বস্য জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মত্বাৎ। তথাচ জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ স্মৃতিত্বেন স্মৃতিনাশ্যে সংস্কারে মিথ্যাত্বলক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ। অত্রাপি অতিব্যাপ্তিপদং পূর্ব্ববৎ সিদ্ধসাধনপরম্। স্মৃতিনাশ্যত্বেন সংস্কারস্য মিথ্যাত্বব্যবহারাভাবাৎ। সংস্কারস্য মিথ্যাত্বাঙ্গীকর্ত্তৃমতেঽপি স্মৃতিত্বেন স্মৃতিনাশ্যত্বপ্রযুক্তমিথ্যাত্বানঙ্গীকারাৎ।

ন চ স্মৃতিত্বং ন সংস্কারনাশকতাবচ্ছেদকম্। কিন্তু স্বোত্তরোৎপন্নাত্মবিশেষগুণত্বমেব। আত্মবিশেষগুণত্বং তু ন জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মঃ। তথাচ জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননাশ্যত্বাভাবাৎ ন সংস্কারে অতিব্যাপ্তিঃ ইতি বাচ্যম্। স্বোত্তরোৎপন্নাত্মবিশেষগুণত্বেন স্মৃতেঃ সংস্কারনাশকত্বে ইচ্ছাদিতোপি সংস্কারনাশপ্রসঙ্গাৎ।

ন চ অনুভবত্বব্যাপ্যধর্ম্মাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতকার্য্যতাবন্নাশপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বম্, স্মৃতিত্বং তু ন অনুভবত্বব্যাপ্যধর্ম্মঃ, অতঃ ন স্মৃতিনাশ্যসংস্কারে অতিব্যাপ্তিশঙ্কাপি ইতি বাচ্যম্। অযথার্থস্মৃতিবিষয়নিবর্ত্তিকায়াং যথার্থস্মৃতৌ অনুভবত্বব্যাপ্যধর্ম্মাভাবাৎ অযথার্থস্মৃতিবিষয়ে অব্যাপ্তিঃ। তথাচ ন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্। ন চ ভ্রমোত্তরযথার্থজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বমেব মিথ্যাত্বম্। তথাচ ন যথার্থস্মৃতিনাশ্যে অযথার্থ-

স্মৃতিবিষয়ে অব্যাপ্তিঃ, অযথার্থস্মৃতিবিষয়স্যাপি যথার্থজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাদিতি বাচ্যং, তত্ত্বজ্ঞানজনিতসংস্কারনিবর্ত্তনীয়ে ভ্রমসংস্কারে অব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ। তথাহি সিদ্ধান্তে ভ্রমসংস্কারস্যাপি মিথ্যাত্বেন যথার্থজ্ঞানানিবর্ত্তনীয়ে যথার্থজ্ঞানজন্যসংস্কারমাত্রনিবর্ত্ত্যে ভ্রমসংস্কারে প্রদর্শিতলক্ষণাভাবাৎ অব্যাপ্তিঃ।

ন চ স্বোপাদানাজ্ঞাননিবর্ত্তকজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বমেব মিথ্যাত্বং, মিথ্যাজ্ঞানজন্যসংস্কারস্য চ স্বোপাদানাজ্ঞাননিবর্ত্তকজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বস্য সত্ত্বাৎ ন তাদৃশসংস্কারে অব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্, অনাত্মবিষয়াধ্যাসে লক্ষণস্য অব্যাপ্তেঃ অবিদ্যাদীনাম্ অনাদিতয়া নিরুপাদানত্বাৎ। এতাদৃশগুরুভূত-লক্ষণাপেক্ষয়া অজ্ঞানোপাদানত্বস্যৈব লঘুভূতস্য লক্ষণত্বোপপত্তেঃ। ইতি পূর্ব্বপক্ষবিবরণসংক্ষেপঃ।২

তাৎপর্য্য।

তৃতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণের অবলম্বিত শ্রুতি।

১-২। পঞ্চপাদিকারবিবরণকার ভগবৎপাদ শ্রীপ্রকাশাত্মযতির মতানুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণ এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থমধ্যে গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণটী "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতির অনুসারী। আর এই তৃতীয় লক্ষণটী "বিদ্বান্ নাম-রূপাদ্ বিমুক্তঃ" ইত্যাদি শ্রুতির অনুসারী। দ্বিতীয় লক্ষণের উপপাদন-দ্বারা "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতির স্বারসিক অর্থে পূর্ব্বপক্ষিগণ যে সমস্ত আপত্তি করিয়া ছিলেন, তাহা নিরস্ত হইয়াছে। আর "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থে বিবদমান পূর্ব্বপক্ষিগণের আপত্তিনিরাসপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার এই তৃতীয় লক্ষণের পরিষ্কার বলিতেছেন। যদিও এই লক্ষণটী বিবরণসম্মত বলা হইয়াছে, তথাপি ইহার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, ইহা কেবল উক্ত আচার্য্যেরই সম্মত। বার্ত্তিককার প্রভৃতিও এই লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন, "তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থসম্যগ-

ধীজন্মমাত্রতঃ” এই উক্তিদ্বারা বার্ত্তিককার এই লক্ষণেরই সূচনা করিয়াছেন, এইরূপ অন্য লক্ষণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

এই মিথ্যাত্বলক্ষণের ব্যাখ্যার ফল।

মিথ্যাত্বের এই তৃতীয় লক্ষণটী হইতেছে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যই মিথ্যাত্ব। এই লক্ষণের অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলে “বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থে আর বিবাদলেশ সম্ভাবিত হইতে পারিবে না। সুতরাং শ্রুত্যর্থে পূর্ব্বপক্ষিগণের বিবাদ নিরস্ত করিবার জন্য জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব এইরূপ তৃতীয় লক্ষণের অবতারণা করিতেছেন।

জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব পদের তিনটী অর্থ।

এই জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব পদের অর্থ কি? (১) যে কোনরূপে জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বই কি মিথ্যাত্ব, অথবা (২) জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব, অথবা (৩) জ্ঞানত্বের ব্যাপ্যধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব? ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী মিথ্যাত্ব?

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক তিনটী অর্থেই আপত্তি।

পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—সিদ্ধান্তী ইহাদের একটীকেও মিথ্যাত্ব বলিতে পারেন না। কারণ, সমস্ত পক্ষেই দোষ বর্ত্তমান। এই দোষই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী যথাক্রমে উক্ত তিনটী পক্ষের অবতারণা করিয়া দোষ প্রদর্শন করিতেছেন।

প্রথম অর্থে দোষপ্রদর্শন।

প্রথম পক্ষে অর্থাৎ যে কোন রূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব, এই পক্ষে দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য “নচ উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যে” ইত্যাদি বলিতেছেন। যে কোন রূপে অর্থাৎ স্বোত্তরবর্ত্তিযোগ্যবিভুবিশেষগুণত্ব-রূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই যদি মিথ্যাত্ব হয়, তবে উত্তর জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় পূর্ব্ব-জ্ঞানে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। অর্থাৎ প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধন

দোষ হয়। কারণ, স্বোত্তরবর্ত্তিযোগ্যবিভুবিশেষগুণ পূর্ব্ববর্ত্তিযোগ্যবিভুবিশেষগুণের নাশক হইয়া থাকে, ইহা তার্কিকগণ ও পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করেন। বিভু আত্মার বিশেষগুণ যে জ্ঞান, তাহা পরবর্ত্তী জ্ঞানদ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয়। এই উত্তরজ্ঞাননাশ্য পূর্ব্বজ্ঞান সত্য হইয়াও বস্তুস্বভাবপ্রযুক্ত নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞাননাশ্যত্ব সত্যজ্ঞানে থাকে বলিয়া সত্যত্বের অবিরুদ্ধ হয়। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর মতে সত্য যে পূর্ব্বজ্ঞান, তাহাতে উত্তরজ্ঞাননাশ্যত্বরূপ জ্ঞাননাশ্যত্ব আছে বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল, আর তাহাতে প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইল। দৃশ্যত্বাদি হেতুর দ্বারা এতাদৃশ মিথ্যাত্বের অনুমান করিলে সিদ্ধসাধনই হইবে। পূর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব পূর্ব্বপক্ষিগণ স্বীকারই করেন। এজন্য সিদ্ধ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বের সাধন করিতে গেলে পূর্ব্বজ্ঞানান্তর্ভাবে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা দোষ হইল। আর মুদ্গরপাতাদির দ্বারা নিবর্ত্ত্য অতীত ঘটাদিতে লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ হইবে। যেহেতু অতীত ঘটকে সিদ্ধান্তিগণ মিথ্যা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা জ্ঞানদ্বারা নিবর্ত্ত্য নহে, কিন্তু মুদ্গরপাতনিবর্ত্ত্য। লক্ষ্য অতীত ঘটে লক্ষণের আগমনজন্য অব্যাপ্তি হইল। আর প্রকৃতানুমানে এজন্য অংশতঃ বাধও হইল। অতীত ঘটে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ সাধ্য নাই। ইহাই হইল প্রথম পক্ষে পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি।

দ্বিতীয় অর্থেও দোষপ্রদর্শন।

(২) আর যদি সিদ্ধান্তী দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করেন, অর্থাৎ জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব বলেন, তাহা হইলেও অর্থ হইবে যে, জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিত কার্য্যতাবৎ যে নাশ, সেই নাশপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। আর এরূপ বলিলে উক্ত অব্যাপ্তিরূপ দোষ থাকিয়াই যাইবে। কারণ, পূর্ব্বকল্পে যেমন মুদ্গরপাতনিবর্ত্ত্যনীয় ঘট জ্ঞাননিবর্ত্ত্য নহে বলিয়া অব্যাপ্তি হইয়াছিল, সেরূপ এই দ্বিতীয় কল্পেও

মুদ্গরপাতনিবর্ত্তনীয় ঘট জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় নহে বলিয়া এই মুদ্গরপাতনাশ্য ঘটে মিথ্যাত্বলক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ লক্ষণের অব্যাপ্তিই হইল। আর শুক্তিজ্ঞানদ্বারা রজত নষ্ট হইল—এইরূপ অনুভব অপ্রসিদ্ধ বলিয়া দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইল। এইরূপ প্রপঞ্চনাশের প্রতি ব্রহ্ম-জ্ঞানেরও কারণতা নাই। থাকিলে চরম তত্ত্বজ্ঞানজন্য যে প্রপঞ্চনাশ, নাশকাভাবে তাহার নাশ হইতে পারে না বলিয়া "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ হয়। আর প্রপঞ্চনাশ জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইল না বলিয়া তাহার সত্যত্বেরই আপত্তি হইয়া পড়িল। আর তাহাতে "অতোঽন্যৎ আর্ত্তম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাধও হয়। আর এই লক্ষণ অসম্ভবদোষদুষ্টও বটে। কারণ, অপরোক্ষ অধ্যাসের নিবর্ত্তক যে জ্ঞান, তাহা অপরোক্ষরূপই হইবে; পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অপরোক্ষ অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং শুক্তিরজতাদি অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হইলেও জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় নহে। সুতরাং কোন স্থলেই এই লক্ষণ যাইল না। আর প্রকৃতানুমানে দৃষ্টান্ত শুক্তি-রজত সাধ্যবিকল হইয়া পড়িল।

তৃতীয় অর্থেও দোষপ্রদর্শন।

(৩) আর এজন্য যদি সিদ্ধান্তী জ্ঞানত্বের ব্যাপ্য ধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বকে মিথ্যাত্ব বলেন, তাহা হইলে দোষ এই যে, জ্ঞানত্বব্যাপ্য ধর্ম্ম স্মৃতিত্ব আর সেই স্মৃতিত্বরূপে (স্মৃতি) জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব সংস্কারে আছে বলিয়া স্মৃতিনিবর্ত্ত্য সংস্কারে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় এবং প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধনতা হয়। অর্থাৎ সংস্কারের স্মৃতিনিবর্ত্তনীয়তা আছে বলিয়া, অর্থাৎ সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হইলে স্মৃতিজনক সংস্কার নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া সংস্কারের স্মৃতিনাশ্যত্বপ্রযুক্ত মিথ্যাত্ব-ব্যবহারের আপত্তি হইয়া পড়ে। আর সিদ্ধান্তী যদি এরূপ শঙ্কা করেন যে, স্মৃতির দ্বারা সংস্কারের নাশ হইলেও নাশকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম স্মৃতিত্ব

নহে, কিন্তু উত্তরবর্ত্তি আত্মবিশেষগুণত্ব। সুতরাং জ্ঞানত্বের ব্যাপ্যধর্ম্ম-পুরস্কারে স্মৃতি আর সংস্কারের নাশক হইল না। এজন্য সংস্কারে অতিব্যাপ্তিও নাই। যেহেতু উত্তরবর্ত্তি আত্মবিশেষগুণত্ব জ্ঞানত্বের ব্যাপ্যধর্ম্ম নহে, ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না। কারণ, স্মৃতি যে সংস্কারনিবর্ত্তক হইয়া থাকে, তাহাতে নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম স্মৃতিত্বই হইবে। উত্তরবর্ত্তি আত্মবিশেষগুণত্ব হইতে পারে না। হইলে স্মৃতি যেমন সংস্কারনিবর্ত্তক হয়, তদ্রূপ ইচ্ছা কৃতি দ্বেষ প্রভৃতিও সংস্কারের নিবর্ত্তক হইত। কারণ, নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যাহা সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন, তাহা স্বোত্তরবর্ত্তি-আত্মবিশেষগুণত্বরূপ, আর তাহা ইচ্ছাদিতেও আছে।

আরও কথা এই যে, জ্ঞানপ্রাগভাব জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় বটে। অথচ এতাদৃশজ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বপ্রযুক্ত প্রাগভাবের মিথ্যাত্ব ব্যবহার হয় না। এইরূপ সেতুদর্শন নিবর্ত্তনীয় পাপে এতাদৃশজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বপ্রযুক্ত মিথ্যাত্ব ব্যবহার হয় না। কারণ, সেতুদর্শনজন্য পাপনিবৃত্তি পূর্ব্বপক্ষীও স্বীকার করেন। তদ্রূপ গরুড়ধ্যাননিবর্ত্তনীয় সর্পবিষ ধ্যানাত্মক জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হইলেও এতাদৃশ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বপ্রযুক্ত তাহার মিথ্যাত্ব ব্যবহার হয় না। সুতরাং এতাদৃশ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব অনুমান করিতে গেলে প্রদর্শিত স্থলসমূহে সিদ্ধসাধনতা দোষই হইবে।

পূর্ব্বপক্ষীর কথার উপসংহার।

অতএব দেখা গেল জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব কোন ক্রমেই মিথ্যাত্বের লক্ষণ হইতে পারে না। আর এজন্য "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" এই শ্রুতিতে যদিও বেদনদ্বারা নামরূপের নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি নামরূপের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না। যেমন উত্তরজ্ঞান-নিবর্ত্তনীয় পূর্ব্বজ্ঞান মিথ্যা নহে, ইহাও তদ্রূপ। ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।২

সিদ্ধান্তপক্ষ—অতিব্যাপ্তি বারণ।

ন, জ্ঞানপ্রযুক্তাবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্বং হি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্।৩। অবস্থিতিশ্চ দ্বেধা, স্বরূপেণ কারণাত্মনা চ, সৎকার্য্যবাদাভ্যুপগমাৎ।৪। তথাচ মুদ্‌গরপাতেন ঘটস্য স্বরূপেণ অবস্থিতিবিরহেঽপি কারণাত্মনা অবস্থিতিবিরহা-ভাবাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্তঃ এব সঃ—ইতি ন অতীতঘটাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ।৫

সিদ্ধসাধন অর্থান্তর অতিব্যাপ্তি ও সাধ্যবিকলতাবারণ।

অতএব উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যে পূর্ব্বজ্ঞানে ন সিদ্ধসাধনম্, ন বা বিয়দাদৌ ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্যত্বেঽপি তদ্‌বদেব মিথ্যাত্বাসিদ্ধ্যা অর্থান্তরম্; উত্তরজ্ঞানেন লীনস্য পূর্ব্বজ্ঞানস্য স্বকারণাত্মনা অবস্থানাৎ অবস্থিতিসামান্যবিরহানুপপত্তেঃ।৬। শশ-বিষাণাদৌ অবস্থিতিসামান্যবিরহেঽপি তস্য জ্ঞানপ্রযুক্তত্বা-ভাবাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ।৭। শুক্তিরজতাদেশ্চ অপরোক্ষ-প্রতীত্যন্যথানুপপত্ত্যা প্রতিভাসকালে অবস্থিত্যঙ্গীকারাৎ ন বাধকজ্ঞানং বিনা তদ্‌বিরহঃ—ইতি ন সাধ্যবিকলতা।৮

অনুবাদ।

৩। এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"**ন**" ইত্যাদি। অর্থাৎ জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব এই প্রথম পক্ষেও কোন দোষ নাই। কারণ, পূর্ব্ব-পক্ষী জ্ঞাননিবর্ত্ত্য শব্দের যে অর্থ বুঝিয়াছেন, তাহা তাহার অর্থ নহে। সিদ্ধান্তীর মতে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব কথার যেরূপ অর্থ হইবে, তাহাই মূলকার দেখাইতেছেন—**জ্ঞানপ্রযুক্তাবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগি-ত্বম্** ইতি। এস্থলে জ্ঞানপদের অর্থ—অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞান। আর প্রযুক্ত পদের অর্থ—ব্যাপক। অবস্থিতি পদদ্বারা কার্য্যরূপে ও কারণরূপে

অর্থাৎ স্থূলরূপে ও সূক্ষ্মরূপে দ্বিবিধ অবস্থিতি বুঝায়। সুতরাং অবস্থিতি-সামান্য বলিতে এই দ্বিবিধ অবস্থিতিরই অন্যতর বুঝিতে হইবে। আর বিরহপদের অর্থ—অত্যন্তাভাব। সুতরাং তাহাতে মূলবাক্যের অর্থ হইতেছে যে, অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানের ব্যাপক যে অবস্থিতিসামান্য অর্থাৎ কার্য্যরূপে বা স্থূলরূপে ও করণরূপে বা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতিদ্বয়, তাহার অন্যতরের যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব।

এস্থলে দ্বিবিধ অবস্থিতির অন্যতর বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মুদ্গর-পাতদ্বারা যখন ঘট বিনষ্ট হয়, তখন সেই ঘট জ্ঞানদ্বারা নিবর্ত্তনীয় হয় না বলিয়া তাহাতে মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। এই দোষ-বারণের জন্য ঘটের কার্য্যরূপে ও কারণরূপে অবস্থিতির অন্যতর অবস্থিতির অভাবপ্রতিযোগিত্ব বলা হইয়াছে। কারণ, ঘটের যে সূক্ষ্ম বা কারণরূপ তাহার নিবৃত্তি জ্ঞানদ্বারা হইয়া থাকে। এই কারণরূপ নিবৃত্তিই এস্থলে অন্যতর বলায় লব্ধ হইল।

যদি বলা যায়, ঘটের কারণরূপের অভাব, জ্ঞানপ্রযুক্ত হইলেও কার্য্যরূপের অভাব ত জ্ঞানপ্রযুক্ত হয় নাই, তাহা মুদ্গরপাতপ্রযুক্তই হইয়াছে। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, কার্য্যরূপ ও কারণরূপের তাদাত্ম্য স্বীকার করা হয় বলিয়া সে দোষের সম্ভাবনা হয় না। ইহা অগ্রে মূলকারই বলিবেন।

এস্থলে বিরহপদের অর্থ অত্যন্তাভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিরহপদের অর্থ ধ্বংসরূপ গ্রহণ করিলেও লক্ষণের কোন দোষ হয় না। তাহাতে লক্ষণের অর্থ হইবে—জ্ঞানপ্রযুক্ত অর্থাৎ জ্ঞানাধীন যে স্ব ও স্বীয় সংস্কার এতদুভয়ের যে ধ্বংস বা নাশ তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। এস্থলে উভয়রূপের ধ্বংসই মূলস্থিত অবস্থিতিসামান্যবিরহ পদের অর্থ। পূর্ব্বপ্রদর্শিত অন্যতরের অভাব নহে। এই অর্থে—স্ব অর্থ কার্য্যরূপ ঘট, এবং স্বীয় অর্থ—ঘটের সংস্কারাবস্থা বুঝিতে হইবে। এই সংস্কার বা

সূক্ষ্মরূপের নাশই কার্য্যরূপের নাশ বলিয়া, জ্ঞানপ্রযুক্ত সূক্ষ্ম বা কারণরূপের নাশটী কার্য্যরূপেরও নাশ বটে। এজন্য জ্ঞানপ্রযুক্ত উভয়রূপেরই নাশ হইল। আর তজ্জন্য মুদ্গরপাতনাশ্য অতীত ঘটাদিতে এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইল না।

এখন বিরহপদের অর্থ যদি ধ্বংসগ্রহণ না করা যায়, পরন্তু অত্যন্তাভাবগ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞান—ব্যাপ্য, আর তাদৃশ অত্যন্তাভাব—ব্যাপক। তত্ত্বজ্ঞান ব্যাপ্য বলিয়া জ্ঞাপক ও অভাব ব্যাপক বলিয়া জ্ঞাপ্য। তত্ত্বজ্ঞানও তাদৃশ অত্যন্তাভাবের জন্যজনকভাব নাই, কিন্তু জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবই আছে। জ্ঞানদ্বারা এই যে জ্ঞানপদের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি, ইহা কারক হেতুতে নহে, কিন্তু জ্ঞাপক হেতুতে বুঝিতে হইবে। এইরূপ অন্যত্রও জ্ঞানদ্বারা দৃশ্যনিবৃত্তি যে দেখান হইয়াছে, সেস্থলেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। আর এই লক্ষণঘটক নিবৃত্তিপদের অর্থ—অত্যন্তাভাব বলা হইল বলিয়া নিবৃত্তিপদের ধ্বংসরূপ অর্থ লইয়া পূর্ব্বপক্ষী যে যে দোষ দিয়াছিলেন, তাহা আর এই পক্ষে ঘটিল না।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—জ্ঞানদ্বারা দৃশ্যনিবৃত্তি যদি দৃশ্যের ধ্বংস হয়, তবে সেই ধ্বংস সত্য হইলে অদ্বৈতশ্রুতির বিরোধ ঘটে। আর সেই ধ্বংস মিথ্যা বলিলে ধ্বংসের কেহ নাশক নাই বলিয়া "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" এই শ্রুতির বিরোধ ঘটে।

এই ধ্বংসকে মিথ্যা বলায় আরও দোষ এই যে, মিথ্যাবস্তুমাত্রেরই অবিদ্যা উপাদান হইয়া থাকে, এজন্য মিথ্যা দৃশ্যধ্বংসের উপাদান অবিদ্যা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইল না, ইত্যাদি দূষণও অত্যন্তাভাবপক্ষ গ্রহণ করায় নিরস্ত হইল।

অবশ্য ইহাতে সিদ্ধান্তৈকদেশিগণ যে বলেন, নিবৃত্তিপদের অর্থ ধ্বংসই বটে, তবে তত্ত্বজ্ঞানজন্য দৃশ্যধ্বংসের আর নাশক কেহ নাই বলিয়া সেই দৃশ্যধ্বংসের নিবৃত্তি হইতে পারিবে না, কিন্তু তথাপি তাহাতে অদ্বৈত-

শ্রুতির বিরোধ হয় না। যেহেতু অদ্বৈতপ্রতিপাদক শাস্ত্রদ্বারা ভাবাদ্বৈতই প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইত্যাদি। কিন্তু একদেশীর একথাও সঙ্গত নহে, কারণ, দ্বৈতমাত্রের অভাবপ্রতিপাদক শ্রুতিকে ভাবভূত দ্বৈতের অভাবের প্রতিপাদক বলিলে অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতিতে লক্ষণার আপত্তি হয়। অতএব সিদ্ধান্তৈকদেশীর এই মত সঙ্গত নহে।

একদেশীর মতে আরও দোষ এই যে, সেই ধ্বংসকে মিথ্যা বলিলে তাহার উপাদানভূত অবিদ্যাও স্বীকার করিতে হয়। সেই অবিদ্যা ভাবভূতবস্তু বলিয়া ভাবাদ্বৈতও অসঙ্গত হইয়া পড়ে, সুতরাং সিদ্ধান্তৈকদেশীর পূর্ব্বোক্তরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

ন্যায়রত্নাবলীকার জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব কথার যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা এই—উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণঘটক অবস্থিতিসামান্যবিরহ বলিতে যে দৃশ্যনিবৃত্তি বা দৃশ্যোচ্ছেদ বুঝায়, সেই দৃশ্যোচ্ছেদ বলিতে সিদ্ধান্তীর মতে 'দৃশ্যাধিকরণক্ষণে দৃশ্যাধিকরণক্ষণপূর্ব্বত্বানধিকরণত্ব' বুঝিতে হইবে। চরমতত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণে দৃশ্যাধিকরণক্ষণপূর্ব্বত্বানধিকরণত্বই দৃশ্যোচ্ছেদ। চরমতত্ত্বজ্ঞানের পর আর কোন দৃশ্যই থাকে না। চরমতত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর দৃশ্যাধিকরণক্ষণই অপ্রসিদ্ধ। এইরূপ দৃশ্যোচ্ছেদ একজীববাদপক্ষে বুঝিতে হইবে। আর নানাজীববাদপক্ষে তত্তৎজীবীয়ত্ব বিশেষণ চরমতত্ত্বজ্ঞানে ও দৃশ্যে দিতে হইবে। আর তাহাতে বলিতে হইবে যে, তজ্জীবের চরমতত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণে তজ্জীবের দৃশ্যাধিকরণক্ষণপূর্ব্বত্বাভাব থাকে। সুতরাং ধ্বংসপক্ষ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বপক্ষী যে সমস্ত দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা আর থাকিল না।

এখন যদি বলা যায় যে, চরমতত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণে দৃশ্যাধিকরণক্ষণপূর্ব্বত্ব থাকে না—এরূপ না বলিয়া দৃশ্যপূর্ব্বত্ব থাকে না বলিলেই ত লাঘব হইত। ক্ষণপ্রবেশ করিবার আর আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তর এই যে, দৃশ্যপূর্ব্বত্ব বলিতে দৃশ্যপ্রাগভাবাধিকরণকালপূর্ব্বত্ব বুঝায়,

ইহার ফলে অন্য দৃশ্য আর হইবে না—ইহাই বুঝায়। ইহা তার্কিকের মত বটে। কিন্তু বেদান্তমতে ইহাকে দৃশ্যোচ্ছেদ বলে না। কারণ, তাঁহারা চরমতত্ত্বজ্ঞানক্ষণবৃত্তি দৃশ্যসমূহের অগ্রিমকালেও অনুবৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, এজন্য তার্কিকমতে এতাদৃশ দৃশ্যোচ্ছেদ ব্যাবহার হইতে পারে। সিদ্ধান্তীর মতে তাহা হয় না। সিদ্ধান্তীর মতে তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সকল দৃশ্যেরই উচ্ছেদ হয়। এজন্য ক্ষণনিবেশ আবশ্যক।

আরও কথা এই যে, ইহাতে অবিদ্যাদি অনাদি দৃশ্যের তাদৃশ উচ্ছেদ হইতে পারিবে না। কারণ, অবিদ্যাদি অনাদি দৃশ্যের প্রাগভাব অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং উক্ত ক্ষণনিবেশ আবশ্যক।

আর ইহাতে সিদ্ধান্তীর মতে এইরূপ ব্যাপ্তি হয় যে, যেটী তত্ত্বপ্রমার উৎপত্তিক্ষণ, সেই ক্ষণটী তত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞান ও তৎপ্রযুক্ত দৃশ্যসমূহের অধিকরণীভূতকালপূর্ব্বত্বাভাববান্। আর এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে তত্ত্বজ্ঞানকে ক্ষণিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর যদি তত্ত্বজ্ঞানকে ক্ষণদ্বয়স্থায়ী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে যেটী তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণ, সেই ক্ষণটী তত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞান ও তৎপ্রযুক্ত দৃশ্যাধিকরণকাল-পূর্ব্বত্বাভাববান্ হয়—এইরূপ ব্যাপ্তি বুঝিতে হইবে। এই ব্যাপ্তির অনুকূলতর্ক অগ্রে বলা যাইবে।

আর সেই জ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যনিবৃত্তি দৃশ্যের ধ্বংসরূপ নহে, কিন্তু দৃশ্যের অত্যন্তাভাবরূপই বটে, আর তাদৃশ দৃশ্যাত্যন্তাভাবের জ্ঞাপকত্বই তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানে আছে। কিন্তু জনকত্ব নাই—ইহাই সিদ্ধান্তীকে বলিতে হইবে।

ইহাতে শঙ্কা এই যে, যদি তত্ত্বসাক্ষাৎকার দৃশ্যনিবৃত্তির জনক না হইল, তবে তত্ত্বসাক্ষাৎকারে ইচ্ছার উপপত্তি হইবে কিরূপে? যেহেতু এই তত্ত্বজ্ঞান মনের বৃত্তিবিশেষ। এজন্য তাহা সুখস্বরূপ নহে; আর দুঃখাভাবস্বরূপও নহে। এইজন্য এই জ্ঞানকে ফলরূপ বলা যাইতে

পারে না। সুখ বা দুঃখাভাবই ফল, সুতরাং এই তত্ত্বজ্ঞানলাভের যে ইচ্ছা, তাহা ফলেচ্ছা হইতে পারে না। আর এই তত্ত্বজ্ঞান, সুখ ও দুঃখাভাবরূপ ফলের সাধনও নহে, যেহেতু সিদ্ধান্তী নিজেই তত্ত্বজ্ঞানকে দুঃখনিবৃত্তির সাধন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। প্রত্যুত দুঃখাত্যন্তাভাবের জ্ঞাপকই বলিয়াছেন। সুতরাং তত্ত্বসাক্ষাৎকারের যে ইচ্ছা, তাহা সাধনেচ্ছাও হইতে পারিল না। মূলকথা—তত্ত্বজ্ঞান ফলও নহে, সাধনও নহে, এজন্য তাহাতে ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে পারে না।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, যদিও তত্ত্বসাক্ষাৎকার ফলরূপও নহে এবং সাধনরূপও নহে, তথাপি তাহাতে ইচ্ছা হইতে পারে। কারণ, এই তত্ত্বসাক্ষাৎকার ফল না হইলেও ফলের ব্যাপ্য বটে। দৃশ্যোচ্ছেদ ব্রহ্মরূপ বলিয়া তাহা সকলের অভীষ্ট। এজন্য তাহা ফল। আর এই দৃশ্যোচ্ছেদের ব্যাপ্য তত্ত্বসাক্ষাৎকার, সুতরাং ফলব্যাপ্য বলিয়া তাহাতে ইচ্ছা হইতে পারে। যাহা থাকিলে অবশ্যই ইষ্ট থাকে, তাহাতেও ইচ্ছা সর্ব্বানুভবসিদ্ধই বটে। এজন্য ফলের অজনক হইয়াও ফলের ব্যাপ্য চরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারে ইচ্ছা হইতে পারে।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—চরমতত্ত্বসাক্ষাৎকার যদি দৃশ্যের নাশক না হইল, তবে চরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারের পর এই দৃশ্য গেল কোথায়? অন্য দার্শনিকগণের মতে চরমতত্ত্বসাক্ষাৎকার আত্যন্তিক দুঃখধ্বংসের জনক বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে; এজন্য তাঁহাদের মতে চরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারের উৎপত্তির অনন্তর দুঃখ থাকার শঙ্কাই হইতে পারে না। কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে এই দৃশ্য গেল কোথায়। এই প্রশ্ন থাকিয়াই যায়।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, অন্য দার্শনিকগণের নিকটও এই প্রশ্নই থাকিয়াই যাইতেছে। যেহেতু চরমতত্ত্বসাক্ষাৎকার দুঃখের বিনাশক হইলেও বিনষ্ট দুঃখ কোথায় গেল—এই প্রশ্নের উত্তর কি? যদি তাঁহারা বলেন যে, তাহা কোথাও গেল না, তবে চরমতত্ত্বসাক্ষাৎ-

কারের পরেও দুঃখের উপলব্ধি হয় না কেন? এইরূপ প্রশ্নে অন্য দার্শনিকগণের বক্তব্য এই হইবে যে, "ধ্বংসাধিকরণকাল প্রতিযোগীর অধিকরণ হয় না"—এই নিয়ম স্বীকার করা হয় বলিয়া আর ধ্বংসাধিকরণকালে প্রতিযোগী যথার্থপ্রতীতির বিষয় হইতে পারে না। এখন এইরূপই যদি অন্য দার্শনিকগণের কথা হইল, তবে, সিদ্ধান্তী আমরাও বলিব যে, চরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারোৎপত্তিক্ষণের দৃশ্যাধিকরণকালপূর্ব্বাভাব —এই নিয়ম আছে। সুতরাং আমাদের মতেও পূর্ব্বোক্ত আপত্তি হইতে পারে না। যাঁহারা তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দুঃখনাশকতা স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পর দুঃখের অনুপলব্ধিতে প্রদর্শিত নিয়মই অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। সেইরূপ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দৃশ্যনাশকতা স্বীকার না করিলেও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পর দৃশ্যের অনুপলব্ধিতে প্রদর্শিত নিয়মই সিদ্ধান্তীর অবলম্বিত হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তীর মতে সর্ব্বত্রই প্রমামাত্রে স্বসমানবিষয়ক অজ্ঞান ও সেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্য— এতদুভয়ের বিরোধিত্ব নিয়ম স্বীকার করা হইয়া থাকে। এই বিরোধিত্ব শুক্ত্যাদিবিষয়ক প্রমাতে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। সুতরাং সিদ্ধান্তীর মতে কোন অনুপপত্তি নাই। এই হেতু জ্ঞানজন্য যে নিবৃত্তি, সেই নিবৃত্তি-পদে ধ্বংসরূপ অর্থ লইয়া পূর্ব্বপক্ষিগণ যে সকল দূষণ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, সে সমস্তই নিরস্ত হইল।

এখন কথা এই যে, তত্ত্বসাক্ষাৎকার যদি দৃশ্যের নাশক না হয়, তবে সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত বিরোধিত্ব নিয়মই অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। নাশ-জনকের সহিতই প্রতিযোগীর বিরোধিত্ব নিয়ম দেখা যায়। তত্ত্বসাক্ষাৎকার যদি অজ্ঞানাদি দৃশ্যের নাশক না হয়, তবে এই বিরোধিত্বনিয়মই অনুপপন্ন হইবে। কারণ, তাহাতে ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্কের প্রবৃত্তি হইতে পারিবে না। কিন্তু এরূপ আশংকা অসঙ্গত। কারণ, তত্ত্বসাক্ষাৎকার দৃশ্যের নাশক না হইলেও দৃশ্যাভাবের প্রতিযোগী দৃশ্যের সহিত বিরোধিত্ব

নিয়ম গৃহীত হইতে পারিবে। যেমন প্রভাকরমতে তৎকালবিশিষ্ট কপালকেই ঘটনাশ বলা হইয়া থাকে, অথবা তৎকালবিশিষ্ট আত্মাই দুঃখনাশস্বরূপ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে ; কারণ, প্রভাকরমতে ভাবাতিরিক্ত অভাব স্বীকার করা হয় না। এজন্য প্রভাকরমতে নাশ বলিয়া অভাব না থাকায় মুদ্গরপাত ঘটনাশের জনক না হইয়াও যেমন প্রতিযোগী ঘটের বিরোধী হইয়া থাকে, এবং দুঃখনাশের অজনক হইয়াও তত্ত্বসাক্ষাৎকার, দুঃখের বিরোধী হইয়া থাকে, সেইরূপ সিদ্ধান্তীর মতেও বিরোধিতা হইবে। ইহার কারণ, যদি মুদ্গরপাত ঘটের বিরোধী না হইত, তবে মুদ্গরপাতের অনন্তরও ঘটের অনুবৃত্তি হইত ; এইরূপ তত্ত্বসাক্ষাৎকার যদি দুঃখের বিরোধী না হইত, তবে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের অনন্তরও দুঃখের অনুবৃত্তি হইত—ইত্যাদি তর্ক যেমন প্রাভাকরমতে সম্ভাবিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সিদ্ধান্তীর মতেও নাশের অজনক হইয়াও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের নাশপ্রতিযোগীর বিরোধিত্ব নিয়ম সম্ভাবিত হইবে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তিতে অনুকূলতর্ক বলা হয়।৩

৪। এখন উপরে এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অর্থ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই যে, অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারজ্ঞাপ্য যে অবস্থিতিসামান্যের অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব। অবস্থিতিসামান্যের অত্যন্তাভাব বলিবার অভিপ্রায় মূলকার দেখাইতেছেন —**অবস্থিতিশ্চ** ইত্যাদি। বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "প্রবিলীন ও বর্ত্তমান স্বকার্য্যের সহিত অজ্ঞানের জ্ঞানদ্বারাই নিবৃত্তিই বাধ"। আর এই কথাতে অজ্ঞানকার্য্যের যে প্রবিলীনরূপতা বলা হইয়াছে, তাহাই এই স্থলে মূলকার "কারণাত্ম" শব্দদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। আর সেই বিবরণবাক্যের যে বর্ত্তমানরূপতা উক্ত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে "স্বরূপ"শব্দদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদান্তসিদ্ধান্তে কার্য্যমাত্রেরই কার্য্যাভিন্ন কিঞ্চিৎ রূপ, অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপ, অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎ-

কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবশ্যই থাকে—এইরূপ স্বীকার করা হয়। অবশ্য এই"রূপ"টী সাংখ্যমতে সত্য এবং বেদান্তমতে মিথ্যাই বলা হয়। সুতরাং মুদ্গরপাতদ্বারা ঘটের স্বরূপতঃ অবস্থিতির অভাব হইলেও সূক্ষ্মরূপে বা সংস্কাররূপে ঘটের অবস্থান স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্যের অভিব্যক্ত অবস্থার সহিত অনভিব্যক্ত কারণরূপ বা সংস্কাররূপ অবস্থার অভেদ স্বীকার করা হইয়া থাকে বলিয়া এস্থলে মূলকার **সৎকার্য্যবাদাভ্যুপগম** এইরূপ বলিয়াছেন। অর্থাৎ বেদান্তাচার্য্যগণও সাংখ্যমতসিদ্ধ সৎকার্য্যবাদ উক্তরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। অভিব্যক্তকার্য্যাবস্থার সহিত অনভিব্যক্তকারণাবস্থার অভেদ স্বীকার করিলেই সৎকার্য্যবাদ স্বীকার করা হয়। প্রলয়ে কার্য্যের অভিব্যক্তরূপতার নিবৃত্তি হইলেও অনভিব্যক্তরূপে কার্য্য অবস্থিতই থাকে; আর ইহা শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধও বটে। শ্রুতিতে যে "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ" এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে অব্যাকৃত পদার্থের সহিত ইদং পদার্থের অভেদ নির্দ্দেশ করিয়া এই সৎকার্য্যবাদই প্রদর্শন করা হইয়াছে। অতএব অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানব্যাপকীভূত স্থূল বা সূক্ষ্ম এতদন্যতররূপের অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব বলিলে কোন দোষই হয় না।৪

৫। যে জন্য কার্য্যের অবস্থিতিদ্বৈবিধ্য দেখান হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে—**তথাচ মুদ্গরপাতেন** ইত্যাদি। মুদ্গরপাতে ঘটের স্বরূপতঃ অবস্থিতির অভাবই ঘটের নাশ। **নাশ** বলিতে কার্য্যের পূর্ব্বাবস্থার সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন উত্তরাবস্থাকে বুঝায়। আর পূর্ব্বাবস্থাতাদাত্ম্যাপন্ন উত্তরাবস্থাই কারণাত্মতা বলা হইয়াছে। মুদ্গরপাতে ঘটের স্বরূপতঃ অবস্থিতির অভাব ঘটিলেও কারণরূপে অবস্থিতির অভাব ঘটে না। কারণরূপে অবস্থিতির অভাব অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারপ্রযুক্তই হইয়া থাকে। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্তঃ**

এব সঃ ইতি। ইহার অর্থ—ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্তই অবস্থিতিসামান্যাভাব। আর বিরহপদের অত্যন্তাভাবপক্ষে এই অবস্থিতিসামান্যাভাবের অর্থ স্থূল সূক্ষ্ম অন্যতররূপের অভাব। আর ইহাতে অতীত ঘটাদিতে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বলক্ষণের অব্যাপ্তিপরিহারের জন্য কার্য্যমাত্রের অবস্থিতিদ্বৈবিধ্য প্রতিপাদন করিয়া অতীত ঘটাদিতে অব্যাপ্তি বারণ করিতেছেন। অতীত ঘটাদি অন্যপ্রযুক্ত নিবৃত্ত হইলেও জ্ঞানপ্রযুক্ত নিবৃত্ত হয় নাই বলিয়া অতীত ঘটে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না। যেহেতু অবস্থিতিসামান্যের অভাবকে এস্থলে নিবৃত্তি বলা হইয়াছে। মুদ্গরপাতাদির দ্বারা যে ঘটাদির নিবৃত্তি, তাহা জ্ঞানপ্রযুক্ত অবস্থিতিসামান্যাভাব নহে। যেহেতু কারণরূপে ঘটাদি অবস্থিত থাকে। কারণরূপে অবস্থিত অতীত ঘটেও অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারপ্রযুক্তই অবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব থাকে বলিয়া লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ নাই।৫

৬। জ্ঞানজন্য নাশপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব প্রকৃতমিথ্যাত্বানুমানে সাধ্য নহে। কিন্তু অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানব্যাপক যে অবস্থিতিসামান্যের অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিত্বই জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব এস্থলে সাধ্য। আর তাহাতে উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যপূর্ব্বজ্ঞানে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয় না। আর আকাশাদিতেও মিথ্যাত্বের অসিদ্ধিপ্রযুক্ত অর্থান্তর দোষ হয় না। ইহাই মূলকার বলিতেছেন—অতএব ইতি। ইহার অর্থ—যেহেতু জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বলক্ষণের অর্থ প্রদর্শিতরূপ, সেই হেতু উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্য পূর্ব্বজ্ঞানে আর সিদ্ধসাধনতাদোষ হইল না, ইত্যাদি। উত্তরজ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বজ্ঞানের স্থূলরূপ বিনষ্ট হইলেও স্থূলরূপাতিরিক্ত সূক্ষ্মরূপের বিনাশ হয় না। তাহা তত্ত্বজ্ঞানদ্বারাই নিবৃত্ত হয়। উত্তরজ্ঞানপ্রযুক্ত স্বরূপতঃ অবস্থিতিবিরহের প্রতিযোগিত্ব পূর্ব্বজ্ঞানে থাকিলেও অবস্থিতিসামান্যাভাবের প্রতিযোগিত্ব নাই। অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত অবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্ব, প্রতিযোগী অজ্ঞানকল্পিত না হইলে, হইতে

পারে না। এজন্য প্রতিযোগীর মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বান্যথানুপপত্তিপরিচ্ছেদে বিশদভাবে বলা হইবে। কার্য্য-মাত্রেরই তত্ত্বসাক্ষাৎকারপর্য্যন্ত কার্য্যের তাদাত্ম্যাপন্ন কিঞ্চিদ্রূপ অবশ্য থাকে, ইহা বেদান্তিগণের অঙ্গীকরণীয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এজন্য উত্তরজ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বজ্ঞানের নাশ হইলেও পূর্ব্বজ্ঞানরূপ কার্য্যের তাদাত্ম্যাপন্ন কিঞ্চিদ্রূপ অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপ অবশ্য থাকিবে, যেহেতু অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় নাই। এজন্য উত্তরজ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বজ্ঞানের স্বরূপতঃ নাশ হইলেও পূর্ব্বাবস্থাতাদাত্ম্যাপন্ন উত্তরাবস্থা রহিয়াই গেল, এজন্য অবস্থিতিসামান্যাভাবের প্রতিযোগিত্ব থাকিল না। যাদৃশজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্তীর অভিমত, তাহা উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্য পূর্ব্বজ্ঞানে নাই। আর ইহাতে পূর্ব্বপক্ষিগণ যে শঙ্কা করিয়াছিলেন—পূর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব থাকিয়াও তাহার যেমন অমিথ্যাত্ব হয়, সেইরূপ গগনাদি দৃশ্যবস্তু ব্রহ্মজ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইলেও পূর্ব্বজ্ঞানের মত গগনাদির অমিথ্যাত্বের উপপত্তি হইতে পারিবে, এজন্য প্রকৃতজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্বানুমানে অর্থান্তর হইতেছে ইত্যাদি, তাহাও নিরস্ত হইল। গগনাদির নিবৃত্তি অধিষ্ঠানব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতেই হইয়া থাকে, আর সেই গগনাদির নিবৃত্তিও গগনাদির অবস্থিতিসামান্যাভাব। পূর্ব্বজ্ঞানের উত্তরজ্ঞানাধীন নিবৃত্তি অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারাধীন নহে, আর সে নিবৃত্তিও পূর্ব্বজ্ঞানের অবস্থিতিসামান্যাভাব নহে। এজন্য অর্থান্তর দোষের অবকাশ নাই।

উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণে অবস্থিতিসামান্যবিরহ কথার অর্থ—প্রদর্শিত অত্যন্তাভাব গ্রহণ না করিয়া, স্থূল সূক্ষ্ম উভয়রূপের ধ্বংস গ্রহণ করিয়াও সঙ্গত হয়। একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই পক্ষে মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে,—তত্ত্বজ্ঞানাধীন স্থূল সূক্ষ্ম উভয়রূপের নাশপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। কিন্তু মুদ্গরপাতনাশ্য ঘটে তাদৃশজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব নাই বলিয়া লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়, এজন্য মূলকার বলিতেছেন—**অবস্থিতিস্ব**

স্বেধা ইতি। ইহার অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং মুদ্গরপাতপ্রযুক্ত স্থূলরূপের ধ্বংস হইলেও কারণরূপের ধ্বংস হয় নাই। স্থূলরূপ ও কারণ-রূপ এই উভয়ের ধ্বংস ব্রহ্মজ্ঞানাধীনই হইয়া থাকে—আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্তঃ এব সঃ।** এখানে স্বপদের অর্থ—স্থূলসূক্ষ্ম উভয়রূপের ধ্বংস। সুতরাং ধ্বংসপক্ষে স্থূলসূক্ষ্ম উভয়রূপেরই ধ্বংস তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত হয় বুঝিতে হইবে। কারণ, মুদ্গরপাতাদির দ্বারা ঘটের স্বরূপের নাশ হইলেও তাহার কারণরূপের নাশ হয় না। মুদ্গরপাতের অনন্তর ঘট স্বরূপতঃ নষ্ট হইয়াছে এইরূপ অনুভবের ন্যায় মুদ্গরপাতপ্রযুক্ত কারণরূপেও ঘট নষ্ট হইয়াছে, এরূপ অনুভব হয় না। আর কারণ-রূপের নাশ স্বরূপেরও নাশই বটে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্ত যে কারণ-রূপের নাশ, তাহা স্বরূপ ও কারণ উভয়রূপেরই নাশ বটে। এজন্য অতীত ঘটাদি ব্রহ্মজ্ঞাননিবর্ত্ত্য নহে বলিয়া যে অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা, তাহা আর থাকিল না। এইরূপ উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্য পূর্ব্বজ্ঞানে সিদ্ধ-সাধনতাদোষও নাই। কারণ, পূর্ব্বজ্ঞানের উভয়রূপের ধ্বংস উত্তর-জ্ঞানাধীন নহে। এইজন্য, মূলকার বলিতেছেন—**অতএব উত্তর-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যে** ইত্যাদি। এইরূপ অবশিষ্ট গ্রন্থও ধ্বংসপক্ষে যোজনা করা হইয়া থাকে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা লঘুচন্দ্রিকামধ্যে দ্রষ্টব্য।

এখন যদি কেহ আপত্তি করেন যে, তাহা হইলে অধিষ্ঠানতত্ত্ব-জ্ঞানাধীন কার্য্য ও কারণরূপের যে ধ্বংস, তাহার ধ্বংস হয় না বলিয়া এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানেরও কেহ নাশক নাই বলিয়া—"বিদ্বান্ নাম-রূপাদ্ বিমুক্তঃ" এই শ্রুতির বিরোধই ঘটিতেছে। যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানাধীন দৃশ্যমাত্রেরই ধ্বংস হইল না। অতএব দ্বৈতাপত্তি হইল। ইহার উত্তর এই যে, এতদ্দ্বারা দ্বৈতাপত্তি হয় না। কারণ, চিত্তবৃত্তিরূপ চরমতত্ত্ব-জ্ঞান স্ব ও স্বেতর সকল দৃশ্যের নাশক হইয়া থাকে। আর ইহাই কল্পতরুকার বলিয়াছেন যে—

"অহং ব্রহ্মেতি বিষয়ীকুর্ব্বাণাবৃত্তিঃ স্বস্বেতরোপধিনিবৃত্তিহেতুঃ উদয়তে" আর কোন আচার্য্যের মতে এই চরমবৃত্তি স্বস্বেতর সকল দৃশ্যের ধ্বংসরূপই বলা হয়। আর তাহা "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" এস্থলে বিদ্‌ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয়দ্বারা সকল দৃশ্যনিবৃত্তিবেদনসমান-কালীন হইয়া থাকে বুঝায়। সুতরাং এই পক্ষে শ্রুতির অর্থ উপপন্নতরই হয়। আরও দৃশ্যমাত্রই কল্পিত, আর এই কল্পিতবস্তুর নাশ অধিষ্ঠানাতি-রিক্ত নহে। দৃশ্যমাত্রই ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া দৃশ্যবস্তুমাত্রের নাশ ব্রহ্মস্বরূপই বটে। এইরূপও কোন কোন আচার্য্য বলিয়াছেন। যথা "অধিষ্ঠানা-বশেষো হি নাশঃ কল্পিতবস্তুনঃ" ইত্যাদি। এই বার্ত্তিককারের উক্তি অনুসারে দৃশ্যবস্তুর নাশ ব্রহ্মমাত্রই হইয়া থাকে। এজন্য অদ্বৈত-ব্যাঘাতের কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব বিরহপদের অর্থ ধ্বংস করিলে মিথ্যাত্বলক্ষণের কোন দোষই হয় না।৬

৭। জ্ঞানপ্রযুক্ত অবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব-লক্ষণে যে জ্ঞানপদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার ব্যাবৃত্তি দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—**শশবিষাণাদৌ** ইতি। শশবিষাণাদির যে সর্ব্বত্র অসত্ত্ব তাহা জ্ঞানপ্রযুক্ত নহে। কিন্তু সাধকাভাবপ্রযুক্তই তাহাদের অসত্ত্ব। এজন্য অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব শশবিষাণাদিতে থাকিলেও তাহা জ্ঞানপ্রযুক্ত নহে বলিয়া শশবিষাণাদিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষও নাই।৭

৮। দৃষ্টান্তকৃত শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তুতে অসদ্‌বৈলক্ষণ্য-প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধ্যবৈকল্য দোষের উদ্ধার বলিতেছেন—**শুক্তি-রজতাদেশ্চ** ইতি। প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদির প্রতিভাসকালে সত্ত্বস্বীকার না করিলে তাহার অপরোক্ষপ্রতীতি হইতে পারে না, এজন্য প্রাতিভাসিক বস্তুর প্রতিভাসকালে সত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। আর শশবিষাণাদির কোন কালেই সত্ত্ব নাই। এজন্য প্রাতিভাসিক বস্তু

অসৎ নহে। প্রতিভাসকালে বিদ্যমান প্রাতিভাসিক বস্তুর যে অবস্থিতি-সামান্যাভাব তাহা অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্তই বটে। এজন্য দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য দোষও নাই। অতএব পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত সমস্ত আপত্তিই নির্ম্মূল।৮

টীকা।

৩। অত্র সিদ্ধান্তঃ—**ন** ইতি। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্ ইতি প্রথমপক্ষোঽপি সঙ্গচ্ছতে ইত্যর্থঃ। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বমেব নিরুক্তবন্ আহ—**জ্ঞানপ্রযুক্তাবস্থিতি** ইতি। অত্র জ্ঞানপদম্ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানপরম্। প্রযুক্তপদং ব্যাপকপরম্। অবস্থিতিসামান্যং চ স্বস্বীয়সংস্কারান্যতররূপম্। নিবৃত্তিপদম্ অত্যন্তাভাবপরম্। তথাচ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানব্যাপকঃ যঃ অজ্ঞানাদেঃ অবস্থিতিসামান্যস্য অত্যন্তাভাবঃ তৎপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্। এবঞ্চ অজ্ঞানাদেঃ তত্ত্বজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং ন তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠকারণতানিরূপিত-কার্য্যতাবদজ্ঞানাদিনাশপ্রতিযোগিত্বম্, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠব্যাপ্যতানিরূপিতব্যাপকতাবদত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ অজ্ঞানাদেঃ মিথ্যাত্বম্। তত্ত্বজ্ঞানং ব্যাপ্যং, ব্যাপকস্তু অভাবঃ। তত্ত্বজ্ঞানদৃশ্যাভাবয়োঃ জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবঃ এব, ন তু জন্যজনকভাবঃ। জ্ঞানেন নিবর্ত্তনীয়ত্বম্ ইত্যত্র তৃতীয়া ন কারকহেতৌ, কিন্তু জ্ঞাপকহেতৌ। এবম্ অন্যত্র। এতেন জ্ঞানেন দৃশ্যনিবৃত্তিঃ যদি ধ্বংসঃ, তর্হি ধ্বংসস্য সত্যত্বে অদ্বৈতশ্রুতি-বিরোধঃ। ধ্বংসস্য মিথ্যাত্বে তস্য উচ্ছেদকাভাবাৎ "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" ইতি শ্রুতিব্যাকোপঃ। ধ্বংসস্য মিথ্যাত্বে তদুপাদানাবিদ্যাবস্থানাবেন মুক্তৌ অপি অবিদ্যায়াঃ অনিবৃত্তিঃ ইতি দুস্তার্কিকোৎপ্রেক্ষিতং দূষণজাতং নিরস্তম্। যদপি তত্ত্বজ্ঞানজনিতদৃশ্যনাশস্য নাশকাভাবেন অনিবৃত্ত্যা ন অদ্বৈতব্যাঘাতঃ, অদ্বৈতপ্রতিপাদকশাস্ত্রেণ ভাবাদ্বৈত-বোধনাৎ—ইতি একদেশিমতং, তদপি তুচ্ছং, দ্বৈতমাত্রাভাবপ্রতিপাদিকায়াঃ শ্রুতেঃ ভাবভূতদ্বৈতস্য অভাবপ্রতিপাদনে লক্ষণাপ্রসঙ্গাৎ।

ধ্বংসস্য মিথ্যাত্বে তদুপাদানাবিদ্যায়াঃ ভাবভূতায়াঃ অপি অবশ্যাঙ্গী-করণীয়ত্বেন ভাবাদ্বৈতস্যাপি অসম্ভবাৎ চ। যথাচ এতন্নিবৃত্তিপদং নাশ-পরমপি সম্ভবতি, তথা প্রতিপাদিতং লঘুচন্দ্রিকায়াম্ ইতি তত্রৈব দ্রষ্টব্যম্। তথাপি দিঙমাত্রম্ ইদম্ উচ্যতে—জ্ঞানপ্রযুক্তাবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতি-যোগিত্বম্ ইতিলক্ষণে বিরহপদং নাশপরং, জ্ঞানপ্রযুক্তঃ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানা-ধীনঃ অবস্থিতিসামান্যস্য স্বস্বীয়সংস্কারোভয়রূপস্য যো নাশঃ তৎপ্রতি-যোগিত্বম্ এব মিথ্যাত্বম্। মুদ্গরপাতজন্যনাশপ্রতিযোগিত্বেঽপি ঘটস্য ন স্বস্বীয়সংস্কারোভয়নাশপ্রতিযোগিত্বং; তাদৃশপ্রতিযোগিত্বং তু তত্ত্বজ্ঞানা-ধীনমেব ইতি ন অতীতঘটাদৌ অব্যাপ্তিঃ। ইতি অভিপ্রেত্য আহ মূলকারঃ **অবস্থিতিশ্চ দ্বেধা** ইতি। মুদ্গরপাতেন ঘটস্বরূপস্য নাশেঽপি ঘটস্য স্বরূপসংস্কারোভয়নাশঃ ব্রহ্মজ্ঞানাধীনঃ এব, মুদ্গরপাতানন্তরং ঘটঃ স্বরূপেণ নষ্টঃ ইত্যনুভববৎ কারণাত্মনা নষ্টঃ ইত্যনুভবাভাবাৎ—ইত্যাহ **ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্তঃ এব সঃ** ইতি। সঃ—উভয়নাশঃ, তথাচ ন অতীতঘটাদৌ অব্যাপ্তিঃ। নাপি সিদ্ধসাধনম্, উত্তরজ্ঞানেন পূর্ব্বজ্ঞানস্বরূপনাশেঽপি উভয়-নাশাভাবাৎ ইত্যাহ—**অতএব** ইতি। অন্যৎ লঘুচন্দ্রিকায়াং দ্রষ্টব্যম্।

নমু দৃশ্যনাশস্য নাশাসম্ভবেন তত্ত্বজ্ঞানস্য চ নাশকাভাবেন "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" ইতি শ্রুতিবিরোধঃ ইতি চেৎ ? ন, চিত্তবৃত্তিরূপচরম-তত্ত্বজ্ঞানস্য স্বস্বেতরসকলদৃশ্যনিবর্ত্তকত্বাৎ; উক্তং চ কল্পতরুকৃদ্ভিঃ—"অহং ব্রহ্মেতি বিষয়ীকুর্ব্বাণা বৃত্তিঃ স্বস্বেতরসকলোপাধিনিবৃত্তিহেতুঃ উদয়তে" ইতি। চরমতত্ত্বজ্ঞানস্য স্বস্বেতরসকলদৃশ্যধ্বংসরূপত্বমপি ন্যায়রত্নাবল্যাদৌ উক্তম্। দৃশ্যমাত্রস্য ব্রহ্মণি কল্পিতত্বেন কল্পিতবস্তুনাশস্য অধিষ্ঠান-মাত্রত্বাৎ ন দৃশ্যনাশম্ আদায় অদ্বৈতব্যাঘাতঃ সম্ভবতি; উক্তং চ বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ—"অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশঃ কল্পিতবস্তুনঃ" ইতি। অতঃ মিথ্যাত্বঘটকবিরহপদস্য নাশপরত্বেহি ন কোঽপি দোষঃ।

ন্যায়রত্নাবলীকৃতস্তু দৃশ্যাধিকরণক্ষণে দৃশ্যাধিকরণক্ষণপূর্ব্বত্বানধিকরণত্ব-

মেব দৃশ্যোচ্ছেদঃ। চরমতত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণে দৃশ্যাধিকরণক্ষণপূর্ব্বত্বং নাস্তি। চরমতত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তেঃ অনন্তরং দৃশ্যাধিকরণক্ষণস্য অপ্রসিদ্ধত্বাৎ। এতচ্চ জীবৈকত্বপক্ষে, জীবনানাত্বপক্ষে তু তজ্জীবীয়ত্বমপি নিবেশ্যম্। তথাচ তজ্জীবীয়চরমতত্ত্বজ্ঞানক্ষণে তজ্জীবীয়দৃশ্যাধিকরণক্ষণপূর্ব্বত্বাভাবঃ বোধ্যঃ। ন চ তাদৃশতত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণে দৃশ্যপূর্ব্বত্বাভাবঃ ইত্যেব উচ্যতাম্, কিং দৃশ্যাধিকরণকালনিবেশেন ইতি বাচ্যম্। দৃশ্যপূর্ব্বত্বং নাম দৃশ্যপ্রাগভাবাধিকরণকালবৃত্তিত্বং, তদভাবঃ ন দৃশ্যোচ্ছেদঃ, তার্কিকমতাবিশেষাপত্তেঃ। চরমতত্ত্বজ্ঞানক্ষণবৃত্তিদৃশ্যানাম্ অগ্রিমকালাস্থবৃত্তিবাদিনাং তার্কিকানাং মতেঽপি তাদৃশোচ্ছেদব্যবহারসম্ভবাৎ, অবিদ্যাজ্ঞনাদিদৃশ্যানাং তাদৃশোচ্ছেদা সম্ভবাচ্চ, অনাদ্যবিদ্যাদীনাং প্রাগভাবাপ্রসিদ্ধেঃ। এবং চ এতন্মতে এতাদৃশী ব্যাপ্তিঃ—যো যঃ তত্ত্বপ্রমোৎপত্তিক্ষণঃ সঃ তত্ত্ববিষয়কাজ্ঞানতৎপ্রযুক্তদৃশ্যাধিকরণকালপূর্ব্বত্বাভাববান্। তত্ত্বজ্ঞানস্য ক্ষণিকত্বাঙ্গীকারে ইয়ং ব্যাপ্তিঃ। ক্ষণদ্বয়স্থায়িত্বাঙ্গীকারে তু যো যঃ তত্ত্বপ্রমোৎপত্তিদ্বিতীয়ক্ষণঃ সঃ তত্ত্ববিষয়কাজ্ঞানতৎপ্রযুক্তদৃশ্যাধিকরণকালপূর্ব্বত্বাভাববান্। এতাদৃশ্যাং ব্যাপ্তৌ অনুকূলতর্কঃ অগ্রে বক্ষ্যতে।

নন্থ এবং তাদৃশদৃশ্যোচ্ছেদস্য জ্ঞাপকত্বমেব চরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারে বর্ত্ততে ন তু জনকত্বম্। তথাচ তাদৃশদৃশ্যোচ্ছেদাজনকে চরমতত্ত্বজ্ঞানে ইচ্ছানুপপত্তিঃ, মনোবৃত্তিবিশেষরূপস্য তত্ত্বজ্ঞানস্য সুখভিন্নত্বাৎ, দুঃখাভাবভিন্নত্বাৎ চ তস্য ফলরূপত্বাভাবাৎ ফলেচ্ছা ন সম্ভবতি। নাপি তৎসাধনত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য, ত্বয়ৈব জ্ঞাপকত্বস্য উক্তত্বাৎ। অতঃ সাধনেচ্ছাপি ন সম্ভবতি। ইতি চেৎ? ন, তত্ত্বজ্ঞানস্য ফলরূপত্বাভাবে তৎসাধনত্বাভাবেঽপি ইষ্টব্যাপ্যত্বাৎ তত্ত্বজ্ঞানস্য, তত্ত্বজ্ঞানবিষয়িণী ইচ্ছা সম্ভবত্যেব। তাদৃশদৃশ্যোচ্ছেদব্যাপ্যে চরমতত্ত্বজ্ঞানেঽপি ইচ্ছা জায়তে। তাদৃশদৃশ্যোচ্ছেদস্য দুঃখোচ্ছেদরূপতয়া ইষ্টত্বাৎ। যস্মিন্ সতি অবশ্যম্ ইষ্টং তত্র

ইচ্ছায়াঃ সর্ব্বানুভবসিদ্ধত্বাৎ, ইষ্টাজনকেঽপি ইষ্টব্যাপ্যে চরমতত্ত্বজ্ঞানে ইচ্ছা সম্ভবত্যেব।

ননু চরমতত্ত্বজ্ঞানস্য দৃশ্যনাশকত্বাভাবে চরমতত্ত্বজ্ঞানোত্তরং দৃশ্যং ক গতম্—ইতি প্রশ্নে কিম্ উত্তরম্? দর্শনান্তরে তু চরমতত্ত্বজ্ঞানস্য আত্যন্তিকদুঃখধ্বংসজনকত্বাৎ চরমতত্ত্বজ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং দুঃখস্য সত্ত্বশঙ্কায়াঃ অসম্ভবাৎ।

এবমপি বিনষ্টং দুঃখং ক গতম্ ইতি প্রশ্নে কিম্ উত্তরম্? অথ ন কুত্রাপি গতম্,—ইতি চেৎ, তর্হি তত্ত্বজ্ঞানোত্তরমপি দুঃখং কুতঃ ন প্রমীয়তে? ইতি প্রশ্নে দর্শনান্তরেঽপি এতদেব বক্তব্যং যৎ ধ্বংসাধিকরণকালস্য প্রতিযোগ্যধিকরণত্বাভাবনিয়মস্বীকারেণ ধ্বংসাধিকরণকালে প্রতিযোগী ন প্রমীয়তে।

এবং তর্হি তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণস্য দৃশ্যাধিকরণকালপূর্ব্বত্বাভাবনিয়মাঙ্গীকারেণ মমাপি ন কিঞ্চিৎ দূষ্যতি। তত্ত্বজ্ঞানস্য দুঃখনাশকত্বাঙ্গীকারেঽপি তত্ত্বজ্ঞানোত্তরং দুঃখানুপলম্ভে প্রদর্শিতনিয়মঃ এব যথা তব শরণং, তথা তত্ত্বজ্ঞানস্য দুঃখনাশকত্বানঙ্গীকারেঽপি তত্ত্বজ্ঞানোত্তরং দুঃখানুপলম্ভে প্রদর্শিতনিয়ম এব মমাপি শরণম্ ইতি ভাবঃ। সিদ্ধান্তমতে প্রমায়াঃ স্বসমানবিষয়কাজ্ঞানতৎপ্রযুক্তদৃশ্যাবিরোধিত্বনিয়মাভ্যুপগমাৎ শুক্ত্যাদিপ্রমায়াং তথা দর্শনাৎ ন কিঞ্চিৎ অনুপপন্নম্। এবং চ নিবৃত্তিপদস্য ধ্বংসার্থকত্বম্ আদায় পূর্ব্বপক্ষিভিঃ প্রদর্শিতানি দূষণানি নিরস্তানি।

ননু তত্ত্বজ্ঞানস্য সংসারনাশকত্বাভাবে প্রদর্শিতবিরোধিত্বনিয়ম এব অনুপপন্নঃ। নাশকস্য প্রতিযোগিবিরোধিত্বদর্শনাৎ, ইতি চেৎ? ন। অনাশকেঽপি প্রতিযোগিবিরোধিত্বনিয়মগ্রহণসম্ভবাৎ। যথা প্রাভাকরমতে তৎকালবিশিষ্টং কপালমেব ঘটনাশঃ, যথা বা তৎকালবিশিষ্টঃ আত্মা এব দুঃখনাশঃ অঙ্গীক্রিয়তে, ভাবভূতাধিকরণাতিরিক্তাভাবানঙ্গীকারাৎ।

এবঞ্চ তন্মতে ঘটনাশাজনকত্বেঽপি যথা মুদ্গরপাতস্য ঘটবিরোধিত্বং, যথা বা দুঃখনাশাজনকত্বেপি চ তত্ত্বজ্ঞানস্য দুঃখবিরোধিত্বং তথা অস্মন্মতেঽপি সম্ভবাৎ। যদি মুদ্গরপাতস্য ঘটবিরোধিত্বং ন স্যাৎ, তদা মুদ্গরপাতান-ন্তরমপি ঘটানুবৃত্তিঃ স্যাৎ। এবং তত্ত্বজ্ঞানস্য যদি দুঃখবিরোধিত্বং ন স্যাৎ, তর্হি তত্ত্বজ্ঞানানন্তরমপি দুঃখানুবৃত্তিঃ স্যাৎ—ইত্যাদি তর্কসম্ভবেন প্রভাকরমতে নাশাজনকস্যাপি যথা প্রতিযোগিবিরোধিত্বনিয়মঃ সম্ভবতি এবং সিদ্ধান্তিমতেঽপি নাশাজনকস্যাপি প্রতিযোগিবিরোধিত্বনিয়মঃ সম্ভবতি ইতি ন কিঞ্চিৎ হীয়তে।৩

৪। তথাচ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানজ্ঞাপ্যঃ যঃ অবস্থিতিসামান্যাত্যন্তা-ভাবঃ তৎপ্রতিযোগিত্বমেব জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্। অবস্থিতিসামান্য-কথনস্য অভিপ্রায়ং দর্শয়তি—**অবস্থিতিশ্চ** ইত্যাদি। বিবরণাচার্য্যৈঃ হি "অজ্ঞানস্য স্বকার্য্যেণ বর্ত্তমানেন প্রবিলীনেন বা সহ জ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ বাধঃ" ইত্যুক্তম্ তদেবাহ—**প্রবিলীনেন** ইতি। তথাচ বিবরণগ্রন্থে অজ্ঞানকার্য্যস্য যা প্রবিলীনরূপতা উক্তা, সা এব অত্র কারণাত্মশব্দেন প্রদর্শিতা, যা চ তত্র বর্ত্তমানরূপতা উক্তা, সৈব অত্র স্বরূপশব্দেন প্রদর্শিতা, সিদ্ধান্তে বাধামাত্রস্য অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং কার্য্যা-ভিন্নং কিঞ্চিদ্রূপম্ অবশ্যং তিষ্ঠতি ইতি অঙ্গীকারাৎ কার্য্যস্য স্বরূপেণ নিবৃত্তৌ অপি সংস্কাররূপেণ অবস্থানাৎ। মুদ্গরপাতানন্তরং ঘটস্য স্বরূপেণ অবস্থিতিবিরহেঽপি কারণাত্মনা অবস্থানাৎ। অভিব্যক্তা-নভিব্যক্তাবস্থয়োঃ তাদাত্ম্যাভ্যুপগমাদেব অত্র সৎকার্য্যবাদাভ্যুপগমঃ উক্তঃ। প্রলয়ে কার্য্যানাম্ অভিব্যক্তরূপতায়াঃ নিবৃত্তৌ অপি অনভি-ব্যক্তরূপেণ অবস্থানং শ্রুতিসিদ্ধম্। "তৎ হ ইদম্ তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতৌ অব্যাকৃতপদার্থস্য ইদংপদার্থাভেদেন নির্দ্দেশাৎ।৪

৫। এবং চ যদর্থং কার্য্যস্য অবস্থিতিদ্বৈবিধ্যং প্রদর্শিতং তদ্দর্শয়তি **তথাচ মুদ্গরপাতেন** ইতি। মুদ্গরপাতেন ঘটস্য স্বরূপেণ অবস্থিতেঃ

অভাবঃ নাম ঘটস্য নাশঃ। নাশঃ নাম পূর্ব্বাবস্থাতাদাত্ম্যাপন্নোত্তরাবস্থা। সা এব কারণাত্মতা উচ্যতে। মুদ্গরপাতেন ঘটস্য কারণাত্মনা অবস্থিতেঃ বিরহঃ ন ভবতি। অন্যথা মুদ্গরপাতেন ঘটঃ স্বরূপেণ নিবৃত্তা ইত্যনুভববৎ ঘটঃ কারণাত্মনা নিবৃত্তঃ ইত্যনুভবাপত্তেঃ কারণাত্মনা অবস্থিতেঃ বিরহস্তু অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারাদেব, ইত্যাহ—**ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্ত এব সঃ** ইতি। এবং চ অতীতঘটাদৌ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বলক্ষণস্য অব্যাপ্তিপরিহারায় কার্য্যমাত্রস্য অবস্থিতিদ্বৈবিধ্যং প্রতিপাদ্য অতীতঘটাদৌ অব্যাপ্তিঃ নিবারিতা। অতীতঘটাদেঃ নিবৃত্তত্বাদেব জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বানুপপত্ত্যা লক্ষণস্য অব্যাপ্তিঃ ন ভবতি। মুদ্গরপ্রহারাদিনা ঘটস্য স্বরূপেণ নিবৃত্তৌ অপি কারণাত্মনা অবস্থানাৎ ন অতীতঘটাদেঃ অবস্থিতিসামান্যবিরহঃ। ঘটাদেঃ অবস্থিতিসামান্যবিরহস্তু ঘটাধিষ্ঠানব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারাদেব ভবতি ইত্যাহ—ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্ত এব সঃ ইতি। অতীতঘটস্যাপি কারণাত্মনা অবস্থিতস্য অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারপ্রযুক্তাবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্বরূপং মিথ্যাত্বম্ অক্ষতমেব ।৫

৬। যতঃ জ্ঞানজন্যনাশপ্রতিযোগিত্বরূপমিথ্যাত্বং ন সাধ্যং, কিন্তু অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানব্যাপকঃ যঃ অবস্থিতিসামান্যাভাবঃ তৎপ্রতিযোগিত্বমেব জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপং মিথ্যাত্বং সাধ্যং, তেন ন উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যে পূর্ব্বজ্ঞানে সিদ্ধসাধনং, ন বা বিয়দাদৌ মিথ্যাত্বাসিদ্ধ্যা অর্থান্তরম্ ইত্যাহ মূলকারঃ—**অতএব** ইতি। যতঃ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং প্রদর্শিতরূপম্ অতঃ তাদৃশমিথ্যাত্বানুমানে ন সিদ্ধসাধনম্, উত্তরজ্ঞানেন পূর্ব্বজ্ঞানস্য স্থূলরূপে বিনষ্টেঽপি স্থূলাভিন্নসূক্ষ্মরূপস্য অবিনষ্টত্বাৎ। যথা চ ন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যে স্বপ্রাগভাবাদৌ সিদ্ধসাধনং, ন বা সেতুদর্শননিবর্ত্ত্য দুরিতাদিষু তথা অগ্রে বিস্পষ্টঃ প্রপঞ্চয়িষ্যতে। উত্তরজ্ঞানপ্রযুক্তস্য স্বরূপতঃ অবস্থিতিবিরহস্য প্রতিযোগিত্বেঽপি পূর্ব্বজ্ঞানস্য ন অবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্বম্। অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানাধীনাবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্বং প্রতিযোগিনঃ

অজ্ঞানকল্পিতত্বং বিনা অনুপপন্নম্ ইতি অজ্ঞানকল্পিতত্বেন প্রতিযোগিনঃ মিথ্যাত্বম্। কার্য্যানাং তদধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং কিঞ্চিদ্রূপম্ অবশ্যং তিষ্ঠতি ইতি অঙ্গীকারেণ উত্তরজ্ঞানেন পূর্ব্বজ্ঞানস্য নাশেঽপি পূর্ব্বজ্ঞান-রূপকার্য্যস্য তাদাত্ম্যাপন্নং কিঞ্চিদ্রূপম্ অবশ্যং স্যাৎ ইতি অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎ-কারাভাবাৎ। তথাচ পূর্ব্বজ্ঞানস্য উত্তরজ্ঞানেন স্বরূপতঃ নাশেঽপি পূর্ব্বা-বস্থাতাদাত্ম্যাপন্নোত্তরাবস্থায়াঃ অবস্থানাৎ ন অবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতি-যোগিত্বম্। যাদৃশজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপং মিথ্যাত্বং সিদ্ধান্ত্যভিমতং ন তাদৃশ-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্ উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যপূর্ব্বজ্ঞানে বর্ত্ততে। এবঞ্চ সত্যপি জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বে যদি পূর্ব্বজ্ঞানে অমিথ্যাত্বং তর্হি ব্রহ্মজ্ঞাননিবর্ত্ত্যেঽপি গগনাদৌ উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যপূর্ব্বজ্ঞানস্যেব অমিথ্যাত্বোপপত্ত্যা প্রকৃতজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব-রূপমিথ্যাত্বানুমানে অর্থান্তরং স্যাৎ ইতি নিরস্তম্। গগনাদীনাং নিবৃত্তিস্তু অধিষ্ঠানব্রহ্মসাক্ষাৎকারাৎ। নিবৃত্তিরপি গগনাদীনাম্ অবস্থিতিসামান্য-বিরহঃ। পূর্ব্বজ্ঞানস্য উত্তরজ্ঞানাধীননিবৃত্তিস্তু ন অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎ-কারাধীনা, নাপি অবস্থিতিসামান্যবিরহঃ। অতো ন অর্থান্তরস্য অবকাশঃ। উত্তরজ্ঞানেন নিবর্ত্ত্যস্যাপি পূর্ব্বজ্ঞানস্য কারণাত্মনা অবস্থানাৎ।৬

৭। জ্ঞানপ্রযুক্তাবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্বরূপমিথ্যাত্বলক্ষণ-ঘটকস্য জ্ঞানপদস্য ব্যাবৃত্তিং প্রদর্শয়িতুম্ আহ—**শশবিষাণাদৌ** ইতি। শশবিষাণাদীনাং যৎ সর্ব্বত্র অসত্ত্বং তন্ন অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্তম্, কিন্তু সাধকমানাভাবাদেব অতঃ ন অতিব্যাপ্তিঃ।৭

৮। দৃষ্টান্তীকৃতে শুক্তিরজতাদৌ প্রাতিভাসিকে অসদ্‌বৈলক্ষণ্যাং প্রদর্শয়ন্ সাধ্যবৈকল্যম্ উদ্ধরতি—**শুক্তিরজতাদেশ্চ** ইত্যাদি। প্রাতিভাসিকস্য অপরোক্ষপ্রতিভাসান্যথানুপপত্তিরেব প্রতিভাসকালে সত্ত্বে মানম্ অতঃ ন প্রাতিভাসিকস্য অসৎতুল্যতা। প্রতিভাসকালে সতঃ প্রাতিভাসিকস্য যোঽবস্থিতিসামান্যবিরহঃ স অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্তঃ এব। ইতি ন দৃষ্টান্তে সাধ্যবিকলতা।৮

তাৎপর্য্য।

সিদ্ধান্ত—জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব পক্ষ অবলম্বনে উত্তর।

৩। সিদ্ধান্তী একণে **প্রথমপক্ষ অবলম্বনে** পূর্ব্বপক্ষীর উদ্ভাবিত-দোষের উদ্ধারমানসে বলিতেছেন যে, না, পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি সঙ্গত নহে।

জ্ঞাননিবর্ত্ত্যপদের অর্থ।

কারণ, "জ্ঞাননিবর্ত্ত্য" এই কথার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞানপ্রযুক্ত যে অবস্থিতিসামান্যের অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিত্ব। ইহাই হইল জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বশব্দের অর্থ। আর উক্ত প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। এইস্থলে জ্ঞানপদের অর্থ—অধিষ্ঠান তত্ত্বজ্ঞান। আর প্রযুক্ত-পদের অর্থ—ব্যাপক, এবং নিবৃত্তিপদের অর্থ—অত্যন্তাভাব, সুতরাং অর্থ হইল—অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানব্যাপক যে অবস্থিতিসামান্যের অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগিত্বই **মিথ্যাত্ব**।

অবস্থিতির প্রকার ভেদদ্বারা মিথ্যাত্বলক্ষণের পরিষ্কার।

এখন দেখ, অবস্থিতি দুই প্রকার। প্রথম—স্বরূপতঃ অবস্থিতি এবং দ্বিতীয়—কারণরূপে অবস্থিতি। অর্থাৎ স্থূলরূপে ও সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি দুই প্রকার। সংস্কাররূপে যে অবস্থান, তাহাই কারণরূপে বা সূক্ষ্মরূপে অবস্থান। আর তাহা হইলে **জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বলক্ষণের নিষ্কর্ষ হইল** এই যে, অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানের ব্যাপক যে স্ব ও স্বীয় সংস্কার এতদন্যতরের যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই **মিথ্যাত্ব**।

জ্ঞান ও অজ্ঞানের অবস্থিতি নির্ণয়।

অপ্রামাণ্যজ্ঞানাদিশূন্য সাক্ষাৎকারপ্রমামাত্রই, প্রমার সমান-বিষয়ক যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানাধিকরণক্ষণে অবৃত্তি হইয়া থাকে; এবং তাদৃশপ্রমাজ্ঞানজন্য পটুতম সংস্কারের সহিত যে উক্ত প্রমা, সেই প্রমা উক্ত অজ্ঞান ও তাহার সংস্কারের অধিকরণক্ষণে অবৃত্তি হইয়া থাকে। পটুতমসংস্কারের সহিত উক্ত প্রমাই, অজ্ঞান ও তাহার সংস্কারাধিকরণক্ষণে

প্রবৃত্তি হয়। সংস্কার সহিত না হইয়া কেবল উক্ত প্রমা অজ্ঞানসংস্কারাধিকরণক্ষণে বৃত্তিই হইয়া থাকে। যেমন শুক্তিপ্রমা শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানসংস্কারক্ষণে বৃত্তি হইয়া থাকে। শুক্তিপ্রমা স্বজন্য পটুতমসংস্কারসহিত নহে, এজন্য প্রদর্শিত নিয়মের ব্যভিচার হইল না। আর এজন্য জীবন্মুক্তিদশাতে যে ব্রহ্মপ্রমা, তাহা স্বজন্য পটুতমসংস্কারসহিত নহে বলিয়া ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানসংস্কারের অধিকরণক্ষণে বৃত্তিই হইয়া থাকে। অবশ্য অজ্ঞানের যাঁহারা নানাত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে 'তৎপুরুষীয়ত্ব' এই বিশেষণটী প্রমা ও অজ্ঞানে দিতে হইবে।

সূক্ষ্মরূপে ঘটাদির অবস্থিতি স্বীকার্য্য।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষিগণ শঙ্কা করেন যে, প্রতীতিবলে ঘটাদিবস্তুর স্থূলরূপে বা স্বরূপে অবস্থিতি স্বীকার অবশ্যকরণীয় হইলেও সূক্ষ্মরূপে বা সংস্কাররূপে ঘটের অবস্থিতি স্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই। যেহেতু সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতির কোন অনুভব নাই। সুতরাং বস্তুর স্থূলরূপের ন্যায় তাহার সূক্ষ্ম বা সংস্কাররূপের কোন প্রমাণ নাই। এই আপত্তিতে বলিতেছেন—**সৎকার্য্যবাদাভ্যুপগমাৎ**। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতিসিদ্ধ ও অনুভবসিদ্ধ বলিয়া অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত কার্য্যমাত্রের কিঞ্চিৎরূপ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর প্রলয়কালে যে অদৃষ্টাদিজন্য কার্য্যাবস্থা থাকে তাহা, লৌকিক অনুভবসিদ্ধ না হইলেও প্রলয়কালসাধক শ্রুত্যাদিসিদ্ধ বটে। "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রলয়কালে কার্য্যের অনভিব্যক্তিরূপে স্থিতি বুঝিতে পারা যায়। আর দণ্ডাদিপাতদ্বারা যে "ঘটো নষ্টঃ" ইত্যাদি লৌকিক প্রত্যয় হয়, তদ্দ্বারাও দণ্ডপাতাদিজন্য ঘট নাশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ঘটের পূর্ব্বাবস্থাই উত্তরাবস্থা হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে পারা যায়। প্রলয়কালসাধক শ্রুতিদ্বারা ও "ঘটো নষ্টঃ" এই প্রতীতির দ্বারা **পূর্ব্বাবস্থাতাদাত্ম্যাপন্ন উত্তরাবস্থাই নাশ**—ইহাই সিদ্ধ হয়।

বেদান্তীর স্বীকৃত সৎকার্য্যবাদ।

যদি বলা যায় পূর্ব্বাবস্থার সহিত উত্তরাবস্থার তাদাত্ম্য নাই। তাহাও কিন্তু অসঙ্গত। কারণ, পূর্ব্বাবস্থা ও উত্তরাবস্থা বিভিন্নকালীন হইলেও তাদাত্ম্যসম্বন্ধ থাকিতে কোন বাধা নাই। যদি বিভিন্নকালীন বলিয়াই সম্বন্ধ নাই—এইরূপ বলা যায়, তবে ঘটাদিকালে অবৃত্তি যে জ্ঞান তাহার সহিত ঘটাদি বিষয়ের বিষয়তাদি সম্বন্ধেরও অপলাপ করিতে হয়। এবং অতীত প্রতিযোগীর সহিত বা ভবিষ্যৎ প্রতিযোগির সহিত বর্ত্তমান অভাবের সম্বন্ধেরও আলাপ কহিতে হয়। আর এজন্য সর্ব্বদা ব্যবহার-কালে কার্য্যের তাদাত্ম্যাপন্ন কিঞ্চিৎকার্য্যরূপ থাকিবেই, আর তাহা তত্ত্ব-দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত উচ্ছিন্নও হইবে না—**ইহাই সৎকার্য্যবাদ।** এই বাদ যেমন সাংখ্যাচার্য্যগণ স্বীকার করেন, তদ্রূপ আমরাও স্বীকার করি। এসম্বন্ধে **সাংখ্যের সহিত বেদান্তের এইমাত্র ভেদ যে** কার্য্যতাদাত্ম্যাপন্নকিঞ্চিৎরূপ যাহা সর্ব্বদা থাকে বলা হইয়াছে, তাহা সাংখ্যাচার্য্যগণের মতে সত্য, আমাদের মতে মিথ্যা—এইমাত্র। ইহাই মূলকার **"সৎকার্য্যবাদাভ্যুপগমাৎ"** পদদ্বারা বলিয়াছেন।

অবস্থিতিসামান্যবিরহপদের অর্থদ্বারা অব্যাপ্তিবারণ।

আর এজন্য মুদ্গরপাতদ্বারা ঘটের স্বরূপের অবস্থিতির অভাব হইলেও ঘটের কারণরূপে অবস্থিতির অভাব হয় না। মুদ্গরপ্রহারজন্য ঘট নষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার কারণরূপ থাকিয়াই যায়। সুতরাং তাহা অবস্থিতিসামান্যবিরহ নহে। ঘটের অবস্থিতিসামান্যবিরহ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্তই হইয়া থাকে, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে মুদ্গরপাতাদিনিবর্ত্ত্য ঘটাদিতে **অব্যাপ্তি** শঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা আর হইল না।

অতিব্যাপ্তি ও সিদ্ধসাধনবারণ।

এইরূপ উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্য পূর্ব্বজ্ঞানে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ও প্রকৃতানুমানে **সিদ্ধসাধন** যাহা পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছিলেন, তাহা আর হইল না।

কারণ, উত্তরজ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বজ্ঞান লীন হইলেও পূর্ব্বজ্ঞান স্বকারণরূপে অবস্থিতই থাকে। আর তজ্জন্য অবস্থিতি সামান্যবিরহ হয় না।

অর্থান্তর বারণ।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষিগণ এরূপ আপত্তি করেন যে, উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হইয়াও পূর্ব্বজ্ঞান যেমন মিথ্যা হইল না, তদ্রূপ বিয়দাদিপ্রপঞ্চ ব্রহ্মজ্ঞান নিবর্ত্তনীয় হইয়াও মিথ্যা হইবে না। সত্যবস্তুও জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইতে পারে —সুতরাং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব সত্যত্বের অবিরোধী বলিয়া জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব অনুমানে **অর্থান্তর দোষ হইবে**, ইত্যাদি—তাহাও নিরস্ত হইল। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উত্তরজ্ঞানদ্বারা যে পূর্ব্বজ্ঞানের নিবৃত্তি তাহা জ্ঞানপ্রযুক্ত অবস্থিতিসামান্যবিরহ নহে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা যে বিয়দাদির নিবৃত্তি তাহা জ্ঞানপ্রযুক্ত বিয়দাদির অবস্থিতিসামান্যবিরহই বটে। আর জ্ঞানপ্রযুক্ত অবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্ব এই মূলোক্ত লক্ষণে বিরহপদের অর্থ ধ্বংসও হইতে পারে, তাহাতেও কোন দোষ হয় না। কারণ, স্বরূপটী স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। স্বরূপনাশ বলিতে কেবল স্থূলনাশ বা কেবল সূক্ষ্মনাশ বুঝায় না। কিন্তু উভয় নাশকেই বুঝায়। স্বরূপনাশস্বরূপে স্থূলনাশ ও সূক্ষ্মনাশ—এই উভয়নাশই গৃহীত হইয়া থাকে। **জ্ঞানপ্রযুক্ত যে এই উভয়নাশ, অর্থাৎ স্বরূপনাশ, তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব।** এখন পূর্ব্বপক্ষী বিবেচনা করিয়া দেখুন—অতীত ঘটাদিতে আর অব্যাপ্তি থাকে কি না ?

জ্ঞানপ্রযুক্তপদের সার্থকতা।

যদি বলা হয় অবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, জ্ঞান-প্রযুক্ত তাদৃশ বিরহ বলিবার আবশ্যকতা কি ? ইহার উত্তর এই যে, অবস্থিতিসামান্যবিরহ শশবিষাণাদিরও আছে, কিন্তু তাহা জ্ঞানপ্রযুক্ত নহে। **জ্ঞানপ্রযুক্ত না বলিলে মিথ্যাত্বলক্ষণের শশবিষাণে অতিব্যাপ্তি** হইত।

শুক্তিজ্ঞানদ্বারা রজতভ্রম ও রজত উভয়ের নিবৃত্তিতে আপত্তি।

পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন যে শুক্তিজ্ঞানদ্বারা রজত নষ্ট হইয়াছে—এরূপ অনুভব হয় না বলিয়া জ্ঞানপ্রযুক্ত অবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্ব রজতে নাই, সুতরাং দৃষ্টান্ত **সাধ্যবিকল** হইল, আর লক্ষণের **অব্যাপ্তি** দোষও হইল। অভিপ্রায় এই যে, শুক্তিতে রজতভ্রমের পর বাধজ্ঞান হইলে "এতাবৎকাল পর্য্যন্ত শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান আমার ছিল" এবং "রজতভ্রম ছিল" এইরূপই অনুভব হইয়া থাকে, সুতরাং উক্ত জ্ঞানদ্বারা সত্য অজ্ঞান ও ভ্রম বাধিত হয়। এজন্য যেমন অব্যাপ্তি ও সাধ্যবিকলতা দোষ হয়, তদ্রূপ শুক্তির ন্যায় সত্য অজ্ঞান ও ভ্রম, জ্ঞানদ্বারা বাধিত হইল বলিয়া, সত্য অজ্ঞান ও ভ্রমে মিথ্যাত্বলক্ষণের **অতিব্যাপ্তি** হইল। অর্থাৎ মিথ্যাত্বলক্ষণে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি উভয় দোষই হইল।

শুক্তিরজত অলীক নহে বলিয়া তাহার নিবৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, পূর্ব্বপক্ষীর মতে শুক্তি-রজতাদি ভ্রমে ভাসমান বস্তু শশবিষাণাদির ন্যায় অলীক বলিয়া তাহার অভাব জ্ঞানপ্রযুক্ত না হইলেও সিদ্ধান্তীর মতে শুক্তিরজতাদি ভ্রমে ভাসমান বস্তুকে অলীক বলা যায় না। প্রত্যুত শুক্তিরজতাদির প্রাত্যক্ষিকপ্রতীতি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ, আর প্রাত্যক্ষিকপ্রতীতি বিষয়নিরপেক্ষ হইতে পারে না। অতএব শুক্তিরজতাদির প্রত্যক্ষপ্রতীতি উপপাদন করিবার জন্য শুক্তিরজতের প্রতিভাসকালে অবস্থিতি অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই প্রত্যক্ষভ্রমজ্ঞানের বিষয় যে রজত, তাহা তৎকালোৎপন্ন প্রাতি-ভাসিক বস্তু। বাধকজ্ঞানদ্বারা সেই রজতের বাধা না হইলে রজতের অভাব কখন হইতে পারিত না। অর্থাৎ রজতবিষয়ক জ্ঞানমাত্রের বাধাদ্বারা বিষয়ের বাধ সিদ্ধ হইত না। এজন্য শুক্তিজ্ঞানদ্বারা "রজত বাধিত" হইয়াছে—এইরূপ অনুভব অবশ্যই স্বীকার্য্য। আর তাহা হইলে জ্ঞানপ্রযুক্ত অবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্ব রজতে আছে বলিয়া

বিবরণাচার্য্য ও বার্ত্তিককারের বাক্যদ্বারা সমর্থন।

অতএব উক্তং বিবরণাচার্য্যৈঃ—"অজ্ঞানস্য স্বকার্য্যেণ প্রবিলীনেন বর্ত্তমানেন বা সহ জ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ বাধঃ" ইতি।৯ বার্ত্তিককৃদ্ভিশ্চ উক্তম্—

তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যোত্থ-সম্যগ্ধীজন্মমাত্রতঃ।
অবিদ্যা সহ কার্য্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি॥ ইতি।১০।

বার্ত্তিকবাক্যের ব্যাখ্যা।

"সহকার্য্যেণ ন আসীৎ" ইতি লীনেন কার্য্যেণ সহ নিবৃত্ত্য-ভিপ্রায়ম্; "সহ কার্য্যেণ ন ভবষ্যতি" ইতি তু ভাবিকার্য্য-নিবৃত্ত্যভিপ্রায়ম্ ইতি অন্যৎ এতৎ।১১। রূপ্যোপাদানম্ অজ্ঞানং স্বকার্য্যেণ বর্ত্তমানেন লীনেন বা সহ অধিষ্ঠানসাক্ষাৎ-কারাৎ নিবর্ত্ততে।১২

বার্ত্তিকবাক্যদ্বারা সাধ্যবৈকল্য শঙ্কাবারণ।

তত্তদ্‌রূপ্যোপাদানানাম্ অজ্ঞানানাং ভেদাভ্যুপগমাৎ ইতি ন দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যম্।১৩। মুদ্গরপাতানন্তরং ঘটো নাস্তি ইতি প্রতীতিবৎ অধিষ্ঠানজ্ঞানানন্তরং শুক্ত্যজ্ঞানং তদ্-গতরূপ্যং চ নাস্তি ইতি প্রতীতেঃ সর্ব্বসম্মতত্বাৎ।১৪

[পূর্ব্ববাক্যের তাৎপর্য্যশেষ।]

রজতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল, সুতরাং লক্ষণের **অব্যাপ্তি** বা **দৃষ্টান্তের সাধ্যবিকলতা** দোষ কিছুই হইল না।৮

অনুবাদ।

৯। কার্য্যের অবস্থিতিদ্বৈবিধ্য ও অভাবের **জ্ঞানপ্রযুক্তত্ববিষয়ে** বিবরণাচার্য্যের সম্মতি বলিতেছেন—**অতএব** ইতি। "স্বকার্য্যেণ"—এস্থলে স্ব-পদের অর্থ—অজ্ঞান, ও কার্য্য পদের অর্থ—প্রযুক্ত। **এজন্ত**

স্বকার্য্য পদের অর্থ হইল—অজ্ঞানপ্রযুক্ত। কার্য্য পদের প্রযুক্তরূপ অর্থ করার অভিপ্রায় এই যে, জীবেশ্বরভেদপ্রভৃতি যে অনাদি দৃশ্য, তাহা অজ্ঞানকার্য্য নহে, যেহেতু তাহা অনাদি। অনাদি হইলেও তাহারা অজ্ঞানপ্রযুক্ত বটে; কারণ, এই অনাদি দৃশ্য অজ্ঞান সমানকালীন ও অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে তাহাদের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এজন্য অজ্ঞানপ্রযুক্ত এইরূপ অর্থ করায় সাদি ও অনাদিসাধারণ দৃশ্যমাত্রই লব্ধ হইল।

অজ্ঞানপ্রযুক্তদৃশ্যের সহিত ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপ তাহাই বলিতেছেন—**প্রবিলীনেন বর্ত্তমানেন বা** ইতি। "প্রবিলীনেন" শব্দের অর্থ—সূক্ষ্মসংস্কাররূপের সহিত। কার্য্যের ভাবী বা ভূতরূপই তাহার সূক্ষ্ম বা সংস্কাররূপ। আর "বর্ত্তমানেন" পদের অর্থ—স্থূলরূপের সহিত। "অজ্ঞানস্য" অর্থ—অজ্ঞানের। "জ্ঞানেন অর্থ—অধিষ্ঠানতত্ত্ব-জ্ঞানদ্বারা। "নিবৃত্তি" অর্থ—অত্যন্তাভাব। এস্থলে "জ্ঞানেন" এই তৃতীয়া বিভক্তি জ্ঞাপক-হেতুতে হইয়াছে। ইহাতে সমুদয় বিবরণ-বাক্যের অর্থ এই হইল যে, অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানজ্ঞাপ্য স্থূলসূক্ষ্মরূপে অবস্থিত অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যমাত্রের সহিত অজ্ঞানের অত্যন্তাভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাদৃশ অত্যন্তাভাব তত্ত্বজ্ঞানের জ্ঞাপ্য হইয়া থাকে। এতাদৃশ অত্যন্তাভাবই অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যের বাধ। অজ্ঞান থাকিতে অজ্ঞান-প্রযুক্ত দৃশ্যের যে নিবৃত্তি, তাহা অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যের বাধ নহে। প্রযোজক অজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যের নিবৃত্তিই অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যের বাধ। অজ্ঞানের বাধ ব্যবহার হয় না, কিন্তু তাহার নিবৃত্তিমাত্রই হইয়া থাকে। অজ্ঞানকার্য্যের প্রাগভাবদশাতে ও ধ্বংসদশাতে অজ্ঞান-কার্য্য প্রবিলীনরূপ অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে। এজন্য বিবরণাচার্য্য যে আবার "বর্ত্তমানেন" এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে পুনরুক্তি দোষ হয় বলিয়া "বর্ত্তমানেন" এই কথার অর্থ—স্থূলরূপ কার্য্যের সহিত—এইরূপ বুঝিতে হইবে।৯

১০। বিবরণোক্ত নিবৃত্তি পদটী যে অত্যন্তাভাবের বোধক, তাহাতে বার্ত্তিকারেরও সম্মতি দেখাইতেছেন—**বার্ত্তিককৃদ্ভিশ্চ** ইতি। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্তমহাবাক্যজন্ম যে "সম্যক্ ধী" অর্থ—প্রমারূপ জ্ঞান অর্থাৎ অখণ্ডার্থক চরম মনোবৃত্তি সেই ধীর অর্থাৎ মনোবৃত্তির "জন্মমাত্রতঃ" উৎপত্তিমাত্রে, সপ্তমীর অর্থে তস্ প্রত্যয় হইয়াছে; এই সপ্তমী বিভক্তির অর্থ সমানকালীনত্ব, আর তাহাতে সমগ্রবর্ত্তিকবাক্যের এইরূপ অর্থ হইবে যে, জ্ঞানোৎপত্তিসমানকালীন বক্ষ্যমাণ অত্যন্তাভাব হইবে। অজ্ঞাননিবর্ত্তকজ্ঞানের উৎপত্তি ব্যতীত অজ্ঞাননিবৃত্তিতে অন্তের অপেক্ষা নাই, ইহাই বুঝাইবার জন্ম "জন্মমাত্রতঃ" এই মাত্র পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। "নাসীৎ অস্তি ভবিষ্যতি" এইস্থলে নঞ্‌টী যেমন আসীৎ পদের সহিত অন্বিত হইয়াছে, তদ্রূপ অস্তি ভবিষ্যতি এই পদদ্বয়ের সহিতও অন্বিত হইবে। আর তাহাতে "নাসীৎ নাস্তি ন ভবিষ্যতি" এইরূপ অর্থ হইবে। স্বকার্য্যের সহিত অবিদ্যার অতীতকালীনা বর্ত্তমানা ও ভাবিনী যে সত্তা তাহার অত্যন্তাভাব পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞানসমানকালীন হইয়া থাকে—ইহাই বার্ত্তিকের অর্থ। অবিদ্যার বর্ত্তমানত্বপ্রযুক্ত তাহার সত্তারও বর্ত্তমানতা আছে বলিয়া অবিদ্যাসত্তার ভাবিত্ব ও অতীতত্ব অপ্রসিদ্ধ হয়, এজন্ম বার্ত্তিককার "সহকার্য্যেণ" এইরূপ বলিয়াছেন। অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকিলেও অবিদ্যাকার্য্যের অতীতত্বাদি সম্ভাবিতই বটে। এজন্ম অতীতাদি কার্য্যবিশিষ্ট অবিদ্যারও অতীতত্বাদি সম্ভাবিত হয়।১০

১১। আর ইহাই দেখাইবার জন্ম **সহকার্য্যেণ** বলা হইয়াছে। কার্য্যের অতীতত্বই কারণীভূত অবিদ্যার অতীতত্ব। কিন্তু বর্ত্তমান অবিদ্যার স্বরূপতঃ অতীতত্ব হইতে পারে না। অতীতকার্য্যবিশিষ্ট অবিদ্যার নিবৃত্তি "নাসীৎ" এই কথার অর্থ। আর "ন ভবিষ্যতি" এই স্থলেও ভাবিকার্য্যবিশিষ্ট অবিদ্যার নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। মূলে ভাবীকার্য্যের যে নিবৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞান বিনাও সম্ভাবিত

হয়, এজন্য উক্ত নিবৃত্তি তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত নহে। তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানবাধ্যত্ব নাই বলিয়া ভাবীকার্য্যের নিবৃত্তি প্রকৃত মিথ্যাত্বের অনুপযোগী। অভিপ্রায় এই যে, ভাবিকার্য্যের জনক অদৃষ্টাদির অত্যন্তাভাবপ্রযুক্ত ভাবিকার্য্যের অত্যন্তাভাব হইয়া থাকে, অদৃষ্টাদির অত্যন্তাভাব তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্তই বটে, অদৃষ্টাদিকারণাভাবপ্রযুক্ত ভাবিকার্য্যের অভাব, জ্ঞানপ্রযুক্ত বাধ নহে, আর যাহা জ্ঞানপ্রযুক্ত বাধ নহে, তাহা প্রকৃতোপযোগীও নহে। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**অন্যৎ এতৎ** ইতি। এই কথার অর্থ—প্রকৃতের অনুপযোগী।১১

১২। প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানে দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতাদিতে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ সাধ্য প্রত্যক্ষসিদ্ধই বটে, ইহাই দেখাইতে যাইয়া বলিতেছেন—**রূপ্যোপাদানম্ অজ্ঞানম্** ইতি। শশবিষাণাদির অভাব যেমন জ্ঞানপ্রযুক্ত নহে, সেইরূপ শুক্তিরজতাদির অভাবও জ্ঞানপ্রযুক্ত নহে—এরূপ শঙ্কা করা যায় না। যেহেতু শুক্তিরজতাদি অজ্ঞানপ্রযুক্তই হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত শুক্তিরজতাদির নিবৃত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বটে, শশবিষাণাদি অজ্ঞানপ্রযুক্তও নহে, এজন্য তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত তাহার নিবৃত্তিও হয় না।১২

১৩। অজ্ঞানের একত্বপক্ষে শুক্তিরজতাদিরও মূলাজ্ঞানই উপাদান হইবে এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারাই শুক্তিরজতের নিবৃত্তি হইবে। কিন্তু শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকারদ্বারা শুক্তিরজতাদির নিবৃত্তি হইবে না। কারণ, শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকারদ্বারা নিবর্ত্তনীয় অজ্ঞান এই একাজ্ঞানবাদীর মতে স্বীকৃত নহে। শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকারদ্বারা নিবর্ত্তনীয় অজ্ঞান স্বীকার করিলে অজ্ঞানের আর একত্ব থাকে না, নানাত্বই হইয়া পড়ে। সুতরাং এক অজ্ঞানবাদীর মতে শুক্তিরজতাদির যে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব আছে, তাহা এই মিথ্যাত্বানুমানের পূর্ব্বে গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং এই মিথ্যাত্বানুমানের পূর্ব্বে যদি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ সাধ্য গৃহীতই না হইল

তবে এই মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যের সহিত দৃশ্যত্বাদিহেতুর ব্যাপ্তিগ্রহই হইতে পারিবে না—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**তত্তদ্রূপ্যোপাদানানাম্** ইতি। অজ্ঞান এক নহে, কিন্তু অজ্ঞান নানা—এই মত অবলম্বন করিয়া মূলকার এই জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব বলিয়াছেন। নানা অজ্ঞানপক্ষে শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকারদ্বারা নিবর্ত্তনীয় অজ্ঞানপ্রসিদ্ধ আছে বলিয়া প্রকৃতমিথ্যাত্বানুমানের পূর্ব্বেও শুক্তিরজতাদি ধর্ম্মীতে সাধ্যের জ্ঞান সম্ভাবিত হয়, ইহাই বলিতেছেন—**ন দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যম্** ইতি। দৃষ্টান্ত শুক্তিরজতাদিতে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ সাধ্যের বৈকল্য অর্থাৎ অগ্রহ নাই।

একাজ্ঞানপক্ষে দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতাদিতে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ সাধ্যের সিদ্ধি অনুমানান্তরদ্বারা হইতে পারিবে। যেমন—

শুক্তিরজতং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যম্ … (প্রতিজ্ঞা)

দোষজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বাৎ … … (হেতু)

রজ্জুসর্পবৎ … … … (উদাহরণ)

এই অনুমানে দৃষ্টান্তীকৃত রজ্জুসর্পেও জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ সাধ্যের সিদ্ধি অন্য অনুমানদ্বারা করিতে হইবে। পরস্পর অনুমানান্তর অপেক্ষিত হইলেও বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনবস্থা দোষাধায়ক হইবে না। সুতরাং একাজ্ঞানপক্ষেও এই মিথ্যাত্বলক্ষণের কোন অনুপপত্তি নাই।১৩

১৪। অজ্ঞান ও তৎপ্রযুক্ত দৃশ্যের অত্যন্তাভাবের প্রয়োজক তত্ত্বজ্ঞান ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানে এই প্রয়োজকতা যে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ তাহাই দেখাইতে যাইয়া মূলকার বলিতেছেন—**মুদ্গরপাতানন্তরম্** ইতি। মুদ্গরপাতানন্তরম্ ইহার অর্থ মুদ্গরপাতের উৎপত্তিক্ষণে এইরূপ বুঝিতে হইবে। **ঘটো নাস্তি** ইত্যাদির অর্থ—মুদ্গরপাতের উৎপত্তিক্ষণে স্বাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বসম্বন্ধে "তদ্ঘটো নাস্তি" এইরূপ প্রতীতি যেরূপ সর্ব্বসম্মত, সেইরূপ **অধিষ্ঠানজ্ঞানানন্তরম্** ইহার অর্থ—অধি-

ষ্টানতত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণে, অর্থাৎ শুক্তিসাক্ষাৎকারোৎপত্তিক্ষণে শুক্তি-বিষয়ক অজ্ঞান ও সেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত রজত স্বাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বসম্বন্ধে থাকে না। এইরূপ প্রতীতিও সর্ব্বসম্মতই বটে। আর এই কারণে অজ্ঞান ও তৎ-প্রযুক্তদৃশ্যের নিবৃত্তিতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রযোজকত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, মুদ্গরপাতোৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে ঘট থাকে না বলিয়া মুদ্গরপাতোৎপত্তিক্ষণ তদ্‌ঘটাশ্রয়কাল পূর্ব্বভাবী হয় না। এইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তিক্ষণও তত্ত্বজ্ঞানের সমানবিষয়ক অজ্ঞান ও সেই অজ্ঞান-প্রযুক্ত দৃশ্যের অধিকরণীভূতক্ষণের পূর্ব্বভাবী হয় না। মুদ্গরপাতের অনন্তর ঘটের এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনন্তর অজ্ঞানের বিদ্যমানতা থাকে না। **মুদ্গরপাতানন্তরম্** এই মূলবাক্যের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে, মুদ্গরপাতোৎপত্তিক্ষণের অব্যবহিত উত্তরক্ষণটী স্বাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বসম্বন্ধে ঘটাভাববান্ হইয়া থাকে—এইরূপ অর্থ হয়। আর তাহাতে মুদ্গর-পাতোৎপত্তিক্ষণে তদ্‌ঘটাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বাভাব পাওয়া যায় না। আর তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণের অব্যবহিত উত্তরক্ষণে দৃশ্যাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বাভাব গৃহীত হইলেও তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণে দৃশ্যাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বাভাব গৃহীত হয় না বলিয়া মূলগ্রন্থের ন্যূনতা দোষ ঘটে। এই দোষ বারণ করিবার জন্য "মুদ্গরপাতানন্তরং" এই বাক্যে মুদ্গরপাতোৎপত্তিকালে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আর এইরূপ বলায় পূর্ব্বপক্ষী যে আপত্তি করিয়া-ছিলেন, "শুক্তিজ্ঞানদ্বারা রজত নষ্ট হইয়াছে, এইরূপ কখন অনুভব হয় না বলিয়া শুক্তিরজতে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, আর প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানে দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য দোষ হয়" ইত্যাদি, তাহাও প্রদর্শিত রীতি অনুসারে নিরস্ত হইল। কারণ, নিবৃত্তিপদের অর্থ "নাশ" গ্রহণ করা হয় নাই। আর এই নিবৃত্তিপদের নাশরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াও যে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বলক্ষণের উপপত্তি হইতে পারে, তাহা লঘুচন্দ্রিকাতে স্পষ্ট-ভাবে বলা হইয়াছে। ১৪

টীকা।

১। অবস্থিতিদ্বৈবিধ্যে বিরহস্য জ্ঞানপ্রযুক্তত্বে চ আচার্য্যানাং সম্মতিং দর্শয়তি—**অতএব** ইত্যাদি। **স্বকার্য্যেণ** অজ্ঞানপ্রযুক্তেন ইত্যর্থঃ, তেন জীবেশ্বরভেদাদ্যনাদিদৃশ্যানাম্ অজ্ঞানকার্য্যত্বাভাবেঽপি অজ্ঞানপ্রযুক্তত্বাৎ অনাদিদৃশ্যানামপি সংগ্রহঃ। অজ্ঞানকার্য্যেণ সহ অজ্ঞানস্য নিবৃত্তৌ অনাদিদৃশ্যনিবৃত্তিঃ ন স্যাৎ, অনাদিদৃশ্যানাম্ অজ্ঞানকার্য্যত্বাভাবাৎ, অতঃ স্বকার্য্যেণ ইত্যস্য সাদ্যনাদিসাধারণাজ্ঞানপ্রযুক্তদৃশ্যেন ইত্যর্থঃ। কিম্ভূতেন অজ্ঞানপ্রযুক্তদৃশ্যেন, ইত্যত্র আহ—**প্রবিলীনেন বর্ত্তমানেন বা** ইতি। **প্রবিলীনেন**—ভাবিভূতরূপেণ সূক্ষ্মাত্মনা সংস্কাররূপেণ, সূক্ষ্মতাদশায়ামপি কার্য্যস্য বর্ত্তমানত্বাৎ, পুনঃ **বর্ত্তমানেন**—ইতি যদুক্তং তস্য স্থূলাত্মনা ইত্যর্থঃ। অন্যথা পৌনরুক্ত্যং স্যাৎ, **সহ**—সহিতস্য অজ্ঞানস্য, **জ্ঞানেন**—অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানেন, **নিবৃত্তিঃ**—অত্যন্তাভাবঃ। অত্র যথা নিবৃত্তিপদং ধ্বংসপরমপি ভবিতুম্ অর্হতি তথোক্তং লঘুচন্দ্রিকায়াম্। নিবৃত্তিপদস্য অত্যন্তাভাবপরত্বে জ্ঞানেন ইতি তৃতীয়া জ্ঞাপকহেতৌ। তথাচ তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠজ্ঞাপকতানিরূপিতজ্ঞাপ্যতাবান্ তাদৃশাত্যন্তাভাবঃ অজ্ঞানপ্রযুক্তস্য বাধঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্য জ্ঞাপকত্বকথনেন ব্যাপ্যত্বং লব্ধং জ্ঞাপ্যস্য তাদৃশাত্যন্তাভাবস্য ব্যাপকত্বং চ লব্ধম্। তথাচ তত্ত্বজ্ঞানব্যাপকঃ যঃ তাদৃশাত্যন্তাভাবঃ স এব অজ্ঞানপ্রযুক্তস্য বাধঃ ইতি উচ্যতে। অজ্ঞাননিবৃত্ত্যা অজ্ঞানপ্রযুক্তং বাধ্যতে, জ্ঞানেন অজ্ঞানস্য নিবৃত্তিরেব ন তু বাধঃ। সতি তু অজ্ঞানে অজ্ঞানপ্রযুক্তস্য নিবৃত্তিমাত্রম্, ন তু অজ্ঞানপ্রযুক্তস্য বাধঃ। প্রয়োজকেন অজ্ঞানেন সহ তৎপ্রযুক্তস্য দৃশ্যস্য নিবৃত্তিঃ অজ্ঞানপ্রযুক্তস্য বাধঃ। প্রাগভাবদশায়াং ধ্বংসদশায়াং চ অজ্ঞানকার্য্যস্য প্রবিলীনাত্মনা সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্তমানত্বাৎ পুনঃ বর্ত্তমানেন ইত্যস্য পৌনরুক্ত্যাপত্ত্যা বর্ত্তমানেন ইত্যস্য স্থূলাত্মনা ইত্যর্থঃ বোধ্যঃ।১

১০। বিবরণোক্তনিবৃত্তিপদস্য অত্যন্তাভাবার্থকত্বে বার্ত্তিককৃতাং সম্মতিং দর্শয়তি—**বার্ত্তিককৃদ্ভিশ্চ** ইতি। অখণ্ডার্থকতত্ত্বমস্যাদি-বেদান্তমহাবাক্যজন্যা যা **"সম্যক্"** প্রমারূপা **ধীঃ** চরমমনোবৃত্তিবিশেষঃ, তস্যা ধিয়ঃ **জন্মমাত্রতঃ**—উৎপত্তিমাত্রেণ "তৃতীয়ার্থে তস্প্রত্যয়ঃ" তৃতীয়ায়াঃ প্রয়োজ্যত্বার্থকত্বাৎ তাদৃশজ্ঞানপ্রয়োজ্যঃ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাত্যন্তাভাবঃ ইত্যর্থঃ। অজ্ঞাননিবর্ত্তকজ্ঞানস্য স্বোৎ-পত্তিম্ অন্তরেণ অজ্ঞাননিবৃত্তৌ অন্যাপেক্ষা নাস্তি ইতি সূচয়িতুং মাত্রপদম্ উপাত্তম্। "নাসীৎ অস্তি ভবিষ্যতি" ইত্যত্র আসীৎপদ-সমভিব্যাহৃতনঞঃ "অস্তি ভবিষ্যতি" ইতি পদাভ্যামপি সম্বন্ধঃ। তেন "নাসীৎ নাস্তি ন ভবিষ্যতি" ইতি লভ্যতে। কার্য্যেণ সহিতায়াঃ অবিদ্যায়াঃ অতীতকালীনা বর্ত্তমানা ভাবিনী চ যা সত্তা তদত্যন্তাভাবঃ তাদৃশতত্ত্বজ্ঞানপ্রয়োজ্যঃ ইতি বার্ত্তিকবাক্যার্থঃ। অবিদ্যায়াঃ বর্ত্তমানত্বেন তৎসত্তায়াঃ অপি বর্ত্তমানত্বাৎ অবিদ্যাসত্তায়াঃ ভাবিত্বম্ অতীতত্বং চ অপ্রসিদ্ধম্, অতঃ "সহকার্য্যেণ" ইত্যুক্তম্। অবিদ্যাকার্য্যস্য অতীতত্বাদি-সম্ভবেন কার্য্যবিশিষ্টায়াঃ অবিদ্যায়াঃ অপি অতীতত্বাদি সম্ভবঃ ইতি ভাবঃ।১০

১১। এতদেব দর্শয়ন্ আহ—**সহকার্য্যেণ** ইতি। কার্য্যস্য অতীতত্বেনৈব কারণীভূতাবিদ্যায়াঃ অতীতত্বম্, নতু স্বরূপেণ বর্ত্তমানায়াঃ অবিদ্যায়াঃ অতীতত্বম্। অতীতকার্য্যবিশিষ্টাবিদ্যায়াঃ নিবৃত্তিরেব "নাসীৎ" ইত্যস্য অর্থঃ। এবং "ন ভবিষ্যতি" ইত্যত্রাপি ভাবিকার্য্য-বিশিষ্টায়াঃ অবিদ্যায়াঃ নিবৃত্তিরেব বোধ্যতে। মূলে ভাবিকার্য্যস্য নিবৃত্তিঃ যা উক্তা সা তত্ত্বজ্ঞানং বিনাপি ভাবিকার্য্যজনকাদৃষ্টাদিকারণা-ভাবাদেব সম্ভবতি ইতি ন তাদৃশনিবৃত্তেঃ বাধরূপত্বম্। কারণাভাব-প্রযুক্তকার্য্যনিবৃত্তেঃ বাধরূপত্বাভাবাৎ **অন্যৎ এতৎ** ইতি উক্তম্। প্রকৃতমিথ্যাত্বানুপযোগি ইত্যর্থঃ।১১

১২। দৃষ্টান্তে শুক্তিরজতাদৌ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপং মিথ্যাত্বং সর্ব্বাচার্য্য-সম্মতম্ ইতি উপসংহরন্ আহ—**রূপ্যোপাদানম্ অজ্ঞানম্** ইতি। শশবিষাণাদ্যভাবে যথা জ্ঞানপ্রযুক্তত্বং নাস্তি, তথা শুক্তিরজতাদ্যভাবেঽপি ইতি ন শক্যম্। তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্তশুক্তিরজতাদীনাং নিবৃত্তিঃ সর্ব্বানুভব-সিদ্ধা, শুক্তিরজতাদীনাম্ অজ্ঞানপ্রযুক্তত্বাৎ শশবিষাণাদীনাং চ অজ্ঞান-প্রযুক্তত্বাভাবাৎ ইতি ভাবঃ।১২

১৩। অজ্ঞানস্য একত্বপক্ষে শুক্তিরজতাদীনামপি মূলাজ্ঞানোপাদান-কতয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদেব নিবৃত্তিঃ এষ্টব্যা, ন তু শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকারাৎ, শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকারনিবর্ত্তনীয়স্য অজ্ঞানস্য অনভ্যুপগমাৎ। অভ্যুপগমে বা অজ্ঞানস্য নানাত্বপ্রসঙ্গাৎ। তথাচ শুক্তিরজতাদেঃ যৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং তৎ ন প্রকৃতানুমানাৎ পূর্ব্বং গ্রহীতুং শক্যম্ ইতি প্রকৃতানুমানাৎ পূর্ব্বং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপসাধ্যস্য অগ্রহেণ ব্যাপ্তিগ্রহাসম্ভবঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ মূলকারঃ—**তত্তদ্রূপ্যোপাদানানাম্** ইতি। নানাঽজ্ঞানপক্ষম্ আশ্রিত্য ইদম্ উক্তম্। নানাঽজ্ঞানপক্ষে শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকারনিবর্ত্ত-নীয়স্য অজ্ঞানস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ প্রকৃতানুমানাৎ পূর্ব্বমপি শুক্তিরজতাদৌ সাধ্যজ্ঞানং সম্ভবতি এব ইত্যাহ—**ন দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যম্** ইতি। **দৃষ্টান্তে** শুক্তিরজতাদৌ, **সাধ্যস্য** জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বস্য **ন বৈকল্যম্** ন অগ্রহঃ। বস্তুতস্তু একাজ্ঞানপক্ষেঽপি দৃষ্টান্তে শুক্তিরজতাদৌ জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বরূপসাধ্যস্য অনুমানান্তরেণ সিদ্ধিঃ ভবতি, তথাহি—শুক্তিরজতং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যম্, দোষজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বাৎ রজ্জুসর্পবৎ। এবং রজ্জুসর্পেঽপি দৃষ্টান্তান্তরাবষ্টম্ভেন সাধ্যসিদ্ধিঃ, এবং সাধ্যসিদ্ধেঃ অনুমানপরম্পরাপেক্ষণে-ঽপি বীজাঙ্কুরবৎ ন অনবস্থাদোষঃ, ইতি ন কাচিৎ অনুপপত্তিঃ।১৩

১৪। তত্ত্বজ্ঞানে অজ্ঞানতৎপ্রযুক্তদৃশ্যাভাবপ্রয়োজকত্বং যৎ পূর্ব্বম্ উক্তং তৎসর্ব্বানুভবসিদ্ধম্ ইতি দর্শয়ন্ আহ—**মুদ্গরপাতানন্তরম্** ইতি। মুদ্গরপাতানন্তরম্ ইত্যস্য মুদ্গরপাতোৎপত্তিক্ষণে ইত্যর্থঃ

বোধ্যঃ। **ঘটো নাস্তি** ইতি—মুদ্গরপাতোৎপত্তিক্ষণে স্বাশ্রয়কাল-পূর্ব্বত্বসম্বন্ধেন তদ্‌ঘটো নাস্তি ইতি প্রতীতেঃ সর্ব্বসম্মতত্ববৎ **অধিষ্ঠান-জ্ঞানানন্তরম্** অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণে শুক্তিসাক্ষাৎকারোৎপত্তি-ক্ষণে ইতি যাবৎ; শুক্ত্যজ্ঞানং তদ্‌গতরূপ্যং চ স্বাশ্রয়কালপূর্ব্বত্ব-সম্বন্ধেন নাস্তি ইতি প্রতীতেরপি সর্ব্বসম্মতত্বাৎ তাদৃশদৃশ্যনিবৃত্তৌ তত্ত্ব-জ্ঞানস্য প্রয়োজকত্বং যুক্তম্। অয়ং ভাবঃ—মুদ্গরপাতোৎপত্তিদ্বিতীয়-ক্ষণে ঘটস্য অভাবাৎ মুদ্গরপাতোৎপত্তিক্ষণঃ তদ্‌ঘটাশ্রয়কালপূর্ব্বভাবী ন ভবতি। এবং তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণোঽপি তত্ত্বজ্ঞানসমানবিষয়কা-জ্ঞানতৎপ্রযুক্তদৃশ্যাধিকরণক্ষণপূর্ব্বভাবী ন ভবতি। মুদ্গরপাতানন্তরং ঘটস্য এবং তত্ত্বজ্ঞানানন্তরম্ অজ্ঞানস্য বিদ্যমানতা ন সম্ভবতি ইতি ফলিতোঽর্থঃ। মুদ্গরপাতানন্তরম্ ইতি মূলবাক্যস্য যথাশ্রুতার্থগ্রহণে মুদ্গরপাতোৎপত্তিক্ষণাব্যবহিতোত্তরক্ষণঃ স্বাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বসম্বন্ধেন ঘটা-ভাববান্ ইতি অর্থঃ স্যাৎ। এবং চ সতি মুদ্গরপাতোৎপত্তিক্ষণে তদ্‌ঘটাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বাভাবঃ ন জ্ঞায়তে, এবং তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণা-ব্যবহিতোত্তরক্ষণে দৃশ্যাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বাভাবে গৃহীতেঽপি তত্ত্বজ্ঞানোৎ-পত্তিক্ষণে দৃশ্যাশ্রয়কালপূর্ব্বাভাবাগ্রহাৎ ন্যূনতা স্যাৎ—ইতি তদ্‌বারণায় মুদ্গরপাতানন্তরম্ ইত্যস্য মুদ্গরপাতোৎপত্তিকালে ইতি অর্থঃ গৃহীতঃ। এতেন শুক্তিজ্ঞানেন রূপ্যং নষ্টম্ ইতি কদাপি অননুভবেন শুক্তিরজতে লক্ষণস্য অব্যাপ্তিঃ, প্রকৃতানুমানে চ সাধ্যবিকলঃ দৃষ্টান্তঃ, ইতি যৎ পূর্ব্বপক্ষিভিঃ উক্তং তৎ নিরস্তম্, প্রদর্শিতরীত্যা নিবৃত্তেঃ সর্ব্বসম্মতত্বাৎ ইতি ভাবঃ।১৪

তাৎপর্য্য।

বিবরণাচার্য্যের উক্তিদ্বারা স্বমত সমর্থন।

মূ—১৪। এক্ষণে পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে প্রাচীন আচার্য্য-গণের সম্মতি বলিতেছেন। বিবরণাচার্য্যও বলিয়াছেন যে, অজ্ঞানের

স্বীয় সূক্ষ্ম ও স্থূল কার্য্যের সহিত জ্ঞানদ্বারা যে নিবৃত্তি, তাহাই অজ্ঞান-কার্য্যের বাধ। এইস্থলে মূলগ্রন্থে "জ্ঞানেন" এই যে তৃতীয়া বিভক্তি তদ্দ্বারা ব্যাপকত্ব বোধ হইয়া থাকে। জ্ঞানব্যাপক যে নিবৃত্তি তাহাই জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি। নিবৃত্তিপদের অর্থ—উক্তরূপ অত্যন্তাভাব অথবা নাশ। "জ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ" এইস্থলে জ্ঞানব্যাপক নিবৃত্তি, অথবা জ্ঞানাধীন নিবৃত্তি—এই উভয়রূপই বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ নিবৃত্তিপদের অর্থ—অত্যন্তাভাব হইলে নিবৃত্তি জ্ঞানের ব্যাপক হয় এবং নাশ হইলে নিবৃত্তি জ্ঞানাধীন হয়, অর্থাৎ জ্ঞানজন্য হয়, সুতরাং জ্ঞানের ব্যাপ্য হয়। **অত্যন্তাভাবস্থলে এই জন্যজনকভাব** থাকে না।

বিবরণবাক্যের ব্যাখ্যা।

এখন উক্ত বিবরণগ্রন্থে "জ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে, আর নিবৃত্তি জ্ঞানাধীন—এইরূপ অর্থ হইলে জ্ঞানকালে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। কারণ, যাহা জনক তাহা পূর্ব্বভাবী এবং যাহা জন্য তাহা পরভাবী। সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তিকালে অজ্ঞানের নিবৃত্তি নাই বলিয়া জ্ঞানকালেও অজ্ঞান থাকিয়া গেল—এইরূপ আপত্তি হয়।

বার্ত্তিককারের উক্তিদ্বারা স্বমত সমর্থন।

যদিও বার্ত্তিকার "সম্যক্‌ধীজন্মমাত্রতঃ" এইরূপ বলিয়াছেন, আর তাহাতে বুঝা যায় যে, সমানবিষয়ক জ্ঞান ও অজ্ঞানবিরুদ্ধ। আর বিরুদ্ধ বলিয়া জ্ঞানোৎপত্তিকালেই অজ্ঞান এবং অজ্ঞানসম্বন্ধ নিবৃত্ত হইয়া থাকে, জ্ঞানোৎপত্তির পরবর্ত্তীক্ষণে নহে, পরবর্ত্তীক্ষণে হইলে আর "মাত্রতঃ" এই তৃতীয়ার্থ তস্ প্রত্যয় বলিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না।

জ্ঞানপ্রযুক্তনিবৃত্তিতে আপত্তি।

যদি বলা যায়, এই তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ—প্রযোজ্যত্ব, কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তিকালে যে অজ্ঞানের নিবৃত্তি, তাহা জ্ঞানপ্রযোজ্য হইতে পারে না। স্বোৎপত্তির সমানকালীন বস্তু স্বপ্রয়োজক হইতে পারে না। পারিলে

স্বও স্বয়ের প্রযোজ্য হইয়া পড়িত। স্ব যেমন স্বয়ের প্রযোজক হয় না, তদ্রূপ স্বোৎপত্তিসমানকালীন স্বভিন্ন বস্তুরও প্রযোজক হইতে পারে না। যে যৎপ্রযুক্ত হইবে, সে তাহার উৎপত্তির ইতরকালমাত্রবৃত্তি হইবে—ইহাই নিয়ম, অতএব জ্ঞানপ্রযোজ্য নিবৃত্তিও হইতে পারে না।

উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই অজ্ঞানের নিবৃত্তি অত্যন্তাভাব বা নাশ এতদন্যতরস্বরূপ। জ্ঞানোৎপত্তিকালেও উক্ত নিবৃত্তি থাকিলে জ্ঞানের ব্যাপক হইতে বাধা কি ? **যে যাহার ব্যাপক সে তাহার উৎপত্তিকালেও থাকিতে পারে।** অতএব আপত্তিমাত্র জ্ঞানাধীনত্বপক্ষে হইতেছে। সিদ্ধান্তী বলেন—জ্ঞানোৎপত্তিকালে উক্ত নিবৃত্তি থাকিলেও নিবৃত্তিতে জ্ঞানাধীনত্বের কোন ক্ষতি হয় না। যেমন ঘটাধীন ঘটপ্রাগভাবের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ঘটপ্রাগভাবের নিবৃত্তিকে ঘটাধীন বলা যায়। অথচ এই ঘটপ্রাগভাবনিবৃত্তি ঘটস্বরূপ, এজন্য ঘটোৎপত্তিসমানকালীন। সুতরাং **তদুৎপত্তিসমানকালীন বস্তুতে যে তদধীনত্ব থাকে না—ইহা অসঙ্গত।** এই অধীনত্বধর্ম্মটী অখণ্ডধর্ম্ম, স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ। বিশেষ্যতাত্ব ও প্রকারতাত্বাদি অখণ্ডধর্ম্মের মত স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ। এইজন্য স্বোৎপত্তিসমানকালীন বস্তুতেও তদধীনত্ব প্রতীতি হয়।

পূর্ব্বপক্ষীর নিয়মে ব্যভিচার।

পূর্ব্বপক্ষী যে নিয়ম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা উক্তরূপে ব্যভিচারদোষদুষ্ট। সুতরাং ঘট হইতে তাহার প্রাগভাব নিবৃত্ত হইয়াছে—ইহা যেমন প্রতীতিসিদ্ধ, সমানকালীন হইয়াও উক্ত নিবৃত্তি ঘটাধীন, এইরূপ "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা আত্মজ্ঞানোৎপত্তিকালেই জ্ঞানাধীন অবিদ্যানিবৃত্তিও অনুভবসিদ্ধ। আর পূর্ব্বপক্ষী যে প্রতিবন্দী দেখাইয়াছিলেন যে, স্বও স্বয়ের অধীন হউক, অর্থাৎ

স্বও স্বয়ের জনক হউক ইত্যাদি, তাহাও নিরস্ত হইল। অধীনত্ব বলিলে জন্যজনকভাব বুঝায় না। কিন্তু তাহা অখণ্ডধর্ম্ম ও স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ। জন্যজনকভাব বুঝাইলে "ঘটাৎ ঘটপ্রাগভাবঃ নিবৃত্তঃ" এরূপ প্রমাপ্রতীতি আর হইতে পারিত না। বস্তুতঃ, স্ব হইতে স্বএর উৎপত্তি হয়—এরূপ প্রমাপ্রতীতিই নাই। এজন্য তাহাতে উক্ত অখণ্ডধর্ম্ম অধীনত্ব স্বীকার করা হয় না।

ঘটদ্বারা ঘটপ্রাগভাব নিবৃত্তিতে আপত্তি।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী দুরাগ্রহপ্রযুক্ত এরূপ বলেন যে, জ্ঞানের উৎপত্তিক্ষণে যে অজ্ঞানের নিবৃত্তি, তাহা কখনও জ্ঞানাধীন হইতে পারে না। যাহা যদধীন তাহা তাহার উৎপত্তিকালাবচ্ছিন্ন হইতে পারে না। "ঘটাৎ ঘটপ্রাগভাবঃ নিবৃত্তঃ এইস্থলে প্রাগভাবনিবৃত্তির জনক ঘট নহে, কিন্তু ঘটজনকসামগ্রী। সুতরাং "ঘটাৎ" অর্থ "ঘটজনকসামগ্রী" হইতে। "ঘটাৎ স্বপ্রাগভাবঃ নিবৃত্তঃ" এই ব্যবহারটী মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ।

ঘট হইতে তাহার প্রাগভাবনিবৃত্তির সমর্থন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী এই বলেন যে, অব্যবহিতপূর্ব্বত্বসম্বন্ধে ঘট-বিশিষ্ট যে ঘটজনকসামগ্রী তাহাকেই ঘটপ্রাগভাবনিবৃত্তির জনক বলিতে হইবে। সুতরাং ঘট উক্ত নিবৃত্তির জনক না হইলেও জনকতাব-চ্ছেদক হইলই বটে। আর জনকতাবচ্ছেদক কার্য্যের প্রয়োজক হইবে। আর তাহাতে ঘট হইতে তাহার প্রাগভাব নিবৃত্ত হয়—এইস্থলে উক্ত নিবৃত্তি ঘটপ্রযোজ্যই হইল।

ঘটসামগ্রীই ঘটপ্রাগভাবনিবৃত্তিতে হেতু বলিয়া আপত্তি।

ইহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যদি ঘটপ্রাগভাবনিবৃত্তি ঘটস্বরূপই হয়, ঘট হইতে ভিন্ন না হয়, তবে ঘট স্বপ্রাগভাবনিবৃত্তির কারণ নহে, প্রয়োজকও নহে। **স্ব যেমন স্বএর কারণ নহে, তদ্রূপ স্ব স্বএর প্রয়োজকও নহে।** কিন্তু কপালত্বাদিরূপে কপালাদিই নিবৃত্তির হেতু।

"ঘটাৎ তৎপ্রাগভাবঃ নিবৃত্তঃ" এই ব্যবহার মুখ্য নহে। কিন্তু ঘটজনক-কপালাদি হইতেই এই প্রাগভাব নিবৃত্ত হয়—এইরূপ ব্যবহারই মুখ্য।

শ্রুতির দ্বারা উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

তাহা হইলে সিদ্ধান্তী বলিবেন যে, "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" ইত্যাদি যে শ্রুতি তাহাও গৌণ। "শোক"পদের অর্থ অবিদ্যা নহে এবং অবিদ্যাসম্বন্ধও নহে। কিন্তু অবিদ্যা ও তৎসম্বন্ধ ভিন্ন দৃশ্যমাত্র। অর্থাৎ অবিদ্যাকার্য্য দৃশ্যমাত্র। আর আত্মবিৎ পদের অর্থ—আত্মজ্ঞানবান্—এরূপ নহে, কিন্তু আত্মজ্ঞানসাধনবান্। এই অবিদ্যাকার্য্য দৃশ্যমাত্রই জ্ঞানসাধন হইতে নিবৃত হয়—ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন। আর অজ্ঞান ও অজ্ঞানসম্বন্ধ যে তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহা জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিরোধিতা লোকসিদ্ধ বলিয়া অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তিকালেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়—ইহা লোকদৃষ্টিসিদ্ধ বলিয়া শ্রুতি আর তাহার প্রতিপাদন করিতেছেন না। করিলে, শ্রুতির অনুবাদিত্ব দোষ হইয়া পড়িত।

বিবরণাচার্য্যোক্ত নিবৃত্তির অর্থ—অত্যন্তাভাব।

বিবরণাচার্য্য "জ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ বাধঃ" এই স্থলে যে নিবৃত্তিপদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্তাভাবপর বলাই উচিত। যেহেতু এই বিবরণবাক্যের পরে যে বার্ত্তিকবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে "নাসীৎ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অবিদ্যা ও তৎপ্রযুক্ত দৃশ্যমাত্রের অত্যন্তাভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং বার্ত্তিক-উক্তির সহিত একবাক্যতা করিয়া বিবরণবাক্যের নিবৃত্তিপদটী অত্যন্তাভাবপর বলাই ভাল।

যোগবাশিষ্ঠের প্রমাণ।

আর যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে—

"দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জ্জনম্।
সম্পন্নং চেৎ তদোৎপন্না পরা নির্ব্বাণনির্বৃতিঃ॥"

এই বাক্যেও "দৃশ্যং নাস্তি" এই পদদ্বারা অত্যন্তাভাবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে।

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যের অন্তর্গত আদিপদের অর্থ।

বার্ত্তিককার স্বীয় উক্তিতে তত্ত্বমস্যাদি এই যে আদিপদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি অখণ্ডার্থকবাক্য গ্রহণ করিতে হইবে।

সম্যগ্ধীপদের অন্তর্গত সম্যক্পদের অর্থ।

আর এই অখণ্ডার্থপ্রতিপাদকবাক্য হইতে উৎপন্ন যে সম্যক্ ধী, এই **সম্যক্ ধীপদের অর্থ**—প্রমাজ্ঞান; প্রকৃতস্থলে এই প্রমাজ্ঞানটী অনধিগত অবাধিত ব্রহ্মাভিন্ন যে আত্মা সেই আত্মরূপ ধর্ম্মিমাত্র-বিষয়ক, আর ধর্ম্মিমাত্রবিষয়ক বলিয়া তাহা নির্ব্বিকল্পক। এই নির্ব্বি-কল্পকরূপ প্রমা "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি বাক্যজন্ত প্রপঞ্চের বাধনিশ্চয়পূর্ব্বক হইয়া থাকে। ইহাই হইল **সম্যক্** পদের অর্থ।

সম্যগ্ধীপদের অন্তর্গত ধীপদের অর্থ।

আর যে ধী শব্দপ্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ—মনোবৃত্তিবিশেষ; অর্থাৎ শ্রবণমনন নিদিধ্যাসনাদি সাধনের পরিপাকবশে উৎপন্ন যে চরম-প্রত্যক্ষজ্ঞান তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহাই হইল "**ধী**"পদের অর্থ।

ধীজন্মমাত্রতঃ পদের অর্থ।

আর "ধীজন্মমাত্রতঃ" অর্থ—সেই ধীর উৎপত্তিমাত্রদ্বারা; অর্থাৎ এস্থলে তস্ প্রত্যয়টী তৃতীয়ার্থে হইয়াছে। সুতরাং অর্থ হইল—মাত্র-তাদৃশধীজপ্রযোজ্য। মাত্রপদদ্বারা অবিদ্যাদির নিবৃত্তিতে তাদৃশধীজন্মের উত্তরভাবী আর কোন প্রযোজক নাই—ইহাই বুঝিতে হইবে। ধোত্তর-ভাবী প্রযোজকান্তরের ব্যবচ্ছেদই মাত্রপদের অর্থ।

জন্মমাত্রতঃ পদের অন্ত অর্থ।

আর "জন্মমাত্রতঃ" পদের অর্থ—জন্মমাত্রে, অর্থাৎ এস্থলে তস্-

প্রত্যয়টি সপ্তমীর অর্থে হইয়াছে—এরূপও বলা যাইতে পারে। আর তদ্দ্বারা "জন্মসমানকালীন" এরূপ অর্থ হয়। সুতরাং অর্থ হইল—সম্যক্‌ধীপ্রয়োজ্য অথবা সম্যক্‌ধীজন্মকালে।

"নাসীৎ"পদের নঞের অর্থ।

আর এই নঞ্ অত্যন্তাভাবার্থক। তাহা যদিও "আসীৎ" পদের সহিত যুক্ত রহিয়াছে, তথাপি অস্তি ও ভবিষ্যতি এই দুইটী পদের সহিতও যোজন করিতে হইবে। আর তাহাতে "নাসীৎ নাস্তি ন ভবিষ্যতি" এইরূপ অর্থ হইবে।

সহ কার্য্যেণ পদের অর্থ।

তাহার পর "সহ কার্য্যেণ" পদের অর্থ—কার্য্যসহিত অবিদ্যা। অবিদ্যাতে যে কার্য্যসাহিত্য, তাহা কার্য্যবিশিষ্টত্ব।

সমগ্র বাক্যের অর্থ।

সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত, অর্থাৎ সম্যক্‌ধীপ্রযুক্ত, অথবা সম্যক্ ধীকালে কার্য্যবিশিষ্ট অবিদ্যার অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালীন যে সত্তা, অর্থাৎ আত্মানুযোগিক সম্বন্ধ, তাহার অত্যন্তাভাব আত্মাতে আছে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত আত্মানুযোগিক সম্বন্ধে কার্য্যবিশিষ্ট অবিদ্যার অত্যন্তাভাববান্ আত্মা। পূর্ব্বে যে অস্ ধাতুর অর্থ সত্তাকে আত্মানু-যোগিক সম্বন্ধ বলা হইয়াছিল, তাহা না বলিয়া সত্তাপদের অর্থ—পার-মার্থিকত্বও বলা যাইতে পারে। আর তাহাতে পারমার্থিকত্বরূপে কার্য্যের সহিত অবিদ্যার অত্যন্তাভাব আত্মাতে আছে।

সহকার্য্যেণ পদের ব্যাবৃত্তি।

বার্ত্তিকগ্রন্থে অবিদ্যা "নাসীৎ অস্তি ভবিষ্যতি" বলিলেই ত হইত, কার্য্যের সহিত এরূপ বলা হইল কেন? যেহেতু সমস্ত দৃশ্যের উপাদান-কারণ যে অবিদ্যা, বিদ্যার উৎপত্তিকালে তাহার অভাব বোধিত হইলে, অবিদ্যোপাদনক কার্য্যমাত্রের অত্যন্তাভাবও, অবিদ্যার অভাবের উত্তর-

কালে লব্ধই হইয়া থাকে। উপাদান অবিদ্যার অভাবে, উপাদেয় অবিদ্যাকার্য্যের অস্তিত্ব সম্ভাবিতই নহে। সুতরাং অবিদ্যাকার্য্যের অভাব ত অর্থাৎসিদ্ধ। যে কার্য্যের অভাব অর্থাৎসিদ্ধ, তাহার অভাব সহকার্য্যেণ এই বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিবার আবশ্যকতা কি?

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, "সহকার্য্যেণ" এইরূপ না বলিলে, "অবিদ্যা নাসীৎ" এইরূপ মাত্র বলিলে, অবিদ্যাকর্ত্তৃক অতীতসত্ত্বাপ্রতিযোগিক অত্যন্তাভাবের প্রতিপাদন হইতে পারে না। যেহেতু অবিদ্যা বর্ত্তমান বলিয়া অবিদ্যার সত্ত্বাও বর্ত্তমান। আর বর্ত্তমান সত্তাতে বর্ত্তমানকালবৃত্তি ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বরূপ অতীতত্বও সম্ভাবিত হইতে পারে না। অবিদ্যা-কর্ত্তৃক অতীতসত্ত্বারূপ যে প্রতিযোগী, তাহাই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল সুতরাং তাদৃশ অত্যন্তাভাবের আর প্রতিপাদন হইতে পারে না। অবিদ্যার বিদ্যমানতাদশাতে অবিদ্যার অতীত সত্ত্ব প্রসক্তই নহে। অপ্রসক্ত অতীতসত্ত্বের নিষেধ হইতেই পারে না। সুতরাং উক্ত শঙ্কা নিরাসের জন্য বাস্তিকে "সহকার্য্যেণ" এইরূপ বলিয়াছেন, আর তাহাই মূলকার এস্থলে **সহকার্য্যেণ নাসীৎ** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।

অবিদ্যা বর্ত্তমান হইলেও অতীত কার্য্যবিশিষ্টরূপে অবিদ্যা অতীতই বটে। এই অতীতকার্য্যবিশিষ্টরূপে অবিদ্যাতে অতীতত্বের প্রসক্তি হইয়াছে বলিয়া "নাসীৎ" এইরূপ নিষেধের সম্ভাবনা হইল। "সহকার্য্যেণ নাসীৎ" এই গ্রন্থদ্বারা মূলকার লীন অর্থাৎ অতীত কার্য্যবিশিষ্ট অবিদ্যার নিষেধ "নাসীৎ" পদদ্বারা করিতেছেন। লীনকার্য্য পদের অর্থ—অতীত-কার্য্য। আর "সহকার্য্যেণ ন ভবিষ্যতি" এইস্থলেও কার্য্যপদদ্বারা ভাবী-কার্য্য বুঝিতে হইবে। অবিদ্যা বর্ত্তমান হইলেও ভাবীকার্য্যবিশিষ্টরূপে অবিদ্যাতে ভাবিত্বের প্রসক্তি হইয়া থাকে।

সর্ব্বত্র নিষেধানুসারে প্রতিযোগীর উন্নয়ন করিতে হইবে। "কার্য্যেণ সহ অবিদ্যা ন ভবিষ্যতি" এই স্থলে কার্য্যপদ ভাবিকার্য্যার্থক; এবং

"সহকার্য্যেণ" এই "সহ"শব্দদ্বারা কার্য্যের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিতে হইবে। আর সহার্থ বৈশিষ্ট্য আশ্রয়তাসম্বন্ধে অবিদ্যাতে অন্বিত হইবে। আর সেই অবিদ্যার স্বকর্তৃকসত্তাপ্রতিযোগিকত্বসম্বন্ধে নঞ্ অর্থ অত্যন্তাভাবে অন্বিত হইবে। আর তাহাতে বোধ হইবে এই যে, ভবিষ্যৎকার্য্যবিশিষ্ট অবিদ্যাকর্তৃক ভবিষ্যৎসত্তাত্যন্তাভাব।

উক্ত প্রকার অর্থে আশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন।

কিন্তু এইরূপ অর্থ করিলে আশঙ্কা হয় যে, ভাবিকার্য্যের জনক অদৃষ্টাদি বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া ভাবিকার্য্যের অত্যন্তাভাব বোধ হইবে কিরূপে?

ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞানপ্রযুক্ত ভাবিকার্য্যজনক অদৃষ্টাদিরও অত্যন্তাভাব হইয়া থাকে বলিয়া সেই অদৃষ্টজন্যভাবিকার্য্যেরও অত্যন্তাভাবরূপ যে নিবৃত্তি তাহার সহিত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাই "**ভাবিকার্য্যনিবৃত্তভিপ্রায়ম্**" এই বাক্যদ্বারা মূলকার বলিয়াছেন। আর তাহাতে হইল এই যে, অদৃষ্টাদিকারণের সত্বপ্রযুক্ত যজ্জাতীয় কার্য্যের অগ্রে ভবিতার প্রসক্তি আছে, তজ্জাতীয় কার্য্যের জ্ঞানপ্রযুক্ত যে অদৃষ্টাদিকারণাভাব, সেই কারণাভাবপ্রযুক্ত তাদৃশ অবিদ্যার অত্যন্তাভাব হইতে পারে। ইহাই "ন ভবিষ্যতি" গ্রন্থদ্বারা মূলকার বলিয়াছেন। সুতরাং অবিদ্যার বর্তমানতা থাকিলেও ভাবীঅবিদ্যাকার্য্যবিশিষ্টত্বরূপে অবিদ্যার এবং অবিদ্যাগত সত্তার ভবিষ্যত্বপ্রসক্তি আছে বলিয়া "ন ভবিষ্যতি" এইরূপ নিষেধ হইতে কোন বাধা নাই।

মূলকার "ভাবিকার্য্যনিবর্ত্ত্যভিপ্রায়ং" বলিয়া পরে যে "**অন্যৎ এতৎ**" বলিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় এই—"অন্যৎ এতৎ" এই কথার অর্থ—প্রকৃতের অনুপযোগী। এস্থলে তাহা সঙ্গত হইল কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞানপ্রযুক্ত যে নিবৃত্তি তাহাই বাধ নামে অভিহিত হয়, এবং এস্থলে তাহাই প্রকৃতোপযোগী বলিয়া আলোচ্য। আর

তত্ত্বজ্ঞানব্যতিরেকেও কারণাভাবপ্রযুক্ত যে কার্য্যাভাব, তাহা বাধনামে অভিহিত হইতে পারে না। আর তাহা প্রকৃতেরও অনুপযোগী। "জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব" এই লক্ষণের বিবরণে, জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি না দেখাইয়া কারণাভাবপ্রযুক্ত কার্য্যের নিবৃত্তিপ্রদর্শন প্রকৃতলক্ষণের অনুপযোগী। অদৃষ্টাদিকারণাভাবপ্রযুক্ত ভাবিকার্য্যের নিবৃত্তমাত্র প্রকৃতের উপযোগী হইতে পারে না। এজন্য তাদৃশ অদৃষ্টাদি কারণের যে অভাব তাহা জ্ঞানপ্রযুক্ত বলা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে কারণাভাবপ্রযুক্ত কার্য্যাভাবমাত্রপ্রদর্শন অভিপ্রেত নহে। তাহা প্রকৃতানুপযোগী। ইহাই লক্ষ্য করিয়া এস্থলে মূলকার "অন্যৎ এতৎ" বলিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

শুক্তিরজতদৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য দোষবারণ।

পূর্ব্বে মূলগ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, শুক্তিরজত অলীক হইলে সেই অলীক শুক্তিরজতের অভাব আর জ্ঞানপ্রযুক্ত হইতে পারে না। আর তাহাতে দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য দোষ হয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শুক্তিরজতের অলীকত্ব প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক তাহার প্রাতিভাসিকত্ব স্বীকার করিয়া সেই প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতের অভাব জ্ঞানপ্রযুক্তই হইতে পারে—এইরূপ প্রদর্শন করিয়া উক্ত দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যদোষের পরিহার বলা হইয়াছে। সম্প্রতি ভ্রমভেদে ভ্রমোপাদান অজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন এই মত অবলম্বন করিয়া জ্ঞানপ্রযুক্ত অজ্ঞানের ও তাহার কার্য্যের নিবৃত্তি উপপাদন করিলেও অজ্ঞানের একত্ববাদিপক্ষে প্রকারান্তরে আবার দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য দোষই হয়। অজ্ঞানের একত্বপক্ষে অজ্ঞান বা তাহার কার্য্য ব্রহ্মজ্ঞানমাত্র নিবর্ত্তনীয় হইবে। শুক্তিরজতাদি যে অজ্ঞানপরিণাম প্রাতিভাসিক বস্তু, তাহা আর শুক্তিজ্ঞানদ্বারা নিবর্ত্তনীয় হইতে পারিবে না। সুতরাং শুক্তিরজত আর দৃষ্টান্ত হইতে পারে না—এইরূপ আশঙ্কা মনে করিয়া মূলগ্রন্থে "রূপ্যোপাদানম্

অজ্ঞানম্” ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করা হইয়াছে। এক অজ্ঞানপক্ষে শুক্তিরজতাদির ব্রহ্মজ্ঞানব্যতিরেকে নিবৃত্তি হইতে পারে না। শুক্তি-রজতে যে ব্রহ্মজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব আছে, তাহা এই মিথ্যাত্বানুমানের পূর্ব্বে গৃহীত হইতে পারে না। আর এজন্য শুক্তিরজত দৃষ্টান্ত হইতে পারিল না বলিয়া ব্যাপ্তিগ্রহ আর সম্ভাবিত হয় না। আর যদি শুক্তিজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি স্বীকার করা যায়, তবে, একাজ্ঞানপক্ষে শুক্তিজ্ঞান-দ্বারাই মুক্তির প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। এইজন্য মূলকার অজ্ঞানের নানাত্ব স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—শুক্তিরজতের উপাদান যে অজ্ঞান, তাহা বর্ত্তমান ও লীন অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম কার্য্যের সহিত শুক্তি সাক্ষাৎকারদ্বারা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। **সমস্ত ভ্রমের উপাদান এক অজ্ঞান—এইরূপ অজ্ঞানের একত্বপক্ষে এই তৃতীয়মিথ্যাত্ব লক্ষণটী নহে,** কিন্তু অজ্ঞানের নানাত্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াই এই তৃতীয় লক্ষণটী বলা হইয়াছে। আর এইজন্য পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে সাধ্য-বৈকল্য দোষের সম্ভাবনা নাই। ভ্রমভেদে অজ্ঞানও ভিন্ন ভিন্ন, এজন্য তত্তৎরজতের উপাদান অজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন। এইরূপ অজ্ঞানের নানাত্বাঙ্গীকারপক্ষে এই লক্ষণ, সুতরাং দৃষ্টান্তে উক্ত সাধ্যবৈকল্যাশঙ্কা অমূলক।

অজ্ঞানের একত্বপক্ষেও সাধ্যবৈকল্য নাই।

আরও কথা এই যে একাজ্ঞানপক্ষেও জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব সাধ্যক অনুমান নির্ব্বাহ হইতে পারে।

একদেশীর মতের সমালোচনা।

একাজ্ঞানপক্ষে এই প্রকৃতানুমানের নির্ব্বাহ দেখাইতে যাইয়া কোন একদেশী এইরূপ বলেন যে, জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্বের অনুমানপক্ষে শুক্তিরজত দৃষ্টান্ত নহে, কিন্তু মূলাজ্ঞান ও আকাশাদিই দৃষ্টান্ত। মূলাজ্ঞান ও আকাশাদি যে ব্রহ্মজ্ঞাননিবর্ত্ত্য, তাহা শ্রুতিসিদ্ধ, এবং তাহা

প্রকৃত অনুমানের পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে। শ্রুতিসিদ্ধ এই দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রকৃত অনুমান প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে। মূলাজ্ঞান ও আকাশাদি দৃষ্টান্ত হইলে আর দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইবে না।

কিন্তু ইহাতে আপত্তি হয় এই যে, যাঁহারা শ্রুত্যার্থে বিপ্রতিপন্ন, তাঁহাদেরই প্রতি অনুমানপ্রয়োগের আবশ্যকতা। সুতরাং যে শ্রুতিসিদ্ধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা পক্ষকোটীনিবিষ্ট, সপক্ষ নহে। সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তও অনুমানদ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে।

এতদুত্তরে একদেশী এই বলিতে পারেন যে, বিয়দাদিপক্ষক মিথ্যাত্বানুমানে শুক্তিরজত দৃষ্টান্ত এবং শুক্তিরজতপক্ষক মিথ্যাত্ব অনুমানে রজ্জুসর্প দৃষ্টান্ত। আর সেই রজ্জুসর্পপক্ষক মিথ্যাত্ব অনুমানে স্বাপ্নগজাদি দৃষ্টান্ত। এইরূপে অনুমান করিলেও অনবস্থাদোষ হইবে না। যেমন বীজাঙ্কুর স্থলে অনবস্থা দোষ হয় না।

একদেশীর মতবিষয়ে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য।

এই একদেশীর মত ত্যাগ করিলেও ফল কথা এই যে, একাজ্ঞানপক্ষেও শুক্তিরজতাদিতে দোষজন্যধীবিষয়ত্ব হেতুদ্বারা জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব অনুমান করিয়া প্রকৃতানুমানের পূর্ব্বে শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে ব্যাপ্তিগ্রহ সম্ভাবিত হয়, দৃষ্টান্ত আর সাধ্যবিকল হইবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, একাজ্ঞানপক্ষে শুক্তিরজত শুক্তিজ্ঞান বাধ্য হইবে না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বাধ্য হইবে। শুক্তিজ্ঞানদ্বারা শুক্তিরজতকে বাধ্য বলিলে শুক্তিরজতের উপাদান অজ্ঞানের সহিত শুক্তিরজতের নিবৃত্তি বলিতে হইবে। কিন্তু একাজ্ঞান-পক্ষে তাহা হইতে পারে না। কারণ, সর্ব্বভ্রমোপাদান একটী মাত্র অজ্ঞান যদি শুক্তিজ্ঞানদ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া যায়—তবে শুক্তিজ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ হওয়া উচিত—এইরূপ আপত্তি হয়। এজন্য বলিতে হইবে যে, মুদ্গর-পাতে ঘটনিবৃত্তির মত শুক্তিজ্ঞানদ্বারা শুক্তিরজতের নিবৃত্তিমাত্র হইয়া

থাকে। অর্থাৎ উপাদানের নিবৃত্তি না হইয়া উপদেয়মাত্রের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানের দ্বারা যে নিবৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহা উপাদেয়মাত্রের নিবৃত্তি নহে। সুতরাং উপাদানের সহিত শুক্তিরজতের নিবৃত্তি ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই হইবে। একাজ্ঞানপক্ষে কোন ভ্রমেরই উপাদানের সহিত নিবৃত্তি হইতে পারে না। কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই হইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই উপাদানের সহিত সমস্ত ভ্রমের নিবৃত্তি একাজ্ঞানপক্ষে বলিতে হইবে। সুতরাং শুক্তিরজতের জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি বলিতে গেলে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি বলিতে হইবে, শুক্তিজ্ঞানদ্বারা নহে। আর ব্রহ্ম-জ্ঞানাদ্বারা দৃশ্যমাত্রের যে নিবৃত্তি তাহা শ্রুতি ও প্রকৃতানুমানসাপেক্ষ, কিন্তু শ্রুত্যর্থে বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তির নিকট শ্রুতির দ্বারা দৃশ্যমাত্র, ব্রহ্মজ্ঞান-নিবর্ত্তনীয় হয়, ইহা সিদ্ধ হয় না। এজন্য প্রকৃতানুমানদ্বারাই বলিতে হইবে। আর প্রকৃতানুমানের পূর্ব্বে শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য-নীয়ত্ব গৃহীত নাই বলিয়া তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারিবে না। আর প্রকৃতানুমিতিতে যে দৃশ্যত্বাদিকে হেতু করা হইয়াছে, তাহা শুক্তি-রজতাদি দৃষ্টান্তে থাকিলেও প্রকৃতানুমানের পূর্ব্বে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ নাই বলিয়া ব্যাপ্তিগ্রহও অসম্ভব হয়, ইহাই আপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু শুক্তিরজতরূপ দৃষ্টান্তে দোষজন্যধীবিষয়ত্বরূপ হেতুদ্বারা জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব অনুমিত হইলে, আর দৃষ্টান্তের সাধ্যবিকলতা বা ব্যাপ্তি-গ্রহের অসম্ভবনা থাকিল না। অন্য হেতুদ্বারা শুক্তিরজতে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব অনুমিত হইলে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব ও দৃশ্যত্ব এই সাধ্য ও হেতু শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে সিদ্ধ আছে বলিয়া প্রকৃতানুমানের পূর্ব্বে দৃশ্যত্বহেতুতে জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব সাধ্যের ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে কোন আপত্তি নাই। অতএব এই তৃতীয় লক্ষণটী একাজ্ঞানপক্ষেও সঙ্গতই হইতে পারে।

মীমাংসকগণের আশঙ্কা।

এস্থলে মীমাংসকগণ বলেন—বেদান্তিগণ যে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা দৃশ্যমাত্রের

উচ্ছেদ সিদ্ধ করিতে যাইতেছেন, তাহা একান্ত অসম্ভব। যেহেতু দৃশ্য সত্যবস্তু, তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে না। আর তাঁহারা, এই দৃশ্যের উপাদান অজ্ঞান, এবং তাহা জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়—ইত্যাদি যে বলেন, তাহাও অসঙ্গত। জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় অজ্ঞান কখন সত্যদৃশ্যবস্তুর উপাদান হইতে পারে না। সত্যদৃশ্যবস্তুর উপাদান সত্য পরমাণুপ্রভৃতি।

মীমাংসকগণ এস্থলে আরও বলেন যে, এই দৃশ্যরূপ মহাসমুদ্রের পূর্ব্ব অবধি নাই, অর্থাৎ ইহা প্রাগভাবপ্রতিযোগী নহে, যেহেতু এই দৃশ্যসমুদ্র অনাদি। সেইরূপ এই দৃশ্যসমুদ্রের উত্তর অবধিও নাই। অর্থাৎ ইহার কখনও উচ্ছেদ হইবে না।

তাঁহারা বলেন "**ন কদাচিৎ অনীদৃশং জগৎ**"। অর্থাৎ এমন কোন সময় হইবে না, যে সময় জগৎ এইরূপে থাকিবে না। তাৎপর্য্য এই যে, জগৎ চিরকালই এইরূপ, ইহার আদি বা অন্ত নাই।

"তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে যদিও স্বীকার করা যায়, যে তত্ত্বজ্ঞান হইতে আত্যন্তিক দুঃখনাশ বা নিত্য সুখসাক্ষাৎকাররূপ মোক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতেই বা দৃশ্যমাত্রের উচ্ছেদ হইবে, কিরূপে? যেহেতু প্রদর্শিত প্রথম শ্রুতিতে শোকপদের অর্থ—দুঃখ। আত্মবিৎ ব্যক্তির সেই দুঃখের উচ্ছেদ হয়, কিন্তু দৃশ্যমাত্রের উচ্ছেদ হয়—ইহা কিরূপে বলা যায়? "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্" এই দ্বিতীয় শ্রুতিতে ব্রহ্মপদের অর্থ—জীব, যেহেতু বৃহত্ত্বধর্ম্ম জীবেই আছে। আনন্দ তাহার রূপ—অর্থাৎ নিত্যধর্ম্ম। তাহা মোক্ষে অর্থাৎ মোক্ষহেতু জ্ঞান হইলে প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন মানসসাক্ষাৎকারের বিষয় হয়। এই অর্থ দ্বিতীয় শ্রুতি হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান যে দৃশ্যমাত্রের উচ্ছেদক—ইহা ত কোথাও বলা হয় নাই।

মীমাংসকমতে জীবাতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার করা হয় না বলিয়া ব্রহ্মকে

জীব বলা হইয়াছে। অতএব শ্রুতি ও যুক্তির বলে বেদান্তিগণ যে দৃশ্যমাত্রের উচ্ছেদ সিদ্ধ করিতে যাইতেছেন, তাহা একান্ত অসঙ্গত।

মীমাংসকের আশঙ্কার-উত্তর।

মীমাংসকের এইরূপ আশঙ্কানিবৃত্তির জন্য মূলকার বলিতেছেন—**মুদ্গরপাতানন্তরং ঘটো নাস্তি** ইতি। মুদ্গরপাতোৎপত্তিক্ষণে যেমন ঘট নাই—এইরূপ প্রতীতি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ, তেমনই শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানতত্ত্ব-জ্ঞানক্ষণে শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান ও তদ্‌গত রজত নাই—এইরূপ প্রতীতিও সর্ব্বসম্মত। আর যদি জ্ঞানসাধ্য অজ্ঞানের নিবৃত্তি বলা যায়, তবে মুদ্গরপাতের অব্যবহিত উত্তরক্ষণে, যেমন 'ঘট নাই' প্রতীতি হয়, তেমনই শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত উত্তরক্ষণে অজ্ঞান ও তদ্গত রজত নাই—এইরূপ প্রতীতি সর্ব্বসম্মত—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। দার্ষ্টান্তিকের অনুরোধে দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। জ্ঞানসাধ্য অবিদ্যানিবৃত্তিপক্ষে 'অনন্তর' পদের অর্থ—উৎপত্তির অব্যবহিত উৎপত্তিক্ষণে। ঘটো নাস্তি এই প্রথম 'নাস্তি' পদের অর্থ—মুদ্গর-পাতপ্রযুক্ত নিবৃত্তি। আর "শুক্ত্যজ্ঞানং তদ্‌গতরূপ্যং চ নাস্তি" এই দ্বিতীয় "নাস্তি" পদের অর্থ—জ্ঞানপ্রযুক্ত নিবৃত্তি। "অনন্তরং" এই পদের অর্থ—সাবধারণ নির্দ্দেশ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ "অনন্তরম্ এব" এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। সুতরাং 'অনন্তরক্ষণে নিবৃত্তি, অন্যক্ষণে নহে'—এইরূপ অর্থ হইল। নঞ্‌ এর অর্থ—নিবৃত্তি। আর তাহাতে এই হইবে যে, অস্তিপদের বর্ত্তমানার্থকত্বপ্রযুক্ত 'ইদানীমেব মুদ্গরপাতপ্রযুক্তনিবৃত্তিঃ' কিন্তু ক্ষণান্তরে নহে। ইহা যেরূপ দৃষ্টান্তে প্রতীত হয়, তদ্রূপ দার্ষ্টান্তিক স্থলেও এতৎক্ষণেই জ্ঞানপ্রযুক্ত সর্ব্বদৃশ্যের নিবৃত্তি, ক্ষণান্তরে নহে। এইরূপ সর্ব্বজনসিদ্ধ প্রতীতি অনুসারে অজ্ঞাননিবৃত্তির প্রযোজক জ্ঞান—ইহা স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞান থাকিলেই অজ্ঞাননিবৃত্তি থাকিবে। প্রযোজক সমনিয়তব্যাপ্য হইয়া থাকে। আর এই অনুভবের প্রতি

লক্ষ্য করিয়াই অজ্ঞাননিবৃত্তিকে জ্ঞানের ব্যাপক বলা হইয়াছিল। জ্ঞান-ব্যাপ্য, অজ্ঞাননিবৃত্তি ব্যাপক। এইরূপ দৃষ্টান্তেও মুদ্গরপাত—ব্যাপ্য, ঘটনিবৃত্তি—ব্যাপক। ঘটনিবৃত্তির প্রয়োজক মুদ্গরপাত।

উক্ত নিয়মের অনুকূল তর্ক।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, এতাদৃশ নিয়মের গ্রাহক অনুকূল তর্ক কি? উক্ত প্রদর্শিত নিয়ম অস্বীকার করিলে কি অনিষ্টপ্রসঙ্গ হয়? ইহার উত্তর এই—দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত ব্যাপ্তির গ্রাহক তর্ক এই যে, যে যে দণ্ডপাতের উৎপত্তিক্ষণ, তাহা ঘটসমবায়িদেশাবচ্ছেদে ঘটবৎকালপূর্ববর্ত্তী হয় না। এই ব্যাপ্তি দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি উক্ত ব্যাপ্তি স্বীকার না করা যায়, তবে দণ্ডপাতোৎপত্তিক্ষণ, ঘটসমবায়িদেশাবচ্ছেদে ঘটবৎকালপূর্ববর্ত্তী হইয়া প্রমিত হওয়া উচিত। এইরূপ দার্ষ্টান্তিকেও যে যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সমানবিষয়ক অজ্ঞান ও তৎপ্রযুক্তদৃশ্য-বৎকালপূর্ব্বভাবী হয় না—ইহাই ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তি অনঙ্গীকার করিলে তৎ তৎ জ্ঞান যদি তাদৃশ না হয়, তবে স্বসমানবিষয়ক অজ্ঞানও অজ্ঞান-প্রযুক্তদৃশ্যকালপূর্ব্বত্বরূপে প্রমিত হউক—এইরূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গ হয়।

অনুকূলতর্কের ব্যাপ্তিমধ্যে জন্যজনকভাবের আপত্তি।

আচ্ছা এই যে, ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাতেও ত জন্য-জনকভাব স্বীকার করিতে হইবে? তত্ত্বজ্ঞানটী অজ্ঞান ও তৎপ্রযুক্ত দৃশ্যের নাশজনক ইহা বলিতেই হইবে। যদি তত্ত্বজ্ঞানটী অজ্ঞান ও তৎপ্রযুক্ত দৃশ্যের নাশজনক না হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানের পর অজ্ঞান ও তৎপ্রযুক্ত দৃশ্যের অনুবৃত্তি হইল না কেন? সিদ্ধান্তী ইহার কি উত্তর দিতে পারেন? যদি শুক্তিপ্রমার দ্বারা শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান ও তৎপ্রযুক্ত দৃশ্য রজতাদির নাশ না হইয়া থাকে, তবে শুক্তিপ্রমার অনন্তর রজত কোথায় গেল? কে রজতের অপহরণ করিল? আর সিদ্ধান্তী যে রজতের অত্যন্তাভাব স্বীকার করিতেছেন, তাহাই বা হইল কিরূপে? এজন্য অবশ্য শুক্ত্যাদি-

প্রমার দ্বারা রজতাদির নাশ হইয়া থাকে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। শুক্ত্যাদিপ্রমা রজতাদির নাশক। আর এজন্য নিত্যসুখসাক্ষাৎকারের মুক্তিত্বপক্ষেও, অর্থাৎ যাঁহারা নিত্যসুখসাক্ষাৎকারকে মুক্তি বলেন, তাঁহাদের মতেও আত্যন্তিক দুঃখনাশবিশিষ্ট নিত্যসুখসাক্ষাৎকারকেই মুক্তি বলিতে হইবে। আর এই মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানজন্য বলিয়া আত্যন্তিক দুঃখনাশ তত্ত্বজ্ঞানজন্য স্বীকার করিতে হইবে। নিত্যসুখসাক্ষাৎকার জন্য না হইলেও তাহার বিশেষণ যে আত্যন্তিকদুঃখনাশ, তাহা জন্য, আর তাহাই তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য। তত্ত্বজ্ঞানের দুঃখনাশকতা স্বীকার না করিয়া দুঃখাভাবের প্রয়োজক (ব্যাপ্য) তত্ত্বজ্ঞান—এরূপ বলা যায় না। এজন্য তত্ত্বজ্ঞান দুঃখনিবৃত্তির জনকই বলিতে হইবে।

উক্ত আপত্তির নিরাস।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে—এ আপত্তি অসমীচীন। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানকে দুঃখনিবৃত্তির প্রয়োজক না বলিয়া নাশক বলিলেই বা লাভ কি হইবে? যদি দুঃখনাশ তত্ত্বজ্ঞানসাধ্যও হয়, তবে দুঃখনাশাধিকরণক্ষণে দুঃখ উপলব্ধ হয় না কেন, এবং দুঃখ অনুবৃত্তই বা হয় না কেন—বল দেখি। দুঃখনাশ হইলেই বা দুঃখ গেল কোথায়?. ইহার উত্তর কি? অতএব তত্ত্বজ্ঞান দুঃখনিবৃত্তির জনক বলিলেই বা লাভ কি?

নাশ প্রতিযোগীর অসমানকালীন বলিলেও নিস্তার নাই।

ইহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—নাশ, প্রতিযোগীর অসমানকালীন হয়—ইহাই নিয়ম; তবে বলিব যে, এই নিয়মই বা হইল কেন? তাহাই ত জিজ্ঞাস্য। এই নিয়মে হেতু কি বল দেখি। নাশ যে প্রতিযোগীর অসমানকালীন হইবে—এই নিয়মের হেতু কি? দুঃখনাশক্ষণে প্রতিযোগী দুঃখের অপহরণ করিল কে? আর কিরূপেই বা অপহৃত হইল? পূর্ব্বপক্ষী পূর্ব্বে বলিয়াছেন—তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যের নাশক হয় বলিয়াই তত্ত্বজ্ঞানে অজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃশ্যাধিকরণকালপূর্ব্বত্বাভাব

থাকে। যদি তত্ত্বজ্ঞান নাশক না হইত, তবে তত্ত্বজ্ঞানে উক্ত ব্যাপ্তি থাকিতে পারিত না। তত্ত্বজ্ঞানকে নাশক না বলিয়া উক্ত ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে শুক্তিতত্ত্বজ্ঞানোত্তর রজত কোথায় গেল, কে অপহরণ করিল, ইত্যাদি আপত্তি থাকিয়াই যাইবে।

দার্ষ্টান্তিকে উক্ত নিয়মের প্রয়োগ।

এইরূপ প্রকৃতস্থলেও নাশমাত্রে যে প্রতিযোগ্যসমানকালীনতা আছে, নাশমাত্রই যে প্রতিযোগীর অসমানকালীন হয়—এই নিয়ম যে বলা হইয়াছে, তাহাতেও প্রশ্ন এই যে, নাশ প্রতিযোগীর নাশক না হইয়াও প্রতিযোগীর অসমানকালীন হইল কিরূপে? যেমন তত্ত্বজ্ঞান দৃশ্যের নাশক না হইলে তত্ত্বজ্ঞানে দৃশ্যাধিকরণকালপূর্ব্বত্বাভাব নিয়ম থাকিতে পারে না, সেইরূপ নাশে প্রতিযোগীর নাশকতা না থাকিলে প্রতিযোগীর সমানকালীনত্বাভাব নিয়মই বা নাশে থাকিবে কিরূপে? নাশের নাশজনকতা স্বীকার করিলে অনবস্থা হইবে এবং নাশাধিকরণে প্রতিযোগীর অনুপলব্ধি ও অননুবৃত্তি সিদ্ধ হইবে না।

প্রস্তাবিত অনুকূলতর্কের উপসংহার।

এজন্য নাশের প্রতিযোগিনাশকতা না থাকিলেও প্রতিযোগীর অসমানকালীনতা নিয়মের গ্রাহক তর্ক আছে বলিয়া যেমন অসমানকালীনতা নিয়মটী সিদ্ধ হয়, সেইরূপ শুক্তিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের রজতনাশকতা না থাকিলেও উক্ত শুক্তিপ্রমাতে রজতাধিকরণকালপূর্ব্বত্বাভাব নিয়ম থাকিবে। আর ইহাতে যে অনুকূলতর্ক আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ দণ্ডপাতের ঘটনাশকতা স্বীকার না করিয়াও দণ্ডপাতোৎপত্তিক্ষণ ঘটসমবায়িতত্তদ্দেশাবচ্ছেদে ঘটবৎকালপূর্ব্ববর্ত্তী হয় না—এই নিয়মও সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর এজন্য এরূপ বলিবার আবশ্যকতা নাই যে, ঘটনাশজনকত্ববিশিষ্ট দণ্ডপাতোৎপত্তিক্ষণ, তাদৃশ ঘটবৎকালপূর্ব্ববর্ত্তী হয় না, ইত্যাদি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তি-

স্বীকারে অনুকূল তর্ক থাকিলেই জন্যজনকাদিভাব না থাকিয়াও ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইতে পারে। যে ব্যাপ্তি বা নিয়ম অস্বীকার করিলে অনিষ্ট-প্রসঙ্গ হয়, সেই স্থলেই নিয়ম বা ব্যাপ্তি স্বীকার্য্য।

পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি।

যদি বলা যায়, দণ্ডপাতাদির ঘটনাশজনকত্বরূপ বিশেষণ না দিয়াও যে নিয়ম স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাও বস্তুগত্যা দণ্ডপাতাদির ঘটনাশজনকত্ব আছে বলিয়াই দণ্ডপাতাদির উত্তরক্ষণে নাশই প্রতিযোগীর অনমুবৃত্তির প্রয়োজক হইয়া থাকে। যেহেতু নাশের প্রতিযোগ্য-সমানকালীনত্ব নিয়ম আছে। ঘটাদিনাশ যদি প্রতিযোগিসমানকালীন হইত, তবে নাশাধিকরণও প্রতিযোগিমান্ বলিয়া প্রমিত হইতে পারিত। এইরূপ তর্ক আছে।

উক্ত আপত্তির খণ্ডন।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রাভাকরাদি মীমাংসকমতে তত্তৎপ্রতি-যোগীর নাশ তত্তৎপ্রতিযোগীর অধিকরণস্বরূপ হয় বলিয়া ঘটনাশ ঘটরূপ প্রতিযোগীর অধিকরণ কপালস্বরূপ হইয়া থাকে। আর এই কপালস্বরূপ যে ঘটনাশ, তাহা দণ্ডপাতাদিজন্য বলিতে পারা যায় না। এজন্য প্রাভাকরাদি মীমাংসকমতে তাদৃশ নাশকতা স্বীকার না করিয়াও দণ্ডপাতাদিতে ঘটাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বাভাব নিয়ম স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ সিদ্ধান্তীর মতেও প্রমাসামান্যে প্রমাসমানবিষয়ক অজ্ঞান ও তৎ-প্রযুক্ত দৃশ্যবৎকালপূর্ব্বত্বাভাব নিয়ম স্বীকারেও কোন আপত্তি নাই।

তার্কিকগণের আপত্তি।

আর যদি তার্কিকগণ এরূপ আপত্তি করেন যে—দণ্ডপাতোৎপত্তিক্ষণ, ঘটবৎকালপূর্ব্ববর্ত্তী হয় না—ইহাই নিয়ম; কিন্তু দণ্ডপাত ঘটের নাশক নহে; তবে "দণ্ডপাতেন ঘটো নষ্টঃ" এই যে সর্ব্বজনসিদ্ধ ব্যবহার, তাহা আর নির্ব্বাহ হইতে পারে না। আর তজ্জন্য ইহাই নিয়ম বলিতে

হইবে যে, ঘটনাশজনকত্ববিশিষ্টদণ্ডপাতোৎপত্তিক্ষণ, ঘটাশ্রয়কালপূর্ব্ববর্ত্তী হয় না। সুতরাং দণ্ডপাতের ঘটনাশকতা স্বীকার না করিয়া ঘটাশ্রয়-কালপূর্ব্বত্বাভাব নিয়ম দণ্ডপাতাদিতে রক্ষিত হইতে পারে না।

তার্কিকের আপত্তি খণ্ডন।

কিন্তু তার্কিকগণের এরূপ বলা অসঙ্গত ; কারণ, দণ্ডপাতাদির ঘটাদি-নাশকতা স্বীকার করিয়া উক্ত নিয়ম রক্ষিত হইলে প্রাভাকরাদি মীমাংসকমতে নিয়ম থাকিবে কিরূপে ? তাঁহারা ত ঘটাদিনাশকে ঘটাদির অধিকরণ কপালাদির স্বরূপ বলিয়া থাকেন, আর সেই কপালাদি ত দণ্ডপাতাদিজন্য নহে। এ বিষয়ে আমরাও ঐ কথাই বলি।

তার্কিককর্ত্তৃক উক্ত খণ্ডনের খণ্ডন।

এতদুত্তরে তার্কিক এই বলেন যে, প্রাভাকরাদি মীমাংসকগণ ধ্বংসকে যে, প্রতিযোগীর অধিকরণস্বরূপ বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের ব্যসন নহে, তাঁহাদের নির্বন্ধ—অভাবের ভাবরূপতাতে। অভাবমাত্রই ভাবাতিরিক্ত নহে—ইহাতেই মীমাংসকগণের আগ্রহ। সুতরাং ঘট-নাশকে যে কপালস্বরূপ বলিতেই হইবে—এরূপ নিয়ম প্রভাকরমতে নহে। এজন্য ঘটাদির চরমক্ষণকেই ঘটনাশস্বরূপ বলা যাইতে পারে। আর তাহা দণ্ডপাতজন্যও বটে। এজন্য প্রাভাকর মীমাংসকগণ বলেন যে, অভাবটী জ্ঞানবিশেষ ও কালবিশেষস্বরূপও হইতে পারে। সুতরাং ঘটনাশ ভাবস্বরূপ হইলেও তাহা দণ্ডপাতজন্যই বটে। অতএব তত্ত্বজ্ঞান-জন্য দৃশ্যনিবৃত্তি স্বীকার্য্য হউক।

উক্ত তার্কিকসিদ্ধান্তে আপত্তি।

ইহাতে আপত্তি হয় এই যে, ঘটনাশ যদি ঘটচরমক্ষণরূপ হয়, তবে ঘটচরমক্ষণের উত্তরক্ষণে ঘটচরমক্ষণের নাশ হইয়াছে বলিয়া ঘটনাশেরই নাশ হইল। আর তাহাতে ঘটচরমক্ষণের উত্তরক্ষণে ঘটনাশব্যবহার হইবে কিরূপে ?

তার্কিককর্ত্তৃক উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে ঘটের চরমক্ষণের যে উত্তরক্ষণ, তাহা যেমন চরমক্ষণের নাশস্বরূপ, সেইরূপ ঘটেরও নাশস্বরূপ। সুতরাং উক্ত নাশক্ষণও ঘটনাশস্বরূপ হইল বলিয়া ঘটনাশ ব্যবহার হইতে পারে। যেমন তার্কিক আমাদের মতে ঘটপ্রাগভাবনাশরূপ ঘটের যে নাশ, তাহা ঘটপ্রাগভাবনাশস্বরূপও হয় বলিয়া ঘটনাশদশাতে ঘটপ্রাগভাবনাশও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের অজ্ঞান ও তৎপ্রযুক্ত দৃশ্য-নাশকতা স্বীকার না করিলে তত্ত্বজ্ঞানের পরেও অজ্ঞানাদি দৃশ্যের অনুবৃত্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। ইহাই তার্কিকগণের অভিপ্রায়।

সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক উক্ত তার্কিকসিদ্ধান্ত স্বীকার।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞানজন্য অজ্ঞানাদি দৃশ্যের নাশ স্বীকার করিতেও কোন আপত্তি নাই, এই লক্ষণে নিবৃত্তিপদের অর্থ—অত্যন্তাভাব ও নাশ—এই উভয়ই গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং যাহারা তত্ত্বজ্ঞানের নাশকতা স্বীকার না করিলে সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহাদের মতানুসারে আমরাও তত্ত্বজ্ঞানের অজ্ঞানাদিদৃশ্যনাশকতাই স্বীকার করিব, আর তাহাতে এইরূপ বলিতে হইবে যে, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে, তত্ত্বজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বিতীয়ক্ষণপ্রভৃতি সকল দৃশ্যনাশ হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বিতীয়ক্ষণে তত্ত্বজ্ঞান ও দ্বিতীয়ক্ষণঘটিত সকল দৃশ্যনাশই সর্ব্বদৃশ্যনিবৃত্তি। এই সর্ব্বদৃশ্যনিবৃত্তি বা সর্ব্বদৃশ্য-উচ্ছেদ-উপলক্ষিত পূর্ণানন্দরূপ আত্মাই মোক্ষপদার্থ—ইহা গ্রন্থপ্রারম্ভেই বলা হইয়াছে।

তার্কিককর্ত্তৃক দৃশ্যনাশের দৃশ্যত্বে আপত্তি।

তত্ত্বজ্ঞানদ্বিতীয়ক্ষণই সকল দৃশ্যনাশস্বরূপ, আর তাহাও দৃশ্যই; কারণ, ব্রহ্মভিন্ন বস্তুমাত্রই দৃশ্য। সকল দৃশ্যনাশ ব্রহ্মভিন্ন বলিয়া তাহাও দৃশ্যই হইবে। আর তাহা হইলে মুক্তিতে সর্ব্বদৃশ্যোচ্ছেদ

হইবে কিরূপে ? দৃশ্যোচ্ছেদও যদি দৃশ্য হইল, তবে দৃশ্যোচ্ছেদও দৃশ্যসমুদ্রের সীমা হইতে পারিল না।

উক্ত আপত্তির খণ্ডন।

এরূপ আশঙ্কা অসঙ্গত। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণের পরবর্ত্তী ক্ষণ প্রসিদ্ধ নাই। আর সেই ক্ষণ প্রসিদ্ধ নাই বলিয়া দৃশ্যের অনুবৃত্তি হইতে পারে না। ক্ষণোপাধি সমস্ত দৃশ্য ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেই দ্বিতীয়ক্ষণের উত্তরক্ষণ অপ্রসিদ্ধ। উত্তরকালই এস্থলে অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণ সর্ব্বদৃশ্যনাশস্বরূপ বলিয়া আর তাহার অগ্রে (অর্থাৎ পরে) দৃশ্যমাত্রের অনুবৃত্তি নাই বলিয়া তাদৃশ দৃশ্যনিবৃত্তি, দৃশ্যসমুদ্রের সীমা। অর্থাৎ সর্ব্বদৃশ্যনিবৃত্তি দৃশ্য হইলেও তাহার উত্তরক্ষণ প্রসিদ্ধ নহে বলিয়া নিবৃত্তির উত্তরকালানুবৃত্তিরূপ স্থৈর্য্য সম্ভাবিত নহে। অর্থাৎ তাহাও ক্ষণিক হইল। ইহাই শ্রুতিতে "শোকস্য পারং তারয়তু" শোকের 'পার' শব্দটী দৃশ্যসমুদ্রের সীমা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বিবরণবাক্যের ব্যাখ্যার উপসংহার।

যাহা হউক "জ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ বাধঃ" এই বিবরণগ্রন্থের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে যে বলা হইয়াছিল—জ্ঞানেন এই তৃতীয়ার অর্থ—ব্যাপকত্ব। সুতরাং জ্ঞানের ব্যাপক অত্যন্তাভাব "জ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ" এই বাক্যের অর্থ। অথবা তৃতীয়ার অর্থ—জন্যত্ব, আর নিবৃত্তি পদের অর্থ—নাশ। সুতরাং এমতে অর্থ হয়—জ্ঞানাধীন নাশ। এইরূপে এই দুই প্রকার অর্থই সঙ্গত হইল। জ্ঞানব্যাপক অত্যন্তাভাব বা জ্ঞানাধীন নাশ উভয়ই সঙ্গত।

নৈয়ায়িক এবং অদ্বৈতমতের বিশেষাবিশেষ বিবেচনা।

দ্বৈতমতে দেহেন্দ্রিয়াদি প্রপঞ্চ সত্য, অদ্বৈতমতে মিথ্যা। কিন্তু দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়মতে দেহেন্দ্রিয়াদি প্রপঞ্চ হইতে আত্মা ভিন্ন।

উভয়মতেই দেহেন্দ্রিয়াদি-প্রপঞ্চভিন্নরূপে আত্মার শ্রবণমননিদিধ্যাসন-জন্য আত্মার সাক্ষাৎকাররূপ যে জ্ঞান, তাহাই মুক্তির সাধন।

দ্বৈতমতে প্রপঞ্চ ও আত্মা—উভয়ই সত্য হইলেও প্রপঞ্চ হইতে আত্মার ভেদজ্ঞান শব্দাদিশূন্যত্বাশূন্যত্বকৃত, অর্থাৎ আত্মাতে শব্দাদি গুণ নাই, আত্মা নির্গুণ, কিন্তু শব্দাদি গুণ প্রপঞ্চে আছে, অর্থাৎ প্রপঞ্চ সগুণ। ইহার অর্থ শব্দাদিরাহিত্য আত্মার সাধর্ম্ম্য এবং প্রপঞ্চের বৈধর্ম্ম্য। আর শব্দাদিসাহিত্য আত্মার বৈধর্ম্ম্য ও প্রপঞ্চের সাধর্ম্ম্য। এইরূপ জ্ঞানাদিমত্ত্ব ও জ্ঞানাদিরাহিত্যদ্বারাও আত্ম ও অনাত্মার ভেদ সিদ্ধ হয়। এইরূপে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যদ্বারা আত্মাতে প্রপঞ্চের ভেদবুদ্ধি হয়।

অদ্বৈতমতে মিথ্যাভূত প্রপঞ্চ হইতে সত্য আত্মার ভেদসিদ্ধ হয়। আর দ্বৈতমতে সত্য প্রপঞ্চ হইতে সত্য আত্মার ভেদসিদ্ধ হয়।

দ্বৈতমতে প্রপঞ্চসত্যত্ব সুনিশ্চেয়, অদ্বৈতমতে প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব দুর্নিশ্চেয়। কারণ, প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব সহজবুদ্ধিগম্য নহে, উহা শাস্ত্রযুক্তিসাপেক্ষ।

প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে আত্মাতে মিথ্যাত্বরাহিত্য বা সত্যত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া আত্মা হইতে প্রপঞ্চের ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রপঞ্চের সত্যত্বই হউক, আর মিথ্যাত্বই হউক, আত্মাতে প্রপঞ্চের ভেদ-সিদ্ধি উভয়েরই ফল। সুতরাং উভয়মতে আত্মা ও অনাত্মার ভেদবিষয়ে কোন বৈলক্ষণ্য নাই। উভয়মতেই এই ভেদজ্ঞান মুক্তির জনক।

দ্বৈতমতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সত্য, অদ্বৈতমতে ঐ ভেদ কল্পিত বা মিথ্যা। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, নিরতিশয় অনুরাগরূপ ভক্তির দ্বারা আত্মাতে ঈশ্বরের যে অভেদজ্ঞান তাহাই মুক্তির কারণ—ইহা দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়মতেই তুল্য। অবশ্য মাধ্বাদি দ্বৈতবাদীর মতে একথা স্বীকার করা হয় না।

আত্মাতে ঈশ্বরের অভেদজ্ঞান দ্বৈতমতে ভ্রম, অদ্বৈতমতে প্রমা। এই অভেদজ্ঞানের প্রমাত্ব বা ভ্রমত্ব প্রকৃতানুপযোগী। দ্বৈত ও অদ্বৈত

উভয়মতেই একবিংশতি দুঃখের অর্থাৎ ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ বিষয়, ৫ জ্ঞান, মন, শরীর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ ইহাদের ধ্বংসবিশিষ্ট সুখসাক্ষাৎকারই মোক্ষ। এই সুখ নিত্য এবং আত্মার ধর্ম্ম, ইহা আত্মা হইতে ভিন্ন। এই সুখসাক্ষাৎকার জন্য হইয়াও সুখের মত অবিনাশী। অথবা সাক্ষাৎকার জন্যও বটে, বিনাশীও বটে। কিন্তু ধারাবাহিকরূপে নিত্য। অদ্বৈতমতে সুখ আত্মারই স্বরূপ, তাহা নিত্য, আর সুখসাক্ষাৎকারও আত্মারই স্বরূপ সুতরাং নিত্য। এই সুখসাক্ষাৎকার দ্বৈতমতে সবিকল্পক ও অদ্বৈতমতে নির্ব্বিকল্পক—ইহাই বিশেষ। এই বিশেষ থাকিলেও উভয়মতে সাম্য এই যে, মুক্তিদশাতে দেহেন্দ্রিয়াদি প্রপঞ্চ নষ্টই হউক, অথবা বিদ্যমানই থাকুক, তাহার জ্ঞান হইবে না। আকাশাদি প্রপঞ্চের পরমার্থতঃ ভেদই থাকুক, আর নাই থাকুক, মোক্ষদশাতে তাহাদের ভান হইবে না। ইহাই নৈয়ায়িকগণের সহিত অদ্বৈতবাদিগণের বিশেষ ও অবিশেষ।

প্রপঞ্চমিথ্যাত্বনিরূপণের প্রয়োজনীয়তা।

আর এরূপ হইলেও প্রশ্ন হয় এই যে, দ্বৈতমত এবং অদ্বৈতমত যদি একজাতীয়ই হইল, তবে দ্বৈতমতের আদর না করিয়া অদ্বৈতমতের আদর করা হইতেছে কেন? তাহার কারণ এই যে, গৌতমাদি মহর্ষিগণ মন্দাধিকারী জনের উদ্ধারার্থ পরমকৃপাপরবশ হইয়া সর্ব্বজনতসমাদৃত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাই চিন্তামণিকারও বলিয়াছেন, যথা—

"জগদেতদ্ দুঃখপঙ্কনিমগ্নম্ উদ্দিধীর্ষুঃ অষ্টাদশবিদ্যাস্থানেষু অভ্যর্হিত-তমাম্ আন্বীক্ষিকীং বিদ্যাং পরমকারুণিকঃ মুনিঃ প্রণিনায়।"

আর উত্তমাধিকারী জনের উদ্ধারার্থ শ্রীবাদরায়ণপ্রোক্ত বেদান্তশাস্ত্রই বটে। ইহাও শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"তত্ত্বং তু বাদরায়ণাৎ"।

ইহা গৌতমসূত্রের কোন বৃত্তিকারের মতে গৌতমের সূত্রই বটে। এই উক্তিটী গৌতমের সূত্র বলিয়া কোন কোন গৌতমসূত্রবিবরণকার প্রকাশ করিয়াছেন।

এস্থলে অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রায় এই—তাঁহারা দেহেন্দ্রিয়াদি প্রপঞ্চকে যে মিথ্যারূপে ব্যবস্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা কেবল সত্য আত্মা হইতে দেহেন্দ্রিয়াদি প্রপঞ্চের ভেদসিদ্ধির জন্য নহে; কিন্তু আত্মা—সত্য, দেহেন্দ্রিয়াদি প্রপঞ্চ—মিথ্যা, এইরূপে সত্যত্বমিথ্যাত্বরূপ ধর্ম্মপুরস্কারে আত্মার সহিত দেহেন্দ্রিয়াদি প্রপঞ্চের ভেদসিদ্ধির দ্বারা প্রপঞ্চে বৈরাগ্যসিদ্ধির জন্য। কারণ, প্রপঞ্চে বৈরাগ্যসিদ্ধি না হইলে তত্ত্বজ্ঞানসাধন শ্রবণাদিতে অধিকারসিদ্ধি হইতে পারে না। প্রপঞ্চে সত্যত্ববুদ্ধি থাকিলে প্রপঞ্চে বৈরাগ্য অসম্ভব। সুতরাং শ্রবণাদির অধিকারসিদ্ধির জন্যও প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বব্যবস্থাপন আবশ্যক। যাহা মিথ্যারূপে নিশ্চিত, তাহাতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির প্রবৃত্তির জনক রাগ সম্ভাবিত নহে। যেমন শুক্তিরজতাদিতে মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে আর তাহাতে প্রবৃত্তির জনক রাগ থাকে না বলিয়া শুক্তিরজতে প্রবৃত্তি হয় না—ইহাও তদ্রূপ।

অনিত্যত্বজ্ঞানে বৈরাগ্যসিদ্ধি হয় না।

যদি বল—বিষয়ের বৈরাগ্যসিদ্ধির জন্যও বিষয়ের মিথ্যাত্বাবধারণের আবশ্যকতা কি? বিষয়ের অনিত্যত্বাবধারণ হইলেই ত তাহা হইতে পারে। বিষয়ের অনিত্যত্ব জ্ঞান, বিষয়ানুরাগের নাশক হইবে?

কিন্তু, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, সম্ভোগাদিতে অনিত্যত্বনিশ্চয় থাকিয়াও রাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয়ের অনিত্যত্বাবধারণ বিষয়-রাগের বিরোধী নহে। যথার্থ রজতে অনিত্যত্বজ্ঞান থাকিয়াও প্রবৃত্তি-জনক রাগের উদয় হয়, কিন্তু শুক্তিরজতাদিতে মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলে আর রাগের উৎপত্তি হয় না। আর বিষয়ের অনিত্যত্ববাদিগণ বিষয়মাত্রকেই অনিত্য বলেন না। মন ও পরমাণু প্রভৃতির নিত্যত্বই তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিষয়ে মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলেই কখনও রাগোদয় হইতে পারে না।

দেহাদিতে মিথ্যাত্বনিশ্চয়ের আবশ্যকতা।

যদি বলা যায়, শ্রুত্যাদি প্রমাণদ্বারা দেহাদিতে মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলেও রাগের উদয় হয়, অতএব মিথ্যাত্বনিশ্চয়ের আবশ্যকতা কি?

এতদুত্তরে বলিতে হইবে যে, তাহার কারণ—অনাদি দুর্ব্বাসনাবশতঃ দেহাদিতে মিথ্যাত্ব সুনিশ্চয় হয় না। তাহাতে সন্দেহরূপ জ্ঞানই হইয়া থাকে। দেহাদির মিথ্যাত্বে সন্দেহের অবসান তবেই হইতে পারে, যদি সুচিরকাল অভ্যস্ত মিথ্যাত্বভাবনাদ্বারা এবং ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে ঈশ্বর-প্রসাদ লাভ করিয়া বিষয়ে অসন্দিগ্ধরূপে মিথ্যাত্বনিশ্চয় করিতে পারা যায়। আর নির্ব্বিচিকিৎস মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলে বিষয়ে বৈরাগ্যোদয় অবশ্যম্ভাবী। আর দেহাদি প্রপঞ্চের নির্ব্বিচিকিৎস মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলে দেহাদি প্রপঞ্চে রাগের উদয় হইতে পারে না। এই বৈরাগ্যসিদ্ধির জন্য প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বনিশ্চয় একান্ত আবশ্যক। প্রপঞ্চের অনিত্যত্বনিশ্চয়-দ্বারা রাগনিবৃত্তি হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কেবলমাত্র শ্রুত্যাদি প্রমাণদ্বারা দেহাদি প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলেও দেহাদির সত্যত্ববিষয়ক অনাদি দুর্ব্বাসনাবশতঃ দেহাদির মিথ্যাত্বে সন্দেহই হইয়া থাকে, দেহাদিতে সন্দেহাত্মক মিথ্যাত্বজ্ঞান রাগের নিবারক হইতে পারে না। আর এইজন্যই নির্ব্বিচিকিৎসাত্মক মিথ্যাত্বনিশ্চয় করিতে হইলে ভগবৎপ্রণিধানদ্বারা তাঁহার প্রসাদলাভসহকারে চিরাভ্যস্ত মিথ্যাত্বভাবনা আবশ্যক। এই নির্ব্বিচিকিৎসাত্মক মিথ্যাত্বনিশ্চয়ই বৈরাগ্যের জনক। যেমন শুক্তিরজতাদিতে তাদৃশ মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইয়া শুক্তিরজতাদিবিষয়ক রাগের উচ্ছেদ করিয়া থাকে।

প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব বস্তুতঃও বটে।

যদি বল—তবে কি বৈরাগ্যসিদ্ধিরই জন্য প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অদ্বৈত-বেদান্তিগণ কল্পনাই করিয়াছেন? বস্তুতঃ প্রপঞ্চ মিথ্যা নহে?

তাহা হইলে বলিব যে, বৈরাগ্যসিদ্ধির জন্য প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধি

কল্পিত উপায়মাত্র নহে। উহা বস্তুতঃ মিথ্যাই বটে। এই জন্য শ্রুতিই সাক্ষাৎকণ্ঠরবে এই প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং তাহার ফল বৈরাগ্য—ইহাও দেখাইয়াছেন। বৈরাগ্যের অনুপপত্তিমূলে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বকল্পনা নহে, কিন্তু শ্রুতিপ্রমাণদ্বারাই দ্বৈতমাত্রের মিথ্যাত্বসিদ্ধি হইয়া থাকে। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" "অতঃ অন্যৎ আর্তম্" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ সাক্ষাদ্ভাবে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। এই শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের বারণ করিবার কোন উপায় নাই।

এইরূপ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদও তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া তাহাও নিবারিত হইতে পারে না। ঈশ্বরে নিরতিশয় অনুরাগরূপ ভক্তির দ্বারা সমুৎপন্ন যে ব্রহ্মাভেদজ্ঞান, তাহাই মুক্তির কারণ।

জীবব্রহ্মের অভেদভ্রমের দ্বারা মুক্তি হয় না।

তাহার পর কেবলমাত্র ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার তাদাত্ম্যভ্রম হইতে সমুৎপন্ন ঈশ্বরানুরাগ কোনরূপে মুক্তির সাধন হইতে পারে না, যেহেতু শাস্ত্র সত্যাভিসন্ধেরই মোক্ষ কীর্তন করিয়াছেন। "পুরুষং হস্তগৃহীতম্ আনয়ন্তি" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতি সত্যাভিসন্ধের মোক্ষ এবং অনৃতাভিসন্ধের বন্ধন বলিয়াছেন। এজন্য জীবব্রহ্মের প্রমারূপ অভেদজ্ঞানই সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ, ঈশ্বরভক্তি সেই অভেদজ্ঞানের সাধন শ্রবণাদির সহকারিণী; "যস্য দেবে পরাভক্তিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ।

তাহার পর যেরূপ মোক্ষসাধননিরূপণ অদ্বৈতমতেই সমীচীন, সেইরূপ মোক্ষপদার্থও অদ্বৈতমতেই সমীচীন। আত্মভিন্ন আত্মধর্মসুখকে অথবা তাদৃশ সুখসাক্ষাৎকারকে মুক্তি বলিয়া স্বীকার করিলে গৌরব হয়—এজন্য আত্মস্বরূপকেই মুক্তি বলিয়া স্বীকার করাই লাঘব, সুতরাং যুক্তিযুক্ত। আর তাহাতে মোক্ষের নির্বিকল্পকত্ব, নিত্যত্ব ও সত্যত্ব, অর্থতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত।১৪

জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বও লক্ষণ হয়।

জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্—ইত্যপি সাধু।১৫ উত্তরজ্ঞানস্য পূর্ব্বজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বং চ ন জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ, কিন্তু ইচ্ছাদিসাধারণেন উদীচ্যাত্মবিশেষগুণত্বেন উদীচ্যত্বেন বা ইতি ন সিদ্ধসাধনাদি।১৬। নাপি ইচ্ছাদ্যনিবর্ত্ত্যে স্মৃতিত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যে সংস্কারে অতিব্যাপ্তিঃ, স্মৃতিত্বেন স্মৃতেঃ সংস্কারনিবর্ত্তকত্বে মানাভাবাৎ।১৭। স্মৃতৌ হি জাতায়াং সংস্কারঃ দৃঢ়ঃ ভবতি ইতি অনুভবসিদ্ধম্; তেষাং দৃঢ়তরত্বং চ * সমানবিষয়কসংস্কারানেকত্বম্ ইতি অদোষঃ।১৮। বস্তুতস্তু সাক্ষাৎকারত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং বিবক্ষিতম্; অতঃ ন পূর্ব্বোক্ত-দোষঃ।১৯। নাপি নিশ্চয়ত্বেন জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যে সংশয়ে অতিব্যাপ্তিঃ, ইতি সর্ব্বম্ অবদাতম্।২০

ইতি মিথ্যাত্বনিরূপণে তৃতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণম্।

অনুবাদ।

১৫। জ্ঞানপ্রযুক্ত অবস্থিতিসামান্যাবরপ্রতিযোগত্বরূপ জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব—এই প্রথমপক্ষ নিরূপণ করিয়া জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্ম-পুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ দ্বিতীয়পক্ষের নিরূপণ দেখাইতেছেন—**জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ** ইতি। এস্থলে জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মের অর্থ—অনুভবত্বাদি ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে।১৫

১৬। জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব, আর ইহাতে উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্য পূর্ব্বজ্ঞানে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। কারণ, উত্তরজ্ঞানে যে পূর্ব্বজ্ঞানের নিবর্ত্তকতা আছে, তাহা জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মরূপে

* দৃঢ়তরত্বং=দৃঢ়ত্বং চ—ইতি চন্দ্রিকাসিদ্ধিব্যাখ্যাসম্মতপাঠঃ। বিট্‌ঠলেশীয়ে তু দৃঢ়তরত্বং চ ইতি। সংস্কারানেকত্বং=সংস্কারানেকত্বাৎ ইতি বা পাঠঃ।

নহে, কিন্তু স্বোত্তর-উৎপন্ন আত্মবিশেষগুণত্বরূপে, অর্থাৎ উক্ত নিবর্ত্তকতাটী জ্ঞানত্বব্যাপ্য ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু স্বোত্তর-উৎপন্ন আত্ম-বিশেষগুণত্বাবচ্ছিন্ন। উত্তরজ্ঞানে পূর্ব্বজ্ঞানের নিবর্ত্তকতা জ্ঞানত্বব্যাপ্য-ধর্ম্মরূপে স্বীকার করিলে জ্ঞানের পরে উৎপন্ন ইচ্ছাদ্বারা পূর্ব্বজ্ঞান-এবং ইচ্ছার পরে উৎপন্ন যত্নের দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ইচ্ছার নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। স্বোত্তর-উৎপন্ন ইচ্ছাত্বাদিরূপে ইচ্ছাদির নিবর্ত্তকতা স্বীকার করিলে কল্পনাগৌরব হইবে। এজন্য ইচ্ছাদিসাধারণ নিবর্ত্তকতা জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মরূপে নহে। কিন্তু স্বোত্তর-উৎপন্ন আত্মবিশেষগুণত্বরূপে বুঝিতে হইবে। আর তাহাতে জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব অনুমান করিতে গেলে উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্তনীয় পূর্ব্বজ্ঞানে আর সিদ্ধসাধন দোষও হইবে না। আর মিথ্যাত্বের অবিরোধী সাধ্যমাত্র সিদ্ধির দ্বারা অর্থান্তর দোষও ঘটিবে না। যোগ্য আত্মবিশেষগুণের প্রতি স্বোত্তর-উৎপন্ন আত্মবিশেষগুণত্বরূপে আত্মবিশেষগুণের নাশকত্ব স্বীকার করিলে গৌরব হয় বলিয়া লাঘব অনুসন্ধানপূর্ব্বক মূলকার বলিতেছেন—**উদীচ্যত্বেন বা** ইতি। ইহার অর্থ—উত্তরজ্ঞানে যে পূর্ব্বজ্ঞাননিবর্ত্তকতা আছে, তাহা স্বোত্তর-উৎপন্ন আত্মবিশেষগুণত্বদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে। কিন্তু স্বোত্তর-উৎপন্ন আত্মগুণত্বাবচ্ছিন্ন। স্বোত্তর-উৎপন্ন আত্মগুণই পূর্ব্ববর্ত্তী যোগ্য আত্মবিশেষগুণের নাশক হইবে। জ্ঞানের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন সংযোগাদি সামান্যগুণেরও নাশকতা স্বীকার করিতে কোন বাধক নাই। ইহাই মনে করিয়া "উদীচ্যত্বেন" বলা হইয়াছে। এই "উদীচ্যত্ব" কথার অর্থ—স্বোত্তর-উৎপন্ন আত্মগুণত্ব। বিশেষ পদ প্রবেশ করিলে গৌরব হয়। যাহা হউক, জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্ম-রূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বকে মিথ্যাত্ব বলিলে কোন দোষ হয় না।১৬

১৭। আর ইহাতে পূর্ব্বপক্ষিগণ যে শঙ্কা করিয়াছিলেন যে—"জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বকে মিথ্যাত্ব বলিলে ইচ্ছাদির দ্বারা

অনিবর্ত্তনীয় অথচ জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্ম স্মৃতিত্বরূপে স্মৃতিনিবর্ত্তনীয় সংস্কারে অতিব্যাপ্তি হয়" ইত্যাদি, তাহাও নিরস্ত হইল। এই অতিব্যাপ্তি দোষের নিরাস দেখাইতে যাইয়া বলিতেছেন—**নাপি** ইতি। পূর্ব্বপক্ষিগণ স্মৃতিকে যে স্বজনকসংস্কারের নিবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা জ্ঞানত্বব্যাপ্য স্মৃতিত্বরূপেই স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বোত্তরোৎপন্ন আত্মবিশেষগুণত্বরূপে স্মৃতিকে সংস্কারের নাশক বলেন না। এরূপ বলিলে দোষ এই যে, সংস্কারের পরে উৎপন্ন ইচ্ছাদির দ্বারাও সংস্কারের নাশ হইয়া যাইতে পারে। সংস্কারের পরে উৎপন্ন ইচ্ছাও স্বোত্তরোৎপন্ন আত্মবিশেষগুণ, এজন্য প্রকৃত মিথ্যাত্বলক্ষণের স্মৃতিনিবর্ত্ত্য সংস্কারে অতিব্যাপ্তি দোষই ঘটিতেছে। আর এস্থলে এরূপ বলা যায় না যে, সংস্কার ত মিথ্যাই বটে, এজন্য তাহা মিথ্যাত্বলক্ষণের লক্ষ্য। লক্ষ্যে লক্ষণের গমনে অতিব্যাপ্তি হইবে কেন? যেহেতু তাহাতে স্মৃতি-নিবর্ত্ত্যত্বপ্রযুক্ত সংস্কারে মিথ্যাত্বব্যবহারের আপত্তি হইয়া পড়ে। এই আপত্তিই এস্থলে অতিব্যাপ্তি পদের অর্থ। আর ইহাতে যেমন লক্ষণের দোষ হয়, তদ্রূপ প্রকৃতমিথ্যাত্বানুমানে সিদ্ধসাধনাদিও হয়। ইহাই পূর্ব্বপক্ষিগণের অভিপ্রায়।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তিগণ বলেন—পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, স্মৃতি যে স্বজনক সংস্কারের নাশক হইয়া থাকে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এজন্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নাই। আর প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধনাদিও হইবে না—ইহাই দেখাইতে যাইয়া মূলকার বলিতেছেন—**স্মৃতিত্বেন স্মৃতেঃ** ইত্যাদি। এখন কথা এই যে, সিদ্ধান্তী যে স্মৃতির স্বজনকসংস্কারনাশকত্বে প্রমাণ নাই বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, অনুভবদ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হইতে গেলে, স্মৃতির জনকও অনুভবজন্য ব্যাপাররূপে সংস্কার কল্পিত হইয়া থাকে। আর ব্যাপারমাত্রই ফলনাশ্য হয়। যেমন যাগাদির ব্যাপার অদৃষ্ট,

যাগফলস্বর্গাদিদ্বারা নষ্ট হয়। সুতরাং সংস্কারও ফলীভূত স্মৃতির দ্বারা বিনষ্ট হইবে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ শঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ, ব্যাপার সর্ব্বত্রই ফলনাশ্য হয় না। যেমন ফলীভূত প্রত্যক্ষদ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপার বিনষ্ট হয় না, এজন্য পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত নিয়মের ভঙ্গই হইতেছে। যদি ফলীভূতপ্রত্যক্ষদ্বারা সন্নিকর্ষ নষ্ট হইত তবে, ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ আর হইতে পারিত না। সুতরাং স্মৃতির স্বজনক-সংস্কারনাশকত্বে যে কোন প্রমাণ নাই বলা হইয়াছে, তাহা ঠিকই বলা হইয়াছে।১৭

১৮। স্মৃতির স্বজনক সংস্কারনাশকত্বে কোন সাধক প্রমাণ নাই—ইহা বলিয়া স্মৃতির স্বজনক সংস্কারনাশকত্বে বাধকও আছে, ইহাই দেখাইতেছেন—**স্মৃতৌ হি জাতায়াম্** ইত্যাদি। চিন্তাদি নিরপেক্ষ শীঘ্র উৎপন্ন যে বিলক্ষণ স্মৃতি, তদ্দ্বারা তাহার কারণীভূত দৃঢ়সংস্কার অনুমিত হইয়া থাকে। এজন্য মূলগ্রন্থে যে দৃঢ়সংস্কার অনুভবসিদ্ধ বলা হইয়াছে, সেই অনুভব প্রদর্শিত অনুমিতিরূপ অনুভব বলিয়া বুঝিতে হইবে। সংস্কার অতীন্দ্রিয়, তাহার প্রত্যক্ষরূপ অনুভব হইতে পারে না। আর এই দৃঢ়সংস্কারের অনুমানই স্মৃতির সংস্কারনাশকত্বে বাধক হইবে। এই দৃঢ়সংস্কার হইতে শীঘ্রতর উৎপন্ন বিলক্ষণ স্মৃতি হইয়া থাকে। সংস্কারের দৃঢ়ত্ব—সমানবিষয়ক অনেক সংস্কারবিশিষ্টত্ব। স্মৃতির দ্বারা সংস্কারের নাশ ঘটিলে এই দৃঢ়ত্ব হইতে পারিত না। স্মৃতির দ্বারা সংস্কারের নাশ ত হয়ই না, প্রত্যুত স্মৃতির দ্বারা স্বজনক সংস্কারের সমান-বিষয়ক অন্য সংস্কার উৎপন্ন হয়। পুনঃ পুনঃ স্মৃতির দ্বারা সংস্কারের বাহুল্য ঘটে। উপেক্ষানাত্মক জ্ঞানই সমানবিষয়ক সংস্কারের জনক হইয়া থাকে। এজন্য স্মৃতিও সংস্কারের জনক হইবে।

যদি বলা যায়—চিন্তাদি নিরপেক্ষ শীঘ্র জায়মান বিলক্ষণ স্মৃতির দ্বারা বিলক্ষণ দৃঢ়তর সংস্কার অনুমিত হইবে, সংস্কারের এই বৈলক্ষণ্য

জাতিবিশেষ, বিলক্ষণ স্মৃতির জনকতাবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ হইবে। আর এই বিলক্ষণসংস্কারই দৃঢ় সংস্কার। কিন্তু সমানবিষয়ক সংস্কারবাহুল্য দৃঢ়সংস্কার নহে। কিন্তু এরূপ বলা যায় না। যেহেতু বিলক্ষণ স্মৃতির দ্বারা দৃঢ়, দৃঢ়তর ও দৃঢ়তম সংস্কারের অনুমান হয় বলিয়া সংস্কারের দৃঢ়ত্বকে জাতিরূপ বলিতে পারা যায় না। বলিলে দৃঢ়তরত্বাদিকেও জাতিরূপ বলিতে হয়। কিন্তু তাহা সম্ভাবিত নহে। যেহেতু জাতিতে উৎকর্ষাপকর্ষ স্বীকার করা যায় না। আর এই জন্যই মূলে দৃঢ়ত্ব এই পাঠটী দৃঢ়তরত্ব এইরূপ বলিয়া পূজ্যপাদ বিটুঠলেশ উপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্মৃতির সংস্কারনাশকত্বে কোন প্রমাণ নাই, প্রত্যুত বাধকই আছে। এজন্য জ্ঞানত্বব্যাপ্য ধর্মরূপে জ্ঞাননিবর্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব—এরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণের সংস্কারে অতি-ব্যাপ্তি দোষ হয় না। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**ইতি অদোষঃ ইতি**।১৮

১৯। যদিও উপেক্ষানাত্মকজ্ঞানই সংস্কারের জনক হয়, এরূপ স্বীকার করা যায়, এবং স্মৃতি সংস্কারের নাশক হয় না—ইহাও স্বীকার করা যায়, তবে পুনঃ পুনঃ স্মৃতির দ্বারা সমানবিষয়ক অনেক সংস্কার যুগপৎ স্বীকার করিতে হইবে। আর সংস্কারের উদ্বোধকের বিচ্ছেদ কল্পনা করিয়া সমানবিষয়ক সংস্কারসমূহ হইতে ধারারূপ স্মৃতিরও আপত্তি হইবে না। কিন্তু তাহা হইলেও চক্ষুরাদিনিরপেক্ষ শীঘ্র জায়মান বিলক্ষণ স্মৃতির প্রতি বিলক্ষণ সংস্কারত্বরূপেই সংস্কার হেতু হইবে। এই বৈলক্ষণ্য জাতিরূপ না হইলেও উপাধিরূপ হইতে পারিবে। আর সংস্কারের এই বৈলক্ষণ্য দৃঢ়ত্ব। এই বিলক্ষণ সংস্কার হইতে বিলক্ষণ সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারিবে। সমানবিষয়ক বহুতর সংস্কারের সম্ভাব-কল্পনাতে কোন প্রমাণ নাই। প্রয়োজনও নাই। সুতরাং স্মৃতির সংস্কারনাশকত্ব স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। আর তজ্জন্য স্মৃতির

সংস্কারনাশকত্বপ্রযুক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের পূর্ব্বোক্ত অতিব্যাপ্তি দোষই ঘটিতেছে। এইরূপ আলোচনা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—"বস্তু-তস্তু" ইত্যাদি। জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্ম নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক নহে, কিন্তু সাক্ষাৎকারত্বই নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক। সাক্ষাৎকারত্বরূপে সাক্ষাৎকার-নিবর্ত্তনীয় যে বস্তু তাহাই মিথ্যা। আর এরূপ বলায় স্মৃতি, সংস্কারের নাশক হইলেও এই মিথ্যাত্বলক্ষণে আর অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিল না। এইরূপ উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্তনীয় পূর্ব্বজ্ঞানেও প্রকৃতমিথ্যাত্বানুমানের সিদ্ধ-সাধনতাদি দোষের অবকাশ থাকিল না—ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**ন পূর্ব্বোক্তদোষঃ** ইত্যাদি।১৯

২০। তাহার পর এস্থলে দেখা যাইতেছে—নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটী সাক্ষাৎকারত্ব। আর এজন্ত নিশ্চয়ত্বরূপে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞাননিবর্ত্ত্য সংশয়ে অথবা বিপরীতনিশ্চয়ে সাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব লক্ষণ যাইল না বলিয়া সংশয়ে বা বিপরীতনিশ্চয়ে অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না। জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব—এরূপ বলিলে নিশ্চয়ত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য সংশয়ে বা বিপরীতনিশ্চয়ে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই হইত।

যদি বলা যায়, সংশয় ত মিথ্যাই বটে, সুতরাং তাহা লক্ষ্য, অতি-ব্যাপ্তি হইবে কেন? তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, সংশয় মিথ্যা হইলেও নিশ্চয়ত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বপ্রযুক্ত সংশয়ের মিথ্যাত্বব্যবহার সিদ্ধান্তীর অভিমত নহে। এজন্ত নিশ্চয়ত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বপ্রযুক্ত সংশয়ে মিথ্যাত্বব্যবহারের আপত্তি মূলগ্রন্থে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শনদ্বারা সূচিত হইয়াছে। সাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে সেতুদর্শননাশ্য পাপাদিতে যে অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটে না, তাহা "জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বান্যথানুপপত্তি" পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বলা হইবে। সেতুদর্শনের পাপনাশকতা সাক্ষাৎকারত্বরূপে নহে, কিন্তু বিহিতক্রিয়াত্বরূপে সেতু-

দর্শনের পাপনাশকতা বুঝিতে হইবে। যদি সাক্ষাৎকারস্বরূপেই সেতু-দর্শনের পাপনাশকতা স্বীকার করা যায়, তবে ম্লেচ্ছাদিরও সেতুদর্শনে পাপনাশের আপত্তি হইয়া পড়ে। আর আস্তিক অন্ধপুরুষের সেতু-সমীপে গমন করিয়া সমুদ্র স্নান করিলেও সেতুদর্শনাভাবপ্রযুক্ত পাপের নাশ হইতে পারিবে না—এরূপ আপত্তি হয়। বস্তুতঃ তাহার পাপনাশ হইয়াই থাকে।

এই লক্ষণ সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষিগণের মূল কথা এই যে, মিথ্যাভূত শুক্তি-রজতাদিতে জ্ঞাননির্ব্বাহ্য সর্ব্বানুভব বিরুদ্ধ; যেহেতু "জ্ঞানের দ্বারা রজত নষ্ট হইয়াছে" এইরূপ অনুভব কাহারও হয় না। সুতরাং মিথ্যা-ভূত শুক্তিরজতে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব নাই বলিয়া লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল, এবং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্বের অনুমানে শুক্তিরজত দৃষ্টান্ত সাধ্য-বিকলও হইবে।

আর শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান শুক্তিবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা নষ্ট হয়, এইরূপ অনুভব থাকিলেও অজ্ঞানে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই ঘটিবে; যেহেতু অজ্ঞান অধিষ্ঠানের ন্যায় সত্য বস্তু। সত্য অজ্ঞানে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ লক্ষণ যাইতেছে বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই ঘটিবে। আর ইহা পূজ্যপাদ ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন যে, মিথ্যা শুক্তিরজতাদিতে বিজ্ঞান-নাশ্যতার অনুভব হয় না। অথচ অধিষ্ঠানের ন্যায় সত্য অজ্ঞানে বিজ্ঞাননাশ্যতার অনুভব হইয়া থাকে।

ইহাতে সিদ্ধান্তীর সার কথা এই যে, রজতোপাদান অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্য রজতাদি অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইতে নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এইরূপ লৌকিক শাস্ত্রীয় দ্বিবিধ অনুভব আছে বলিয়া শুক্তি-রজতাদিতে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ লক্ষণ অক্ষতই রহিল বলিয়া শুক্তি-রজতাদিতে অব্যাপ্তি বা দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য দোষ নাই। আর অজ্ঞানের ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্যত্বও সম্ভাবিত নহে, কারণ অজ্ঞান

স্বসমানাধিকরণ ও স্বসমানবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা বাধাই হইয়া থাকে। বাধ্য অজ্ঞান সত্য হইতে পারে না। ইহাই সিদ্ধান্তীর সার কথা।২০

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ
শর্ম্ম বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধির তৃতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণের
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা।

১৫। জ্ঞানপ্রযুক্তাবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্বরূপং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং প্রথমকল্পোক্তং নিরূপ্য জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণাপি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং তৃতীয়কল্পং নিরূপয়তি—**জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ** ইতি। জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মঃ—অনুভবত্বাদিঃ।১৫

১৬। জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বস্য মিথ্যাত্বে ন উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যে পূর্ব্বজ্ঞানে লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ। উত্তরজ্ঞানে যা পূর্ব্বজ্ঞাননিবর্ত্তকতা সা ন জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মাবচ্ছিন্না, কিন্তু স্বোত্তরোৎপন্নাত্মবিশেষগুণত্বাদ্যবচ্ছিন্না। জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ উত্তরজ্ঞানস্য পূর্ব্বজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বে জ্ঞানোত্তরোৎপন্নেচ্ছয়া জ্ঞানস্য ইচ্ছোত্তরোৎপন্নযত্নেন বা ইচ্ছায়াঃ নিবৃত্তিঃ ন স্যাৎ। স্বোত্তরোৎপন্নেচ্ছাত্বাদিনা নিবর্ত্তকত্বকল্পনে কল্পনাগৌরবাৎ। অতঃ ইচ্ছাদিসাধারণনিবর্ত্তকত্বং ন জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মাবচ্ছিন্নং, কিন্তু উদীচ্যাত্মবিশেষগুণত্বাবচ্ছিন্নমেব। এবং চ জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপমিথ্যাত্বানুমানে উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যপূর্ব্বজ্ঞানে ন সিদ্ধসাধনম্। ন বা মিথ্যাত্বাবিরোধিসাধ্যমাত্রসিদ্ধ্যা অর্থান্তরম্। যোগ্যাত্মবিশেষগুণানাং স্বোত্তরোৎপন্নাত্মবিশেষগুণত্বেন নাশকত্বে গৌরবাৎ লাঘবম্ অভিসন্ধায় আহ—**উদীচ্যত্বেন বা** ইতি। উত্তরজ্ঞানে যৎ পূর্ব্বজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বং তৎ ন স্বোত্তরোৎপন্নাত্মবিশেষগুণত্বাবচ্ছিন্নং, কিন্তু স্বোত্তরোৎপন্নাত্মগুণত্বাবচ্ছিন্নম্। স্বোত্তরোৎপন্নাত্মগুণত্বেনৈব নাশকতা। জ্ঞানোত্তরোৎপন্নসংখ্যাদিসামান্যগুণস্যাপি নাশকত্বে

বাধকাভাবাৎ। "উদীচ্যত্বেন" ইত্যস্য শ্রোত্রোৎপন্নাত্মগুণত্বেন ইত্যর্থঃ। বিশেষপদপ্রবেশে গৌরবাৎ। এবঞ্চ জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বমপি সাধু।১৬

১৭। এতেন পূর্ব্বপক্ষিভিঃ যদ্ উক্তং "জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বস্য চ ইচ্ছাদ্যনিবর্ত্ত্যে স্মৃতিত্বেন স্মৃতিনিবর্ত্ত্যে সংস্কারাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ" ইতি তৎ নিরস্তম্, স্মৃতেঃ সংস্কারনাশকত্বাভাবাৎ—ইতি দর্শয়ন্ আহ—**নাপি** ইতি। স্মৃতেঃ স্বজনকসংস্কারনিবর্ত্তকত্বং ন শ্রোত্রোৎপন্নাত্মবিশেষগুণত্বেন। তথাত্বে সংস্কারোত্তরোৎপন্নেচ্ছাদীনামপি সংস্কারনাশকত্বপ্রসঙ্গঃ। অতঃ স্মৃতিত্বেনৈব স্মৃতেঃ সংস্কারনিবর্ত্তকত্বং বক্তব্যম্। অন্যথা সংস্কারস্য অনুচ্ছেদ্যত্বপ্রসঙ্গঃ, স্মৃতিত্বং চ জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মঃ এব। তথাচ জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যে সংস্কারে লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ। ন চ সংস্কারস্য মিথ্যাত্বেন লক্ষ্যতয়া নাতিব্যাপ্তিঃ ইতি বাচ্যম্, সংস্কারে স্মৃতিনিবর্ত্ত্যত্বপ্রযুক্তমিথ্যাত্বব্যবহারাপত্তিঃ স্যাৎ—ইতি অত্রৈব অতিব্যাপ্তিশব্দস্য তাৎপর্য্যাৎ। প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধনাদি চ স্যাদিতি পূর্ব্বপক্ষিণাম্ আশয়ঃ। স্মৃতেঃ স্বজনকসংস্কারনাশকত্বে মানাভাবাৎ ন লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ, ন বা অনুমানে সিদ্ধসাধনম্—ইতি পরিহরন্ আহ সিদ্ধান্তী—**স্মৃতিত্বেন স্মৃতেঃ** ইতি। ন চ অনুভবেন স্মৃতৌ জননীয়ায়াং ব্যাপারতয়া সংস্কারঃ কল্প্যতে ; ব্যাপারস্য চ যাগজন্যাপূর্ব্ববৎ ফলনাশ্যত্বদর্শনাৎ সংস্কারস্যাপি ফলীভূতস্মৃতিনাশ্যত্বম্ ইতি বাচ্যম্, ফলীভূতপ্রত্যক্ষানাশ্যে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে ব্যভিচারাৎ। ইন্দ্রিয়ব্যাপারোঽপি ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষঃ ফলীভূতপ্রত্যক্ষেণ ন নাশ্যতে। অন্যথা প্রত্যক্ষেণ সন্নিকর্ষনাশে ধারাবাহিকপ্রত্যক্ষানুপপত্তিঃ স্যাৎ। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তম্—স্মৃতেঃ সংস্কারনিবর্ত্তকত্বে মানাভাবাৎ ইতি। ন চ সংস্কারস্য অনুচ্ছেদ্যত্বপ্রসঙ্গঃ ইতি বাচ্যং, রোগাদীনাং চরমতত্ত্বজ্ঞানস্য চ উচ্ছেদকত্বাৎ।১৭

১৮। স্মৃতেঃ সংস্কারনাশকত্বে সাধকাভাবম্ উক্ত্বা বাধকম্ আহ—

স্মৃতৌ হি জাতায়াম্ ইতি। চিন্তাদ্যনপেক্ষ্য ঝটিতিজায়মানা যা বিলক্ষণা স্মৃতিঃ, তয়া বিলক্ষণস্মৃত্যা তৎকারণীভূতঃ দৃঢ়ঃ সংস্কারঃ অনুমীয়তে। অতএব মূলে অনুভবসিদ্ধং যৎ উক্তং তৎ অনুমিত্যাত্মকানুভবসিদ্ধম্ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্, সংস্কারস্য অতীন্দ্রিয়তয়া প্রত্যক্ষাসম্ভবাৎ। তথাচ তাদৃশানুমানমেব স্মৃতেঃ সংস্কারনাশকত্বে বাধকম্। দৃঢ়সংস্কারজন্যা এব ঝটিতিজায়মানা বিলক্ষণা স্মৃতিঃ। সংস্কারস্য দৃঢ়ত্বং চ সমানবিষয়কানেকসংস্কারবিশিষ্টত্বম্। স্মৃত্যা সংস্কারঃ ন নশ্যতি। কিন্তু তৎসংস্কারসমানবিষয়কসংস্কারান্তরং জন্যতে। পুনঃ পুনঃ স্মৃত্যা অনেকে সংস্কারাঃ জায়ন্তে। উপেক্ষানাত্মকজ্ঞানত্বেনৈব জ্ঞানস্য সংস্কারজনকত্বাৎ স্মৃতেরপি সংস্কারজনকত্বম্ অক্ষতম্।

ন চ বিলক্ষণস্মৃত্যা বিলক্ষণসংস্কারঃ এব অনুমীয়তে, বৈলক্ষণ্যং চ জাতিবিশেষঃ, বিলক্ষণস্মৃতিজনকতাবচ্ছেদকতয়া সিদ্ধঃ। তথাচ বিলক্ষণসংস্কারঃ এব দৃঢ়সংস্কারঃ ইতি বাচ্যম্। বিলক্ষণস্মৃত্যা দৃঢ় দৃঢ়তর-দৃঢ়তমসংস্কারানুমানেন দৃঢ়ত্বস্য জাতিরূপত্বাঙ্গীকারে দৃঢ়তরত্বাদেরপি জাতিরূপত্বং বাচ্যম্। তৎ চ ন সম্ভবতি, জাতৌ উৎকর্ষাপকর্ষানভ্যুপগমাৎ। এতদভিপ্রায়েণৈব মূলে দৃঢ়ত্বং চ ইত্যত্র দৃঢ়তরত্বং চ ইতি পাঠং বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়াঃ স্বীচক্রুঃ। এবং চ স্মৃতেঃ সংস্কারনাশকত্বে মানাভাবেন বাধকসদ্ভাবেন চ জ্ঞানত্বব্যাপাধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্ ইতি মিথ্যাত্বলক্ষণস্য ন সংস্কারে অতিব্যাপ্তিরূপঃ দোষঃ। ইত্যাহ মূলকারঃ—**ইতি অদোষঃ** ইতি।১৮

১৯। যদ্যপি উপেক্ষানাত্মকজ্ঞানত্বেন জ্ঞানস্য সংস্কারজনকত্বাভ্যুপগমে স্মৃতেশ্চ চ সংস্কারনাশকত্বানভ্যুপগমে পুনঃ পুনঃ স্মৃত্যা যুগপৎ অনেকে সংস্কারাঃ, ফলবলকল্প্যোদ্বোধকবিচ্ছেদাৎ চ ন সমানবিষয়কসংস্কারেভ্যঃ ধারারূপাঃ স্মৃতয়ঃ, তথাপি চিন্তাদ্যনপেক্ষজায়মানবিলক্ষণস্মৃতিং প্রতি বিলক্ষণসংস্কারত্বেনৈব হেতুতা, লাঘবাৎ সংস্কারে বৈলক্ষণ্যম্ এব দৃঢ়ত্বম্।

তচ্চ উপাধিরূপম্। এবং চ বিজাতীয়সংস্কারতঃ এব বিজাতীয়স্মৃতেঃ উপপত্তৌ সর্ব্বসংস্কারসদ্ভাবকল্পনা নিষ্প্রামাণিকী নিষ্প্রয়োজনা চ, অতঃ স্মৃতেঃ সংস্কারনাশকত্বং নির্ব্বাধমেব, অন্যথা সংস্কারস্য অনুচ্ছেদ্যত্বাপত্তেঃ, স্মৃতেঃ সংস্কারনাশকত্বসিদ্ধৌ চ পূর্ব্বোক্তাতিব্যাপ্তিঃ—ইত্যাদিকম্ আলোচ্য আহ মূলকারঃ—**বস্তুতস্তু** ইতি। জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মঃ ন নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদকঃ, কিন্তু সাক্ষাৎকারত্বম্। এবং চ স্মৃতেঃ সংস্কারনাশকত্বেঽপি ন অতিব্যাপ্তিঃ। ন বা উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যে পূর্ব্বজ্ঞানে সিদ্ধসাধনতাদেঃ অবকাশঃ ইত্যাহ—**ন পূর্ব্বোক্ত দোষঃ** ইতি। ইদমত্র অবধেয়ম্—যদি স্মৃতেঃ সংস্কারনাশকত্বং প্রামাণিকং তর্হি অনুভবত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বোক্তৌ ন পূর্ব্বোক্তদোষঃ ইতি দিক্।১৯

২০। সাক্ষাৎকারত্বস্য নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদকত্বাদেব নিশ্চয়ত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যে সংশয়ে বিপরীতনিশ্চয়ে বা সাক্ষাৎকারত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপমিথ্যাত্বলক্ষণস্য অভাবাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ। জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বস্য মিথ্যাত্বে তু নিশ্চয়ত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যে সংশয়াদৌ মিথ্যাত্বলক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ স্যাদেব। ন চ সংশয়স্যাপি মিথ্যাত্বাৎ তস্য লক্ষ্যত্বমেব, তথাচ নাতিব্যাপ্তিঃ ইতি বাচ্যম্। সংশয়স্য মিথ্যাত্বেঽপি নিশ্চয়ত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বপ্রযুক্তঃ ন সংশয়স্য মিথ্যাত্বব্যবহারঃ সিদ্ধান্তিসম্মতঃ। তথাচ নিশ্চয়ত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বপ্রযুক্তঃ সংশয়ে মিথ্যাত্বব্যবহারঃ স্যাৎ—ইতি আপত্তিরেব অতিব্যাপ্তিপ্রদর্শনেন সূচিতা। সাক্ষাৎকারত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বস্য মিথ্যাত্বে যথা ন সেতুদর্শননাশ্যপাপাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, তথা "জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বান্যথানুপপত্তিপরিচ্ছেদে" স্ফুটীভবিষ্যতি। সেতুদর্শনস্য পাপনাশকত্বং ন সাক্ষাৎকারত্বেন, কিন্তু বিহিতক্রিয়াত্বেন, অন্যথা ম্লেচ্ছাদীনামপি সেতুদর্শনাদেব পাপনাশাপত্তেঃ, আস্তিকাস্তজনস্যাপি সেতুসমীপে সমুদ্রস্নাতস্য সেতুদর্শনাভাবেন পাপনাশানুপপত্তেশ্চ ইতি ভাবঃ।

অত্রায়ং পূর্ব্বপক্ষনিষ্কর্ষঃ—মিথ্যাভূতশুক্তিরজতাদৌ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং সর্ব্বানুভববিরুদ্ধম্, জ্ঞানেন রজতং নষ্টম্ ইতি অননুভবাৎ, তথাচ শুক্তিরজতাদৌ লক্ষণস্য অগমনাৎ অব্যাপ্তিঃ, প্রকৃতানুমানে চ দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যম্। শুক্ত্যজ্ঞানং শুক্তিবিষয়জ্ঞানেন নষ্টম্ ইতি অনুভবস্য সত্ত্বেঽপি লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ, অজ্ঞানস্য অধিষ্ঠানবৎ সত্যত্বাৎ। উক্তঞ্চ ন্যায়ামৃতকৃদ্ভিঃ—

"বিজ্ঞাননাশ্যতা মিথ্যা রূপ্যাদৌ নানুভূয়তে।
কিন্ত্বধিষ্ঠানবৎ সত্যে তদজ্ঞানেঽনুভূয়তে॥"

সিদ্ধান্তরহস্যং তু রজতোপাদানম্ অজ্ঞানম্ অজ্ঞানকার্য্যঞ্চ রজতাদি অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারাৎ নিবর্ত্ততে ইতি প্রসিদ্ধানুভববলেন শুক্তিরজতাদৌ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্ অক্ষতম্ ইতি ন শুক্তিরজতাদৌ লক্ষণস্য অব্যাপ্তিঃ, ন বা দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যম্। অজ্ঞানস্য স্বসমানাধিকরণস্বসমানবিষয়কজ্ঞানবাধ্যত্বেন ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপসত্যত্বানুপপত্তেঃ ন লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ ইতি দিক্।২০

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ-
শর্ম্ম-বিরচিতায়াম্ অদ্বৈতসিদ্ধিবালবোধিন্যাং তৃতীয়-
মিথ্যাত্বলক্ষণবিবরণম্।

তাৎপর্য্য।

জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ মিথ্যাত্বও সঙ্গত।

১৫। মিথ্যাত্বের এই জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব লক্ষণের যে পরিষ্কার বলা হইল, তদ্ভিন্ন অন্যরূপেও বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষী এই লক্ষণে তিনটী কল্প করিয়া দোষ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথমকল্প—জ্ঞানপ্রযুক্ত অবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্ব, দ্বিতীয়কল্প—জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব এবং তৃতীয়কল্প—জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব। ইহাদের মধ্যে প্রথমকল্প যে নির্দ্দোষ, তাহা দেখান হইয়াছে, দ্বিতীয় কল্পের কথা

মূলকার এস্থলে কিছুই বলেন নাই। এক্ষণে এই তৃতীয়কল্পও যে নির্দ্দোষ, তাহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন যে, জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মরূপে জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে পূর্ব্বপক্ষী যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত নহে, এজন্য সম্প্রতি তাহার সমাধান বলিতেছেন। জ্ঞানত্ব-ব্যাপ্যধর্ম্মরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব—ইহাও মিথ্যাত্বের নির্দ্দোষ লক্ষণ। আর তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী যদি আপত্তি করেন যে, মিথ্যাত্বের এতাদৃশ লক্ষণ হইলে উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্য পূর্ব্বজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হয়, তাহা অসঙ্গত। কারণ, উত্তরজ্ঞানদ্বারা যে পূর্ব্বজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তাহা জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মরূপে জ্ঞাননিবৃত্তি নহে। কিন্তু স্বোত্তরোৎপন্ন আত্ম-বিশেষগুণত্বপুরস্কারে পূর্ব্বজ্ঞান উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান যে উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্তনীয় হয়, তাহা জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞান-নিবর্ত্তনীয় হয়, এরূপ বলিলে জ্ঞানোত্তর ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া সেই ইচ্ছার দ্বারা আর জ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। যেহেতু ইচ্ছা জ্ঞানত্বের ব্যাপ্যধর্ম্মবিশিষ্ট নহে। এইরূপ কৃতির দ্বারাও ইচ্ছার নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। এইজন্য জ্ঞান ইচ্ছা কৃতি সুখ দুঃখ দ্বেষ প্রভৃতি যোগ্য আত্মবিশেষগুণের নিবৃত্তি জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞানদ্বারা নহে, কিন্তু স্বোত্তরোৎপন্ন আত্মবিশেষগুণত্বপুরস্কারে আত্মবিশেষগুণদ্বারা নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত অতিব্যাপ্তি বারণ।

আর যে বলা হইয়াছিল—জ্ঞানত্বের ব্যাপ্যধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্য পূর্ব্বজ্ঞানও জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্ম উত্তর-জ্ঞানত্বপুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হয়, সুতরাং মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, ইত্যাদি, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, এরূপ বলিলে জ্ঞানের উত্তর-বর্ত্তী ইচ্ছার দ্বারা আর জ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। যেহেতু ইচ্ছা জ্ঞান নহে। এইরূপ কৃতির দ্বারা ইচ্ছার নিবৃত্তি হইতে পারে না।

এজন্য উত্তরজ্ঞানের পূর্ব্বজ্ঞাননিবর্ত্তকতা জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু উত্তরবর্ত্তী আত্মবিশেষগুণত্বাবচ্ছিন্ন। আর তাহাতে মিথ্যাত্ব-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না।

প্রকারান্তরে অতিব্যাপ্তি ও তাহার বারণ।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী উত্তরজ্ঞানের পূর্ব্বজ্ঞাননিবর্ত্তকতা উত্তরজ্ঞানত্বেন বলেন, এবং ইচ্ছার নিবর্ত্তকতাতে আবার উত্তরবর্ত্তী ইচ্ছাত্বরূপে বলেন, তবে অননুগত নিবর্ত্তক বহু কল্পনা করিতে হইবে। এজন্য গৌরব দোষ হইবে। এই দোষনিবৃত্তির জন্য অনুগতরূপে নিবর্ত্তকতা বলিতে গেলে প্রদর্শিতরূপেই বলিতে হইবে। আর তাহাতে এই মিথ্যাত্ব-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না।

আত্মবিশেষগুণত্বপদের অর্থদ্বারা আপত্তিখণ্ডন।

এখন উত্তরোৎপন্ন আত্মবিশেষগুণত্বরূপে যে জ্ঞানসুখাদির নিবর্ত্তকতা বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় কি দেখা যাউক। ইহার অভিপ্রায় এই—উত্তরোৎপন্ন কথার অর্থ—অব্যবহিত উত্তরকালোৎপন্ন। মূলকার ইহাকে "উদীচ্যত্ব" পদদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অব্যবহিত উত্তর-কালোৎপন্নত্ব সংসর্গরূপে নিবর্ত্তকাতে প্রবেশ করিলে লাঘব হয়, কিন্তু বিশেষণরূপে নিবর্ত্তকতাতে প্রবেশ করিলে গৌরব হয়। আর আত্ম-বিশেষগুণত্বেন এই স্থলের আত্মপদদ্বারা জীবাত্মা গ্রহণ করিলে উত্তরবর্ত্তী শব্দদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের নাশের প্রতি পৃথক্ নাশকতা কল্পনা করিতে হয়। এইজন্য মূলস্থিত আত্মপদের রূঢ় অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 'আপ্নোতি ইতি আত্মা' অথবা 'অততি ইতি আত্মা' এইরূপ আত্ম-শব্দের যোগার্থদ্বারা আত্মশব্দের অর্থ বিভুদ্রব্য গ্রহণ করিয়া টীকাকার "উদীচ্যাত্মবিশেষগুণত্বেন" এই মূলস্থিত বাক্যের "বিভুবিশেষগুণত্বেন" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। বিভুবিশেষগুণত্বধর্ম্মপুরস্কারে এবং সামানাধি-করণ্য ও স্বপূর্ব্বত্ব উভয়সম্বন্ধে বিভুবিশেষগুণের নিবর্ত্তকতা বা

নাশকতা বুঝিতে হইবে। আর তাহাতে পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত আপত্তি থাকে না। এই যে উভয়সম্বন্ধে নিবর্ত্তকতা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যদি সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধটী না দেওয়া যায়, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের প্রতি উত্তরবর্ত্তী জ্ঞানের নাশকত্বাপত্তি হয়। কারণ, শব্দের অধিকরণ আকাশ এবং জ্ঞানের অধিকরণ আত্মা। সামানাধিকরণ্য বলিলে উভয়ের একটীই অধিকরণ হওয়া আবশ্যক হয়।

কিন্তু ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী ইষ্টাপত্তি করিতে পারেন। কারণ, শব্দোত্তর উৎপন্ন শব্দের দ্বারা বা জ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বশব্দের নিবৃত্তি বলিলে শব্দের তৃতীয়ক্ষণে নাশ স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা আমাদেরও ইষ্টই বটে। শব্দের দ্বোত্তরক্ষণোৎপন্ন শব্দদ্বারা নাশ হইলে সেই শব্দ যে ক্ষণে নাশপ্রাপ্ত হয়, শব্দের উত্তরক্ষণোৎপন্ন জ্ঞানদ্বারা নাশ হইলেও সেই ক্ষণেই নাশপ্রাপ্ত হয়। যদিও এইরূপে ব্যধিকরণ গুণ নাশক হইলে সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে নাশকতা বলিবার আবশ্যকতা নাই, তথাপি স্বাব্যবহিত-পূর্ব্বত্বসম্বন্ধে নিবর্ত্তকতা না বলিলে পূর্ব্ব জ্ঞান বা পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দ উত্তরবর্ত্তী জ্ঞান বা উত্তরবর্ত্তী শব্দের নাশক হইয়া পড়ে বলিয়া উত্তর জ্ঞান ও শব্দাদির ক্ষণিকত্ব আপত্তি হয়। তাহাতে আর ক্ষণিকবস্তু প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এবং শব্দধারাও হইতে পারে না। এইজন্য স্বাব্যবহিত-পূর্ব্বত্বসম্বন্ধে নিবর্ত্তকতা বলিতে হইবে। জ্ঞানাদির প্রতি জ্ঞানাদির উত্তর উৎপন্ন সংস্কারাদি অযোগ্য হইয়াও নাশক হইয়া থাকে, অযোগ্য সংস্কারে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের নাশকতা স্বীকার করা হয় বলিয়া নাশকতাতে আর যোগ্যত্বধর্ম্মের প্রবেশের আবশ্যকতা নাই। আর যোগ্যবিভুবিশেষ-গুণের উত্তরোৎপন্ন যে কোন বস্তুও নাশক হইতে পারিলে বিভুবিশেষ-গুণত্বরূপেও নাশকতা বলিবার আবশ্যকতা নাই। যোগ্যবিভুবিশেষ-গুণের অব্যবহিত উত্তরোৎপন্ন যে কোনও বস্তুই নাশক হইতে পারিবে, তাহাতে কোনও বাধক নাই। এজন্যই মূলকার অতি লাঘব অনুসন্ধান

করিয়া **উদীচ্যস্থেন বা** এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—অব্যবহিতোত্তরোৎপন্ন যে কোনও বস্তুই নাশক হইতে পারিবে।

সিদ্ধান্তীর কথিত অর্থে পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি।

ইহাতে আপত্তি এই যে, যোগ্যবিভুবিশেষগুণের অব্যবহিত উত্তরোৎপন্ন যে কোনও বস্তুই যদি নাশক হইল, তবে অপেক্ষাবুদ্ধির অব্যবহিতোত্তরক্ষণে ব্যধিকরণ বায়ুসংযোগাদি অবশ্যই উৎপন্ন হইবে, আর তাহাতে তৃতীয়ক্ষণে অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে।

উক্ত আপত্তির খণ্ডন।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বিশিষ্টবুদ্ধিতে বিশেষণজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করা হয় বলিয়াই অপেক্ষাবুদ্ধির ক্ষণত্রয়স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু বিশিষ্টবুদ্ধিতে বিশেষণজ্ঞানের কারণতা যদি স্বীকার না করা যায়, তবে আর অপেক্ষাবুদ্ধির ক্ষণত্রয়স্থায়িত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং প্রথমক্ষণে অপেক্ষাবুদ্ধির উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে দ্বিত্বোৎপত্তি, তৃতীয়ক্ষণে দ্বিত্বসবিকল্পকজ্ঞান বা বিশিষ্টবুদ্ধি ও অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ—এইরূপ ক্রম স্বীকার করিলে আর পূর্ব্বোক্ত দোষ হইবে না।

যোগ্যতাবিশেষণের আবশ্যকতা কোথায়?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যোগ্যবিভুবিশেষগুণের অব্যবহিত উত্তরোৎপন্ন যোগ্যবিভুবিশেষগুণ নাশক হয়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখা গেল—যোগ্যবিভুবিশেষগুণের অব্যবহিত উত্তরোৎপন্ন যে কোন বস্তুই নাশক হইতে পারে, সুতরাং নাশকতাতে আর যোগ্যতাবিশেষণ দিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু তাহা হইলে নাশ্যতাতে উক্ত যোগ্যতা-বিশেষণটী দিতেই হইবে। অর্থাৎ যোগ্যবিভুবিশেষগুণই নাশ্য হইবে, বিভুবিশেষগুণমাত্র নহে। যোগ্যতাধর্ম্ম নাশকতাতে প্রবিষ্ট না হইলেও নাশ্যতাতে প্রবিষ্ট করিতে হইবে। অযোগ্য অদৃষ্টাদির স্বোত্তর উৎপন্ন জ্ঞানাদির দ্বারা নাশ হয় না বলিয়া নাশ্যতাবচ্ছেদকে যোগ্যত্বধর্ম্মের

প্রবেশ করাইতে হইবে। যোগ্যবিভুবিশেষগুণত্বই নাশ্যতাবচ্ছেদক। শব্দ ও জ্ঞানাদির ব্যধিকরণ উত্তরজ্ঞান ও শব্দাদির দ্বারা নাশ্যত্ব স্বীকার করিলে কোন ক্ষতি নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইজন্য মূলকার বলিতেছেন—**উদীচ্যত্বেন বা**। উত্তরোৎপন্ন যে কোনও বস্তুরই নাশকতা হইতে পারে। উত্তরোৎপন্ন বায়ুসংযোগাদিরও পূর্ব্বোৎপন্ন আত্মার যোগ্যবিশেষগুণের নাশক হইতে কোন আপত্তি নাই।

উদীচ্যত্বপদের অর্থ।

মূলকার যে উদীচ্যত্বরূপে বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—অব্যবহিত উত্তরোৎপন্ন যে কেহ, আর তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—উদীচ্যত্বকে নাশকতাবচ্ছেদকরূপে প্রবেশ না করাইয়া স্বাব্যবহিতপূর্ব্বত্বরূপসম্বন্ধে নাশকতা বলিতে হইবে। সুতরাং উদীচ্য পদটী স্বাব্যবহিতপূর্ব্বত্বরূপসম্বন্ধে পর্য্যবসিত হইল। স্বাব্যবহিতপূর্ব্বত্বসম্বন্ধে যে কেহ পূর্ব্ববর্ত্তী যোগ্যবিভুবিশেষগুণের নাশক হইয়া থাকে—ইহাই নির্গলিতার্থ। সুতরাং অতি লাঘবপ্রযুক্ত যোগ্যবিভুবিশেষগুণের নাশকতাবচ্ছেদকধর্ম্ম—স্বাব্যবহিত উত্তরত্ব। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর প্রদত্ত সিদ্ধসাধনতাদি দোষের কোন সম্ভাবনাই নাই।

পূর্ব্বপক্ষীর প্রদত্ত অতিব্যাপ্তি ও সিদ্ধসাধনতার উদ্ধার।

আর তৃতীয়কল্প জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে পূর্ব্বপক্ষী যে আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যথা—জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্ম স্মৃতিত্বরূপে স্মৃতিনিবর্ত্ত্য সংস্কারে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, আর অনুমানে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়। আর স্মৃতির যে সংস্কারনাশকতা তাহা জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্ম স্মৃতিত্বপুরস্কারেই বলিতে হইবে। জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মপুরস্কারে নাশকতা না বলিয়া আত্মবিশেষগুণত্বপুরস্কারে স্মৃতির সংস্কারনাশকতা বলিলে ইচ্ছাদি আত্মবিশেষগুণদ্বারাও সংস্কারের নাশের আপত্তি হইয়া পড়ে, ইত্যাদি। তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই

যে, পূর্ব্বপক্ষী যে স্মৃতিত্ব ধর্ম্মকে সংস্কারের নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক বলিতেছেন, আর তাহা বলিয়া প্রকৃতানুমানে যে সংস্কারে সিদ্ধসাধনতা দোষের উদ্ভাবন করিতেছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ, স্মৃতিত্ব সংস্কারের নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্মই নহে। স্মৃতিত্বধর্ম্মপুরস্কারে স্মৃতি সংস্কারের নিবর্ত্তকই নহে। উক্ত নিবর্ত্তকতাতে কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং সংস্কারে সিদ্ধসাধনতা দোষের উদ্ভাবনই হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষীর স্বপক্ষ সমর্থন।

যদি পূর্ব্বপক্ষী এরূপ বলেন যে, উক্ত নাশকতাতে প্রমাণ না থাকিবে কেন? অনুমানই প্রমাণ হইতে পারে। সেই অনুমানটী এই যে, অনুভবজন্য স্মৃতির জনক সংস্কার অনুভবের ব্যাপার। অনুভবটী সংস্কার উৎপাদনদ্বারা স্মৃতির জনক হইয়া থাকে। যেমন কর্ম্ম অপূর্ব্ব উৎপাদনদ্বারা ফলের জনক হইয়া থাকে। অপূর্ব্ব যেমন কর্ম্মের ব্যাপার, সেইরূপ সংস্কারও অনুভবের ব্যাপার। আর যাহা ব্যাপার, তাহা স্বজন্য ফলনাশ্য হইয়া থাকে। যেমন অপূর্ব্বের ফল সুখদুঃখ উৎপন্ন হইলে অপূর্ব্বের নাশ হইয়া থাকে, এইরূপ সংস্কাররূপ ব্যাপারের ফল-স্মৃতি উৎপন্ন হইলে সংস্কারের নাশ হইবে। সুতরাং এইরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে যে—

অনুভবজন্যস্মৃতিজনকঃ সংস্কারঃ—স্বফলস্মৃতিনাশ্যঃ			(প্রতিজ্ঞা)
ব্যাপারত্বাৎ,	...	...	(হেতু)
অপূর্ব্ববৎ।	...	...	(দৃষ্টান্ত)

এই অনুমানই প্রমাণ হইবে।

পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানখণ্ডন।

পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত এই অনুমান কিন্তু অসঙ্গত। কারণ, ব্যাপারত্ব হেতুটী উক্ত সাধ্যব্যভিচারী। ব্যাপারমাত্রই স্বজন্যফলনাশ্য হয় না। যেমন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ হইতে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইলে

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ নষ্ট হয় না। প্রত্যুত ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ জ্ঞাননাশ্য হইলে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষজ্ঞান অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত হেতুটী ব্যভিচারদোষদুষ্ট।

পূর্ব্বপক্ষীর সাধকপ্রমাণও নাই।

স্মৃতির সংস্কারনাশকতাতে সাধকপ্রমাণও নাই, প্রত্যুত বাধকপ্রমাণই আছে। তাহাই মূলকার দেখাইতেছেন—**স্মৃতৌ হি জাতায়াং সংস্কারো দৃঢ়ো ভবতি ইতি অনুভবসিদ্ধম্।** মূলগ্রন্থের যথাশ্রুত অর্থ এই যে, স্মৃতি উৎপন্ন হইলে সংস্কার নষ্ট হয়, এরূপ অনুভব ত হয়ই না, প্রত্যুত সংস্কার দৃঢ় হয়—এইরূপই অনুভব হয়। কিন্তু সংস্কার অতীন্দ্রিয় বলিয়া মূলস্থ অনুভব পদের অর্থ প্রাত্যক্ষিক অনুভব হইতে পারে না। কিন্তু অনুমিত্যাত্মক অনুভব বলিতে হইবে। এই সংস্কার বিলক্ষণস্মৃতিরূপ কার্য্যের দ্বারা অনুমেয় হইবে। স্মৃতির সেই বৈলক্ষণ্য বলিতে চিন্তাদিনিরপেক্ষ শীঘ্র উৎপন্নত্ব বুঝায়। চিন্তাদিনিরপেক্ষ শীঘ্র উৎপন্ন স্মৃতির দ্বারা দৃঢ়সংস্কারের অনুমান হইয়া থাকে। মূলকার এই যে দৃঢ়সংস্কার বলিয়াছেন, তাহার দৃঢ়ত্ব পদের অর্থ—সংস্কারের অবিনাশিত্ব। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। যেহেতু জন্য ভাববস্তুরই বিনাশ আছে। সংস্কার অনুভবজন্য বলিয়া তাহা অবিনাশী হইতে পারে না। আর সংস্কারের উচ্ছেদও অনুভবসিদ্ধ। রোগবিশেষ ও দীর্ঘকাল-ব্যবধান ইত্যাদি দ্বারা সংস্কারের উচ্ছেদ সর্ব্বসম্মত। এজন্য মূলকার প্রাথমিক স্মৃতির দ্বারা সংস্কারের অবিনাশ্যত্বের উপযোগী সংস্কারের দৃঢ়ত্ব পৃথক্ করিয়া বলিতেছেন—**তেষাং দৃঢ়ত্বং চ।** সমানবিষয়ক অনেক সংস্কারত্বই সংস্কারের দৃঢ়ত্ব। সংস্কারমাত্রই সবিষয়ক হইয়া থাকে। সংস্কারজনক অনুভবের যাহা বিষয়, সংস্কারেরও তাহাই বিষয়। বিভিন্ন-বিষয়ক নানা সংস্কারের দ্বারা সংস্কারের দৃঢ়ত্ব বলা যায় না। কিন্তু এক-বিষয়ক নানা সংস্কার হইলে সংস্কারের দৃঢ়ত্ব বলা যায়। ইহাই মূলের

আক্ষরিক অর্থ। ইহার নিষ্কর্ষ এই যে, স্বসমানবিষয়কত্ব, এককালাবচ্ছিন্ন স্বসামানাধিকরণ্য ও স্বভিন্নত্ব—এই তিন সম্বন্ধে সংস্কারবিশিষ্ট সংস্কারকে দৃঢ়সংস্কার বলা যায়। আর অভিযুক্তগণও বলিয়া থাকেন যে, **জায়তে চ পুনঃ পুনঃ স্মরণাৎ দৃঢ়তরসংস্কারঃ** অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ স্মরণ হইতে দৃঢ়তরসংস্কার উৎপন্ন হয়। স্মৃতির দ্বারা সংস্কারের নাশ বলিলে এই অভিযুক্তগণের উক্তিরও বিরোধ হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক স্মৃতিধারার আপত্তি।

এখন এই কথায় একটী আপত্তি এই হইতে পারে যে, যদি সমানবিষয়ক অনেক সংস্কার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে স্মৃতিধারার আপত্তি হইবে না কেন? নানাসংস্কারব্যক্তিজন্য স্মৃতিও নানা হইয়া পড়িবে? জ্ঞানের যৌগপদ্য না থাকিলেও ধারারূপ স্মৃতির আপত্তি হইবে।

স্মৃতিধারার আপত্তি খণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, সংস্কার যে স্মৃতির জনক হইয়া থাকে, তাহা উদ্বোধকনিরপেক্ষ হইতে পারে না। উদ্বোধক না থাকিলে সংস্কার হইতে স্মৃতি জন্মে না। এজন্য বহু সংস্কার থাকিলেও সমস্ত সংস্কারের উদ্বোধক নাই বলিয়া স্মৃতিধারা হইতে পারে না।

এক উদ্বোধকদ্বারা অন্য সংস্কারের উদ্বোধন আপত্তি।

যদি বলা যায়—সংস্কারের অবিশেষতাপ্রযুক্ত যে উদ্বোধক একটী সংস্কারের উদ্বোধন করে, সেই উদ্বোধক অন্যসংস্কারের উদ্বোধন করিবে না কেন? এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী কি বলিবেন? অতএব স্মৃতিধারার আপত্তিই সমীচীন।

উক্ত আপত্তির খণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিবেন যে, উদ্বোধক ফলবলকল্প্য। যাদৃশ ফল উৎপন্ন হয়, তদনুসারে উদ্বোধক কল্পনা করিতে হইবে। স্মৃতি যখন একটী উৎপন্ন হয়, স্মৃতিধারা হয় না, তখন উদ্বোধক সমস্ত সংস্কারকে

উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, এরূপ বলা যায় না। এজন্য ফলানুসারে কল্পনীয় উদ্বোধক, সমানজাতীয় সমস্ত সংস্কারকে যুগপৎ উদ্বুদ্ধ করে না।

সিদ্ধসাধনতাবারণের উপসংহার।

যাহা হউক, এইরূপে স্মৃতির দ্বারা সংস্কারের নাশ হয় না বলিয়া সিদ্ধান্তী যে, জ্ঞানত্বব্যাপ্য ধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব—এরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা নির্দ্দোষ লক্ষণই হইতেছে, তাহাতে আর পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত সংস্কারে সিদ্ধসাধনতা দোষও হইল না।

মিথ্যাত্বলক্ষণের সার নির্ণয়।

সম্প্রতি মূলকার এই মিথ্যাত্বলক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বস্তুতত্ত্ব কল্প প্রদর্শন করিতেছেন। মূলকারের এই বস্তুতত্ত্ব কল্প প্রদর্শনের অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বে যে প্রদর্শিত হইয়াছে—বিজাতীয় স্মৃতির প্রতি বিজাতীয় সংস্কার অর্থাৎ দৃঢ়সংস্কারই হেতু, এস্থলে তাহারই সমর্থন করা। যদি দৃঢ়ত্বরূপে সংস্কারের বিজাতীয়স্মৃতিজনকতা স্বীকার করিতে হয়, তবে আর সমস্ত সংস্কার অর্থাৎ বহু সংখ্যক সংস্কার অবিনষ্ট অবস্থায় রাখিবার প্রমাণ বা প্রয়োজন কিছুই নাই। দৃঢ়ত্ব অর্থ—সংস্কারগত বৈজাত্যবিশেষ। এই বৈজাত্য জাতিস্বরূপ নহে। যেহেতু এই দৃঢ়ত্ব স্মৃতির দ্বারা জন্মিয়া থাকে, পুনঃ পুনঃ স্মৃতি হইয়া সংস্কারে অল্পত্ব ভূয়স্ত্বাদির মত দৃঢ়ত্ব ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। আর এই সংস্কারনিষ্ঠ দৃঢ়ত্বকে এইজন্যও জাতি বলা যাইতে পারে না, যেহেতু সংস্কারের দৃঢ়ত্ব, দৃঢ়তরত্ব ও দৃঢ়তমত্বাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। দৃঢ়ত্ব জাতি হইলে তাহাতে তারতম্য হইতে পারে না। জাতির তারতম্য নাই। এজন্য স্মৃতিদ্বারা আধেয় সংস্কারের দৃঢ়ত্বধর্ম্মবিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর সেই দৃঢ়ত্বরূপে সংস্কার বিজাতীয় স্মৃতির জনক হইবে। স্মৃতি যেমন সংস্কারের নাশক, এইরূপ বিলক্ষণস্মৃতিও বিলক্ষণসংস্কারের নাশক। প্রথম স্মৃতির দ্বারা সংস্কার নষ্ট হইয়া দৃঢ়সংস্কার উৎপন্ন হয়। দৃঢ়সংস্কার হইতে বিলক্ষণস্মৃতি উৎপন্ন

হইয়া দৃঢ়সংস্কারকে নাশ করিয়া দৃঢ়তর সংস্কার উৎপন্ন হয়। আর এরূপ স্বীকার না করিলে সংস্কারের অনুচ্ছেদ্যত্ব আপত্তি হইয়া পড়ে। এইজন্য মূলকার বস্তুতত্ত্বকল্পের অনুধাবন করিয়াছেন।

সাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ই মিথ্যা।

এই কল্পে জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব না বলিয়া সাক্ষাৎকারত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব বলা হইয়াছে। সুতরাং নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্ম না হইয়া সাক্ষাৎকারত্ব হইল। আর তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা নাই। স্মৃতির দ্বারা সংস্কারের নাশ হইলেও তাহা জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্ম স্মৃতিত্বরূপে নাশক হইয়াছে, কিন্তু সাক্ষাৎকারত্বরূপে নাশক হইতে পারে না। যেহেতু স্মৃতিতে সাক্ষাৎকারত্ব ধর্ম্ম নাই। এইরূপ উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্তনীয় পূর্ব্বজ্ঞানেও অতিব্যাপ্তি নাই। যেহেতু এইস্থলে নাশকতাবচ্ছেদক উত্তরত্ব, কিন্তু সাক্ষাৎকারত্ব নহে। জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় সংশয়ে বা বিপরীতনিশ্চয়ে অতিব্যাপ্তি বা সিদ্ধসাধনতা দোষ হইতে পারিত, তাহাও আর হইল না। যেহেতু সাক্ষাৎকারত্বধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় বলা হইয়াছে। অতএব সাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ই মিথ্যা।

মূলে যে সংশয় পদ বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সংশয় ও বিপরীতনিশ্চয় উভয়ই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, নিশ্চয়ের প্রতিবধ্য যেমন সংশয় হয়, তদ্রূপ বিপরীতনিশ্চয়ও হইয়া থাকে। সুতরাং সংশয় ও বিপরীত নিশ্চয়ে অতিব্যাপ্তি বা সিদ্ধসাধনতা নাই। ইহাই হইল এই তৃতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণের তাৎপর্য্য।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধির তৃতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

অথ চতুর্থমিথ্যাত্বলক্ষণম্।

মিথ্যাত্বের চতুর্থ লক্ষণ।

স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্।১। তৎ চ স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বম্; অতঃ পূর্ব্ব-বৈলক্ষণ্যম্। দূষণপরিহারঃ পূর্ব্ববৎ।২

অব্যাপ্তিশঙ্কা ও তাহার পরিহার।

ন চ সংযোগিনি সমবায়িনি বা দেশে তদত্যন্তাভাবা-সম্ভবঃ, সম্ভবে তু উপাদানত্বাদ্যনুপপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্; কালে সহসম্ভববদ্ দেশেঽপি সহসম্ভবাবিরোধাৎ, প্রাগভাবসত্ত্বেন উপাদানত্বাবিরোধাৎ চ।৩

প্রাগভাবের অনুপপত্তি খণ্ডন।

ন চ অত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রাগভাবস্যাপি অনুপপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্; কালে ব্যভিচারাৎ।৪। ন চ কালে প্রাগভাবা-ত্যন্তাভাবয়োঃ সামানাধিকরণ্যম্ ইদানীং ঘটাত্যন্তাভাবঃ ইদানীং ঘটপ্রাগভাবঃ ইতি প্রতীতিবলাৎ অঙ্গীকৃতম্, দেশে তু তদুভয়সামানাধিকরণ্যে ন কিঞ্চিদপি প্রমাণম্ ইতি বাচ্যম্। মিথ্যাত্বানুমিতেঃ শ্রুত্যাদেশ্চ প্রমাণত্বাৎ।৫ বিষমসত্তাকভাবাভাবয়োঃ অবিরোধঃ পূর্ব্বম্ উপপাদিতঃ।৬

অনুবাদ।

১। মূলকার এক্ষণে চিৎসুখাচার্য্যসম্মত মিথ্যাত্বলক্ষণের অবতারণা করিতেছেন—**স্বাশ্রয়েতি**। এস্থলে "স্ব"পদটী যাহার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করা হইবে, তাহার বোধক। স্বাশ্রয়নিষ্ঠ শব্দের অর্থ—স্বাশ্রয়রূপে যাহা

প্রতীয়মান তন্নিষ্ঠ। সেই স্বাশ্রয়রূপে প্রতীয়মান বস্তুতে যে স্বএর অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগিত্বই স্বএর মিথ্যাত্ব।

তার্কিকাদিমতে স্বাশ্রয়ে স্বএর অত্যন্তাভাব সম্ভাবিত নহে; এজন্য স্বাশ্রয় শব্দের অর্থ—স্বাশ্রয়রূপে প্রতীয়মান এইরূপ করিতে হইবে। বেদান্তপরিভাষাকারও এই লক্ষণের ব্যাখ্যাতে 'অভিমত' পদটী তার্কিকাদিমতে অসম্ভববারণ করিবার জন্য প্রযুক্ত—বলিয়াছেন।

সিদ্ধান্তীর মতে মিথ্যাত্বঘটক যে অত্যন্তাভাব, তাহা কেবলান্বয়ী বলিয়া স্বাশ্রয়ে স্বএর অত্যন্তাভাব বিরুদ্ধ নহে। কারণ, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বগ্রাহক যে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতি, তাহা প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণ অপেক্ষা প্রবল। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণ তিরস্কৃত করিয়া শ্রুতি স্বএর অধিকরণে স্বএর অত্যন্তাভাব প্রতিপাদন করিয়া থাকে। অবশ্য মিথ্যাত্বঘটক যে অত্যন্তাভাব তাহা ব্যাবহারিক—এই মতেই ইহা বলা হইয়াছে। আর এই মিথ্যাত্বঘটক অত্যন্তাভাবটী পারমার্থিক হইলে ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের অধিকরণে পারমার্থিক অত্যন্তাভাব থাকিতে কোন বাধাই হয় না। ইহা দ্বিতীয় লক্ষণে কথিত হইয়াছে এবং এস্থলে সবিস্তরে বলা হইবে। সুতরাং অর্থ হইল **স্বাশ্রয়নিষ্ঠঃ** অর্থাৎ মিথ্যাত্বরূপে অভিমত শুক্তিরজতাদির অধিকরণে স্থিত, যে **অত্যন্তাভাবঃ** অর্থাৎ মিথ্যাত্বে অভিমত শুক্তিরজতাদির যে অত্যন্তাভাব, তাহার যে প্রতিযোগিত্ব, যাহা শুক্তিরজতাদিতে আছে, তাহাই শুক্তিরজতের মিথ্যাত্ব। এই প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বধর্ম শুক্তিরজতাদিতে আছে বলিয়া শুক্তিরজতাদি মিথ্যা, অর্থাৎ শুক্তিরজতের অধিকরণে শুক্তিরজতের অত্যন্তাভাব আছে বলিয়া শুক্তিরজত মিথ্যা। এইরূপ ঘটাদি প্রপঞ্চের অধিকরণেও ঘটাদির অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয় বলিয়া ঘটাদি প্রপঞ্চ মিথ্যা। এজন্য স্বএর আশ্রয়রূপে প্রতীয়মান যে বস্তু, তন্নিষ্ঠ যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব।

ঘটাদির আশ্রয়রূপে ভ্রমাত্মকপ্রতীতির বিশেষ্য পটাদিতে ঘটাদির অত্যন্তাভাব সিদ্ধই আছে বলিয়া এতাদৃশ মিথ্যাত্বের অনুমান করিতে যাইলে সিদ্ধসাধন হইবে। এজন্য স্বাশ্রয়ত্বরূপে প্রতীতিবিশেষ্যতার ব্যাপকীভূত যে অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—এইরূপ বলিতে হইবে।

আর ইহাই পরিভাষাকার স্বাশ্রয়ত্বেন অভিমত যাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—এই লক্ষণের 'যাবৎ' পদদ্বারা বুঝাইয়াছেন। ব্যাপকত্ব বুঝাইবার জন্যই এই 'যাবৎ' পদপ্রযুক্ত হইয়াছে। এস্থলে 'যাবৎ' পদ না দিলে স্বাশ্রয়রূপে প্রতীয়মান যৎকিঞ্চিৎনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতি-যোগিত্বই মিথ্যাত্ব হইত। আর তাহাতে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। এই দোষবারণের জন্য পরিভাষামধ্যে 'যাবৎ' পদ গ্রহণ করা হইয়াছে। আর এস্থলে "এব"কার দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে ঘটাদির আশ্রয়-রূপে প্রতীতির বিশেষ্যতা যে যে স্থানে আছে, সেই সেই স্থানে ঘটাদির অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইলে আর পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধসাধনতা দোষের সম্ভাবনা থাকিবে না।১

২। এই চতুর্থ লক্ষণটী এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইলে প্রতি-পন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিত্বই—মিথ্যাত্ব এই দ্বিতীয় লক্ষণেরই পুনরুক্তি হইয়া পড়ে। সেই দ্বিতীয় লক্ষণেও প্রতিপন্ন পদের অর্থ—স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্য—এইরূপই বলা হইয়াছে। এজন্য বিশেষ্যবিশেষণভাব পরিবর্ত্তন করিয়া এই চতুর্থ লক্ষণের পুনরুক্তি দোষ পরিহার করিবার জন্য বলিতেছেন—**তৎ চ** ইত্যাদি। স্বাশ্রয়-রূপে প্রতীয়মানত্বের ব্যাপকীভূত যে অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা পুনরুক্তিদোষ পরিহার করিবার জন্য বিশেষ্য অংশকে বিশেষণরূপে ও বিশেষণাংশকে বিশেষ্য-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে "স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব

প্রতীয়মানত্বম্" এইরূপ হইবে। অর্থাৎ যে, স্বীয় অত্যন্তাভাবের অধিকরণেই প্রতীয়মান হয়, তাহা মিথ্যা—এইরূপ হইবে। স্বাত্যন্তাভাববত্ত্বের ব্যাপ্যপ্রতীয়মানত্ব অর্থাৎ স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যত্ব। অর্থাৎ যে যে স্থলে স্বপ্রকারক প্রতীতির বিশেষ্যতা থাকিবে, সেই সেই স্থলেই স্বএর অত্যন্তাভাব থাকিবে। ইহাই এই চতুর্থ লক্ষণের নিষ্কৃষ্ট অর্থ।

"বহ্নিমত্যেব ধূমঃ" এইরূপ প্রতীতিতে এব-কারদ্বারা বহ্নিমত্ত্বের ব্যাপ্যত্ব যেমন ধূমে লব্ধ হয়, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও এব-কারদ্বারা স্বাত্যন্তাভাববত্ত্বের ব্যাপ্যত্ব প্রতীয়মানত্বে লব্ধ হইবে। স্বাত্যন্তাভাববত্ত্বের ব্যাপ্য যে প্রতীয়মানত্ব তাহাই মিথ্যাত্ব। "স্ব"পদের অর্থ—মিথ্যাত্বে অভিমত বস্তু এবং প্রতীয়মানত্বপদের অর্থ—স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যত্ব। দ্বিতীয় লক্ষণে স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যতার ব্যাপকীভূত যে অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এইরূপ ছিল। সুতরাং দ্বিতীয়লক্ষণে প্রতীতিবিশেষ্যত্ব বিশেষণ ছিল, আর এই চতুর্থলক্ষণে প্রতীতিবিশেষ্যত্বই বিশেষ্য হইল। ইহাই এস্থলে বিশেষ্য বিশেষণভাবের পরিবর্তন। এই পরিবর্তনদ্বারা পুনরুক্তিদোষ পরিহৃত হইল। এইরূপে পুনরুক্তি পরিহার করা হইয়াছে বলিয়া মূলকার বলিতেছেন—**অতঃ পূর্ব্ববৈলক্ষণ্যম্** ইতি। অর্থাৎ এইহেতু দ্বিতীয়লক্ষণ হইতে এই চতুর্থলক্ষণের বৈলক্ষণ্যও থাকিল।

প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—এইরূপ দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী দোষ দেখাইয়াছিলেন যে, ত্রৈকালিকনিষেধটী তাত্ত্বিক হইলে অদ্বৈতহানি হয়, এবং প্রাতিভাসিক হইলে সিদ্ধসাধন দোষ হয়, আর ব্যাবহারিক হইলে সেই ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী প্রপঞ্চ প্রাতিভাসিক নহে বলিয়া পারমার্থিকই হইয়া পড়ে, ইত্যাদি। এক্ষণে এই সমস্ত দোষও এই চতুর্থ মিথ্যাত্বলক্ষণে দেখান যাইতে পারে। এজন্য ঐ সমস্ত দোষ নিরাস করিবার

জন্য দ্বিতীয়লক্ষণে যে সমস্ত পরিহার বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত পরিহার এস্থলেও করিতে হইবে। আর তাহাই বলিতেছেন—**দূষণপরিহারঃ পূর্ব্ববৎ** ইতি। অর্থাৎ দ্বিতীয় লক্ষণে যেরূপে দোষ সকলের পরিহার করা হইয়াছিল, এস্থলেও সেইরূপ করিতে হইবে।

এখন যদি এরূপ আপত্তি করা যায় যে, সংযোগাদি সম্বন্ধে ঘটাদির অত্যন্তাভাববিশিষ্ট কপালাদিতে সমবায়সম্বন্ধে ঘট প্রতীয়মান হয় বলিয়া স্বীয় অত্যন্তাভাবাধিকরণে "স্ব"এর প্রতীয়মানত্ব আছে, আর তাহাতে ঘটাদির মিথ্যাত্ব ব্যবহার হউক। প্রতিযোগীর অধিকরণেও অন্য সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অত্যন্তাভাব থাকেই, ইত্যাদি; তাহা কিন্তু অসঙ্গত। কারণ, যে সম্বন্ধে যাহার অত্যন্তাভাব যেস্থলে থাকে, সেই সম্বন্ধে তাহার সেই স্থলে প্রতীয়মানত্বই মিথ্যাত্ব—এইরূপ বলিতে হইবে বলিয়া আর পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না—ইহাও দ্বিতীয় লক্ষণেই বলা হইয়াছে। এই সমস্ত দোষ ও তাহার পরিহার এই চতুর্থ লক্ষণেও বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় লক্ষণে বলা হইয়াছে যে, যে সম্বন্ধে যদবচ্ছেদে যদ্রূপে যেস্থলে যাহার অধিকরণতাপ্রতীতি হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে সেইরূপে সেই অধিকরণে যে অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব।২

৩। পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দোষের পরিহার করিবার জন্য প্রতিযোগী ও তাহার অভাবের সম্বন্ধ বিবক্ষা করিতে হইবে এবং দেশাদির অবচ্ছেদকেরও ঐক্যও বিবক্ষা করিতে হইবে। এইরূপে সম্বন্ধ ও দেশাদির অবচ্ছেদকের ঐক্য বিবক্ষা করিলে এইরূপ মিথ্যাত্বানুমানে বাধদোষ হইবে। মিথ্যাত্বগ্রাহক শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ অপেক্ষা, অত্যন্তাভাবের স্বপ্রতিযোগীর সহিত বিরোধগ্রাহক লৌকিকপ্রমাণেরই প্রাবল্য—এইরূপ মনে করিয়া পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন—**ন চ সংযোগিনি** ইত্যাদি। "সংযোগিনি" অর্থ—ঘটসংযোগী দেশে

ভূতলাদিতে। "তদত্যন্তাভাবাসম্ভবঃ" অর্থ—বাধদোষপ্রযুক্ত সংযোগ-সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাবের অনুমান অসম্ভব। যেহেতু প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাব এক অধিকরণে থাকে না। এইরূপ "সমবায়িনি" অর্থাৎ ঘটসমবায়িদেশে কপালে সমবায় সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব অনুমান করিতে গেলে পূর্ব্ববৎ বাধদোষই ঘটিবে। ঘটসংযোগী দেশ ভূতলাদিতে সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাবানুমান অসম্ভাবিত, যেহেতু তাহাতে বাধদোষ হয়। তথাপি অধিক দোষ প্রদর্শন করিবার জন্ম পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**সমবায়িনি বা** ইত্যাদি। ঘট-সমবায়ি কপালে সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকিলে, কপাল আর ঘটের উপাদান হইতে পারে না। সমবায়সম্বন্ধে যাহার অত্যন্তাভাবের অধিকরণ যে হইবে, সে তাহার উপাদান হইতে পারে না। স্বাত্যন্তা-ভাবাধিকরণতা ও স্বোপাদানত্ব বিরুদ্ধ—ইহাই দেখাইবার জন্ম পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**সম্ভবে তু** ইত্যাদি। ঘটসমবায়িদেশে কপালে সমবায়-সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকিলে **উপাদানত্বাত্তনুপপত্তিঃ**—অর্থাৎ কপালের ঘটোপাদানত্বাদি অসম্ভব হইয়া পড়ে। সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট বস্তুও যদি ঘটের উপাদান হয়, তবে সমবায়-সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট তন্তু প্রভৃতিও ঘটের উপাদান হইতে পারিবে—এইরূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গ হয়। সুতরাং সমবায়সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট কপালে সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব সম্ভাবিত নহে বলিয়া ঘটের মিথ্যাত্বও সম্ভাবিত নহে—ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। উপাদানত্বা-দির অনুপপত্তি হয়, এস্থলে আদিপদ দিবার অভিপ্রায় এই যে, কপালাদিতে ঘটাদির প্রত্যক্ষকালে সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাবেরও প্রমাপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। আরও কথা এই যে, কপালাদি সর্ব্বদা সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অভাববৎ—এইরূপ জ্ঞানে, অপ্রমাত্বেরও অনুপপত্তি হয়। এস্থলে আদিপদদ্বারা যে দুইটী দোষ প্রদর্শিত হইল, সেই দুইটী

দোষ ঘটসংযোগী দেশে সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলেও হইয়া থাকে। কিন্তু উপাদানত্বের অনুপপত্তি হয় না। সমবায়িদেশেই সমবায়সম্বন্ধে অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলে উপাদানত্বের অনুপপত্তি হয়।

এক্ষণে সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দোষের সমাধান করিতেছেন—**কালে** ইতি। অর্থাৎ কালে যেমন কালিকসম্বন্ধে প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাব সহসম্ভাবিত হয়, সেইরূপ ঘটসংযোগী বা ঘটসমবায়ী দেশে ঘটের অত্যন্তাভাবও সম্ভাবিত হইবে। ইহাই বলিতেছেন—**দেশে অপি** ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে, ঘটাদির মিথ্যাত্বগ্রাহক "নেহ নানাস্তি" ইত্যাদি শ্রুত্যুপজীবী অনুমান প্রমাণ, অত্যন্তাভাবের স্বীয় প্রতিযোগীর সহিত বিরোধগ্রাহক প্রমাণ অপেক্ষা প্রবল। এজন্য বিরোধগ্রাহক প্রমাণকে অভিভূত করিয়া মিথ্যাত্বগ্রাহক প্রমাণ সংযোগী বা সমবায়ী দেশেও তাহার অত্যন্তাভাবের সাধক হইবে। মিথ্যাত্বের ঘটক এই অত্যন্তাভাবটী ব্যাবহারিক—এই পক্ষ অবলম্বনে এইরূপ বলা হইল। আর যদি এই অভাবটী পারমার্থিক হয়, তবে তাহা প্রতিযোগী ও অত্যন্তাভাব অসমানসত্তাক বলিয়া শুক্তিরজত ও তাহার অত্যন্তাভাবের মত একদেশে থাকিতে পারিবে।

আর যে বলা হইয়াছে—ঘটসমবায়ী দেশ কপালে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকিলে কপাল ঘটের উপাদান হইতে পারে না—ইত্যাদি, তাহা অসঙ্গত। কারণ, কপালে ঘটের প্রাগভাব আছে বলিয়া কপাল ঘটের উপাদান হইতে পারিবে।৩

৪। সিদ্ধান্তীর এইরূপ সমাধানে আপত্তি এই যে, অত্যন্তাভাব যেমন প্রতিযোগীর বিরোধী হয়, তদ্রূপ সেই প্রতিযোগীর ধ্বংসের ও প্রাগভাবেরও বিরোধী হইয়া থাকে—এজন্য অত্যন্তাভাবের অধিকরণে যেমন প্রতিযোগী থাকে না, তদ্রূপ সেই প্রতিযোগীর ধ্বংস ও প্রাগভাবও

থাকে না। সুতরাং অত্যন্তাভাবের অধিকরণে প্রতিযোগীর প্রাগভাব আছে বলিয়া উপাদানত্বের উপপত্তি কিরূপে হইবে? ইহাই পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**ন চ…বাচ্যম্** ইতি। ইহার সমাধানে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**কালে ব্যভিচারাৎ** ইত্যাদি। "কালে" অর্থ—ঘটাদির উৎপত্তির পূর্ব্বকালে ঘটাদির অত্যন্তাভাব ও ঘটাদির প্রাগভাব কালিক সম্বন্ধে থাকে, এজন্য যে সময়ে যাহার অত্যন্তাভাব থাকে, সেই সময় তাহার প্রাগভাব থাকে না—এরূপ ব্যাপ্তির ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বকালে ব্যভিচার হইয়া থাকে। আর এই ব্যভিচারই সিদ্ধান্তী "ব্যভিচারাৎ" এই বাক্যের দ্বারা দেখাইয়াছেন।৪

৫। কালে কালিক বিশেষণতাসম্বন্ধে প্রাগভাব ও অত্যন্তাভাবের সামানাধিকরণ্য থাকিলেও তাহা প্রকৃত মিথ্যাত্বের অনুপযোগী। দৈশিক বিশেষণতাসম্বন্ধে প্রাগভাব ও অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ্য প্রকৃত মিথ্যাত্বের উপযোগী। কিন্তু তাদৃশ সমানাধিকরণ্যে কোন প্রমাণ নাই। এজন্য মিথ্যাত্ব সিদ্ধই হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন—**ন চ কালে** ইতি। অত্যন্তাভাব যেমন স্বপ্রতিযোগীর বিরোধী হয়, সেইরূপ স্বপ্রতিযোগীর ধ্বংস ও প্রাগভাবেরও বিরোধী হইয়া থাকে। এজন্য ঘটের অত্যন্তাভাবাধিকরণে ঘটের প্রাগভাবের থাকিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। "ইদানীং ঘটের প্রাগভাব আছে" এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতিকালে "ইদানীং ঘটের অত্যন্তাভাব আছে" এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতি হয় বলিয়া ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বকালে কালিক বিশেষণতাসম্বন্ধে ঘটপ্রাগভাব ও ঘটাত্যন্তাভাবের সামানাধিকরণ্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কালে পূর্ব্বোক্তরূপ সামানাধিকরণ্য স্বীকার করিতে হইলেও দেশে উক্তরূপ সামানাধিকরণ্য স্বীকার করিবার কোন প্রমাণ নাই। ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষিগণের অভিপ্রায়।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—**মিথ্যাত্বানুমিতেঃ** ইত্যাদি। ঘটাদির

প্রাগভাবাধিকরণ কপালাদিতে ঘটাদির অত্যন্তাভাবগ্রাহক এই মিথ্যাত্ব অনুমানই প্রমাণ। যদি বলা যায়—কপালাদিতে ঘটাদির প্রত্যক্ষই প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া কপালাদিতে ঘটাদির অত্যন্তাভাবগ্রাহক মিথ্যাত্বানুমিতির উদয়ই হইবে না, এবং কপালাদিতে ঘটাদির অত্যন্তা-ভাবের অভাবগ্রাহক ঘটাদিলিঙ্গক অনুমান প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া কপালাদিতে ঘটাদির অত্যন্তাভাবগ্রাহক মিথ্যাত্বানুমিতির উদয় হইবে না—এইরূপ আশঙ্কাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**শ্রুত্যাদেশ্চ** ইত্যাদি। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বগ্রাহক "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিই ঘটাদির অধিকরণে ঘটাদির অত্যন্তাভাবের গ্রাহক হয় বলিয়া ঘটাদিপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বে প্রমাণ হইয়া থাকে।

এই মিথ্যাত্বানুমানদ্বারা এবং প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বগ্রাহক "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ঘটাদির উপাদান কপালাদিতে ঘটাদির অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইলে কপালাদি আর ঘটাদির উপাদান হইতে পারে না—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তির পরিহারও "শ্রুত্যাদেশ্চ" এই "আদি" পদদ্বারা সূচিত হইয়াছে। এই পরিহারের অভিপ্রায় এই যে, অনাদি ভ্রমসংস্কারপ্রযুক্ত সদ্রূপ ব্রহ্মে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘটাদির অধ্যাস এবং ঘটাদিতে সদ্রূপ ব্রহ্মের অধ্যাস হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যোন্যাধ্যাস সিদ্ধান্তিগণের অভিপ্রেত। সদ্‌ব্রহ্ম যেরূপ ঘটাদিতে আরোপিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মধর্ম্ম সত্ত্বও ঘটাদিতে আরোপিত হইয়া "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদিরূপ ভ্রমাত্মক প্রতীতি হইয়া থাকে। আর "সন্ ঘটঃ" এইরূপ মিথ্যাপ্রতীতি ঘটের মিথ্যাত্বগ্রহে প্রতিবন্ধক। এজন্য "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ-কালে চক্ষুরাদিদ্বারা ঘটাভাবাদির প্রত্যক্ষ হয় না। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব-গ্রাহক শ্রুত্যাদি প্রমাণদ্বারা উক্ত পরস্পরারোপের উপমর্দ্দন ঘটিলে ঘটা-ভাবাদির প্রত্যক্ষও হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঘটাদির মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষ হয়। আদিপদদ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে।

সমস্ত প্রমাণ হইতে শ্রুতিই বলবতী এবং শ্রুত্যনুসারী অনুমানও সম্ভাবিতদোষপ্রত্যক্ষ হইতে এবং তাদৃশ প্রত্যক্ষোপজীবী অনুমানাদি হইতে প্রবল। প্রবলতর প্রমাণদ্বারা প্রাগভাবের অধিকরণেও অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই মিথ্যাত্বঘটক অত্যন্তাভাব কেবলান্বয়ী, আর তাহা প্রাগভাবের অধিকরণে যেরূপে থাকে, তাহা দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে বলা হইয়াছে।৫

৬। এইরূপে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি প্রপঞ্চমিথ্যাত্বগ্রাহক শ্রুতিদ্বারা অনুগৃহীত প্রপঞ্চমিথ্যাত্বসাধক অনুমানদ্বারা সমানসত্তাক ভাবাভাবের বিরোধ উপমর্দ্দনপূর্ব্বক প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে—ইহা সূচিত হইয়াছে। আর সমানসত্তাক ভাবাভাবের বিরোধ স্বীকার করিলেও প্রতিযোগিবিষমসত্তাক অভাবঘটিত মিথ্যাত্ব কেবল অনুমানদ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে। ইহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন —**বিষমসত্তাকয়োঃ** ইত্যাদি। মিথ্যাত্বে অভিমত প্রতিযোগী হইতে অধিকসত্তাক প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—ইহা দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে উপপাদিত হইয়াছে।৬

টীকা।

১। চিৎসুখাচার্য্যসম্মতং মিথ্যাত্বলক্ষণম্ অবতারয়তি—**স্বাশ্রয়**-ইতি। অত্র স্বপদং যত্র মিথ্যাত্বং সাধ্যং তৎপরম্। **স্বাশ্রয়নিষ্ঠঃ**—স্বাশ্রয়ত্বেন প্রতীয়মাননিষ্ঠঃ যঃ স্বস্য অত্যন্তাভাবঃ তৎপ্রতিযোগিত্বং স্বস্য মিথ্যাত্বম্। তার্কিকাদিমতে স্বাশ্রয়ে স্বস্য অত্যন্তাভাবাসম্ভবাৎ স্বাশ্রয়-শব্দঃ স্বাশ্রয়ত্বেন প্রতীয়মানপরঃ ব্যাখ্যেয়ঃ। পরিভাষাকৃদ্ভিরপি "অভিমতপদম্" তার্কিকাদিমতে অসম্ভববারণায় ইতি উক্তম্। সিদ্ধান্তে মিথ্যাত্বঘটকাত্যন্তাভাবস্য কেবলান্বয়িতয়া স্বাশ্রয়নিষ্ঠঃ স্বস্য অত্যন্তাভাবঃ ন বিরুদ্ধঃ; "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"-ইত্যাদি প্রপঞ্চমিথ্যাত্বগ্রাহকশ্রুতেঃ প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণাপেক্ষয়া প্রাবল্যাৎ। মিথ্যাত্বঘটকাত্যন্তাভাবস্য

ব্যাবহারিকত্বমতেন ইদম্। অভাবস্য পারমার্থিকত্বপক্ষে তু ব্যাবহারিক-প্রপঞ্চাধিকরণে পারমার্থিকাত্যন্তাভাবসত্ত্বে বিরোধশঙ্কা এব ন উদেতি ইতি দ্বিতীয়লক্ষণে প্রপঞ্চিতম্। প্রপঞ্চয়িষ্যতে চ অত্রাপি। তথাচ স্বাশ্রয়ত্বেন প্রতীয়মাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্। ঘটা-শ্রয়ত্বেন ভ্রমাত্মকপ্রতীতিবিশেষ্যেঽপি পটাদৌ ঘটাত্যন্তাভাবস্য সিদ্ধত্বাৎ সিদ্ধসাধনম্; অতঃ তন্নিবারণায় স্বাশ্রয়ত্বেন প্রতীতিবিশেষ্যতায়াঃ ব্যাপকী-ভূতঃ যঃ অত্যন্তাভাবঃ তৎপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বং বক্তব্যম্।১

২। এবং চ সতি প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্ ইতি দ্বিতীয়লক্ষণেন সহ এতস্য পৌনরুক্ত্যম্; তত্রাপি প্রতিপন্নপদস্য স্বপ্রকারকধীবিশেষ্যপরত্বাৎ, অতঃ বিশেষ্যবিশেষণভাবব্যত্যাসেন পৌন-রুক্ত্যং পরিহরন্ আহ—**তৎ চ** ইতি। স্বাশ্রয়ত্বেন প্রতীয়মানত্ব-ব্যাপকীভূতাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং চ **স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বম্**, এতদেব পরিভাষাকৃদ্ভিরপি যাবৎপদেন উক্তম্। স্বাত্যন্তাভাববত্ত্বব্যাপ্যং স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যত্বম্ ইত্যর্থঃ। অত্র এবকারেণ বহ্নিমত্যেব ধূমঃ ইতিবৎ স্বাত্যন্তাভাববত্ত্বব্যাপ্যত্বং প্রতীয়-মানত্বে লভ্যতে। তাদৃশপ্রতীতিবিশেষ্যত্বমেব মিথ্যাত্বম্। দ্বিতীয়-লক্ষণং তু স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যত্বব্যাপকীভূতাত্যন্তাভাবপ্রতি-যোগিত্বং মিথ্যাত্বম্। দ্বিতীয়লক্ষণে প্রতীতিবিশেষ্যত্বং বিশেষণম্, অত্র প্রতীতিবিশেষ্যত্বং বিশেষ্যম্—ইতি বিশেষ্যবিশেষণভাবব্যত্যাসঃ। অতঃ আহ মূলকারঃ—**অতঃ পূর্ব্ববৈলক্ষণ্যম্ ইতি** দ্বিতীয়লক্ষণতঃ চতুর্থ-লক্ষণস্য বৈলক্ষণ্যম্ ইতি। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্বং মিথ্যাত্বম্ ইতি দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণে ত্রৈকালিকনিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বে অদ্বৈতহানিঃ, প্রাতিভাসিকত্বে সিদ্ধসাধনম্, ব্যাবহারিকত্বে তাদৃশাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনঃ অপ্রাতিভাসিকস্য প্রপঞ্চস্য পার-মার্থিকত্বাপত্তিঃ—ইত্যাদি যানি দূষণানি পূর্ব্বপক্ষিভিঃ উদ্ভাবিতানি তানি

অত্রাপি অত্যন্তাভাবস্য তাত্ত্বিকত্বাদিপক্ষে যোজয়িতুং শক্যতে। অতঃ তদ্দূষণনিরাসায় দ্বিতীয়লক্ষণোক্তদূষণপরিহারপ্রকারঃ ইহ স্মার্যতে—**দূষণপরিহারঃ পূর্ব্ববৎ** ইতি।

ন চ সংযোগাদিসম্বন্ধেন ঘটাত্যন্তাভাববতি কপালাদৌ সমবায়েন ঘটস্য প্রতীয়মানত্বাৎ স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে স্বস্য প্রতীয়মানত্বম্ আদায় ঘটাদীনাং মিথ্যাত্বব্যবহারঃ স্যাৎ, প্রতিযোগিমত্যপি দেশে সম্বন্ধান্তরেণ প্রতিযোগ্যভাবস্য সত্ত্বাৎ ইতি বাচ্যম্। যেন সম্বন্ধেন যস্য অভাবঃ যত্র বর্ত্ততে, তত্র তেন সম্বন্ধেন তস্য প্রতীয়মানত্বং মিথ্যাত্বম্ ইতি বিবক্ষয়া পূর্ব্বোক্তদোষাসম্ভবাৎ। দ্বিতীয়লক্ষণে হি যেন সম্বন্ধবিশেষেণ যেন চ অবচ্ছেদকবিশেষেণ যদধিকরণতাপ্রতীতিঃ যত্র ভবিতুম্ অর্হতি তেনৈব সম্বন্ধবিশেষেণ তেনৈব চ অবচ্ছেদকবিশেষেণ তদধিকরণকাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বং তস্য মিথ্যাত্বম্ ইতি উক্তম্। তদ্বৎ ইহাপি সম্বন্ধবিশেষাব-চ্ছেদকবিশেষৌ অনুসন্ধাতব্যৌ। তেন নাত্র ক্ষুদ্রোপদ্রবানাম্ অবসরঃ।২

৩। দূষণপরিহারায় প্রতিযোগ্যভাবয়োঃ সম্বন্ধাদিবিবক্ষায়াং দেশাদ্যবচ্ছেদৈক্যবিবক্ষায়াং চ তাদৃশমিথ্যাত্বানুমানে বাধঃ স্যাৎ মিথ্যাত্বগ্রাহকশ্রুত্যাদিপ্রমাণাপেক্ষয়া অত্যন্তাভাবস্য স্বপ্রতিযোগি-বিরোধগ্রাহকলৌকিকপ্রমাণস্য প্রাবল্যাৎ ইত্যভিমানেন পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কতে —**ন চ সংযোগিনি** ইতি। সংযোগিনি—ঘটসংযোগিনি দেশে, তদ-ত্যন্তাভাবাসম্ভবঃ—সংযোগসম্বন্ধেন ঘটাত্যন্তাভাবানুমানে বাধঃ স্যাৎ প্রতিযোগ্যভাবয়োঃ বিরোধাৎ। এবং ঘটসমবায়িনি দেশে সমবায়েন ঘটাত্যন্তাভাবানুমানে পূর্ব্ববৎ বাধঃ স্যাৎ। ঘটসংযোগিনি দেশে সংযোগেন ঘটাত্যন্তাভাবানুমানে দোষস্য সম্ভবেঽপি অধিকং দোষং প্রদর্শয়িতুম্ আহ—**সমবায়িনি বা** ইতি। ঘটসমবায়িনি কপালে সম-বায়েন ঘটস্য অত্যন্তাভাবসত্ত্বে কপালস্য ঘটোপাদানত্বানুপপত্তিঃ ইতি ভাবঃ। সমবায়সম্বন্ধেন স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণস্য স্বোপাদানত্বং বিরুদ্ধম্

ইত্যাহ—**সম্ভবে তু** ইতি। "সম্ভবে তু" ঘটসমবায়িনি দেশে সমবায়েন ঘটাত্যন্তাভাবসত্ত্বে তু **উপাদানত্বাদ্যনুপপত্তিঃ**—ঘটাত্যন্তাভাববতঃ ঘটোপাদানত্বে ঘটাত্যন্তাভাববতাং তন্ত্বাদীনামপি ঘটোপাদানত্ব-প্রসঙ্গাৎ। এবং চ সমবায়েন ঘটবতি কপালে সমবায়েন ঘটাত্যন্তাভাবস্য অসম্ভবাৎ ন ঘটাদেঃ মিথ্যাত্বম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষিণাম্ আশয়ঃ। উপাদান-ত্বাদ্যনুপপত্তিঃ ইত্যত্র "আদি"পদেন কপালাদৌ ঘটাদিপ্রত্যক্ষকালে সমবায়েন ঘটাভাবাদেঃ কপালাদৌ অপ্রত্যক্ষত্বানুপপত্তিঃ, কপালাদিকং সর্ব্বদা সমবায়েন ঘটাদ্যভাববৎ ইত্যাদিজ্ঞানে অপ্রমাত্বব্যবহারানু-পপত্তিশ্চ সংগৃহীতা। সিদ্ধান্তী সমাধত্তে—**কালে** ইতি। কালে কালিকসম্বন্ধেন প্রতিযোগিতদত্যন্তাভাবয়োঃ সহসত্ত্ববৎ সংযোগিনি সমবায়িনি বা দেশে তদত্যন্তাভাবোঽপি সম্ভবতি ইত্যাহ—**দেশেঽপি সহসত্ত্বাবিরোধাৎ** ইতি। অত্যন্তাভাবস্য স্বপ্রতিযোগিবিরোধ-গ্রাহকপ্রমাণাপেক্ষয়া মিথ্যাত্বগ্রাহকপ্রমাণস্য প্রাবল্যাৎ, প্রতিযোগিতদ-ত্যন্তাভাবয়োঃ অসমানসত্তাকতয়া রজতত্তদত্যন্তাভাববৎ একস্মিন্ দেশেঽপি সহসত্ত্বাবিরোধাৎ চ।

ন চ ঘটসমবায়িনি দেশে কপালে ঘটাত্যন্তাভাবসত্ত্বে কপালস্য ঘটো-পাদানত্বানুপপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্; কপালে ঘটপ্রাগভাবসত্ত্বেন ঘটো-পাদানত্বসম্ভবাৎ। প্রতিযোগিগ্রাহকপ্রত্যক্ষাদিতঃ তদত্যন্তাভাবগ্রাহক-শ্রুত্যাদিমানস্য প্রাবল্যাৎ ইতি তু তত্ত্বম্।৩

৪। ন চ তৎপ্রতিযোগিকাত্যন্তাভাবঃ যথা প্রতিযোগিবিরোধী তথা তৎপ্রতিযোগিকধ্বংসপ্রাগভাবয়োরপি বিরোধী। তথাচ কথং তৎপ্রতিযোগিকাত্যন্তাভাবাধিকরণে তৎপ্রতিযোগিকপ্রাগভাবঃ ইত্যাহ পূর্ব্বপক্ষী—**ন চ** ইত্যাদি। সিদ্ধান্তী সমাধত্তে—**কালে ব্যভিচারাৎ** ইতি। কালে—ঘটোৎপত্তিপূর্ব্বকালে, ঘটাত্যন্তাভাবঘটপ্রাগভাবয়োঃ কালিকসম্বন্ধেন সত্ত্বাৎ। যদা যত্র যস্য অত্যন্তাভাবঃ তদা তত্র তস্য ন

প্রাগভাবঃ ইতি ব্যাপ্তেঃ ঘটোৎপত্তিপ্রাক্কালে ব্যভিচারাৎ। "ঘটো ভবিষ্যতি" ইতি প্রত্যক্ষপ্রতীতিকালে "ঘটো নাস্তি" ইতি প্রত্যক্ষ-প্রতীতিবলাৎ কালিকসম্বন্ধেন ঘটপ্রাগভাবতদাত্যন্তাভাবয়োঃ সমানাধি-করণ্যম্ ইষ্টম্।৪

৫। কালে কালিকবিশেষণতয়া প্রাগভাবাত্যন্তাভাবয়োঃ সামানাধি-করণ্যং প্রকৃতমিথ্যাত্বানুপযোগিতয়া সিদ্ধমপি দৈশিকবিশেষণতয়া তদু-ভয়সামানাধিকরণ্যে প্রমাণাভাবাৎ ন মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কতে—**ন চ কালে** ইতি। অত্যন্তাভাবঃ যথা প্রতিযোগিবিরোধী তথা ধ্বংসপ্রাগভাবয়োরপি বিরোধী ইতি ঘটপ্রাগভাবাধিকরণে কপালে ঘটাত্যন্তাভাবসত্ত্বে ন কিঞ্চিদপি প্রমাণম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষিণাম্ আশয়ঃ। অস্ত্যেব প্রমাণং ইতি প্রদর্শয়িতুং সিদ্ধান্তী স্বসিদ্ধান্তম্ আহ—**মিথ্যা-ত্বানুমিতেঃ** ইতি। তৎপ্রাগভাবাধিকরণে কপালে তদত্যন্তাভাব-গ্রাহকমিথ্যাত্বানুমিতেঃ মিথ্যাত্বানুমানস্য প্রমাণত্বাৎ।

ননু কপালাদৌ ঘটাদিপ্রত্যক্ষেণ, কপালাদৌ ঘটাদ্যভাবাভাবগ্রাহক-ঘটাদিলিঙ্গকানুমানেন চ প্রতিবন্ধাৎ কথং কপালাদৌ ঘটাদ্যত্যন্তা-ভাবগ্রাহকমিথ্যাত্বানুমিতেঃ উদয়ঃ? ইত্যতঃ আহ—**শ্রুত্যাদেশ্চ** ইতি। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিপ্রপঞ্চমাত্রমিথ্যাত্বগ্রাহকশ্রুতেশ্চ প্রমাণত্বাৎ। মিথ্যাত্বানুমানেন "নেহ নানাস্তি" ইত্যাদি শ্রুত্যা চ কপালাদৌ ঘটাদেঃ অত্যন্তাভাবসিদ্ধৌ কপালাদেঃ ঘটাদ্যুপাদানত্বানুপপত্তেঃ পরিহারোঽপি শ্রুত্যাদি ইতি আদিপদেন সূচিতঃ। অয়ং ভাবঃ— অনাদিভ্রমসংস্কারেণ সদ্রূপে ব্রহ্মণি তাদাত্ম্যেন ঘটাদেঃ অধ্যাসঃ, ঘটাদৌ অপি তাদাত্ম্যেন সদ্রূপস্য ব্রহ্মণঃ অধ্যাসঃ অন্যোন্যাধ্যাসাভ্যুপগমাৎ ব্রহ্ম-ধর্ম্মসত্ত্বস্যাপি ঘটাদৌ আরোপেণ "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি ভ্রমাত্মিকা প্রতীতিঃ জায়মানা ঘটমিথ্যাত্বগ্রহে প্রতিবন্ধিকা ইতি ন "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষকালে চক্ষুরাদিনা ঘটাভাবাদেঃ প্রত্যক্ষম্। মিথ্যাত্বগ্রাহক-

শ্রুত্যাদিনা উক্তপরম্পরাধ্যাসোপমর্দ্দে তু ঘটাভাবাদেঃ প্রত্যক্ষমপি ইতি আদিপদোপাদানস্য অভিপ্রায়ঃ। সর্ব্বেভ্যঃ প্রমাণেভ্যঃ বলীয়স্যাঃ শ্রুতেঃ তদনুসারিণঃ অনুমানস্য চ সম্ভাবিতদোষপ্রত্যক্ষাৎ তদুপজীব্যনুমানাদিভ্যশ্চ প্রাবল্যাৎ। প্রবলতরমানেন প্রাগভাবাধিকরণেঽপি অত্যন্তাভাবঃ সিদ্ধ্যতি। বিরোধগ্রাহকমানানাং শ্রুতিতদুপজীব্যনুমানাপেক্ষয়া যথা দৌর্ব্বল্যং তথা মিথ্যাত্বানুমানবাধোদ্ধারপ্রকরণে প্রপঞ্চয়িষ্যতে। মিথ্যাত্বঘটকাত্যন্তাভাবস্য কেবলান্বয়িত্বেন প্রাগভাবাধিকরণেঽপি অত্যন্তাভাবঃ যথা বর্ত্ততে তদুক্তং দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণবিবরণে।৫

৬। তদেবং "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিপ্রপঞ্চমিথ্যাত্বগ্রাহকশ্রুত্যনুগৃহীতেন প্রপঞ্চমিথ্যাত্বসাধকানুমানেন সমানসত্তাকভাবাভাবয়োঃ বিরোধম্ উপমৃদ্যৈব প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বং সাধয়িতুং শক্যতে ইতি স্থাচতম্; শ্রুত্যনুগ্রহম্ অন্তরেণাপি কেবলমিথ্যাত্বানুমানেন সমানসত্তাকভাবাভাবয়োঃ বিরোধম্ অভ্যুপগম্যাপি প্রতিযোগিবিষমসত্তাকাভাবঘটিতং মিথ্যাত্বং প্রপঞ্চে সাধয়িতুং শক্যতে ইতি সূচয়িতুম্ আহ—**বিষমসত্তাকয়োঃ** ইতি। মিথ্যাত্বাভিমতপ্রতিযোগিনঃ অধিকসত্তাকস্য প্রতিযোগিসমানাধিকরণস্য অত্যন্তাভাবস্য প্রতিযোগিত্বরূপং মিথ্যাত্বং দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণে উপপাদিতম্।৬

তাৎপর্য্য।

চতুর্থ লক্ষণের প্রতিপদের অর্থ নিরূপণ।

স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, ইহাই চতুর্থ মিথ্যাত্বলক্ষণ। মিথ্যাত্বে অভিমত শুক্তিরজতাদি বস্তু স্বপদের অর্থ। শুক্তিরজতাদির আশ্রয় যে শুক্তি, তাহাতে যে অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই শুক্তিরজতের মিথ্যাত্ব। শুক্তিতে শুক্তিরজতের অত্যন্তাভাব আছে বলিয়া শুক্তিরজত স্বাশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়াছে।

প্রমাণরূপে চিৎসুখাচার্য্যের বাক্য।

এই মিথ্যাত্বলক্ষণটী চিৎসুখাচার্য্যের সম্মত। তিনি মিথ্যাত্বের লক্ষণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

সর্ব্বেষামপি ভাবানাং স্বাশ্রয়ত্বেন সম্মতে।
প্রতিযোগিত্বমত্যন্তাভাবং প্রতি মৃষাত্মতা ॥

ইহার অর্থ—সমস্ত দৃশ্য বস্তুর মৃষাত্মতা অর্থাৎ মিথ্যাত্ব বলিতে মিথ্যাবস্তুর আশ্রয়ত্বরূপে সম্মত যে অধিকরণ তাহাতে যে অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বকে বুঝায়। এই মিথ্যাত্বই নিত্য অবিদ্যমানত্ব। পটাদি ভাববস্তুর স্বাশ্রয়ত্বে সম্মত যে তন্তু প্রভৃতি, সেই তন্তু প্রভৃতিতে যে পটাদির অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই পটাদির মিথ্যাত্ব।

তন্তুতে পটের অত্যন্তাভাব থাকিলেও মিথ্যাত্বে আপত্তি।

যদি বল—তন্তু প্রভৃতিতে পটাদি ভাববস্তুর অত্যন্তাভাব থাকিলেও পটাদির মিথ্যাত্বসিদ্ধ হইল কিরূপে? তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—পট যদি তন্তুতে না থাকিল, তবে অন্য কোথাও কি থাকিবে? অথবা স্বতন্ত্র হইয়া তার্কিকগণের আকাশাদির মত অবস্থিত থাকিবে?

উক্ত আপত্তির খণ্ডন।

প্রথম পক্ষ অসঙ্গত। কারণ, পট স্বীয় উপাদান তন্তুতে থাকিয়া অন্য কোন উপাদানে অবস্থিত হইবে, ইহা নিষ্প্রমাণক। তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। কার্য্যবস্তু স্বীয় উপাদানে না থাকিয়া অন্যত্র থাকিবে, ইহা সম্ভাবিতই হয় না।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। কারণ, পটাদিবস্তু আত্মার মত অনাশ্রিত হইতে পারে না। যেহেতু কার্য্য ভাববস্তু মাত্র স্বীয় সমবায়িকারণে আশ্রিত হইয়া থাকে। ইহাই তার্কিকগণের অভিপ্রায়। সামান্যাদিবস্তু কার্য্য না হইয়াও ধর্ম্মত্বপ্রযুক্তই স্বীয় ধর্ম্মীতে আশ্রিত হইয়া

থাকে, ইহাও তার্কিকগণের অভিমত। সুতরাং পটাদি দ্রব্য অনাশ্রিত —এরূপ হইতে পারে না। এজন্য পটাদিবস্তুকে আশ্রিত বলিতে হইবে। আর আশ্রিত বস্তুর আশ্রয়াতিরিক্ত অন্যদেশে স্থিতির সম্ভাবনাই নাই। আর যে আশ্রয়দেশে, আশ্রিত বস্তুর প্রাপ্তি ছিল, সেস্থলেও যদি তাহার অত্যন্তাভাব থাকিল, অর্থাৎ আশ্রিতবস্তুর অসত্ত্ব হইল, তবে বাধ্য হইয়া তাহার মিথ্যাত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব নিত্য অবিদ্যমানত্বই মিথ্যাত্ব।

পরমাণু ও আকাশাদির মিথ্যাত্বে আপত্তি।

যদি পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করেন যে, আশ্রিত ঘটপটাদিবস্তুর এইরূপে মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলেও অনাশ্রিত পরমাণু ও আকাশাদি বস্তুর আশ্রয় সম্ভাবিতই নহে। আর সেই পরমাণু প্রভৃতিতে স্বাশ্রয়ত্বঘটিত মিথ্যাত্ব-লক্ষণ যাইবে না। অথচ সিদ্ধান্তী পরমাণু ও আকাশাদিকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করেন। এজন্য লক্ষ্যে লক্ষণের অগমনজন্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে।

উক্ত আপত্তির খণ্ডন।

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদে বিয়দধিকরণাদিতে প্রদর্শিত ন্যায়ানুসারে আকাশাদিরও কার্য্যত্ব আছে—দেখা যায়। ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমগ্রপ্রপঞ্চই কার্য্য, এবং কার্য্য বলিয়া কারণাশ্রিত। রজতাদি যেমন শুক্তিতে আশ্রিত, সেইরূপ ব্যবহারদশাতে সমগ্রপ্রপঞ্চই ব্রহ্মাশ্রিত। এই যে কার্য্যতা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ কল্পিতত্ব। আর তাহাতে অনাদি অবিদ্যাদিকেও কার্য্য বলা যাইতে পারে। যেহেতু তাহাও কল্পিত।

এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ।

এইরূপে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষও নাই; কারণ, পূর্ব্বপক্ষিগণ বলিতে পারেন যে, ব্রহ্ম সন্মাত্র, আর তাহাও পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাস-

প্রযুক্ত ঘটপটাদিতে আশ্রিত। সুতরাং সন্মাত্রের আশ্রয় ঘটপটাদিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব সন্মাত্রে আছে—এইরূপ সমর্থন করা যাইতে পারে বলিয়া মিথ্যাত্বলক্ষণ সত্য সন্মাত্র ব্রহ্মেও যাইতেছে, আর তজ্জন্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তিই হইতেছে, ইত্যাদি। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষিগণের এরূপ আশঙ্কা অসঙ্গত, ব্রহ্ম সন্মাত্র ইহা সত্য বটে, কিন্তু সেই ব্রহ্ম ঘটপটাদিতে আশ্রিত ইহা অসিদ্ধ, প্রত্যুত ঘটপটাদিই সন্মাত্র ব্রহ্মে কল্পিত। আর যে সত্তা ঘটপটাদিতে কল্পিত তাহাও মিথ্যাই বটে, সুতরাং অতিব্যাপ্তি হয় না। চিৎসুখাচার্য্য মিথ্যাত্বলক্ষণপ্রসঙ্গে যে দশটী মিথ্যাত্বের লক্ষণ পূর্ব্বপক্ষ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, এই লক্ষণটী তাহার দশম।

দ্বিতীয় লক্ষণের সহিত পুনরুক্তি বারণ।

অদ্বৈতসিদ্ধির এই চতুর্থ লক্ষণে যে স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব বলা হইল, তাহা প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া পুনরুক্তিদোষ হয়। আর এই পুনরুক্তিদোষ পরিহারের জন্য মূলকার **তৎ চ** বলিয়া এই চতুর্থ লক্ষণের যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে দ্বিতীয়লক্ষণের সহিত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যথাশ্রুত লক্ষণের বিশেষ্যবিশেষণভাব পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ **বিশেষ্যকে বিশেষণরূপে ও বিশেষণকে বিশেষ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া** দ্বিতীয় লক্ষণের সহিত এই চতুর্থ লক্ষণের পুনরুক্তি বারণ করা হইয়াছে। এই বৈলক্ষণ্য দেখাইতে যাইয়া মূলকার **স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বং** এইরূপ যে বলিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে, এই **"এব"কারটী অন্যযোগব্যবচ্ছেদার্থ নহে, কিন্তু অশেষার্থক।** অন্যযোগব্যবচ্ছেদ অর্থ করিলে অপ্রসিদ্ধি হইয়া পড়ে। এব-কার অন্যযোগব্যবচ্ছেদার্থক হইলে অর্থ এই হয় যে,

স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণভিন্নে অপ্রতীয়মানত্ব। আর তাহাতে স্বপদের অর্থ—মিথ্যাত্বে অভিমত শুক্তিরজতাদি, আর এই মিথ্যা শুক্তিরজতাদির অত্যন্তাভাব কেবলান্বয়ী বলিয়া সমস্তই শুক্তিরজতাদির অত্যন্তাভাববৎ হইবে, কিন্তু অত্যন্তাভাবদ্‌ভিন্ন কেহই হইবে না, সুতরাং অপ্রসিদ্ধি দোষ হইয়া পড়ে। এজন্ত "এব"কারের অর্থ—অশেষ। এই অশেষত্ব অর্থ—ব্যাপকত্ব। এই ব্যাপকত্বরূপ অর্থে এব-কারের প্রয়োগ অন্তত্রও আছে। যেমন **বাচ্যে এব মেয়ত্বম্‌** অর্থাৎ বাচ্যেই মেয়ত্ব থাকে। এই প্রদর্শিত স্থলে যেমন মেয়ত্ব ধর্ম্মের ব্যাপকতা বাচ্যত্বে বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও স্বাত্যন্তাভাবে প্রতীয়মানত্বের ব্যাপকতা বোধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ স্বাত্যন্তাভাবের ব্যাপ্য প্রতীয়মানত্ব হয়। প্রতীয়মানত্বের অর্থ—প্রতীতিবিশেষ্যত্ব। স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যত্বই প্রতীয়মানত্ব পদদ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। তাহাতে হইল এই যে, স্বাত্যন্তাভাবের ব্যাপ্য স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যত্বই স্বএর মিথ্যাত্ব। **ইহাই হইল চতুর্থ লক্ষণের নিকৃষ্ট অর্থ**। এরূপ হইলে আর দ্বিতীয় লক্ষণের সহিত পুনরুক্তি দোষ হয় না। আর ইহাতে পূর্ব্বপক্ষিগণ যে সমস্ত দোষের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাও নিরস্ত হইল।

অব্যাপ্যবৃত্তি সংক্রান্ত পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তির অনুবাদ।

পূর্ব্বপক্ষিগণ বলিয়াছিলেন যে, সংযোগ ও বিভাগ প্রভৃতি অব্যাপ্যবৃত্তি, আর অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া সংযোগ ও বিভাগাদি স্বীয় অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ হইয়াই থাকে, আর তাহাতে অর্থান্তরতা দোষ হয়, ইত্যাদি।

উক্ত আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য আশঙ্কা।

আর যদি সিদ্ধান্তে বলা যায়—সংযোগ ও বিভাগপ্রভৃতি স্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণ নহে, অর্থাৎ সংযোগ বিভাগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি নহে, যেহেতু ঘটে যে সংযোগ ও বিভাগ আছে, তাহা ঘটের অবয়ববিশেষেই

অবস্থিত, ঘটে নহে। যে অবয়বে সংযোগ সেই অবয়বে তাহার বিভাগ নাই। সুতরাং আর সংযোগাদি স্বীয় অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ হইল না, তজ্জন্য অর্থান্তরতা দোষও হইবে না—

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর বক্তব্য খণ্ডন।

এরূপ বলা সঙ্গত নহে। যেহেতু ঘটের সংযোগ যদি ঘটে না থাকিয়া ঘটাবয়বে থাকে—এরূপ বলা হয়, আর এইরূপ বলিয়া সংযোগ ও তাহার অভাবের বিভিন্ন অধিকরণতা সিদ্ধ করা হয়, তবে ঘটাবয়বে যে সংযোগ, তাহা ঘটাবয়বে না থাকিয়া তদবয়বে থাকিবে। আর এইরূপে সংযোগ তদবয়বে তদবয়বে থাকিতে থাকিতে অবয়ববৃত্তিপরম্পরার দ্বারা, সংযোগাদি পরমাণুতেই বিশ্রান্ত হইবে। আর তাহা হইলে সংযোগ অতীন্দ্রিয় হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বলিয়া আর সংযোগসংযোগী ইত্যাদির ব্যবহার হইতে পারিবে না। সুতরাং সিদ্ধান্তীর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যাহাতে সংযোগ, তাহাতেই তাহার অত্যন্তাভাব স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে সেই অর্থান্তরতা দোষই থাকিয়াই যাইবে। এইরূপ অব্যাপ্যবৃত্তি শব্দ ও আত্মবিশেষ গুণসমূহ লইয়াও অর্থান্তরতা দোষ অবশ্যই হইবে।

অব্যাপ্যবৃত্তি সংক্রান্ত অর্থান্তরতা খণ্ডন।

এই অর্থান্তরতা দোষের পরিহার দ্বিতীয় লক্ষণে বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। ইহাই মূলকার **দূষণপরিহারঃ পূর্ব্ববৎ** এই বাক্যে বলিয়াছেন।

পূর্ব্বপক্ষীর উদ্ভাবিত সিদ্ধসাধনতা বারণ।

আর ঘটাধিকরণ কপালাদিতে সংযোগাদি সম্বন্ধে ঘটাদির অভাব আছে বলিয়া স্বাশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বানু-মানে **সিদ্ধসাধনতাদি দোষও** হইবে না। যেহেতু দ্বিতীয় লক্ষণে যেমন বলা হইয়াছে যে, যে সম্বন্ধে যদ্বিশিষ্টরূপে যাহা প্রতীত হয়,

তাহাতে সেই সম্বন্ধে যে অভাব তাহার প্রতিযোগিত্বই তাহার মিথ্যাত্ব —এইরূপ এস্থলেও বলিতে হইবে। অতএব সিদ্ধসাধনতাদি দোষ আর হইতে পারিবে না। আর অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিকে লইয়া যে সিদ্ধসাধনতাদি দোষের সম্ভাবনা, তাহার সমাধান পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বাধদোষের শঙ্কা ও তাহার বারণ।

তাহার পর এই চতুর্থ মিথ্যাত্বলক্ষণে প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাবের অবচ্ছেদকীভূত দেশ ও কালের ঐক্যবিবক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ যে দেশে যে অবচ্ছেদে প্রতিযোগীর সত্ত্ব, সেই দেশে সেই অবচ্ছেদে তাহার অত্যন্তাভাব এইরূপ বলিতে হইবে। আরও বলিতে হইবে যে, যে সম্বন্ধে প্রতিযোগীর আশ্রয় যে হইবে, সেই সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অত্যন্তাভাব তাহাতে থাকিবে। প্রতিযোগী ও অভাবের সম্বন্ধের ঐক্যবিবক্ষা করিলে একাদশ মিথ্যাত্ব অনুমানে কিন্তু **বাধ দোষ হইয়া পড়িবে।** এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন **—ন চ সংযোগিনি সমবায়িনি বা দেশে** ইত্যাদি।

পূর্ব্বপক্ষীর অভিমত নির্দ্দেশ।

ঘটাদির সংযোগী অথবা সমবায়ী দেশে অর্থাৎ ভূতলে বা কপালাদিতে সংযোগ সম্বন্ধে, এবং সমবায় সম্বন্ধে ঘটাদির অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। ঘটসংযুক্ত ভূতলে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ঘটাত্যন্তাভাব এবং ঘটসমবায়ি কপালে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ঘটাত্যন্তাভাব সম্ভাবিত হইতে পারে না। অত্যন্তাভাবের সহিত অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগীর বিরোধ প্রমাণসিদ্ধ। ঘটাদির মিথ্যাত্ব বলিতে যাইয়া সিদ্ধান্তী যে প্রতিযোগীর সহিত তাহার অত্যন্তাভাবের সামানাধিকরণ্য, অর্থাৎ অবিরোধ বলিতেছেন, তাহা অসঙ্গত। প্রতিযোগীর সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধগ্রাহক প্রমাণ মিথ্যাত্বগ্রাহক প্রমাণ দ্বারা অভিভূত হইতে পারে না। **ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদিগণের অভিমত।**

পূর্ব্বপক্ষীর কথার পরিষ্কার।

পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থে যে "সংযোগিনি সমবায়িনি বা" বলা হইয়াছে, তাহাতে **সংযোগী দেশ বলিয়া আবার সমবায়ী দেশ বলিলেন কেন?** পূর্ব্বপক্ষী সংযোগী দেশেই ত বিরোধ দেখাইতে পারিতেন। বস্তুতঃ সংযোগী দেশে বিরোধ ত দেখাইয়াছেন, আর সমবায়ী দেশে বিরোধ প্রদর্শনের আবশ্যকতা কি? **এতদুত্তরে** বক্তব্য এই যে, ঘটসংযোগী দেশে সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব সম্ভাবিত হইতে পারে। ইহা বিরুদ্ধ নহে। এজন্য সমবায়ী দেশ পর্য্যন্ত অনুধাবন করিয়াছেন। ঘট-সংযোগী দেশে ঘটের উৎপত্তিকালে ঘটের সংযোগ উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া ঘটের উৎপত্তির পরে, যাহা ঘটসংযোগী দেশ, যথা—চক্রবেমাদি, তথায় ঘটের উৎপত্তিকালে ঘটের সংযোগ উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া ঘটোৎপত্তিকালাবচ্ছেদে সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব সেই চক্র-বেমাদিতেই সম্ভাবিত হয়। সুতরাং ঘটসংযোগী দেশে সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব বিরুদ্ধ নহে। এইজন্য মূলকার সংযোগী দেশ পরি-ত্যাগ করিয়া সমবায়ী দেশের গ্রহণ করিয়াছেন। সমবায়ী পদের অর্থ—সমবায় সম্বন্ধে নিত্যসম্বন্ধ। নিত্যযোগ অর্থে মত্বর্থীয় প্রত্যয় হইয়াছে। **এই নিত্যযোগে মত্বর্থীয় প্রত্যয় স্বীকারের ফল এই যে,** শ্যামরূপসমবায়ী ঘটাদিতে পাকবশতঃ শ্যামরূপের নাশকালে অথবা শ্যামরূপ উৎপত্তির পূর্ব্বকালে অর্থাৎ রূপাদির নাশকালে ও তাহার প্রাগভাবকালে ঘটাদিতে রূপাত্যন্তাভাব বিরুদ্ধ নহে। রূপাদি প্রতি-যোগীর সমবায়সম্বন্ধে অধিকরণ ঘটাদিতে রূপাত্যন্তাভাব অবিরুদ্ধ। এজন্য নিত্যযোগে মতুপ্ বলা হইয়াছে। ঘটাদিতে রূপ সমবায় সম্বন্ধে নিত্যযুক্ত নহে। এজন্য সমবায়ী দেশ বলিতে বুঝিতে হইবে যে, ঘটত্বাদি ধর্ম্মের ঘটাদিতে যে সমবায়, তাহা সর্ব্বকালে ঘটাদিতে আছে বলিয়া ঘটাদিতে সমবায় সম্বন্ধে ঘটত্বাত্যন্তাভাব বিরুদ্ধ। আর সেইজন্য

সমবায়সম্বন্ধে ঘটত্বাধিকরণ ঘটে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ঘত্বটা-ত্যন্তাভাব বিরুদ্ধ। আর বিরুদ্ধ বলিয়া ঘটত্বাত্যন্তাভাব ঘটে সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ঘটত্বাদির মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল না। সুতরাং হইল এই যে, প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাবের অবিরোধ উপপন্ন না হইলে মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রকৃতস্থলে অর্থাৎ ঘটত্বধর্ম্ম স্বীয় অত্যন্তাভাবের বিরোধী হইতেছে বলিয়া তাহার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অত্যন্তাভাবের সহিত স্বীয় প্রতিযোগীর বিরোধ-গ্রাহক যে অনুমান প্রমাণ, তাহা ঘটত্বাদি ধর্ম্মের সত্যত্বগ্রাহক প্রত্যক্ষানু-গৃহীত বলিয়া প্রত্যক্ষানুগৃহীত অনুমান মিথ্যাত্বগ্রাহক প্রমাণদ্বারা অভিভূত হইবে না। **ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।** ইহাই গ্রন্থকার—**ন চ** হইতে **অসম্ভবঃ** পর্য্যন্ত বাক্যে বলিয়াছেন।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর উত্তর কল্পনা করিয়া খণ্ডন।

আর যদি সিদ্ধান্তী বলেন যে, কালভেদে কপালাদিতে ঘটাদি ও তাহার অত্যন্তাভাব যেমন সম্ভাবিত হয়, তদ্রূপ এককালেও ঘটাদিতে ঘটত্বাদি ও তাহার অত্যন্তাভাব সম্ভাবিত হইবে। এরূপ আশঙ্কায় পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**সম্ভবে তু।** প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাব একদেশে যুগপৎ সম্ভাবিত হইলে **উপাদানত্বাদ্যনুপপত্তি** হয়। অর্থাৎ সর্ব্বদা ঘটাদিশূন্য কপালাদি বস্তুরও যদি ঘটাদির উপাদানত্ব সম্ভাবিত হয়, তবে তন্তুপ্রভৃতিরই বা ঘটাদির উপাদানতা সম্ভাবিত হইবে না কেন? সর্ব্বদা যে বস্তু যাহাতে নাই, তাহা তাহার উপাদান হয় না। হইলে আর উপাদানতার নিয়ম থাকে না। মূলগ্রন্থে যে "উপাদানত্বাদি" এই যে আদি-পদ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে, কপালাদিতে ঘটাদির প্রত্যক্ষকালে কপালাদিতে ঘটাভাবাদির অপ্রত্যক্ষতার অনু-পপত্তি হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ঘটপ্রত্যক্ষকালে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ কেন হইবে না? আর "কপালাদি সর্ব্বদা ঘটাত্যন্তাভাববৎ" এইরূপ জ্ঞানে

অপ্রমাত্বব্যবহারও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে—এইরূপ দোষও সূচিত হইয়াছে। কপালাদি যদি সর্ব্বদা ঘটাদিশূন্য হয়, তবে কপালাদিতে সর্ব্বদা বিদ্যমান ঘটাদির অত্যন্তাভাব যেমন স্বপ্রতিযোগী ঘটের বিরোধী হয়, তদ্রূপ ঘটপ্রাগভাবও ঘটধ্বংসেরও বিরোধী হইবে। সুতরাং যে কপালে ঘটপ্রাগভাব সম্ভাবিত নহে বা ঘটধ্বংস সম্ভাবিত নহে, সেই কপাল সেই ঘটের উপাদান হইতে পারে না। ইহাই **ইতি বাচ্যম্** পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ। **ইহাই হইল সমগ্র পূর্ব্বপক্ষ।**

সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক বিরোধের অর্থ নির্দ্দেশপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, সমবায় সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না—পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলিবার অভিপ্রায় কি—একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। ইহার অভিপ্রায়—অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর বিরোধী বলিয়া উভয়ের অধিকরণ এক হইতে পারে না—এইরূপ সহাসম্ভবমাত্রই কি তাঁহারা প্রদর্শন করিতে চাহেন? অথবা অভাবের আশ্রয় প্রতিযোগীর উপাদান হইতে পারে না—ইহাই তাঁহারা বলিতে চাহেন?

সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক অভাবও প্রতিযোগীর সহাসম্ভব খণ্ডন।

প্রথম পক্ষ সমীচীন নহে; অর্থাৎ অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর বিরোধী বলিয়া উভয়ের অধিকরণ এক হইতে পারে না, এইরূপ সহাসম্ভব পক্ষ সঙ্গত নহে। কারণ, প্রতিযোগী ও তাহার অভাবের সহসম্ভব অর্থাৎ সহাবস্থান বিরুদ্ধ নহে। ইহাই মূলকার দেখাইতেছেন—**কালে সহসম্ভববৎ** ইত্যাদি। অভাব ও প্রতিযোগী যেমন এককালে অবস্থান করে, তদ্রূপ একদেশেও অবস্থান করিতে কোন বাধা নাই। কালে সহসম্ভবের মত দেশেও সহসম্ভব হইতে পারে, কালে সহসম্ভবটী দৃষ্টান্ত। একই কালে ভাব ও অভাব যেমন থাকিতে পারে, তদ্রূপ এক দেশেও থাকিতে পারে।

একদেশে উক্ত সহাসম্ভব স্বীকারে বিরোধের উচ্ছেদ শঙ্কা।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষিগণ আপত্তি করেন যে, ভাব ও অভাব একদেশে সংসম্ভাবিত হইলে বিরোধ কথাই উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সংসম্ভাবিত ভাব ও অভাবের অবিরোধপ্রযুক্ত দ্বৈত এবং অদ্বৈতের অবিরোধের আপত্তি হয়। আর এজন্য অদ্বৈতজ্ঞানের দ্বৈতজ্ঞাননিবর্ত্তকতাও থাকে না, ইত্যাদি।

প্রতিযোগীও অভাবের সত্তাতারতম্যদ্বারা উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

কিন্তু এরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, ভাব ও অভাব একদেশবৃত্তি হইলেও ভাবাভাবের বিরোধ কথা উচ্ছিন্ন হয় না। সমানসত্তাক ভাব ও অভাব লইয়া বিরোধ সাবকাশ হইবে। ভাব ও অভাব সমানসত্তাক হইলে একদেশস্থিত হইবে না, বিভিন্নসত্তাক ভাবাভাবের বিরোধ নাই। ইহা দ্বিতীয় লক্ষণে বলাই হইয়াছে। সুতরাং ব্যাবহারিক বিরোধ-ব্যবস্থার অনুপপত্তি নাই। সমানসত্তাক ভাবাভাব লইয়াই তাহা উপপন্ন হয়। প্রকৃতস্থলে কিন্তু প্রতিযোগীর আশ্রয়নিষ্ঠ অভাব ও প্রতিযোগী সমানসত্তাক। সমানসত্তাক হইলেও যে দোষ হইবে না, তাহা "মিথ্যা-ত্বানুমিতেঃ শ্রুত্যাদেশ্চ প্রমাণত্বাৎ" এই বাক্যে বলা হইবে। বস্তুতঃ কথা এই যে, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত ভাব বা অভাব কিছুই তত্ত্বাবেদক প্রমাণগম্য নহে, কেবল দেহাত্মত্বাদির ন্যায় ব্যাবহারিক প্রমাণগম্য, এজন্য ব্রহ্মাদ্বৈত মতের হানি হইতে পারে না। আর ইহাতে ভাবাদ্বৈত স্বীকার করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সঙ্কোচও করিতে হয় না।

অবিরোধসত্ত্বেও অদ্বৈতজ্ঞানের দ্বৈতজ্ঞাননিবর্ত্তকতা।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছিলেন, দ্বৈত ও অদ্বৈতের অবিরোধ হইলে অদ্বৈতজ্ঞান আর দ্বৈতজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে না—ইত্যাদি, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, দ্বৈত সদোষ প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধ ও অদ্বৈত নির্দ্দোষ শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ, এজন্য অদ্বৈত পরমার্থসত্য এবং এই অদ্বৈতপ্রতি-

পাদিকা শ্রুতি সর্ব্বপ্রমাণাপেক্ষা বলবতী। সুতরাং শ্রুতিপ্রমাণজন্য অদ্বৈতবিষয়ক জ্ঞান দ্বৈতপ্রত্যক্ষের বাধক হইতে পারিবে।

অভাবের আশ্রয় প্রতিযোগীর উপাদানে হয় না—ইহার খণ্ডন।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত, অর্থাৎ অভাবের আশ্রয় প্রতিযোগীর উপাদান হইতে পারে না—ইহাও বলা যায় না। আর ইহাই মূলকার **প্রাগভাবসম্বেন** ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, যাহা প্রাগভাবের আশ্রয়, তাহাই উপাদানত্বের আশ্রয় হইয়া থাকে। ঘটপ্রাগভাবের অধিকরণ যে কপাল, তাহা প্রতিযোগী ঘটের উপাদান হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তীর বাক্যে অত্যন্তাভাবঘটিত আপত্তি।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—সিদ্ধান্তী যে সমাধান প্রদর্শন করিলেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ, প্রাগভাবের অধিকরণে উপাদানত্ব থাকিতে পারিলেও অত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রাগভাব ও প্রতিযোগী উভয়ই থাকিতে পারে না। প্রতিযোগীর মত প্রাগভাবের সহিতও অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা আছে। সুতরাং অত্যন্তাভাবাধিকরণে উপাদানত্ব থাকিবে কিরূপে? ইহাই মূলকার **ন চ অত্যন্তাভাবাধিকরণে—** ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন।

পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

সিদ্ধান্তী বলেন—পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ উক্তি অসঙ্গত। কারণ, **অত্যন্তাভাবের সহিত প্রাগভাবের যে বিরোধ, তাহা কালে নাই।** অর্থাৎ এরূপ নিয়ম বলা যায় না যে, যে সময়ে যেস্থানে যাহার অত্যন্তাভাব থাকে, *সেই সময়ে সেই স্থানে তাহার প্রাগভাব থাকে না।* এই নিয়ম বা ব্যাপ্তি 'কালে' ব্যভিচারী। যেহেতু ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বকালে ঘটাত্যন্তাভাব ও ঘটপ্রাগভাব উভয়ই কালিকবিশেষণতাসম্বন্ধে কালে থাকে। সুতরাং পূর্ব্বকালে কালিকসম্বন্ধে উভয়ই থাকে বলিয়া অত্যন্তাভাবের

অধিকরণে প্রাগভাব থাকিতে পারে না—এই নিয়ম ভঙ্গ হইল। আর তাহা হইলে কালরূপ অধিকরণে দুইটী অভাব যেমন থাকিতে পারে, তদ্রূপ ঘটের উপাদান কপালরূপ দেশেও উক্ত প্রাগভাব ও অত্যন্তাভাব-রূপ দুইটী অভাব থাকিতে পারিবে।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক উক্ত সিদ্ধান্তে আপত্তি।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষিগণ আপত্তি করেন যে,—"ঘটো ভবিষ্যতি" এই বাক্যদ্বারা অভিলাপযোগ্য যে প্রত্যক্ষপ্রতীতি, সেই প্রতীতি যৎকালে হয়, সেই কালেই "ইদানীং ঘটাত্যন্তাভাবঃ" এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতিও হইয়া থাকে। এইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া কালে উভয় অভাব অবিরুদ্ধ হইলেও দেশে সেই উভয় অভাবের সামানাধি-করণ্যে কোনই প্রমাণ নাই। সুতরাং কপালে ঘটাত্যন্তাভাব কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। উভয় অভাবের কালিক বিরোধিতা না থাকলেও দৈশিক বিরোধিতা আছে। কালিক অবিরোধিতার দ্বারা দৈশিক বিরোধিতার পরিহার হয় না। সুতরাং **অত্যন্তাভাবের সহিত প্রতিযোগী, প্রাগভাব ও ধ্বংস—এই তিনটীরই বিরোধিতা আছে।** আর তাহাতে কপালের ঘটোপাদানত্ব অনুপ-পন্নই হইয়া পড়িতেছে; কারণ, কপালে ঘটের প্রাগভাব স্বীকার করা যায় না, কিন্তু কপাল ঘটের উপাদান হয় বলিয়া কপালে ঘটপ্রাগভাব স্বীকার করিতেই হইবে, আর তাহাতে "অস্মিন্ কপালে ঘটো নাস্তি, ঘটাত্যন্তাভাবঃ অস্তি" এরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতি অসিদ্ধ। সুতরাং ঘটধ্বংস বা ঘটপ্রাগভাব ইহার অন্যতরবিশিষ্ট কপালে ত্রৈকালিক ঘটাত্যন্তাভাবে কোন প্রমাণ নাই, ইত্যাদি।

শ্রুতি সাহায্যে উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে—মিথ্যাত্বানুমিতি ও শ্রুতিই কপালাদিতে ঘটাদির অত্যন্তাভাব সত্ত্বে প্রমাণ।

মিথ্যানুমানে অপ্রমাণত্বাপত্তি।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি এই যে, কপালে ঘটাদির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া এবং ঘটাদিলিঙ্গক অনুমানও হয় বলিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা ঘটাদিবিরুদ্ধ যে ঘটাদির অত্যন্তাভাব, তাহার অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং ঘটাদিপ্রত্যক্ষ ও ঘটাদিলিঙ্গক অনুমানদ্বারা ঘটাদির অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইলে ঘটাত্যন্তাভাবগ্রাহক মিথ্যাত্বানুমান উদিতই হইতে পারে না। যেহেতু উক্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমান মিথ্যাত্বানুমিতির প্রতিবন্ধক। অতএব মিথ্যাত্বানুমানকে প্রমাণ বলা যায় কি করিয়া?

শ্রুতির দ্বারা মিথ্যাত্বানুমানের প্রামাণ্যপ্রদর্শন।

এইজন্য মূলকার **শ্রুত্যাদেশ্চ** বলিয়াছেন। অর্থাৎ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি প্রপঞ্চমিথ্যাত্বগ্রাহক শ্রুতিই উক্ত অত্যন্তাভাবে প্রমাণ। যেহেতু নির্দ্দোষ শ্রুতি তত্ত্বাবেদক প্রমাণ, এজন্য সর্ব্বপ্রমাণাপেক্ষা বলবতী। আর সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ শ্রুতিদ্বারা অনুগৃহীত যে মিথ্যাত্বানুমান, তাহাও উক্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে প্রবল হইবে। আর ইহাতে পূর্ব্বপক্ষীর উদ্ভাবিত উপাদানত্বের অনুপপত্তিরূপ দোষেরও সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ, "ঘটঃ সন্" এইরূপ প্রত্যক্ষ ঘটাদিতে অধিষ্ঠানগত সত্তার আরোপাত্মক হইয়া থাকে। এই আরোপাত্মক প্রত্যক্ষটী অনাদি দৃঢ় বাসনাসহকৃত হইয়া দোষরূপে মিথ্যাত্বগ্রহের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঘটাদির মিথ্যাত্বগ্রহে দৃঢ়বাসনাসহকৃত উক্ত আরোপাত্মক প্রত্যক্ষই প্রতিবন্ধকীভূত দোষ। এই দোষ আছে বলিয়া মিথ্যাত্বগ্রহ হইতে পারে না। ঘটাদির প্রত্যক্ষকালে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে দেয় না, আর উক্ত দোষপ্রযুক্তই ঘটাদি প্রত্যক্ষকালে ঘটাদির অভাবের জ্ঞানের অপ্রমাত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে। যখন মিথ্যাত্বগ্রাহক শ্রুতি ও শ্রুত্যনুগৃহীত অনুমানদ্বারা উক্ত আরোপাত্মক প্রত্যক্ষের উপমর্দ্দন হয়, তখন

ঘটাদির অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মিথ্যাত্বানুমিতির উৎপত্তিতে "ঘটঃ সন্" এইরূপ আরোপাত্মক সত্যত্বপ্রত্যক্ষ আর প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। মিথ্যাত্বানুমিতির পূর্ব্বে তাদৃশ "ঘটঃ সন্" এই আরোপাত্মক সত্যত্বপ্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিপাকবশতঃ মিথ্যাত্বগ্রাহক শ্রুতির দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার শ্রৌত প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্বনিশ্চয়ের প্রতি, প্রপঞ্চসত্যত্বপ্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকতা নাই, এবং শ্রৌতপ্রপঞ্চমিথ্যাত্বনিশ্চয়ের অপ্রামাণ্যগ্রাহকও উক্ত প্রপঞ্চসত্যত্বপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববিষয়ক দৃঢ়সংস্কারবশতঃ প্রপঞ্চের সত্যত্ববিষয়ক সংস্কারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, প্রপঞ্চসত্যত্বসংস্কার নিবৃত্ত হইলে প্রপঞ্চসত্যত্বপ্রত্যক্ষও হয় না। প্রপঞ্চের এই সত্যত্বপ্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া আর শ্রৌতমিথ্যাত্বনিশ্চয়ে ভ্রমত্বগ্রহও হইতে পারিবে না। অর্থাৎ শ্রৌতমিথ্যাত্বনিশ্চয় ভ্রমাত্মক বলিয়া জ্ঞান হয় না। আর তাহাতে হইল এই যে, সমবায়াদি সম্বন্ধে ঘটাদিবিশিষ্ট কপালাদিতে সমবায়াদিসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ঘটাদির অভাবও সিদ্ধ হইতে পারিবে।

পূর্ব্বপক্ষীর পুনর্ব্বার আপত্তি।

এইরূপে অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইলেও তাহা কালিক অব্যাপ্যবৃত্তি হউক, অর্থাৎ প্রতিযোগিকালে অত্যন্তাভাব না থাকিয়া প্রাগভাব ও ধ্বংসকালে অত্যন্তাভাব থাকুক, ঘটাকালে ঘটাধিকরণে ঘটাত্যন্তাভাব না থাকুক, **অভাবের সহিত প্রতিযোগীর বিরোধ অবশ্যই থাকিবে,** তাহা ভঙ্গ হইতে পারে না, **ধ্বংস ও প্রাগভাবের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ বরং ভঙ্গ হউক।**

উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ, মূলকার পূর্ব্বেই

বলিয়াছেন যে, ঘটাদি প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাব কালিকসম্বন্ধে কালে সহসম্ভাবিত হয়, অর্থাৎ এক কালেই থাকে। সেইরূপ দৈশিক-সম্বন্ধেও প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাব এক সময়ে এক দেশে সম্ভাবিত হইবে।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ প্রদর্শন।

পূর্ব্বপক্ষী তথাপি বলেন—প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাব কালিকসম্বন্ধে সহসম্ভাবিত হইলেও বিভিন্ন দেশাবচ্ছেদেই হইয়া থাকে। একদেশাবচ্ছেদে হয় না। সুতরাং কালিকবৃত্তিকা, দৈশিকবৃত্তিতার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। এক কালে এক দেশে প্রতিযোগী ও তাহার অত্যন্তাভাব সহভাবী বলিতে গেলে বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। যেহেতু তাহা **দৃষ্টান্তসিদ্ধ নহে**। সুতরাং মূলগ্রন্থদ্বারা সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে না; ইত্যাদি।

সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় নির্দ্দেশদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে পূর্ব্বপক্ষী, সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। কারণ, সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই যে, কালে ও দেশে অত্যন্তাভাবের তুল্যবৃত্তিতাই হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তীর মতে কোন দৃশ্য-বস্তুরই কেবলান্বয়িত্ব সম্ভাবিত নহে। সকল দৃশ্যই ব্যতিরেকী।

ইহাতে প্রমেয়ত্বাদি দৃশ্য কেবলান্বয়ী হইবে—এরূপ আপত্তিও করা যায় না। কারণ, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে প্রমেয়ত্বাদি দৃশ্যেরও অভাব অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং সমস্ত দৃশ্যেরই দৈশিক ব্যতিরেক সিদ্ধান্তিগণের সম্মত। ইহা অগ্রে বিশদরূপে বলা যাইবে।

আর ব্যতিরেকী বস্তুমাত্রের কালে অত্যন্তাভাব তার্কিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু বেদান্তিগণ বলেন—সমস্ত দৃশ্যবস্তুই যখন ব্যতিরেকী, তখন তাহার অত্যন্তাভাব কালে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সমস্ত দৃশ্যবস্তুর কালে যে অত্যন্তাভাব তাহা যদি কিঞ্চিদ্দেশা-

বচ্ছেদে কালে আছে—এরূপ বলা যায় এবং প্রতিযোগ্যধিকরণ দেশে কিঞ্চিৎকালাবচ্ছেদে অত্যন্তাভাবের বৃত্তিতা স্বীকার করা যায়, তবে দেশকালাদিনিষ্ঠ অনন্ত অবচ্ছেদকত্ব কল্পনা করিতে হয়, আর ইহাতে মহা গৌরব হইয়া পড়ে। এজন্য ঘটাদির অত্যন্তাভাব কেবলান্বয়ী অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আছে স্বীকার করা হয়। আর এজন্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সম্বন্ধ প্রতিযোগীর অবচ্ছেদক নহে, সম্বন্ধটী অবচ্ছেদক হইলে গৌরব হয়। সুতরাং দৃষ্টান্ত বিষম হইল না। এজন্য মূলকার যে "কালে সহসম্ভববৎ" বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গতই বটে। অভাবের দেশবৃত্তিতাতে কাল অবচ্ছেদক ও কালবৃত্তিতাতে দেশ অবচ্ছেদক—ইহা সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন না, করিলে গৌরব হয়। এজন্য মূলকারের বাক্য সঙ্গতই হইতেছে। আর এজন্য ঘটাদির অত্যন্তাভাব কেবলান্বয়ী, অর্থাৎ সর্ব্বত্র আছে—এইরূপ স্বীকার করা হয়। সুতরাং **সম্বন্ধকেও আর অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বলিবার প্রয়োজন নাই।** ইহা পূর্ব্বেই দ্বিতীয়লক্ষণের বিচারে বলা হইয়াছে। আর এই হেতু নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিক ঘটাদির অত্যন্তাভাব মিথ্যাত্বের ঘটক বলিয়া, নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিক ঘটাত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইলে ঘটের অবশ্য উন্মূলন হইয়া যাইবে, অর্থাৎ ঘটের মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইয়া যাইবে।

কালের অধিকরণতাবচ্ছেদকত্বে আপত্তি।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, কাল প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক না হইলেও অভাবের যে অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার অবচ্ছেদকরূপেও প্রতীত হয়, এইরূপ যে প্রতীতি আছে, সেই প্রতীতির গতি তাহা হইলে কি হইবে? "এতৎকালে গৃহে ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতিতে, কাল গৃহনিষ্ঠঘটাভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং কাল অভাবের অধিকরণতার অবচ্ছেদক হইবে না—এরূপ আর বলা যায় না, ইত্যাদি।

উক্ত আপত্তির খণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ, **লাঘববশতঃ সিদ্ধান্তী কালকে অবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করেন না।** এজন্ম পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিতরূপে প্রতীতি না হইয়া এইরূপ প্রতীতি হইবে যে, গৃহনিষ্ঠা যে ঘটের অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার অবচ্ছেদকত্বাভাবই এতৎকালে আছে। অর্থাৎ কাল অধিকরণতার অবচ্ছেদক না হইয়া অধিকরণতার অবচ্ছেদকত্বাভাববান্ হইবে। অর্থাৎ গৃহনিষ্ঠ ঘটাভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদকত্ব এতৎকালে আছে—না বলিয়া গৃহনিষ্ঠ ঘটাধিকরণতার অবচ্ছেদকত্বাভাব এতৎকালে আছে—বলা হইল। পূর্ব্বপক্ষীর মতে অভাবটী ঘটের সহিত অন্বিত হইতেছিল, এখন সিদ্ধান্তীর মতে অবচ্ছেদকতার সহিত অন্বিত হইল।

সুতরাং আর এরূপ বলা যায় না যে, গৃহনিষ্ঠা যে ঘটের অভাবাধিকরণতা, তাহার অবচ্ছেদকত্ব এতৎকালে আছে, যেহেতু অভাবের অধিকরণতাটীও নিরবচ্ছিন্না। অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা যেমন নিরবচ্ছিন্না হয়, তদ্রূপ অত্যন্তাভাবের অধিকরণতাও নিরবচ্ছিন্না হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তী অভাবকে সাবচ্ছিন্নবৃত্তিক বলেন না, কিন্তু নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিক বলিয়াই স্বীকার করেন। এজন্ম "বৃক্ষে মূলে ন কপিসংযোগঃ" অর্থাৎ বৃক্ষীয়মূলে কপিসংযোগ নাই—ইত্যাদি প্রতীতিতেও বৃক্ষনিষ্ঠ যে কপিসংযোগ, তাহার অবচ্ছেদকত্বেরঅভাব মূলে অবগাহন করিয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষনিষ্ঠ কপিসংযোগাভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদক মূল নহে।

কাল ও দেশ, দেশ ও কালনিষ্ঠ অভাববত্তার অবচ্ছেদক না হইলে কারণত্বব্যবহারের অনুপপত্তিশঙ্কা।

কিন্তু ইহাতেও পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করেন যে, কাল অভাববত্তার অবচ্ছেদক না হইলে "কার্য্যাব্যবহিতপ্রাক্‌কালাবচ্ছেদেন কার্য্যবদ্দেশে বর্ত্তমানস্ত অভাবস্ত অপ্রতিযোগিত্বে সতি অনন্থথাসিদ্ধত্বং কারণত্ব"

এইরূপ **কারণত্বব্যবহার আছে, তাহা আর উপপন্ন হইতে পারে না।** যেহেতু কার্য্যবদ্দেশে বর্ত্তমান যে অভাব, সেই অভাবের অধিকরণতাবচ্ছেদক কার্য্যাব্যবহিত প্রাক্‌কাল সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন না। ঘটাদিমদ্দেশেও অন্যকালাবচ্ছেদে দণ্ডাদির অভাব আছে বলিয়া দণ্ডাদিতেও ঘটকারণতা ব্যবহার হইতে পারিবে না। উদাহৃতস্থলে দেশনিষ্ঠ অভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদক কার্য্যাব্যবহিতপ্রাক্‌কাল। কিন্তু সিদ্ধান্তী তাহা স্বীকার করিতে পারেন না বলিয়া কারণতাব্যবহার অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে।

উক্ত আপত্তির খণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, উক্তরূপে কারণতার ব্যবহার অনুপপন্ন হইলেও ক্ষতি নাই। দণ্ডাদিতে ঘটকারণতার ব্যবহার প্রকারান্তরেও উপপন্ন হইতে পারে। সিদ্ধান্তীর মতে কারণত্বব্যবহারের বিষয় উক্তরূপ নহে। কিন্তু তাহা এইরূপ বুঝিতে হইবে—**যে ক্ষণাবচ্ছেদে উৎপদ্যমান কার্য্যের যে দেশে সম্বন্ধ হয়, সেই ক্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণাবচ্ছেদে সেই দেশে কারণের সম্বন্ধ হয়।** এই যে কার্য্যে কারণের সামানাধিকরণ্য, এই সামানাধিকরণ্যের অবচ্ছেদক ঘটত্বাদিরূপ ধর্ম্মই দণ্ডাদিকারণের ব্যাপ্তি এবং তাহা ঘটাদি কার্য্যে আছে। সাধ্যসামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদকধর্ম্মকে ব্যাপ্তি বলা যায়। কারণসামানাধিকরণ্য কার্য্যে আছে। কার্য্যনিষ্ঠ যে কারণের সামানাধিকরণ্য, তাহা অনতিপ্রসক্ত কার্য্যগত ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ঘটনিষ্ঠ দণ্ডসামানাধিকরণ্যের অবচ্ছেদক ঘটত্ব, আর এই ঘটত্বই ব্যাপ্তি। এতাদৃশ ব্যাপ্তি সমস্ত তার্কিকগণেরও সম্মত। সুতরাং অভাবাবচ্ছেদকত্ব প্রবেশ না করাইয়াই কারণতার নির্ব্বচন হইতে পারে। দণ্ডসামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদক ঘটত্বকত্বই ঘটকারণত্ব, তাহা দণ্ডাদিতে আছে, সুতরাং দণ্ডাদিতে ঘটকারণতার ব্যবহার অনুপপন্ন নহে। অবশ্য এই কারণতা-

লক্ষণেও অনন্যথাসিদ্ধত্ব বিশেষণটী রাখিতে হইবে। সুতরাং **কারণতার নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ হইল—**

"যৎক্ষণাবচ্ছেদেন উৎপদ্যমানস্য কার্য্যস্য যদ্দেশে সম্বন্ধঃ তৎক্ষণাব্যবহিতপূর্ব্বক্ষণাবচ্ছেদেন কারণস্য তদ্দেশে সম্বন্ধঃ ইতি যৎ কার্য্যনিষ্ঠং কারণস্য সামানাধিকরণ্যং তদবচ্ছেদকঘটত্বাদিরূপস্য দণ্ডাদিব্যাপ্যত্বস্য ঘটাদিকার্য্যে সত্ত্বেন সাধ্যসামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদকধর্ম্মস্যাপি ব্যাপ্তিত্বয়া সর্ব্বৈঃ স্বীকৃতত্বেন অভাবাবচ্ছেদকত্বাদ্যঘটিতং কারণত্বলক্ষণম্। ইদমেব ফলিতম্—স্বসামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদকঘটকত্বম্। এতদেব দণ্ডাদৌ ঘটকারণত্বব্যবহারবিষয়ঃ।

অর্থাৎ **স্বসামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদকধর্ম্মনিরূপকত্বই কারণত্ব।** ইহাই হইল কারণত্বের লক্ষণ। সুতরাং সিদ্ধান্তী যে অত্যন্তাভাবকে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিক বলিয়াছেন, তাহাতে আর কোন আপত্তি থাকিল না।

মিথ্যাত্বঘটক অত্যন্তাভাব প্রতিযোগী অপেক্ষা অধিকসত্তাক।

সম্প্রতি মূলকার বলিতেছেন যে, মিথ্যাত্বঘটক যে অত্যন্তাভাব তাহা অধিষ্ঠানস্বরূপ বলিয়া প্রতিযোগী অপেক্ষা ভিন্নসত্তাক। অর্থাৎ অধিকসত্তাক। সমানসত্তাক প্রতিযোগী ও অত্যন্তাভাবের বিরোধ স্বীকার করিলেও বিভিন্নসত্তাক প্রতিযোগী ও অত্যন্তাভাবের বিরোধ নাই। ইহা দ্বিতীয় লক্ষণের বিবরণপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক গৌরবদোষ প্রদর্শন।

আর যদি বলা যায়—লাঘবপ্রযুক্ত অত্যন্তাভাবমাত্রেরই প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য নাই, অত্যন্তাভাব স্বপ্রতিযোগীর সহিত একাধিকরণে থাকে না, কিন্তু যদি সিদ্ধান্তী এরূপ বলেন যে, প্রতিযোগীর বিষমসত্তাক যে অত্যন্তাভাব, তাহা প্রতিযোগীর সহিত সমানাধিকরণ হইয়া থাকে বলিয়া সমানসত্তাক প্রতিযোগী ও অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা স্বীকার করি। সমানসত্তাক প্রতিযোগী ও অত্যন্তাভাব এক অধিকরণে থাকে না, কিন্ত

অত্যন্তাভাবমাত্র প্রতিযোগীর বিরোধী নহে—এরূপ বলিলে গৌরব হয়। অর্থাৎ অত্যন্তাভাবমাত্র না বলিয়া সমানসত্তাক অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা বলিলে গৌরব হয়, ইত্যাদি।

অত্যন্তাভাব অধিকসত্তাক বলিয়া দোষোদ্ধার।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, এক সময়ে একই দেশে রজতের প্রত্যক্ষ ও রজতাভাবের প্রমাপ্রত্যক্ষ হয় বলিয়া অত্যন্তাভাবমাত্র প্রতিযোগীর বিরোধী নহে। পূর্ব্বপ্রদর্শিত গৌরব প্রামাণিক। সমানসত্তাক অত্যন্তাভাবেরই প্রতিযোগিসমানাধিকরণ্যে বিরোধিতা বলিতে হইবে। সুতরাং স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রতীয়মানত্বরূপ এই চতুর্থলক্ষণে বিরুদ্ধোক্তির সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অত্যন্তাভাবটী অধিষ্ঠানস্বরূপ বলিয়া প্রতিযোগী অপেক্ষা অধিকসত্তাক। এস্থলে অধিষ্ঠান বলিতে জগদ্বিভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে।

সমানসত্তাকত্ব স্বীকার করিয়াও সমাধান।

এই চতুর্থ লক্ষণে বিরুদ্ধ উক্তির সমাধান করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত বিষমসত্তাক ভাবাভাবের অবিরোধ স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন—**বিষমসত্তাকভাবাভাবয়োঃ অবিরোধঃ পূর্ব্বম্ উপপাদিতঃ** ইত্যাদি। বস্তুতঃ কথা এই যে, যদিও মূলকার বিষমসত্তাক ভাবাভাবের অবিরোধ স্মরণ করাইতেছেন, তথাপি ইহা মূলকারের **অভ্যুপগমবাদ মাত্র।** কারণ, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববোধক অনুমান শ্রুত্যনুগৃহীত হইয়া সমানসত্তাকভাবাভাবের যে বিরোধ, তাহা উপমর্দ্দনপূর্ব্বক প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সাধন করিতে সমর্থ। সুতরাং বিষমসত্তাক ভাবাভাবের অবিরোধ স্মরণ করাইবার প্রয়োজন কিছুই নাই। তথাপি মূলকার প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসাধক অনুমানে শ্রুত্যনুগ্রহ না থাকিলেও এবং সমানসত্তাক ভাবাভাবের বিরোধ স্বীকার করিলেও প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুমানদ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে, ইহাই দেখাইতেছেন।৬

অসতে অতিব্যাপ্তিবারণ।

ন চ অসতি অতিব্যাপ্তিঃ, স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।৭

অসতের সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতি শ্রুতিবিরুদ্ধ।

ন চ "তদ্ধৈকে আহুঃ অসদেবেদমগ্রে আসীৎ" ইতি শ্রুত্যা অসতঃ সত্ত্বপ্রতীতেঃ তত্র অতিব্যাপ্তিঃ দুষ্পরিহরা ইতি বাচ্যম্; "সদেব ইদমগ্রে আসীৎ" ইত্যস্য অর্থস্য অভাবঃ এব নঞা প্রতিপাদ্যতে, ন তু অসতঃ সত্ত্বম্, বিরোধাৎ; অতো ন অতিব্যাপ্তিঃ।৮। সর্ব্বং চ অন্যৎ পূর্ব্বোক্তমেব অনুসন্ধেয়ম্ ইতি উপরম্যতে।৯

ইতি মিথ্যাত্বনিরূপণে চতুর্থমিথ্যাত্বলক্ষণম্।

অনুবাদ।

৭। যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণেই প্রতীয়মানত্ব স্ব-এর মিথ্যাত্ব বলা যায় না, কিন্তু তাদৃশ প্রতীয়মানত্ব অসত্ত্বই হইয়া থাকে, মিথ্যাত্ব নহে। "শশবিষাণ" ইত্যাদি শব্দদ্বারা স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে অসৎ শশবিষাণাদি প্রতীয়মান হইয়া থাকে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**ন চ অসতি অতিব্যাপ্তিঃ** ইত্যাদি। অসৎ শশবিষাণাদি স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণেই শব্দদ্বারা প্রতীয়মান হয় বলিয়া এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অসৎ শশবিষাণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিতেছে, ইত্যাদি।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী সমাধান বলিতেছেন—**স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব** ইত্যাদি। স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রতীত বস্তুমাত্র মিথ্যা নহে। কিন্তু স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণেই সৎতাদাত্ম্যরূপে প্রতীয়মানত্বই মিথ্যাত্ব। মূলস্থিত সত্ত্বকথার অর্থ—সৎতাদাত্ম্য। অলীক শশবিষাণাদি আরোপিত বস্তু নহে, এজন্য তাহা সদ্‌ব্রহ্মে আরোপিত নহে। আর

তাহাতে **অলীকবস্তু** সৎতাদাত্ম্যরূপে প্রতীতও হইতে পারে না। বস্তুতঃ কথা এই যে, শশবিষাণাদি প্রতীয়মানই হইতে পারে না। কোন কিছু প্রতীত হইতে গেলে প্রতীতির সহিত বিষয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞানে বিষয়কে আরোপিত স্বীকার করিতে হয়। ইহা "দৃগ্‌দৃশ্যসম্বন্ধবিবেকে" বিশদভাবে বলা হইবে। অলীকবস্তু আরোপিতই নহে, সুতরাং তাহা জ্ঞানে আরোপিত হইতে পারে না। আরোপিত হইতে পারিলে তাহা অলীক না হইয়া মিথ্যাই হইত। ইহাই হইল সিদ্ধান্তীর কথা।

আরও কথা এই যে, বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অলীক বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিবে? সুতরাং অলীক বিষয় প্রতীত হয়—ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত কথা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে সৎতাদাত্ম্যরূপে প্রতীয়মানত্বই মিথ্যাত্ব। মূলকার যে **বিবক্ষিতত্বাৎ** এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাও শব্দজন্য অসদ্‌বিষয়ক বিকল্পবৃত্তি জ্ঞানরূপ হয়—এইরূপ স্বীকার করিয়া। বিকল্প-বৃত্তিকে জ্ঞানরূপ স্বীকার না করিলে ইহা বলিবার আবশ্যকতা নাই।৭

৮। পূর্ব্বপক্ষিগণ শঙ্কা করেন যে, অসদ্‌বস্তুও ত সদ্রূপে প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। যেমন—"অসদেবেদম্ অগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অসদ্‌বস্তুও সদ্রূপে প্রতীত হয়—দেখা যাইতেছে। সুতরাং সত্ত্বরূপে প্রতীতির বিষয়ত্ব বিবক্ষা করিলেও এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অসদ্-বস্তুতে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইতেছে। ইহাই বলিতেছেন—**ন চ তদ্বৈকে** ইত্যাদি **বাচ্যম্**।

সিদ্ধান্তী এই আশঙ্কার সমাধান বলিতেছেন—**সদেবেদম্** ইত্যাদি। "অসদেবেদম্" এই বাক্যদ্বারা অসতের সত্ত্বপ্রকারক বোধ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু "সদেব" এই বাক্যদ্বারা যাহাতে যে প্রকারক বোধ উৎপন্ন হয়, তাহার অভাবপ্রকারক বোধই "অসদ্" বাক্যদ্বারা উৎপন্ন হইয়া

থাকে। "সদেবেদম্" এই বাক্যদ্বারা "ইদম্" পদার্থে অগ্রকালসত্ত্ব-প্রকারক এবং অদ্বিতীয়সৎপ্রকারক বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর এই "অসদ্" বাক্যদ্বারা সেই "ইদম্" পদার্থে অর্থাৎ জগতে অগ্রকাল-সত্ত্বাভাবপ্রকারক ও অদ্বিতীয়সদভাবপ্রকারক বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর ইহাতে ফল এই হইল যে, "অসদ্ অসীৎ" ইহার অর্থ—"সৎ ন আসীৎ" এই মাত্র। আর এইরূপ অর্থ গ্রহণ করায় সদ্রূপ কারণ বিনাই জগতের উৎপত্তি হয়—এইরূপ স্বীকার করা হইল। আর বৌদ্ধগণ কারণ বিনাই কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বৌদ্ধ-মতের মূলীভূত প্রমাণই এই শ্রুতিনিদ্দিষ্ট "তদ্ধৈকে" এই একীয় বাক্য। আর এই অসৎ শব্দটী "ন সৎ—অসৎ" এইরূপ নঞ্ সমাসদ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই। তাহা হইলে অসৎ পদটী সদ্ভিন্নেরই বোধক হইত। কিন্তু আসীৎপদের অস্ ধাত্বর্থ সত্ত্বের অত্যন্তাভাবের বোধক হইত না। অসৎ-পদের অকারটী নঞ্-এর বিকার নহে। কিন্তু "অ মা নো না নিষেধ-বচনাঃ" এই অনুশাসন অনুসারে অসতের "অ"পদটী নঞ্ এর সমানার্থক অব্যয়। আর তাহাতে "অসদ্ আসীৎ" ইহার অর্থ—"সৎ ন আসীৎ" ইহাই সঙ্গত হইল। আর মূলকার যে "নঞা প্রতিপাদ্যতে" এইরূপ পরে বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—"নঞা" অকারেণ। অর্থাৎ নিষেধবোধক অকারদ্বারা। এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আর **ন তু অসতঃ সত্ত্বম্**, ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—"অসদ্ আসীৎ" এই বাক্যদ্বারা অসতের সত্ত্বপ্রকারক বোধ সম্ভাবিত নহে। কারণ, "অঘটঃ ঘটঃ" এইরূপ জ্ঞান যেমন আহার্য্য হয়, তদ্রূপ অসতের সত্ত্বপ্রকারক বোধও আহার্য্যজ্ঞানই হয়। কিন্তু শব্দবোধ আহার্য্যরূপ হইতে পারে না। অতএব অসদ্বস্তুর সৎতাদাত্ম্যরূপে বোধ সর্ব্বথা অনুপপন্ন বলিয়া এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অসদ্বস্তুতে অতিব্যাপ্তি নাই।৮

৯। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণেই প্রতীয়-

মানত্ব যদি মিথ্যাত্ব হইল তবে, অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদি স্বীয় অত্যন্তাভাবাধিকরণেই প্রতীয়মান হয় বলিয়া তাহাদেরও মিথ্যাত্ব হউক?

যদি বলা যায়—সংযোগাদি ত মিথ্যাই বটে, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত আপত্তি ইষ্টই বটে, কিন্তু তাহা অসঙ্গত। অব্যাপ্যবৃত্তিতা-প্রযুক্ত সংযোগাদির মিথ্যাত্ব ব্যবহার হউক—ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি।

এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—**সর্ব্বং চ অন্যৎ** ইত্যাদি। সিদ্ধান্তীর মতে কোনবস্তুই অব্যাপ্যবৃত্তি নহে। আর এজন্য সংযোগাদিও অব্যাপ্যবৃত্তি নহে। সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি হইলে তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারিত না,—ইত্যাদি দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে ইহা বিশদভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি নহে বলিয়া স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণেই প্রতীয়মানত্বরূপ মিথ্যাত্ব সংযোগাদিরও অক্ষতই রহিল। আর তাহাতে সিদ্ধসাধনতাদি দোষেরও অবসর রহিল না।

আর এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম কি—"স্বরূপ"? অথবা "পারমার্থিকত্ব"?—ইত্যাদি বিকল্প করিয়া যে সমস্ত দোষ পূর্ব্বপক্ষিগণ উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় লক্ষণেই নিরস্ত হইয়াছে, এস্থলে উহা দেখিয়া লইতে হইবে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে এই যে, এই লক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী যত দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সার কথা এই যে, স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণেই প্রতীয়মানত্ব মিথ্যাত্ব নহে, কিংবা তাহা অত্যন্ত অসত্ত্ব। আর সিদ্ধান্তীর সার কথা এই যে, স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রতিযোগীর সদ্রূপে প্রতীয়মানতই মিথ্যাত্ব, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অসত্ত্ব নহে। অসদ্ বস্তু সদ্রূপে প্রতীত হইতে পারে না।৯

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম বিরচিত চতুর্থ মিথ্যাত্ব-লক্ষণের বঙ্গানুবাদ।

টীকা।

৭। **নমু** স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বং ন মিথ্যাত্বম্, কিন্তু অসত্ত্বমেব তৎ, অসতঃ শশবিষাণাদেঃ শশবিষাণম্ ইত্যাদি শব্দেন স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**ন চ অসতি** ইত্যাদি। সমাধত্তে—**স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে** ইতি। **সত্ত্বেন**—সংতাদাত্ম্যেন ইত্যর্থঃ। শশবিষাণাদীনাং সতি অনারোপিতত্বেন সংতাদাত্ম্যেন প্রতীতেঃ অসম্ভবাৎ। এবং চ স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব সংতাদাত্ম্যেন প্রতীয়মানত্বং মিথ্যাত্বং পর্য্যবসিতম্। অসতঃ প্রতীতিবিষয়ত্বং যথা ন সম্ভবতি, তথা উপপাদিতং দ্বিতীয়লক্ষণে। বিকল্পবৃত্তেরপি প্রতীতিরূপত্বম্ অঙ্গীকৃত্য ইয়ং বিবক্ষা বোধ্যা।৭

৮। নমু "অসদেবেদম্ অগ্রে আসীৎ" ইতি শ্রুত্যা অসতোঽপি সত্ত্বেন প্রতীতিঃ অস্তি। তথাচ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ববিবক্ষায়ামপি অসতি মিথ্যাত্বলক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ দুষ্পরিহরা ইতি পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কতে—**ন চ** ইতি। সমাধত্তে—**সদেবেদম্** ইতি। "অসদেবেদম্" ইতি বাক্যেন ন অসতি সত্ত্বপ্রকারকবোধো জন্যতে, কিন্তু "সদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ" ইতি বাক্যেন যত্র যৎপ্রকারকবোধো জন্যতে, তত্র তদভাবপ্রকারকবোধঃ "অসদেব ইদমগ্রে আসীৎ" ইতি বাক্যেন জন্যতে। তথাহি "সদেবেদম্" ইতি বাক্যেন ইদংপদার্থে জগতি অগ্রকালসত্ত্বপ্রকারকঃ অদ্বিতীয়সৎপ্রকারকশ্চ বোধো জন্যতে, অসদেবেদম্" ইতি বাক্যেন তু তত্রৈব জগতি অগ্রকালসত্ত্বাভাবপ্রকারকঃ অদ্বিতীয়সদভাবপ্রকারকশ্চ বোধো জন্যতে। এবং চ "অসৎ আসীৎ" ইত্যস্য "সৎ ন আসীৎ" ইত্যেব ফলিতঃ অর্থঃ। তথাচ কারণং বিনৈব জগৎ উৎপদ্যতে ইতি অভিপ্রায়ঃ। বৌদ্ধমতে কারণং বিনৈব কার্য্যম্ উৎপদ্যতে ইত্যেব স্বীকারাৎ। অসৎ ইত্যত্র তু ন নঞা সমাসঃ, যেন অসৎপদং সদ্‌ভিন্নস্যৈব বোধকং স্যাৎ। কিন্তু "অ মা নো না নিষেধবচনাঃ" ইতি

অনুশাসনাৎ অসৎ ইতি "অ"পদং নঞ্‌সমানার্থকম্ অব্যয়ম্। এবং চ 'অসদ্ আসীৎ' ইত্যস্য "সৎ ন আসীৎ" ইতি অর্থঃ সঙ্গচ্ছতে। মূল-কৃতাঽপি নঞা প্রতিপাদ্যতে ইতি যদুক্তং তত্র নঞা ইত্যস্য অকারেণ নিষেধবোধকেন ইত্যেবং ব্যাখ্যেয়ম্। **ন তু অসতঃ সত্ত্বম্, বিরোধাৎ** ইতি। "অসদ্ আসীৎ" ইতি বাক্যেন অসতঃ সত্ত্বপ্রকারক-শাব্দবোধঃ ন সম্ভবতি "অঘটঃ ঘটঃ" ইতি জ্ঞানস্যেব অসতঃ সত্ত্বপ্রকারক-বোধস্য আহার্য্যত্বাপত্ত্যা শাব্দবোধত্বানুপপত্তেঃ। অতঃ অসতঃ সৎ-তাদাত্ম্যেন বোধানুপপত্ত্যা ন মিথ্যাত্বলক্ষণস্য অসতি অতিব্যাপ্তিঃ ॥৮

৯। ননু স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বং যদি মিথ্যাত্বং, তর্হি অব্যাপ্যবৃত্তিসংযোগাদীনাং স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রতীয়মানত্বাৎ মিথ্যাত্বং স্যাৎ। ন চ ইষ্টাপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্। অব্যাপ্যবৃত্তিতামাত্রেণ সংযোগাদীনাং মিথ্যাত্বব্যবহারপ্রসঙ্গাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**সর্ব্বং চ অন্যৎ** ইতি। কেষামপি অব্যাপ্যবৃত্তিতা ন সম্ভবতি। সংযোগাদী-নাম্ অব্যাপ্যবৃত্তিতাভ্যুপগমে অতীন্দ্রিয়ত্বাপত্তিরপি স্যাৎ—ইত্যাদিকং দ্বিতীয়লক্ষণে এব উক্তম্।

এবং চ সংযোগাদীনাম্ অব্যাপ্যবৃত্তিত্বাভাবাৎ স্বাত্যন্তাভাবাধি-করণে এব প্রতীয়মানত্বরূপং মিথ্যাত্বং সংযোগাদীনামপি অক্ষতম্ ইতি ন সিদ্ধসাধনতা। সংযোগাদীনামপি যথা স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বরূপং মিথ্যাত্বং সম্ভবতি, তথা দ্বিতীয়লক্ষণে উক্তম্। এবম্ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং চ কিং স্বরূপেণ পারমার্থিকত্বেন বা ইত্যাদি-বিকল্পে যানি দূষণানি পূর্ব্বপক্ষিভিঃ উদ্ভাবিতানি তানি দ্বিতীয়লক্ষণে এব নিরস্তানি ইতি ভাবঃ।

ইদম্ ইহ অবধাতব্যম্—স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বস্য মিথ্যাত্বে প্রতিযোগিনঃ অত্যন্তাসত্ত্বমেব স্যাৎ, ন তু মিথ্যাত্বম্, ইতি পূর্ব্ব-পক্ষিণাম্ আশয়ঃ। সিদ্ধান্তস্তু স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে সত্ত্বেন প্রতীয়মান-

ত্বাৎ প্রতিযোগিনঃ ন অসত্ত্বম্, কিন্তু মিথ্যাত্বমেব। অসতঃ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বস্য অসম্ভবাৎ।৯

ইতি শ্রীমন্মমহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম বিরচিতায়াং বালবোধিন্যাং
চতুর্থ মিথ্যাত্বলক্ষণম্।

তাৎপর্য্য।

অলীকবস্তুতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তিশঙ্কা।

৭। এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে এই যে, "স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্ব" যদি মিথ্যাত্ব হয়, তবে এই মিথ্যাত্বলক্ষণটী শশবিষাণাদি অলীকবস্তুতে অতিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কারণ, অলীক যে শশশৃঙ্গাদি তাহারও স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রতীতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষীর নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে, চতুর্থ লক্ষণে যে প্রতীয়মানত্ব বলা হইয়াছে, সেই প্রতীতি বিকল্পাখ্যবৃত্তিসাধারণ জ্ঞানাখ্যবৃত্তিমাত্রপর মনে করিয়া অলীক শশবিষাণাদিতে বিকল্পবৃত্তির বিষয়তা আছে, আর তজ্জন্য শশবিষাণাদিতেও প্রতীয়মানত্ব থাকিল—এই বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়।

অলীকের প্রতীতি নাই বলিয়া অতিব্যাপ্তিবারণ।

কিন্তু বিকল্পবৃত্তি জ্ঞানাখ্য বৃত্তি নহে, পরন্তু ইচ্ছাদির মত তাহা একটী জ্ঞানভিন্ন বৃত্তিমাত্র, এজন্য বিকল্পবৃত্তির বিষয়কে প্রতীত বলা যাইতে পারে না। যেমন ইচ্ছাদির বিষয়কে প্রতীত বলা হয় না ইহাও তদ্রূপ। "শশবিষাণম্" ইত্যাকার শব্দজন্য বিকল্পবৃত্তির বিষয় শশবিষাণ হইলেও তাহাতে শশবিষাণের প্রতীতত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহা পূর্ব্বেই বিকল্পবৃত্তির স্বরূপনিরূপণপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। আর তাহাতেই পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি পরিহৃত হয়।

প্রকারান্তরে উক্ত অতিব্যাপ্তির পরিহার।

এক্ষণে মূলকার প্রকারান্তরে এই অতিব্যাপ্তির পরিহার বলিতেছেন,

যথা—এই চতুর্থ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি শশবিষাণাদি অলীক বস্তুতে নাই। কারণ, এই লক্ষণটী "স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রতীয়মানত্ব" না বলিয়া **স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব** বলিব। অর্থাৎ স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে যাহা সত্ত্বপ্রকারে প্রতীয়মান হয় তাহা মিথ্যা। শশবিষাণাদি স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে বিকল্পবৃত্তির দ্বারা প্রতীতির বিষয় হইলেও সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় না।

এই লক্ষণের নিষ্কৃষ্ট অর্থ।

সুতরাং এই লক্ষণটীর নিষ্কর্ষ এই যে, **সত্ত্বাবচ্ছিন্ন স্বপ্রকারতা নিরূপিত ধীবিশেষ্যতার ব্যাপকীভূতাত্যন্তাভাবকত্বই প্রতিযোগীর অর্থাৎ স্ব-এর মিথ্যাত্ব।**

নিষ্কৃষ্ট অর্থেও অতিব্যাপ্তি শঙ্কা।

এখন পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করেন যে, "স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব"ই মিথ্যাত্ব—এইরূপ নিষ্কর্ষ এই চতুর্থ লক্ষণের করিলেও অর্থাৎ "সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব" বলিলেও অসতে অতিব্যাপ্তির নিবারণ হয় না। অর্থাৎ যে অতিব্যাপ্তি পূর্ব্বে প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা থাকিয়াই যায়। ইহাই দেখাইবার জন্য **ন চ তদ্বৈকে আহুঃ** ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছেন।

শ্রুতি সাহায্যে উক্ত শঙ্কা সমর্থন।

ছান্দোগ্যোপনিষদে সৃষ্টিপ্রকরণে বলা হইয়াছে যে,—

"সদেব সোম্যেদম্ অগ্রে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ (১), "তদ্ধৈক আহুঃ অসদেবেদম্ অগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (২), "তস্মাৎ অসতঃ সজ্জায়তে"(৩), "কুতস্তু খলু সোম্য! এবং স্যাৎ ইতি হোবাচ কথম্ অসতঃ সজ্জায়েতেতি" (৪), "সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় তত্তেজোঽসৃজত" (৫), ইত্যাদি।

মতান্তর নিরাসপূর্ব্বক সদ্বস্তু ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব প্রতিপাদন করিতে

যাইয়া সন্মাত্র বস্তুর প্রলয়কালে সত্তা "সদেব" ইত্যাদি প্রথম বাক্যদ্বারা দেখাইতেছেন। তৎপরে 'তদ্ধৈক' ইত্যাদি দ্বিতীয় বাক্যদ্বারা অসদ্‌মাত্রের প্রলয়কালসত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়া "তস্মাৎ" এই তৃতীয় বাক্যদ্বারা একীয় মতানুসারে অসতের জগৎকারণত্ব বলা হইয়াছে। আর "কুতস্তু" এই চতুর্থ বাক্যের দ্বারা একীয় মতের নিরাস করিয়া "সত্ত্বেব" এই পঞ্চম বাক্যদ্বারা সন্মাত্র বস্তুরই প্রলয়কালসত্তা উপসংহার করিয়া সেই প্রলয়-কালস্থিত সন্মাত্রে বস্তুর জগৎকরণতা প্রতিপান করা হইয়াছে। এস্থলে একীয় মতের উপন্যাসপ্রসঙ্গে যে "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" বলা হইয়াছে, তাহাতে অসতেরও ত সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতি হইল। "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" এই বাক্যের ত ইহাই অর্থ। সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতির বিষয়তা অসতেও আছে, সুতরাং অসতে বা অলীকে পূর্ব্বোক্ত অতিব্যাপ্তি অব্যাহত রহিল। পূর্ব্বপক্ষিগণ মনে করেন "তদ্ধৈকে আহুঃ" এই শ্রুতির দ্বারা অসতের জগৎকারণত্ববাদী বৌদ্ধমতের অনুবাদ করা হইয়াছে। শ্রুতির এই বাক্যটী অনুবাদ বাক্য। এই অনুবাদ বাক্যে বৌদ্ধমতসিদ্ধ অসতের জগৎকারণতা বলা হইয়াছে। আর তাহাতে অসতের সত্ত্ব-প্রকারক প্রতীতি অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে।

উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

মূলকার এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—ইহা অনুবাদ বাক্যই নহে। অসৎ অলীকবস্তু, কোন পদবাচ্য হইতে পারে না। অসদ্বস্তুর সহিত পদের সঙ্কেতজ্ঞান সম্ভাবিত নহে। অসতের সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতি বলিলে বিরোধও হয়। "অঘটো ঘটঃ" এই বাক্যের মত "অসৎ সৎ" এই বাক্য বোধের জনক হইতে পারে না। এজন্য "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই বাক্যদ্বারা যে অর্থ প্রতীত হয় তাহার অভাবই "অসদেবেদম্‌" বাক্যদ্বারা বলা হইয়াছে। অসতের সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতি জন্মাইবার জন্য "অসদেবেদম্‌" এই বাক্য নহে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর

প্রদর্শিত অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অভিপ্রায় এই যে, "সদেব" এই শ্রুতির দ্বারা যে ধর্ম্মীতে যে প্রকারক বোধ জন্মায়, "অসদেবেদং" বাক্যদ্বারা সেই ধর্ম্মীতে তদভাবপ্রকারক বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতস্থলে "ইদং" পদার্থ জগতে অগ্রকালসত্ত্বপ্রকারক ও অদ্বিতীয় সৎপ্রকারক বোধ জন্মাইতেছে। আর "অসদেব" বাক্যদ্বারা সেই জগতে তদভাবপ্রকারক অর্থাৎ অগ্রকালসত্ত্বাভাবপ্রকারক ও অদ্বিতীয় সতের অভাবপ্রকারক বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং এই "অসদ্" বাক্যের অভিপ্রায়—বিনা কারণে অপূর্ব্ব জগৎ উৎপন্ন হয়—ইত্যাদি।

বৌদ্ধমতে জগতের উপাদান নিরুপাখ্য।

"অসদেবেদং" এই বাক্যে অসৎ অর্থাৎ জগতের অভাব হইতে সৎ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—এরূপ অর্থ করিলে বৌদ্ধমতের বিরোধহ হয়। এরূপ অর্থ বৌদ্ধগণের কখনই ইষ্ট হইতে পারে না। ব্যাবহারিক জগতের অভাব ব্যাবহারিকই হইবে, তাহা অসৎ নিরুপাখ্য নহে, কিন্তু **বৌদ্ধগণ জগতের উপাদানকে নিরুপাখ্য** বলিয়া থাকেন। এজন্য প্রদর্শিত প্রকারেই সদ্‌বাক্য ও অসদ্‌বাক্যের অর্থ করিতে হইবে।

পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি।

ইহাতে যদি এরূপ আপত্তি করা যায় যে, এই চতুর্থ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি পরিহার করিবার জন্য সিদ্ধান্তী অসদ্‌বাক্যের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, "তদ্ধৈকে আহুঃ" এইরূপে অসদ্‌বাক্য উপন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া অসতের জগৎকারণত্বমতের নিরাস করিবার জন্য, শ্রুতি এস্থলে তাহার অনুবাদ করিয়াছেন—ইহাই স্বরসতঃ প্রতীত হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তীর ব্যাখ্যাতে এই স্বরসতঃ প্রতীত অনুবাদিত্ব পরিত্যাগ করিতে হয়, ইত্যাদি।

উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত ব্যাখ্যাতে

শ্রুতির স্বারস্য ভঙ্গ হয় নাই। কারণ, এই শ্রুতির ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অসদ্‌বস্তু যখন কোন পদের অভিধেয় হইতে পারে না, তখন এই নঞ্‌যুক্ত অসদ্‌বাক্য হইতে, নঞ্‌বর্জ্জিত বাক্যদ্বারা যাদৃশ অর্থ প্রতীত হয়, তাহার বিরোধী অর্থের প্রতীতিই জন্মিয়া থাকে।

উক্ত বৌদ্ধ ও তার্কিকমতের নিরাস।

"সদেব" এই শ্রুতিবাক্যটী বৌদ্ধ এবং তার্কিকগণের মত নিরাস করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে সুষুপ্তির ন্যায় প্রলয়ে কোন সদ্‌বস্তু থাকে না, আর কোন সদ্‌বস্তু থাকে না বলিয়া কারণব্যতিরেকেই কার্য্য উৎপন্ন হয় বলা হয়, অর্থাৎ সুষুপ্তির পরে জাগরণের আদ্যক্ষণে যেমন ক্ষণিক বস্তুর উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ প্রলয়ের পরে সৃষ্টির আদ্যক্ষণে ক্ষণিক আদ্য কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। **বৌদ্ধমতে অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব,** যাহা যাহা অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্ত্বের আশ্রয় তৎসমুদায়ই ক্ষণিক, আর ক্ষণিক বলিয়া সৃষ্টির আরম্ভক্ষণে উৎপত্ত, কারণবিনাই হয় বলিতে হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে ক্ষণিক ও অর্থক্রিয়াকারী কোন বস্তুই থাকে না। এজন্য জাগরণের আদ্যক্ষণের ন্যায় সৃষ্টির আরম্ভকালেও কারণ-বিনাই কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে—ইহাই বৌদ্ধমত।

শ্রুতিনিরাকার্য্য বৌদ্ধমত।

এই বৌদ্ধমত **পঞ্চপাদিকাতে** স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—**অকস্মাৎ এব জাগরাদৌ অহম্ ইতি ধীদর্শনাৎ।** জাগরণের আদ্যক্ষণে বিনা কারণ অহং অর্থাৎ আমি—এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। **বিবরণগ্রন্থে** উক্ত হইয়াছে যে, সুষুপ্তিকালে বিজ্ঞানলেশও থাকে না, যথা—**সুষুপ্তে বিজ্ঞানলেশস্য অভাবাৎ।** অতএব ইহাই শ্রুতিলক্ষিত এবং শ্রুতিনিরাকার্য্য বৌদ্ধমত।

শ্রুতিনিরাকার্য্য তার্কিকমত।

আর তার্কিকগণের মতে প্রলয়কালে জগৎকারণ সদ্‌বস্তু থাকিলেও

তাহা অদ্বিতীয় নহে। তার্কিকগণের মতে জগৎকারণ, গুণাদিরূপ দ্বিতীয়বস্তুবিশিষ্ট। তার্কিকগণ কার্য্যকারণের ভেদ স্বীকার করেন বলিয়া কার্য্যজগতের কার্য্যাভিন্ন উপাদান সদ্‌বস্তু প্রলয়কালে থাকে—ইহাও বলিতে পারেন না। এই প্রদর্শিত বৌদ্ধ ও তার্কিকের মত নিরাস করিবার জন্য "সদেব" ইত্যাদি শ্রুতি বলা হইয়াছে।

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা "অসদ্"বাক্যের দ্বারা অসৎ অর্থাৎ অলীকের জগৎকারণত্ব মতের অনুবাদ ও "কুতস্তু" বাক্যের দ্বারা তাহার নিরাকরণ শ্রুতি করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। কারণ, অসদ্‌বস্তু অসৎপদবাচ্য নহে। সুতরাং **শ্রুতি অসৎ পদদ্বারা অলীকবস্তুর অনুবাদ করিতে পারেন না।** যেমন অসদ্‌বস্তু "শ্রুতির" অসৎ পদের বাচ্য নহে, তদ্রূপ "আসীৎ" এই পদদ্বারা কালসম্বন্ধ, "একম্" এই পদদ্বারা সংখ্যাসম্বন্ধ এবং "অদ্বিতীয়ম্" পদদ্বারা দ্বিতীয়াভাবসম্বন্ধ—এ সমস্তই অসৎ অর্থাৎ অলীকবস্তুতে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং "অসদ্"বাক্য কোনরূপেই অনুবাদকবাক্য হইতে পারে না।

বৌদ্ধ অসৎকারণবাদী কিনা বিচার।

আর বৌদ্ধগণ অসতের জগৎকারণত্ববাদী, এইরূপ যে প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে, সিদ্ধান্তীর মতে তাহার বিলোপ হইয়া যাইতেছে—এরূপ আশঙ্কাও নিরস্ত হইল। কারণ, বৌদ্ধগণের যথার্থ অভিপ্রায় কি, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বিশদরূপে বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষিগণের ভ্রান্তিপ্রদর্শন।

যাঁহারা বৌদ্ধমতের এরূপ অর্থ বলিতে চাহেন যে, কোন অসদ্‌বস্তু জগতের কারণ, তাঁহারা বৌদ্ধমত অবগত নহেন। অসদ্‌বস্তু যদি কারণ হয়, তবে কি আর তাহাকে অসদ্ বলা যাইতে পারে? বৌদ্ধগণ অর্থক্রিয়াকারিত্বকেই সত্ত্ব বলিয়াছেন, এখন অসৎ যদি অর্থক্রিয়াকারী হয়, তবে কি আর জগৎকারণ অসৎ হইতে পারে? যাহা প্রলয়কালবৃত্তি,

যাহা অর্থক্রিয়াকারী তাহাকে অসদ্ বলিব কিরূপে? সুতরাং ইহাতে অসৎবস্তুর সদ্রূপতাই হইয়া পড়িবে। সুতরাং বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আর **বৌদ্ধগণ অসতের জগৎকারণত্ববাদী—এই প্রবাদের অর্থ এই যে, জগতের কারণ অসৎ, অলীক অর্থাৎ নাই।** কারণবিনাই কার্য্যোৎপত্তি হয়। "অসদ্বস্তুর জগৎকারণতা" প্রবাদের অর্থ পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত মতে গ্রহণ করিতে হইলে সৎকারণতা-বাদেই পর্য্যবসান হয়। কিন্তু **অকারণ কার্য্যোৎপাদই অসৎ-কারণতাবাদের নিষ্কৃষ্ট অর্থ।** এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব্বপক্ষিগণ বৌদ্ধমতের অভিপ্রায় না বুঝিয়াই ভ্রান্ত হইতে অসদ্-বাক্যের উদাহরণ করিয়া অসতের সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতি প্রতিপাদনে-প্রয়াসী হইয়াছিলেন। **অসৎ সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হইতেই পারে।না।** বস্তুতঃ, দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণেও পূর্ব্বপক্ষিগণ এই ব্যর্থ উদাহরণের অবতারণা করিয়াছেন।

স্বমতে উদ্ধৃত শ্রুতির ব্যাখ্যা।

যাহা হউক "সদেব" এই শ্রুতির অর্থ এই যে, অগ্রে অর্থাৎ প্রলয়ে, "ইদং" অর্থাৎ জগৎ অব্যাকৃতাবস্থ হইয়া অদ্বিতীয় সদ্রূপ কারণাত্মক ছিল। আর অসদ্বাক্যে, "ইদং" অর্থাৎ জগৎ, "অগ্রে" অর্থাৎ প্রলয়ে, "ন আসীৎ" অর্থাৎ ছিল না, আর "ন বা সৎ" অর্থাৎ সদ্রূপ নহে, কিন্তু প্রলয়ের পরে সৃষ্টির আরম্ভে অর্থক্রিয়াকারিরূপে সৎ—ইহাই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। অসৎ এই পদের অ-কারটী নঞ সমানার্থক অব্যয়। "অমানো-নাঃ নিষেধবচনাঃ" এই অনুশাসন অনুসারে এই প্রত্যেকটী অব্যয়ই নিষেধের প্রতিপাদক। এই নিষেধার্থক অ-কারটী "আসীৎ" পদের সহিতও অন্বিত হইবে। এবং সৎপদের সহিত নিষেধার্থক অকারের সমাস না হইয়া সৎপদের সহিত অন্বিত হইয়া "ন সৎ" এইরূপ অর্থ হইবে। তাহা হইলে সমগ্রের অর্থ হইল **ইদং জগৎ অগ্রে ন সৎ**

ন আসীৎ ইত্যাদি। বস্তুতঃ কথা এই যে, "ইদং অগ্রে নাসীৎ", "অগ্রে ন সৎ" এইরূপ "অগ্রে"পদের আবৃত্তি না করিয়া এইরূপ অর্থ বলিতে হইবে—"অগ্রে ইদং সৎ চ ন আসীৎ"।

অসৎপদের সমাসার্থ।

"অসৎ" এইরূপ সমাসের অন্তর্গত যে নঞ্‌পদ তাহা সদ্ভিন্নেরই বোধক হইয়া থাকে, কিন্তু অগ্রে সত্ত্বধর্মের অভাবের বোধক হইবে না—এরূপ আপত্তিও নিরস্ত হইল। "অসৎ" ইহা সমস্ত পদ নহে, এজন্য অ-কারটী নঞ্‌-এর বিকার নহে। "অমানোনা নিষেধবচনাঃ" এই অনুশাসন অনুসারে অকার নিষেধের বোধক অব্যয়। মূলগ্রন্থে যে "নঞা প্রতিপাদ্যতে" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ "অ-কারেণ"; এই অ-কারটী নঞ্‌-এর সমানার্থক বলিয়া "নঞা" বলা হইয়াছে।

"অসৎ আসীৎ" এরূপ শাব্দবোধ হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে "অঘটো ঘটঃ" এইরূপ শাব্দবোধ যেমন হয় না, তদ্রূপ "অসৎ আসীৎ" এইরূপ শাব্দবোধও হয় না। যেহেতু তাদৃশ বোধ আহার্য্য হইয়া পড়ে, কিন্তু শাব্দবোধ আহার্য্যস্বরূপ হয় না। সুতরাং "অসৎ সৎ" এরূপ আহার্য্যবোধ উক্ত শ্রুতিবাক্যজন্য হইতে পারে না।

চতুর্থ লক্ষণের উপসংহার।

মূলগ্রন্থে যে **বিরোধাৎ** বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ "আহার্য্যরূপত্ব"। অর্থাৎ উক্ত বোধ আহার্য্যরূপ হইয়া পড়ে বলিয়াই বিরুদ্ধ।

আর মূলকার "সর্ব্বং চ অন্যৎ পূর্ব্বোক্তমেব অনুসন্ধেয়ম্" এই যে বলিয়াছেন, তাহাতে দ্বিতীয় লক্ষণে যে সমস্ত পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবনপূর্ব্বক নিরাস করা হইয়াছে, সেই সমস্ত পূর্ব্বপক্ষের এস্থলেও সম্ভাবনা আছে বুঝিতে হইবে, এবং তাহার সমাধানপ্রণালীও দ্বিতীয় লক্ষণানুসারেই বুঝিতে হইবে।

এই চতুর্থ লক্ষণে যে "স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রতীয়মানত্ব" বলা হই-

যাছে, সেই অত্যন্তাভাবটী—তাত্ত্বিক, প্রাতিভাসিক অথবা ব্যাবহারিক—এই তিনটীর যে কোনটী স্বীকার করিলেও যে আপত্তি হয়, তাহা দ্বিতীয় লক্ষণের পূর্ব্বপক্ষে বলাই হইয়াছে। আর তাহার সমাধানও সেই দ্বিতীয় লক্ষণেই বলা হইয়াছে। আর অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব স্বরূপতঃ অথবা পারমার্থিকত্বরূপে ?—এই উভয়পক্ষেই যে দোষ, তাহাও দ্বিতীয় লক্ষণের পূর্ব্বপক্ষে বলা হইয়াছে এবং সিদ্ধান্তও সেই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সিদ্ধান্তগুলি এস্থলে অনুসন্ধান করিতে হইবে। **পূর্ব্বপক্ষী** এই চতুর্থলক্ষণে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সার কথা এই যে, এই চতুর্থ লক্ষণাক্রান্ত লক্ষ্য মিথ্যা না হইয়া অত্যন্ত অসংই হইয়া পড়িবে। অত্যন্ত অসৎ শশবিষাণাদিও শব্দজন্য প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। আর সদ্রূপে প্রতীতির বিষয় বলিলেও অযোগ্যতানিশ্চয়ের অভাবদশাতে "শশবিষাণমস্তি" এইরূপ বাক্যজন্য সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতির বিষয়ও শশবিষাণ হইয়া থাকে। যেমন "গোবিষাণমস্তি" এই বাক্যজন্য গোবিষাণ সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতির বিষয় হয়, প্রদর্শিত স্থলেও সেইরূপই প্রতীতি হইবে। ইহাতে **সিদ্ধান্তীর** বক্তব্য এই যে, অত্যন্ত অসদ্বস্তু প্রতীতির বিষয়ই হইতে পারে না। যেহেতু সিদ্ধান্তীর মতে "অভিব্যক্ত চিত্তাদাত্ম্য"ই বিষয়ত্ব পদার্থ। আর দৃশ্যবস্তুমাত্রই অভেদে চিদ্বস্তুতে অধ্যস্ত না হইলে, দৃশ্যবস্তুতে চিত্তাদাত্ম্য সম্ভাবিত হয় না। সুতরাং দৃশ্য বা বিষয় হইতে গেলে চিদ্বস্তুতে অধ্যস্ত হওয়া চাই, আর যাহা অধ্যস্ত তাহা অসৎ নহে, কিন্তু মিথ্যা। এজন্য জ্ঞানের বিষয় অথচ অসৎ—ইহা অসম্ভব। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। ইহাই হইল চতুর্থ লক্ষণের তাৎপর্য্য।৯

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণাস্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধির চতুর্থ মিথ্যাত্বলক্ষণের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

অথ পঞ্চমমিথ্যাত্বলক্ষণম্।

মিথ্যাত্বের পঞ্চম লক্ষণ।

সদ্‌বিবিক্তত্বং বা মিথ্যাত্বম্।১। সত্ত্বং চ প্রমাণসিদ্ধত্বম্; প্রমাণত্বং চ দোষাসহকৃতজ্ঞানকরণত্বম্; তেন স্বপ্নাদিবৎ প্রমাণসিদ্ধভিন্নত্বেন মিথ্যাত্বং সিদ্ধ্যতি।২

প্রমাণসিদ্ধত্বং চ অবাধ্যত্বব্যাপ্যম্ ইতি অন্যৎ *।৩। অত্রাপি অসতি, নির্ধর্ম্মকে ব্রহ্মণি চ অতিব্যাপ্তিবারণায় সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বং বিশেষণং দেয়ম্; তয়োঃ সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতি-বিষয়ত্বাভাবাৎ।৪

পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তিত্রয় খণ্ডন।

অতএব "সদ্‌বিবিক্তত্বম্" ইত্যত্র সত্ত্বং সত্তাজাত্যধিকরণত্বং বা, অবাধ্যত্বং বা, ব্রহ্মরূপত্বং বা? আদ্যে ঘটাদৌ আবিদ্যক-জাতেঃ ত্বয়া অভ্যুপগমেন অসম্ভবঃ; দ্বিতীয়ে বাধ্যত্বরূপ-মিথ্যাত্বপর্য্যবসানম্; তৃতীয়ে সিদ্ধসাধনম্ ইতি নিরস্তম্; অনভ্যুপগমাদেব।৫। সদসদ্‌বিলক্ষণত্বপক্ষোক্তযুক্তয়শ্চ অত্র অনুসন্ধেয়াঃ।৬। অবশিষ্টং দৃষ্টান্তসিদ্ধৌ বক্ষ্যামঃ।৭

ইতি মিথ্যাত্বনিরূপণে পঞ্চমমিথ্যাত্বলক্ষণম্।

অনুবাদ।

১। পূজ্যপাদ আনন্দবোধাচার্য্য ন্যায়দীপাবলি গ্রন্থে যে মিথ্যাত্ব-লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই লক্ষণের পরিষ্কার করিতে যাইয়া মূলকার বলিতেছেন—**সদ্‌বিবিক্তত্বং বা মিথ্যাত্বম্** ইতি। পূজ্যপাদ আনন্দ-বোধাচার্য্য উক্ত ন্যায়দীপাবলি গ্রন্থমধ্যে প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের অনুমান প্রদর্শন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে,—

---

* ইতি অন্যৎ = অন্যদেতৎ ইত্যপি পাঠঃ।

"সত্যত্বমিথ্যাত্বরূপে বিবাদাস্পদ প্রপঞ্চ মিথ্যা, ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা দৃশ্য, ... (হেতু)
যাহা দৃশ্য তাহা মিথ্যা, যেমন উভয়মতসিদ্ধ শুক্তিরজত। (উদাহরণ)

এই বিবাদাস্পদ প্রপঞ্চ মিথ্যাত্বব্যাপ্য দৃশ্যত্ববিশিষ্ট, আর এইজন্য তাহা মিথ্যা। যদিও বিবাদাস্পদ বস্তু অনেক রূপই হইতে পারে, তথাপি সাধ্যবিশেষ লইয়া বিবাদ দেখাইলে বিবাদাস্পদবস্তু বিশেষরূপেই সিদ্ধ হইবে। **সত্যবিবেকই মিথ্যাত্ব,** আর ইহাই এস্থলে সাধ্য, আর এজন্য পক্ষে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতাদোষ হইল না।"

যদিও একপ্রকার মিথ্যাত্বের নির্বচন করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, তথাপি প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সমস্ত অদ্বৈতাচার্য্যগণের সম্মত, তাহাই দেখাইবার জন্য সেই সেই আচার্য্যসম্মত নির্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথমলক্ষণে যে সংপ্রতিযোগিক ভেদ ও অসংপ্রতিযোগিক ভেদ—এই ভেদদ্বয়কে মিথ্যাত্ব বলা হইয়াছে, তাহাই এস্থলে অন্য ভঙ্গীতে বলা যাইতেছে। প্রথম লক্ষণের সহিত এই লক্ষণের পুনরুক্তিদোষের পরিহার অগ্রে বলা যাইবে।

মূলস্থিত সদ্বিবিক্তত্ব কথার অর্থ—সতের ভেদ, অর্থাৎ সত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ। বিবেকপদের অর্থ—ভেদ। ব্রহ্মই সদ্রূপ, বিয়দাদি প্রপঞ্চ এই সদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এজন্য বিয়দাদি প্রপঞ্চ মিথ্যা। এইরূপে লক্ষ্য বিয়দাদি প্রপঞ্চে, সদ্ভেদরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণের সমন্বয় বুঝিতে হইবে।১

২। যদি বলা যায়—প্রপঞ্চে সদ্রূপ ব্রহ্মের ভেদ ত সিদ্ধই আছে? সুতরাং প্রপঞ্চে ব্রহ্মভেদের অনুমান করিতে গেলে সিদ্ধসাধনই হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**সত্ত্বং চ ইতি।** এই ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সত্তটী প্রমাণসিদ্ধত্ব। আর প্রমাণসিদ্ধত্ব কথার অর্থ—প্রমাণজন্য জ্ঞানবিষয়ত্ব।

যদি বলা যায়—প্রমাণসিদ্ধত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদ বিয়দাদি-প্রপঞ্চে সম্ভাবিত নহে। যেহেতু বিয়দাদি প্রপঞ্চ যথাযথভাবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধই বটে, আর তাহাতে বিয়দাদি প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই ঘটিতেছে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**প্রমাণত্বং চ দোষাসহকৃতজ্ঞানকারণত্বম্** ইতি। অর্থাৎ দোষাজন্য প্রমারূপ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের করণত্বই দোষাসহকৃত জ্ঞানকরণত্ব। সুতরাং দোষাজন্য জ্ঞানের করণ—প্রমাণ, আর সেই প্রমাণজন্য জ্ঞানের বিষয় প্রমাণসিদ্ধ, আর তাহাই এই লক্ষণে সৎপদদ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে। আর এতাদৃশ সদ্‌ভিন্নত্বই সদ্‌বিক্তত্ব লক্ষণের ফলিতার্থ।

যদি বলা যায়—শুক্তিরজতাদির জ্ঞান সাদৃশ্যাদি দোষজন্য হইলেও বিয়দাদি প্রপঞ্চের জ্ঞান দোষজন্য নহে বলিয়া বিয়দাদিপ্রপঞ্চ দোষাজন্য জ্ঞান—করণজন্য জ্ঞানবিষয়ই বটে, কিন্তু তাদৃশবিষয়ভিন্ন নহে, সুতরাং বিয়দাদি প্রপঞ্চে লক্ষণের সঙ্গতি হইল কিরূপে?

আর যদি এই আপত্তিতে এইরূপ সমাধান করা যায় যে, অন্তঃকরণের উপাদান অবিদ্যা, এজন্য অবিদ্যা হইতে অন্তঃকরণ অভিন্ন, উপাদান ও উপাদেয়ের অভেদই স্বীকার করা হইয়া থাকে, আর অবিদ্যা দোষরূপ বলিয়া অবিদ্যাপরিণাম যে অন্তঃকরণ, সেই অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ যে বিয়দাদিপ্রপঞ্চবিষয়ক জ্ঞান, তাহা অবিদ্যারূপ দোষজন্যই বটে, দোষাজন্য জ্ঞান নহে। ইহাতে শঙ্কা এই যে, তবে ত ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বেদান্তমহাবাক্যজন্য অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞানও অবিদ্যারূপ দোষজন্যই বটে। আর তাহাতে দোষাজন্য জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে।

কিন্তু এরূপ আশঙ্কা অসঙ্গত। দোষাসহকৃত কথার অর্থ—দোষরূপে দোষাজন্য। আর তাহাতে, বেদান্তমহাবাক্যজন্য অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ—জ্ঞানের, পরিণামী উপাদানরূপে অবিদ্যাজন্যতা থাকিলেও দোষরূপে

অবিদ্যাজন্যতা নাই; যেহেতু দোষরূপে কারণত্ব নিমিত্তকারণত্বই হইয়া থাকে, উপাদানকারণত্ব নহে। বেদান্তমহাবাক্যজন্য অখণ্ডাকার—অন্তঃকরণবৃত্তি, পরিণামী উপাদানরূপে অবিদ্যারূপ দোষজন্য হইলেও দোষরূপে অবিদ্যারূপ নিমিত্তকারণজন্য নহে বলিয়া, দোষাজন্য জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ নহে। অর্থাৎ বেদান্তমহাবাক্যজন্য তাদৃশ অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞানই দোষাজন্য জ্ঞান। আর ইহাতে লক্ষণের অব্যাপ্তি বা অসম্ভব দোষও রহিল না। সুতরাং বিয়দাদি প্রপঞ্চে লক্ষণের সমন্বয় হইতে পারিল। যেহেতু প্রপঞ্চজ্ঞান যেমন পরিণামী উপাদানরূপে অবিদ্যাজন্য, সেইরূপ দোষরূপেও অবিদ্যারূপ নিমিত্তকারণজন্য হইয়া থাকে। প্রপঞ্চজ্ঞান ও বেদান্তমহাবাক্যজন্য জ্ঞান—এই উভয়ই পরিণামী উপাদানরূপে অবিদ্যাজন্য হইলেও দোষরূপে অবিদ্যানিমিত্তকারণজন্য প্রপঞ্চজ্ঞানই হইবে—বেদান্তমহাবাক্যজন্য জ্ঞান হইবে না।

শুদ্ধ ব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্য হইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যজন্য জ্ঞান, অবাধিতবিষয়ক বলিয়া প্রমা, আর প্রপঞ্চজ্ঞান, বাধিত বিষয়ক বলিয়া ভ্রম। আর ভ্রমজ্ঞানমাত্রই দোষজন্য হইয়া থাকে বলিয়া প্রপঞ্চজ্ঞান অবিদ্যাদোষজন্য এইরূপ বলিতেই হইবে। আর ইহাতে দোষাজন্যজ্ঞানকরণজন্য জ্ঞানবিষয়ভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব হইল। তাদৃশ জ্ঞানবিষয়ভিন্নত্বপ্রযুক্ত বিয়দাদি প্রপঞ্চমাত্রে এই মিথ্যাত্বলক্ষণ যে সঙ্গত হইল, তাহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—**তেন** ইতি। অর্থাৎ তাদৃশজ্ঞানবিষয়ভিন্নত্বপ্রযুক্ত, **স্বপ্নাদিবৎ** অর্থাৎ **স্বপ্নদৃষ্টগজাদির** মত, জাগ্রদ্দৃষ্ট প্রপঞ্চেরও তাদৃশ জ্ঞানবিষয়ভিন্নত্বরূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল।২

৩। ন্যায়দীপাবলিগ্রন্থে এই মিথ্যাত্বলক্ষণের বিবরণ করিতে যাইয়া পূজ্যপাদ আনন্দবোধাচার্য্য **সত্যম্ অবাধ্যম্, বাধ্যং মিথ্যা ইতি তত্ত্ববিবেকঃ** এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—অবাধ্যই সত্য এবং

বাধাই মিথ্যা। আনন্দবোধাচার্য্য যাহাকে সত্য বলিয়াছেন এস্থলে তাহাকেই সৎ বলা হইয়াছে। আর এস্থলে মূলকার কিন্তু প্রমাণ-সিদ্ধকেই সৎ বলিয়াছেন। ন্যায়দীপাবলিকারের মত পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ সত্ত্ব নিরূপণ করিবার হেতু কি? এরূপ শঙ্কাতে বলিতেছেন—**প্রমাণসিদ্ধত্বং চ অবাধ্যত্বব্যাপ্যম্ ইত্যন্যৎ**। এস্থলে প্রমাণ-সিদ্ধত্বই সত্ত্ব বলিতে হইবে। কিন্তু বাধ্যত্বঘটিত সত্ত্ব বলা যায় না। যেহেতু বাধ্যত্বই মিথ্যাত্ব, আবার বাধ্যত্বঘটিত অবাধ্যভেদই মিথ্যাত্ব—এরূপ বলিবার আবশ্যকতা কি? আর ইহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষও হয়। এজন্য মূলকার বলিতেছেন—**ইতি অন্যৎ**। অর্থাৎ এস্থলে সত্ত্বধর্ম্মটী বাধ্যত্বঘটিত অবাধ্যত্ব হইতে ভিন্ন যে প্রমাণসিদ্ধত্ব তাহাই বলিতে হইবে। আর এই প্রমাণসিদ্ধত্ব অবাধ্যত্বধর্ম্মের ব্যাপ্য।৩

৪। যদি বলা যায়—সিদ্ধান্তীর মতে অসৎ শশবিষাণাদি জ্ঞানের বিষয় হয় না বলিয়া অসদ্ শশবিষাণাদিতে এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অতি-ব্যাপ্তি হইতেছে। দোষাজন্য জ্ঞানকরণজন্য জ্ঞানবিষয়ভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব, আর তাহা জ্ঞানের অবিষয় শশবিষাণাদিতে আছে। আর এইরূপ শুদ্ধব্রহ্মেও এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটে। যাঁহারা শুদ্ধব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় হয় না—এরূপ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে এতাদৃশ-জ্ঞানবিষয়ের ভেদরূপ মিথ্যাত্ব শুদ্ধব্রহ্মেও আছে বলিয়া অতিব্যাপ্তি দোষই হয়। এজন্য মূলকার বলিতেছেন—**অত্রাপি সত্ত্বেন প্রতীয়-মানত্বং বিশেষণং দেয়ম্**। অর্থাৎ এই লক্ষণেও সত্ত্বরূপে প্রতীতির বিষয়ত্বরূপ বিশেষণটী দিতে হইবে। আর তাহাতে লক্ষণ হইবে যে, যাহা সত্ত্বরূপে প্রতীতিরবিষয় হইয়া তাদৃশজ্ঞানবিষয়ভিন্ন হয়, তাহা মিথ্যা। আর এরূপ লক্ষণ বলিলে অসৎশশবিষাণাদিতে বা পরমার্থ সৎ ব্রহ্মে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**তয়োঃ ইতি**। তয়োঃ—অসৎশশবিষাণ ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের, **সত্ত্ব-**

প্রকারকপ্রতীতিবিষয়ত্বাভাবাৎ অর্থাৎ তাদৃশপ্রতীতিবিষয়ের ভেদ থাকিলেও সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিবিষয়ত্ব নাই বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নাই। অসদ্‌বস্তু যে সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর শুদ্ধব্রহ্মকে যাঁহারা জ্ঞানের বিষয় হয় না বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয়ও হইতে পারে না। এজন্ত অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। "সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব" বিশেষণ যোগ করিলে যদিও এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষবারণ হয় বটে, তথাপি "সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বে সতি সদ্‌বিবিক্তত্বং মিথ্যাত্বম্" এই পঞ্চম মিথ্যাত্বলক্ষণের সহিত সদসদ্‌বিলক্ষণত্বরূপ প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণটী অভিন্নই হইয়া পড়ে। প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণে "ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বম্"কেই অসত্ত্ব বলা হইয়াছে। আর সেই অসদ্‌বৈলক্ষণ্য বলাতে "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব"ই হইতেছে। আর এস্থলেও "সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব"ই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। আর সদ্‌বৈলক্ষণ্য প্রথম লক্ষণেও আছে এবং এই পঞ্চম-লক্ষণেও আছে। সুতরাং এই পঞ্চমলক্ষণটীতে সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব বিশেষণ যোগ করিলে সদ্‌বিলক্ষণত্বে সতি অসদ্‌বিলক্ষণত্বম্—ইহাই হইবে। সুতরাং এস্থলে প্রথমলক্ষণের পুনরুক্তি দোষই ঘটিল।

এই আশঙ্কার উত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রথম লক্ষণে বাধ্যত্বঘটিত অবাধ্যত্বই সত্ত্ব বলা হইয়াছে, আর এই পঞ্চম লক্ষণে বাধ্যত্বাঘটিত প্রমাণসিদ্ধত্বই সত্ত্ব বলা হইতেছে। সুতরাং প্রথম লক্ষণ হইতে পঞ্চম লক্ষণের বৈলক্ষণ্যই হইল। বস্তুতঃ, এই পুনরুক্তিদোষের পরিহার লঘুচন্দ্রিকামধ্যে দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ ভ্রমবিষয়ত্বই মিথ্যাত্ব, এই পঞ্চম লক্ষণের তাৎপর্য্য। ।৪

৫। **অতএব** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—প্রমাণসিদ্ধত্বই সত্ত্ব—এইরূপ বিবক্ষা করা হইল বলিয়া পূর্ব্বপক্ষিগণ সত্ত্বনিরূপণপ্রসঙ্গে যে সমস্ত

দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহাও নিরস্ত হইল। মূলস্থিত "অতএব" কথাটী "নিরস্তম্" এই মূলস্থিত কথাটীর সহিত অন্বয় করিতে হইবে। মূলকার পূর্ব্বপক্ষিগণের উদ্ভাবিত দোষসমূহের অনুবাদ করিতেছেন— **সদ্বিবিক্তত্বম্ ইত্যত্র** ইত্যাদি। এই সত্ত্ব ধর্ম্মের তিনটী বিকল্প করিয়া প্রত্যেক কল্পেই পূর্ব্বপক্ষী দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন; তাহার প্রথম বিকল্পে যে দোষ তাহা বলা যাইতেছে—**আদ্যে** ইত্যাদি, সত্তাজাতির অধিকরণত্বই যদি সত্ত্ব হয় তবে, ঘটাদিপ্রপঞ্চও আবিদ্যক সত্তাজাতির অধিকরণ হয় বলিয়া ঘটাদিতে সত্তাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদ থাকিতে পারে না। এজন্য এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অসম্ভব দোষই হইয়া পড়ে। প্রপঞ্চমাত্রই সৎ, তাহাতে সদ্ভেদ থাকে না। অন্যোন্যাভাব স্বীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের বিরুদ্ধ হয়, এজন্য সত্তাজাতির অধিকরণে সত্তাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদ অসম্ভব। যদিও সিদ্ধান্তীর মতে ঘটোপহিত সদ্রূপ ব্রহ্মই ঘটত্বসামান্য, এইরূপ পটোপহিত সদ্রূপ ব্রহ্মই পটত্বসামান্য বলা হয়, তথাপি ঘটোপহিত অনাদি অবিদ্যাও ঘটত্বাদি সামান্যরূপ হইতে পারে। এইজন্যই মূলকার **আবিদ্যকসত্তাজাতি** এইরূপ বলিয়াছেন। আবিদ্যক জাতি বলিতে অবিদ্যারূপ জাতি বুঝায়। কিন্তু অবিদ্যাজন্য এইরূপ অর্থ নহে। কারণ, জাতি অনাদি, তাহা জন্য হইতে পারে না। যেমন ঘটাদিদ্বারা উপহিত অবিদ্যা ঘটত্বাদি জাতি, এইরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম—এই তিনটীর দ্বারা উপহিত অবিদ্যাই এস্থলে সত্তাজাতি। আর ব্রহ্মকেই জাতিরূপ বলিলে দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম্ম—এই তিনটীর দ্বারা উপহিত সদ্রূপ ব্রহ্মই সত্তাজাতি—এইরূপ বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় বিকল্পে দোষ দেখাইতেছেন—**দ্বিতীয়ে** ইত্যাদি। যদি অবাধ্যত্বই সত্ত্ব হয়, তবে অবাধ্যভিন্নই মিথ্যা—ইহাই হইল। আর অবাধ্যভিন্ন বাধ্যই বটে। আর তাহাতে বাধ্যত্বই মিথ্যাত্ব—এইরূপই লব্ধ হইল। সুতরাং এই পঞ্চম লক্ষণে বাধ্যত্বব্যতিরিক্ত আর যে অংশ

বলা হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়িল। আর বাধ্যত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লক্ষণের সহিত পুনরুক্তি দোষই ঘটিবে। দ্বিতীয় লক্ষণে **নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ বাধ্যত্বই মিথ্যাত্ব**, এবং তৃতীয় লক্ষণে **জ্ঞানবাধ্যত্বই মিথ্যাত্ব** বলা হইয়াছে।

তৃতীয় বিকল্পে দোষ বলিতেছেন—**তৃতীয়ে** ইত্যাদি। যদি ব্রহ্ম-রূপত্বই সত্ত্ব বলা যায়—তবে ব্রহ্মভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব—ইহাই লাভ হয়। আর প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মবিলক্ষণ, তাহা সিদ্ধই বটে, এজন্য প্রপঞ্চে ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্যরূপ মিথ্যাত্বানুমান করিতে গেলে সিদ্ধসাধন দোষই হইবে।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে—সত্ত্ব ধর্ম্মটী যে সত্তাজাতি প্রভৃতিরূপ নহে, তাহা সত্ত্বধর্ম্মনিরূপণপ্রস্তাবে বলাই হইয়াছে। সুতরাং সত্ত্বধর্ম্মকে জাত্যাদিরূপ স্বীকার করিয়া পূর্ব্বপক্ষী যে সমস্ত দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার আর অবসর নাই। সিদ্ধান্তী জাত্যাদিরূপ সত্ত্ব স্বীকার করেন না। প্রমাণসিদ্ধত্বই সত্ত্ব—ইহা বলাই হইয়াছে। এজন্য সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**অনভ্যুপগমাৎ** ইত্যাদি।৫

৬। যদি বলা যায়—"সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বে সতি সদ্‌ভিন্নত্ব"ই মিথ্যাত্ব হইলে এতাদৃশ মিথ্যাত্বানুমানে অংশতঃ সিদ্ধসাধন দোষ ঘটিবে; যেহেতু ঘটাদি প্রপঞ্চে "সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বরূপ" সাধ্যাংশ সিদ্ধই আছে। ঘটাদি প্রপঞ্চ সদ্রূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**সদসদ্‌বিলক্ষণপক্ষোক্তযুক্তয়শ্চ** ইত্যাদি। সদসদ্‌বিলক্ষণত্বই মিথ্যাত্ব—এই প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণে "গুণাদিকং গুণ্যাদিনা ভিন্নাভিন্নং" এই গ্রন্থদ্বারা যে সমস্ত যুক্তি বলা হইয়াছে—এস্থলেও সেই যুক্তিসমূহের অনুসন্ধান করিতে হইবে। উক্ত গুণাদি-গ্রন্থে, গুণাদি গুণীপ্রভৃতি হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন, যেহেতু তাহারা সমানাধিকৃত, এইরূপ ভেদাভেদবাদিগণের প্রয়োগ তার্কিকাদির অঙ্গীকৃত ভেদ সিদ্ধ থাকিলেও উদ্দেশ্যীভূত মিলিতপ্রতীতির অসিদ্ধিপ্রযুক্ত যেমন

ঐ সিদ্ধসাধন দোষ হয় না, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও মিলিতপ্রতীতি উদ্দেশ্য বলিয়া অংশতঃ সিদ্ধসাধন দোষ হইবে না। যেমন অত্যন্ত অভেদে "ঘটঃ কুম্ভঃ" এইরূপ সামানাধিকরণ্যপ্রতীতি হয় না বলিয়া মিলিতসিদ্ধিই উদ্দেশ্য, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও সত্ত্বরহিত তুচ্ছ বস্তুতে দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম থাকে না বলিয়া মিলিত সাধ্যই দৃশ্যত্ব হেতুর প্রয়োজক হয়; এজন্য মিলিতসিদ্ধিই উদ্দেশ্য। আর এইজন্য দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক তুল্যই হইল—এইরূপ বলা হইয়াছে। সেইরূপ এই স্থলেও সদ্‌ভিন্ন তুচ্ছ বস্তুতে দৃশ্যত্ব হেতু থাকে না বলিয়া "সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বের" সহিত মিলিত সদ্‌ভেদই দৃশ্যত্বধর্ম্মের প্রয়োজক হয় বলিয়া দৃশ্যত্ব হেতুর দ্বারা সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব মিলিত সদ্‌-ভেদের সিদ্ধিই উদ্দেশ্য। শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্তে, সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব-বিশেষণবিশিষ্ট সদ্‌ভেদরূপ সাধ্যের প্রসিদ্ধি আছে।৬

৭। যদি বলা যায়—এতাদৃশ মিথ্যাত্বানুমানে শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্ত হইতে পারিবে না, যেহেতু মাধ্বমতে শুক্তিরজতাদি অলীক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**অবশিষ্টং চ** ইত্যাদি। শুক্তিরজতাদি সদ্‌রূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া তাহা অলীক হইতে ভিন্ন। ইহা সিদ্ধান্তী দেখাইবেন। মিথ্যাত্বানুমানে দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজত যেরূপে অলীক না হইয়া মিথ্যাই হইবে, তাহা দৃষ্টান্তনিরূপণাবসরে মূলকারই প্রদর্শন করিবেন।৭

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ-
শর্ম্ম-বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধি বঙ্গানুবাদে
পঞ্চমমিথ্যাত্বলক্ষণ।

টীকা।

১। ন্যায়দীপাবলিকৃতাম্ আনন্দবোধভট্টারকানাং সম্মতং মিথ্যাত্ব-লক্ষণং পরিষ্কুর্ব্বন্ আহ—**সদ্বিবিক্তত্বং বা মিথ্যাত্বম্** ইতি। আনন্দ-বোধাচার্য্যৈঃ হি প্রপঞ্চমিথ্যাত্বং সাধয়দ্ভিঃ উক্তম্—

"বিবাদপদং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ। যদ্ ইত্থং তৎ তথা, যথা উভয়বাক্য-বিবদাপদং রজতম্। তথা এতৎ। ততঃ তথা। বিবাদপদস্য অনেক-রূপত্বেঽপি সাধ্যবিশেষোপাদানেন তদ্বিশেষসিদ্ধিঃ। সত্যবিবেকস্য মিথ্যাভাবস্য সাধ্যত্বাৎ ন অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা।"

যদ্যপি একবিধমিথ্যাত্বনির্বচনেনৈব উদ্দেশ্যসিদ্ধিঃ সম্ভবতি, তথাপি প্রপঞ্চমিথ্যাত্বে সর্বেষামেব বেদান্তাচার্য্যাণাং সম্মতিপ্রদর্শনায় তত্তদা-চার্য্যসম্মতানি মিথ্যাত্বনির্বচনানি অত্র প্রদর্শিতানি।

প্রথমলক্ষণে সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়ং বা মিথ্যাত্বম্ ইতি উক্তম্; ভঙ্গ্যন্তরেণ পুনঃ সৎপ্রতিযোগিকভেদস্যাপি মিথ্যাত্বং সম্ভবতি ইতি প্রদর্শনায় লক্ষণান্তরম্ অবতারিতম্। প্রথমলক্ষণোক্ত-সৎপ্রতিযোগিকভেদতঃ অস্য বৈলক্ষণ্যম্ অগ্রে স্ফুটী ভবিষ্যতি। সদ্-বিবিক্তত্বম্ ইত্যস্য সত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদঃ অর্থঃ, বিবেকপদস্য ভেদার্থকত্বাৎ। সদ্রূপব্রহ্মভিন্নতয়া চ বিয়দাদিপ্রপঞ্চে লক্ষণসমন্বয়ঃ।১

২। নম্ন বিয়দাদিপ্রপঞ্চে সদ্রূপব্রহ্মভেদস্য সিদ্ধত্বেন তাদৃগ্‌ভেদ-সাধনে সিদ্ধসাধনমেব স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**সত্ত্বং চ** ইতি। ভেদ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকং সত্ত্বং চ প্রমাণসিদ্ধত্বম্, তৎ চ প্রমাণজন্যজ্ঞান-বিষয়ত্বম্।

নম্ন প্রমাণসিদ্ধত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদঃ বিয়দাদিপ্রপঞ্চে ন সম্ভবতি, বিয়দাদীনাং যথাযথং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ; তথাচ লক্ষণস্য অব্যাপ্তিরেব স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**প্রমাণত্বং চ দোষাসহকৃত-জ্ঞানকরণত্বম্** ইতি। দোষাজন্যং যদ্ জ্ঞানং প্রমারূপং তৎকরণত্বম্, তথাচ দোষাজন্যং যদ্ জ্ঞানং তৎ করণং প্রমাণং, তজ্জন্যজ্ঞানবিষয়ঃ যঃ সঃ প্রমাণসিদ্ধঃ। স এব অত্র লক্ষণে সৎপদেন বিবক্ষিতঃ। তদ্ভিন্নত্বং সদ্বিবিক্তম্ ইতি ফলিতম্।

নম্ন শুক্তিরজতাদিজ্ঞানস্য সাদৃশ্যাদিদোষজন্যত্বেঽপি বিয়দাদি-

প্রপঞ্চজ্ঞানস্য দোষজন্যত্বাভাবাৎ দোষাজন্যজ্ঞানকরণজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বেন বিয়দাদৌ তাদৃশজ্ঞানবিষয়ভেদাভাবাৎ কথং লক্ষণসঙ্গতিঃ? যদি তু অন্তঃকরণস্যাপি অবিদ্যোপাদানকতয়া অবিদ্যাঽভিন্নত্বাৎ, অবিদ্যায়াশ্চ দোষরূপত্বেন অবিদ্যাপরিণামান্তঃকরণবৃত্তিরূপস্য বিয়দাদিজ্ঞানস্য অবিদ্যারূপদোষজন্যত্বম্ অভ্যুপৈষি, তর্হি বেদান্তমহাবাক্যজন্যান্তঃকরণবৃত্তেরপি অবিদ্যারূপদোষজন্যত্বম্ অস্ত্যেব ইতি দোষাজন্যজ্ঞানমেব ন সিধ্যেৎ—ইতি ন শঙ্কনীয়ম্; দোষাসংস্কৃতম্ ইত্যস্য দোষবিধয়া দোষাজন্যম্ ইত্যর্থঃ। তেন বেদান্তমহাবাক্যজন্যান্তঃকরণবৃত্তেঃ পরিণাম্যুপাদানবিধয়া অবিদ্যাজন্যত্বেঽপি দোষবিধয়া অবিদ্যাজন্যত্বং নাস্তি; যতঃ দোষবিধয়া কারণত্বং নিমিত্তকারণত্বমেব; ন তু উপাদানকারণত্বম্। বেদান্তমহাবাক্যজন্যাখণ্ডাকারান্তঃকরণবৃত্তেঃ পরিণাম্যুপাদানতয়া অবিদ্যাজন্যত্বেঽপি দোষবিধয়া অবিদ্যারূপনিমিত্তকারণজন্যত্বাভাবাৎ ন দোষাজন্যজ্ঞানাপ্রসিদ্ধিঃ। নাপি বিয়দাদিপ্রপঞ্চে লক্ষণাসঙ্গতিঃ। যতঃ প্রপঞ্চজ্ঞানস্য যথা পরিণাম্যুপাদানতয়া অবিদ্যাজন্যত্বং তথৈব দোষবিধয়াপি অবিদ্যারূপনিমিত্তকারণজন্যত্বমপি অস্তি। প্রপঞ্চজ্ঞানস্য বেদান্তমহাবাক্যজন্যজ্ঞানস্য চ পরিণাম্যুপাদানতয়া অবিদ্যাজন্যত্বে সমানেঽপি দোষবিধয়া অবিদ্যানিমিত্তকানিমিত্তকত্বাভ্যাং ভেদাৎ ইতি ভাবঃ।

শুদ্ধং ব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্যম্ ইতি বিবরণমতে তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যজন্যজ্ঞানস্য অবাধিতবিষয়কত্বেন প্রমাত্বম্। প্রপঞ্চজ্ঞানস্য চ বাধিতবিষয়কত্বেন ভ্রমত্বং বোধ্যম্। ভ্রমজ্ঞানস্য চ দোষজন্যত্বাবশ্যকত্বেন প্রপঞ্চজ্ঞানস্য অবিদ্যাদোষজন্যত্বং কল্প্যতে। **এবং চ দোষাজন্যজ্ঞানকরণজন্যজ্ঞানবিষয়ভিন্নত্বং মিথ্যাত্বং পর্য্যবসিতম্**। তাদৃশজ্ঞানবিষয়ভিন্নত্বেন বিয়দাদিপ্রপঞ্চমাত্রস্য মিথ্যাত্বং সঙ্গময়িতুম্ আহ—**তেন** ইতি। তাদৃশজ্ঞানবিষয়ভিন্নত্বেন **স্বপ্নাদিবৎ** স্বপ্নদৃষ্টগজাদিবৎ, জাগ্রদ্দৃষ্টপ্রপঞ্চস্যাপি মিথ্যাত্বং তাদৃশজ্ঞানবিষয়ভিন্নত্বরূপং সিধ্যতি।২

৩। ন্যায়দীপাবল্যাম্ এতল্লক্ষণবিবরণাবসরে আনন্দবোধভট্টারকৈঃ "সত্যম্ অবাধ্যম্, বাধ্যং মিথ্যা" ইতি তদ্বিবেকঃ ইতি উক্তম্। অত্র পুনঃ মূলকৃদ্ভিঃ সত্ত্বং চ প্রমাণসিদ্ধত্বম্ উক্তম্। ন্যায়দীপাবলিকৃতাং মতং পরিত্যজ্য প্রকারান্তরেণ সত্ত্বনিরূপণে কো হেতুঃ? ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**প্রমাণসিদ্ধত্বং চ অবাধ্যত্বব্যাপ্যম্ ইতি অন্যৎ**। অত্র প্রমাণসিদ্ধত্বমেব সত্ত্বং বক্তব্যং, ন তু বাধ্যত্বঘটিতম্। যতঃ বাধ্যত্বস্যৈব **মিথ্যাত্বেন** বাধ্যত্বঘটিতস্য অবাধ্যভেদস্য মিথ্যাত্বোপবর্ণনং ব্যর্থং স্যাৎ। **অতঃ অন্যৎ** বাধ্যত্বঘটিতাৎ অন্যৎ, প্রমাণসিদ্ধত্বং যদ্ অবাধ্যত্বব্যাপ্যং তদেবেহ সত্ত্বং বিবক্ষিতম্।৩

৪। ননু সিদ্ধান্তে অসত্যং শশবিষাণাদীনাং জ্ঞানাবিষয়ত্বেন শশবিষাণাদৌ এতল্লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ। দোষাজন্য-জ্ঞানকরণজন্য-জ্ঞানবিষয়ভিন্নত্বস্য মিথ্যাত্বলক্ষণস্য জ্ঞানাবিষয়শশবিষাণাদৌ গতত্বাৎ। এবং শুদ্ধং ব্রহ্ম ন বৃত্তিবিষয়ঃ, ইতি মতে তাদৃশজ্ঞানবিষয়ভেদস্য শুদ্ধে ব্রহ্মণি অপি সত্ত্বাৎ লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ ইত্যাহ—**অত্রাপি** ইতি। **সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বং বিশেষণং দেয়ম্** ইতি। সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বে সতি তাদৃশজ্ঞানবিষয়ভিন্নত্বং মিথ্যাত্বম্ ইতি ফলিতম্। এবং চ ন অসতি শুদ্ধে ব্রহ্মণি বা অতিব্যাপ্তিঃ ইত্যাহ—**তয়োঃ** ইতি। তয়োঃ—অসদ্‌-ব্রহ্মণোঃ **সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতিবিষয়ত্বাভাবাৎ** তাদৃশজ্ঞানবিষয়-ভিন্নত্বেঽপি বিশেষণাভাবেন বিশিষ্টলক্ষণাভাবাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ। অসতঃ যথা সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতিবিষয়ত্বং নাস্তি তথা উক্তম্ অধস্তাৎ। শুদ্ধস্য চ ব্রহ্মণঃ জ্ঞানবিষয়ত্বং নাস্তি ইতি বাচস্পতিমতে সত্ত্বপ্রকারক-প্রতীতিবিষয়ত্বং ন সম্ভবতি ইতি ন তত্রাপি অতিব্যাপ্তিঃ, শুদ্ধ ব্রহ্মণঃ বেদান্তমহাবাক্যজন্যনির্বিকল্পকবৃত্তিবিষয়ত্বেঽপি সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতি-বিষয়ত্বাভাবাৎ নাতিব্যাপ্তিঃ ইতি ভাবঃ।

ন চ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বে সতি সদ্বিবিক্তত্বং যদি মিথ্যাত্বং, তর্হি

এতল্লক্ষণস্য সদসদ্বিলক্ষণত্বরূপপ্রথমলক্ষণতঃ ভেদঃ ন স্যাৎ? প্রথম-লক্ষণে হি কচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানর্হত্বমেব অসত্ত্বম্ উক্তম্। তদ্বৈলক্ষণ্যং চ সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্বমেব, অত্রাপি সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বং বিশেষণম্ উপাত্তম্। তথা চ সদ্বিলক্ষণত্বে সতি অসদ্বিলক্ষণত্বমেব পর্য্যবসিতম্ ইতি বাচ্যম্। প্রথমলক্ষণে হি বাধ্যত্বঘটিতং সত্ত্বম্ উক্তম্, অত্র পুনঃ তদঘটিতমেব প্রমাণসিদ্ধত্বং সত্ত্বম্ উক্তম্ ইতি প্রথমলক্ষণতঃ পঞ্চমলক্ষণস্য বৈলক্ষণ্যাৎ।৪

৫। **অতএব**—প্রমাণসিদ্ধত্বরূপসত্ত্ববিবক্ষণাদেব পূর্ব্বপক্ষিভিঃ উদ্ভাবিতং দূষণজাতং নিরস্তম্। অতএব ইত্যস্য নিরস্তম্ ইত্যনেন সম্বন্ধঃ। পূর্ব্বপক্ষিভিঃ যদ্ দূষণজাতম্ উক্তম্ তদ্ অনুবদতি—**সদ্বিবিক্তত্বম্ ইত্যত্র** ইতি। সত্ত্বং ত্রিধা বিকল্প্য দূষয়তি পূর্ব্বপক্ষী—**আদ্যে** ইত্যাদি। সত্ত্বং যদি সত্তাজাত্যধিকরণত্বং স্যাৎ, তর্হি আবিদ্যকসত্তাজাত্যধিকরণে ঘটাদৌ সত্তাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদস্য অভাবেন লক্ষণস্য অসম্ভবঃ স্যাৎ। অন্যোন্যাভাবস্য স্বপ্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকধর্ম্মবিরুদ্ধত্বাৎ সত্তাজাতিমতি সত্তাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদস্য অসম্ভবাৎ ইতি ভাবঃ। যদ্যপি সিদ্ধান্তে ঘটাদ্যুপহিতং সদ্রূপং ব্রহ্মৈব ঘটত্বাদিসামান্যম্ ইতি উক্তং প্রাক্, তথাপি ঘটাদ্যুপহিতা অনাদ্য-বিদ্যাপি ঘটাদিসামান্যরূপা ভবিতুম্ অর্হতি ইত্যাহ—**আবিদ্যকেতি**। অবিদ্যারূপা ইত্যর্থঃ। ন তু অবিদ্যাজন্যা। জাতেঃ অনাদিত্বাৎ। অত্র দ্রব্যাদিত্রয়োপহিতা অনাদ্যবিদ্যৈব আবিদ্যকসত্তাজাতিঃ। এবং জাতেঃ ব্রহ্মরূপত্বপক্ষেঽপি দ্রব্যাদিত্রয়োপহিতং ব্রহ্মৈব সত্তাজাতিঃ ইতি বোধ্যম্।

দ্বিতীয়ে বিকল্পে দোষম্ আহ—**দ্বিতীয়ে** ইত্যাদি। যদি অবাধ্যত্ব-মেব সত্ত্বং তর্হি অবাধ্যভিন্নং মিথ্যা ইতি আয়াতম্। অবাধ্যভিন্নং চ বাধ্যম্। তথাচ বাধ্যত্বমেব মিথ্যাত্বম্ ইতি ফলিতম্। এবং চ অস্মিন্

লক্ষণে বাধ্যত্বেতরাংশবৈয়র্থ্যম্। দ্বিতীয়তৃতীয়লক্ষণাভ্যাং পৌনরুক্ত্যমপি। দ্বিতীয়লক্ষণে নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপং বাধ্যত্বম্ উক্তম্, তৃতীয়লক্ষণে জ্ঞানবাধ্যত্বম্ এব মিথ্যাত্বম্ উক্তম্।

তৃতীয়ে বিকল্পে দূষণম্ আহ—**তৃতীয়ে** ইতি। যদি ব্রহ্মরূপত্বং সত্ত্বং তর্হি ব্রহ্মভিন্নত্বমেব মিথ্যাত্বম্ ইতি আয়াতম্। প্রপঞ্চে ব্রহ্মবৈলক্ষণ্যস্য সিদ্ধত্বেন এতাদৃশমিথ্যাত্বানুমানে সিদ্ধসাধনম্ ইতি ভাবঃ। সত্ত্বস্য সত্তাজাত্যাদিরূপত্বানভ্যুপগমাৎ পূর্ব্বপক্ষদূষণানাম্ অনবকাশঃ ইত্যাহ সিদ্ধান্তী—**অনভ্যুপগমাৎ** ইতি।৫

৬। নমু সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বে সতি সদ্ভিন্নত্বস্য মিথ্যাত্বে প্রকৃতমিথ্যাত্বানুমানে অংশতঃ সিদ্ধসাধনম্। ঘটাদিপ্রপঞ্চে সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বস্য সাধ্যবিশেষণাংশস্য সিদ্ধত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**সদসদ্বিলক্ষণত্বপক্ষোক্তযুক্তয়শ্চ** ইত্যাদি। "সদসদ্বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্ ইতি প্রথমমিথ্যাত্বলক্ষণে গুণাদিকং গুণ্যাদিনা ভিন্নাভিন্নম্" ইতি গ্রন্থেন যাঃ খলু যুক্তয়ঃ উক্তাঃ, তাঃ অত্রাপি অনুসন্ধেয়াঃ। গুণাদিগ্রন্থে হি "গুণাদিকং গুণ্যাদিনা ভিন্নাভিন্নম্, সমানাধিকৃতত্বাৎ, ইতি ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগে তার্কিকাদ্যঙ্গীকৃতস্য ভিন্নত্বস্য সিদ্ধৌ অপি উদ্দেশ্যপ্রতীত্যসিদ্ধেঃ যথা ন সিদ্ধসাধনং তথা প্রকৃতেঽপি মিলিতপ্রতীতেঃ উদ্দেশ্যত্বাৎ ন সিদ্ধসাধনম্। যথা তত্র অভেদে ঘটঃ কুম্ভঃ ইতি সামানাধিকরণ্যপ্রতীতেঃ অদর্শনেন মিলিতসিদ্ধিঃ উদ্দেশ্যা, তথা প্রকৃতেঽপি সত্ত্বরাহিত্যে তুচ্ছে দৃশ্যত্বাদর্শনেন মিলিতস্য তৎপ্রয়োজকতয়া মিলিতসিদ্ধিঃ উদ্দেশ্যা ইতি সমানম্" ইতি উক্তম্। তদ্বদ্ অত্রাপি সদ্ভিন্নে তুচ্ছে দৃশ্যত্বহেতোঃ অদর্শনেন সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বমিলিতস্যৈব সদ্ভেদস্য দৃশ্যত্বপ্রয়োজকতয়া সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বমিলিতসদ্ভেদস্যৈব সিদ্ধিঃ উদ্দেশ্যা। শুক্তিরজতাদৌ দৃষ্টান্তে সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বমিলিতসদ্ভেদস্য সাধ্যস্য প্রসিদ্ধিঃ ইতি ভাবঃ।৬

৭। নন্ব এতাদৃশমিথ্যাত্বানুমানে শুক্তিরজতাদেঃ দৃষ্টান্তত্বং ন সম্ভবতি, মাধ্বমতে শুক্তিরজতাদেঃ অলীকত্বস্বীকারাৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ— **অবশিষ্টং চ** ইত্যাদি। অধিকন্তু ইতি টীকাকৃৎসম্মতঃ পাঠঃ। শুক্তি-রজতাদেঃ সত্ত্বেন প্রতীয়মানতয়া অলীকান্যত্বং সিদ্ধান্তিভিঃ সাধনীয়ম্ ইতি ভাবঃ; মিথ্যাত্বানুমানে দৃষ্টান্তীকৃতং শুক্তিরজতং যথা ন অলীকং কিন্তু মিথ্যৈব, তথা দৃষ্টান্তানিরূপণাবসরে মূলকৃদ্ভিরেব প্রতিপাদয়িষ্যতে।৭

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি-শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীযোগেন্দ্রনাথ
শর্ম্ম-বিরচিতায়াম্ অদ্বৈতসিদ্ধিবালবোধিন্যাং
পঞ্চমমিথ্যাত্ববিবরণম্।

তাৎপর্য্য।

সত্ত্বধর্ম্মের নিরূপণ।

১। সংপ্রতিযোগিক ভেদ বলিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম সত্ত্ব হয়। আর এই সত্ত্বধর্ম্ম যদি পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত সত্তাজাত্যাদির স্বরূপ হয়, তাহা হইলে যে দোষ হইবে, তাহাও মূলকার অগ্রে প্রদর্শন করিবেন। সেই পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মূলকার সংপ্রতিযোগিক ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম সত্ত্বটী কি, তাহা এস্থলে নিরূপণ করিতেছেন। সেই **সত্ত্ব বলিতে প্রমাণসিদ্ধত্বই বুঝিতে হইবে**। প্রমাজ্ঞানের করণের নাম প্রমাণ। এস্থলে প্রমা জ্ঞান বলিতে কাহাকে বুঝিতে হইবে?

প্রমাণ ও প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ।

যদি ব্যবহারকালাবাধ্যবিষয়কজ্ঞানই প্রমা হয়, অথবা কালত্রয়াবাধ্য-বিষয়কজ্ঞানই প্রমা হয়, তবে "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি জ্ঞানেরও ঘটাংশে বা সদংশে প্রমাত্ব থাকিতে পারে। ঘটবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা ব্যবহার-কালাবাধ্যবিষয়ক হইয়াছে, আর "সন্ ঘটঃ" এই জ্ঞানে সদংশবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা কালত্রয়াবাধ্যবিষয়কও হইয়াছে। সুতরাং ঘটাদিও

প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে। এজন্য ঘটাদির আর প্রমাণসিদ্ধত্বেদ হইতে পারে না। এইজন্য মূলকার প্রমাণত্বটী কি, তাহা নিজেই প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—**দোষাসহকৃত জ্ঞানকরণত্বই প্রমাণত্ব।** এই **সহকৃত কথাটীর অর্থ**—যে যৎসহকারে কার্য্যের জনক হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে তজ্জন্য কার্য্যের জনক তাহাকে বুঝায়। যেমন দোষজন্য জ্ঞানের জনক ইন্দ্রিয়াদি দোষসহকৃত, আর দোষকে সহকারী বলা যায়, আর তদজন্য কার্য্যের জনক হইলে তদসহকৃত বলা যায়, সুতরাং দোষাসহকৃত পদের অর্থ—দোষাজন্য কার্য্যের জনক। **কারণই সহকারী হইয়া থাকে,** যাহা অন্যথাসিদ্ধ, তাহা সহকারী হইতে পারে না। দোষসহকৃত কারণ যে জ্ঞানের জনক হয়, সেই জ্ঞান ভ্রম এবং সেই জ্ঞানের করণও প্রমাণ নহে। তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণ ভিন্ন অপর সমস্ত জ্ঞানকরণ দোষসহকারে জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে। এজন্য সেই সমস্ত জ্ঞান প্রমা নহে, কিন্তু ভ্রম এবং সেই জ্ঞানের সাধনও প্রমাণ নহে। কারণ, প্রমাণশব্দের অর্থ—যাহা প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের জনক। অপর জ্ঞানকরণে যে প্রমাণত্ব ব্যবহার হয়, তাহা **ভাক্ত বা গৌণ।** সুতরাং **মুখ্য প্রমাণ** হইতেছে, **তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্য** মাত্র।

প্রমা ও ভ্রমজ্ঞানের পরিচয়।

এই তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যজন্য যে ব্রহ্মজ্ঞান, তদ্ভিন্ন যত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত জ্ঞানেই অবিদ্যাটী দোষরূপেও নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে। আর এই দোষরূপ অবিদ্যানিষ্ঠ যে নিমিত্তকারণতা, তাহার নিরূপক তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যাজন্য জ্ঞান মাত্র। এজন্য সে সমস্ত জ্ঞানই **ভ্রম।** কিন্তু তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যজন্য যে জ্ঞান, তাহা দোষরূপ অবিদ্যানিষ্ঠ নিমিত্তকারণতার নিরূপক নহে। কারণ, তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যজন্য যে জ্ঞান তাহা **প্রমা।**

দোষাজন্য জ্ঞানের অপ্রসিদ্ধি শঙ্কা।

এখন এই সদ্‌বিবিক্তত্ব লক্ষণের অর্থ যদি এইরূপ হইল যে, দোষাজন্য যে জ্ঞান, তাহার করণজন্য যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের যে বিষয়, তাহা সৎ, আর তদ্‌ভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব, তাহা হইলে ঘটাদিবিষয়ক বৃত্তিরূপ জ্ঞানকেও আর দোষজন্য বলা যাইতে পারে না। শুক্তিরজতাদি-জ্ঞানের ন্যায় ঘটাদিবিষয়ক জ্ঞান অবিদ্যারূপ দোষজন্যই বটে। শুক্তিরজতজ্ঞানে অবিদ্যাভিন্ন দূরত্বাদি দোষজন্যত্বও আছে। কিন্তু ঘটাদিবিষয়ক বৃত্তি-জ্ঞানে সেরূপ কোন দোষজন্যত্ব নাই। কিন্তু ঘটাদিবিষয়ক বৃত্তিজ্ঞান অবিদ্যার পরিণামবিশেষ বলিয়া যদি উক্ত বৃত্তিজ্ঞানকে দোষজন্য বলা যায়, আর তদ্দ্বারা ঘটাদির মিথ্যাত্বসিদ্ধ করা হয়, তবে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজন্য অখণ্ডাকারবৃত্তিরও অবিদ্যাতাদাত্ম্যাপন্ন অন্তঃকরণপরিণামত্ব আছে বলিয়া উক্ত অখণ্ডাকারবৃত্তিও অবিদ্যারূপ দোষজন্যই হইয়া পড়িল। আর এইরূপে দোষাজন্য জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে।

দোষপদের অর্থ নির্দ্দেশদ্বারা উত্তর।

এইজন্য বলিতে হইবে যে, মূলোক্ত দোষ পদের অর্থ—অবিদ্যা, আর সেই অবিদ্যা দোষরূপেই যে জ্ঞানের কারণ হইবে, সেই জ্ঞানই দোষজন্য হইবে, কিন্তু অবিদ্যা মাত্র পরিণামী উপাদানরূপে যে জ্ঞানের কারণ হইবে, সেই জ্ঞানকে দোষজন্য বলা যাইবে না। এইরূপে **তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যজন্য যে জ্ঞান, তাহা অবিদ্যোপাদানক জ্ঞান বটে, কিন্তু অবিদ্যারূপ দোষজন্য নহে।** ঘটাদিজ্ঞান কিংবা শুক্তিরজতজ্ঞান, অবিদ্যোপাদানক এবং অবিদ্যারূপ দোষজন্য জ্ঞান, এইজন্য তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজন্য যে জ্ঞান, তাহাই যথার্থ প্রমাজ্ঞান এবং যে ঘটাদিজ্ঞান বা শুক্তিরজতজ্ঞান তাহা ভ্রমজ্ঞান। তন্মধ্যে ঘটাদিজ্ঞানে ব্যাবহারিক প্রামাণ্য থাকে মাত্র—ইহাই বিশেষ। যাঁহারা **শুদ্ধ ব্রহ্মকে বৃত্তিজ্ঞানের অবিষয় বলেন, তাঁহাদের মতে** তত্ত্বমস্যাদি

বেদান্তবাক্যজন্য যে বৃত্তিজ্ঞান, তাহার বিষয় শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে পারে না। যেহেতু শুদ্ধ ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় নহে। এজন্য তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যজন্য বৃত্তির বিষয় উপহিত ব্রহ্মই হইবে। এই বৃত্তির বিষয়ত্বই উপাধি। সুতরাং স্ববিষয়ত্বোপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান উক্ত বেদান্তবাক্যজন্য হইয়া থাকে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

বৃত্তিজ্ঞানের প্রমাত্বে শঙ্কা।

আর যদি বলা হয়, উপহিত ব্রহ্ম সত্য নহে, তাহা মিথ্যা। সুতরাং উক্ত বেদান্তবাক্যজন্য বৃত্তিজ্ঞানের প্রমাত্ব থাকিল কিরূপে? তাহা ত মিথ্যাই হইতেছে?

প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ পরিষ্কার করিয়া উত্তর।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অবাধিত বস্তুর বৃত্তিবিষয়ত্বোপহিত যে রূপ, তাহা যে জ্ঞানের বিষয়, তাহাই প্রমাজ্ঞান। আর ঘটাদি ব্যাবহারিক বস্তু বৃত্তিবিষয়ত্ব অনুপহিত হইয়াও বৃত্তিজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। ঘটাদি বস্তুকে শুদ্ধ ব্রহ্মের মত বৃত্তির অবিষয় বলিয়া স্বীকার করা হয় না। সুতরাং তাহা অনুপহিত হইয়াও বৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে। যে বস্তু অনুপহিত হইয়া জ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারে না, তাহার উপহিতরূপবিষয়ক জ্ঞানকে প্রমা বলা যায়। আর যাহা উপহিত না হইয়াও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, তাহার উপহিতরূপবিষয়ক জ্ঞান প্রমা নহে। আর যাঁহারা **শুদ্ধ ব্রহ্মকে বৃত্তিজ্ঞানের বিষয় বলেন, তাঁহাদের মতে** এই পূর্বপক্ষ উঠিতেই পারে না।

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান।

এখন যদি বলা হয়—তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যজন্য যে জ্ঞান, তাহাও বৃত্তিজ্ঞান এবং ঘটাদিরূপ যে জ্ঞান, তাহাও বৃত্তিজ্ঞান, সুতরাং তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যজন্য যে জ্ঞান, তাহা যথার্থজ্ঞান কেন বলিতে হইবে? **এতদুত্তরে** বলিতে হইবে যে, ঘটাদিজ্ঞান পৌরুষেয় বলিয়া দোষ-

সম্ভাবনা বিরহিত নহে। কিন্তু তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যজন্য যে জ্ঞান, তাহা পৌরুষেয় নহে বলিয়া দোষসম্ভাবনাবিরহিত জ্ঞান। অতএব ইহাই যথার্থ প্রমাজ্ঞান।

অন্য বেদবাক্য যথার্থ জ্ঞানজনক নহে।

যদি বলা হয়, তত্ত্বমস্যাদিবাক্যভিন্ন আরও ত বেদবাক্য আছে, তাহারাও তাহা হইলে যথার্থ প্রমাজ্ঞান? আর তাহা হইলে তাদৃশ বাক্যজন্য যে ঘটপটাদির জ্ঞান, তাহাও প্রমাজ্ঞান হউক; তাহা হইলে বলিব, তাহা হইতে পারে না; কারণ, **তত্ত্বমস্যাদিবাক্যভিন্ন যে বেদবাক্যসমূহ, তাহাতে বেদের তাৎপর্য্য নাই।** এজন্য অতাৎপর্য্যক যে বেদবাক্যজন্য জ্ঞান, তাহাও তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্য জ্ঞানের ন্যায় যথার্থ জ্ঞান নহে। এই তাৎপর্য্যনির্ণয়ের জন্য উপক্রমোপসংহারাদি ছয় প্রকার লিঙ্গ স্বীকার করা হয়। এই ছয় প্রকার লিঙ্গদ্বারা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেই তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়া থাকে। এ বিষয় আগমপ্রমাণনিরূপণ প্রসঙ্গে বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন—**দোষাসহকৃত জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ, তাহা আর হইল না।**

দোষ পদার্থ নির্ণয়।

এক্ষণে দেখা যাউক—দোষ বলিতে কি বুঝায়? দোষ বলিতে **ভ্রমত্বাবচ্ছিন্নকার্য্যতানিরূপিত কারণত্বই দোষপদার্থত্ব।** আর তাহার ব্যাপ্যধর্ম্মরূপে দোষ এস্থলে গ্রহণ করিতে হইবে—এই ব্যাপ্যধর্ম্ম অবিদ্যাত্ব।

শ্রুতি অনুসারেই ঘটপটাদির জ্ঞান ভ্রম।

আর ঘটপটাদির জ্ঞান যে ভ্রমজ্ঞান, তাহা শ্রুতিই বলিয়াছেন। পূর্ব্বে ভ্রমজ্ঞানমাত্রই দোষজন্য হইবে, দোষের স্বরূপনিরূপণে ইহাই দেখা গিয়াছে। "নেহ নানাস্তি" শ্রুতির দ্বারা ঘটপটাদি প্রপঞ্চমাত্র

বাধিত হইয়া থাকে, আর এই শ্রুতিবাধিতার্থবিষয়ক যে ঘটপটাদির জ্ঞান, তাহা অবশ্যই ভ্রমজ্ঞান হয়। আর ভ্রমজ্ঞান বলিয়া দোষজন্য অবশ্যই হইয়াছে। আর মহাবাক্যজন্য অখণ্ডাকার জ্ঞান কোন প্রমাণদ্বারাই বাধিতার্থবিষয়ক নহে, এজন্য **অবাধিতার্থকজ্ঞান প্রমাই হইবে।** বস্তুতঃ, প্রমাজ্ঞান দোষজন্য—ইহা কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না।

এই মিথ্যাত্বলক্ষণের নিষ্কর্ষ।

এজন্য এই মিথ্যাত্বলক্ষণের ইহাই নিষ্কর্ষ যে উক্ত **অবিদ্যা-দোষনিষ্ঠনিমিত্তকারণতার অনিরূপক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের যে বিষয়, তাহাই সৎ আর তদন্যত্বই মিথ্যাত্ব** বলিতে হইবে।

অবিদ্যা দোষরূপে নিমিত্তকারণ।

আর যদি এরূপ শঙ্কা হয় যে, ঘটপটাদ্যাকার বৃত্তিতে অবিদ্যা যে দোষরূপে নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে—ইহাতে প্রমাণ কি? এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য মূলকার **তেন স্বপ্নাদিবৎ সিধ্যতি** ইত্যাদি বলিয়াছেন। অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট ঘটাদিবস্তু প্রমাণসিদ্ধভিন্ন বলিয়া যেরূপ মিথ্যা, তদ্রূপ ব্যাবহারিক ঘটাদিবস্তুও প্রমাণসিদ্ধভিন্ন বলিয়া মিথ্যা। স্বাপ্নঘটাদি বস্তু প্রমাণসিদ্ধ নহে। ইহার কারণ, যাহা দোষনিষ্ঠনিমিত্তকারণতানিরূপক জ্ঞানভিন্ন জ্ঞানের বিষয় তাহাই প্রমাণসিদ্ধ। স্বাপ্নঘটাদি বস্তু দোষনিষ্ঠ-নিমিত্তকারণতানিরূপক জ্ঞানেরই বিষয় হইয়াছে, তজ্জন্য জ্ঞানের বিষয় হয় নাই। এজন্য স্বাপ্ন ঘটাদির ন্যায় ব্যাবহারিক প্রপঞ্চেরও "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যত্ব বোধিত হইয়া থাকে। সুতরাং ঘটাদ্যাকারবৃত্তি ভ্রম। আর এই ভ্রমে অবিদ্যার এবং কামকর্ম্মাদির দোষরূপে নিমিত্তকারণতা বলিতেই হইবে। যেহেতু ভ্রমজ্ঞান দোষাজন্য হইতে পারে না।

অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি।

অবিদ্যাতে **দুইটী শক্তি** আছে। একটী **আবরণ** এবং অপরটী **বিক্ষেপশক্তি**। অবিদ্যা বিক্ষেপশক্তির দ্বারা বিপরীত কার্য্যের হেতু হইয়া থাকে, আর আবরণশক্তির দ্বারা বস্তুর স্বরূপবিষয়ক বুদ্ধির প্রতিবন্ধন করিয়া থাকে। যেমন "অস্তি ভাতি" এইরূপ ব্যবহারযোগ্য-বস্তুতে "নাস্তি ন ভাতি" এইরূপে জ্ঞানের প্রতিবন্ধন করিয়া থাকে। সুতরাং **অবিদ্যার পিত্তাদি দোষের ন্যায় নিমিত্তকারণতা উক্ত ঘটপটাদিবিষয়ক জ্ঞানে সিদ্ধ হইতেছে।**

ভ্রম সামান্যের প্রতি অবিদ্যার হেতুতা।

আরও বিশেষ কথা এই যে, যে দুইটী বিশেষ বস্তুর সহিত কার্য্য-কারণভাব গৃহীত হয়, তাহাদের সামান্যরূপেও কার্য্যকারণভাব সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যাহাদের বিশেষরূপে কার্য্যকারণভাব গৃহীত হয়, তাহাদের সামান্যরূপেও কার্য্যকারণভাব গৃহীত হয়। যেমন তদ্ঘটের প্রতি তদ্দণ্ড কারণ বলিয়া ঘটসামান্যের প্রতি দণ্ডসামান্য কারণ হয়। **যদ্-বিশেষয়োঃ কার্য্যকারণভাবঃ তৎসামান্যয়োরপি ইতি** এই ব্যাপ্তি অনুসারে পিত্তাদি দোষরূপে পরিণত **অবিদ্যার** পিত্তত্বাদি বিশেষরূপে ভ্রমবিশেষের প্রতি হেতুতা যেমন আছে, তদ্রূপ দোষরূপে অবিদ্যাত্বসামান্যধর্ম্মপুরস্কারে ভ্রমত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি অর্থাৎ **ভ্রম-সামান্যের প্রতি হেতুতাও আছে।** যদ্বিশেষ ন্যায়ের দ্বারা দোষরূপে অবিদ্যার এই সামান্যরূপে হেতুতা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক ভ্রমে অবিদ্যার হেতুতা।

ভ্রমসামান্যের প্রতি অর্থাৎ ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক ভ্রমের প্রতি অবিদ্যা দোষরূপে সামান্যকারণ। **অবিদ্যা দোষরূপে না থাকিলে কি ব্যাবহারিক, অথবা কি প্রাতিভাসিক কোন ভ্রমই উৎপন্ন হইবে না।** কিন্তু সামান্য সামগ্রী বিশেষ সামগ্রীর

সহিত মিলিত হইয়াই কার্য্যের জনক হইয়া থাকে। বিশেষ সামগ্রীর সহিত মিলিত না হইয়া তাহা কার্য্যের জনক হয় না। হইলে—নির্ব্বিশেষ সামান্যকার্য্যের আপত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু বিশেষ অনালিঙ্গিত সামান্যকার্য্য অপ্রসিদ্ধ। এজন্য ভ্রমসামান্যের প্রতি দোষরূপে সামান্য কারণ অবিদ্যা, প্রাতিভাসিক ভ্রমে পিত্তাদিদোষ-বিশেষ সহকৃত হইয়া এবং ব্যাবহারিক ভ্রমে অর্থাৎ লৌকিক প্রমাতে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি দোষসহকৃত হইয়া কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে আপত্তি করিয়াছিলেন—অবিদ্যা দোষরূপে ভ্রমসামান্যের প্রতি যে কারণ তাহাতে প্রমাণ কি? তাহা নিরস্ত হইল। অবিদ্যার পরিণতিবিশেষ পিত্তাদি দোষরূপে ভ্রমবিশেষে কারণ হইয়া থাকে—ইহা প্রমাণসিদ্ধ। যে প্রমাণদ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়, সেই প্রমাণই যদ্-বিশেষ-ন্যায়ানুগৃহীত হইয়া দোষরূপে অবিদ্যাসামান্য ভ্রমসামান্যের কারণ, ইহার সাধক হইয়া থাকে।

দোষাসহকৃতপদের ব্যাখ্যা।

যদি বল প্রমাণসিদ্ধ অর্থ—"দোষাসহকৃত" ইত্যাদি যে মূলকার বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, মূলকারের এই গৌরব স্বীকার না করিয়া যদি বলা যায় যে, **অবাধ্যবিষয়ক ধীবিষয়ত্বই প্রমাণ-সিদ্ধত্ব,** অবাধ্যবস্তুর বৃত্ত্যুপহিত যে রূপ, তদ্বিষয়ক যে ধী, তাহার বিষয়ত্বই প্রমাণসিদ্ধত্ব, সুতরাং প্রমাণসিদ্ধত্বের অপ্রসিদ্ধিদোষ নাই, কিন্তু যথাশ্রুতপক্ষে শুদ্ধব্রহ্মের বৃত্তিবিষয়ত্ব স্বীকার না করিলে প্রমাণ-সিদ্ধত্বের অপ্রসিদ্ধি হইয়া পড়ে, ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব—এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই মূলকার **প্রমাণ-সিদ্ধত্বম্ অবাধ্যত্বব্যাপম্ ইতি অস্তু** এই কথা বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অবাধ্য যে শুদ্ধব্রহ্ম, তাহার যে বৃত্ত্যুপহিত রূপ তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের বিষয়ত্বই প্রমাণসিদ্ধত্ব।

প্রমাণসিদ্ধত্বপদের ব্যাখ্যা।

তার্কিকাদির মতে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধত্ব অবাধ্যত্বশূন্য বাধ্য-ঘটাদিতেও আছে বলিয়া মূলোক্ত প্রমাণসিদ্ধত্বটী কি, তাহা বিশদভাবে বলা আবশক। বস্তুতঃ, এই জন্যই অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য—এইরূপ বলা হইয়াছে। দোষাজন্য এবং তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যজন্য যে প্রমারূপ জ্ঞান, তাহার বিষয়ত্ব বৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্মে আছে। কিন্তু শুদ্ধব্রহ্মে নাই। এই বৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্ম অবাধ্য নহে। যদি বৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্মকে প্রমাণসিদ্ধ বলা যায়, তাহাতে অবাধ্যত্ব নাই বলিয়া প্রমাণসিদ্ধত্ব অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য হইল কিরূপে? এজন্য মূলস্থ **অবাধ্যত্ব পদের অর্থ** এইরূপ বলিতে হইবে যে, **অবাধ্য যে শুদ্ধব্রহ্ম, তাহার যে বৃত্ত্যুপহিত রূপ, তাহাই অবাধ্যত্ব।** আর তাহার ব্যাপ্যই অবাধ্যত্বব্যাপ্য। আর এই অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য প্রমাণসিদ্ধত্ব। সুতরাং বৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্মেই অবাধ্যত্ব এবং প্রমাণসিদ্ধত্ব উভয়ই থাকিল। আর তজ্জন্য **অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য প্রমাণসিদ্ধত্ব** হইল। ঘটাদি প্রপঞ্চে এই অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য প্রমাণসিদ্ধত্ব নাই। যেহেতু তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ হইলেও বাধ্য হইয়া থাকে।

লক্ষণের ব্যর্থতাদোষ পরিহার।

আর এতাদৃশ অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য প্রমাণসিদ্ধত্ব হয় বলিয়া অবাধ্য-বিষয়ক ধীবিষয়ত্বই প্রমাণসিদ্ধত্বরূপ সত্ত্ব এবং এতাদৃশ সদ্‌ভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব—এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ করিবার আর আবশ্যকতা নাই—এইরূপ বলিলে লক্ষণের ব্যর্থতা দোষই হইয়া পড়ে। কারণ, বাধ্যভিন্নত্বই অবাধ্যত্ব, আর এই অবাধ্যবিষয়ক জ্ঞানবিষয় সৎ, তদ্‌ভিন্নত্ব মিথ্যাত্ব—এরূপ বলা অপেক্ষা অবাধ্যত্বের ঘটক যে বাধ্যত্ব তাহাই মিথ্যাত্ব—এরূপ বলিলেই হয়। অবাধ্যত্বের ঘটক বাধ্যত্বব্যতিরিক্ত লক্ষণে যে ইতরাংশ প্রবিষ্ট আছে, তাহা নিষ্প্রয়োজন। ইহাই অভিপ্রায় করিয়া মূলকার

বলিয়াছেন—**অন্যৎ এতৎ** অর্থাৎ বাধ্যত্বঘটিত লক্ষণ হইতে ইহা ভিন্ন একটী লক্ষণ।

এই লক্ষণের বাধ্যত্বাঘটিতত্ব।

এজন্য মূলকার বাধ্যত্বাঘটিত লক্ষণই প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ সদ্‌বিবিক্তত্বরূপ এই পঞ্চম লক্ষণ বলিয়াছেন। সুতরাং ইহার ফল হইল এই যে—

সদ্বিবিক্তত্বই—মিথ্যাত্ব।

প্রমাণাসিদ্ধত্বই—সত্ত্ব।

দোষাসহকৃতজ্ঞানকরণত্বই—প্রমাণত্ব।

ভ্রমজনকতাবচ্ছেদক অখণ্ডধর্ম্মই—দোষত্ব।

সুতরাং এই সদ্বিবিক্তত্ব লক্ষণটী সম্পূর্ণরূপে বাধ্যত্বাঘটিত লক্ষণ হইল। **বাধ্যত্বই মিথ্যাত্ব ইহা মিথ্যাত্বের পৃথক্ লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।** বাধ্যত্বঘটিত মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে ইতরাংশের ব্যর্থত্বাপত্তি হইবে। যেহেতু বাধ্যত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে চলে।

প্রমাণসিদ্ধত্ব অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য নহে।

সুতরাং এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষিগণ আপত্তি করিয়াছিলেন যে, প্রমাণ সিদ্ধত্ব অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য—ইহা অসঙ্গত। কারণ, প্রমাণদ্বারা অসিদ্ধ যে ব্রহ্ম তাহাও অবাধ্য। সুতরাং অবাধ্যত্ব প্রমাণসিদ্ধত্বের ব্যাপ্য হইল কিরূপে? অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধত্ব ও প্রমাণাসিদ্ধত্ব উভয়ই অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য হইয়া যাইতেছে। আর প্রমাণসিদ্ধ যে প্রপঞ্চ, তাহাও সিদ্ধান্তীর মতে বাধ্য; সুতরাং প্রমাণসিদ্ধত্ব, অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য না হইয়া ব্যভিচারী হইয়া পড়িল। অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধত্ব আর অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য হইতে পারিল না। অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য যে কে, তাহা সিদ্ধান্তীর মতে নিরূপণই হইতে পারে না। আর প্রমাণসিদ্ধভিন্নই মিথ্যা—এরূপ বলিলে লক্ষণের ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি হয়। আর সিদ্ধান্তীর মতে প্রমাণসিদ্ধ যে উপস্থিত

ব্রহ্ম, তাহাতে প্রমাণসিদ্ধভিন্নত্ব নাই বলিয়া অব্যাপ্তিও হয়—ইত্যাদি যে আপত্তি তাহাও নিরস্ত হইল।

অবাধ্যত্ব সত্ত্ব নহে।

এই লক্ষণে যে প্রমাণসিদ্ধত্বকে অবাধ্যত্বের ব্যাপ্য বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা অবাধ্যত্বই সত্ত্ব এরূপ বলা হয় নাই। কিন্তু অবাধ্য যে শুদ্ধব্রহ্ম তাহার যে উপহিত রূপ, তাহাকেই অবাধ্য বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনাই নাই।

পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত অব্যাপ্তি নিরাস।

আর **উপহিত ব্রহ্মে যে অব্যাপ্তি** প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, উপহিত ব্রহ্ম লক্ষণের লক্ষ্যই নহে। সুতরাং অলক্ষ্যে অব্যাপ্তি হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষীর অতিব্যাপ্তি বারণ।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করিয়াছিলেন—লক্ষণ যদি এইরূপ হইল যে, অবিদ্যারূপ দোষানধীননিমিত্তকারণতানিরূপক যে জ্ঞান, তদ্‌ভিন্ন যে জ্ঞান, তাহার বিষয়ত্বই সত্ত্ব, আর তদ্ভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব; আর তাদৃশ মিথ্যাত্ব শশশৃঙ্গাদি অলীকবস্তুতে সম্ভাবিতই নহে, সুতরাং শশশৃঙ্গে অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য যে মূলকার **সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব** বলিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত, ইত্যাদি। কারণ, লক্ষণে যে জ্ঞানপদ প্রবিষ্ট আছে, তাহা বিকল্পভিন্ন বৃত্তিজ্ঞান। অলীকবস্তু বিকল্পবৃত্তির বিষয় হইলেও লক্ষণ-নিবিষ্ট জ্ঞানের বিষয় নহে। এজন্য তাদৃশ জ্ঞানবিষয়ান্তত্ব অলীকে থাকিয়াই যায়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব** লক্ষণে নিবেশ করা হইয়াছে। অলীকে কখন "সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব" থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষীর সার সঙ্কলন।

যাহা হউক এইরূপে প্রদর্শিত পাঁচটী মিথ্যাত্বলক্ষণের মধ্যে প্রত্যেকটী

লক্ষণে পূর্ব্বপক্ষবাদী মাধ্বমতানুসারে বহু দোষের আপত্তি করিয়াছেন। আর সেই সমস্ত আপত্তিনিরাসও সিদ্ধান্তমতানুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও পূর্ব্বপক্ষিগণ প্রত্যেক মিথ্যাত্বলক্ষণে বহু দোষের অবতারণা করিয়াছেন, তথাপি সেই সমস্ত পূর্ব্বপক্ষের সার কথারূপে ন্যায়ামৃত গ্রন্থে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে—

অনির্ব্বাচ্যোঽপ্রসিদ্ধ্যাদিঃ প্রতীতে প্রতিষেধ্যতা।
স্বাশ্রয়েঽত্যন্তবিরহঃ সদ্বিলক্ষণতা তথা॥
ইতি পক্ষত্রয়েঽত্যন্তাসত্ত্বং স্যাদনিবারিতম্।
ধীনাশ্যত্বে ত্বনিত্যত্বমেব স্যাৎ ন মৃষাত্মতা॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, (১) সদসদ্বিলক্ষণত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্বই মিথ্যাত্ব—এই পক্ষে অর্থাৎ প্রথমলক্ষণে অপ্রসিদ্ধি দোষ হয়। কারণ, সদ্‌ভিন্ন হইয়া অসদ্‌ভিন্ন বস্তু প্রসিদ্ধ নাই। (২) আর প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্ব—এই দ্বিতীয় লক্ষণে এবং (৪) স্বাশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্ব—এই চতুর্থ লক্ষণে ও (৫) সদ্বিলক্ষণত্ব—এই পঞ্চম লক্ষণে, অর্থাৎ এই তিনটী লক্ষণে প্রপঞ্চের অত্যন্তাসত্ত্ব হইয়া পড়ে, আর (৩)। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব—এই তৃতীয় লক্ষণে প্রপঞ্চের অনিত্যত্বসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু মিথ্যাত্বসিদ্ধি হয় না।

আর পূর্ব্বপক্ষবাদী মাধ্বের মতে শুক্তিরজতাদিতে যাদৃশ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে সিদ্ধান্তীর মতে তাদৃশ মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চে সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বপক্ষী অত্যন্ত অসত্ত্বকেই মিথ্যাত্ব বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বপক্ষীর মতে শুক্তিরজত সদসদ্বিলক্ষণ নহে, কিন্তু অত্যন্ত অসৎ। **ইহাই পূর্ব্বপক্ষিগণের সারকথা।**

সিদ্ধান্তপক্ষের উপসংহার।

সিদ্ধান্তীর মতে সদসদ্বৈলক্ষণ্য শুক্তিরজতে সিদ্ধ আছে বলিয়া **প্রথম লক্ষণের** অপ্রসিদ্ধি দোষ নাই। আর **দ্বিতীয়, চতুর্থ** ও

পঞ্চম এই পরবর্ত্তি তিনটী লক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী যে প্রপঞ্চের অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তি দোষ দিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, "প্রতিপন্ন উপাধি"-লক্ষণে ও "স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রতীয়মানত্ব" লক্ষণেও সদ্রূপে প্রতীয়মানত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, আর "সদ্‌বিবিক্তত্ব" লক্ষণেও "সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রপঞ্চের অত্যন্ত অসত্ত্ব আপত্তি হয় না। যাহা সদ্রূপে প্রতীত হয়, তাহা অত্যন্ত অসৎ নহে। অসদ্ বস্তু কোনস্থলেই সদ্রূপে প্রতীত হয় না। **বস্তুতঃ কথা এই** যে, সিদ্ধান্তী অসদ্ বস্তুর প্রতীতিই স্বীকার করেন না। কারণ সৎ ও অসতের কোনও সম্বন্ধ হইতে পারে না। প্রতীতি চিত্তবৃত্তিরূপ সদ্বস্তু, অসতের সহিত তাহার সম্বন্ধ অসম্ভব। "অসৎ" ইত্যাদি শব্দজন্যবিকল্প-বৃত্তি হইয়া থাকে। এই বৃত্তি প্রমাণজন্যও নহে, দোষজন্যও নহে, কিন্তু বিকল্পবৃত্তি ইচ্ছাদি বৃত্তির ন্যায় জ্ঞান হইতে ভিন্ন বস্তু। এইজন্য 'সদ্রূপে প্রতীত' না বলিয়া কেবলমাত্র 'প্রতীত' বলিলেও অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু অসতের প্রতীতিই হয় না। আর **তৃতীয়** "জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব" লক্ষণে যে পূর্ব্বপক্ষ, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, জ্ঞান-প্রযুক্ত অবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব—ইহাই উক্ত লক্ষণের অর্থ। এজন্য মুদ্গরপাতাদির দ্বারা ঘটাদির নিবৃত্তির মত জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি নহে, সুতরাং জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বস্তু মিথ্যা না হইয়া অনিত্য হইবে—এরূপ বলা যায় না। মুদ্গরপাতাদির দ্বারা ঘটাদির যে নিবৃত্তি, তাহা স্থূলরূপে ঘটের নিবৃত্তি হইলেও তাহা সূক্ষ্ম অর্থাৎ কারণরূপে ঘটের নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু জ্ঞানপ্রযুক্ত যে অবস্থিতিসামান্যবিরহ, তাহা স্থূল সূক্ষ্ম উভয়রূপেই হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। আর পূর্ব্বপক্ষী যে শুক্তিরজতের অত্যন্ত অসত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, শুক্তিরজত সদ্রূপে প্রতীত হয়, এজন্য তাহা বন্ধ্যাপুত্রাদির মত অসৎ হইতে পারে না—একথাও

মিথ্যাত্বলক্ষণের আলোচনাপ্রসঙ্গে বলাই হইয়াছে। আর এ সম্বন্ধে অবশিষ্ট কথা "দৃষ্টান্তসিদ্ধিতে" বলা যাইবে। শুক্তিরজতে অপরোক্ষ-প্রতীতির বিষয়ত্ব আছে। তাহাতে শুক্তিরজত অলীকভিন্ন হইবে। আর—

শুক্তিরজতম্ অলীকভিন্নং ... ... (প্রতিজ্ঞা)
অপরোক্ষপ্রতীতিবিষয়ত্বাৎ, ... (হেতু)
ঘটাদিবৎ .. .. (উদাহরণ)

ইত্যাদি অনুমানই দৃষ্টান্তসিদ্ধিতে আলোচিত হইবে, সুতরাং মিথ্যাত্বানু-মানে শুক্তিরজত দৃষ্টান্ত হইতে পারে না—এইরূপ আপত্তিও নিরস্ত হইল। অতএব তৃতীয় লক্ষণও নির্দ্দোষ—**ইহাই সিদ্ধান্তীর সার-কথা।** যাহা হউক, অদ্বৈতসিদ্ধি করিবার জন্য যে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব-সিদ্ধি প্রয়োজন, সেই মিথ্যাত্বসাধক অনুমানের সাধ্য যে মিথ্যাত্ব, সেই সাধ্য মিথ্যাত্বের পাঁচটী লক্ষণই নির্দ্দোষ—ইহা সিদ্ধ হইল।

সেই লক্ষণ পাঁচটী সহজে স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্য এস্থলে আবার পুনরুক্তি করা গেল—

প্রথম লক্ষণ—সদসত্ত্বানধিকরণত্বং মিথ্যাত্বম্।

দ্বিতীয় লক্ষণ—প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্বং মিথ্যাত্বম্।

তৃতীয় লক্ষণ—জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্।

চতুর্থ লক্ষণ—স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্।

পঞ্চম লক্ষণ—সদ্বিবিক্তত্বং মিথ্যাত্বম্।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধির পঞ্চম মিথ্যাত্বলক্ষণের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

অথ মিথ্যাত্বসামান্যোপপত্তিঃ।

মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বে জগৎসত্যত্বাপত্তি।

নমু উক্তমিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে প্রপঞ্চসত্যত্বাপাতঃ, একস্মিন্ ধর্ম্মিণি প্রসক্তয়োঃ বিরুদ্ধধর্ম্ময়োঃ একমিথ্যাত্বে অপরসত্যত্ব-নিয়মাৎ।১। মিথ্যাত্বসত্যত্বে চ তদ্বদেব প্রপঞ্চসত্যত্বাপত্তেঃ, উভয়থাপি অদ্বৈতব্যাঘাতঃ ইতি চেৎ।২

মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বে জগতের সত্যত্ব সিদ্ধ হয় না।

ন, মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বেঽপি প্রপঞ্চসত্যত্বানুপপত্তেঃ।৩। তত্র হি বিরুদ্ধয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ একমিথ্যাত্বে অপরসত্ত্বম্, যত্র মিথ্যাত্বাবচ্ছেদকম্ উভয়বৃত্তি ন ভবেৎ।৪। যথা পরস্পর-বিরহরূপয়োঃ রজতত্বতদভাবয়োঃ শুক্তৌ, যথা বা পরস্পর-বিরহব্যাপকয়োঃ রজতভিন্নত্বরজতত্বয়োঃ তত্রৈব; তত্র নিষেধ্যতাবচ্ছেদকভেদনিয়মাৎ।৫। প্রকৃতে তু নিষেধ্যতা-বচ্ছেদকম্ একমেব দৃশ্যত্বাদি, যথা গোত্বাশ্বত্বয়োঃ একস্মিন্ গজে নিষেধে গজত্বাত্যন্তাভাবব্যাপ্যত্বং নিষেধ্যতাবচ্ছেদকম্ উভয়োঃ তুল্যম্ ইতি ন একতরনিষেধে অন্যতরসত্ত্বং তদ্বৎ।৬

অনুবাদ।

১। মিথ্যাত্বনির্ব্বচনে অসহিষ্ণু পূর্ব্বপক্ষী এক্ষণে শঙ্কা করিতে-ছেন—আচ্ছা, হউক—মিথ্যাত্ব প্রদর্শিতরূপ, তথাপি উক্ত মিথ্যাত্ব কি বাধ্য অথবা অবাধ্য, অর্থাৎ মিথ্যা কি সত্য? **প্রথমপক্ষে** দেখা যায়—পূর্ব্বপক্ষিগণও জগতের মিথ্যাত্ব বাধ্যই বলিয়া স্বীকার করেন, অতএব প্রপঞ্চে বাধ্য মিথ্যাত্বের অনুমান করিলে সিদ্ধসাধন দোষ হইতেছে। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে, জগৎ পরমার্থ সত্য। তাহাতে যে

মিথ্যাত্ব, তাহা ভ্রমকল্পিত। এজন্য এই ভ্রমকল্পিত মিথ্যাত্ব বাধ্য, অর্থাৎ মিথ্যাই বটে। আর তাহাতে জগতের পারমার্থিকত্বই সিদ্ধ হইল।

আরও দোষ এই যে, এই বাধ্য মিথ্যাত্বের প্রতিপাদক অদ্বৈত-শ্রুতির তত্ত্বাবেদকত্বরূপ প্রামাণ্য রহিল না। মিথ্যাত্ব বাধ্য বলিয়া অতত্ত্ব, আর এই অতত্ত্বের আবেদক অর্থাৎ প্রতিপাদক বলিয়া শ্রুতির তত্ত্বাবেদকত্বরূপ প্রামাণ্য ক্ষুণ্ণ হইল।

আরও কথা এই যে, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব বাধ্য হইলে অর্থাৎ মিথ্যা হইলে প্রপঞ্চের পারমার্থিক সত্যত্বই সিদ্ধ হয়, যেমন—

জগৎ সত্যং ... ... (প্রতিজ্ঞা)

মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বাৎ ... (হেতু)

আত্মবৎ ... ... (দৃষ্টান্ত)।

এই অনুমান প্রমাণদ্বারা জগতের সত্যত্বই সিদ্ধ হয়। এইরূপ বহুদোষ পর্য্যালোচনা করিয়া পূর্ব্বপক্ষী পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—**নমু উক্তমিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে প্রপঞ্চসত্যত্বাপাতঃ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই—

সিদ্ধান্তী যে পাঁচপ্রকার মিথ্যাত্বের নির্ব্বচন করিয়াছেন, তাহা যদি বাধ্য অর্থাৎ মিথ্যা হয়, তবে প্রপঞ্চের সত্যত্বের আপত্তি হয়। এস্থলে "আপাত" শব্দের অর্থ—অনুমিতি, কিন্তু তর্ক নহে। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব যদি মিথ্যা হয়, তবে অনুমান প্রমাণদ্বারা প্রপঞ্চের সত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেরূপে জগৎসত্যত্বের অনুমান হয়—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রদর্শিত অনুমানে ব্যাপ্তি দেখাইতে যাইয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**একস্মিন্ ধর্ম্মিণি** ইত্যাদি **নিয়মাৎ** পর্য্যন্ত। অর্থাৎ একটী ধর্ম্মীতে প্রসক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ পরস্পরবিরহরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে অথবা পরস্পরবিরহব্যাপকরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটীর মিথ্যাত্ব হইলে অবশ্যই অপরধর্ম্মটীর সত্যত্ব হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। এইরূপ ধর্ম্মের

একটীর মিথ্যাত্বে অপরটীর সত্যত্বের নিয়ম আত্মাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন আত্মাতে পরস্পরবিরহরূপ বা পরস্পরবিরহব্যাপকরূপ যে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়, তাহাদের মধ্যে মিথ্যাত্ব ধর্ম্মটী মিথ্যা হয় বলিয়া সত্যত্ব ধর্ম্মের সত্যত্বই সিদ্ধ হয়। অতএব প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব যদি বাধ্য হয়, তবে অনুমান প্রমাণবলে জগৎসত্যত্বেরই সিদ্ধি হইয়া থাকে—এইরূপ ন্যায়ামৃতগ্রন্থে পূর্ব্বপক্ষিগণ বলিয়াছেন।১

২। মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে যে দোষ হয়, তাহা দেখাইয়া মিথ্যাত্ব সত্য হইলে যে দোষ হয়, তাহাই পূর্ব্বপক্ষী দেখাইতেছেন—**মিথ্যাত্ব-সত্যত্বে চ** ইত্যাদি। মিথ্যাত্ব ধর্ম্মটী দৃশ্য, ইহাতে দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম আছে, কিন্তু মিথ্যাত্ব পরমার্থ সত্য হইলে এই মিথ্যাত্বেই দৃশ্যত্ব হেতুটী ব্যভিচারী হইয়া পড়িল। সিদ্ধান্তিগণ এই দৃশ্যত্বকেই মিথ্যাত্বের সাধক হেতু বলিয়াছেন। মিথ্যাত্বধর্ম্মে মিথ্যাত্ব নাই অথচ দৃশ্যত্ব হেতু থাকায় দৃশ্যত্ব হেতুটী "সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি" বলিয়া ব্যভিচারী হইয়াছে। এই মিথ্যাত্ব দৃশ্য হইয়াও যেমন সত্য হইতে পারিল **তদ্বদেব** অর্থাৎ সেইরূপই প্রপঞ্চও দৃশ্য হইয়াও সত্য হইতে পারিবে। আর ইহাই বলিতেছেন—**প্রপঞ্চস্য সত্যত্বাপত্তেঃ** ইত্যাদি। দৃশ্যত্ব হেতুটী মিথ্যাত্বের সাধক নহে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। বস্তুতঃ এই দ্বিতীয় বিকল্পে দৃশ্যত্বাদি হেতুর মিথ্যাত্বব্যভিচার উদ্ভাবন করাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী উভয়বিকল্পসাধারণ দোষ দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—**উভয়থাপি** ইত্যাদি। প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে প্রপঞ্চের সত্যত্বানুমানদ্বারা অদ্বৈত ব্যাঘাত ঘটে এবং প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের সত্যত্ব হইলে ব্রহ্মাতিরিক্ত সদ্‌বস্তু স্বীকার করিতে হইল বলিয়াও অদ্বৈত-ব্যাঘাতই ঘটিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব সত্য হইলেও অদ্বৈতভঙ্গ হয়। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের সার কথা।২

৩। এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**ন** ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্বের সত্যত্বপক্ষ সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত নহে, এজন্য অনভিপ্রেতপক্ষে উদ্ভাবিত দোষের নিরাস অনাবশ্যক। কিন্তু মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বপক্ষটী সিদ্ধান্তীর অভিমত। এই পক্ষে পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দোষসমূহের নিরাস করিবার জন্য সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বেঽপি** ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও অর্থাৎ বাধ্য হইলেও প্রপঞ্চের সত্যত্বসিদ্ধি হয় না।৩

৪। যদি বলা যায়, প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব হইলে প্রপঞ্চের সত্যত্ব অনুমানপ্রমাণদ্বারাই সিদ্ধ হয়, আর সেই অনুমানও পূর্ব্বপক্ষী প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে প্রপঞ্চের সত্যত্ব সিদ্ধি হইবে না কেন? এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—**তত্র হি** ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই স্থলেই একটী ধর্ম্মীতে প্রসক্ত বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটীর মিথ্যাত্ব হইলে অপর ধর্ম্মটীর সত্যত্ব হইবে—যেস্থলে **মিথ্যাত্বাবচ্ছেদকং** অর্থাৎ মিথ্যাত্বের অবচ্ছেদকীভূত ধর্ম্ম দৃশ্যত্বাদি **উভয়বৃত্তি ন ভবেৎ** অর্থাৎ একধর্ম্মীতে প্রসক্ত বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বৃত্তি না হয়। অর্থাৎ প্রসক্তবিরুদ্ধ ধর্ম্ম দুইটীতেই যদি মিথ্যাত্বাবচ্ছেদক দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্ম না থাকে তবে, একটীর মিথ্যাত্বে অপর ধর্ম্মের সত্যত্বাপত্তি হয়।৪

৫। প্রদর্শিত নিয়মটী দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধান্তী প্রদর্শন করিতেছেন—**যথা পরস্পরবিরহরূপয়োঃ** ইত্যাদি। অর্থাৎ শুক্তিকারূপ একটী ধর্ম্মীতে প্রসক্ত পরস্পরবিরহরূপ **রজতত্বতদভাবয়োঃ** অর্থাৎ রজতত্ব ও রজতত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে, একটী ধর্ম্মের নিষেধ করিলে অর্থাৎ মিথ্যাত্বঘটক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইলে, অপর ধর্ম্মের সত্ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন শুক্তিতে রজতত্ব ধর্ম্মের নিষেধ করিলে রজতত্বাভাবের সিদ্ধি হয়, আর রজতত্বাভাবের নিষেধ করিলে রজতত্ব ধর্ম্মের সিদ্ধি হয়। ইহার কারণ এই যে, নিষেধ্যত্বাবচ্ছেদক ধর্ম্ম

বিভিন্ন। রজতত্বের নিষেধে নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম রজতত্বত্ব, আর রজতত্বাভাবের নিষেধে নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম রজতত্বাভাবত্ব। এই রজতত্বত্ব ও রজতত্বাভাবত্ব ধর্ম্ম দুইটী ভিন্ন—এক নহে। নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের ভেদপ্রযুক্ত একধর্ম্মীতে প্রসক্ত পরস্পরবিরহরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটীর নিষেধে অপর ধর্ম্মের সত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া একধর্ম্মীতে প্রসক্ত পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপক ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটীর নিষেধে অপর ধর্ম্মের সত্ত্ব দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—**যথা বা পরস্পর-বিরহব্যাপকয়োঃ** ইত্যাদি। **তত্রৈব** ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই শুক্তিরূপ ধর্ম্মীতেই পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপক বলিয়া বিরুদ্ধ যে রজতভিন্নত্ব ও রজতত্ব ধর্ম্মদ্বয়, এই ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটী ধর্ম্মের নিষেধে অপর ধর্ম্মের সত্ত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম সেইস্থলে বিভিন্ন। যেমন রজতভেদের নিষেধে রজতত্বধর্ম্মের সত্ত্ব সিদ্ধ হয় এবং রজতত্বধর্ম্মের নিষেধে রজতভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর রজতভেদ-নিষেধের নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম রজতভেদত্ব এবং রজতত্বনিষেধের নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম রজতত্বত্ব। উক্ত নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মদ্বয় বিভিন্ন, এক নহে। এতাদৃশ ধর্ম্মদ্বয় একধর্ম্মীতে প্রসক্ত হইলে তাদৃশ ধর্ম্মদ্বয়ের প্রত্যেকের নিষেধদ্বয় সম্ভাবিত নহে।৫

৬। আর নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম এক হইলে এরূপ হইবে না। ইহাই দেখাইতে যাইয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**প্রকৃতে তু** ইত্যাদি। অর্থাৎ সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মদ্বয় দৃশ্যত্বাদিরূপ একটী নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাক্রান্ত হয় বলিয়া অর্থাৎ উভয়েই দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম আছে বলিয়া মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব হইলেও মিথ্যাত্বের সত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। মিথ্যাত্ব সত্যত্ব—এই ধর্ম্ম দুইটীর পরস্পরবিরহরূপতা বা পরস্পরবিরহব্যাপকতা নাই বলিয়া একনিষেধ্যতাবচ্ছেদকাক্রান্ত হইয়াছে। তুচ্ছ শশবিষাণাদিতে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব দুইটী ধর্ম্মই নাই বলিয়া সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরবিরহ-

রূপ বা পরস্পরবিরহব্যাপকরূপ নহে। কিন্তু এই সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মদ্বয় গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্মের মত বিরুদ্ধমাত্র, অর্থাৎ সহাবস্থান করে না। এজন্য মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব হইল বলিয়া মিথ্যাত্বের সত্যত্বাপাত্ত হইল না। পরস্পরবিরহরূপ বা পরস্পরবিরহব্যাপকরূপ না হইলে কেবল সহানবস্থিত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটীর নিষেধে অপরের সত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহাতে নিদর্শন প্রদর্শন করিতে মূলকার বলিতেছেন—**যথা গোত্বাশ্বত্বয়োঃ** ইত্যাদি। অর্থাৎ গজাদি ধর্ম্মীতে গোত্ব ও অশ্বত্ব এই দুই ধর্ম্মেরই অভাব আছে বলিয়া গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরবিরহরূপ বা পরস্পরবিরহব্যাপকরূপ নহে। আর এজন্য গজাদি ধর্ম্মীতে প্রসক্ত বিরুদ্ধ গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের নিষেধে নিষেধাভাবচ্ছেদক ধর্ম্ম একটীই হইয়া থাকে, যেমন গজত্বাত্যন্তাভাবব্যাপ্যত্ব। এই ধর্ম্মটী গোত্ব ও অশ্বত্ব উভয়েই আছে। এজন্য গজে গোত্বধর্ম্মের নিষেধ করিলে অশ্বত্বের সিদ্ধি হয় না। আর অশ্বত্বের নিষেধ করিলে গোত্বের সিদ্ধি হয় না। তাহার কারণ এই যে, এই দুইটী ধর্ম্ম পরস্পরবিরহরূপ বা পরস্পরবিরহব্যাপকরূপ নহে। সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরবিরহরূপ বা পরস্পরবিরহব্যাপকরূপ নহে; কারণ, অসদ্বস্তুতে উভয়েরই অভাব আছে। এজন্য একের নিষেধে অপরের সত্যত্ব হইবে না।৬

টীকা।

১। মিথ্যাত্বনির্ব্বচনম্ অসহমানঃ পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কতে অস্তু বা মিথ্যাত্বং প্রদর্শিতরূপং, তথাপি নিরুক্তং মিথ্যাত্বং বাধ্যম্ অবাধ্যং বা? আদ্যে প্রপঞ্চনিষ্ঠমিথ্যাত্বস্য বাধ্যত্বং পূর্ব্বপক্ষিভিঃ অপি অঙ্গীকৃতমেব ইতি তাদৃশমিথ্যাত্বসাধনে সিদ্ধসাধনম্। বাধ্যভূতমিথ্যাত্বাবেদকত্বেন অদ্বৈতশ্রুতেঃ অতত্ত্বাবেদকত্বং চ স্যাৎ। কিঞ্চ মিথ্যাত্বস্য বাধ্যত্বে "জগৎ সত্যং, মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বাৎ—আত্মবৎ" ইত্যনুমানেন জগৎ সত্যং স্যাৎ

ইত্যাদিদূষণপ্রদর্শনপরং পূর্ব্বপক্ষম্ অবতারয়তি—**নমু** ইত্যাদি। **উক্ত-মিথ্যাত্বস্য**—নিরুক্তপঞ্চবিধমিথ্যাত্বস্য, **মিথ্যাত্বে**—বাধ্যত্বে, **প্রপঞ্চ-সত্যত্বাপাতঃ**—প্রপঞ্চসত্যত্বস্য **আপাতঃ**—অনুমিতঃ। মিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বেন প্রপঞ্চস্য সত্যত্বে অনুমানমেব প্রমাণম্ ইতি ভাবঃ। অত্র আপাত্তপদম্ অনুমিতিপরং, ন তু তর্কপরম্। অনুমানং তু "জগৎ সত্যম্" ইত্যাদি প্রাগেব উক্তম্। অত্র অনুমানে ব্যাপ্তিং গ্রাহয়ন্ আহ—**একস্মিন্ ধর্ম্মিণি** ইত্যাদি **নিয়মাৎ** ইত্যন্তম্। একস্মিন্ ধর্ম্মিণি প্রসক্তয়োঃ বিরুদ্ধধর্ম্ময়োঃ—পরস্পরবিরহরূপয়োঃ পরস্পরবিরহ-ব্যাপকয়োঃ বা একমিথ্যাত্বে অপরসত্যত্বনিয়মস্য আত্মনি দৃষ্টত্বেন ব্যাপ্তি-গ্রহসম্ভবাৎ। তথাহি একস্মিন্ ধর্ম্মিণি আত্মনি প্রসক্তয়োঃ পরস্পর-বিরহরূপয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপকরূপয়োঃ বা সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ মিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বেন সত্যত্বস্য সত্যত্বদর্শনাৎ ইতি ভাবঃ। অতএব—

"মিথ্যাত্বং যদি বাধ্যং স্যাৎ জগৎ সত্যত্বমাপতেৎ"

ইত্যুক্তং পূর্ব্বপক্ষিভিঃ।১

২। দ্বিতীয়কল্পে দোষম্ আহ—**মিথ্যাত্বসত্যত্বে চ** ইতি। মিথ্যাত্বস্য সত্যত্বে দৃশ্যত্বে সত্যত্বেন দৃশ্যত্বাদিহেতোঃ অত্রৈব মিথ্যাত্ব-ব্যভিচারিত্বাৎ **তদ্বদেব**—মিথ্যাত্বস্য সত্যত্ববদেব **প্রপঞ্চসত্যত্বা-পত্তেঃ**—দৃশ্যত্বাদিহেতোঃ মিথ্যাত্বাসাধকত্বাৎ ইতি ভাবঃ। অস্য বিকল্পস্য দৃশ্যত্বাদিহেতুনাং মিথ্যাত্বব্যভিচারপ্রদর্শনে তাৎপর্য্যম্ বোধ্যম্। বিকল্প-দ্বয়সাধারণং দোষম্ আহ—**উভয়থাপি** ইতি। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে প্রপঞ্চসত্যত্বানুমানেন অদ্বৈতব্যাঘাতঃ এবং মিথ্যাত্বস্য সত্যত্বে সদন্তরস্বীকারেণাপি অদ্বৈতব্যাকোপঃ ইত্যর্থঃ। এবং চ—

"মিথ্যাত্বং যদ্যবাধ্যং স্যাৎ সদদ্বৈতমতক্ষতিঃ॥"

ইতি পূর্ব্বপক্ষসংক্ষেপঃ।২

৩। মিথ্যাত্বস্য অবাধ্যত্বপক্ষস্তু অনভ্যুপগমমাত্রেণ এব নিরস্য

বাধাত্বপক্ষে প্রদর্শিতদোষাণাং নিরসনায় আহ সিদ্ধান্তী—**ন মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্বেঽপি** ইত্যাদি। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বেঽপি বাধ্যত্বেঽপি প্রপঞ্চস্য সত্যত্বানুপপত্তেঃ ইত্যর্থঃ।৩

৪। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে প্রপঞ্চসত্যত্বসাধকানুমানপ্রমাণস্য জাগরূকত্বাৎ কথং প্রপঞ্চসত্যত্বানুপপত্তিঃ ইত্যত আহ—**তত্র হি** ইতি। তত্রৈব ধর্মিণি প্রসক্তয়োঃ বিরুদ্ধয়োঃ ধর্ময়োঃ মধ্যে **একমিথ্যাত্বে**—একস্য মিথ্যাত্বে **অপরসত্ত্বম্**—অপরস্য ধর্মস্য তত্রৈব সত্যত্বং যত্র **মিথ্যাত্বাবচ্ছেদকম্**—দৃশ্যত্বাদি, **উভয়বৃত্তি ন ভবেৎ**—একধর্মি-প্রসক্তবিরুদ্ধধর্মদ্বয়বৃত্তি ন ভবেৎ ইত্যর্থঃ।৪

৫। দৃষ্টান্তোপাদানেন এতদ্ দ্রঢয়ন্ আহ—**যথা পরস্পরবিরহ-রূপয়োঃ** ইত্যাদি। শুক্তিকারূপে ধর্মিণি প্রসক্তয়োঃ পরস্পরবিরহ-রূপয়োঃ রজতত্বরজতত্বাত্যন্তাভাবয়োঃ ধর্ময়োঃ মধ্যে একস্য ধর্মস্য **নিষেধে** মিথ্যাত্বঘটকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বে **অপরধর্মস্য সত্বং** রজতত্বস্য **নিষেধে** মিথ্যাত্বঘটকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বে রজতত্বাভাবস্য সত্বং রজতত্বাভাবস্য **নিষেধে** মিথ্যাত্বঘটকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বে রজতত্বস্য চ সত্বম্ আয়াতি। তৎ কস্য হেতোঃ? নিষেধ্যতাবচ্ছেদক-ভেদাৎ। রজতত্বস্য নিষেধে নিষেধ্যতাবচ্ছেদকধর্মঃ রজতত্বত্বং, রজতত্বাভাবস্য নিষেধে নিষেধ্যতাবচ্ছেদকধর্মঃ রজতত্বাভাবত্বম্, রজতত্বত্বরজতত্বাভাবত্বয়োঃ, ভেদাৎ। নিষেধ্যতাবচ্ছেদকধর্মভেদেন একস্মিন্ ধর্মিণি প্রসক্তয়োঃ পরস্পরবিরহরূপয়োঃ ধর্ময়োঃ একনিষেধে অপরসত্বং প্রদর্শ্য পরস্পরাত্যন্তাভাবব্যাপকয়োঃ ধর্ময়োঃ একনিষেধে অপরধর্মস্য সত্বং দর্শয়িতুম্ আহ—**যথা বা পরস্পরবিরহ-ব্যাপকয়োঃ** ইত্যাদি। **তত্রৈব** শুক্তিরূপে ধর্মিণি পরস্পরবিরহ-ব্যাপকয়োঃ অতএব বিরুদ্ধয়োঃ ধর্ময়োঃ রজতভিন্নত্বরজতত্বয়োঃ একধর্মস্য নিষেধে অপর ধর্মস্য সত্বম্ আয়াতি, নিষেধ্যতাবচ্ছেদকধর্মভেদাৎ।

তথাহি—রজতভেদনিষেধে রজতত্বধর্ম্মস্য সত্ত্বং, রজতত্বস্য নিষেধে রজতভেদস্য সত্ত্বং ভবতি। রজতভেদনিষেধস্য নিষেধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মঃ রজতভেদত্বম্, রজতত্বনিষেধস্য চ রজতত্বত্বম্। রজতত্বত্বরজতভেদত্বয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ ভেদাৎ। একস্মিন্ ধর্ম্মিণি প্রসক্তয়োঃ তাদৃশবিরুদ্ধয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ প্রত্যেকম্ অভাবদ্বয়াসম্ভবাৎ ইতি ভাবঃ।৫

৬। নিষেধ্যতাবচ্ছেদকৈক্যে তু ন এবম্ ইত্যাহ—**প্রকৃতে তু** ইতি। সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ দৃশ্যত্বাদিরূপৈকনিষেধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বেন মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বেঽপি ন মিথ্যাত্বসত্যত্বম্। মিথ্যাত্বসত্যত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বস্য পরস্পরবিরহব্যাপকত্বস্য চ অভাবেন একনিষেধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বসম্ভবঃ। তুচ্ছে শশবিষাণাদৌ সত্যত্বস্য মিথ্যাত্বস্য চ অভাবেন ন সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বম্; ন বা পরস্পরবিরহব্যাপকত্বম্। কিন্তু সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ গোত্বাশ্বত্বয়োরিব বিরুদ্ধত্বমাত্রং বোধ্যম্। তথা চ ন মিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে তস্য সত্যত্বম্। পরস্পরবিরহরূপত্বাভাবে পরস্পরবিরহব্যাপকত্বাভাবে চ দ্বয়োঃ বিরুদ্ধয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ একনিষেধে অপরস্য সত্ত্বং ন আয়াতি ইত্যত্র নিদর্শনম্ আহ—**যথা গোত্বাশ্বত্বয়োঃ** ইতি। গজাদৌ ধর্ম্মিণি গোত্বাশ্বত্বয়োঃ দ্বয়োরেব অভাবাৎ ন গোত্বাশ্বত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বং পরস্পরবিরহব্যাপকরূপত্বং বা। অত এব গজাদৌ প্রসক্তয়োঃ তয়োঃ বিরুদ্ধয়োঃ গোত্বাশ্বত্বয়োঃ নিষেধে নিষেধ্যতাবচ্ছেদকং গজত্বাত্যন্তাভাবব্যাপ্যত্বরূপং গোত্বাশ্বত্বয়োঃ তুল্যম্। ন হি গজে গোত্বনিষেধে অশ্বত্বম্ আয়াতি ন বা অশ্বত্বনিষেধে গোত্বম্। তৎ কস্য হেতোঃ? তয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বস্য পরস্পরবিরহব্যাপকরূপত্বস্য চ অভাবাৎ। তদ্বৎ প্রকৃতেঽপি সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বস্য পরস্পরবিরহব্যাপকরূপত্বস্য চ অভাবাৎ ন একনিষেধে অপরসত্যত্বম্।৬

এই বাক্যগুলির **তাৎপর্য্য** এই প্রসঙ্গের শেষে প্রদত্ত হইয়াছে।

সত্যত্ব মিথ্যাত্ব পরস্পরবিরহরূপ বা বিরহব্যাপকরূপ নহে।

যথা চ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ ন পরস্পরবিরহরূপত্বম্, ন বা পরস্পরবিরহব্যাপকত্বং তথা উপপাদিতম্ অধস্তাৎ।৭। পরস্পরবিরহরূপত্বেঽপি বিষমসত্তাকয়োঃ অবিরোধাৎ, ব্যাবহারিকমিথ্যাত্বেন ব্যাবহারিকসত্যত্বাপহারেঽপি কাল্পনিক-সত্যত্বানপহারাৎ, তার্কিকমতসিদ্ধসংযোগতদভাববৎ সত্যত্ব-মিথ্যাত্বয়োঃ সমুচ্চয়াভ্যুপগমাৎ চ।৮

সত্ত্বানুসারী বাধ্যবাধক সম্বন্ধ।

একস্য সাধকেন অপরস্য বাধ্যত্বং বিষমসত্তাকত্বে প্রয়োজকম্, যথা শুক্তিরূপ্যতদভাবয়োঃ।৯। একবাধক-বাধ্যত্বং চ সমসত্তাকত্বে প্রয়োজকম্, যথা শুক্তিরূপ্যশুক্তি-ভিন্নত্বয়োঃ ১০। অস্তি চ প্রপঞ্চতন্মিথ্যাত্বয়োঃ একব্রহ্মজ্ঞান-বাধ্যত্বম্।১১। অতঃ সমসত্তাকত্বাৎ মিথ্যাত্ববাধকেন প্রপঞ্চ-স্যাপি বাধাৎ ন অদ্বৈতক্ষতিঃ ইতি কৃতম্ অধিকেন।১২

ইতি মিথ্যাত্বসামান্যোপপত্তিঃ।

অনুবাদ।

৭। গোত্ব ও অশ্বত্ব এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দুইটীর এক গজরূপ ধর্ম্মীতে নিষেধে নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম গজবৃত্ত্যত্যন্তাভাবব্যাপ্যত্ব। এই ধর্ম্মটী গোত্ব ও অশ্বত্ব উভয়েই আছে। কিন্তু গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরবিরহরূপ বা পরস্পরবিরহব্যাপকরূপ নহে। এজন্য গোত্ব ও অশ্বত্ব একনিষেধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু পরস্পর অভাবরূপ সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মদ্বয়, একনিষেধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্তী যে বলিয়াছেন—**প্রকৃতে তু নিষেধ্যতাবচ্ছেদকম্ একমেব দৃশ্যত্বাদি** অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে সত্যত্ব

ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের নিষেধে নিষেধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম একই হইবে—ইহা অসঙ্গত।

এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে—প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণে সত্ত্ব ও অসত্ত্বের নিরূপণ প্রস্তাবে—"ন চ ব্যাহতিঃ, সা হি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপতয়া বা" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম দুইটী পরস্পরবিরহরূপ বা পরস্পরবিরহব্যাপকরূপ নহে, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর তাহাই এস্থলে বলিতেছেন—**যথা চ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ** ইতি।৭

৮। সিদ্ধান্তীর এরূপ বলায় আপত্তি এই হয় যে, দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে মিথ্যাত্বাভাবরূপই সত্যত্ব—ইহা গ্রন্থকার নিজেই অঙ্গীকার করিয়াছেন (৪৯ বাক্য)। সুতরাং সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম দুইটী পরস্পরের অভাবরূপও বটে। আর যাঁহারা তুচ্ছ স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব এই ধর্ম্ম দুইটী পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপকও বটে।

আর যদি সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম দুইটী পরস্পর অত্যন্তাভাবস্বরূপ বা পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপকস্বরূপ নাও হয়—তথাপি গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্মের মত সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব বিরুদ্ধ। এজন্য ইহাদের সামানাধিকরণ্য থাকিতে পারে না। তবে কি করিয়া সিদ্ধান্তী সত্যত্বরূপে প্রতীত প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বের অনুমান করিতেছেন? সত্যত্বসমানাধিকরণ মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের বিরোধকথাই উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে,—সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম দুইটী পরস্পর অত্যন্তাভাবস্বরূপ, পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপকস্বরূপ, অথবা পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপ্যরূপ হইলেও কোন দোষ নাই। আর ইহাই দেখাইতে যাইয়া বলিতেছেন—**পরস্পরবিরহরূপত্বেঽপি** ইত্যাদি। মূলে যে পরস্পরবিরহরূপত্ব বলা

হইয়াছে, ইহার অর্থ—পরস্পরবিরহরূপ, পরস্পরবিরহব্যাপকরূপ এবং পরস্পরবিরহব্যাপ্যরূপ—এই তিন রূপই বুঝিতে হইবে। আর এইরূপ হইলেও দোষ নাই। সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম দুইটী গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্মের ন্যায় পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপ্য হইলেও বিষমসত্তাক সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের এক ধর্ম্মীতে থাকিতে কোন বিরোধ নাই। প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চের সমানসত্তাক বলিয়া ব্যাবহারিক। আর এই ব্যাব-হারিক মিথ্যাত্ববিশিষ্ট প্রপঞ্চে সত্যত্ব ধর্ম্ম ব্যাবহারিক হইতে পারে না। যেহেতু তুল্যসত্তাক সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব বিরুদ্ধ। মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম-বিশিষ্ট প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বের বিষমসত্তাক সত্যত্বই স্বীকার করিতে হইবে। আর ব্যাবহারিক মিথ্যাত্বের বিষমসত্তাক সত্যত্ব হইতে গেলে সত্যত্ব, হয়—পারমার্থিক, না হয়—প্রাতিভাসিক হইবে। কিন্তু প্রকৃতস্থলে পারমার্থিক সত্যত্ব সম্ভাবিত নহে, এজন্য তাহা প্রাতিভাসিকই হইবে। আর ইহাই দেখাইতে যাইয়া বলিতেছেন—**ব্যাবহারিকমিথ্যাত্বেন ব্যাবহারিকসত্যত্বাপহারেঽপি** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—প্রপঞ্চে ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক সত্যত্ব ও পারমার্থিক সত্যত্ব—এই দুটীই অপহৃত হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতে প্রাতিভাসিক সত্যত্বের অপহার ঘটে না। এস্থলে "অপহার" শব্দের অর্থ এই যে, একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটী ধর্ম্মের যাদৃশ সত্তা হইবে, অপর ধর্ম্মের তদ্‌ভিন্ন সত্তা হইবে। এই ব্যাপ্তিবলে ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ববিশিষ্ট প্রপঞ্চে ব্যাবহারিক সত্যত্ব থাকিতে পারে না। ইহাই এস্থলে অপহার শব্দদ্বারা বুঝান হইয়াছে। ব্যাব-হারিক মিথ্যাত্ববিশিষ্ট প্রপঞ্চে ব্যাবহারিক সত্যত্ব থাকিতে না পারিলেও পারমার্থিকসত্যত্ব থাকিতে আপত্তি কি—এরূপ বলা যায় না। কারণ, ব্যাবহারিক সত্যত্ব কথার অর্থ—ব্যবহারকালে অবাধ্যত্ব। আর এই ব্যাবহারিক সত্যত্বের অপহার হইলে, অর্থাৎ ব্যাবহারকালা-

বাধ্যত্বের অপহার হইলে, অন্য কথায়—থাকিতে না পারিলে, প্রপঞ্চের ব্যাবহারকালবাধ্যত্বই সিদ্ধ হইল। আর এইরূপে ব্যবহারকালবাধ্যত্ব স্বীকৃত হইলে সর্ব্বদা অবাধ্যত্বরূপ যে পারমার্থিক সত্যত্ব, তাহা সম্ভাবিতই নহে। এজন্য প্রপঞ্চের ব্যাবহারিকসত্যত্বাপহারদ্বারা তাহার পারমার্থিক সত্যত্বেরও অপহার ঘটিল। সুতরাং প্রপঞ্চের প্রাতিভাসিক বা কাল্পনিক সত্যত্বই অবশেষ রহিল। আর এইজন্য মূলকার বলিতেছেন—**কাল্পনিকসত্যত্বানপহারাৎ** ইত্যাদি। ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ববিশিষ্ট প্রপঞ্চে কাল্পনিক সত্যত্ব অবিরুদ্ধ। এজন্য মিথ্যাভূত প্রপঞ্চেরও কাল্পনিক সত্যত্বরূপে প্রতীতি উপপন্নই হইয়া থাকে। ব্যাবহারিক মিথ্যাত্বের সহিত কাল্পনিক সত্যত্বের বিরোধ নাই। যেমন ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব বিশিষ্ট শুক্তিরজতে কাল্পনিক সত্যত্ব প্রতীত হইয়া থাকে। আর এজন্য প্রপঞ্চের সমানসত্তাক মিথ্যাত্বানুমানে সিদ্ধসাধনাদি দোষেরও অবসর নাই।

যদি বলা যায়, সিদ্ধান্তীর মতে যদি আকাশাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে কাল্পনিক সত্যত্ব স্বীকার করা হয়, তবে "সত্যং চ অনৃতং চ সত্যম্ অভবৎ" এই শ্রুতিতে অনৃতপদের অনর্থকত্ব আপত্তি হইয়া পড়ে। কারণ, উক্ত শ্রুতির অর্থ এই যে, সত্য যে ব্যাবহারিক আকাশাদি প্রপঞ্চ এবং অনৃত যে প্রাতিভাসিক রজতাদি, তদ্রূপে সত্যপদার্থ ব্রহ্ম অভবৎ অর্থাৎ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ অবিদ্যাবশে ব্রহ্ম ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিকরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত শ্রুতির দ্বারা তাদৃশ বিবর্ত্তের উপাদান ব্রহ্ম ইহাই বলা হইয়াছে। এখন যদি সিদ্ধান্তী ব্যাবহারিক আকাশাদি প্রপঞ্চে প্রাতিভাসিক সত্যত্ব অঙ্গীকার করেন, তবে এইরূপ বলিতে হইবে যে, সত্য ব্রহ্ম প্রাতিভাসিক সত্যত্বের আশ্রয় আকাশাদিরূপে এবং শুক্তিরজতাদিরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। প্রাতিভাসিক সত্যত্ব আকাশাদি প্রপঞ্চেও আছে, আর শুক্তিরজতেও

আছে। এই প্রাতিভাসিক সত্যত্বের আশ্রয় দ্বিবিধ প্রপঞ্চই সত্যপদ-দ্বারা গৃহীত হইলে অনৃত পদটী ব্যর্থ হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে অনৃত-পদের দ্বারা প্রাতিভাসিক সত্যত্বযুক্ত শুক্তিরজতাদি অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু এখন তাহা সত্যপদদ্বারাই গৃহীত হইতেছে। যেহেতু সিদ্ধান্তী শুক্তিরজতাদির ন্যায় আকাশাদিতেও কাল্পনিক সত্যত্বই স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং অনৃত পদদ্বারা বুঝাইতে পারা যায়, এমন কিছুই রহিল না।

এজন্য উক্ত শ্রুতির আনর্থক্যভয়ে আকাশাদি প্রপঞ্চে কাল্পনিক সত্যত্ব অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। আর আকাশাদি প্রপঞ্চে ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া বিরোধপ্রযুক্ত ব্যাবহারিক সত্যত্বও স্বীকার করা যাইতে পারে না। এজন্য সিদ্ধান্তীকে অগত্যা আকাশাদি প্রপঞ্চের পারমার্থিক সত্যত্বই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু ইহা অসঙ্গত। কারণ, প্রপঞ্চে ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চে যেমন ব্যাবহারিক সত্যত্ব থাকিতে পারে না, তদ্রূপ পার-মার্থিক সত্যত্বও থাকিতে পারে না—ইহা বিশদভাবে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর উক্ত শ্রুতিতে সত্যপদের অর্থ—ব্যবহারকালাবাধ্য বিয়দাদি প্রপঞ্চ এবং অনৃতপদের অর্থ—ব্যবহারকালবাধ্য শুক্তিরজতাদি, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে আর অনৃতপদের আনর্থক্যাপত্তি নাই। আর শুক্তিরজতাদিতে ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব ও প্রাতিভাসিক সত্যত্ব দৃষ্টই আছে। এই দৃষ্টান্তানুসারে বিয়দাদি প্রপঞ্চেও ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব ও প্রাতিভাসিক সত্যত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। শুক্তিরজতে যেমন তাহার মিথ্যাত্বের অজ্ঞানদ্বারা প্রাতিভাসিক সত্যত্বের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ বিয়দাদি প্রপঞ্চেও তাহার মিথ্যাত্বের অজ্ঞানদ্বারা প্রাতি-ভাসিক সত্যত্বের উৎপত্তি হয়। আর প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্বের প্রমা-জ্ঞানদ্বারা প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্ববিষয়ক অজ্ঞানের এবং উক্ত অজ্ঞানের কার্য্য

প্রাতিভাসিক সত্যত্বের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। প্রপঞ্চগত সত্যত্বধর্ম্মটী মিথ্যাত্বপ্রমার দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত প্রমাদ্বারা বাধ্য হইল, আর এজন্য প্রপঞ্চগত সত্যত্ব প্রাতিভাসিকই বটে।

প্রপঞ্চগত সত্যত্ব ধর্ম্মটী ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তপ্রমাবাধ্য বলিয়া তাহা প্রাতিভাসিক, এজন্য অদ্বৈতহানি দোষ হইবে না। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর যদি মিথ্যাত্বপ্রমাদ্বারা প্রপঞ্চগত সত্যত্বের উচ্ছেদ স্বীকার না করা যায়, কিন্তু মিথ্যাত্বপ্রমাদ্বারা প্রপঞ্চের সত্যত্ববুদ্ধিতে অপ্রমাত্বনিশ্চয়ই হয়—এইরূপ বলা যায়, প্রপঞ্চগত সত্যত্বের উচ্ছেদ ব্রহ্মপ্রমার দ্বারাই হইবে—এইরূপ বলা যায়, তবে প্রপঞ্চসত্যত্ব, ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তপ্রমার অবাধ্য বলিয়া তাহা ব্যাবহারিকই বটে। আর তাহাতে প্রপঞ্চগত সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব একবাধকজ্ঞানবাধ্য বলিয়া সমানসত্তাক হইবে। কিন্তু সমানসত্তাক হইলেও উভয়ই ব্যাবহারিকই বটে, কিন্তু পারমার্থিক নহে। এজন্য অদ্বৈতহানি হইতে পারে না—ইহাই সম্প্রতি মূলকার দেখাইবার জন্য প্রপঞ্চগত সত্যত্বধর্ম্মের ব্যাবহারিকত্ব স্বীকার করিয়াও ব্যাবহারিক সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মের অবিরোধ দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—**তার্কিকমতসিদ্ধসংযোগতদভাববৎ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—সমসত্তাক সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের অবিরোধে তার্কিকমতসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—সংযোগ ও তাহার অত্যন্তাভাব যেমন তার্কিকমতে অবিরুদ্ধ, অর্থাৎ যেমন সংযোগ ও তাহার অত্যন্তাভাব একাধিকরণবৃত্তি হয়, তদ্রূপ সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব একাধিকরণবৃত্তি হইতে পারিবে। যেমন তার্কিকগণ সমানসত্তাক সংযোগ ও তাহার অত্যন্তাভাবের সমুচ্চয় স্বীকার করেন, সেইরূপ সিদ্ধান্তীও সমানসত্তাক সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সমুচ্চয় স্বীকার করেন। পরস্পর অভাবরূপ অথচ সমানসত্তাক সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের অবিরোধে শ্রুতি এবং অনুমানই প্রমাণ। সমানসত্তাক ভাব ও অভাবের বিরোধগ্রাহক

লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ উপমর্দন করিয়াই "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতি, দৃশ্যসামান্যে মিথ্যাত্বের প্রতিপাদন করিয়া থাকে। আর এই মিথ্যাত্বানুমানদ্বারাও তাহাই সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রপঞ্চগত ব্যাবহারিক সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সহিত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব শ্রুতিটী ও অনুমান প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, আর তাহাতে প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্বেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়।৮

৯। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, শুক্তিতে ত শুক্তিরজত ও তাহার অত্যন্তাভাব বিষমসত্তাক হয়। কিন্তু প্রপঞ্চে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব সমানসত্তাক হইতেছে, ইহার কারণ কি? এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন—**একস্য সাধকেন** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যে দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে একটীর জ্ঞান, অপর ধর্ম্মের বাধক হইবে, সেই দুইটী ধর্ম্ম ভিন্নসত্তাক হইবে, ইহাই নিয়ম বা ব্যাপ্তি। যদি সেই ধর্ম্ম দুইটী বিভিন্নসত্তাক না হয় তবে, সেই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দুইটী বাধ্য ও বাধকজ্ঞানের বিষয় হইবে না—ইহাই উক্ত ব্যাপ্তির অনুকূল তর্ক; এক ধর্ম্মের সাধক জ্ঞানদ্বারা অপর ধর্ম্মের বাধ্যত্বটী ব্যাপ্য আর বিষমসত্তাকত্বটী ব্যাপক। মূলে যে প্রয়োজক পদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ—ব্যাপ্য। অর্থাৎ বিষমসত্তাকত্বের ব্যাপ্য একের সাধকে অপরের বাধ্যত্ব। উক্ত ব্যাপ্তিগ্রহস্থলরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—**যথা শুক্তিরজততদভাবয়োঃ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—শুক্তিতে পরস্পরবিরুদ্ধ শুক্তিরজত ও তাহার অভাবের মধ্যে একটীর অর্থাৎ শুক্তিরজতাভাবের সাধকজ্ঞান অর্থাৎ "নেদং রজতম্" এইরূপ জ্ঞান, অপরের অর্থাৎ শুক্তিরজতের বাধক হইয়া থাকে। শুক্তিরজতাভাবসাধক জ্ঞান শুক্তিরজতবাধক হইয়া থাকে বলিয়া শুক্তিরজত ও তাহার অভাবের বিষমসত্তাকত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। শুক্তিরজতের প্রাতিভাসিক সত্ত্ব হয় ও তাহার অভাবের ব্যাবহারিক সত্ত্ব হয়। একের সাধক জ্ঞানদ্বারা অপর

ধর্ম্ম বাধ্য হইলে বাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, উভয়বৃত্তি হইতে পারে না। আর বাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম উভয়বৃত্তি হইলে, একের সাধক জ্ঞানদ্বারা অপরের বাধ্যত্বও সম্ভবপর হয় না। আর প্রকৃতস্থলে এই সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব এক ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য বলিয়া সমসত্তাকই বটে। আর প্রপঞ্চগত সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব এই ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের সাধকজ্ঞানদ্বারা অপরের বাধ্যত্ব সম্ভাবিত হয় না বলিয়া এই সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের বিষম-সত্তাকত্ব হইতে পারে না।৯

১০। তার্কিকমতসিদ্ধ সংযোগ ও তদভাব দৃষ্টান্তদ্বারা প্রপঞ্চগত সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের সমানসত্তাকত্বের সম্ভাবনামাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই সমানসত্তাকত্বে প্রমাণ উপন্যাস করিতেছেন—**একবাধকবাধ্যত্বং চ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—প্রপঞ্চে প্রসক্ত সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম দুইটী উভয়সাধারণ দৃশ্যত্বরূপে নিষিধ্যমান হইয়া থাকে বলিয়া উভয়ই সমানসত্তাক। প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ববাধক ব্রহ্মপ্রমাদ্বারা প্রপঞ্চগত সত্যত্বেরও বাধ হয় বলিয়া এই সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব একবাধক-জ্ঞানবাধ্য। যাহারা একবাধকজ্ঞানবাধ্য তাহারা সমানসত্তাক—ইহাই ব্যাপ্তি। যেমন শুক্তিরজতবাধক শুক্তিসাক্ষাৎকারদ্বারা শুক্তি-ভেদও বাধিত হইয়া থাকে বলিয়া শুক্তিরজত ও শুক্তিভেদ উভয়ই সমানসত্তাক। শুক্তিরজত ও শুক্তিতে শুক্তির ভেদ, উভয়ই প্রাতি-ভাসিক, এজন্য সমানসত্তাক। যে যাহার বাধক জ্ঞানদ্বারা বাধিত হয় না, সে তাহার সমানসত্তাকও হয় না। যেমন ঘট ও শুক্তিরজত। ইহাই বিপক্ষবাধক তর্ক। প্রপঞ্চগত সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মের পরস্পর অভাবরূপত্ব নাই—এইরূপ স্বীকার করিয়া উভয়েরই একবাধকজ্ঞান-বাধ্যত্ব বলা হইয়াছে। আর এই সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব যে পরস্পরবিরহরূপ নহে, তাহা প্রথম লক্ষণে বলা হইয়াছে। আর ইহাতে পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে—সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয়

একত্র বিরুদ্ধ বলিয়া যেমন এক ধর্ম্মীতে থাকিতে পারে না, সেইরূপ সত্ত্বের অভাব ও অসত্ত্বের অভাবও একধর্ম্মীতে থাকিতে পারে না:— এইরূপ আপত্তিও নিরস্ত হইল। যেহেতু সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর-বিরহরূপ নহে।১০

১১। প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব ধর্ম্মটী মিথ্যা হইলেও তাহা প্রপঞ্চেরই সমানসত্তাক—ইহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—**অস্তি চ প্রপঞ্চ-তন্মিথ্যাত্বয়োঃ একব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যত্বম্**—ইহার অর্থ—প্রপঞ্চ ও তাহার মিথ্যাত্ব একব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য হয় বলিয়া সমানসত্তাক। আর এজন্য প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব, প্রপঞ্চের সমানসত্তাক বলিয়া তাহা প্রপঞ্চগত সত্যত্ব হইতে অন্যূনসত্তাক। প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্বের প্রপঞ্চগত সত্যত্ব অপেক্ষা অন্যূনসত্তাকত্ব প্রদর্শন করিবার জন্যই মূলে "প্রপঞ্চেরও ব্রহ্ম-জ্ঞানবাধ্যত্ব বলা হইয়াছে। আর ইহাতে প্রপঞ্চের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সমানসত্তাকত্ব দেখাইতে যাইয়া প্রপঞ্চের ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যত্বপ্রদর্শন মূলকারের অসঙ্গত—এরূপ আপত্তিও নিরস্ত হইল।১১

১২। এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা প্রপঞ্চগত সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মের সহিত প্রপঞ্চেরও বাধ হয় বলিয়া অদ্বৈতক্ষতি নাই—ইহাই প্রদর্শন করিয়া মূলকার প্রকৃত বিচারের উপসংহার করিতেছেন—**অতঃ সম-সত্তাকত্বাৎ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—প্রপঞ্চ ও তাহার মিথ্যাত্ব সমান-সত্তাক বলিয়া প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্বের বাধক ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের মত প্রপঞ্চেরও বাধ হইবে। **প্রপঞ্চস্যাপি** এই অপি শব্দদ্বারা প্রপঞ্চগত সত্যত্বেরও পরিগ্রহ করিতে হইবে। আর তাহাতে প্রপঞ্চের এবং প্রপঞ্চগত সত্যত্বের বাধা হয়। আর এজন্য **ন অদ্বৈত-ক্ষতিঃ** অর্থাৎ প্রপঞ্চসমানসত্তাক মিথ্যাত্বের ব্যাবহারিকত্বপ্রযুক্ত প্রপঞ্চেরও ব্যাবহারিকত্ব হইবে, প্রপঞ্চসত্যত্বের পারমার্থিকত্ব সম্ভাবিত নহে বলিয়া অদ্বৈতক্ষতি সম্ভাবিত নহে।

আর পূর্ব্বপক্ষিগণ যে বলেন—মিথ্যাত্ব যদি অবাধ্য হয়, তবে অদ্বৈত-মতের ক্ষতি হইবে, আর মিথ্যাত্ব যদি বাধ্য হয়, তবে জগতের সত্যত্বাপত্তি হইবে—ইহাও নিরস্ত হইল। প্রপঞ্চসমানসত্তাক মিথ্যাত্ব ও প্রপঞ্চ একব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য বলিয়া উভয়ই মিথ্যা। প্রপঞ্চে সাধ্যমান মিথ্যাত্বে, সত্যত্ব মিথ্যাত্ব বিকল্পদ্বারা সিদ্ধান্তীর প্রতি পূর্ব্বপক্ষিগণ সত্যত্ব মিথ্যাত্ব এই প্রত্যেক কোটিতেই যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিত্যসমাজাতি। ইহাই সূচিত করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—**কৃতম্ অধিকেন**। নিত্যসমাজাতির লক্ষণ তার্কিকরক্ষাগ্রন্থে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে—পক্ষরূপ ধর্ম্মীতে সাধ্যরূপ ধর্ম্মের তদ্রূপত্ব এবং অতদ্রূপত্ব বিকল্প করিয়া প্রত্যেকটী বিকল্প সাধ্যে স্বীকার করিয়া অনিষ্টাপত্তিভয়ে যে অসম্ভবপ্রদর্শন এবং সেই সেই অসম্ভবদোষপ্রযুক্ত ধর্ম্মীতে অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যবৈশিষ্ট্যভঙ্গই নিত্যসম দোষ বা নিত্যসমাজাতি বলা হয়।

প্রকৃতস্থলে পক্ষরূপ ধর্ম্মী প্রপঞ্চে সাধ্য মিথ্যাত্বের তদ্রূপত্ব এবং অতদ্রূপত্বরূপ অর্থাৎ সত্যত্বমিথ্যাত্বরূপ বিকল্পের প্রত্যেকটীকে মিথ্যাত্বে স্বীকার করিয়া যে অনুপপত্তি, যথা—মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বে প্রপঞ্চের সত্যত্বাপত্তি এবং মিথ্যাত্বের সত্যত্ব হইলে অদ্বৈতহানি—এইরূপ অসম্ভব দোষপ্রযুক্ত প্রপঞ্চ ধর্ম্মীর মিথ্যাত্ব বৈশিষ্ট্যভঙ্গই এই নিত্যসম দোষ। অবশিষ্ট কথা তাৎপর্য্য মধ্যে দ্রষ্টব্য।১২

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ-
শর্ম্ম-বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধির বঙ্গানুবাদে
মিথ্যাত্বসামান্যোপপত্তি।

টীকা।

১। ন চ গোত্বাশ্বত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বস্য পরস্পরবিরহ-ব্যাপকত্বস্য চ অভাবাৎ তয়োঃ একনিষেধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বস্য

সত্ত্বেঽপি পরস্পরবিরহরূপয়োঃ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ একনিষেধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বম্ অসম্ভবি, তথাচ কথম্ উক্তম্—"প্রকৃতে তু নিষেধ্যতাবচ্ছেদকম্ একমেব দৃশ্যত্বাদি" ইতি বাচ্যম্। প্রথমমিথ্যাত্বলক্ষণে সত্ত্বাসত্ত্বনিরূপণপ্রস্তাবে "ন চ ব্যাহতিঃ সা হি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপতয়া পরস্পরবিরহব্যাপকতয়া বা ইত্যাদিগ্রন্থেন সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বাসম্ভবস্য পরস্পরবিরহব্যাপকরূপত্বাসম্ভবস্য চ প্রতিপাদিতত্বাৎ ইত্যাহ—**যথা চ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ** ইতি।৭

৮। নমু দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণে মিথ্যাত্বাভাবরূপসত্যত্বস্য গ্রন্থকৃদ্ভিরেব অঙ্গীকৃতত্বেন (৪৯ বাক্যং দ্রষ্টব্যম্) সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বম্ অস্ত্যেব। তথা তুচ্ছানঙ্গীকর্ত্তৃমতে সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপকত্বমপি অস্তি। এবং সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বাভাবে পরস্পরবিরহব্যাপকত্বাভাবেঽপি চ গোত্বাশ্বত্ববদ্ বিরুদ্ধয়োঃ তয়োঃ ন সামানাধিকরণ্যম্ ইতি কথং সত্যত্বেন প্রতীতে প্রপঞ্চে সিদ্ধান্তিভিঃ মিথ্যাত্বম্ অনুমেয়ম্ ইতি চেৎ—ন, সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বেঽপি দোষাভাবাৎ, ইত্যাহ সিদ্ধান্তী—**পরস্পরবিরহরূপত্বেঽপি** ইত্যাদি। "পরস্পরবিরহরূপত্বে" ইত্যস্য পরস্পরবিরহরূপত্বে, পরস্পরবিরহব্যাপকরূপত্বে, পরস্পরবিরহব্যাপ্যরূপত্বে চ ইত্যর্থঃ। গোত্বাশ্বত্ববৎ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বেঽপি বিষমসত্তাকয়োঃ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ একস্মিন্ ধর্ম্মিণি সত্ত্বে বিরোধাভাবাৎ। তথাচ, প্রপঞ্চমিথ্যাত্বং হি প্রপঞ্চসমসত্তাকত্বেন ব্যাবহারিকম্। ব্যাবহারিকমিথ্যাত্ববতি সত্যত্বং ন ব্যাবহারিকং ভবিতুম্ অর্হতি, তুল্যসত্তাকত্বেন বিরোধাৎ। কিন্তু মিথ্যাত্ববতি প্রপঞ্চে মিথ্যাত্ববিষমসত্তাকমেব সত্যত্বম্ অঙ্গীকরণীয়ম্ তৎ চ, পারমার্থিকং প্রাতিভাসিকং বা, প্রকৃতে চ পারমার্থিকং সত্যত্বং ন সম্ভবতি ইত্যাশয়েন আহ—**ব্যাবহারিকমিথ্যাত্বেন ব্যাবহারিকসত্যত্বাপহারেঽপি** ইতি।

অস্যার্থঃ—প্রপঞ্চে ব্যাবহারিকমিথ্যাত্বেন ব্যাবহারিকপারমার্থিক-সত্যত্বদ্বয়াপহারেঽপি প্রাতীতিকসত্যত্বানপহারাৎ, অপহারঃ অত্র একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ মধ্যে একস্য ধর্ম্মস্য যৎসত্ত্বাকত্বম্ অপরস্য ধর্ম্মস্য তদ্ভিন্নসত্ত্বাকত্বম্ ইতি ব্যাপ্তিবলেন—বোধ্যঃ। অয়ম্ আশয়ঃ—ব্যাবহারিকং সত্যত্বং নাম ব্যবহারকালাবাধ্যত্বম্। ব্যাবহারিকমিথ্যাত্বেন প্রপঞ্চে ব্যাবহারকালাবাধ্যত্বরূপব্যাবহারিক-সত্যত্বস্য অপহারে প্রপঞ্চে ব্যাবহারকালবাধ্যত্বম্ আয়াতম্। প্রপঞ্চে ব্যাবহারকালবাধ্যত্বে স্বীকৃতে সর্ব্বদা অবাধ্যত্বরূপং পারমার্থিকসত্যত্বং ন সম্ভবতি, ইতি ব্যাবহারিকসত্যত্বাপহারেণ পারমার্থিকসত্যত্বস্যাপি অপহারাৎ কাল্পনিকং সত্যত্বম্ অবশিষ্যতে। অতঃ আহ মূলকারঃ—**কাল্পনিকসত্যত্বানপহারাৎ**। ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ববতি প্রপঞ্চে কাল্পনিকসত্যত্বস্য অবিরোধেন মিথ্যাভূতস্যাপি প্রপঞ্চস্য কাল্পনিক-সত্যত্বেন প্রতীতিঃ উপপদ্যতে। ব্যাবহারিকমিথ্যাত্বেন সহ প্রাতি-ভাসিকসত্যত্বস্য বিরোধাভাবাৎ। ব্যাবহারিকমিথ্যাত্ববতি শুক্তিরজতে কাল্পনিকসত্যত্ববৎ। তথাচ প্রপঞ্চে স্বসমানসত্ত্বাকমিথ্যাত্বসিদ্ধৌ ন সিদ্ধ-সাধনাদি ইতি ভাবঃ। ন চ সিদ্ধান্তে আকাশাদিপ্রপঞ্চে প্রাতীতিক-সত্যত্বাঙ্গীকারে "সত্যং চ অনৃতং চ সত্যম্ অভবৎ" ইতি শ্রুতৌ অনৃত-পদানর্থক্যম্। সত্যং—ব্যাবহারিকাকাশাদিপ্রপঞ্চরূপম্ অনৃতং—প্রাতি-ভাসিকরজতাদিরূপং সত্যং ব্রহ্ম অভবৎ অবিদ্যাবশাৎ তত্তদ্রূপেণ ব্যবর্ত্তত। তথাচ তাদৃশবিবর্ত্তোপাদানং ব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ অর্থঃ। যদি ব্যাবহারিকে প্রপঞ্চে প্রাতীতিকং সত্যত্বম্ অঙ্গীক্রিয়তে, তদা সত্যস্য ব্রহ্মণঃ প্রাতীতিকসত্যত্বাশ্রয়াকাশাদিরূপেণ শুক্তিরজতাদি-রূপেণ চ বিবর্ত্তনে অনৃতপদং ব্যর্থং স্যাৎ। অনৃতপদেন প্রাতিভাসিকসত্য-ত্বযুক্তং শুক্তিরজতাদিকমেব অভিপ্রেতম্ আসীৎ, তৎ চ ইদানীং সত্য-পদেনৈব গৃহীতম্। প্রপঞ্চেঽপি প্রাতিভাসিকসত্যত্বাঙ্গীকারাৎ। অনৃত-

পদগ্রাহ্যস্য কস্যচিৎ অভাবাৎ। এবং চ শ্রুতেঃ আনর্থক্যভিয়া আকাশাদি-প্রপঞ্চে প্রাতিভাসিকং সত্যত্বম্ অঙ্গীকর্তুং ন শক্যতে। এবং ব্যাবহারিকমিথ্যাত্ববিরোধাৎ ব্যাবহারিকমপি সত্যত্বং কথয়িতুং ন শক্যতে। তথাচ প্রপঞ্চে পারমার্থিকসত্যত্বমেব গত্যন্তরাভাবেন সিদ্ধান্তিভিঃ অঙ্গীকরণীয়ম্—ইতি বাচ্যম্; শ্রুতৌ সত্যপদস্য ব্যাবহারকালাবাধ্য-পরতয়া অনৃতপদস্য চ ব্যাবহারকালবাধ্যপরতয়া অনৃতপদস্য আনর্থক্যা-সম্ভবাৎ। শুক্তিরজতাদৌ ব্যাবহারিকমিথ্যাত্বস্য প্রাতিভাসিকসত্যত্বস্য চ দৃষ্টত্বেন প্রপঞ্চেঽপি ব্যাবহারিকমিথ্যাত্বং প্রাতিভাসিকং চ সত্যত্বং কল্প্যতে। শুক্তিরজতে যথা মিথ্যাত্বাজ্ঞানেন প্রাতিভাসিকসত্যত্বস্য উৎপত্তিঃ তথৈব প্রপঞ্চেঽপি মিথ্যাত্বাজ্ঞানেন প্রাসিভাসিকসত্যত্বস্য উৎপত্তিঃ। প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বপ্রময়া মিথ্যাত্বাজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বাজ্ঞান-কার্য্যস্য চ প্রাতিভাসিকসত্যত্বস্য উচ্ছেদঃ। প্রপঞ্চগতসত্যত্বস্য মিথ্যাত্বপ্রমাবাধ্যত্বেন ব্রহ্মপ্রমান্যপ্রমাবাধ্যত্বাৎ প্রপঞ্চগতসত্যত্বং প্রাতীতিকমেব অঙ্গীকরণীয়ম্ ইতি তত্ত্বম্ ।৮

ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তপ্রমাবাধ্যত্বেন প্রপঞ্চগতসত্যত্বস্য প্রাতিভাসিকত্বম্ অঙ্গীকৃত্য যথা ন অদ্বৈতক্ষতিঃ তথোক্তং প্রাক্। যদি তু মিথ্যাত্বপ্রময়া ন প্রপঞ্চগতসত্যত্বস্য উচ্ছেদঃ, কিন্তু প্রপঞ্চসত্যত্ববুদ্ধৌ অপ্রমাত্বনিশ্চয়ঃ এব, প্রপঞ্চসত্যত্বোচ্ছেদস্তু ব্রহ্মপ্রময়ৈব ইতি বিভাব্যতে, তর্হি ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্তপ্রমাঽবাধ্যত্বেন প্রপঞ্চসত্যত্বস্য ব্যাবহারিকত্বমেব অস্তু। অস্তু চ প্রপঞ্চগতসত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ একবাধকজ্ঞানবাধ্যত্বেন সমসত্তাকত্বং, তথাপি ন অদ্বৈতক্ষতিঃ ইতি ইদানীং প্রপঞ্চগতসত্যত্বস্য ব্যাবহারিক-ত্বম্ অভ্যুপগম্যাপি ব্যাবহারিকয়োঃ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ অবিরোধং দর্শয়িতুম্ আহ—**তার্কিকমতসিদ্ধসংযোগতদভাববৎ** ইতি।

সমসত্তাকয়োঃ মিথ্যাত্বসত্যত্বয়োঃ অবিরোধে তার্কিকমতসিদ্ধং দৃষ্টান্তম্ আহ—**সংযোগতদভাবয়োঃ** ইতি। যথা তার্কিকাঃ সম-

সত্তাকয়োঃ সংযোগতদত্যন্তাভাবয়োঃ সমুচ্চয়ং স্বীকুর্ব্বন্তি, তথা বয়মপি সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ সমসত্তাকয়োঃ সমুচ্চয়ং স্বীকুর্ম্মঃ। পরস্পরবিরহ-রূপয়োঃ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ অবিরোধে শ্রুতিপ্রমাণস্য অনুমানপ্রমাণস্য চ সত্ত্বাৎ। সমানসত্তাকয়োঃ ভাবাভাবয়োঃ বিরোধগ্রাহকং লৌকিকং মানম্ উপমৃদ্যৈব দৃশ্যসামান্যে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুত্যা মিথ্যাত্বস্য প্রতিপাদনাৎ, প্রকৃতমিথ্যাত্বানুমানেন চ তৎসমর্থনাৎ। প্রপঞ্চনিষ্ঠব্যাব-হারিকসত্যত্বমিথ্যাত্বসহিতপ্রপঞ্চমিথ্যাত্বস্য শ্রুত্যাদিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।৮

৯। নমু শুক্তৌ শুক্তিরূপ্যতদভাবয়োঃ বিষমসত্তাকত্বম্, প্রপঞ্চে তু সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ সমসত্তাকত্বম্, ইত্যত্র কিং প্রয়োজকং তত্র আহ— **একস্য সাধকেন** ইতি। বিষমসত্তাকত্বং ব্যাপকং একস্য সাধকেন অপরস্য বাধ্যত্বং ব্যাপ্যং, প্রযোজকপদং ব্যাপ্যপরম্; যয়োঃ বিরুদ্ধয়োঃ একস্য সাধকং জ্ঞানম্ অপরস্য বাধকং ভবতি তয়োঃ ভিন্নসত্তাকত্বম্ ইতি ব্যাপ্তিঃ। যদি তয়োঃ ভিন্নসত্তাকত্বং ন স্যাৎ, তর্হি তয়োঃ বাধ্যবাধক-ধীবিষয়ত্বং ন স্যাৎ ইতি বিপক্ষবাধকঃ তর্কঃ। এবং চ একস্য সাধকেন অপরস্য বাধ্যত্বং ব্যাপ্যং, বিষমসত্তাকত্বং ব্যাপকম্। অত্র দৃষ্টান্তম্ আহ— **যথা শুক্তিরজতত্তদভাবয়োঃ** ইতি। শুক্তৌ বিরুদ্ধয়োঃ শুক্তিরূপ্য-তদভাবয়োঃ মধ্যে একস্য শুক্তিরূপ্যাভাবস্য সাধকং জ্ঞানং "নেদং রজতম্" ইতি জ্ঞানম্ অপরস্য শুক্তিরজতস্য বাধকং ভবতি। অতঃ তয়োঃ শুক্তিরজততদভাবয়োঃ বিষমসত্তাকত্বমেব। শুক্তিরূপ্যস্য প্রাতি-ভাসিকং সত্ত্বং তদভাবস্য ব্যাবহারিকং সত্ত্বম্ ইতি। একস্য সাধকেন জ্ঞানেন অপরস্য বাধ্যত্বে বাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মস্য উভয়বৃত্তিত্বং ন সম্ভবতি। বাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মস্য উভয়বৃত্তিত্বে তু একস্য সাধকেন অপরস্য বাধ্যত্বং ন সম্ভবতি। তত্র তু একবাধকবাধ্যত্বেন সমসত্তাকত্ব-মেব। প্রকৃতে চ প্রপঞ্চগতসত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ মধ্যে একস্য সাধকেন অপরস্য বাধ্যত্বাভাবাৎ ন তয়োঃ বিষমসত্তাকত্বম্।৯

১০। তার্কিকমতসিদ্ধসংযোগতদভাবদৃষ্টান্তেন প্রপঞ্চে সত্যত্ব-মিথ্যাত্বয়োঃ সমানসত্তাকত্বসম্ভাবনামাত্রং প্রদর্শিতম্, ইদানীং সমান-সত্তাকত্বে প্রমাণম্ উপন্যস্যতি—**একবাধকবাধ্যত্বেতি**। প্রপঞ্চে প্রসক্তয়োঃ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ দ্বয়োরেব উভয়সাধারণদৃশ্যত্বেনৈব নিষিধ্য-মানত্বাৎ তয়োঃ সমসত্তাকত্বমেব। প্রপঞ্চগতমিথ্যাত্ববাধকেন তদ্গত-সত্যত্বস্যাপি বাধনাৎ তয়োঃ একবাধকবাধ্যত্বম্। যয়োঃ একবাধক-বাধ্যত্বং তয়োঃ সমানসত্তাকত্বম্ ইতি ব্যাপ্তিঃ। যথা শুক্তিরূপ্যবাধকেন শুক্তিসাক্ষাৎকারেণ শুক্তিভেদস্যাপি বাধ্যত্বাৎ শুক্তিরূপ্যশুক্তিভেদয়োঃ সমানসত্তাকত্বমেব দ্বয়োরেব প্রাতিভাসিকত্বেন সমানসত্তাকত্বাৎ। যৎ যদ্বাধকবাধ্যং ন স্যাৎ তৎ তৎসমানসত্তাকমপি ন স্যাৎ, যথা ঘট-শুক্তিরজতে ইতি—বিপক্ষবাধকঃ তর্কঃ। ইদমত্র অবধেয়ম্—সত্যত্ব-মিথ্যাত্বয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধরূপত্বং নাস্তি ইতি অভ্যুপেত্য প্রপঞ্চগতসত্যত্ব-মিথ্যাত্বয়োঃ একবাধকবাধ্যত্বম্ উক্তম্। যথা চ তয়োঃ ন পরস্পর-বিরুদ্ধরূপত্বং তথোক্তং প্রথমলক্ষণে। এতেন যদুক্তম্ উদয়নাচার্যৈঃ বৌদ্ধাধিকারে "সদসত্ত্বয়া একত্রবিরোধেন বিধিবন্নিষেধস্যাপি অনু-পপত্তেঃ" ইতি তদপি নিরস্তম্। সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধরূপত্বা-ভাবাৎ।১০

১১। প্রপঞ্চগতমিথ্যাত্বং মিথ্যাভূতমপি প্রপঞ্চসমানসত্তাকমেব ইত্যতঃ আহ—**অস্তি চ** ইতি। **প্রপঞ্চতন্মিথ্যাত্বয়োঃ এক-ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যত্বাৎ** সমানসত্তাকত্বম্। তথাচ প্রপঞ্চসমানসত্তাকত্বেন প্রপঞ্চগতমিথ্যাত্বং প্রপঞ্চগতসত্যত্বান্যূনসত্তাকম্। প্রপঞ্চগতমিথ্যাত্বস্য প্রপঞ্চগতসত্যত্বাপেক্ষয়া অন্যূনসত্তাকত্বপ্রদর্শনায় মূলে প্রপঞ্চস্যাপি ব্রহ্ম-জ্ঞানবাধ্যত্বম্ উক্তম্। এবং চ প্রপঞ্চসত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ সমানসত্তাকত্বে বক্তব্যে প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যত্বপ্রদর্শনং মূলকৃতাম্ অসঙ্গতম্ ইতি নিরস্তম্।১১

১২। এবং চ ব্রহ্মজ্ঞানেন প্রপঞ্চগতসত্যত্বমিথ্যাত্বাভ্যাং সহ প্রপঞ্চস্য বাধনাৎ ন অদ্বৈতক্ষতিঃ ইতি প্রকৃতম্ উপসংহরতি—**অতঃ সমসত্তাকত্বাৎ** ইতি। প্রপঞ্চতন্মিথ্যাত্বয়োঃ সমানসত্তাকত্বাৎ প্রপঞ্চ-গতমিথ্যাত্ববাধকেন ব্রহ্মজ্ঞানেন প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববৎ প্রপঞ্চস্যাপি বাধাৎ অত্র মূলস্থিত-অপিকারেণ প্রপঞ্চগতসত্যত্বস্য পরিগ্রহঃ, তথাচ প্রপঞ্চস্য তদ্গতসত্যত্বস্যাপি বাধাৎ ন অদ্বৈতক্ষতিঃ। প্রপঞ্চসমানসত্তাকস্য মিথ্যাত্বস্য ব্যাবহারিকত্বেন প্রপঞ্চস্যাপি ব্যাবহারিকত্বাৎ প্রপঞ্চসত্যত্বস্য পারমার্থিকত্বং ন সম্ভবতি ইতি ভাবঃ। এতেন—

"মিথ্যাত্বং যদ্যবাধ্যং স্যাৎ, সদদ্বৈতমতক্ষতিঃ।
মিথ্যাত্বং যদি বা বাধ্যং, জগৎসত্যত্বমাপতেৎ॥"

ইতি যৎ পূর্ব্বপক্ষিভিঃ উক্তং তদপি নিরস্তম্, প্রপঞ্চসমানসত্তাক-মিথ্যাত্বস্য প্রপঞ্চস্য চ একব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যত্বেন স্বারেব মিথ্যাত্বাৎ।

প্রপঞ্চে সাধ্যমানস্য মিথ্যাত্বস্য সত্যত্বমিথ্যাত্বাভ্যাং সিদ্ধান্তিনঃ প্রতি প্রত্যেকং কোটিদ্বয়ে পূর্ব্বপক্ষিভিঃ দূষণাভিধানং নিত্যসমাজাতিঃ ইতি সূচয়িতুম্ আহ—**কৃতম্ অধিকেন** ইতি। নিত্যসমাজাতিলক্ষণম্ উক্তং বাদরত্নাবল্যাং বিষ্ণুদাসাচার্য্যৈঃ তার্কিকরক্ষায়াং চ বরদরাজাচার্য্যৈঃ

"ধর্ম্মস্য তদতদ্রূপবিকল্পানুপপত্তিতঃ।
ধর্ম্মিণস্তদ্বিশিষ্টত্বভঙ্গো নিত্যসমো ভবেৎ" ইতি॥

অস্যার্থঃ—পক্ষরূপে ধর্ম্মিণি সাধ্যস্য ধর্ম্মস্য, তদ্রূপত্বাতদ্রূপত্বয়োঃ বিকল্পয়োঃ প্রত্যেকং সাধ্যে অভ্যুপগতয়োঃ, যা "অনুপপত্তিঃ" অনিষ্টা-পত্তিভয়াৎ অসম্ভবঃ, তস্মাৎ অসম্ভবাৎ "ধর্ম্মিণঃ"—পক্ষস্য তদ্বিশিষ্টত্ব-ভঙ্গঃ সাধ্যবিশিষ্টত্বস্য অসম্ভবঃ, নিত্যসমো দোষঃ।

প্রকৃতে চ পক্ষরূপে ধর্ম্মিণি প্রপঞ্চে সাধ্যস্য মিথ্যাত্বস্য তদ্রূপত্বাতদ্-রূপত্বরূপসত্যত্বমিথ্যাত্ববিকল্পয়োঃ প্রত্যেকং মিথ্যাত্বে অভ্যুপগতয়োঃ যা অনুপপত্তিঃ মিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে প্রপঞ্চস্য সত্যত্বাপত্তিঃ, মিথ্যাত্বস্য

সত্যত্বে চ অদ্বৈতহানিপ্রসঙ্গঃ ইতি অনিষ্টাপত্তিরূপাৎ অসম্ভবাৎ প্রপঞ্চস্য ধর্ম্মিণঃ মিথ্যাত্ববৈশিষ্ট্যভঙ্গঃ—নিত্যসমোদোষঃ।

নম্ন মিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্ববৈশিষ্ট্যভঙ্গেঽপি মিথ্যাত্বস্য সত্যত্বে ন ধর্ম্মিণঃ মিথ্যাত্ববৈশিষ্ট্যভঙ্গঃ, কিন্তু অদ্বৈতহানিঃ; তথাচ ন নিত্যসমাজাতিঃ, সত্যত্বমিথ্যাত্ববিকল্পয়োঃ দ্বয়োঃ প্রত্যেকং ধর্ম্মিণি ধর্ম্মবৈশিষ্ট্যভঙ্গকত্বাভাবাৎ, উক্তং চ—"মিথ্যাত্বং যদ্ববাধ্যং স্যাৎ সদদ্বৈতমতক্ষতিঃ" ইতি চেৎ ?

তৎ ন; বিকল্পিতয়োঃ কোট্যোঃ মধ্যে মিথ্যাত্বসত্যত্বকোটেঃ ধর্ম্ম-ধর্ম্মিবৈশিষ্ট্যভঙ্গকত্বাভাবেঽপি মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বকোটেঃ একস্যাপি প্রপঞ্চে ধর্ম্মিণি মিথ্যাত্ববৈশিষ্ট্যভঙ্গকত্বাৎ নিত্যসমঃ দোষঃ স্যাদেব। অন্যথা মিথ্যাত্বে মিথ্যাত্বকোটিমাত্রস্য সিদ্ধান্তিভিঃ আশ্রয়ণে মিথ্যাত্বে অনভ্যুপগতসত্যত্বকোটিপ্রযুক্তস্য অদ্বৈতহানিদোষস্যাপি পূর্ব্বপক্ষি-প্রদর্শিতস্য অসম্ভবাৎ। যদি তু দ্বয়োরেব কোট্যোঃ প্রত্যেকং ধর্ম্মধর্ম্মিবৈশিষ্ট্যভঙ্গপ্রয়োজকত্বে নিত্যসমঃ দোষঃ ইতি অভ্যুপৈষি তথাপি নিত্যসমঃ দোষঃ স্যাদেব। মিথ্যাত্বস্যাপি মিথ্যাত্বাভ্যুপগমে পক্ষত্বেন তস্য সত্যত্বে মিথ্যাত্ববৈশিষ্ট্যভঙ্গেন মিথ্যাত্বরূপে ধর্ম্মিণি সাধ্যরূপ-মিথ্যাত্ববৈশিষ্ট্যভঙ্গপ্রয়োজকত্বাৎ; ইতি কৃতমধিকেন।১২

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি-শ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম-বিরচিতায়াম্ অদ্বৈতসিদ্ধিবালবোধিন্যাং মিথ্যাত্বসামান্যোপপত্তিবিবরণম্।

তাৎপর্য্য।

মিথ্যাত্বনির্ব্বচনের নিষ্ফলতা শঙ্কা।

মিথ্যাত্বটী কি, তাহা বুঝাইবার জন্য মিথ্যাত্বের পাঁচপ্রকার নির্ব্বচন করা হইয়াছে। এই মিথ্যাত্বনির্ব্বচনপ্রসঙ্গে পূর্ব্বপক্ষিমাধ্বপ্রদর্শিত আপত্তিসমূহেরও নিরাস করা হইয়াছে। সম্প্রতি মিথ্যাত্বনির্ব্বচনের

নিষ্ফলতা দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন যে, মিথ্যাত্বের যে পাঁচপ্রকার লক্ষণ সিদ্ধান্তী প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই **মিথ্যাত্বটী মিথ্যা কি সত্য?** মিথ্যাত্ব যদি মিথ্যা হয়, অথবা সত্য হয়—তবে উভয় প্রকারেই দ্বৈতাপত্তি হইবে। সুতরাং সিদ্ধান্তীর মিথ্যাত্বনির্ব্বচন নিষ্ফল। সিদ্ধান্তী মিথ্যাত্ব ধর্ম্মকে মিথ্যাই স্বীকার করেন, সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। এজন্য মিথ্যাত্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহাতে সিদ্ধান্তীর কোন ক্ষতি নাই। মিথ্যাত্বটী মিথ্যা অর্থাৎ মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বই সিদ্ধান্তীর অভিমত। এজন্য সিদ্ধান্তীর অভিমত পক্ষে অর্থাৎ মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে যে যে দোষ সম্ভাবিত হয়, তাহা পূর্ব্বপক্ষী প্রদর্শন করিতে যাইয়া বলিতেছেন— "নমু উক্তমিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে প্রপঞ্চসত্যত্বাপাতঃ"।

মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে তিনটী দোষ।

এই পক্ষে অর্থাৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব যদি মিথ্যা হয় তবে, **সিদ্ধসাধনতাদোষ** (১) **অদ্বৈতশ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্ব** (২) এবং **জগতের সত্যত্বপ্রসঙ্গ** (৩) হয়। ইহাদের বিবরণ, যথা—

প্রথম দোষ সিদ্ধান্তী প্রপঞ্চের যে মিথ্যাত্বপ্রদর্শন করেন, তাহা যে মিথ্যা অর্থাৎ বাধ্য, অর্থাৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব যে ঠিক নহে—ইহা পূর্ব্বপক্ষীরই কথা। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর অভিমতই সিদ্ধান্তী অনুমান করিতেছেন বলিয়া **সিদ্ধসাধনতা** দোষ হইতেছে।

দ্বিতীয় দোষ এইরূপ—মিথ্যাত্বটীকে মিথ্যা অর্থাৎ বাধ্য বলিলে এই বাধ্য মিথ্যাত্বের প্রতিপাদক যে শ্রুতি, তাহা অতত্ত্বাবেদক হইয়া পড়িল। বাধ্য অর্থের প্রতিপাদককেই অতত্ত্বাবেদক বলা যায়। শ্রুতি, বাধ্য মিথ্যাত্বের প্রতিপাদক হইতেছে বলিয়া **অতত্ত্বাবেদক** হইবে।

তৃতীয় দোষ যথা—প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম মিথ্যা হইলে প্রপঞ্চের সত্যত্বই অনুমিত হইবে। জগতের সেই সত্যত্বানুমান এইরূপ হইবে—

জগৎ সত্যম্	... ...	(প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বাৎ	... ...	(হেতু)
আত্মবৎ	... ...	(উদাহরণ)

তাৎপর্য্য এই যে, যে কোন ধর্ম্মীতে মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে সেই ধর্ম্মীর সত্যত্ব অপহৃত হইয়া থাকে। আর সেই সত্যত্বাপহারক মিথ্যাত্বও যদি মিথ্যা হয়, তবে ধর্ম্মীর সত্যত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যেমন আত্মাকে যাঁহারা মিথ্যা বলেন, তাঁহাদের দ্বারা প্রদর্শিত আত্মার মিথ্যাত্ব মিথ্যা বলিয়া আত্মার সত্যত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও **প্রপঞ্চের সত্যত্বপ্রসঙ্গ** হইবে।

জগৎ সত্যত্বানুমানে উপাধির শঙ্কা।

যদি শঙ্কা করা যায় যে, উক্ত অনুমানে **আত্মত্ব উপাধি**। কারণ, দৃষ্টান্ত আত্মাতে আত্মত্বধর্ম্ম আছে এবং সত্যত্ব সাধ্যও আছে, সুতরাং আত্মান্তভাবে আত্মধর্ম্মটী সাধ্য সত্যত্বের ব্যাপক হইয়াছে, আর পক্ষ যে জগৎ, তাহাতে আত্মত্ব ধর্ম্ম নাই, কিন্তু তাহাতে হেতু "মিথ্যাভূত-মিথ্যাকত্ব" আছে, সুতরাং আত্মত্বধর্ম্মটী সাধনের অর্থাৎ মিথ্যাভূত-মিথ্যাকত্বের অব্যাপক হইয়াছে। আর এত কারণে জগৎসত্যত্বানুমানে আত্মত্ব উপাধি হইল।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক উক্ত উপাধির নিবারণ।

কিন্তু এরূপ শঙ্কা অসঙ্গত। কারণ, এই উপাধিপ্রদর্শনের দ্বারা হেতুতে ব্যভিচারের অনুমান করা যায় না। কারণ, এস্থলে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতু, আর সত্যত্ব সাধ্য; এই হেতুটী সাধ্য-সত্যত্বের ব্যভিচারী হইবে, এরূপ বলা যায় না। যেহেতু হেতু সাধ্যের অব্যভিচারী। এখন, উপাধিদ্বারা হেতুর ব্যভিচার উদ্ভাবন করিতে হইলে হেতুটী, সাধ্যের ব্যাপক উপাধির ব্যভিচারী বলিয়া, উপাধির ব্যাপ্য সাধ্যেরও ব্যভিচারী হইবে—ইহাই দেখাইতে হইবে।

যে ব্যাপকব্যভিচারী হয়, সে ব্যাপ্যেরও ব্যভিচারী হয়—ইহাই নিয়ম। কিন্তু হেতুটী যদি উপাধির ব্যভিচারী না হয়, তবে উপাধির ব্যাপ্য সাধ্যেরও ব্যভিচারী হইতে পারে না। এস্থলে সত্যত্ব সাধ্য, তাহার ব্যাপক আত্মত্ব উপাধি। মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতুটি এই আত্মত্বের ব্যভিচারী নহে। কারণ, মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব শব্দদ্বারা মিথ্যাভূত হইয়াছে মিথ্যাত্ব যাহার তাহাকে বুঝায়। প্রপঞ্চ মিথ্যা, তাহার যে মিথ্যাত্ব তাহাও মিথ্যা। দৃষ্টান্ত যে আত্মা, তাহাতেও মিথ্যাভূত-মিথ্যাত্বকত্ব আছে। কারণ, আত্মাকে যদি সত্য বলা যায়, তাহা হইলে তাহার সেই মিথ্যাত্বও মিথ্যা হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তীর ব্যভিচারানুমান।

এখন সিদ্ধান্তী যদি হেতুর **ব্যভিচারিত্ব অনুমান** করিতে চাহেন তবে এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে—

মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বং সত্যত্বব্যভিচারি ... (প্রতিজ্ঞা)

আত্মত্বব্যভিচারিত্বাৎ ... (হেতু)

যথা শুক্তিরজতম্ ... (উদাহরণ)

কিন্তু আত্মত্বব্যভিচারিত্ব হেতুটী মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বে নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্তী উপাধি উন্নয়নদ্বারা ব্যভিচার উদ্ভাবন করিতে পারেন না। অর্থাৎ এই ব্যভিচারানুমানে হেতুটী স্বরূপাসিদ্ধ হইল। আর এইজন্য বাধ্য হইয়াই সিদ্ধান্তীকে উপাধিদ্বারা সৎপ্রতিপক্ষ উন্নয়ন করিতে হইবে।

সিদ্ধান্তীর সৎপ্রতিপক্ষানুমান।

এজন্য সিদ্ধান্তীকে যে **সৎপ্রতিপক্ষ** দেখাইতে হইবে, তাহা এই—

জগৎ—সত্যত্বাভাববৎ (মিথ্যা) ... (প্রতিজ্ঞা)

আত্মত্বাভাবাৎ ... (হেতু)

যথা শুক্তিরজতম্, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা আত্মা ... (উদাহরণ)

কিন্তু এই সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানটিও সঙ্গত হয় না। কারণ, পূর্ব্বপক্ষীর স্থাপনানুমানে প্রপঞ্চের সত্যত্বকে সাধ্য করা হইয়াছে এবং মিথ্যাভূত-মিথ্যাত্বকত্বকে হেতু করা হইয়াছে। এই হেতুতে সত্যত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তিগ্রাহক ব্যাঘাতরূপ তর্ক আছে, অর্থাৎ ব্যাঘাততর্কই এস্থলে ব্যাপ্তির গ্রাহক হয়। আর সিদ্ধান্তীর প্রতিরোধানুমানে আত্মত্ব উপাধির অভাবই হেতু। আর পূর্ব্বপক্ষীর স্থাপনানুমানীয় সাধ্য যে সত্যত্ব তাহার অভাই অর্থাৎ সত্যত্বাভাব এস্থলে সাধ্য। এই প্রতিরোধানুমানে সাধ্যের ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক নাই বলিয়া প্রদর্শিত উপাধি অপ্রয়োজক হইবে। অর্থাৎ আত্মত্বটী উপাধিই হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিরোধানুমান সুদূরপরাহত।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সৎপ্রতিপক্ষ খণ্ডন।

এই প্রতিরোধানুমানে অনাত্মত্বকে হেতু করিয়া যে জগৎ সত্যত্বাভাব সাধ্য করা হইয়াছে—তাহা অসঙ্গত। কারণ, অনাত্মত্ব হেতু সত্যত্বাভাবের ব্যাপ্য নহে। যেহেতু ব্যভিচারশঙ্কানিবারক তর্ক নাই। যদি কোন বস্তু আত্মভিন্ন হইয়াও সত্য হয় তবে অনিষ্ট কি? সুতরাং আত্মত্বাভাব হেতুটী, যে হেতুটী উপাধির অভাবস্বরূপ, তাহা আর সত্যত্বাভাবের ব্যাপ্য হইল না। আর তজ্জন্য পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত জগৎ-সত্যত্বানুমানে আত্মত্ব উপাধিও হইতে পারিল না। যেহেতু ব্যতিরেক ব্যাপ্তিটী গৃহীত হয় নাই। ইহাই কল্পতরুকার বলিয়াছেন—

"সাধ্যাভাবেন সাকং স্বভাবব্যাপ্তেরনির্ণয়াৎ।
কুতঃ পক্ষেতরত্বস্য সাধ্যব্যাপকতা মতা॥"

অর্থাৎ উপাধ্যভাবে সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি না থাকিলে উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইতে পারে না। আর এই জন্যই পক্ষেতরত্বও উপাধি হয় না। পক্ষেতরত্বের উপাধিনিবৃত্তির জন্য আর প্রাচীনমতের অনুসরণ করিয়া সাধ্যসমব্যাপ্ত বলিবার আবশ্যকতা নাই। প্রকৃতস্থলে

ব্যতিরেকে ব্যাপ্তি গৃহীত হয় নাই বলিয়া আত্মত্বটী উপাধি হইতে পারে না। অর্থাৎ উক্ত **সৎপ্রতিপক্ষরূপ প্রতিরোধ অনুমানে** (৮৯৫ পৃঃ) প্রপঞ্চ, অনাত্মা হইয়াও সত্য হউক—এরূপ বলিলে কোন অনিষ্টপ্রসঙ্গ নাই। সুতরাং জগতের সত্যত্বানুমানে (৮৯৪ পৃঃ) **আত্মত্ব উপাধিটী অপ্রযোজক**।

পূর্ব্বপক্ষে ব্যাঘাতরূপ অনুকূলতর্ক।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর জগৎসত্যত্বসাধক **স্থাপনানুমানে** (৮৯৪ পৃঃ) ব্যাঘাতরূপ অনুকূলতর্ক আছে; কারণ, মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতুটী থাকুক, কিন্তু সাধ্য সত্যত্ব না থাকুক, এরূপ শঙ্কাতে অনিষ্টপ্রসঙ্গ কি—এরূপ সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না। ইহাতে ব্যাঘাত দোষ হয়। কারণ, মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বদ্বারা সত্যত্বেরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মিথ্যাভূত-মিথ্যাত্বকত্বদ্বারা সত্যত্বের প্রাপ্তি করাইয়া সত্যত্ব না থাকুক—এরূপ বলিলে স্বক্রিয়াবিরোধরূপ ব্যাঘাতাত্মক অনুকূলতর্ক উপস্থিত হয়। আর ইহাই সাধ্যের ব্যাপ্তির গ্রাহক। সুতরাং অপ্রয়োজকত্ব শঙ্কা নাই। যেহেতু শঙ্কা ব্যাঘাতাবধি।

সিদ্ধান্তে ব্যাঘাত অনুকূলতর্ক হয় না।

আর সিদ্ধান্তী এরূপ বলিতে পারে না যে, **প্রতিরোধানুমানে** (৮৯৫ পৃঃ) অপ্রয়োজকত্ব শঙ্কা করিলে ব্যাঘাতই হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে অপ্রয়োজকত্ব শঙ্কা করিলে যেরূপ ব্যাঘাত হয়, তদ্রূপ সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত প্রতিরোধ অনুমানে অপ্রয়োজকত্ব শঙ্কা করিলে ব্যাঘাতই অনুকূলতর্ক হইবে—এরূপ বলা যায় না। কারণ, মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব ও অসত্যত্ব যেমন পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্ম, একটী স্বীকার করিয়া আর একটী স্বীকার করিলে ব্যাঘাত হয়, তদ্রূপ অনাত্মত্ব ও সত্যত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম নহে বলিয়া একটী স্বীকার করিয়া আর একটী স্বীকার করিলে ব্যাঘাত হয় না।

পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তিকর্তৃক ব্যাঘাত প্রদর্শন চেষ্টা।

এখন ইহাতে যদি সিদ্ধান্তী বলেন যে, অনাত্মত্ব ও সত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম, ইহা একধর্ম্মীতে স্বীকার করিলে ব্যাঘাতই হয়, যেহেতু অসত্যত্বই অনাত্মত্ব, আর সত্যত্বই আত্মত্ব। সুতরাং অনাত্মত্ব স্বীকার করিলে অসত্যত্বই স্বীকার করা হইল। তাহাতে আবার সত্যত্ব স্বীকার করিতে গেলে স্বক্রিয়াবিরোধরূপ ব্যাঘাতই হইবে, ইত্যাদি; তাহা হইলে বলিব—সিদ্ধান্তীর এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ, অসত্যত্বই অনাত্মত্ব নহে। কিন্তু অজ্ঞাতৃত্বই অনাত্মত্ব। আর আত্মত্বই সত্যত্ব নহে, কিন্তু অবাধ্যত্বই সত্যত্ব। সুতরাং বিরুদ্ধরূপ হইল না। এজন্য ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে সিদ্ধান্তিকর্তৃক ব্যভিচার শঙ্কা।

এইবার **পূর্ব্বপক্ষীর স্থাপনানুমানে** সিদ্ধান্তী বলেন যে, পূর্ব্বপক্ষী যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, (৮২৪ পৃঃ) যথা—

জগৎ সত্যং	...	...	(প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বাৎ	...	...	(হেতু)
আত্মবৎ	...	...	(উদাহরণ)

ইত্যাদি, ইহাতে হেতুটী ব্যভিচারী। কারণ, শুক্তিরজতগত যে মিথ্যাত্ব, তাহা মিথ্যা বলিয়া শুক্তিরজতে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতু আছে, কিন্তু সাধ্য যে সত্যত্ব, তাহা নাই।

পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক উক্ত ব্যভিচারশঙ্কার নিরাস।

এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, না, হেতুটী ব্যভিচারী নহে। কারণ, যদি রজতে মিথ্যাত্ব ধর্ম্মটী মিথ্যা হয়, তবে রজতে মিথ্যাত্ব-বিরুদ্ধ সত্যত্ব ধর্ম্ম সত্য হইয়া পড়িবে। একধর্ম্মীতে প্রসক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের মিথ্যাত্ব হইলে অপরটী সত্য হইবে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধধর্ম্মের প্রসক্তি হইলে তাহা

সংশয়রূপই হইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রসক্তি সংশয়রূপ। আর তাহা হইলে এইরূপ অনুমান হইবে যে—

শুক্তিরজতং—মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বাধিকরণং ন ভবতি … (প্রতিজ্ঞা)

সত্যভূত (মিথ্যাত্ববিরুদ্ধ) সত্যত্বানধিকরণত্বাৎ … (হেতু)

যথা গৌঃ … … … (উদাহরণ)

সুতরাং **ব্যাপ্তি** হইল এই যে, যাহা সত্যভূতসত্যত্বের অধিকরণ হয় না, তাহা মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বের অধিকরণ হয় না। সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব যে পরস্পরবিরুদ্ধ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং শুক্তিরজত যখন সত্যভূতসত্যত্বের অধিকরণ নহে, অর্থাৎ শুক্তিরজতের সত্যত্বটী সত্য নহে, তখন তাহার মিথ্যাত্বটীও মিথ্যা হইতে পারিবে না। আর তাহা হইলে সিদ্ধান্তী যে শুক্তিরজত অস্তর্ভাবে মিথ্যাভূত-মিথ্যাত্বকত্ব হেতুর ব্যভিচার দেখাইয়াছিলেন, তাহা আর হইল না। কারণ, মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতুটী শুক্তিরজতে নাই। এই হেতুর অসত্বই পূর্ব্বপক্ষী উপরি উক্ত অনুমানদ্বারা সিদ্ধ করিলেন। উক্ত ব্যাপ্তি অনুসারে উক্ত অনুমানে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন "সত্যভূত গোত্বাভাবের অনধিকরণ গো মিথ্যাভূতগোত্বের অধিকরণ হয় না" কারণ, গোত্ব ও গোত্বাভাব পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম। আর এরূপ হইল বলিয়া রজতের মিথ্যাত্বটী সত্য, সুতরাং মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব রজতে নাই। আর তাহা হইলে উক্ত স্থাপনানুমানে **হেতুর ব্যভিচারও** হইল না।

পূর্ব্বপক্ষীর কথায় সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক আপত্তি।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, শুক্তিরজত সত্যভূত সত্যত্বের অনধিকরণ বটে, অর্থাৎ সত্যভূত সত্যত্ব শুক্তিরজতে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও শুক্তিরজত সত্যভূত মিথ্যাত্বের অধিকরণ নহে, কিন্তু মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বেরই অধিকরণ। যেহেতু ধর্ম্মী যে শুক্তিরজত, তাহা নিজেই মিথ্যা। সুতরাং সত্যভূত মিথ্যাত্বের অধিকরণ হইবে কিরূপে ?

এজন্য সিদ্ধান্তী শুক্তিরজতগত সত্যত্বমিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বসাধনের জন্য যে অনুমান করেন, তাহা এই—

শুক্তিরজতগতত্বেন উচ্যমানে সত্যত্বমিথ্যাত্বে—মিথ্যা (প্রতিজ্ঞা)

মিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্বাৎ (হেতু)

স্বপ্নদৃষ্টগজাস্তিত্বনাস্তিত্ববৎ (উদাহরণ)

অর্থাৎ এক রজতধর্ম্মীতে প্রসক্ত যে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব এই উভয় ধর্ম্মই মিথ্যা যেহেতু মিথ্যাভূত রজতধর্ম্মীর ধর্ম্ম। যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট গজের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব—উভয়ই মিথ্যা। সুতরাং জগতে মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব হেতু আছে বলিয়া জগতের সত্যত্ব হইবে, এই যে পূর্ব্বপক্ষী স্থাপনানুমান (৮৯৪ ও ৮৯৮ পৃঃ) করিয়াছিলেন, তাহা শুক্তিরজতে ব্যভিচারী হইল।

সিদ্ধান্তীর কথায় পূর্ব্বপক্ষীর সৎপ্রতিপক্ষশঙ্কা।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষিগণ আবার শঙ্কা করেন যে, সিদ্ধান্তী যে মিথ্যাত্বোপোতধর্ম্মিকত্বকে হেতু করিয়া শুক্তিরজতের মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বানুমান করিতেছেন, সেই হেতুটী **সৎপ্রতিপক্ষিত**। কারণ, রজত-মিথ্যাত্বে মিথ্যাত্বাভাবসাধক যে সামান্যব্যাপ্তিমূলক পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত অনুমান তাহা জাগরূকই রহিয়াছে, সেই অনুমানটী (৮৯৯ পৃঃ) এই—

"শুক্তিরজতং মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বাধিকরণং ন ভবতি" (প্রতিজ্ঞা)

সত্যভূত (মিথ্যাত্ববিরুদ্ধ) সত্যত্বানধিকরণত্বাৎ ... (হেতু)

যথা গৌঃ ... ... (উদাহরণ)

আর সৎপ্রতিপক্ষিত হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি সম্ভাবিত নহে বলিয়া, শুক্তিরজতে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব অনুমান আর হইতে পারিল না। সুতরাং মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতুর রজতান্তর্ভাবে সত্যত্ব ব্যভিচারও আর সিদ্ধ হইল না। কারণ, রজতে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতুটী জাতই হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তিকর্তৃক পূর্ব্বপক্ষীর সৎপ্রতিপক্ষশঙ্কানিরাস।

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ উত্তর অসঙ্গত। একধর্ম্মীতে প্রসক্ত পরস্পর-বিরহরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের অভাব হইলে অন্যের সত্তা হয়, এই যে পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত **সামান্যব্যাপ্তি,** যাহার মূলে পূর্ব্বপক্ষী অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মীর সমানসত্তাস্থলেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যেখানে ধর্ম্মধর্ম্মী সমানসত্তাক সেইস্থলে বুঝিতে হইবে। কিন্তু শুক্তিরজত ধর্ম্মীই মিথ্যা, তাহাতে সত্যভূতমিথ্যাত্বধর্ম্ম থাকিতে পারে না, অর্থাৎ ধর্ম্মী শুক্তিরজত হইতে ধর্ম্ম অধিকসত্তাক—ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে গো দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুমান (৮৯৯ পৃঃ) প্রদর্শন করিয়াছেন—তাহা সোপাধিক। সেই অনুমানটী এই—

শুক্তিরজতং মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বাধিকরণং ন ভবতি ... (প্রতিজ্ঞা)
সত্যভূত (মিথ্যাত্ববিরুদ্ধ) সত্যত্বানধিকরণত্বাৎ ... (হেতু)
যথা গোঃ ... ... (উদাহরণ)

এস্থলে শুক্তিরজতটী পক্ষ ও গো দৃষ্টান্ত। ইহাতে **অমিথ্যাত্ব উপাধি**। এই অমিথ্যাত্ব উপাধি দৃষ্টান্ত গোতে আছে বলিয়া সাধ্য-ব্যাপক এবং পক্ষ শুক্তিরজতে নাই বলিয়া হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। এই সোপাধিক অনুমান হীনবল, আর এই হীনবল অনুমানদ্বারা সিদ্ধান্তীর অনুমান (৯০০ পৃঃ) সৎপ্রতিপক্ষিত হইতে পারে না। সেই অনুমানটী—

শুক্তিরজতগতত্বেন উচ্যমানে সত্যত্বমিথ্যাত্বে—মিথ্যা (প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্বাৎ ... ... (হেতু)
স্বপ্নদৃষ্টগজাস্তিত্বনাস্তিত্ববৎ ... .. (উদাহরণ)।

সুতরাং শুক্তিরজতের মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব সিদ্ধ হইল, আর তাহাতে সত্যত্ব নাই বলিয়া মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতুটী সত্যত্বের ব্যভিচারীই বটে।

সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক পূর্ব্বপক্ষীর সামান্যব্যাপ্তিতে ব্যভিচার।

তাহার পর **পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত যে সামান্যব্যাপ্তি** তাহা ধর্ম্মীর সমানসত্তাস্থলেই সম্ভবপর হয়—ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ নিয়মই **ব্যভিচারদোষদুষ্ট**। কারণ, যে ধর্ম্মী, সত্যভূত যদ্‌বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধিকরণ হয় না, সেই ধর্ম্মী মিথ্যাভূত তদ্‌বিরুদ্ধধর্ম্মেরও অধিকরণ হয় না, এই সামান্যনিয়ম পূর্ব্বপক্ষী গো দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। এই সামান্য নিয়মটী **বন্ধ্যাপুত্রে ব্যভিচারী**। কারণ, বন্ধ্যাপুত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ শ্যামত্ব ও গৌরত্ব ধর্ম্মদ্বয় মিথ্যা। সত্যভূত গৌরত্বের অধিকরণ হইল না বলিয়া বন্ধ্যাপুত্র যে মিথ্যাভূত শ্যামত্বেরও অধিকরণ হইবে না—এমন নয়। কারণ, বন্ধ্যাপুত্রে শ্যামত্ব মিথ্যাই বটে। যেহেতু বন্ধ্যাপুত্রে শ্যামত্ব ও গৌরত্ব এই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম দুটীই মিথ্যা। সত্য শ্যামত্ব নাই বলিয়া মিথ্যা গৌরত্বও নাই—এ কথা বলা যায় না, সুতরাং ব্যভিচার হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে, **এই ব্যভিচারটী অলীক স্বীকারপক্ষে**। অলীক বলিয়া বস্তু স্বীকার না করিলে এই ব্যভিচার প্রদর্শন করা যায় না।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর ব্যভিচারপ্রদর্শনে আপত্তি।

এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—আমরা যে, পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় বলিয়াছি, সেই পরস্পরবিরোধটী সিদ্ধান্তী সহানবস্থানরূপ বিরোধ মনে করিয়া গৌরত্ব ও শ্যামত্ব ধর্ম্মদ্বয়কে পরস্পরবিরুদ্ধ মনে করিয়াছেন ও তাহার ব্যভিচার বন্ধ্যাপুত্রে দেখাইয়াছেন, কিন্তু আমাদের এই পরস্পর-বিরোধ কথাটী সহানবস্থানরূপ নহে, কিন্তু পরস্পর অভাবরূপ; পরস্পর অভাবরূপত্বই বিরোধ বলায় সিদ্ধান্তী যে গৌরত্ব ও শ্যামত্বের দ্বারা ব্যভিচার দেখাইয়াছেন—তাহা আর হইতে পারিবে না। কারণ, গৌরত্ব ও শ্যামত্ব পরস্পরবিরহরূপ নহে। এইজন্য আমরা পরস্পর-বিরোধ দেখাইতে যাইয়া পরস্পর অভাবরূপ যে গোত্ব ও গোত্বাভাব,

তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং গৌরত্ব শ্যামত্ব পরস্পরবিরহরূপ নহে বলিয়া বন্ধ্যাপুত্রে সিদ্ধান্তী যে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন—সিদ্ধান্তীর সেই ব্যভিচার প্রদর্শন অকিঞ্চিৎকর।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর উত্তরাশঙ্কা।

যদি বল এরূপ বলিলে অর্থাৎ বিরোধটী পরস্পর অভাবরূপ বলিলে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে, এরূপ বলিলেও ব্যভিচার অপরিহার্য্যই বটে। কারণ, স্বপ্নাবস্থাতে দৃষ্ট কোন অধিকরণে সত্যগজের অনধিকরণত্ব আছে এবং মিথ্যাভূত গজাভাবের অধিকরণত্ব আছে। অর্থাৎ গজাভাবের বিরহরূপ সত্যগজের অনধিকরণত্ব এবং গজের বিরহরূপ মিথ্যা গজাভাবের অধিকরণত্ব আছে। কারণ, **স্বপ্নাবস্থাতে গজ ও গজাভাব উভয়ই মিথ্যা।** সুতরাং পরস্পরবিরহরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে সত্যভূত একটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অনধিকরণ স্বপ্নদৃষ্ট কোন অধিকরণ হইলে মিথ্যাভূত অপর বিরুদ্ধ ধর্ম্মেরও তাহা অনধিকরণ হইবে—এ নিয়ম আর রহিল না। সুতরাং পরস্পরবিরহরূপ বিরোধ বলিলেও পূর্ব্বপক্ষীর আর নিস্তার নাই।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর উক্ত উত্তর খণ্ডন।

এতদুত্তরে **পূর্ব্বপক্ষী বলেন**—শুক্তিরজতরূপ ধর্ম্মীর মিথ্যাত্বপ্রযুক্ত সেই মিথ্যারজতধর্ম্মীতে পরস্পর অভাবরূপ সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব উভয়ই মিথ্যা, যাহা সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ, "প্রতিপন্নোপাধৌ নিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব" ইহা সিদ্ধান্তিগণেরই কথা। তাদৃশ প্রতিযোগিত্ব ধর্ম্মটীই মিথ্যাত্ব। এই প্রতিযোগিত্ব ধর্ম্মটী ধর্ম্মীর সত্তাকে অপেক্ষা করে না। অর্থাৎ যে ধর্ম্মীতে প্রতিযোগিত্বরূপ ধর্ম্ম, তাহা ধর্ম্মী প্রতিযোগীর সত্তাকে অপেক্ষা করে না। আর ধর্ম্মীর সত্তানিরপেক্ষ যে ধর্ম্ম, তাহা ধর্ম্মী মিথ্যা হইলেও সত্য হইতে কোন ক্ষতি নাই। সুতরাং সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত যে অনুমান (৯০০ পৃঃ). অর্থাৎ—

শুক্তিরজতগতত্বেন উচ্যমানে সত্যত্বমিথ্যাত্বে—মিথ্যা (প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্বাৎ ... ... (হেতু)
স্বপ্নদৃষ্টগজাস্তিত্বনাস্তিত্ববৎ ... .. (উদাহরণ)

ইত্যাদি, তাহা অপ্রযোজক হইয়া পড়িল, আর তাহাতে মিথ্যাত্বের সত্যত্বানুমাপক পূর্ব্বপক্ষীর অনুমান (৮৯৪পৃঃ) যে—

জগৎ—সত্যম্ ... ... (প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বাৎ ... ... (হেতু)
আত্মবৎ ... ... (উদাহরণ)

ইত্যাদি তাহার আর শুক্তিরজতে ব্যভিচার হইল না। অর্থাৎ—

মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বং—সত্যত্বব্যভিচারি ... (প্রতিজ্ঞা)
আত্মত্বব্যভিচারিত্বাৎ ... ... (হেতু)
যথা শুক্তিরজতম্ ... ... (উদাহরণ)

ইত্যাদি যে সিদ্ধান্তী অনুমান (৮৯৫ পৃঃ) করিয়াছিলেন, তাহা আর সিদ্ধ হইল না। অর্থাৎ জগতের সত্যত্বই সিদ্ধ হইল।

পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক সিদ্ধান্তীর অন্য কথা খণ্ডন।

আর **যদি সিদ্ধান্তী বলেন** যে, প্রতিযোগিত্বরূপ ধর্ম্ম যদি ধর্ম্মিরূপ প্রতিযোগীর সত্তাকে অপেক্ষা না করে, তবে ধর্ম্মী না থাকিলে ধর্ম্ম থাকিবে কিরূপে? ইত্যাদি; **এতদুত্তরে** আমরা বলিব যে, বন্ধ্যাপুত্ররূপ ধর্ম্মী না থাকিয়াও তাহাতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ ধর্ম্ম ত থাকিবে। প্রতিযোগীর রূপরসাদি ধর্ম্ম যেমন ধর্ম্মী প্রতিযোগীর সত্তাকে অপেক্ষা করে, তদ্রূপ প্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম প্রতিযোগীর সত্তা অপেক্ষা করে না।

সুতরাং সিদ্ধান্তী আর এরূপও বলিতে পারেন না যে—

রজতমিথ্যাত্বং—মিথ্যা .. (প্রতিজ্ঞা)
অবিদ্যমানধর্ম্মিকত্বাৎ ... (হেতু)
স্বাপ্নগজাস্তিত্ববৎ ... (উদাহরণ)

কারণ এই অবিদ্যমানধর্ম্মিকত্ব হেতুটী অপ্রয়োজক হয়। এই হেতু— থাকিয়াও যদি মিথ্যাত্ব সত্য হয়, তবে অনিষ্টপ্রসঙ্গ কি? যখন সিদ্ধান্তী ইহাতে কোন অনিষ্টপ্রসঙ্গ দেখাইতে পারেন না, তখন **হেতুটী অপ্রযোজকই** হইবে।

পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক সিদ্ধান্তীর আপত্তি আশঙ্কাও খণ্ডন।

ইহাতে **সিদ্ধান্তী যদি আপত্তি করেন** যে, ধর্ম্মীর অসত্ত্বে ধর্ম্মের অসত্ত্ব—এই প্রসিদ্ধ নিয়মটী ভঙ্গ হইয়া পড়িল। **তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষী বলিবেন**—সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত নিয়মটী সর্ব্বত্র স্বীকার্য্য নহে। সেই স্থলেই এই নিয়ম স্বীকার্য্য, যেস্থলে ধর্ম্মটী ধর্ম্মীর সত্তাসাপেক্ষ হইয়া থাকে। যেস্থলে ধর্ম্ম, ধর্ম্মীর সত্তাসাপেক্ষ নহে, সেস্থলে ধর্ম্মীর অসত্ত্বে ধর্ম্মের অসত্ত্ব হয় না।

পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক সিদ্ধান্তীর আপত্তি আশঙ্কা করিয়া খণ্ডন।

ইহাতে **যদি সিদ্ধান্তী বলেন**—যে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ যে মিথ্যাত্বধর্ম্ম, তাহাও রূপরসাদির মত ধর্ম্মীর সত্তাসাপেক্ষই বটে। সুতরাং প্রদর্শিত অনুমানে আর **অপ্রয়োজকতা থাকিল না।** "রজতমিথ্যাত্বং মিথ্যা, অবিদ্যমানধর্ম্মিকত্বাৎ"—এই পূর্ব্বোক্ত অনুমান (৯০৪ পৃঃ) সঙ্গতই হইল। **এতদুত্তরে** আমরা বলিব যে, সিদ্ধান্তীর এরূপ উক্তি অসঙ্গত। কারণ, মিথ্যাত্ব ধর্ম্মটী, ধর্ম্মী যে প্রতিযোগী, তাহার সত্তাকে ত অপেক্ষা করেই না, কিন্তু তাহার প্রতিকূল। কারণ, মিথ্যাত্বটী ধর্ম্মিরূপ প্রতিযোগীর সত্ত্বাভাবরূপ। এজন্য মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম ধর্ম্মীর সত্তাকে অপেক্ষা করে না। প্রত্যুত ধর্ম্মিরূপ প্রতিযোগীর সত্ত্বের প্রতিক্ষেপকই হয়। যদি মিথ্যাত্ব সত্ত্বের প্রতিক্ষেপক না হয়, তবে **সিদ্ধসাধনতা** হইবে। সিদ্ধান্তী যে প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান করিয়াছেন, তাহাতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিয়াছেন। এই অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বধর্ম্ম প্রপঞ্চের সত্ত্বের অবিরোধী হইলে সিদ্ধসাধনতাই হইবে।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক উক্ত খণ্ডনে অন্য যুক্তি।

আরও কথা এই যে, লোকেও দেখা যায়, অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব-রূপ ধর্ম্ম ধর্ম্মীর সত্ত্বের প্রতিকূল হইয়া থাকে। এই লোকদৃষ্ট প্রতিকূলতা স্বীকার না করিলে **মিথ্যাত্বের পারিভাষিকত্বাপত্তি** হইয়া পড়িবে। ধর্ম্মিসত্ত্বের অসহিষ্ণু অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বকে ধর্ম্মীর সত্ত্বের সহিষ্ণু বলিতে হইবে। সুতরাং দৃশ্যত্ব হেতুটী প্রপঞ্চের পরিভাষিক অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব সাধন করিল বলিয়া **সিদ্ধসাধনতা দোষই** হইল।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর আপত্তি আশঙ্কা করিয়া খণ্ডন।

আর যদি **সিদ্ধান্তী** "রজতমিথ্যাত্বং মিথ্যা, অবিদ্যমানধর্ম্মিকত্বাৎ" এই অনুমানের (৯০৪পৃঃ) এরূপ অর্থ করেন যে, প্রাতিভাসিকরজতসম্বন্ধী মিথ্যাত্ব ও প্রাতিভাসিক হইবে। অর্থাৎ "রজতমিথ্যাত্বং মিথ্যা, প্রাতিভাসিকধর্ম্মিকত্বাৎ" বা "মিথ্যাভূতধর্ম্মিকত্বাৎ" বলেন, আর এই অনুমিতিতে এইরূপ নিয়ম বলেন যে, **যে যাহার সম্বন্ধী হইবে, সে তাহার সমানসত্তাক হইবে।** প্রতিযোগিত্ব মিথ্যারজতসম্বন্ধী সুতরাং প্রতিযোগিত্ব মিথ্যা ইত্যাদি। **তাহা হইলে** বলিব যে, সিদ্ধান্তীর এই নিয়ম অসঙ্গত। কারণ, তাহাতে বহু **অতিপ্রসঙ্গ দোষ** হইবে। যেহেতু শুক্তিরজত যেমন স্বীয় প্রতিপন্ন উপাধিতে নিষিদ্ধ, তদ্রূপ নিষিদ্ধত্ব ত নিষিদ্ধ নহে। প্রত্যুত প্রতিপন্ন উপাধিতে নিষেধাত্ম-রূপ মিথ্যাত্ব বাধকজ্ঞানদ্বারা বিহিত। "রজত মিথ্যাই প্রকাশমান হইয়াছিল"—এইরূপ বাধকজ্ঞানদ্বারা রজতই বাধিত হয়, কিন্তু মিথ্যাত্ব বাধিত হয় না, প্রত্যুত মিথ্যাত্ব স্থাপিত হয়। মিথ্যাত্ব স্থাপন করিয়াই রজতের নিষেধ করা হইয়াছে, **এজন্য রজত প্রাতিভাসিক হইলেও তাহার মিথ্যাত্ব প্রাতিভাসিক হইতে পারে না।** মিথ্যাত্বে অনিষিদ্ধত্ব এবং বাধকজ্ঞানবিহিতত্ব থাকিয়াও যদি প্রাতিভাসিক বা

মিথ্যারজতসম্বন্ধমাত্রই মিথ্যাত্ব প্রাতিভাসিক বা মিথ্যা হইয়া যায়, তবে **সৎ ব্রহ্মেও নিবিদ্ধধর্ম্ম দোষাদি, সদ্ব্রহ্মসম্বন্ধিতাপ্রযুক্ত সৎ হইবে না কেন?** যেহেতু যে যাহার সম্বন্ধী, সে তাহার সমান-সত্তাক—এই সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত নিয়ম এস্থলেও থাকিল।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর আপত্তি আশঙ্কা ও খণ্ডন।

আর এতদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** যদি বলেন যে, বন্ধ্যাপুত্রে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব থাকে না, কিন্তু বন্ধ্যাসুত প্রতিযোগিকত্ব ধর্ম্মই অত্যন্তা-ভাবে থাকে। **এতদুত্তরে** আমরা বলিব—ইহাও অসঙ্গত। কারণ, বন্ধ্যাসুতপ্রতিযোগিকত্ব ধর্ম্ম অত্যন্তাভাবে থাকিলেই বন্ধ্যাপুত্রেও প্রতি-যোগিত্ব ধর্ম্ম অবর্জ্জনীয় হইয়া পড়ে। সুতরাং সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত মিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্ব **হেতুটী সোপাধিক** হইয়া পড়িল। অর্থাৎ—

শুক্তিরজতগতত্বেন উচ্যমানে সত্যত্বমিথ্যাত্বে—মিথ্যা (প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্বাৎ ... ... (হেতু)
স্বপ্নদৃষ্টগজতদভাববৎ ... ... (উদাহরণ)

এই অনুমানটী (৯০০ পৃঃ) সোপাধিক হইয়া পড়িল। যেহেতু এই অনুমানে ধর্ম্মাসত্ত্বপ্রযুক্ত **সত্ত্বাভাবটী—উপাধি**।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর মতে অন্য দোষ।

আর **দোষাদি ব্রহ্মসম্বন্ধিতাপ্রযুক্ত সৎ হইলে অদ্বৈতহানি ঘটিল**। আর মিথ্যাভূত রজতের অধিষ্ঠানীভূত যে শুক্তি, তাহাও মিথ্যা বা প্রাতিভাসিক হইয়া পড়িবে। যেহেতু অধিষ্ঠান, মিথ্যা আরোপ্যসম্বন্ধী এইরূপ প্রাতিভাসিক রজতে এবং ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে সিদ্ধান্তী যে সদ্বৈলক্ষণ্য স্বীকার করেন, তাহাও সৎ হওয়া উচিত। সদ্বৈলক্ষণ্যও সৎ হওয়া উচিত। যেহেতু তাহাতে সৎসম্বন্ধিতা আছে। এইরূপ শুক্তিরজতে ও প্রপঞ্চে যে অসদ্বৈলক্ষণ্য স্বীকার করেন, তাহাও অসৎ হওয়া উচিত। কারণ, অসতের বৈলক্ষণ্য অসৎসম্বন্ধী বটে।

এইরূপ ব্রহ্মে যে অসদ্‌বৈলক্ষণ্য আছে, তাহাও অসৎ। অসদ্ বস্তুতে যে সদবৈলক্ষণ্য স্বীকার করা হয়, তাহাও অসৎ হওয়া উচিত। কারণ ঐ বৈলক্ষণ্য অসতে আছে, তাহা অসৎ সম্বন্ধিতাপ্রযুক্ত অসৎ হইবে।

পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক সিদ্ধান্তীর মতে অন্য দোষ।

আর রজত ও তদ্‌গত মিথ্যাত্ব এই উভয়ই মিথ্যা হইলে ভ্রান্তি ও বাধের ব্যবস্থা থাকে না। সুতরাং রজতগত মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব-সাধক অনুমান প্রতিকূলতর্কপরাহত। সিদ্ধান্তীর মতে ভ্রান্তি ও বাধের ব্যবস্থা কেন থাকে না—তাহা এইবার দেখান যাউক। সেই জ্ঞানই ভ্রান্তিরূপ হইবে, যে জ্ঞান মিথ্যাভূত অর্থবিষয়ক; এবং ভ্রান্তিজ্ঞানের বাধকজ্ঞান সেইটী হইবে—যাহা সত্যার্থবিষয়ক। "ইদং রজতং" এই স্থলে জ্ঞান মিথ্যাভূত রজতবিষয়ক বলিয়া "ইদং রজতং" জ্ঞানটি ভ্রম, আর "নেদং রজতং" "ইদং রজতং মিথ্যা" এইরূপ সত্যভূত রজতমিথ্যাত্ববিষয়ক জ্ঞান বাধক হইয়া থাকে। যদি সিদ্ধান্তী রজত ও তাহার মিথ্যাত্ব এই উভয়েরই মিথ্যাত্ব স্বীকার করেন, তবে রজতজ্ঞান ও তাহার বাধকজ্ঞান উভয়ই মিথ্যাভূত অর্থবিষয়ক হইয়াছে বলিয়া ভ্রান্তিজ্ঞান ও বাধকজ্ঞানের ব্যবস্থা থাকে না।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর অনুমানের অপ্রামাণ্য।

আরও কথা এই যে, সিদ্ধান্তী যেমন—

রজতমিথ্যাত্বং—মিথ্যা ... ... (প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাভূতধর্ম্মিকত্বাৎ ... ... (হেতু)
স্বাপ্নগজাস্তিত্ববৎ ... ... (উদাহরণ)

এইরূপ প্রয়োগে (৯০৪পৃঃ) মিথ্যাভূতধর্ম্মিকত্ব হেতুদ্বারা রজতমিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব প্রসাধন করিতেছেন, সেইরূপ আমরাও ত সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত যে সাধ্য "রজতমিথ্যাত্বমিথ্যাত্ব" তাহাকে পক্ষ করিয়া তাহারও মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত হেতুদ্বারা অনুমান করিতে পারি, যথা—

রজতমিথ্যাত্বমিথ্যাত্বং মিথ্যা ... (প্রতিজ্ঞা)

মিথ্যাভূতরজতমিথ্যাত্বধর্ম্মিকত্বাৎ ... (হেতু)

ইত্যাদি। আর সাধ্য যে মিথ্যাত্ব তাহার অর্থ—প্রাতিভাসিকত্ব। আর তাহাতে রজতনিষ্ঠমিথ্যাত্বে মিথ্যাত্বের প্রাতিভাসিকত্বসাধক মিথ্যাভূত রজতমিথ্যাত্বধর্ম্মিকত্বরূপ হেতু হইলে বহ্নির অনুষ্ণত্বসাধক কৃতকত্ব হেতুর ন্যায় অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অভিপ্রায় এই যে, সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত মিথ্যাভূতধর্ম্মিকত্ব হেতুর দ্বারা রজতমিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্বেরও প্রাতিভাসিকত্ব আপত্তি হয় বলিয়া মিথ্যাভূতধর্ম্মিকত্ব হেতুর অত্যন্ত **অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ হয়।** কারণ, মিথ্যাভূতধর্ম্মিকত্ব হেতুও মিথ্যাভূতধর্ম্মিনিষ্ঠ বলিয়া হেতুও প্রাতিভাসিক, অর্থাৎ মিথ্যা।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর প্রত্যুত্তর আশঙ্কা করিয়া খণ্ডন।

সিদ্ধান্তী যদি বলেন যে, সমস্ত প্রপঞ্চমাত্রই যখন ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য, তখন প্রপঞ্চের অন্তর্গত মিথ্যাভূতধর্ম্মিকত্বরূপ হেতুও ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য বলিয়া বাধ্য হইবে, ইহা ত ইষ্টই বটে? **সিদ্ধান্তীর এরূপ বলা অসঙ্গত।** কারণ, ব্যবহারদশাতেও প্রাতিভাসিকত্বসাধক হেতুর প্রামাণ্য থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তে ব্যভিচার প্রদর্শন।

সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত মিথ্যাভূতধর্ম্মিকত্ব হেতুও মিথ্যা হইলে **হেতুর ব্যভিচার দোষ হয়।** অভিপ্রায় এই যে—

রজতমিথ্যাত্বং মিথ্যা ... (প্রতিজ্ঞা)

মিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্বাৎ ... (হেতু)

স্বাপ্নগজাস্তিত্ববৎ ... (উদাহরণ)

এই অনুমানে (৯০৪পৃঃ) সিদ্ধান্তীকে বলিতে হইবে যে, এই হেতুটী অর্থাৎ মিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্ব হেতুটীর বস্তুতঃ আকার মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্ব। আর তাহাতে ঘটরূপাদিতে ব্যভিচার হইবে। কারণ,

ঘটের যে রূপাদি, তাহার ধর্ম্মিভূত যে ঘটাদি, তাহার যে প্রাতিভাসিকত্ব তাহা মিথ্যা, কারণ, ঘটাদি ব্যাবহারিক। সুতরাং মিথ্যাভূত-মিথ্যাত্বোপেত ধর্ম্মী ঘট আর তদ্‌ধর্ম্মিকত্ব ঘটের রূপাদিতে আছে বলিয়া ঘটরূপাদিতে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বোপেত ধর্ম্মিকত্বরূপ হেতু থাকিল, আর সাধ্য যে প্রাতিভাসিকত্বরূপ মিথ্যাত্ব, তাহা নাই। কারণ, ঘটীয় রূপ ব্যাবহারিক। হেতু আছে, সাধ্য নাই সুতরাং ব্যভিচার হইল।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর গত্যন্তরাভাব প্রদর্শন।

আর এই ব্যভিচার আপত্তির ভয়ে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বকে আর হেতু বলিতে পারা যাইবে না, সুতরাং সিদ্ধান্তীকে বলিতে হইবে যে, হেতুটী সত্যভূতমিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্ব। আর তাহাতে **বিরোধ** হইবে। কারণ, সিদ্ধান্তী রজতগতমিথ্যাত্বকে পক্ষ করিয়াছেন। আর এই পক্ষে সত্যভূতমিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্বরূপ হেতু তবেই থাকিতে পারিবে, যদি পক্ষীকৃত রজতমিথ্যাত্বের ধর্ম্মী রজতে মিথ্যাত্বটী সত্য হয়। আর এজন্য পক্ষে হেতুসিদ্ধির জন্য সত্যরূপে অঙ্গীকৃত রজত-মিথ্যাত্বে যদি এই হেতুর দ্বারা মিথ্যাত্ব সাধিত হয়, তবে হেতু ও সাধ্যের পক্ষে সহানবস্থান বিরোধ হইয়া পড়িবে। আর তাহা হইলে—

রজতমিথ্যাত্বং মিথ্যা ... (প্রতিজ্ঞা)

সত্যভূতমিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্বাৎ ... (হেতু)

এইরূপ হেতুর অভিধান করিলে সিদ্ধান্তীর রজতমিথ্যাত্ব সত্য, এই কথাই বলিতে হইবে। আর সত্য বলিয়া পুনর্ব্বার মিথ্যাত্ব সাধন করিতে গেলে বিরোধ হইবে। যেমন সত্যভূত উষ্ণত্ববান্ বহ্নি মিথ্যাভূত উষ্ণত্ববান্ বলিলে বিরোধ হয়, এস্থলেও তদ্রূপ হইবে।

পূর্ব্বপক্ষীর বিচারের সার।

এ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ যে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—

সিদ্ধান্তী—শুক্তিরজতধর্ম্ম যে মিথ্যাত্ব তাহা মিথ্যা।

পূর্ব্বপক্ষী—শুক্তিরজতগতমিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে শুক্তিরজতসত্যত্ব সত্য।

সিদ্ধান্তী—শুক্তিরজতধর্ম্মীই মিথ্যা, সুতরাং তদ্‌গত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব উভয়ই মিথ্যা। সুতরাং পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মের একাভাবে অপরের সত্ত্ব, অথবা একমিথ্যাত্বে অপরের সত্যত্ব—এই নিয়ম ভঙ্গ হইল। পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত নিয়ম—এক মিথ্যাত্বে অপরের সত্যত্ব ধর্ম্মীর সত্তাস্থলে বুঝিতে হইবে। কারণ, বন্ধ্যাপুত্রের শ্যামত্ব নাই বলিয়া গৌরত্ব থাকিবে এরূপ বলা যায় না।

পূর্ব্বপক্ষীর মতে ব্যভিচার বারণ।

এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে—সিদ্ধান্তীর বন্ধ্যাপুত্রের দৃষ্টান্তে দার্ষ্টান্তিক বিষম এবং সিদ্ধান্তীর অভ্যুপগমবিরোধী। সিদ্ধান্তী আকাশাদি প্রপঞ্চকে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিঃস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ প্রপঞ্চের অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপ সিদ্ধান্তীরই স্বীকৃত। এইরূপ শুক্তিরজতাদিও অসদ্ বন্ধ্যাপুত্রের মত নিঃস্বরূপ নহে। শুক্তিরজত প্রভৃতি প্রাতিভাসিকেরও অসদ্‌বিলক্ষণ প্রাতিভাসিকস্বরূপ সিদ্ধান্তী স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বন্ধ্যাসুত যে দৃষ্টান্ত, তাহা সিদ্ধান্তীরই অনভীষ্ট; এজন্য **পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ** এই ন্যায় অনুসারে রজত-মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব হইলে রজতসত্যত্ব সত্য হইবে। এই তর্কদ্বারা পরাহত মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বরূপ যে হেতু, তাহা আর শুক্তিরজতে থাকিতে পারিল না বলিয়া হেতুর ব্যভিচার দোষ নাই, অর্থাৎ তাহা উক্ত শুক্তি-রজতে ব্যভিচারী নহে। অর্থাৎ সিদ্ধান্তী যে পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতুর সত্যত্বব্যভিচার শুক্তিরজতে উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহা আর করিতে পারিলেন না। শুক্তিরজতে উক্ত হেতু স্বীকার করিলেই তাহার সত্যভূত সত্যত্ব আপত্তি হইয়া পড়িবে। এই অনিষ্টপ্রসঙ্গভয়ে সিদ্ধান্তী শুক্তিরজতে উক্ত হেতু স্বীকার করিতে

পারেন না। আর শুক্তিরজতে হেতুর প্রসক্তি না হইলে হেতুর ব্যভিচার হইবে কিরূপে? সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে প্রথম অনুমান (৮৯৪ পৃঃ) করিয়াছিলেন—

জগৎ সত্যং ... ... (প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বাৎ ... ... (হেতু)
আত্মবৎ ... ... (উদাহরণ)

ইত্যাদি, সেই অনুমানই সুস্থিত রহিল।

সিদ্ধান্তীর মতে শূন্যবাদাপত্তি।

আর সিদ্ধান্তী আকাশাদি প্রপঞ্চকে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিঃস্বরূপ বলিতে পারেন না। বলিলে শূন্যবাদের আপত্তি হয়।

পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক স্বমতে ব্যভিচার উদ্ধার।

আর সিদ্ধান্তী **পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ** এই নিয়মের ব্যভিচার দেখাইতে যাইয়া যে "স্বপ্নগজ ও তদভাব" দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ স্বপ্নগজ ও তাহার অভাব পরস্পর বিরুদ্ধরূপ হইয়াও উভয়ই মিথ্যা ইত্যাদি বলিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত। যেহেতু, এই যে উভয়ের মিথ্যাত্ব বলা হইয়াছে, তাহা স্বাপ্নগজ ও তাহার ধ্বংসকে লইয়া বলা হইয়াছে। যেহেতু স্বাপ্নগজ মিথ্যা হইলে স্বাপ্নগজপ্রতিযোগিক ধ্বংস সত্য হইতে পারে না। মিথ্যাভূত প্রাতিভাসিক বস্তুর ধ্বংস হয় না। যাহার ধ্বংস হইতে পারে না, তাহার ধ্বংসপ্রতীতি মিথ্যাই বটে। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষী যে **পরস্পরবিরহরূপয়োঃ** বলিয়াছেন, তাহা পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপত্বই বুঝিতে হইবে। স্বাপ্নগজ মিথ্যা হইলেও তাহার অত্যন্তাভাব সত্যই বটে। সুতরাং স্বাপ্নগজ ও তদত্যন্তাভাব-স্থলে যে ব্যভিচার উদ্ভাবন করা হইয়াছিল তাহা অসঙ্গত। উভয়ের মিথ্যাত্ব নাই। স্বাপ্নগজের মিথ্যাত্ব আছে বটে, কিন্তু তাহার অত্যন্তাভাব সত্য। আচার্য্যগণও বলিয়া থাকেন—

"ন স্বপ্নেঽপি দ্বয়ং মিথ্যা তত্রৈকং সত্যমেব হি।"

অর্থাৎ স্বপ্নে অভাব ও তাহার প্রতিযোগী—দুটীই মিথ্যা নহে, পরন্তু তথায় একটী সত্যই হইয়া থাকে, ইত্যাদি।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক খণ্ডনার্থ সিদ্ধান্তীর মতের উপসংহার।

আর "প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব বাধ্য কি অবাধ্য" এইরূপ প্রশ্নে সিদ্ধান্তিগণ বলেন, আমরা **প্রপঞ্চমিথ্যাত্বকে বাধ্য বা অবাধ্য কিছুই বলি না; কেবল এই বলি যে, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চের সমানসত্তাক,** অতএব সিদ্ধান্তমতে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই। যাহা প্রপঞ্চের সমানসত্তাক তাহা ব্যাবহারিক, এজন্য তাত্ত্বিক অদ্বৈত-হানির কোন সম্ভাবনা নাই, অর্থাৎ অদ্বৈতই তাত্ত্বিক এই মতের কোন ক্ষতি নাই। ব্রহ্মের সমানসত্তাক দ্বিতীয় বস্তু স্বীকার করিলেই উক্ত মতের হানি হইবে। আর পূর্ব্বপক্ষিগণ প্রপঞ্চের পারমার্থিক সত্যত্বই স্বীকার করেন বলিয়া প্রপঞ্চের সমানসত্তাক মিথ্যাত্ব স্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু সিদ্ধান্তী প্রপঞ্চের সমানসত্তাক মিথ্যাত্বই প্রপঞ্চে প্রসাধন করেন বলিয়া **সিদ্ধসাধনতারও অবকাশনাই,** ইত্যাদি।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর মতের খণ্ডন।

সিদ্ধান্তীদিগের এইরূপ উক্তি অসঙ্গত। কারণ, সিদ্ধান্তী যে প্রপঞ্চমিথ্যাত্বকে প্রপঞ্চের সমানসত্তাক বলেন, অর্থাৎ ব্যাবহারিক বলেন—তাহাতে প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব ব্যাবহারিক হইল বলিয়া মিথ্যাত্ব-বিরোধী সত্যত্ব পারমার্থিক হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ প্রপঞ্চগত সত্যত্ব-ধর্ম্ম পারমার্থিক হইয়া পড়িবে। প্রপঞ্চসমানসত্তাক প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব অর্থাৎ ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চগত ব্যাবহারিক সত্যত্বের বিরোধী। প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব থাকিলে ব্যাবহারিক সত্যত্ব থাকিতে পারে না। আর এই প্রপঞ্চগত সত্যত্ব প্রাতিভাসিকও নহে, কারণ, সিদ্ধান্তীও প্রপঞ্চকে অপ্রাতিভাসিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সুতরাং প্রপঞ্চগত সত্যত্ব ব্যাবহারিকও নহে, প্রাতিভাসিকও নহে, এজন্য পারিশেষ্যপ্রযুক্ত উক্ত **সত্যত্ব পারমার্থিকই** হইবে।

প্রপঞ্চসত্যত্বে প্রত্যক্ষপ্রমাণ।

আর কেবল পারিশেষ্যপ্রযুক্তই যে সত্যত্ব পারমার্থিক, তাহা নহে, এই প্রপঞ্চসত্যত্ব যে পারমার্থিক, তাহা "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদিরূপে **প্রত্যক্ষসিদ্ধও** বটে। **আর** এই প্রত্যক্ষকে **অপ্রমাণ বলা যায় না।** কারণ, প্রমাণ স্বতঃপ্রামাণ্যবিশিষ্ট অর্থাৎ স্বতঃপ্রমাণ প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া ঘটাদির পারমার্থিকসত্যত্বগ্রাহী "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষের অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে না। **আর** প্রত্যক্ষ অপেক্ষা বলবৎ প্রত্যক্ষের বাধক প্রমাণদ্বারা প্রত্যক্ষপ্রমাণের ঔৎসর্গিকপ্রামাণ্য যে তিরস্কৃত হইতে পারে না, তাহা "প্রত্যক্ষপ্রাবল্য পরিচ্ছেদে" বিশেষরূপে বলা যাইবে। প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা প্রপঞ্চের সত্যত্ব ও সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত অনুমানদ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব, একই প্রপঞ্চ ধর্ম্মীতে প্রসক্ত হইয়াছে। পরস্পরবিরুদ্ধ এই মিথ্যাত্ব ও সত্যত্ব, এক প্রপঞ্চ ধর্ম্মীতে কখনই সমান-সত্তাক হইতে পারে না। এজন্য প্রপঞ্চ-সমানসত্তাক মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিলে এই মিথ্যাত্বকে ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব বলিতে হইবে এবং এই ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চের পারমার্থিক সত্যত্বের বিরোধীও নহে। সুতরাং পারমার্থিক সত্যত্ববিশিষ্ট ধর্ম্মী প্রপঞ্চে পারমার্থিক সত্যত্বের অবিরোধী মিথ্যাত্বের অনুমান করাতে সিদ্ধান্তীর মতে **সিদ্ধসাধনতা** দোষ অপরিহার্য্যই হইবে।

সিদ্ধান্তীর শ্রুতিপ্রমাণও নির্দ্দোষ নহে।

প্রপঞ্চগতমিথ্যাত্ব প্রপঞ্চসমসত্তাক হইল বলিয়া তাহার ব্যাবহারিকত্বই সিদ্ধ হইল। আর তাহাতে জগন্মিথ্যাত্বপ্রতিপাদক "নেহ নানাস্তি" শ্রুতির তত্ত্বাবেদকস্বরূপ প্রামাণ্য, যাহা সিদ্ধান্তী স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহারও ভঙ্গ হইল।

সিদ্ধান্তীর প্রমাণব্যবস্থাও অসঙ্গত।

দ্বৈতগ্রাহীপ্রমাণ ব্যাবহারিকবিষয়ক ও অদ্বৈতগ্রাহী প্রমাণ পরমার্থ-বিষয়ক—এইরূপে দ্বৈতগ্রাহী ও অদ্বৈতগ্রাহী প্রমাণের ব্যবস্থাও সঙ্গত নহে। প্রাতিভাসিক বস্তুতে মিথ্যাত্ব ব্যাবহারিকরূপেই পরিদৃষ্ট আছে, অর্থাৎ শুক্তিরজতাদির মিথ্যাত্ব ব্যাবহারিক এবং ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রাতিভাসিকরূপেই দৃষ্ট আছে, **সুতরাং প্রপঞ্চ ও তাহার মিথ্যাত্ব সমানসত্তাক কিছুতেই হইতে পারে না।**

সিদ্ধান্তীর মতে অপর দোষ।

প্রপঞ্চের সত্যত্ব ও তাহার মিথ্যাত্ব সমসত্তাক স্বীকার করিলে অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্মদ্বয় একধর্ম্মীতে সমানসত্তাক এরূপ বলিলে—প্রপঞ্চের তাত্ত্বিক সত্যত্ব ও তাত্ত্বিক মিথ্যাত্ব, অথবা সত্যত্বের তাত্ত্বিক অভাব ও মিথ্যাত্বের তাত্ত্বিক অভাব, এক ধর্ম্মীতে প্রসক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্ব মিথ্যা বলিলে প্রপঞ্চের সত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া যায়। এই কথাটী পূর্ব্বপক্ষীর একটী শ্লোকে উত্তমরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই শ্লোকটী এই—

"মিথ্যাত্বং যদ্যবাধ্যং স্যাৎ সদদ্বৈতমতক্ষতিঃ।
মিথ্যাত্বং যদি বাধ্যং স্যাৎ জগৎসত্যত্বমাপতেৎ॥"

ইহার অর্থ—প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অবাধিত হইলে অবাধ্যমিথ্যাত্বকে লইয়া দ্বৈতাপত্তি হইবে, মিথ্যাত্ব অবাধ্য এবং ব্রহ্মও অবাধ্য, এইরূপে অবাধ্য দুইটী বস্তু হইয়া পড়িবে। আর প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব বাধ্য হইলে প্রপঞ্চের সত্যত্ব আপত্তি হয় বলিয়া অদ্বৈতমতহানি হইবে। **ইহাই প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ববাদী পূর্ব্বপক্ষীর কথা।**

এক্ষণে প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব সত্য হইলে পূর্ব্বপক্ষী যে দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা বলিবার অগ্রে পূর্ব্বপক্ষীর কথাটী জাত্যুত্তর কিনা তাহাই আলোচনা করা যাউক।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর জাত্যুত্তররূপ আপত্তি খণ্ডন।

সিদ্ধান্তিগণ যে আপত্তি প্রদর্শন করেন, যথা—প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব লইয়া পূর্ব্বপক্ষিগণ যে দোষ উদ্ভাবন করেন, তাহা **জাত্যুত্তরমাত্র**। ইহা নিত্যসমাজাতি। কারণ, ধর্ম্মের তদ্রূপত্ব ও অতদ্রূপত্বের বিকল্পদ্বারা যে দোষ প্রদর্শন, তাহা জাত্যুত্তরই বটে; ইত্যাদি। **এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষিগণ** বলেন যে, পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দোষকে যে সিদ্ধান্তিগণ জাত্যুত্তর বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। যেহেতু, পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দোষে স্বব্যাঘাতকত্ব নাই বলিয়া জাতির সামান্য লক্ষণ তাহাতে যায় না। কারণ, **অভিযুক্তগণ স্বব্যাঘাতক উত্তরকেই জাত্যুত্তর বলিয়াছেন**। পূর্ব্বপক্ষিগণ স্বব্যাঘাতক উত্তরপ্রদান করেন নাই।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক স্বপক্ষে স্বব্যাঘাতকত্ব শঙ্কা ও তন্নিরাস।

যদি বলা যায়—স্বব্যাঘাতক হইবে না কেন? যেহেতু পূর্ব্বপক্ষি-প্রদর্শিত রীতি অনুসারেই প্রপঞ্চসত্যত্ব সত্য কি মিথ্যা—এইরূপ বিকল্প করা যায় এবং বিকল্প প্রদর্শন করিয়া দোষও প্রদর্শন করা যায়, ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব—সিদ্ধান্তীর এ কথা অসঙ্গত। কারণ, প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে তাহা যেমন বাধিত হয়, তদ্রূপ প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব সত্য হইলে মিথ্যাত্বও বাধিত হয়—এরূপ বলা যায় না; কারণ, সত্যত্ব বাধ্যত্ব নহে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর মতে কোন ব্যাঘাত নাই। প্রত্যুত প্রপঞ্চসত্যত্ব সত্য হইলে সত্যত্ব বাধিত না হইয়া স্থাপিতই হইয়া থাকে। কিন্তু প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে মিথ্যাত্ব স্থাপিত না হইয়া বাধিতই হয়। এজন্য **বাদরত্নাবলীতে বিষ্ণুদাসাচার্য্য** বলিয়াছেন যে—

"মিথ্যাত্বস্য হি মিথ্যাত্বে মিথ্যাত্বং বাধিতং ভবেৎ।
সত্যত্বস্য চ সত্যত্বে সত্যত্বং স্থাপিতং ভবেৎ॥"

সুতরাং দেখা গেল যে, পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দোষে **জাতিসামান্য**

লক্ষণ নাই অর্থাৎ স্বব্যাঘাতকত্ব নাই। অতএব **ইহা জাত্যুত্তর হইতে পারে না।**

নিত্যসমাজাতির লক্ষণ ও উদাহরণ।

আর সিদ্ধান্তী এস্থলে যে নিত্যসমাজাতি বলিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, নিত্যসমাজাতির লক্ষণ এই যে—

"ধর্মস্য তদতদ্রূপবিকল্পানুপপত্তিতঃ।

ধর্মিণস্তদ্বিশিষ্টত্বভঙ্গো নিত্যসমো ভবেৎ॥"

ইহার অর্থ—ধর্মের তদ্রূপত্ব এবং অতদ্রূপত্বের বিকল্প করিয়া অনুপপত্তি প্রদর্শনদ্বারা যে ধর্মীর ধর্মবিশিষ্টত্বের ভঙ্গ প্রদর্শন করা হয়, তাহাই নিত্যসম জাত্যুত্তর বলা হয়।

ইহার উদাহরণ এই—"শব্দঃ অনিত্যঃ" এই প্রতিজ্ঞাতে যদি বিকল্প করা যায়, শব্দের যে অনিত্যতা বলা হইতেছে, সেই শব্দের অনিত্যত্ব ধর্মটী অনিত্য কি নিত্য। এখন—শব্দের অনিত্যত্বধর্মটী যদি অনিত্য হয়, তবে অনিত্যত্বধর্মটী কদাচিৎ শব্দে থাকিবে না, আর যখন অনিত্যত্বধর্ম থাকিবে না, তখন শব্দ নিত্যই হইয়া পড়িবে, সুতরাং "শব্দঃ অনিত্যঃ" এই প্রতিজ্ঞাতে শব্দরূপ ধর্মীতে অনিত্যত্বধর্মের যে বৈশিষ্ট্য প্রতিজ্ঞাত ছিল, তাহার ভঙ্গ হইল।

আর যদি শব্দের অনিত্যত্বধর্মটী নিত্য হয়, তবে অনিত্যত্বধর্মের নিত্যতাপ্রযুক্ত নিত্যধর্ম যে অনিত্যত্ব, তাহার ধর্মী শব্দরূপ অধিকরণ নিত্য হইয়া পড়িবে। কারণ, নিত্য যে অনিত্যত্বধর্ম, তাহা নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহার আশ্রয় শব্দ থাকিতে গেলেই ধর্মী শব্দ নিত্য হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে শব্দরূপ ধর্মীর অনিত্যত্বরূপ ধর্মের বৈশিষ্ট্য, যাহা প্রতিজ্ঞাত ছিল, তাহার ভঙ্গ হইল। সুতরাং ধর্মের তদ্রূপতা ও অতদ্রূপতা উভয় স্থলেই ধর্মীতে প্রতিজ্ঞাত ধর্মের বৈশিষ্ট্যভঙ্গ হইয়া যায়।

প্রকৃতস্থলে নিত্যসমাজাতি হয় না।

প্রকৃতস্থলে "প্রপঞ্চঃ মিথ্যা" এই প্রতিজ্ঞাতে এই মিথ্যাত্ব, সত্য কি মিথ্যা—এইরূপ বিকল্প করিয়া পূর্ব্বপক্ষিগণ যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে যদিও মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বপক্ষে প্রপঞ্চের সত্যত্বাপত্তি হয় বলিয়া প্রপঞ্চধর্ম্মীতে প্রতিজ্ঞাত মিথ্যাত্ববৈশিষ্ট্যের ভঙ্গই হয়, তথাপি মিথ্যাত্বের সত্যত্বপক্ষে প্রপঞ্চধর্ম্মীতে প্রতিজ্ঞাত মিথ্যাত্ববৈশিষ্ট্যের ভঙ্গ দোষ উদ্ভাবিত হয় না, কিন্তু অদ্বৈতহানিই প্রদর্শিত হইয়াছে। মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যে মিথ্যাত্ব ও সত্যত্ব বিকল্প করিয়া উভয়পক্ষে ধর্ম্মীতে প্রতিজ্ঞাত ধর্ম্মবৈশিষ্ট্যের ভঙ্গ পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন নাই। সুতরাং নিত্যসমাজাতির অবকাশ নাই।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর জাত্যুত্তরবাদিতা প্রদর্শন।

আর বিশেষ কথা এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী জাত্যুত্তরবাদী না হইলেও সিদ্ধান্তী জাত্যুত্তরবাদীই বটে। কারণ, পূর্ব্বপক্ষীয় প্রদর্শিত সিদ্ধান্তে অর্থাৎ মাধ্বসিদ্ধান্তে অদ্বৈতী যে দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা স্বব্যাঘাতক বলিয়া জাত্যুত্তরই বটে।

সিদ্ধান্তিগণ ভেদ খণ্ডন করিতে যাইয়া বলিয়া থাকেন যে, ভেদ—ভিন্নে থাকে কি অভিন্নে থাকে? ভেদ যদি ভিন্নে থাকে, তবে অনবস্থা-দোষ হইবে। কারণ, তাহাতে ভেদপরম্পরা কল্পনা করিতে হয়—তাহাতে অনবস্থা দোষ হয়। আর যদি অভিন্নে ভেদ বলা যায়, অর্থাৎ ভেদরহিত বস্তুতে ভেদ, তাহা হইলে ব্যাঘাত হয়—ইত্যাদি। ইহাই জাত্যুত্তর। কারণ, ইহা স্বব্যাঘাতক। যেহেতু, সিদ্ধান্তিগণ যে ব্রহ্মকে অভিন্ন বলেন, সেস্থলেও এরূপ বিকল্প হইবে যে, অভেদটী ভিন্নে কি অভিন্নে?

ভিন্নে অভেদ বলিলে বিরোধ এবং অভিন্নে অভেদ বলিলে অভেদ-পরম্পরাকল্পনানিবন্ধন অনবস্থা হয়। আর ইহাই ভগবৎপাদ আনন্দ-তীর্থ বলিয়াছেন যে,—

"অতঃ বিশিষ্টাদিনিরাকরণযুক্তীনামপি বিশিষ্টাদ্যপেক্ষত্বাৎ জাত্যুত্তরম্ ইতি ন যুক্তিবাধাপি।"

উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারা সিদ্ধান্তীর জাত্যুত্তরবাদিতা।

আর বেদান্তিগণ যে জাত্যুত্তরবাদী তাহা যে কেবল পূর্ব্বপক্ষিগণই বলিতেছেন—এরূপ নহে, কিন্তু পূজ্যপাদ **উদয়নাচার্য্যও** ইহা বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"এতামেব জাতিমবষ্টভ্য শুষ্কতর্কবাদিনাং বৌদ্ধচার্ব্বাকবেদান্তিনাং বালব্যামোহহেতবঃ কণ্ঠকোলাহলাঃ।"

এই নিত্যসমাজাতিকেই পরপক্ষনিরাকরণের সাধনরূপে গ্রহণ করিয়া শুষ্কতার্কিকগণ—ভিন্নে ভেদ কি অভিন্নে ভেদ—ইত্যাদি কোলাহল করিয়া থাকেন। উহাপোহরহিত বালবুদ্ধিজনগণেরই বুদ্ধিব্যামোহনের জন্য উক্তরূপ কোলাহল হইয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণের তাহাতে বুদ্ধি বিমুগ্ধ হয় না। কারণ, উক্তরূপ জাত্যুত্তর উদ্ভাবন করিলে স্বপক্ষ-ব্যাঘাত স্পষ্টই থাকে।

ইহাই হইল **পূর্ব্বপক্ষীকে জাত্যুত্তরবাদী বলিলে পূর্ব্বপক্ষী তাহার যেরূপ উত্তর করেন, তাহার পরিচয়।** এক্ষণে দেখা যাউক, প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের সত্যত্ব হইলে পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্তীর মতে কিরূপ দোষারোপ করেন।

মিথ্যাত্ব সত্যত্বপক্ষে পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি।

প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয়, তবে তাহাতে যে সমস্ত দোষ পূর্ব্বপক্ষী প্রদর্শন করেন, তাহাই এস্থলে আলোচ্য। যথা—

প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্বকে যদি সিদ্ধান্তিগণ সত্য বলেন—তবে (১) **অদ্বৈতহানি** (২) **সিদ্ধসাধনতা** (৩) **ব্যভিচার দোষ** হইবে।

প্রথম দোষ অদ্বৈতহানি—দুইটী অবাধ্যবস্তু স্বীকার করিলে অদ্বৈতমতের হানি হয়। আর সিদ্ধান্তিগণ যদি বলেন যে, মিথ্যাত্ব

অবাধ্য হইলেও তাহা ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অদ্বৈতহানি হইবে না। অবাধ্য যে মিথ্যাত্ব তাহার ব্রহ্মস্বরূপতা স্বীকার করিয়া তাঁহারা যে অদ্বৈতহানির পরিহার বলেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, অবাধ্য মিথ্যাত্ব ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে না। প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চোপাধিক অর্থাৎ মিথ্যাত্ব ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্বরূপ বলিয়া তাহা কালাদি প্রপঞ্চঘটিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কালাদিঘটিত নহে। প্রত্যুত ব্রহ্ম নিরুপাধিক। সোপাধিককে নিরুপাধিকস্বরূপ বলা যাইতে পারে না।

আর প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব, ভ্রমকালে অনিশ্চিত। যে কোন বস্তুর ভ্রমকালে, তাহার মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হইতে পারে না। কারণ, ভ্রমকালে মিথ্যাত্বের নিশ্চয় হইলে প্রবৃত্ত্যাদির অসম্ভাবনা হইয়া পড়ে। যেমন রজতভ্রমকালে রজতের মিথ্যাত্বনিশ্চয়ে রজতার্থীর প্রবৃত্তি হয় না। আর ব্রহ্ম, ভ্রমকালে নিশ্চিত, যেহেতু ব্রহ্ম ভ্রমের অধিষ্ঠান। প্রপঞ্চভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম। সুতরাং অধিষ্ঠান ভ্রমকালে নিশ্চিত। ভ্রমকালানিশ্চিত মিথ্যাত্ব, ভ্রমকালে নিশ্চিত অধিষ্ঠান ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে না।

সোপাধিকত্ব, নিরুপাধিকত্ব, ভ্রমকালানিশ্চিতত্ব ও নিশ্চিতত্বরূপ ভেদকধর্ম্মই মিথ্যাত্ব হইতে ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ করিয়া দিবে।

দ্বিতীয় দোষ সিদ্ধসাধনতা—আর মিথ্যাত্বকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিলে "প্রপঞ্চ মিথ্যা" ইহার অর্থ হইবে, "প্রপঞ্চঃ ব্রহ্মস্বরূপবান্"। আর ইহা পূর্ব্বপক্ষীরও অভীষ্ট। প্রপঞ্চ ব্রহ্মব্যাপ্ত বলিয়া প্রপঞ্চেও ব্রহ্মের সত্তা আছে। সুতরাং সিদ্ধসাধনতা দোষই হয়—ইহাই এ মতে দ্বিতীয় দোষ।

তৃতীয় দোষ ব্যভিচার—তাহা এই যে, ইহাতে দৃশ্যত্বাদি হেতু ব্যভিচারী হইয়া পড়ে। কারণ, মিথ্যাত্বে দৃশ্যত্ব আছে, কিন্তু তাহাতে মিথ্যাত্ব নাই। যেহেতু সিদ্ধান্তী মিথ্যাত্বকে সত্য বলিতেছেন। এজন্য দৃশ্যত্বাদি হেতু, মিথ্যাত্ব অন্তর্ভাবে ব্যভিচারী হইল।

সিদ্ধান্তিকর্তৃক ব্যভিচারখণ্ডনের শঙ্কা।

আর যদি দৃশ্যত্ব হেতু মিথ্যাত্বে নাই বলিয়া মিথ্যাত্বাভাবে দৃশ্যত্ব হেতুর ব্যভিচার হইবে না—বলা যায়, অর্থাৎ বিপক্ষে হেতু না থাকিলে, আর ব্যভিচার হইবে কিরূপে? ইত্যাদি বলা যায়।

পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক ব্যভিচারখণ্ডনের খণ্ডন।

কিন্তু সিদ্ধান্তীর এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ, মিথ্যাত্ব যদি দৃশ্যই না হইল, তবে তাহা অনুমিতিরও বিষয় হইতে পারিবে না। দৃশ্যত্ব হেতুর দ্বারা সিদ্ধান্তী মিথ্যাত্বেরই অনুমিতি করেন; আর এই মিথ্যাত্ব যদি অনুমিতিরও বিষয় না হয়, তবে মিথ্যাত্বানুমান ব্যর্থ হইয়া পড়িল। মিথ্যাত্বানুমিতির বিষয় মিথ্যাত্বই বটে, আর কেহ হইতে পারে না। আর এই মিথ্যাত্ব দৃশ্য নহে, অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় নহে—ইহা সিদ্ধান্তীই বলিতেছেন। যাহা জ্ঞানের বিষয় নহে, তাহা অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানের বিষয়ই বা হইবে কিরূপে?

তরঙ্গিণীকারকর্তৃক সিদ্ধান্তীর উত্তর আশঙ্কা।

ইহার উপর **তরঙ্গিণীকার** বলেন—যদি সিদ্ধান্তিগণ এরূপ বলেন যে, মিথ্যাত্ব ব্রহ্ম হইতে অনতিরিক্তই বটে, আর এই মিথ্যাত্ব দ্বিতীয়াভাব উপলক্ষিত ব্রহ্মস্বরূপ—এজন্য নিরুপাধিকস্বরূপ নহে। আর ভ্রমকালে যে নিশ্চিত, তাহাও নহে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত আপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরুপাধিক, মিথ্যাত্ব সোপাধিক, ব্রহ্ম ভ্রমকালে নিশ্চিত, মিথ্যাত্ব অনিশ্চিত এজন্য মিথ্যাত্ব ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না ইত্যাদি, তাহারও আর অবকাশ নাই। যেহেতু উপলক্ষিত ব্রহ্মের স্বরূপ মিথ্যা। আর পূর্ব্বপক্ষী যে সিদ্ধসাধনতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাও আর হইল না—ইত্যাদি।

সিদ্ধান্তীর উক্ত উত্তরখণ্ডন।

কিন্তু সিদ্ধান্তীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, দ্বিতীয়াভাব উপলক্ষিত

ব্রহ্মস্বরূপ মিথ্যাত্ব বলিলে আপত্তি এই যে, উপলক্ষণীভূত দ্বিতীয়াভাব যদি বাধ্য হয়, তবে "জগৎ মিথ্যা" এই কথার অর্থ হইবে—বাধ্য দ্বিতীয়াভাব উপলক্ষিত ব্রহ্মসম্বন্ধী জগৎ। আর তাহা হইলে সিদ্ধসাধনই হইবে। জগতের এতাদৃশ ব্রহ্মসম্বন্ধিতা পূর্ব্বপক্ষিগণের ইষ্টই বটে। আর উপলক্ষণীভূত দ্বিতীয়াভাব যদি অবাধ্য হয়, তবে ঐ অবাধ্য দ্বিতীয়াভাব ব্রহ্মাতিরিক্ত বলিলে দ্বৈতাপত্তি হইবে। আর ব্রহ্মের অনতিরিক্ত বলিলে ব্রহ্মের উপলক্ষণ হইতে পারিবে না। যেমন ব্রহ্মই ব্রহ্মের উপলক্ষণ হয় না।

প্রকারান্তরে খণ্ডন।

আরও কথা এই যে, সর্ব্বত্র উপলক্ষ্য অপ্রসিদ্ধ হইয়া থাকে এবং উপলক্ষণ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু এস্থলে দ্বিতীয়াভাবরূপ উপলক্ষণের উপলক্ষ্য শুদ্ধব্রহ্ম, তাহা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া অপ্রসিদ্ধ নহে। সুতরাং সিদ্ধ বস্তুর উপলক্ষণ সম্ভাবিত নহে বলিয়া এস্থলে দ্বিতীয়াভাব উপলক্ষণও হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তীর অন্যরূপ শঙ্কা ও তাহার খণ্ডন।

আর যদি সিদ্ধান্তী এইরূপ শঙ্কা করেন যে, "কাকৈঃ গৃহং দেবদত্তস্য" এস্থলে কাকরূপ উপলক্ষণদ্বারা গৃহগত সংস্থানবিশেষ উৎতৃণত্বাদি ধর্ম্ম যেমন উপলক্ষ্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মগত ধর্ম্মান্তরই দ্বিতীয়াভাবদ্বারা উপলক্ষিত হইবে, ইত্যাদি। তাহাও অসঙ্গত। কারণ, দ্বিতীয়াভাবের উপলক্ষণকালে ব্রহ্মগত দ্বিতীয় বস্তুমাত্রই থাকিতে পারে না ; থাকিলে দ্বিতীয়াভাব উপলক্ষণ হয় না।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক উক্ত শঙ্কার অন্যরূপ খণ্ডন।

আরও বিশেষ কথা এই যে, যাহা উপলক্ষণ হইবে, তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। জ্ঞাতবস্তুই উপলক্ষণ হইয়া থাকে বলিয়া প্রকৃতস্থলে উপলক্ষণীভূত দ্বিতীয়াভাব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

আর এই অভাবরূপ উপলক্ষণের জ্ঞান হইতে গেলে দ্বিতীয়াভাবের অধিকরণীভূত শুদ্ধব্রহ্মের জ্ঞান আবশ্যক। যেহেতু অভাবজ্ঞানে অধিকরণজ্ঞান অপেক্ষিত। আর শুদ্ধব্রহ্মের জ্ঞান উপলক্ষণজ্ঞানের পূর্ব্বেই অপেক্ষিত বলিয়া আর শুদ্ধব্রহ্মের প্রতি দ্বিতীয়াভাব উপলক্ষণ হইতে পারে না।

যেমন সিদ্ধান্তিগণ অবিদ্যাকে সর্ব্বদা প্রতীয়মান বলিয়া স্বীকার করেন, আর তাহাতে অবিদ্যার প্রতীতির জন্য, অবিদ্যার অধিকরণ শুদ্ধব্রহ্মের স্ফুরণ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, শুদ্ধব্রহ্মের স্ফুরণ না হইলে অবিদ্যার প্রতীতিই অসম্ভব এস্থলেও তদ্রূপ হইবে। অবিদ্যাপ্রতীতির জন্য যেমন শুদ্ধজ্ঞান আবশ্যক, সেইরূপ উপলক্ষণ দ্বৈতাভাবজ্ঞানের জন্য শুদ্ধ-ব্রহ্মের স্ফুরণ আবশ্যক হইবে। আর তাহাতে উপলক্ষ্য অজ্ঞাত হওয়া চাই বলিয়া সিদ্ধান্তীর মতে তাহা সম্ভাবিত নহে। সুতরাং দ্বিতীয়াভাব উপলক্ষিত ব্রহ্মস্বরূপই মিথ্যাত্ব, একথা সর্ব্বথা অসঙ্গত। সুতরাং জগৎ-মিথ্যাত্বের সত্যত্ব পক্ষটী বহুদোষগ্রস্ত বলিয়া অসঙ্গত। ইহাই হইল **মিথ্যাত্বের সত্যত্বপক্ষের পক্ষপূর্ব্ব**।

সিদ্ধান্তি কর্ত্তৃকপূর্ব্বোক্ত যাবতীয় পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন।

এইরূপ **সুবিস্তৃত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে** সিদ্ধান্তী বলেন যে, পূর্ব্ব-পক্ষীর সমস্ত কথাই অসঙ্গত। কারণ, পূর্ব্বপক্ষী যে প্রপঞ্চগতমিথ্যাত্ব মিথ্যা কি সত্য এইরূপ বিকল্প করিয়া দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা জাত্যুত্তরই হইয়াছে। যেহেতু প্রপঞ্চমিথ্যাত্বে সত্যত্বমিথ্যাত্ব বিকল্প করিয়া দোষ প্রদর্শন করাতে, প্রপঞ্চধর্ম্মীতে মিথ্যাত্বধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যভঙ্গ হইয়াছে। আর এইরূপে ধর্ম্মীতে ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যভঙ্গ করিলে নিত্য-সমাজাতিই হইয়া থাকে।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর কথায়, এই জাত্যুত্তর প্রদর্শনের পূর্ব্বে, উভয় কল্পেই তাঁহাদের প্রদর্শিত দোষগুলি যে অসঙ্গত, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষী, প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে তিনটী দোষ দিয়াছেন, (৮৯৩ পৃঃ), যথা—

১। সিদ্ধসাধনতা, ২। অদ্বৈতশ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্ব, এবং ৩। জগতের সত্যত্বপ্রসঙ্গ—

এবং প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব সত্য হইলেও তিনটী দোষ দিয়াছেন, যথা—

১। অদ্বৈতহানি, ২। সিদ্ধসাধনতা এবং ৩। ব্যভিচার—

ইহাদের মধ্যে **প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব মিথ্যা—ইহাই সিদ্ধান্তীর অভিমতপক্ষ** এবং **প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব সত্য—ইহা অনভিমতপক্ষ**। অনভিমতপক্ষে যে দোষ, তাহার উদ্ধারের কোনও আবশ্যকতা নাই। এজন্য পূর্ব্বপক্ষী প্রপঞ্চমিথ্যাত্বকে মিথ্যা বলিলে যে দোষ তিনটী দিয়াছেন, তাহার খণ্ডন করা যাউক। আর প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব সত্য হইলে তাঁহারা আমাদের 'মত' বলিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে অংশে আমাদের সহিত মতবিরোধ ঘটিয়াছে, তাহার পরিহার, এই গ্রন্থশেষে উদ্ধৃত উদয়নাচার্য্যের বাক্যমধ্যে কথিত হইয়াছে। সুতরাং প্রপঞ্চের অভাব ব্রহ্মস্বরূপ বলিলে যে সব দোষের অবতারণা পূর্ব্বপক্ষী করিয়াছেন, তাহার নিরাকরণও সেইস্থলেই দৃষ্ট হইবে; এস্থলে আর তাহার পুনরুক্তি করা গেল না; তৎপরে পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ বিকল্প করিয়া খণ্ডনটী যে আত্মব্যাঘাতক, তাহার পুনঃস্থাপন করা যাইবে।

প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বের খণ্ডনের খণ্ডন।

প্রথম,—প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত—

১। প্রথম দোষের উত্তর এই যে, পূর্ব্বপক্ষী প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার অদ্বৈতমতে প্রবেশ হয়, এবং সিদ্ধসাধনতাও হয় না।

২। দ্বিতীয় দোষের উত্তরে বক্তব্য এই যে, বাধ্য মিথ্যাত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্ব হয় না। ইহার উত্তর দ্বিতীয়মিথ্যাত্ব-

লক্ষণের "ন চ অতাত্ত্বিকনিষেধবোধকত্বে শ্রুতেঃ অপ্রামাণ্যাপত্তিঃ ব্রহ্মভিন্নং প্রপঞ্চনিষেধাদিকম্ অতাত্ত্বিকমিতি অতাত্ত্বিকত্বেন বোধয়ন্ত্যাঃ শ্রুতেঃ অপ্রামাণ্যাসম্ভবাৎ" এইস্থলে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

৩। আর তৃতীয় দোষের উত্তর এই যে, জগৎসত্যত্বেরও আপত্তি হয় না। কারণ, একধর্ম্মীতে প্রসক্ত পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের মিথ্যাত্বে অপরের সত্যত্বনিয়ম, যাহা পূর্ব্বপক্ষী দেখাইয়াছেন, তাহা অসম্ভব। কারণ, গজরূপ ধর্ম্মীতে প্রসক্ত পরস্পরবিরুদ্ধ গোত্ব ও অশ্বত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের মিথ্যাত্বে অপরের সত্যত্ব হয় না বলিয়া, উক্ত নিয়ম ব্যভিচারদোষে দুষ্ট হইয়া যায়। আর এজন্য পূর্ব্বপক্ষী প্রথমে যে সিদ্ধসাধনতাদোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও অসঙ্গত— ইহাও সূচিত হইল।

তাহার পর পূর্ব্বপক্ষিগণ—

জগৎ সত্যং	...	...	(প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাভূতমিথ্যাকত্বাৎ	...	...	(হেতু)
আত্মবৎ ...	...	...	(উদাহরণ)

এই যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন (৮৯৪ পৃঃ) তাহা **অপ্রযোজক**। যেহেতু একধর্ম্মীতে প্রসক্ত বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের মিথ্যাত্বে অপরের সত্যত্ব হইবে, এই যে **সামান্যব্যাপ্তি বা নিয়ম** তাহাতে **ব্যভিচার** দেখান হইয়াছে।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী সামান্য নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া **বিশেষ নিয়ম** স্বীকার করেন, অর্থাৎ একধর্ম্মীতে প্রসক্ত বিরুদ্ধ যে কোন ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের মিথ্যাত্বে অপরের সত্যত্ব হইবে—এরূপ সামান্য নিয়ম স্বীকার না করিয়া একধর্ম্মীতে প্রসক্ত সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব এই পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের মিথ্যাত্বে অপরের সত্যত্ব হয়—এইরূপ বিশেষ নিয়ম স্বীকারপূর্ব্বক ঐ অনুমান স্বীকার করেন, তাহা হইলেও

আত্মত্ব উপাধি হয়। (৮৯৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ, আত্মত্বটী উপাধি হয় না বলিয়াই পূর্ব্বপক্ষী ইতি পূর্ব্বে বহু জল্পনা কল্পনা করিয়াছেন। **এক্ষণে ইহা উপাধি বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় সে সমস্ত কথাই নিরস্ত হইল।**

পূর্ব্বপক্ষীর আত্মাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ অসঙ্গত।

আরও কথা এই যে, প্রপঞ্চে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তাহার পারমার্থিক সত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বটী প্রপঞ্চের সমানসত্তাক। প্রপঞ্চ থাকিতে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব কখনই নিবৃত্ত হইবে না। যাহাতে মিথ্যাত্বের নিবৃত্তি হয়, তাহাতে প্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি হইবে। সুতরাং প্রপঞ্চের পারমার্থিক সত্যত্ব কোথায় থাকিবে? অর্থাৎ ধর্ম্মী প্রপঞ্চই থাকিবে না বলিয়া উহাও থাকিবে না। সুতরাং মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বকে হেতু করিয়া যে প্রপঞ্চের সত্যত্বানুমান পূর্ব্বপক্ষী করেন, তাহাতে অপ্রয়োজকত্বশঙ্কার উদ্ধার হইতে পারে না। ব্যাবহারিক মিথ্যাত্বযুক্ত ব্যাবহারিক ধর্ম্মীতে পারমার্থিক সত্যত্ব থাকিতেই পারে না। ইহার কোন দৃষ্টান্তই নাই। পূর্ব্বপক্ষী যে এজন্ত আত্মাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়াছে। কারণ, আত্মার মিথ্যাত্ব আত্মার সমানসত্তাক নহে, আত্মার মিথ্যাত্ব প্রাতিভাসিক হইতে পারে, কিন্তু ব্যাবহারিক হইতে পারে না। আর কথঞ্চিৎ ব্যাবহারিকত্বের সমর্থন করিলেও আত্মা ব্যাবহারিক নহে, কিন্তু তাহা পারমার্থিক। সুতরাং এতাদৃশ স্থলে আত্মাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা দুরাগ্রহ মাত্র।

শুক্তিরজতের পারমার্থিকত্ব শঙ্কা অমূলক।

তাহার পর শুক্তিরজতাদিতে যে মিথ্যাত্ব, তাহা বাধ্য হইলেও পারমার্থিক সত্যত্ব তাহাতে থাকিতে পারে না। যেহেতু শুক্তিরজত নিজেই অপারমার্থিক। অপারমার্থিক ধর্ম্মীতে পারমার্থিকসত্যত্বের

অনুমানের প্রয়াস অসঙ্গত। সুতরাং **শুক্তিরূপ্যত্ত মিথ্যাত্বং মিথ্যা, মিথ্যাভূতধর্ম্মিকত্বাৎ**—এইরূপ আমাদের অনুমান নির্দ্দোষ।

প্রপঞ্চের সত্যধর্ম্মিকত্ব খণ্ডন।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন যে—প্রপঞ্চ মিথ্যা হইলেও প্রপঞ্চের ধর্ম্মী যে ব্রহ্ম তাহা পরমার্থসত্য, এজন্য প্রপঞ্চ সত্যধর্ম্মিক বস্তু। সুতরাং তাহাতে পরমার্থসত্যত্ব ধর্ম্ম থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। কারণ, ব্রহ্ম পরমার্থসত্য হইলেও প্রপঞ্চ তাহার ধর্ম্ম নহে। প্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব নাই—ইহাই সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর এই আপত্তি নিরর্থক। এইরূপে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বটী ধর্ম্মীর সমানসত্তাক বলিয়াই মিথ্যা। কারণ, ধর্ম্মীই মিথ্যা। ঘট মিথ্যা, আর তাহার রূপ সত্য—ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত কথা।

উভয়বৃত্তি নিষেধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মদ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব।

আরও কথা এই যে, একধর্ম্মীতে প্রসক্ত বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের নিষেধে অপরের সত্যত্ব, সেই স্থলেই সম্ভাবিত হয়, যেখানে, নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম উভয়বৃত্তি হয় না। কিন্তু প্রকৃতস্থলে নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম উভয়বৃত্তিই হয়। অতএব এস্থলে উক্ত আপত্তি সঙ্গত হয় না। আর সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব যে পরস্পরবিরহরূপ নহে ও পরস্পরবিরহের ব্যাপকরূপও নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর পরস্পরবিরহরূপ হইলেও ভিন্নসত্তাক সত্যত্ব মিথ্যাত্ব বিরুদ্ধ নহে।

প্রপঞ্চগত সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব সমানসত্তাক।

তাহার পর প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব ও সত্যত্ব একবাধকজ্ঞানবাধ্য বলিয়া সমানসত্তাক বলিলেও ক্ষতি নাই। অলীক বস্তুতে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব—এই উভয় ধর্ম্মই নাই বলিয়া ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরবিরহরূপ হইতে পারে না।

প্রবলশ্রুতিপ্রমাণদ্বারা প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব সিদ্ধ।

বিশেষ কথা এই যে, সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মের সহিত প্রপঞ্চ বাধ্য

হইয়া থাকে—ইহা শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং যথাকথঞ্চিৎ লোকপ্রসিদ্ধ নহে বলিয়া এই শ্রুতিসিদ্ধ বস্তুতে বাধা হইতে পারে না। শ্রুতি প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণকে উপমর্দ্দন করিয়া স্বার্থপ্রতিপাদক হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রুতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রামাণ।

সত্ত্ব ও অসত্ত্বের সমুচ্চয়ে প্রমাণ নাই।

আর যদি প্রপঞ্চে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সামানাধিকরণ্যও প্রমাণসিদ্ধ বলা যায়, তবে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব—এই ধর্ম্মদ্বয়ও সমানাধিকরণ হইতে পারিবে—এরূপ আপত্তি হয় না। কারণ, **সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সমুচ্চয়ে প্রমাণ আছে, কিন্তু সত্ত্ব ও অসত্ত্বের সমুচ্চয়ে কোন প্রমাণ নাই।**

বেদান্তদীপিকাগ্রন্থের দ্বারা স্বমত সমর্থন।

তাহার পর **বেদান্তদীপিকা** নামক গ্রন্থে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব ধর্ম্মটী মিথ্যা হইলেও তাহা প্রপঞ্চের পারমার্থিক সত্যত্বের প্রতিক্ষেপক হইবে। যে কোন ধর্ম্ম, স্বাশ্রয়ে স্ববিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিক্ষেপক হইতে গেলে তাহার পারমার্থিকত্বের আবশ্যক হয় না। ঘটাদিতে ঘটত্বাদি ধর্ম্ম স্ববিরুদ্ধ অঘটত্বাদি ধর্ম্মের প্রতিক্ষেপক হইয়া থাকে—ইহা সর্ব্বসম্মত। এই ঘটত্বধর্ম্ম পরমার্থসত্য—ইহা পূর্ব্বপক্ষিগণ স্বীকার করিলেও সিদ্ধান্তিগণ তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু এই ঘটত্বাদি ধর্ম্ম, ধর্ম্মী ঘটাদির সমানসত্তাক—ইহা পূর্ব্বপক্ষী ও সিদ্ধান্তী উভয়েই স্বীকার করেন। ঘটত্বাদি ধর্ম্ম স্ববিরুদ্ধ অঘটত্বাদি ধর্ম্মের প্রতিক্ষেপক হইয়া থাকে, ইহাতে ধর্ম্মীর সমানসত্তাকত্বই প্রযোজক বলিতে হইবে। কারণ, ধর্ম্মীর সমানসত্তাকত্ব উভয়মতসিদ্ধ। পারমার্থিকত্ব উভয়মতসিদ্ধ নহে। আর ইহাতে প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও তাহা ধর্ম্মীর সমানসত্তাক। এজন্য এই মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম, মিথ্যাত্ব-বিরুদ্ধ পারমার্থিকসত্যত্বের অবশ্যই প্রতিক্ষেপক হইবে। ধর্ম্মীর সমান-

সত্তাক মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চের সত্যত্ব, কখনও পারমার্থিক হইতে পারে না। কারণ, ধর্ম্মীর সমানসত্তাক মিথ্যাত্ব ব্যাবহারিক বলিয়া তাহা অর্থাৎ ধর্ম্মী প্রপঞ্চও ব্যাবহারিক হইবে। **আরও কথা এই যে,** যে ধর্ম্ম স্বাশ্রয়সাক্ষাৎকারদ্বারা অনিবর্ত্তনীয় হয়, তাহা বিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি-ক্ষেপক হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। বিরুদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্ষেপক হইতে গেলে ঐ ধর্ম্মের পারমার্থিকত্ব অপেক্ষিত হয় না। যেমন শুক্তিতে শুক্তি-তাদাত্ম্যরূপ ধর্ম্ম শুক্তিসাক্ষাৎকারদ্বারা নিবর্ত্তনীয় হয় না বলিয়া অশুক্তি-ত্বের বিরোধী হয়, অর্থাৎ প্রতিক্ষেপক হয়। কিন্তু সেই শুক্তিতেই রজত-তাদাত্ম্য ধর্ম্ম, শুক্তিসাক্ষাৎকারদ্বারা নিবর্ত্তনীয় হয় বলিয়া তাহা, শুক্তিতে রজতভেদের বিরোধী বা প্রতিক্ষেপক হয় না। এইরূপ প্রকৃতস্থলেও প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও তাহা মিথ্যাত্বের আশ্রয় যে প্রপঞ্চ তাহার সাক্ষাৎকারদ্বারা নিবর্ত্তনীয় হয় না, এজন্য প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চগত পারমার্থিক সত্যত্বের বিরোধী বা প্রতিক্ষেপক, হয়—ইহাই অনুভব।

পূর্ব্বপক্ষে নিত্যসমাজাতির প্রয়োগে আপত্তি।

নিত্যসমাজাতির লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষিগণ যে বলেন—প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে প্রপঞ্চধর্ম্মীতে মিথ্যাত্বধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-ভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব সত্য হইলে উক্ত বৈশিষ্ট্যভঙ্গ হয় না, কিন্তু **অদ্বৈতহানিই** হইয়া থাকে; যেহেতু ব্রহ্মভিন্ন দৃশ্যবস্তু পরমার্থ সত্য স্বীকার করিলে অদ্বৈতহানি বা দ্বৈতাপত্তি ঘটে। ব্রহ্ম-ভিন্ন বস্তুর স্বীকারমাত্রদ্বারা দ্বৈতাপত্তি হয় না, কিন্তু ব্রহ্মভিন্ন বস্তুকে পরমার্থসত্য বলিলে অদ্বৈতহানি হয়। সুতরাং এস্থলে যে পূর্ব্বপক্ষী মিথ্যাত্বকে সত্য বা মিথ্যা বলিয়া বিকল্প করিয়াছেন, এই সত্য, পরমার্থ-সত্যই বুঝিতে হইবে। মিথ্যাত্ব যদি পরমার্থ সত্য হয়, তবে অদ্বৈতহানি হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মিথ্যাত্ব পরমার্থ সত্য হইলে ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর বৈশিষ্ট্যভঙ্গ হয় না। অতএব পূর্ব্বপক্ষী জাত্যুত্তরবাদী নহে।

উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

কিন্তু ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। বিকল্পিত কোটিদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ মিথ্যাত্ব ও সত্যত্ব কোটিদ্বয়ের মধ্যে একটী কোটির স্বীকার দ্বারাও যদি ধর্ম্মধর্ম্মীর বৈশিষ্ট্যভঙ্গ হয়, তবেই ব্যাত্যন্তর হইবে। ব্যাত্যন্তরের জন্ম উভয় কোটিতে বৈশিষ্ট্যভঙ্গ হইবার আবশ্যকতা নাই। মিথ্যাত্বে যে মিথ্যাত্বকোটি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে প্রপঞ্চরূপ ধর্ম্মীতে মিথ্যাত্বরূপ ধর্ম্মের সম্বন্ধভঙ্গই হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক এই উত্তরটী ব্যাত্যন্তর হইয়াছে।

উক্ত খণ্ডনে পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি।

পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—সম্বন্ধভঙ্গ হইবে কেন? যেমন মিথ্যাত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট প্রপঞ্চের সম্বন্ধ ব্রহ্মে আছে, ইহা সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন, সেইরূপ মিথ্যাত্বধর্ম্মবিশিষ্ট মিথ্যাত্বের সম্বন্ধও প্রপঞ্চে থাকিতে পারিবে। অতএব সম্বন্ধভঙ্গ হইবে কেন? এস্থলে মিথ্যাত্ববিশিষ্ট মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চে থাকিতে পারিবে—এরূপ বলায় পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে, প্রপঞ্চ ব্রহ্মের মত পরমার্থ সত্য। আর তাহাতে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বের সম্বন্ধও আছে। যেমন পরমার্থসত্য ব্রহ্মে মিথ্যা প্রপঞ্চের সম্বন্ধ সিদ্ধান্তগণ স্বীকার করেন। এস্থলেও তদ্রূপ হইবে। অতএব প্রপঞ্চরূপ ধর্ম্মীতে মিথ্যাত্বরূপ ধর্ম্মের সম্বন্ধভঙ্গ হইবে না। আর তজ্জন্য ইহা ব্যাত্যন্তর হইল না।

পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী এরূপ বলিতে পারেন না। পরমার্থসত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব—ইহারা পরস্পরে বিরুদ্ধ বলিয়া পরমার্থসত্য বস্তুতে মিথ্যাত্ব থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম পরমার্থসত্য বলিয়া তাহাতে মিথ্যাত্ব নাই। এইরূপ প্রপঞ্চও পরমার্থসত্য হইলে তাহাতে মিথ্যাত্ব থাকিতে পারিবে না। সুতরাং প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বধর্ম্মের সম্বন্ধ ভঙ্গই হইল। আর এজন্য ইহা ব্যাত্যন্তরই হইল, বলিতে হইবে।

পূর্ব্বপক্ষীর পুনর্ব্বার আপত্তি।

যদি বলা যায়—সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বধর্ম্ম ত পরস্পরের অভাবরূপ নহে। আর পরস্পর অভাবস্বরূপ হইলেও সমানসত্তাক নহে, সুতরাং প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলেও প্রপঞ্চসত্যত্বের পারমার্থিকত্বাপত্তি হয় না। আর তাহা যদি না হইল, অর্থাৎ প্রপঞ্চ যদি পারমার্থিক সত্য না হইল, তবে প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বের বৈশিষ্ট্যভঙ্গ হইবে কেন?

উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, এইরূপে যদি প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলেও প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যভঙ্গ না হয়, তবে প্রপঞ্চগত সত্যত্বধর্ম্মের পারমার্থিকত্বাপত্তিও হইবে না। আর প্রপঞ্চের সত্যত্ব পারমার্থিক না হইলে ত পূর্ব্বপক্ষীকে সিদ্ধান্তীর মতেই প্রবেশ করিতে হইতেছে। প্রপঞ্চ পারমার্থিক সত্য নহে—ইহাই ত সিদ্ধান্তীর পক্ষ। আর ইহাই যদি পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করেন, তবে সিদ্ধান্তীর মতেই প্রবেশ করা হইল। আর তাহাতে পূর্ব্বপক্ষের উত্থানই হইতে পারে না। যেহেতু পূর্ব্বপক্ষী প্রপঞ্চের পারমার্থিক-সত্যতার আপত্তি করিতেছেন না।

প্রকারান্তরে পূর্ব্বপক্ষের নিত্যসমজাতির প্রসঙ্গ।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মদ্বয়কে পরস্পরের অভাব-স্বরূপ স্বীকার করেন এবং যেস্থলে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব—এই দুইটীর মধ্যে একটী যাদৃশ সত্তাবিশিষ্ট হইবে, অপরটী তদপেক্ষা অধিকসত্তাক হইবে, এইরূপ বলেন, তবে পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দোষ নিত্যসমজাতিই হইবে।

পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, বিকল্পিত কোটিদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেক কোটিই ধর্ম্মধর্ম্মীর বৈশিষ্ট্যভঙ্গের প্রযোজক হইলে নিত্যসমা-

জাতি হইবে, একটীমাত্র কোটি বৈশিষ্ট্যভঙ্গের প্রযোজক হইলে নিত্য-সমাজাতি হইবে না। প্রদর্শিত কোটিদ্বয়ের মধ্যে একটী কোটিই বৈশিষ্ট্যভঙ্গের প্রযোজক হইয়াছে, দুইটী কোটিই বৈশিষ্ট্যভঙ্গের প্রযোজক হয় নাই, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর "প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব মিথ্যা কি সত্য" ইত্যাকার আপত্তিটী জাত্যুত্তর নহে ইত্যাদি।

উক্ত আপত্তি খণ্ডন।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দুইটী কোটিই ধর্ম্মধর্ম্মীর বৈশিষ্ট্যভঙ্গের প্রযোজক হইয়াছে—ইহা দেখাইতে পারা যায়। মিথ্যাত্বে মিথ্যাত্ব কোটি যে বৈশিষ্ট্যভঙ্গের প্রযোজক হইয়াছে—তাহা পূর্ব্বপক্ষিগণও স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় সত্যত্বকোটিও যে প্রপঞ্চধর্ম্মীতে মিথ্যাত্বধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যভঙ্গের প্রযোজক হইয়াছে—তাহাই এইবার দেখান যাইতেছে।

পূর্ব্বপক্ষীই জাত্যুত্তরবাদী।

প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমানে প্রপঞ্চ যেমন পক্ষ, প্রপঞ্চান্তর্গত মিথ্যাত্বটীও তদ্রূপ মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষ। এই পক্ষীকৃত মিথ্যাত্ব যদি পরমার্থ সত্য হয় তবে, সাধ্য মিথ্যাত্বের বিরোধ ঘটিবে, অর্থাৎ পক্ষ মিথ্যাত্বটী পরমার্থ সত্য হইলে তাহাতে আর মিথ্যাত্ব সাধ্যের অনুমান করা যাইবে না। সুতরাং মিথ্যাত্বরূপ প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বের বৈশিষ্ট্যভঙ্গই হইল। এই মিথ্যাত্বটী পরমার্থ সত্য বলিয়াই ত পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতহানি দোষ দেখাইয়াছিলেন। সুতরাং যাহা পরমার্থ সত্য, তাহাতে মিথ্যাত্ব থাকিতে পারে না। অতএব সত্যত্বকোটি অবলম্বনেও প্রপঞ্চে মিথ্যাত্ববৈশিষ্ট্যভঙ্গই হইতেছে। মিথ্যাত্বও প্রপঞ্চান্তর্গত এবং মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষ। আর এই মিথ্যাত্বানু-মানে পক্ষীকৃত প্রপঞ্চে সত্যত্ব মিথ্যাত্ব উভয় কোটিতেই মিথ্যাত্বধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যভঙ্গই হইল। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে জাত্যুত্তরবাদী, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি।

যদি বলা যায়—যিনি এই জাত্যুত্তর প্রয়োগ করিবেন, তাঁহার পক্ষেরও যদি ব্যাঘাত হয়, তবেই জাত্যুত্তর স্বব্যাঘাতক বলিয়া দুষ্ট হইবে। জাত্যুত্তরের স্বব্যাঘাতকত্বই দূষকতাবীজ। প্রকৃতস্থলে ত পূর্ব্বপক্ষীর মতভঙ্গ হইতেছে না। যে পর্য্যন্ত এই সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব বিকল্পদ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর মতের ভঙ্গ না হইতেছে, তাবৎ পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষীকে জাত্যুত্তরবাদী বলা যাইতে পারে না। সুতরাং এই সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব বিকল্পদ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর মতের ব্যাঘাত প্রদর্শন আবশ্যক। এজন্য তাহাও এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

সত্যত্বমিথ্যাত্ববিকল্পদ্বারা পূর্ব্বপক্ষিমতের ব্যাঘাত।

পূর্ব্বপক্ষিগণ শশবিষাণাদিকে অসৎ বলেন। সর্ব্বদেশকালবৃত্তি অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই পূর্ব্বপক্ষীর মতে অসত্ত্ব। এই অসত্ত্ব শশ-বিষাণাদিতে আছে। ইহা পূর্ব্বপক্ষিগণ স্বীকার করেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, শশবিষাণাদিগত এই যে অসত্ত্ব, তাহা কি সৎ, কি অসৎ? আর এই অসত্ত্ব যদি অসৎ হয়, তবে "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতির দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর মতে অসদ্ ধর্ম্মীতে প্রসক্ত যে আসীৎ-পদলভ্য সত্ত্ব তাহার পারমার্থিকত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে, যেমন তাত্ত্বিকসত্যত্বধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মে অসত্ত্ববৈশিষ্ট্য থাকে না, সেইরূপ তুচ্ছ শশবিষাণাদিতেও অসত্ত্ববৈশিষ্ট্য থাকিবে না।

আর যদি ঐ অসত্ত্ব সৎ হয়, তবে সৎ সেই অসত্ত্ব ধর্ম্ম, অসৎ শশবিষাণাদিতে থাকিতে পারিবে না। যেহেতু সৎ ও অসতের সম্বন্ধ হয় না। ধর্ম্মী অসৎ আর ধর্ম্ম পরমার্থ সৎ—ইহা অসম্ভব। সৎ ও অসতের সম্বন্ধ নাই। সুতরাং শশবিষাণাদি অসদ্ বস্তুতে অসত্ত্ব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যভঙ্গ হইতেছে। বস্তুতঃ এই সকল কথা মনে করিয়াই মূলকার উপসংহারে বলিয়াছেন—**কৃতম্ অধিকেন**।

পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্তে স্বব্যাঘাতকত্ব।

প্রপঞ্চমিথ্যাত্বে মিথ্যাত্ব ও সত্যত্ববিকল্পদ্বারা পূর্ব্বপক্ষী যে দোষ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বপক্ষীর স্বীকৃত বিষয়ান্তরেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে বলিয়া এতাদৃশ দূষণাভিধান অনুচিত ইহাই মূলস্থিত—অধিক পদের অর্থ। পূর্ব্বপক্ষীর এতাদৃশ দূষণাভিধান, তাহার নিজের সিদ্ধান্তেরও ব্যাঘাত করে বলিয়া স্বব্যাঘাতক হইয়া থাকে। আর এই জন্যই তাঁহার এইরূপ বিকল্প প্রদর্শনটী জাত্যুত্তর বলা হয়।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক জীবব্রহ্মের ভেদ স্থাপন।

পূর্ব্বপক্ষিগণ শঙ্কা করেন যে, সিদ্ধান্তিগণও ত ভেদ খণ্ডন করিতে যাইয়া এইরূপ জাত্যুত্তরেরই আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন—ভেদ কি ভিন্নে থাকে, কি অভিন্নে থাকে? অর্থাৎ পটাদিতে ঘটাদির ভেদ থাকিতে গেলে যদি ঘটাদির ভেদই প্রয়োজক হয়, তবে আত্মাশ্রয়াদি দোষ হইবে। আর যদি সেই ঘটাদির অভেদটী প্রয়োজক হয়, তবে ঘটাদির ভেদ ও অভেদ বিরুদ্ধ বলিয়া ব্যাঘাত হইবে—ইত্যাদি ভেদ-খণ্ডনোক্তিও জাত্যুত্তরই বটে। এইজন্য তাহা দুষ্ট। সুতরাং এই জাত্যুত্তরদ্বারা ভেদ খণ্ডিত হইতে পারে না, আর তজ্জন্য জীব ও ব্রহ্মের ভেদই সিদ্ধ হইবে।

উক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, জাতি স্বব্যাঘাতক না হইলে দোষ হয় না। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্তীর কোন সিদ্ধান্তের হানি হয় না। বিকল্প প্রদর্শন করিয়া দোষাভিধান করিলেই জাত্যুত্তর হয় না। ভেদ ভিন্নে থাকে, কি অভিন্নে থাকে—ইত্যাদি সিদ্ধান্তীর উক্তির দ্বারা সিদ্ধান্তীর সিদ্ধান্তের কোন ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য স্বব্যাঘাতক হইল না, আর তজ্জন্য ইহা দোষও নহে। সিদ্ধান্তী ব্রহ্মভিন্ন প্রপঞ্চমাত্রকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করেন—এজন্য সিদ্ধান্তীর

কোন স্থাপনীয় বিষয় নাই। জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদও ব্রহ্ম হইতে কোন অতিরিক্ত বস্তু নহে, যাহা সিদ্ধান্তীর স্থাপনীয় বিষয় হইতে পারে। জীবে ব্রহ্মের অভেদ বলিয়াও ব্রহ্মস্বরূপতাই বুঝান হইয়াছে, কোন অতিরিক্ত বস্তুর কথা বলা হয় নাই। বিশ্বপ্রপঞ্চমাত্রকেই মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এজন্য কোন বস্তুরই স্থাপনাপেক্ষা সিদ্ধান্তীর নাই। ইহাই খণ্ডনকার বলিয়াছেন—

"ক মমত্বং মুমুক্ষূণামনির্ব্বচনবাদিনাম্।
তথাহি মিথিলানাথো মুমুক্ষুর্নির্ম্মমঃ পুরা।
আহেদং মিথিলাদাহে ন মে কিঞ্চন দহ্যতে॥" (১ম পঃ ৩৩ শ্লোক)

ইহার অর্থ— মুমুক্ষু সিদ্ধান্তিগণ অহংমমাভিমানরহিত, এজন্য তাহাদের কোন স্বীয় স্থাপনীয় পক্ষ নাই। যদি থাকিত তবে স্বীকৃত পক্ষের বাধপ্রযুক্ত সিদ্ধান্তী আত্মান্তরবাদী হইতে পারিতেন। মুমুক্ষুজনের যে স্বীয় পক্ষ থাকিতে পারে না, তাহাই দেখাইতে খণ্ডনকার—মিথিলানাথ জনকের কথা বলিয়াছেন। আর ব্রহ্ম সর্ব্ববাধসাক্ষী বলিয়া তাহার খণ্ডন অসম্ভব। খণ্ডনযুক্তিসমূহদ্বারা সমস্ত দৃশ্যের অভাব, সিদ্ধান্তীর ইষ্টই বটে। দৃশ্যমাত্রের অভাব দৃশ্যমাত্রের মিথ্যাত্ব বিনা সম্ভাবিত নহে। এজন্য খণ্ডনযুক্তিসমূহ মিথ্যাত্বের অনুকূল বলিয়া সিদ্ধান্তীর অভিমতই বটে।

খণ্ডনকারের বাক্যদ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন।

আর ইহাই খণ্ডনগ্রন্থে পূজ্যপাদ শ্রীহর্ষাচার্য্যও বলিয়াছেন—

"অভীষ্টসিদ্ধাবপি খণ্ডনানামখণ্ডিরাজ্ঞামিব নৈবমাজ্ঞা।
তত্তানি কস্মায় যথাবদেব নৈয়ায়িকেঽপ্যধ্বনি যোজয়ধ্বম্॥"

অর্থাৎ খণ্ডনযুক্তিদ্বারা ন্যায়াদিপরমতখণ্ডনরূপ অভীষ্টের সিদ্ধি হইলেও রাজার আজ্ঞার মত খণ্ডনযুক্তিসমূহের আজ্ঞা অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য খণ্ডিত হয় নাই। অর্থাৎ বেদান্তিগণের অভিমত পদার্থখণ্ডনে খণ্ডনযুক্তিসমূহের

প্রবৃত্তি বারণ করা হয় নাই। (তৎ) সেইজন্য (তানি) সেই খণ্ডনসমূহ (যথাবৎ) পরমতের মত সিদ্ধান্তীর অদ্বৈতসিদ্ধান্তপ্রক্রিয়াতেও যেমন দৃশ্যমিথ্যাত্বব্যবস্থাপনের উপযোগী, দৃশ্যখণ্ডনেও (কস্মাৎ ন যোজয়েৎম্) কেন যোজনা করিতেছ না, অর্থাৎ অবশ্য যোজনা কর।

সুতরাং দেখাইতেছে যে, দৃশ্যখণ্ডনদ্বারা দৃশ্যের মিথ্যাত্বব্যবস্থাপন পূজ্যপাদ শ্রীহর্ষমিশ্রেরও অনুমতই বটে। **দৃশ্যমিথ্যাত্বস্থাপনের অভিপ্রায় এই যে, দৃশ্যের সত্ত্ব ও অসত্ত্বের উভয়ই নিরাস করা।** কাহারও স্থাপন করা নহে। "যেমন শুক্তিরজত ব্রহ্মের মত সৎ নহে, যেহেতু তাহা বাধ্য" "শুক্তিরজত শশবিষাণাদির মত অসৎও নহে, যেহেতু তাহা প্রতীয়মান হয়" এজন্য শুক্তিরজত সদ্রূপে বা অসদ্রূপে অনির্ব্বচনীয়। আর ইহারই নাম মিথ্যা। এই সদ্রূপ ও অসদ্রূপ ভিন্ন আর কোন প্রকারান্তরের সম্ভাবনাও নাই, সুতরাং খণ্ডনযুক্তিসমূহ-দ্বারা সদ্রূপতার ও অসদ্রূপতার খণ্ডনে প্রপঞ্চমাত্রে অনির্ব্বচনীয়তাতেই পর্য্যবসিত হইল। ইহাই উক্ত খণ্ডনগ্রন্থের শ্লোকের তাৎপর্য্য। খণ্ডন-যুক্তিসমূহদ্বারা দ্রব্যাদি পদার্থের অভাবসিদ্ধি হইলেও তাহার প্রতীতির অনুপপত্তি হয় বলিয়া দ্রব্যাদিপদার্থের মিথ্যাত্বেই পর্য্যবসান হইতেছে। দ্রব্যাদি পদার্থের বাধ, দ্রব্যাদি পদার্থের সত্ত্বের বিরোধী এবং দ্রব্যাদি পদার্থের প্রতীতি, দ্রব্যাদি পদার্থের অসত্ত্বের বিরোধী। এই খণ্ডনোক্ত বাধ ও দোষজন্য প্রতীতির দ্বারা দৃশ্যমাত্রেরই মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

খণ্ডনবাক্যে পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক ব্রহ্মের বাধাশঙ্কা।

যদি বলা যায়, খণ্ডনোক্ত যুক্তিসমূহ যদি স্বতন্ত্রই হয়, তবে সেই যুক্তিসমূহদ্বারা ব্রহ্মেরও বাধ হইতে পারিবে। যেমন—

(১) ব্রহ্ম—অভাবপ্রতিযোগি	... ...	(প্রতিজ্ঞা)
পদার্থত্বাৎ	... ...	(হেতু)
ঘটাদিবৎ	... ...	(উদাহরণ)

(২) ব্রহ্ম—অভাবপ্রতিযোগি ... ... (প্রতিজ্ঞা)
বৃত্তিবিষয়ত্বাৎ ... ... (হেতু)
ঘটাদিবৎ ... ... (দৃষ্টান্ত)

এই হেতুতে অপ্রয়োজকত্ব শঙ্কাও করা যাইতে পারে না। কারণ, দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণপদার্থ স্বীকার না করাতে লাঘবই হইতেছে, সুতরাং লাঘবই অনুকূল তর্ক। এই লাঘবতর্কানুগৃহীত প্রদর্শিত অনুমানদ্বারা ব্রহ্মের অভাবসিদ্ধি হইলেও যদি ব্রহ্মের প্রতীতি থাকে, তবে তাহা মিথ্যা। আর যদি ব্রহ্মের প্রতীতি না থাকে, তবে অসৎ বা অলীক।

খণ্ডনবাক্যের বাধশঙ্কা নিরাস।

এরূপ শঙ্কাও করা যাইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম অসঙ্গ চৈতন্য-স্বরূপ। তাহা অনুমানের বিষয় হইতে পারে না। অসঙ্গবস্তুতে কোন ধর্ম্মই থাকে না বলিয়া তাহাতে হেতুও থাকিতে পারিবে না। সুতরাং পদার্থত্ব হেতুটী ব্রহ্মে নাই বলিয়া অনুমানের সম্ভাবনাই নাই।

আর শুদ্ধব্রহ্ম বৃত্তির বিষয়ও হয়—এরূপ স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের বাধ সম্ভাবিত নহে। কারণ, ব্রহ্ম সর্ব্বসাক্ষী, এজন্য বাধেরও সাক্ষী ব্রহ্মই হইবে। বাধের সাক্ষীও বাধিত হইলে বাধেরই সিদ্ধি হইতে পারিবে না। এজন্য সাক্ষী অবাধ্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং কোনরূপেই **অদ্বৈতহানি হইতে পারে না।**

উদয়নাচার্য্যের মতের সহিতও বিরোধ নাই।

পূর্ব্বপক্ষিগণ পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্যের মতের সহিত সিদ্ধান্তীর মতের যে বিরোধ শঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, সিদ্ধান্তীর মতে প্রতিপন্নোপাধিতে যে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব তাহাই মিথ্যাত্ব এবং তাহার অভাব সত্যত্ব—এতাদৃশ ব্যাবহারিক সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সমুচ্চয় দৃশ্যপ্রপঞ্চে স্বীকার করা হইয়া থাকে। আর এই সত্যত্বের

সমানসত্তাক পরস্পর অভাবরূপ মিথ্যাত্ব হইলেও এই সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব উভয়েরই মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে। যেমন স্বাপ্নগজ ও তাহার স্বাপ্ন অত্যন্তাভাব এই উভয় পরস্পর অভাবরূপ এবং সমানসত্তাকও বটে, অথচ উভয়ই মিথ্যা। এইরূপ **প্রপঞ্চগত সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব উভয়ই মিথ্যা।**

ভয়মতেও অদ্বৈতহানির সম্ভাবনা নাই।

আর যে সত্যত্ব, প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বের সমানাধিকরণ হইয়া মিথ্যা হইয়াছে, সেই সত্যত্ব মিথ্যাত্বের অসমানাধিকরণ হইয়া ব্রহ্মগত হওয়াতে তাহা পারমার্থিক সত্য, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে। নির্দ্ধর্মক ব্রহ্মে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব থাকিতে পারে না বলিয়া উক্ত প্রতিযোগিত্বাভাবরূপ সত্যত্ব, অধিকরণীভূত পারমার্থিক ব্রহ্মের স্বরূপ, আর এই সত্যত্বের মিথ্যাত্ব সম্ভাবিত নহে বলিয়া তাহা পারমার্থিক। সুতরাং প্রপঞ্চে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সমুচ্চয় স্বীকার করিলে **অদ্বৈতহানির** সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক উদয়নাচার্য্যের মতের অনুবাদ।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষিগণ এইরূপ অদ্বৈতসিদ্ধান্তেও পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্যের মতের সহিত বিরোধ দেখাইবার জন্য প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্যের উক্তি এই অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী। যেহেতু, তিনি **আত্মতত্ত্ববিবেক** নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে,—সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় একধর্ম্মীতে থাকে না বলিয়া তাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ। এজন্য প্রপঞ্চে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সমুচ্চয় স্বীকার যেমন বিরুদ্ধ, তদ্রূপ সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাবরূপ সদসদ্বৈলক্ষণ্যও প্রপঞ্চে স্বীকার করা অসঙ্গত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, **প্রপঞ্চে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব এই ধর্ম্মদ্বয়ের সমুচ্চয় স্বীকার পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্যেরও মতবিরুদ্ধ।**

সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর অভাবস্বরূপ নহে বলিয়া বিরোধ নাই।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষিগণের একথা অসঙ্গত। কারণ, সদসদ্বিলক্ষণত্বই মিথ্যাত্ব—এই প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণে **সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় যে পরস্পরের অভাবস্বরূপ নহে,** তাহা বিশদভাবে বলা হইয়াছে। কালত্রয়াবাধ্যত্বই সত্ত্ব, আর সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতির অবিষয়ত্বই অসত্ত্ব—এইরূপ বলা হইয়াছে। আর এই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় যে পরস্পরের অভাবরূপ নহে, তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর বিরহরূপ না হইলে এতাদৃশ সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সমুচ্চয়-স্বীকার করিলে পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্যের সহিত মতবিরোধ ঘটিবে না।

বিষমসত্তাকত্বদ্বারা অবিরোধ প্রদর্শন।

আরও কথা এই যে, প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্বই মিথ্যাত্ব এবং তদভাব সত্যত্ব, এই সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব **পরস্পর অভাবস্বরূপ হইলেও ইহারা বিষমসত্তাক**। সুতরাং সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সমুচ্চয় স্বীকার করিলেও সমানসত্তাক সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সমুচ্চয় স্বীকার করা হয় নাই। অতএব পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্যের অভিমত সত্ত্বাসত্ত্বের বিরোধ এস্থলে স্বীকার করা হয় নাই। বস্তুতঃ, অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে তার্কিকমতসিদ্ধ সংযোগ ও তদভাবের দৃষ্টান্তদ্বারা সমানসত্তাক সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সমুচ্চয় স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাতে আচার্য্যাভিমতবিরোধের প্রত্যাখ্যানই করা হইয়াছে। অর্থাৎ আচার্য্যের মত অস্বীকারই করা হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার শঙ্কা।

যদি বলা যায়—আচার্য্যাভিপ্রেত সত্ত্বাসত্ত্বের বিরোধ অস্বীকার করিয়া যে সিদ্ধান্তিগণ প্রপঞ্চে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সমুচ্চয় সমর্থন করিলেন, তাহাতে ত পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্যের মতের সহিত বিরোধই ঘটিল। আর ইহাতে যদি এরূপ বলা যায় যে—আচার্য্যের উক্তরূপ

বিরোধপ্রদর্শন **বৌদ্ধমতাভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে,** কিন্তু বেদান্তমতখণ্ডনাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কারণ, আচার্য্যের যুক্তির তুল্যতাপ্রযুক্ত বৌদ্ধমতে ও অদ্বৈতমতে আচার্য্য-প্রদর্শিত দোষ ঘটিবেই; সুতরাং অদ্বৈতমতও আচার্য্যের মতের সহিত বিরুদ্ধই হইবে।

আচার্য্যোক্ত অসত্ত্ব ও মিথ্যাত্ব ভিন্ন বলিয়া খণ্ডন।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, **সিদ্ধান্তীর অভিমত মিথ্যাত্ব ও আচার্য্যের প্রদর্শিত অসত্ত্ব এক নহে।** প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, তাহা অসত্ত্ব নহে, যেহেতু উক্ত মিথ্যাত্ব অসৎ শশবিষাণাদিতে নাই। আর এই মিথ্যাত্বের অভাবই সত্যত্ব। এই সত্যত্ব স্বরূপসম্বন্ধে সৎপদার্থতার অবচ্ছেদক। আর এই স্বরূপসম্বন্ধ অসদ্বস্তুতে নাই বলিয়া অসতে সত্যত্ব ব্যবহার হয় না। আর এই মিথ্যাত্বাভাব ব্রহ্মস্বরূপাভিন্ন বলিয়া তাদৃশ অভাবের স্বরূপসম্বন্ধ ব্রহ্মে আছে। সত্য ব্রহ্ম বস্তুর ও মিথ্যাভূত সত্যত্বধর্ম্মের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে। সত্য ও মিথ্যাবস্তুর তাদাত্ম্যসম্বন্ধ সিদ্ধান্তীর অভিমতই বটে। এজন্য ব্রহ্মে সত্যত্বব্যবহার উপপন্ন হইয়া থাকে।

উদয়নাচার্য্যের অভিপ্রায়নির্ণয়দ্বারা বিরোধাভাব প্রদর্শন।

যদি বলা যায়, এই সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের বিরোধই উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা অসঙ্গত; কারণ, **সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের বিচার উদয়নাচার্য্যের প্রতিপাদ্য নহে।** আর এই সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের অভাব বিরুদ্ধ নহে। যেহেতু উক্ত অভাবদ্বয় অসদ্বস্তুতে আছে। এজন্য আচার্য্যের উক্ত সত্ত্ব ও অসত্ত্বের এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে যে, **অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব, আর তদভাব অসত্ত্ব।** এই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব বিরুদ্ধই বটে, এবং সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাব—ইহারাও বিরুদ্ধই বটে। প্রদর্শিতরূপ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব বৌদ্ধগণ স্বীকার করিয়া

থাকেন। আর পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য এই বৌদ্ধমতের অনুবাদ করিয়া তাঁহাদের মতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা অদ্বৈতবাদীর মতের দোষ নহে। এইরূপে যে অদ্বৈতবাদীর মতে দোষ হয় না, তাহা বিশদ-ভাবেই বলা হইয়াছে।

উদয়নাচার্য্যের প্রকৃত মত ও বেদান্তের সহিত অবিরোধ।

বিশেষ কথা এই যে, মিথ্যাত্বপ্রতিপাদকশ্রুতি ও অনুমান—এই প্রমাণদ্বয় সত্যত্বের সহিত মিথ্যাত্বের বিরোধগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি লৌকিক-প্রমাণকে উপমর্দ্দন অর্থাৎ স্বকার্য্যে অক্ষম করিয়াই সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব—এই উভয়ের মিথ্যাত্বসাধন করিয়া থাকে। আর ইহাই উদয়নাচার্য্যেরও সম্মত। **প্রতিযোগীর সহিত অভাবের বিরোধস্বীকার** যাহা উদয়নাচার্য্য করিয়াছেন, তাহা কেবল, **মন্দ অধিকারী জনের** উদ্ধারার্থ পরমকারুণিক মুনি যে ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া তাদৃশ ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা তাঁহার নিজের মত নহে। কারণ, **সর্ব্বমত অপেক্ষা অদ্বৈতমতকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়াই প্রতিপাদন করিয়াছেন**। আর ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, উক্ত বিরোধে আচার্য্যের সম্মতি নাই।

আত্মতত্ত্ববিবেকে অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠতা।

অদ্বৈতমতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা উদয়নাচার্য্য আত্মতত্ত্ববিবেকে যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা এই—

"ন গ্রাহ্যভেদমবধূয় ধিয়োঽস্তি বৃত্তি-
স্তদ্‌বাধকে বলিনি বেদনয়ে জয়শ্রীঃ।
নোচেদনিত্যমিদমীদৃশমেব বিশ্বং
তথ্যং তথাগতমতস্য তু কোঽবকাশঃ॥"

ইহার প্রথম চরণের অর্থ এই—'এখন আমি ঘট জানিতেছি, এখন

'আমি পট জানিতেছি'—এইরূপ অনুভবে ঘটপটাদি বিশেষণদ্বারাই জ্ঞান, পরস্পরব্যাবৃত্তরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঘটজ্ঞান পটজ্ঞানাদির ভেদক ঘটপটাদি বাহ্য বস্তু, যাহা ভূতলাদিতে প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই গ্রাহ্যভেদ অর্থাৎ ঘটাদি বাহ্য বস্তুকে 'অবধূয়' অর্থাৎ তিরস্কার করিয়া, বাহ্যবস্তুকে অলীক স্বীকার করিয়া, ঘটাদিরূপ আকারান্বিত জ্ঞানের জ্ঞানান্তর হইতে ভিন্নরূপে বৃত্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ কোন দেশে বা কালে সম্ভাবিত নহে।

দ্বিতীয় চরণের অর্থ—'তদ্বাধকে' তাহার—গ্রাহ্যভেদের অর্থাৎ ঘটাদি বাহ্য অর্থের 'বাধক' অদ্বৈতব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকার, যাহা ঘটাদি গ্রাহ্যবস্তুর উপাদান যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞান নিবৃত্তির সহিত ঘটাদি গ্রাহ্যবস্তুর নিবৃত্তির জনক, তাহা জীবন্মুক্ত পুরুষের সমাধিকালে বা বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বকালে, অদ্বৈতব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার হইলে "বলিনি" সমস্ত দ্বৈতবাদীর মত অপেক্ষা প্রবল "বেদনয়ে" বেদান্তদর্শনে, নিত্য একবিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মরূপ পরমপুরুষার্থের সিদ্ধিপ্রযুক্ত "জয়শ্রী" অর্থাৎ জয়োৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা।

তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাহ্য ঘটপটাদি বস্তুর ভেদপ্রযুক্তই প্রতিনিয়ত ঘট-পটাদিবিষয়ক জ্ঞানসমূহের ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে, গ্রাহ্যবস্তুর ভেদ স্বীকার না করিলে জ্ঞানভেদের সাধক যে প্রতিনিয়তবিষয়কত্ব তাহা থাকে না। ক্ষণিক অনেক বিজ্ঞানধারা কল্পনা করিলে গৌরব হয়। আর বিজ্ঞানের একত্বে লাঘব। নিত্য একবিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মপ্রতিপাদক ঔপনিষদ-মতে এই লাঘব আছে বলিয়া গ্রাহ্যভেদের বাধা করিলে বেদান্তমতেরই জয় হইবে। বেদান্তদর্শনে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপনিষৎ বাক্যদ্বারা নিত্য অদ্বিতীয় জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধগণ ক্ষণিক অনেক বিজ্ঞানধারা স্বীকার করেন। বৌদ্ধ ও বেদান্তী উভয়েই ঘটাদি গ্রাহ্যবস্তুর তিরস্কার অর্থাৎ অনঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

বেদান্তীর মতে যেরূপে গ্রাহ্যবস্তুর তিরস্কার হয়, তাহা বলা হইয়াছে। এস্থলে পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্যের "বেদনয়ে জয়ঃ" এইরূপ না বলিয়া "বেদনয়ে জয়শ্রীঃ" বলায় কি কেবল পাদপূরণমাত্রই অভিপ্রায় বা অন্য কোন অভিপ্রায় আছে? বস্তুতঃ এস্থলে বিশেষ অভিপ্রায়েই আচার্য্য "শ্রী"শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল বৌদ্ধমত অপেক্ষা বেদান্তমতের উৎকর্ষ দেখাইতে হইলে মাত্র "জয়" শব্দ প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট হইত। কিন্তু "শ্রী"শব্দ প্রয়োগ করায় বেদান্তমত কেবল বৌদ্ধমত হইতে শ্রেষ্ঠ নহে, কিন্তু সমস্ত দ্বৈতমত হইতেই শ্রেষ্ঠ—ইহাই বলা হইয়াছে। সমস্ত দ্বৈতমত অপেক্ষা এই বেদান্তমত প্রবল, ইহাই শ্রীশব্দদ্বারা সূচিত হইয়াছে। বৌদ্ধমত অপেক্ষা তার্কিকমত শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তার্কিকগণ বৌদ্ধগণের অঙ্গীকৃত বাহ্যার্থভঙ্গ ও ক্ষণভঙ্গ নিরাস করিয়া স্থিরবাহ্য অর্থাৎ অর্থ এবং আত্মা স্থির বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষণভঙ্গ স্বীকারে গৌরব। স্থৈর্য্যবাদে লাঘব, এজন্য বৌদ্ধমত অপেক্ষা তার্কিকমতে জয় হইবে। আর তার্কিকমত অপেক্ষাও সাংখ্যাদিমতে জয় হইবে। কারণ, সাংখ্যাচার্য্যগণ আত্মার অসঙ্গত্বাদি স্বীকার করিয়া থাকেন। তার্কিকগণ আত্মার অসঙ্গত্ব স্বীকার করেন না। আর বৌদ্ধ, তার্কিক ও সাংখ্যমত হইতে বেদান্তমতে জয়। যেহেতু বেদান্তী দ্বৈতবস্তুমাত্রের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। সাংখ্যাচার্য্যগণ সত্য দেহেন্দ্রিয়াদিপ্রপঞ্চের সহিত আত্মার সঙ্গ নাই—এইরূপ বলেন, কিন্তু এরূপ অসঙ্গত্ব আত্মার অসম্ভব বলিয়া বেদান্তাচার্য্যগণ আত্মার অসঙ্গত্বসিদ্ধির জন্য দেহেন্দ্রিয়াদি প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ব্যবস্থাপন করিয়া থাকেন। এই হেতু বেদান্তমতে জয়োৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা। আর ইহাই বুঝাইবার জন্য আচার্য্য জয় শব্দের সহিত শ্রীশব্দ যোগ করিয়াছেন।

আর আচার্য্য যে, এই শ্লোকের তৃতীয় ও চতুর্থচরণে বৌদ্ধমতাপেক্ষা তার্কিকমতের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তাহার

অভিপ্রায় এই যে, যতক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায় চিত্ত শুদ্ধ হয় না, ততক্ষণ বেদান্তশ্রবণাদি করিলেও অদ্বৈতব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার হয় না, এজন্য তাঁহাদের পক্ষে বিশ্ব অনিত্যরূপে প্রতীয়মান হইলেও ব্যবহারকালমাত্রে অবাধিত বলিয়া সত্যরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। এই জন্যই তার্কিকগণ প্রপঞ্চকে আপাততঃ ব্রহ্মবৎ পরমার্থ সত্য বলিয়া থাকেন। আর তার্কিকগণের মতে এই প্রপঞ্চের ব্যবহারকাল-মাত্র অবাধ্যত্ব থাকিলেও ব্রহ্মের কালত্রয়াবাধ্যত্বরূপ পারমার্থিক সত্ত্বের ব্যাঘাত নাই। সুতরাং আচার্য্য "নো চেৎ" বলিয়া যে পক্ষান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেও প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক সত্ত্ব লব্ধ হইতেছে, এবং বেদান্তদর্শনে "জয়শ্রী"ও সূচিত হইতেছে।

তৃতীয় ও চতুর্থচরণের অর্থ এই—"নো চেৎ" অর্থাৎ পক্ষান্তরেও "ইদং" অর্থ—এই বিশ্বপ্রপঞ্চ "ঈদৃশমেব" অর্থ—পূর্ব্বের মতনই, অর্থাৎ এই প্রপঞ্চ অলীকও নহে, আর পারমার্থিকও নহে, কিন্তু **অনিত্য**। আর ইহা "তথা" অর্থাৎ ব্যবহারকালমাত্রে অবাধ্য। সুতরাং "তথাগত-মতস্য" অর্থাৎ জ্ঞান হইতে অত্যন্ত অভিন্ন বাহ্য জগৎ অলীক—এইরূপ বৌদ্ধমতের "কোঽবকাশঃ" অর্থাৎ অবকাশ কোথায়? অর্থাৎ প্রপঞ্চ যে সদ্রূপে প্রতীতির যোগ্য, ইহা সর্ব্বমতসিদ্ধ এবং জ্ঞান হইতেও তাহা অত্যন্ত ভিন্ন, জ্ঞানটী আন্তর বস্তু এবং ঘটাদিপ্রপঞ্চ বাহ্যবস্তু, সুতরাং জ্ঞান হইতে অত্যন্ত অভিন্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয় অলীক। কিন্তু বিষয় অলীক হইতে পারে না। যেহেতু তাহা সদ্রূপে প্রতীত হয়, আর জ্ঞান হইতে অত্যন্ত অভিন্ন হইতে পারে না যেহেতু জ্ঞান আন্তর বস্তু, আর বিষয় বাহ্যবস্তু।

আত্মতত্ত্ববিবেকের অন্য কথার দ্বারা প্রমাণ।

আরও কথা এই যে, পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য **আত্মতত্ত্ববিবেক** গ্রন্থে সমস্ত দর্শনমত নিরাকরণপূর্ব্বক বেদান্তমতকেই পুরস্কৃত করিয়াছেন।

কারণ, তিনি উক্ত গ্রন্থে **বেদান্তমত অবলম্বন করিয়াই শূন্য-বাদিমত নিরাকরণ করিয়াছেন,** যথা—

"অস্তু তর্হি শূন্যতা এব পরমনির্ব্বাণম্ ইতি চেৎ ন। সা হি যদি অসিদ্ধা, কথং তদবশেষং বিশ্বম্? পরতশ্চেৎ সিদ্ধা, পরোঽপি অভ্যুপগন্তব্যঃ, স চ পরঃ যদি সংবৃতিরেব, বিশ্বশূন্যতয়োঃ ন কশ্চিদ্‌বিশেষঃ, কথং তদপি অবশিষ্যেত? অসংবৃতিশ্চেৎ পরঃ, পরতঃ এব সিদ্ধা, অনবস্থা। স্বয়ম্ অসিদ্ধা চেৎ, কথং শূন্যত্বমপি সাধয়েৎ। স্বতঃসিদ্ধা চেৎ, আয়াতোঽসি মার্গেণ। তথাহি স্বতঃসিদ্ধতয়া তদনুভবরূপং, শূন্যত্বাদেব ন তস্য কালাবচ্ছেদঃ ইতি নিত্যম্। অতএব ন তস্য দেশাবচ্ছেদঃ ইতি ব্যাপকম্। অতএব নির্ধর্ম্মকম্ ইতি বিচারাস্পৃষ্টম্; তস্য ধর্ম্মধর্ম্মিভাবম্ উপাদায় প্রবৃত্তেঃ। অতএব তস্য বিশেষাভাবঃ ইতি অদ্বৈতম্। প্রপঞ্চস্য অপারমার্থিকত্বাদেব নিষ্প্রতিযোগিকম্ ইতি বিধিরূপম্। অবিচারিতপ্রপঞ্চাক্ষেপাৎ তু শূন্যম্ ইতি ব্যবহারঃ। তথাপি প্রপঞ্চশূন্যস্য অনুভবমাত্রস্য প্রপঞ্চেন কঃ সম্বন্ধঃ? যেন অয়ং প্রকাশতে ইতি চেৎ? বস্তুতঃ ন কশ্চিৎ, সংবৃত্যা তু গগনগন্ধর্ব্ব-নগরয়োঃ আধারাধেয়ভাবঃ ইব বিষয়বিষয়িভাবঃ। স চ যথা নৈয়ায়িকৈঃ সমর্থয়িষ্যতে তথৈব বেদান্তিভিস্তু অসৌ অস্মিন্ দর্শনে ইতি বিশেষঃ। অবিদ্যৈব হি তথা তথা বিবর্ত্ততে, যথা অনুভবীয়তয়া ব্যবহ্রিয়তে, তত্তন্মায়োপনীতোপাধিভেদাৎ চ অনুভূতিরপি ভিন্না ইব ব্যবহারপথম্ অবতরতি, গগনমিব স্বপ্নদৃষ্টঘটকটাহকোটরকুটীকোটিভিঃ।"

ইহার অর্থ—তাহা হইলে সর্ব্বশূন্যতাবাদী মাধ্যমিকমতে, **শূন্যতাই পরমনির্ব্বাণ হউক।** যেহেতু শূন্যতাতে হেয়ও নাই, উপাদেয়ও নাই, এবং হেয়সাধন ও উপাদেয়সাধনও নাই; আর এজন্য দ্বেষভয়রাগাদিরও-সম্ভাবনা নাই। এইজন্য শূন্যতাই পরমানন্দস্বরূপ?—**এইরূপ আশঙ্কাতে পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অবলম্বন**

করিয়া এই শূন্যবাদ নিরাকরণ করিতেছেন। যথা—মাধ্যমিকগণের উক্তরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, মাধ্যমিকগণ যে শূন্যতাতেই বিশ্বের পর্য্যবসান বলিতেছেন, সেই শূন্যতা **যদি অসিদ্ধ হয়,** তবে বিশ্বের শূন্যতাতে পর্য্যবসান হইবে কিরূপে? বিশ্বও অসিদ্ধ, শূন্যতাও অসিদ্ধ।

আর **শূন্যতা অসিদ্ধ হইলেও** যদি তাহাতে বিশ্বের পর্য্যবসান হয় তবে, অসিদ্ধ বিশ্বেই বা শূন্যতার পর্য্যবসান হইবে না কেন?

আর যদি **শূন্যতা পরতঃসিদ্ধ হয়** তবে, শূন্যতার সাধক যে "পর" তাহাও স্বীকার করিতে গেলে শূন্যতাই সিদ্ধ হইবে না।

আর যদি **সেই পরও সম্বৃতিরূপ** অর্থাৎ ভ্রমরূপ বল, তবে বিশ্ব ও শূন্যতার কোন ভেদ থাকিল না। কারণ, উভয়ই ভ্রমসিদ্ধ।

আরও কথা এই যে, ভ্রমসিদ্ধ বিশ্ব যেমন অবশিষ্যমান হইতে পারে না, তদ্রূপ ভ্রমসিদ্ধ শূন্যতারই বা অবশেষ হইবে কিরূপে? মূলগ্রন্থে যে "তদপি" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—"শূন্যমপি"।

আর যদি **শূন্যতাসাধক পর অসম্বৃতিরূপ** অর্থাৎ অনুভূতিরূপ হয়, এবং সেই **পরও পরতঃই সিদ্ধ হয়** তবে, অনবস্থা হইবে।

আর **এই অসম্বৃতি** অর্থাৎ অনুভব **যদি স্বয়ং অসিদ্ধ হয়,** তবে তাহা শূন্যতারই বা সাধক হইবে কিরূপে? অসিদ্ধ অনুভবদ্বারা শূন্যতার সিদ্ধি হইলে বিশ্বেরই বা সিদ্ধ হইবে না কেন? তাহাও ত অনুভবসিদ্ধ। সেই অনুভব অসিদ্ধ হয় বলিয়াই ত বিশ্বের অসিদ্ধি হয়।

আর যদি **মাধ্যমিকগণ শূন্যতাকে স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করেন,** তদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—মাধ্যমিকগণ আমাদের পথে আসিয়াছেন। অর্থাৎ ঔপনিষদমত স্বীকার করিতেছেন। এই ঔপনিষদমতই অদ্বৈতবেদান্তমত। এই শূন্যতাই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া তাহা অনুভবরূপ হইবে। কারণ, যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহাই অনুভবস্বরূপ।

আর ইহা শূন্যস্বরূপ বলিয়া **দ্বিতীয়রহিত অসঙ্গ** বলিতে হইবে। **এজন্য তাহার কালসম্বন্ধ হইতে পারে না।** এই হেতু ইহাকে **নিত্য** বলা হয়। কালপরিচ্ছিন্ন বস্তুই অনিত্য, আর যাহা কাল-পরিচ্ছিন্ন নহে, তাহাই নিত্য। অদ্বিতীয় অসঙ্গ বস্তুর কালপরিচ্ছেদ সম্ভাবিতই নহে। এজন্য **অসঙ্গ বস্তুতে নিত্যপদের ঔপচারিক প্রয়োগ** হইয়া থাকে।

আর এই শূন্যবস্তুর **অসঙ্গত্বপ্রযুক্তই দেশাবচ্ছেদও সম্ভাবিত নহে।** এহেতু তাহাকে **ব্যাপক** বলা হয়। অর্থাৎ অসঙ্গ স্বপ্রকাশ-বস্তুতে **ব্যাপকপদের এইরূপে ঔপচারিক প্রয়োগ হয়।**

আর **অদ্বিতীয় শূন্যবস্তু নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহা বিচারের অবিষয়।** কারণ, বিচারমাত্রই ধর্ম্মধর্ম্মিভাব লইয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। স্বপ্রকাশবস্তুতে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব নাই বলিয়া তাহা সর্ব্ববিধ বিচারের অতীত।

আর এই স্বপ্রকাশ অনুভবরূপ বস্তুতে যে বিশেষরূপ প্রপঞ্চের অভাব আছে, আর সেই অভাব অধিকরণীভূত অনুভবস্বরূপ বলিয়া তাহাতে **অদ্বৈতপদের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।**

এই অদ্বৈতবস্তু সর্ব্ববিধ প্রপঞ্চের নিষেধস্বরূপ হইয়াও **ভাবস্বরূপ হইবে**। কারণ, অভাবমাত্রই সবিকল্পকপ্রতীতিবেদ্য। **অভাব-প্রতীতিমাত্রই** প্রতিযোগিবিষয়ক হয় বলিয়া তাহা **নির্ব্বিকল্পক প্রতীতিবেদ্য হইতে পারে না।** কিন্তু এই স্বপ্রকাশস্বরূপ অনুভববস্তু সবিকল্পকপ্রতীতিবেদ্য নহে। এজন্য তাহা সপ্রতিযোগিকও নহে। প্রতিযোগী প্রপঞ্চ, অপারমার্থিক অর্থাৎ সদসদ্রূপে অনির্ব্বচনীয়, এজন্য অপারমার্থিক প্রপঞ্চের নিষেধ সপ্রতিযোগিক নহে। সর্ব্বনিষেধ-স্বরূপ হইয়াও উক্ত অনুভব সপ্রতিযোগিক হইল না।

আরও কথা—প্রপঞ্চ বিচারনির্ণীত নহে, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি-

প্রপঞ্চ বলিয়া প্রতিযোগীর সিদ্ধি বা অসাদ্ধপ্রযুক্ত প্রপঞ্চনিষেধেরও ব্যাঘাত হইল না। নির্ব্বাচ্যপ্রতিযোগিক যে অভাব তাহাই সপ্রতিযোগিক হয়। অনির্ব্বাচ্যপ্রতিযোগিক অভাবকে সপ্রতিযোগিক বলা যায় না। আর ইহাই আচার্য্য এস্থলে বলিতেছেন—**অনির্ব্বাচ্য প্রতিযোগিক অভাবস্বরূপ হইয়াও স্বপ্রকাশ অনুভব, নিষ্প্রতিযোগিক হইয়া থাকে।** অর্থাৎ তাহাকে ভাবস্বরূপ বলা হয়। এজন্য তাহা **সবিকল্পকপ্রতিবেদ্যও নহে।**

আর বিচারদ্বারা আনীত প্রপঞ্চের অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি-প্রসক্ত প্রপঞ্চের "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা অভাব ব্রহ্মে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে বলিয়া তাহাকে **শূন্য পদের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।**

সুতরাং দেখা গেল—সর্ব্বনিষেধাধিকরণ স্বপ্রকাশ অনুভবস্বরূপ ব্রহ্মে স্বতঃসিদ্ধতাপ্রযুক্ত **অনুভবশব্দের,** কালাবচ্ছেদরাহিত্যপ্রযুক্ত **নিত্য-শব্দের,** দেশাবচ্ছেদরাহিত্যপ্রযুক্ত **ব্যাপকশব্দের,** সর্ব্বধর্ম্মরাহিত্য-প্রযুক্ত **বিচারাস্পৃষ্টশব্দের,** সর্ব্ববিশেষাভাবপ্রযুক্ত **অদ্বৈতশব্দের,** প্রপঞ্চের অপারমার্থিকত্বপ্রযুক্ত সর্ব্বপ্রপঞ্চনিষেধস্বরূপে **বিধি বা ভাব-শব্দের,** অবিচারিত প্রপঞ্চের নিষেধপ্রযুক্ত **শূন্যশব্দের ঔপচারিক-প্রয়োগ হইয়া থাকে।** এই প্রপঞ্চশূন্যটী অনুভবস্বরূপ সদ্‌বস্তুই হইবে।

এখন এই অনুভবস্বরূপ শুদ্ধবস্তুর সহিত প্রপঞ্চের সম্বন্ধ কি দেখা আবশ্যক। অনুভবস্বরূপ সদ্‌বস্তুর সহিত প্রপঞ্চের বিষয়বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে প্রপঞ্চেরও পারমার্থিকত্বপ্রসঙ্গ হইবে। যেহেতু প্রপঞ্চ পারমার্থিক অনুভবের সম্বন্ধী হইতেছে। কোন সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে প্রপঞ্চও প্রকাশমান হইতে পারিবে না। **এতদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—বস্তুগত্যা কোন সম্বন্ধ নাই।** কিন্তু

অবিদ্যাপ্রযুক্ত তাদৃশ বিষয়বিষয়িভাব ব্যবহার হয়। যেমন পারমার্থিক-গগনের সহিত মিথ্যা গন্ধর্বনগরের আধার-আধেয়ভাব স্বীকার করা হয়, সেইরূপ মিথ্যা প্রপঞ্চের সহিত পরমার্থ সত্য অনুভবের বিষয়বিষয়িভাব স্বীকার করা হইয়া থাকে। প্রপঞ্চের আবিদ্যক অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত সম্বন্ধটী পরমার্থ সত্য অনুভবে সম্ভাবিত নহে। এই বিষয়বিষয়িভাবসম্বন্ধ যেমন নৈয়ায়িকগণ সমর্থন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ পারমার্থিক প্রকাশের সহিত বিষয়ের তদীয়তামাত্র নিবন্ধন স্বভাববিশেষকেই বিষয়ত্ব বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ বেদান্তমতেও বিষয়নিষ্ঠ সম্বন্ধ, অর্থাৎ বিষয়ত্ব বলা হইয়া থাকে। তার্কিকমতে বিষয়ীর তাদাত্ম্যভিন্ন সম্বন্ধ, বিষয়ে স্বীকার করা হইলেও বেদান্তদর্শনে তাদাত্ম্যসম্বন্ধই স্বীকার করা হয়। এই তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অবিদ্যাপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। **এই তাদাত্ম্য সম্বন্ধটী বিষয়িনিরূপিত এবং বিষয়নিষ্ঠ।** বিষয়ের সহিত বিষয়ীর পরস্পরাধ্যাস হইয়া থাকে বলিয়া বিষয়ে বিষয়িতাদাত্ম্যই **বিষয়তা** এবং বিষয়ীতে বিষয়তাদাত্ম্যই **বিষয়িতা।** দৃক্ ও দৃশ্যের পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাস হইলেও **শুদ্ধচৈতন্যের তাদাত্ম্যাধ্যাস হয় না। শুদ্ধচৈতন্য অধ্যস্ত না হইয়াই স্বপ্রকাশ বলিয়া ভাসমান হয়।** আর **বিষয় অধ্যস্ত হইয়া ভাসমান হয়।** অনুভবতাদাত্ম্য অনুভবভিন্ন বস্তুতেই কল্পিত হয়। এজন্য অনুভবতাদাত্ম্যরূপ বিষয়তা অনুভবভিন্ন প্রপঞ্চেই থাকে, কিন্তু অনুভবে থাকে না। অবিদ্যাই প্রপঞ্চের সহিত অনুভবের সম্বন্ধ ঘটনা করিয়া থাকে। **অবিদ্যার পরিণামপ্রযুক্তই বিষয় অনুভবীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।** মায়াকল্পিত তত্তদুপাধিভেদপ্রযুক্ত অনুভূতি অভিন্ন হইয়াও ভিন্নের মত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন গগন এক হইয়াও স্বপ্নদৃষ্ট ঘটকটাহকোটরভেদে ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপে শূন্যবাদ নিরাকরণ করিয়া পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—

"তদ্ আস্তাং তাবৎ, কিম্ আর্দ্রকবণিজঃ বহিত্রচিন্তয়া ইতি। তস্মাৎ অনুভববাবস্থিতৌ অনাত্মাপি স্ফুরতি ইতি অবর্জনীয়ম্; ইতি প্রবিশ বা অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিকুক্ষিম্, তিষ্ঠ বা মতিকর্দ্দমম্ অনপায় ন্যায়ানুসারেণ নীলাদীনাং পারমার্থিকত্বে" ইতি।

অর্থাৎ শূন্যবাদ নিরাকরণানন্তর আচার্য্য বলিতেছেন—"বেদান্ত-মতের কথা এখন থাকুক, আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে দরকার কি? অনুভবব্যবস্থার জন্য অনাত্মা ঘটাদিবস্তুও প্রকাশ পায়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর অনাত্ম বস্তু প্রকাশমান হয়, ইহা স্বীকার করিলে, ঘটাদি অনাত্ম বস্তুর, হয়—অনির্ব্বচনীয়তা, অথবা তাহাদের পারমার্থিকতা স্বীকার করিতে হইবে, এজন্য বৌদ্ধমতের কোন অবকাশ থাকিবে না।

উদয়নাচার্য্যের বাক্যার্থবিচারের উপসংহার

সুতরাং পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্যের বাক্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি অদ্বৈতসিদ্ধান্তের অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। যদিও মন্দাধিকারিজনের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া ব্যাবহারিক সত্যতা-পক্ষেরও উপপাদন করিয়াছেন, তথাপি অদ্বৈতসিদ্ধান্তেই তাঁহার নির্ভরতা ছিল। এই আত্মতত্ত্ববিবেকগ্রন্থে একস্থানে আচার্য্য নিজেও বলিয়াছেন—এই উপনিষন্মতই মোক্ষনগরীর সিংহদ্বার। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষিগণ আচার্য্যের বাক্য অবলম্বন করিয়া যে অদ্বৈতমতখণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিতান্ত অসঙ্গত।

মিথ্যাত্বে মিথ্যাত্ববিচারের উপসংহার।

এখন তাহা হইলে দেখা গেল—সিদ্ধান্তী যে প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের পাঁচটী লক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটীই নির্দ্দোষ এবং সেই মিথ্যাত্বটী মিথ্যা কি সত্য বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী যে কুতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাও আত্মান্তর এবং পূর্ব্বপক্ষীর স্বপক্ষব্যাঘাতক। আর একটু

প্রপঞ্চমিথ্যাত্বও যে মিথ্যা, ইহাই সিদ্ধান্তীর অভিমত। আর এই পক্ষে কোন দোষ নাই—ইহাই প্রতিপন্ন হইল।

গ্রন্থের উপসংহার।

যাহা হউক অদ্বৈতসিদ্ধি করিতে গেলে দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে হয়, (২৯পৃঃ) আর সেই দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে যদি উভয়পক্ষে বিচার হয়, তাহা হইলে তাহাতে মধ্যস্থের বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন করাও আবশ্যক হয় (৬৩ পৃঃ)।

এরূপ বিচারে সেই বিপ্রতিপত্তিবাক্যটী যদি সামান্যাকারে প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার আকার হইবে—**ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি ন বা, পারমার্থিকত্বাকারেণ উক্ত নিষেধপ্রতিযোগি ন বা** (৯৫ পৃঃ)।

আর যদি উক্ত বিপ্রতিপত্তি বিশেষ আকারে প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার আকার হইবে—**বিয়ৎ মিথ্যা ন বা, পৃথিবী মিথ্যা ন বা** ইত্যাদি। বিপ্রতিপত্তি বাক্য শ্রবণের পর সিদ্ধান্তী স্বপক্ষস্থাপনের জন্য যে অনুমান করেন (১৬৬ পৃঃ) তাহা—

বিমতং মিথ্যা ... ... (প্রতিজ্ঞা)

দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, অংশিত্বাৎ (হেতু)

যথা শুক্তিরজতম্ ... (উদাহরণ)

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্তীর কথিত এই অনুমানের সাধ্য যে মিথ্যাত্ব, তাহার সিদ্ধান্তসম্মত লক্ষণ পাঁচটীর যথাসম্ভবরূপে খণ্ডনের চেষ্টা করেন, এবং সিদ্ধান্তী সেই খণ্ডনের উদ্ধার করেন। সেই **পাঁচটী লক্ষণ** এই—

প্রথম—"সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপম্ অনির্ব্বাচ্যত্বং মিথ্যাত্বম্" (১৮৬ পৃঃ)। অর্থাৎ "সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং ধর্ম্মদ্বয়ং মিথ্যাত্বম্" (২৪০ পৃঃ) অথবা "সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতি-

যোগিকভেদদ্বয়ং মিথ্যাত্বম্" (২৭৩ পৃঃ) অথবা "সত্ত্বাত্যন্তা-ভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টং মিথ্যাত্বম্।" (৩৪৬ পৃঃ)

দ্বিতীয়—"প্রাতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্" (২৬৭ পৃঃ)। অর্থাৎ "যেন সম্বন্ধেন যদবচ্ছেদেন যদধিকরণতয়া যৎ প্রতিপন্নং তেন সম্বন্ধেন তদবচ্ছেদেন তদধিকরণকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং তস্য মিথ্যাত্বম্" (৬১৬ পৃঃ) অথবা "সন্মাত্রনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বম্" (৬১৯ পৃঃ)

তৃতীয়—"জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্"। (৬৯১ পৃঃ) অথবা "জ্ঞানত্ব-ব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্" (৭৬৭ পৃঃ) অথবা "সাক্ষাৎকারত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্"। (ঐ)

চতুর্থ—"স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্"। (৭৮৯পৃঃ)

পঞ্চম—"সদ্বিবিক্তত্বং মিথ্যাত্বম্" (৮৩৯ পৃঃ)।

অতঃপর পূর্ব্বপক্ষী **এই সাধ্য মিথ্যাত্বটী মিথ্যা কি সত্য** বলিয়া সিদ্ধান্তে দোষ প্রদর্শন (৮৬৭ পৃঃ) করায় সিদ্ধান্তী তাহার খণ্ডন করিয়া পরমপূজ্য উদয়নাচার্য্যের বাক্যদ্বারা (৯২৩—৯৫০ পৃঃ) প্রতিপন্ন করিলেন যে **অদ্বৈতসিদ্ধান্তই সত্য**।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মবিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধির মিথ্যাত্বসামান্যোপপত্তির তাৎপর্য্যব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

শ্রীমদ্ব্যাসতীর্থবিরচিত-

ন্যায়ামৃতম্।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

(দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণখণ্ডনপ্রারম্ভঃ)

১। ন দ্বিতীয়ং, ত্রৈকালিকনিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বে অদ্বৈত-হানেঃ। প্রাতিভাসিকত্বে সিদ্ধসাধনাৎ। ব্যাবহারিকত্বেঽপি তস্য বাধ্যত্বেন তাত্ত্বিকসত্ত্বাঽবিরোধিত্বেন অর্থান্তরাৎ। অদ্বৈত-শ্রুতেঃ অতত্ত্বাবেদকত্বাপাতাচ্চ। তৎপ্রতিযোগিনঃ অপ্রাতি-ভাসিকস্য প্রপঞ্চস্য পারমার্থিকত্বাপত্তেশ্চ।

১। **অনুবাদ**—প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্বই মিথ্যাত্ব—বিবরণাচার্যসম্মত এই দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণ খণ্ডনা-ভিপ্রায়ে মূলকার বলিতেছেন—**ন দ্বিতীয়ং**, ইত্যাদি; অর্থাৎ এই দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণটী সঙ্গত নহে। কারণ মিথ্যাত্বের ঘটক ত্রৈকালিক-নিষেধটী যদি তাত্ত্বিক অর্থাৎ পরমার্থসত্য হয়, তবে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হয়। অর্থাৎ পরমার্থসত্য দুইটী বস্তু স্বীকার করিতে হয়। একটী ব্রহ্ম ও অপরটী এই অভাব।

যদি পূর্ব্বপক্ষী এই ত্রৈকালিকনিষেধটীকে প্রাতিভাসিক বলিয়া স্বীকার করেন, তবে সিদ্ধসাধন হয়। কারণ, প্রাতিভাসিক ত্রৈকালিক-নিষেধের প্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চে সিদ্ধ হইলেও এবং তাহা প্রপঞ্চের সত্যত্বের বিরোধী নহে বলিয়া ইহা সিদ্ধান্তীর ইষ্ট হইলেও এতাদৃশ মিথ্যাত্বানুমানে এই সিদ্ধসাধনটী দোষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, সিদ্ধসাধনতা লক্ষণের দোষ নহে, উহা অনুমানের দোষ। এইরূপ সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে।

আর যদি উক্ত নিষেধটীকে ব্যাবহারিক বলা যায়, তবে এই ব্যাবহারিক নিষেধ ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য বলিয়া এই বাধ্যনিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকসত্ত্বরূপ তাত্ত্বিক সত্ত্বের অবিরোধী হয়, এজন্য এতাদৃশ মিথ্যাত্বানুমানে অর্থান্তর দোষই হইবে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, অনুমানদ্বারা প্রপঞ্চে বাধ্যনিষেধপ্রতিযোগিত্বের সিদ্ধি হইলেও, তাহা প্রপঞ্চের পরমার্থসত্যত্বের বিরোধী নহে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। এজন্য তাদৃশ মিথ্যাত্বানুমানে অর্থান্তর দোষই হইবে। অর্থাৎ প্রপঞ্চে ত্রৈকালিকসত্তার নিষেধটী বাধ্য হইলে, প্রপঞ্চে ত্রৈকালিকসত্তারই সিদ্ধি হইবে।

আরও কথা এই যে, ব্যাবহারিকপ্রতিযোগীর অধিকরণে প্রতিযোগীর ব্যাবহারিকনিষেধ অনুমান করিতে গেলে বাধদোষও হইবে।

নিষেধের ব্যাবহারিকত্ব পক্ষে আরও দোষ এই যে, ব্যাবহারিক নিষেধটী মিথ্যা, ব্যাবহারিক নিষেধকে মিথ্যা না বলিলে এই নিষেধেই দৃশ্যত্ব হেতুর ব্যভিচার দোষ ঘটিবে। এই মিথ্যাভূত নিষেধের প্রতিপাদক "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্ব অর্থাৎ অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িবে। তত্ত্বাবেদকত্বই প্রামাণ্য। সর্ব্বথা অবাধ্যত্বই তত্ত্ব। এই নিষেধটী ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য, সুতরাং এতাদৃশ নিষেধের প্রতিপাদক শ্রুতির তত্ত্বাবেদকত্বরূপ প্রামাণ্য থাকিতে পারে না।

মিথ্যাত্বের ঘটক নিষেধটীকে ব্যাবহারিক বলিলে আরও দোষ এই যে, ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বাপত্তিও হয়। কারণ, সমানাধিকরণ প্রতিযোগী ও তাহার নিষেধ সমানসত্তাক হইতে পারে না। যেমন ঘটের অধিকরণে ঘটের অভাব ঘটের সমানসত্তাক হইতে পারে না।

যদি বলা যায়, ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বাপত্তি হইবে কেন? উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চকে প্রাতিভাসিকও ত বলা যাইতে পারে। যেমন শুক্তিরজতের অত্যন্তাভাব ব্যাবহারিক হইলেও তাহার প্রতিযোগী শুক্তিরজত প্রাতিভাসিকই হইয়া থাকে, সেইরূপ এস্থলেও ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চ প্রাতিভাসিক হইতে পারিবে। এজন্য মূলকার বলিতেছেন—অপ্রাতি-

২। কিঞ্চ নিষেধপ্রতিযোগিত্বং কিং স্বরূপেণ, কিংবা অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপানুপমর্দ্দেন পারমার্থিকত্বাকারেণ। নাদ্যঃ, শ্রুত্যাদিসিদ্ধোৎপত্ত্যাদিকার্য্যস্য অর্থক্রিয়াসমর্থস্য অবিদ্যোপাদানকস্য তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যস্য চ বিয়দাদেঃ রূপ্যাদেশ্চ ধীকালে বিদ্যমানেন অসদ্বিলক্ষণস্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধাযোগাৎ। ত্রৈকালিকনিষেধং প্রতি স্বরূপেণ আপণস্থরূপ্যং পারমার্থিকত্বাকারেণ প্রাতিভাসিকরূপ্যং বা প্রতিযোগি ইতি ত্বম্মতত্যানেশ্চ অত্যন্তাসত্ত্বাপাতাচ্চ।

ভাসিকস্য. ইত্যাদি। বিয়দাদিপ্রপঞ্চ যে অপ্রাতিভাসিক, তাহা যেমন সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন, সেইরূপ পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণও বিয়দাদিপ্রপঞ্চের অপ্রাতিভাসিকত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্যাবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চ ব্যাবহারিকও হইতে পারে না, প্রাতিভাসিকও হইতে পারে না। এজন্য পূর্ব্বপক্ষীকে বাধ্য হইয়াই তাদৃশ প্রপঞ্চকে পারমার্থিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।১

২। **অনুবাদ**—বায়ুতে রূপের যেমন স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাব স্বীকার করা হয়, সেইরূপ কি ব্রহ্মে প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাব পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করিবেন? এবং পুরোবর্ত্তী বস্তুতেও রজতের স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাব স্বীকার করিবেন? অথবা, যেমন ঘটাদিতে বাচ্যত্বধর্ম্ম থাকিলেও সমবেতত্বরূপে ঘটাদিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব বাচ্যত্বধর্ম্মে থাকে, সেইরূপ শুক্তিতে রজত স্বরূপতঃ থাকিলেও পারমার্থিকত্বরূপে শুক্তিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব রজতে স্বীকার করা হইবে, এইরূপ পারমার্থিকত্বরূপে ব্রহ্মনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব প্রপঞ্চেও থাকিতে পারিবে। ইহাই প্রদর্শিত বিকল্পের অর্থ। পারমার্থিকত্বরূপে শুক্তিরজতের অভাব ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব। কারণ, পারমার্থিকত্বধর্ম্ম শুক্তিরজতে নাই—এইরূপ পারমার্থিকত্বরূপে প্রপঞ্চের অভাবও ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব; যেহেতু পূর্ব্বপক্ষিগণ প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্ব স্বীকার করেন না। শুক্তিতে রজতের স্বরূপতঃ

ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে শুক্তিরজতের সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই স্বীকার করা হয়, আর তাহাতে শুক্তিরজতের অত্যন্তঅসত্ত্বাপত্তি হয়। বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি অত্যন্ত অসদ্বস্তুরও সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই অসত্ত্ব। এইরূপ প্রপঞ্চেরও স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তি হয়। এই অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তি বারণ করিবার জন্য মূলে **পারমার্থিকত্বাকারেণ বা** বলা হইয়াছে। শুক্তিতে রজত স্বরূপতঃ থাকিলেও পারমার্থিকত্বরূপে নাই। এইরূপ প্রপঞ্চও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ থাকিলেও পারমার্থিকত্বরূপে নাই। পারমার্থিকত্বরূপে না থাকিলেও স্বরূপতঃ আছে বলিয়া প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতে ও ব্যাবহারিক আকাশাদিপ্রপঞ্চে অত্যন্তঅসত্ত্বাপত্তি হইল না। আর এজন্য প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের অসদ্বিলক্ষণস্বরূপ যাহা পূর্ব্বপক্ষীরও সম্মত, তাহার আর উপমর্দ্দন হইল না। ইহাই **অসদ্বিলক্ষণস্বরূপানুপমর্দ্দেন** কথাদ্বারা বলা হইয়াছে।

এইরূপে কল্পদ্বয় প্রদর্শন করিয়া প্রথম কল্পে দোষ দেখাইতেছেন— **নাদ্যঃ** ইত্যাদি। অর্থাৎ শুক্তিরজতের ও প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করিতে পারেন না; যেহেতু প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও নাশ প্রভৃতি শ্রুত্যাদি প্রমাণসিদ্ধ। ইহারা অসৎস্বরূপ হইলে ইহাদের উৎপত্তি বা নাশ হইতে পারিত না। যেমন বন্ধ্যাপুত্রের উৎপত্তি ও নাশ নাই। এইরূপ অর্থক্রিয়াসামর্থ্যও অসদ্বস্তুর নাই, কিন্তু প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের অর্থক্রিয়াসামর্থ্য আছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষী প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক—এই দ্বিবিধ প্রপঞ্চের উপাদান অবিদ্যাকে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই দ্বিবিধ প্রপঞ্চ অত্যন্ত অসৎস্বরূপ হইলে আর সোপাদান হইতে পারিত না। যেমন বন্ধ্যাপুত্রের কোন উপাদান নাই—ইহাও তদ্রূপ।

আরও কথা এই যে, এই দ্বিবিধ প্রপঞ্চকেই পূর্ব্বপক্ষিগণ তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য বলিয়া স্বীকার করেন। এই দ্বিবিধ প্রপঞ্চ অসৎস্বরূপ হইলে আর তাহার নাশ সম্ভব হইত না। যেমন অত্যন্ত অসদ্ বন্ধ্যাপুত্রের নাশ সম্ভাবিত নহে। এই দ্বিবিধ প্রপঞ্চই সদ্রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

৩। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বমপি হি অন্যত্রাসত্ত্বেন সম্মতস্য পটাদেঃ সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্বপর্য্যন্তম্ ইতি ত্বন্মতম্ অন্যথা অন্যত্র তৎসত্ত্বা-

এজন্য প্রপঞ্চ নিঃস্বরূপ বা অত্যন্ত অসৎ হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব দ্বিবিধ প্রপঞ্চে নাই। সুতরাং এতাদৃশ মিথ্যাত্বের অনুমান করিতে গেলে বিয়দাদি প্রপঞ্চে বাধ এবং শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য দোষ হইবে।

আরও কথা এই যে, শুক্তিরজতাদির স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্তবিরোধ দোষও ঘটিবে। কারণ, পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন—রজতভ্রমের অনন্তর "নাত্র রজতম্" এইরূপ বাধজ্ঞানে ব্যাবহারিক রজতই নিষেধ্যরূপে বিষয় হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাতিভাসিক রজত নহে। প্রাতিভাসিক রজতের ভ্রমরূপ প্রসক্তিতে ব্যাবহারিক রজতের নিষেধ হইয়া থাকে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষিগণের সিদ্ধান্ত। শুক্তিরজত স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হয়, ইহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তই নহে। সুতরাং মিথ্যাত্বের এতাদৃশ লক্ষণ হইলে লক্ষণের অসম্ভব দোষই ঘটিবে। মূলে যে আপণস্থ রজত বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—ব্যাবহারিক রজত। আর উক্ত নিষেধপ্রতি-যোগিত্ব প্রাতিভাসিকরজতেও তাঁহারা স্বীকার করেন। কিন্তু সেই নিষেধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম স্বরূপ নহে, কিন্তু পারমার্থিকত্ব, অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব শুক্তিরজতে থাকে না; কিন্তু পারমার্থিকত্বরূপে উক্ত নিষেধপ্রতিযোগিত্ব শুক্তিরজতে থাকে। সুতরাং স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব পূর্ব্বপক্ষি-গণেরও সিদ্ধান্ত নহে। এইরূপ লক্ষণ করিলে অসম্ভব দোষই ঘটিবে।

আরও কথা এই যে, বিয়দাদি প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তিও হইবে।২

৩। **অনুবাদ**—স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিত্ব বিয়দাদি প্রপঞ্চে স্বীকার করিলে বিয়দাদি প্রপঞ্চের অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তি হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি **প্রতিপন্ন** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা তাহার উপপাদন দেখাইতেছেন। পটাদিবস্তুর যদি স্বোপাধি তন্তু

পাতাৎ। ন হি তেষাম্ অন্যত্র সত্ত্বাসম্ভাবিনী ইতি ত্বদুক্তেশ্চ। তথাচ কথং ন অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিঃ। ন হি শশশৃঙ্গাদীনাম্ অপি ইতঃ অন্যদ্ অসত্ত্বম্ অস্তি। ন চ নিরুপাখ্যত্বমেব তেষাম্ অসত্ত্বং, নিরুপাখ্যপদেনৈব খ্যায়মানত্বাৎ। অসতঃ অপ্রতীতৌ অসদ্‌বৈলক্ষণ্যজ্ঞানস্য অসৎপ্রতীতিনিরাসস্য অসৎপদপ্রয়োগস্য চ অযোগাচ্চ।

প্রভৃতিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে সেই পটাদিবস্তুর সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই স্বীকার করিতে হয়; কারণ, পরোপাধি মৃত্তিকাদিতে পটাদিবস্তুর স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব আছে—ইহা পূর্ব্বপক্ষীরও সম্মত। আর স্বোপাধিতেও যদি পটাদিবস্তুর স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্ব থাকিল, তবে স্বোপাধিতে বা পরোপাধিতে সর্ব্বত্র পটাদিবস্তুর স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব থাকিল। ইহা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকারও করিয়া থাকেন।

যদি পূর্ব্বপক্ষিগণ পটাদি বস্তুর স্বোপাধি তন্তুপ্রভৃতিতেই মাত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করেন, পরোপাধি মৃত্তিকাদিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার না করেন, তবে পটাদির অন্যত্র সত্ত্বের আপত্তি হইবে। ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**অন্যথা অন্যত্র তৎসত্ত্বাপাতাৎ**। ইহার অর্থ—পরোপাধি মৃত্তিকাদিতে পটাদিবস্তুর স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্ব স্বীকার না করিলে পটাদিবস্তুর পরোপাধি মৃত্তিকাদিতে সত্ত্বের আপত্তি হইবে। কিন্তু এরূপ বলা যায় না; কারণ, এরূপ স্বীকার করিলে পরোপাধি মৃত্তিকাদিতে পটাদি বস্তুর সত্ত্বের প্রমাপ্রতীতি ও অবাধিত ব্যবহারের আপত্তি হয়। পটাদিবস্তুর পরোপাধি মৃত্তিকাদিতে সত্তা অঙ্গীকার করিলে পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণের স্বকীয় উক্তিরও বিরোধ হয়—ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**ন হি তেষাম্** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—পরোপাধি মৃত্তিকাদিতে ঘটাদিবস্তুর সত্তা সম্ভাবিত নহে, এই কথা চিৎসুখাচার্য্য প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকাতে

বলিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য্য অদ্বৈতবাদের একজন আচার্য্য। প্রতিপন্নোপাধিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব, সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বেই পর্য্যবসিত হইবে। আর সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই অসত্ত্ব। সুতরাং প্রপঞ্চমাত্রের অসত্ত্বাপত্তিই হইল। শশবিষাণাদি অসদ্‌বস্তুর মত প্রপঞ্চও হইয়া পড়িল। শশবিষাণাদির যে অসত্ত্ব, তাহাও সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই বটে, এতদ্‌ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু নহে।

যদি বলা যায়, শশবিষাণাদির উক্ত নিষেধপ্রতিযোগিত্বই অসত্ত্ব নহে, কিন্তু এতদ্‌ব্যতিরিক্ত নিরুপাখ্যত্বই শশবিষাণাদির অসত্ত্ব। কিন্তু এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ, "উপাখ্যায়তে অনেন" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পদ বা জ্ঞান উপাখ্যাপদের অর্থ। আর পদশক্তির অবিষয়ত্ব বা জ্ঞানাবিষয়ত্বই নিরুপাখ্যত্ব। পদশক্তির অবিষয়ত্বই নিরুপাখ্যত্ব বলিলে মূলকার দোষ দেখাইতেছেন—**নিরুপাখ্যপদেনৈব** ইত্যাদি। অসৎ শশবিষাণাদি নিরুপাখ্যপদের শক্তির বিষয় হয় বলিয়াই অসদ্‌বস্তু নিরুপাখ্যপদের দ্বারা ব্যাবহৃত হইয়া থাকে। যদি অসদ্‌বস্তু পদশক্তির অবিষয় হইত, তবে নিরুপাখ্যপদদ্বারা অসদ্‌বস্তু ব্যবহৃত হইতে পারিত না। নিরুপাখ্যত্বকে অসত্ত্ব বলিলে অসৎ শশবিষাণাদির অসত্ত্ব সিদ্ধ হইবে না।

আর যদি জ্ঞানাবিষয়ত্বই নিরুপাখ্যত্ব বলা যায়, তাহাতেও মূলকার দোষ দেখাইতেছেন—**অসতঃ অপ্রতীতৌ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অসদ্‌বস্তু প্রতীতির বিষয় না হইলে পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদিগণের প্রপঞ্চে অসদ্‌বৈলক্ষণ্যের জ্ঞানই হইতে পারিত না। কারণ, অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ হইয়া থাকে। অসতের জ্ঞান না হইলে অসদ্‌বৈলক্ষণ্যের জ্ঞান হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে, পূর্ব্বপক্ষিগণ যে অসৎপ্রতীতির নিরাস করেন—তাহাও অসম্ভাবিত হইয়া পড়িবে। কারণ, নিরাস প্রসক্তিপূর্ব্বক হইয়া থাকে। অসৎপ্রতীতির প্রসক্তি না থাকিলে তাহার নিরাস অসম্ভব। আর অসৎপ্রতীতির প্রসক্তি স্বীকার করিলে, অসদ্‌বস্তু জ্ঞানের বিষয়ই হইল।

আরও দোষ এই যে, অসৎ যদি প্রতীতির বিষয় না হইত, তবে

৪। নাপি অপরোক্ষতঃ অপ্রতীয়মানত্বম্ অসত্ত্বং নিত্যাতীন্দ্রিয়েঽপি সত্ত্বাৎ। নাপি ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন অপ্রতীয়মানত্বম্ অসত্ত্বং, জগতি শুক্তিরূপ্যাদৌ চ এবংবিধাসদ্-বৈলক্ষণ্যস্য শূন্যবাদেঽপি সত্ত্বাৎ। ত্বয়াপি "অসচ্চেন্ন প্রতীয়েত" ইতি বদতা উক্তাপ্রতীতিং প্রতি প্রয়োজকস্য অন্যস্যৈব অসত্ত্বস্য বক্তব্যত্বাচ্চ। ব্রহ্মণি অঙ্গীকৃতং যৎ প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধাপ্রতিযোগিত্বাত্মকাবাধ্যত্বরূপং সত্ত্বং তদ্-বিরুদ্ধস্যৈব অসত্ত্বরূপত্বাচ্চ।

পূর্ব্বপক্ষিগণ অসৎপদের প্রয়োগও করিতে পারিতেন না। কারণ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে শব্দপ্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে শব্দার্থজ্ঞান কারণ হয়। অসৎপদ প্রয়োগের জন্য অসৎবস্তুর জ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং জ্ঞানাবিষয়ত্বই নিরুপাখ্যত্ব এরূপ বলা যায় না।৩

৪। **অনুবাদ**—আর যদি বেদান্তিগণ এরূপ বলেন যে, প্রত্যক্ষ-প্রতীতির অবিষয়ত্বই অসত্ত্ব, অসৎ প্রতীতির বিষয় হইলেও প্রত্যক্ষ-প্রতীতির বিষয় হয় না, ইত্যাদি; কিন্তু এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ, প্রত্যক্ষপ্রতীতির অবিষয়ত্বই অসত্ত্ব হইলে নিত্যঅতীন্দ্রিয় ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কার গুরুত্বপ্রভৃতি বস্তুরও অসত্ত্বাপত্তি হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অতীন্দ্রিয় হইলেও অসৎ নহে।

যদি এরূপ বলা যায় যে, যে কোনও উপাধিতে, অর্থাৎ স্বোপাধি বা পরোপাধিতে যাহা সত্ত্বরূপে প্রতীতির বিষয় হয় না, তাহাই অসৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অতীন্দ্রিয় হইলেও তাহা সদ্বস্তু বলিয়া সত্ত্বরূপ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, সুতরাং লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নাই। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলাও অসঙ্গত; কারণ, শূন্যবাদি-বৌদ্ধগণ জগৎকে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী অবশ্যই ইহার বৈলক্ষণ্য জগতে সাধন করিবেন, শূন্যবাদিগণ জগতের নিঃস্বরূপত্বই অসত্ত্ব বলেন। জগতে এই নিঃস্বরূপত্বেরই বৈলক্ষণ্য অবশ্যই পূর্ব্বপক্ষীকে সাধন করিতে হইবে। অন্যথা পূর্ব্বপক্ষীকে

শূন্যবাদিবৌদ্ধমতে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী যে মনঃ-কল্পিত অসত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহার বৈলক্ষণ্য জগতে সাধন করিলে, তাহা শূন্যবাদিগণের অবিরোধী বলিয়া শূন্যবাদীর মতে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে।

শূন্যবাদিবৌদ্ধগণও সাংবৃতসত্ত্ব জগতে স্বীকার করিয়া থাকেন বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর সম্মত অসত্ত্ব, যাহা "ক্বচিদপ্যুপাধৌ" ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে, তাদৃশ অসত্ত্বের বৈলক্ষণ্য শূন্যবাদিগণও স্বীকার করেন। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যদি উক্ত অসত্ত্বের বৈলক্ষণ্য জগতে সাধন করেন, তবে শূন্যবাদিমতে সিদ্ধসাধনতা দোষই হইবে। ইহাই মূলকার বলিতেছেন—ব্যাবহারিক জগতে ও প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদিতে এতাদৃশ অসত্ত্বের বৈলক্ষণ্য শূন্যবাদিগণও স্বীকার করেন।

আরও কথা এই যে, পূর্ব্বপক্ষিগণ যেরূপ অসত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের উক্তির বিরুদ্ধ। কারণ, পূর্ব্বপক্ষিগণ এরূপ আপত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, "অসচ্চেৎ ন সত্ত্বেন প্রতীয়েত", অর্থাৎ "যদি অসৎ হয়, তবে তাহা সদ্রূপে প্রতীত হইতে পারে না"। এই আপত্তিতে সদ্রূপে অপ্রতীতিই আপাদ্য এবং অসত্ত্বই আপাদক। এই আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তিগ্রহ শশশৃঙ্গাদি অলীকবস্তুতে হইয়া থাকে, শশশৃঙ্গাদি অসৎ বলিয়াই সদ্রূপে প্রতীত হয় না, সুতরাং এই আপাদ্য ও আপাদক ভিন্ন বলিতে হইবে। আপাদ্য ও আপাদক এক হইলে আপত্তি হয় না। অথচ পূর্ব্বপক্ষী সদ্রূপে অপ্রতীয়মানত্বই অসত্ত্ব বলিতেছেন। সুতরাং যাহা সদ্রূপে অপ্রতীয়মান হয়, তাহা সদ্রূপে অপ্রতীয়মান হয়—এইরূপ আপত্তি হইয়া পড়িল। যেহেতু পূর্ব্বপক্ষীর মতে আপাদ্য ও আপাদক এক হইয়াছে। এজন্য বাধ্য হইয়াই পূর্ব্বপক্ষীকে সদ্রূপে অপ্রতীতির প্রতি প্রয়োজক অসত্ত্ব ধর্ম্ম অন্যরূপ বলিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বত্র সদ্রূপে অপ্রতীয়মানত্বই অসত্ত্ব—যাহা পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত।

আরও কথা এই যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অভাবস্বরূপ, অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব অসত্ত্ব ও অসত্ত্বের অভাব সত্ত্ব—এইরূপ সত্ত্ব ও অসত্ত্বই অনুভবসিদ্ধ। পূর্ব্বপক্ষিগণ ব্রহ্মের যে সত্ত্ব স্বীকার করেন, তাহা ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বই বটে। সর্ব্বথা অবাধ্যত্বই সত্ত্ব, আর এই সত্ত্বের বিরুদ্ধ অসত্ত্ব বলিতে গেলে অবাধ্যত্বের অভাব বাধ্যত্বই

৫। অন্যথা অপ্রতীত্যনুপাধিকাসত্ত্বাভাবে ব্রহ্মণ্যপি সত্ত্বেন প্রতীতিরেব সত্ত্বং স্যাৎ। যেন পুংসা শশশৃঙ্গাভাবো ন নিশ্চিতঃ তস্য গোশৃঙ্গম্ অস্তি ইতি বাক্যাদিব শশশৃঙ্গম্ অস্তি ইতি বাক্যাদপি জ্ঞানোৎপত্তেশ্চ। ত্বন্মতেঽপি হি তত্র অধ্যস্তস্য অস্তিত্বস্য অনির্ব্বাচ্যত্বেঽপি অধিষ্ঠানম্ অসদেব, বক্ষ্যতে চ এতৎ অনির্ব্বাচ্যত্বভঙ্গে।

"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুত্যাপি অসতঃ সত্ত্বেন প্রতীতেশ্চ। নাপি সদনির্ব্বাচ্যাভ্যাম্ অন্যত্বম্ অসত্ত্বং, অনির্ব্বাচ্যত্বস্য অসত্ত্বনিরূপ্যত্বেন অন্যোন্যাশ্রয়াৎ। লাঘবেন সার্ব্বত্রিকত্রৈকালিকনিষেধাপ্রতিযোগিরূপসদন্যত্বস্যৈব তত্ত্বাচ্চ। অনির্ব্বাচ্যস্যাপি স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধে অসতঃ অনির্ব্বাচ্যাৎ অন্যত্বাসিদ্ধেশ্চ।

অসত্ত্ব হইয়া পড়িবে। আর এইরূপ বলাই সঙ্গত। কিন্তু সর্ব্বত্র সদ্‌রূপে অপ্রতীয়মানত্বই অসত্ত্ব—এইরূপ বলা সঙ্গত হয় না। বলিলে সত্ত্ব ও অসত্ত্বের পরস্পর অভাবরূপতা, যাহা অনুভবসিদ্ধ আছে, তাহার অপলাপ করিতে হয়। ব্রহ্মের যাদৃশ সত্ত্ব পূর্ব্বপক্ষিগণ স্বীকার করেন, তাহার অভাবই অসত্ত্ব হইবে—ইহার অন্যথা করিতে গেলে অনুভবের অপলাপ অবশ্যই হইবে।৪

৫। **অনুবাদ**—প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্বরূপ বাধ্যত্বই অসত্ত্ব—ইহা পূর্ব্বপক্ষীকেও বলিতে হইবে। যদি পূর্ব্বপক্ষী এইরূপ বাধ্যত্বই অসত্ত্ব না বলিয়া সদ্‌রূপে অপ্রতীয়মানত্বই অসত্ত্ব বলেন, তবে যে কেবল অনুভবের অপলাপ হয়, তাহা নহে, কিন্তু ব্রহ্মেরও বস্তুতঃ সত্ত্বসিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই মূলকার বলিতে-ছেন—**অন্যথা** ইত্যাদি। অন্যথা—বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্ব স্বীকার না করিলে; এই অন্যথা কথার অর্থ, নিজেই মূলকার বলিতেছেন—**অপ্রতীত্যনু-পাধিকাসত্ত্বাভাবে** ইত্যাদি; ইহার অর্থ—প্রতীতিদ্বারা অঘটিত

বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্বের অনঙ্গীকার করিলে, ইত্যাদি। এস্থলে অনুপাধিক-শব্দের অর্থ—অঘটিত। অপ্রতীতিঘটিত অসত্ত্ব যাহা পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—"ক্বচিদপ্যুপাধৌসত্ত্বেন অপ্রতীয়মানত্ব" এবং প্রতীতি-অঘটিত অসত্ত্ব যাহা সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন—বাধ্যত্বই অসত্ত্ব। এই প্রতীত্যনুপাধিক বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্ব স্বীকার না করিলে, যে দোষ হইবে, তাহাই মূলকার দেখাইতেছেন—**ব্রহ্মণ্যপি** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অসত্ত্বধর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, অসত্ত্বের অভাবই সত্ত্ব হইবে। পূর্ব্বপক্ষী যদি অপ্রতীত্যুপাধিক অসত্ত্ব অর্থাৎ সদ্রূপে অপ্রতীয়মানত্বই অসত্ত্ব বলেন, তবে এই অসত্ত্বের অভাবই সত্ত্ব হইবে। আর তাহাতে সদ্রূপে প্রতীয়মানত্বই সত্ত্ব—এইরূপই পূর্ব্বপক্ষীকে বলিতে হইবে। ব্রহ্মেও এই অসত্ত্বের অভাবরূপ সত্ত্ব, সত্ত্বরূপে প্রতীতি বলিতে হইবে, কিন্তু বস্তুতঃ সত্ত্বধর্ম্মের প্রাপ্তি ব্রহ্মে হইবে না।

সত্ত্বরূপে অপ্রতীয়মানত্বই অসত্ত্ব হইলে অসৎ শশশৃঙ্গেও লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ হইবে; ইহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—**যেন পুংসা** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অযোগ্যতানিশ্চয়াভাবদশাতে যে পুরুষ, শশশৃঙ্গ অসৎ বলিয়া জানে না, সেই পুরুষের "গোশৃঙ্গম্ অস্তি" এই বাক্য হইতে যেমন গোশৃঙ্গের সত্ত্বপ্রকারক জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ "শশশৃঙ্গম্ অস্তি" এই বাক্য হইতেও শশশৃঙ্গের সত্ত্বপ্রকারক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোনস্থলে অসতেরও সত্ত্বপ্রকারক জ্ঞান হয়, সুতরাং সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির অবিষয় অসৎ নহে। এজন্য অসৎলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই হইতেছে।

ইহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, এই অব্যাপ্তি দোষ কোথায় দেখান হইতেছে? যদি বলা যায়, অসৎ শশশৃঙ্গে এই অব্যাপ্তি, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, অস্তিত্বপ্রকারক আরোপের অধিষ্ঠান শশশৃঙ্গ, আর যাহা আরোপের অধিষ্ঠান, তাহা সত্যবস্তু। সত্যবস্তু অলক্ষ্য বলিয়া তাহাতে অসত্ত্ব না থাকিলে অব্যাপ্তি হইবে কেন? শূন্যবাদিগণ যেমন অধিষ্ঠানকেও অসৎ বলেন, পূর্ব্বপক্ষী ত সেরূপ বলেন না।

আর যদি বলা যায়, শশশৃঙ্গে আরোপিত অস্তিত্ব ধর্ম্মে অব্যাপ্তি দোষ হইবে। কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কারণ, যাহা আরোপিত, তাহা অনির্ব্বাচ্য, কিন্তু অসৎ নহে; সুতরাং যাহা অসৎ নহে, তাহা অলক্ষ্য,

তাহাতে অসতের লক্ষণ গেল না বলিয়া অব্যাপ্তি হইবে কেন? এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন—**ত্বন্মতেঽপি হি** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—পূর্ব্বপক্ষীর মতে অযোগ্যতানিশ্চয়াভাবদশাতে "শশশৃঙ্গম্ অস্তি" এই বাক্য হইতে শশশৃঙ্গে অস্তিত্বপ্রকারক জ্ঞান হইয়া থাকে, এই অস্তিত্বের আরোপে, অধিষ্ঠান শশশৃঙ্গ, আর এই অধিষ্ঠান অসৎ হইলেও পূর্ব্বপক্ষীর শূন্যবাদিমতে প্রবেশ হইবে না। কারণ, পূর্ব্বপক্ষী ভ্রম-মাত্রেরই অধিষ্ঠান অসৎ—এরূপ বলেন না; কেবল তুচ্ছাধিষ্ঠানক ভ্রম যেস্থলে হইবে, মাত্র সেই স্থলেই পূর্ব্বপক্ষীকে অসদধিষ্ঠানক ভ্রম স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অনির্ব্বচনীয় অস্তিত্বপ্রকারক ভ্রমের অধিষ্ঠান অসৎ শশশৃঙ্গ, আর তাহাতেই লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে।

যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, শশশৃঙ্গ শব্দ হইতে অসৎ শশশৃঙ্গের প্রতীতিই হয় না, কেবল বিকল্পবৃত্তিমাত্র হইয়া থাকে। বিকল্পবৃত্তি জ্ঞানাত্মক নহে, কিন্তু তাহা ইচ্ছাদির মত অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন—**বক্ষ্যতে চ এতৎ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অনির্ব্বাচ্যত্বভঙ্গপ্রকরণে মূলকার বলিবেন যে, বিকল্পবৃত্তি জ্ঞানই বটে, কিন্তু ইচ্ছাদির মত জ্ঞান ভিন্ন নহে। সুতরাং অসৎ শশশৃঙ্গে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তিই হইল।

আরও কথা এই যে, অসৎকারণতাবাদী বৌদ্ধমতের অনুবাদ করিতে যাইয়া শ্রুতি "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" বলিয়াছেন—আর এই শ্রুতিবাক্য হইতেও অসতের সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিই হইয়া থাকে, ইহাই জানা যায়; সুতরাং অসতের সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিবিষয়ত্ব আছে বলিয়া, সত্ত্বেন অপ্রতীয়মানত্বরূপ অসৎলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্যই হইল।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী এরূপ বলেন যে, "সৎ ও অনির্ব্বাচ্য হইতে ভিন্নই অসৎ" তাহাও অসঙ্গত। কারণ, পূর্ব্বপক্ষী সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন বস্তুকেই অনির্ব্বাচ্য বলিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহার মতে অসত্ত্ব-জ্ঞান হইলে অসত্ত্বঘটিত অনির্ব্বাচ্যত্বজ্ঞান হইবে, আর অনির্ব্বাচ্যত্ব-জ্ঞান হইলে অনির্ব্বাচ্যের ভেদরূপ অসত্ত্বের জ্ঞান হইবে—এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষই হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে, সৎ ও অনির্ব্বাচ্য হইতে ভিন্নত্বই অসত্ত্ব বলা অপেক্ষা, সার্ব্বত্রিক ত্রৈকালিকনিষেধাপ্রতিযোগী সদ্বস্তু, আর এই সতের

৬। অর্থক্রিয়াসামর্থ্যাভাবাদিকম্ অসত্ত্বম্ ইতি অশক্যশঙ্কং, শুক্তিরূপ্যাদৌ শুদ্ধব্রহ্মণি চ সত্ত্বাৎ। ন চ নিঃস্বরূপত্বম্ অসত্ত্বং, মিথ্যাভূতং তু সস্বরূপমিতি বাচ্যং, মিথ্যাভূতস্যাপি স্বরূপেণৈব ত্রৈকালিকনিষেধঃ ইতি পক্ষে নিঃস্বরূপত্বস্য দুর্ব্বারত্বাৎ। ন চ মিথ্যাভূতং স্বরূপং মিথ্যাত্বাদেব স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধ-সামানাধিকরণ্যাবিরোধীতি বাচ্যং, স্বদেশকালয়োঃ তৎস্বরূপ-সহিষ্ণোঃ তৎস্বরূপপ্রতিষেধত্বস্য পারিভাষিকত্বাপাতাৎ। অন্যথা তন্তুষ্বিব অতন্তুষ্বপি ব্যাবহারিকপটস্বরূপাপাতাৎ, প্রাগভাবাদি

ভেদকেই অর্থাৎ সদ্ভিন্নত্বকেই লাঘবপ্রযুক্ত অসত্ত্ব বলা উচিত; অর্থাৎ সার্ব্বত্রিকত্রৈকালিকনিষেধের অপ্রতিযোগীই সৎ, এইরূপই বলা উচিত; আর তাহা হইলে এই অসত্ত্বলক্ষণে অনির্ব্বাচ্যের ভেদ প্রবেশ করাইবার আবশ্যকতা নাই, তাহাতে বৃথা গৌরব হয়। মূলকার যে **সদন্যত্বস্যৈব তত্ত্বাৎ** বলিয়াছেন; ইহার অর্থ—প্রদর্শিতরূপ সতের ভেদকেই অসত্ত্ব বলা উচিত। "তত্ত্ব" কথার অর্থ অসত্ত্ব।

আর যদিও পূর্ব্বপক্ষী অসত্ত্বের লক্ষণে অনির্ব্বাচ্যের ভেদ প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করেন, তবে লক্ষণের অসম্ভব দোষই হইবে। ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**অনির্ব্বাচ্যস্যাপি,** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—পূর্ব্বপক্ষী যাহাদিগকে অনির্ব্বাচ্য বলিয়া স্বীকার করেন, সেই বিয়দাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের ও শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক নিষেধ স্বীকার করিলে বিয়দাদি ও শুক্তিরজতাদি অনির্ব্বাচ্য-বস্তুরও অসত্ত্বই হইয়া পড়ে বলিয়া আর অনির্ব্বাচ্যবস্তু হইতে অসদ্‌বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না।৫

৬। **অনুবাদ**—আর "অর্থক্রিয়াসামর্থ্যরাহিত্যই অসত্ত্ব" এরূপও বলা যাইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বপক্ষীর মতে শুক্তিরজতে ও শুদ্ধ-ব্রহ্মেও অর্থক্রিয়াসামর্থ্য নাই বলিয়া শুক্তিরজতে ও শুদ্ধব্রহ্মে লক্ষণের অতিব্যাপ্তিই হইয়া পড়ে।

আর নিঃস্বরূপত্বই অসত্ত্ব, মিথ্যাভূত বিয়দাদি ও শুক্তিরজতাদি

সমানকালীনত্বেনাপি অবিরোধাপাতাচ্চ। তুচ্ছেঽপি পরোক্ষ-প্রতীত্যাদ্যন্যথানুপপত্ত্যা এতাদৃশস্বরূপস্যাপি সুবচত্বাচ্চ। তস্মাৎ সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বমেব অত্যন্তাসত্ত্বম্।

সস্বরূপ বলিয়া বিয়দাদিতে ও শুক্তিরজতাদিতে অসত্ত্বলক্ষণের অতি-ব্যাপ্তিও হইবে না—এরূপও বলা যায় না। কারণ, মিথ্যাভূত বস্তুরও স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করেন বলিয়া, মিথ্যাভূত বস্তুরও নিঃস্বরূপত্বই হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই হইবে।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—মিথ্যাভূত বস্তুর স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক-নিষেধ স্বীকার করিলেও ইহাতে মিথ্যাভূত বস্তুর নিঃস্বরূপত্ব হয় না। কারণ, শুক্তিরজতাদির মিথ্যাভূত স্বরূপ স্বীকার করিয়াই শুক্তিরজতাদির ত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকার করা হইয়াছে। শুক্তিরজতাদির মিথ্যাভূত-স্বরূপটী স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের সমানাধিকরণ হইয়া থাকে—এইরূপই পূর্ব্বপক্ষিগণ স্বীকার করেন। আর ইহাতে প্রতিযোগী, অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ হইল বলিয়া বিরোধও হইতে পারে না। কারণ, স্বরূপটী মিথ্যা বলিয়াই অবিরুদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**ন চ মিথ্যাভূতম্** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—মিথ্যাভূত স্বরূপটী মিথ্যা বলিয়াই তাহা স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের সমানাধিকরণ হইতে পারিবে—ইহা বিরুদ্ধ নহে; এরূপ বলা অসঙ্গত; আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**স্বদেশকালয়োঃ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—শুক্তিরজতাদিরূপ প্রতিযোগীর অধিকরণীভূত দেশে ও কালে প্রতিযোগিস্বরূপের অনুপমর্দ্দক প্রতিযোগিস্বরূপের অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলে উক্ত অত্যন্তাভাবের পারিভাষিকত্বাপত্তি হয়। অত্যন্তাভাবের সহিত প্রতিযোগীর বিরোধ লোকসিদ্ধ, অত্যন্তাভাব স্বীয় প্রতিযোগীর স্বরূপসহিষ্ণু হইতে পারে না। এজন্য প্রতিযোগীর স্বরূপ, প্রতিযোগি-স্বরূপের নিষেধের সমানাধিকরণ হইতে পারে না। এজন্য প্রতিযোগি-স্বরূপের সমানাধিকরণ তদত্যন্তাভাব স্বীকার করিলে অত্যন্তাভাবের পারিভাষিকত্বাপত্তিই হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে পারিভাষিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব থাকিলেও স্বরূপতঃ বাস্তব অত্যন্তাভাব-

প্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া বাস্তবঅত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য অবশ্যই পূর্ব্বপক্ষীকে বাস্তবঅত্যন্তাভাবের অধিকরণে প্রতিযোগীর স্বরূপ নাই—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে প্রতিযোগী শুক্তিরজতাদির অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তি দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী প্রতিযোগীর মিথ্যাত্বপ্রযুক্তই প্রতিযোগীর অত্যন্তাভাবের অধিকরণে প্রতিযোগীর সত্ত্ব স্বীকার করেন, তাহাতে মূলকার দোষ দেখাইতেছেন—**অন্যথা তন্তুষু** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অত্যন্তাভাবের অধিকরণে প্রতিযোগীর সত্ত্ব স্বীকার করিলে, পটের উপাদান তন্তুতে যেমন পট থাকে, সেইরূপ তন্তুভিন্ন কপালাদিতেও ব্যাবহারিক পট থাকিতে পারিবে। পূর্ব্বপক্ষী কপালাদিতে প্রাতিভাসিক পটের সত্ত্ব স্বীকার করিতে পারেন—এই শঙ্কা করিয়া মূলকার ব্যাবহারিক পটের আপত্তি দেখাইয়াছেন।

বিরোধপ্রযুক্ত প্রতিযোগী অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ হইতে পারে না। যদি পূর্ব্বপক্ষী প্রতিযোগীর মিথ্যাত্বপ্রযুক্ত এই প্রদর্শিত বিরোধের অনঙ্গীকার করেন, তবে প্রতিযোগীর সহিত স্বীয় প্রাগভাবের যে সমানকালীনত্বে বিরোধ আছে, অর্থাৎ প্রতিযোগী স্বীয় প্রাগভাবের সমানকালীন হয় না—এই বিরোধেরও, প্রতিযোগীর মিথ্যাত্বপ্রযুক্তই অনঙ্গীকার করিতে পারেন, আর তাহাতে প্রতিযোগী স্বীয় প্রাগভাবের সমানকালীনও হউক।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী প্রপঞ্চের প্রত্যক্ষপ্রতীতির অন্যথানুপপত্তিবশতঃ প্রপঞ্চের কিঞ্চিৎস্বরূপ স্বীকার করেন, আর অসদ্‌বস্তুর প্রত্যক্ষপ্রতীতি হয় না বলিয়া অসৎ নিঃস্বরূপই হয়—এরূপ বলেন, তবে তাহাতে বক্তব্য এই যে, অসৎতুচ্ছ বস্তুরও শব্দজন্য পরোক্ষপ্রতীতি ত হয়; এই পরোক্ষপ্রতীতির অন্যথানুপপত্তিবশতঃ অসতেরও কিঞ্চিৎস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে অসতেরও নিঃস্বরূপত্ব বলা যায় না। আর ইহাতে নিঃস্বরূপত্ব-লক্ষণ অসম্ভবই হইয়া পড়িল। সুতরাং দেখাইতেছে যে, অসতের অন্যকোনও লক্ষণই হইতে পারে না। এজন্য **সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই অত্যন্ত অসত্ত্ব** বলিতে হইবে।৬

৭। তত্র তদানীম্ অসৎ ইত্যনেন তত্র তদা নিষেধপ্রতিযোগিত্বস্যেব অত্যন্তাসৎ ইত্যনেনাপি সর্ব্বত্র সদা নিষেধপ্রতিযোগিত্বস্যৈব প্রতীতেঃ। ন চ মিথ্যাভূতস্যাপি স্বরূপেণৈব নিষেধঃ ইতি পক্ষে তদভাবঃ, সপ্রতিযোগিকঃ তুচ্ছাভাবস্তু নিষ্প্রতিযোগিকঃ ইতি বা, মিথ্যাভূতস্য সদা সর্ব্বত্র সদ্বৈলক্ষণ্যমাত্রং, তুচ্ছস্য তু স্বরূপেণৈব প্রতিষেধঃ ইতি বা বৈষম্যং বক্তুং শক্যম্।

৭। **অনুবাদ**—সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব ও অত্যন্তঅসত্ত্ব একই কথা; এই দুইটী কথাই একই অর্থের বোধক, এজন্য সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই অসত্ত্বের লক্ষণ বলিতে হইবে। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**তত্র তদানীম্ অসৎ** ইত্যাদি। "তত্র তদানীম্ অসৎ" এইরূপ বলিলে যেমন দেশবিশেষে ও কালবিশেষে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব প্রতীত হয়, এইরূপ "অত্যন্তাসৎ" এই বাক্যদ্বারাও অত্যন্ত অর্থাৎ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে "অসৎ" অর্থাৎ নিষেধপ্রতিযোগী এইরূপ প্রতীতিই হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই অত্যন্তাসত্ত্ব, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষী যদি বিয়দাদিপ্রপঞ্চের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করেন, তবে তুচ্ছ শশশৃঙ্গাদির মত প্রপঞ্চেরও অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তিই হইবে। ইহাই এস্থলে মূলকারের কথার তাৎপর্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আর পূর্ব্বপক্ষী যদি এরূপ বলেন যে, বিয়দাদিপ্রপঞ্চের তুচ্ছত্বাপত্তি হইতে পারে না; কারণ, প্রপঞ্চনিষেধের প্রতিযোগী মিথ্যাভূতপ্রপঞ্চ, আর তুচ্ছসম্বন্ধী নিষেধ নিষ্প্রতিযোগিক; সুতরাং নিষেধ দুইটী অত্যন্ত বিলক্ষণ; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা দেখাইয়া মূলকার নিষেধ করিতেছেন—**ন চ মিথ্যাভূতস্যাপি** ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষী উক্তরূপে নিষেধদ্বয়ের বৈলক্ষণ্য বলিতে পারেন না। যেহেতু মিথ্যাভূত বিয়দাদি বস্তুরও স্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার করিলে এই নিষেধও তুচ্ছনিষেধের মতই নিষ্প্রতিযোগিকই হইবে। কারণ, প্রতিযোগিস্বরূপের

৮। অথ মতম্ অসতঃ অসত্ত্বাদেব আত্যন্তিকনিষেধপ্রতি-যোগিতাপি (১) নেতি, তন্ন। অসত্ত্বস্য উক্তনিষেধপ্রতি-যোগিত্বরূপত্বেন হেতোঃ বিরুদ্ধত্বাৎ। অসতঃ অসত্ত্ববৎ সদ্বৈলক্ষণ্যবৎ ত্বয়া উচ্যমানপ্রতিযোগিত্বাভাববৎ, পরোক্ষজ্ঞান-ব্যবহারৌ প্রতি বিষয়ত্ববৎ, অসদ্বৈলক্ষণ্যং প্রতি প্রতিযোগিত্ব-বচ্চ নিষেধপ্রতিযোগিত্বস্যাপি উপপত্তেশ্চ। প্রাগভাবাদি-দশায়াম্ অসত এব ঘটাদেঃ তৎপ্রতিযোগিত্বদর্শনেন প্রতি-যোগিত্বস্য রূপাদিবৎ ধর্ম্মিসত্তানপেক্ষত্বাচ্চ (২)। কালান্তরে সত্ত্বস্য (৩) ইদানীম্ অনুপযোগাৎ। শিষ্টম্ অনির্ব্বাচ্যত্বভঙ্গে বক্ষ্যতে।

অনঙ্গীকার করিয়াই সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ বলা যায়। অন্যথা বলা যাইতে পারে না।

তুচ্ছ ও প্রপঞ্চের প্রকারান্তরে বৈলক্ষণ্য শঙ্কা করিয়া মূলকার নিষেধ করিতেছেন—**মিথ্যাভূতস্য সদা** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—মিথ্যাভূত বস্তুর সদা সর্ব্বত্র সদ্বৈলক্ষণ্যমাত্র আছে, কিন্তু স্বরূপতঃ নিষেধ-প্রতিযোগিত্ব নাই। আর তুচ্ছবস্তুর সদা সর্ব্বত্র সদ্বৈলক্ষণ্য ত আছেই, অধিকন্তু স্বরূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগিত্বও আছে। এইরূপে মিথ্যাবস্তু অসদ্‌বিলক্ষণ হইবে—এরূপ বলা যায় না। কারণ, পূর্ব্বপক্ষী মিথ্যাভূত বস্তুরও স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। আর তাহা "মিথ্যাভূতস্যাপি স্বরূপেণৈব নিষেধঃ ইতি পক্ষে" এই বাক্যদ্বারা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং মিথ্যাভূত বস্তুরও সদা সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিই হইবে।৭

৮। **অনুবাদ**—আর যদি বলা যায়—সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধ-

১। প্রতিযোগিত্বমপি ইতি বা পাঠঃ।
২। সত্তাসাপেক্ষাভাবাচ্চ ইতি বা পাঠঃ। সত্তানিরপেক্ষত্বাচ্চ ইত্যপি পাঠঃ।
৩। সত্ত্বস্য চ ইতি বা পাঠঃ।

প্রতিযোগিত্ব অসত্ত্বের লক্ষণই হইতে পারে না ; কারণ, অসদ্‌বস্তু নিজেই নাই বলিয়া তাহা সকল প্রকার ধর্ম্মরহিত, এজন্য উক্ত প্রতিযোগিত্ব-ধর্ম্মও অসদ্বস্তুতে থাকিতে পারে না। এজন্য এই প্রদর্শিত বাক্যদ্বারা এইরূপ অনুমান দেখান হইয়াছে, যথা—অসৎ (পক্ষ) সর্ব্বত্র ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বাভাববৎ (সাধ্য) অসত্ত্বাৎ (হেতু), সুতরাং অসতের উক্ত লক্ষণ অসম্ভবদোষদুষ্ট।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কাতে মূলকার বলিতেছেন—**তন্ন** ইত্যাদি। সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই অসত্ত্ব, অথচ এই অসত্ত্বহেতুদ্বারা সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বাভাবের অনুমান করিতে গেলে হেতুটী বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ অসত্ত্বহেতুদ্বারা অসত্ত্বাভাবের অনুমান হইতে পারে না। যেমন "ঘটত্বাভাববান্ ঘটত্বাৎ" বলিলে ঘটত্ব হেতুটী বিরুদ্ধ হয়, এস্থলেও তদ্রূপ হইবে।

আর উক্ত অনুমান অপ্রয়োজকও বটে, ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**অসতোঽসত্ত্ববৎ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অসদ্বস্তু নির্ধর্ম্মক বলিয়া যদি তাহাতে সর্ব্বত্রত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম না থাকে, তবে পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত অসত্ত্ব হেতুটীই বা থাকিল কিরূপে ? অসদ্বস্তুতে যেমন অসত্ত্ব হেতুটী আছে এবং অসদ্বস্তুতে যেমন সদ্বিলক্ষণত্ব ধর্ম্মটী আছে, আর যেমন পূর্ব্বপক্ষীর মতে, উক্ত প্রতিযোগিত্ব ধর্ম্মের অভাবরূপ সাধ্যটী অসদ্বস্তুতে আছে, সেইরূপ সর্ব্বত্রত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব ধর্ম্মটীও থাকিতে পারিবে।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—সদ্বিলক্ষণত্ব প্রভৃতি অভাবরূপ ধর্ম্ম থাকিলেও ভাবরূপ ধর্ম্ম, অসদ্বস্তুতে থাকিতে পারিবে না, সুতরাং সর্ব্বত্রত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বটী ভাবরূপ ধর্ম্ম বলিয়া তাহাও অসদ্বস্তুতে থাকিতে পারিবে না। এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন—**পরোক্ষজ্ঞানব্যবহারৌ প্রতি বিষয়ত্ববৎ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অসদ্বস্তুতে শব্দজন্য পরোক্ষজ্ঞানের বিষয়ত্ব ভাবরূপ ধর্ম্মই আছে এবং শব্দপ্রয়োগাদিব্যবহার-বিষয়ত্বও অসদ্বস্তুতে আছে। সুতরাং অসদ্বস্তুতে ভাবভূত ধর্ম্ম নাই—এরূপ বলা যায় না।

যদি বলা যায়—অসত্ত্বাদি ধর্ম্ম ধর্ম্মীর সত্তানিরপেক্ষ, অর্থাৎ ধর্ম্মী না থাকিলেও অসত্ত্বাদি ধর্ম্ম থাকিতে পারে, এইরূপ বিষয়ত্বও ধর্ম্মীর

সত্তানিরপেক্ষ, কিন্তু প্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম সেরূপ হইতে পারে না, ধর্ম্মী না থাকিলে প্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম থাকিতে পারিবে না, যেমন রূপাদি ধর্ম্ম, ধর্ম্মী না থাকিলে থাকিতে পারে না, ইত্যাদি। এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন—**প্রতিযোগিত্বস্যাপি**। প্রতিযোগিত্ব ধর্ম্মটীও যে ধর্ম্মীর সত্তানিরপেক্ষ, তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—**প্রাগভাবাদি-দশায়াম্** ইত্যাদি। অর্থাৎ যেমন ঘটাদির অবিদ্যমানতাদশাতে বিদ্যমান ঘটপ্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম থাকে—ইহা অনুভবসিদ্ধ, ইত্যাদি। সুতরাং প্রতিযোগিত্ব ধর্ম্মও ধর্ম্মীর সত্তাসাপেক্ষ নহে। এজন্য অসদ্বস্তুতে সর্ব্বত্রত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম থাকিতে কোনও আপত্তি হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—অবিদ্যমান ঘটাদিরও প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব হইতে পারে। প্রাগভাবের বিদ্যমানতাদশাতে ঘট অবিদ্যমান হইলেও প্রাগ-ভাবধ্বংসের পর ঘটের বিদ্যমানতা আছে, কিন্তু অসদ্বস্তুর কোন কালেই বিদ্যমানতা নাই, ইত্যাদি আশঙ্কাতে মূলকার বলিতেছেন—**কালান্তরে সত্ত্বস্য** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে "প্রাগভাবপ্রতিযোগী ঘট" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ব্যবহারসময়ে ঘট অবিদ্যমানই বটে, অন্য সময়ে ঘটের বিদ্যমানতা তাদৃশ ব্যবহারে অকিঞ্চিৎকর।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করেন যে, মূলকার যে সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা প্রকৃতের উপযোগী নহে। মূলকার বলিয়াছেন—ঘটের প্রাগভাবদশাতে অসদ্ ঘটে প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম থাকে, কিন্তু এরূপ বলা অসঙ্গত। অবিদ্যমান ঘটে প্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম থাকে না, কিন্তু বিদ্যমান প্রাগভাবেই ঘটপ্রতিযোগিকত্ব ধর্ম্ম থাকে; এইরূপ অসদ্‌বস্তুতে সদ্‌বৈলক্ষণ্য থাকে, যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গতই হয়। সদ্‌বস্তুতেই অসদ্‌বৈলক্ষণ্য ধর্ম্ম থাকে, কিন্তু সদ্‌বৈলক্ষণ্য ধর্ম্ম, অসদ্‌বস্তুতে স্বীকার করা হয় না। আর যে বলা হইয়াছে, অসদ্‌বস্তুতে প্রতি-যোগিত্বাভাব ধর্ম্মই বা থাকিল কিরূপে? তাহাও অসঙ্গত। প্রতি-যোগিত্বাভাব ধর্ম্ম নহে, কিন্তু তাহা ধর্ম্মী। প্রতিযোগিত্বাভাবরূপ ধর্ম্মীতে অসদাশ্রয়কত্ব ধর্ম্মই স্বীকার করা হয়। এইরূপ অসদ্‌বস্তুতে জ্ঞান এবং ব্যবহারের বিষয়ত্বও থাকে না; কিন্তু জ্ঞান ও ব্যবহার ধর্ম্মীতে অসদ্-বিষয়কত্ব থাকে। এইরূপ অসদ্‌বৈলক্ষণ্য বলিলেও অসতে প্রতিযোগিত্ব

৯। এতেন যৎ উক্তং মকরন্দে "অসতঃ অপ্রসক্তেঃ নিষেধাপ্রতিযোগিত্বম্" ইতি তচ্চ নিরস্তম্। অসতঃ অপ্রসক্ত্যা ব্রহ্মজগতোঃ অসদ্‌বৈলক্ষণ্যস্য নাসৎ আসীদিতি শ্রৌতনিষেধস্য অসতি চ সদ্‌বৈলক্ষণ্যস্য প্রতিযোগিত্বাভাবস্য চ অসিদ্ধ্যাপাতাৎ। তস্যাপি প্রতিযোগিপ্রতীত্যধীনসিদ্ধিকত্বাৎ।

নমু তত্র শব্দাভাসাদিনা বুদ্ধিপূর্ব্বারোপেণ বা অপ্রসক্তিঃ বা। পরার্থেন শব্দেন অপ্রসক্তস্য অনিষেধেঽপি শব্দাভাসাদি-মূলকে প্রতিযোগিস্মৃত্যাদিকে সতি প্রত্যক্ষেণ অপ্রসক্তস্যৈব বা নিষেধো যুক্তঃ, অন্যথা অঙ্গুল্যগ্রে হস্তিশতাভাবো ন সিধ্যেৎ—ইতি চেৎ? সমং প্রকৃতেঽপি। শশশৃঙ্গং নাস্তি ইতি অবাধিতপ্রতীতেঃ।

ধর্ম্ম স্বীকার করা হয় না, কিন্তু বৈলক্ষণ্যে অসৎপ্রতিযোগিকত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করা হয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**শিষ্টম্ অনির্ব্বাচ্যত্বভঙ্গে বক্ষ্যতে**।

এই বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, যদি প্রাগভাব ধর্ম্মীতে ঘটপ্রতি-যোগিকত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করা যায়, তবে ঘটের অবিদ্যমানতাদশাতে প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব ধর্ম্মও অবর্জ্জনীয়ই হইবে। প্রাগভাবে ঘটপ্রতি-যোগিকত্ব ধর্ম্ম এবং ঘটে প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম—এই উভয়ই সমানসম্বিৎসম্বেদ্য অর্থাৎ তুল্যবিত্তিবেদ্য—এই কথা বলা হইবে।

৯। **অনুবাদ**—মূলকার সর্ব্বত্রত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই অসত্ত্বের লক্ষণ বলিয়াছেন। এই লক্ষণে অসম্ভব দোষ দেখাইবার জন্য ন্যায়মকরন্দকার পূজ্যপাদ আনন্দবোধ ভট্টারক যাহা বলিয়াছেন, তাহাও নিরস্ত হইল। তিনি বলিয়াছেন—অসতের প্রসক্তি নাই বলিয়া অসতের নিষেধপ্রতিযোগিত্ব ধর্ম্মও নাই। প্রতিযোগীর সহিত অধিকরণে সংসর্গ-জ্ঞানই প্রসক্তি, এই প্রসক্তি নাই বলিয়া নিষেধপ্রতিযোগিত্ব নাই। সুতরাং—

অসৎ ন ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি　　…　　(প্রতিজ্ঞা)
অপ্রসক্তত্বাৎ　　…　　…　　(হেতু)

এইরূপ অনুমান মকরন্দবাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অনুমানে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—**অসতোঽপ্রসক্ত্যা** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অসতের প্রসক্তির অনঙ্গীকারে বাধক তর্ক আছে বলিয়া অসতের প্রসক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে অপ্রসক্তত্ব হেতুটী স্বরূপাসিদ্ধই হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ অপ্রসক্তত্ব হেতুটী পক্ষীভূত অসদ্‌বস্তুতে নাই। অসতের প্রসক্তি স্বীকার না করিলে ব্রহ্মে ও জগতে অসতের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ অসদ্‌ভেদ, যাহা পূর্ব্বপক্ষীও স্বীকার করেন, তাহার অসিদ্ধির আপত্তি হইবে। অসতের প্রসক্তি নাই বলিয়া অসৎপ্রতিযোগিক ভেদই অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং প্রতিযোগিত্বরূপে অসতের প্রসক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আরও কথা এই যে, **নাসদাসীৎ** এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা অসদ্‌বস্তুতে সত্ত্বের অভাব বা সদ্‌বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। এজন্য অধি-করণত্বরূপেও অসদ্‌বস্তুর প্রসক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মে ও জগতে অসদ্‌বৈলক্ষণ্য সিদ্ধির জন্য প্রতিযোগিত্বরূপে অসতের প্রসক্তি, আর শ্রুতিবাক্যদ্বারা অসতে সত্ত্বের অভাব বা সদ্‌বৈলক্ষণ্যসিদ্ধির জন্য অধিকরণত্বরূপে অসতের প্রসক্তি আবশ্যক। সুতরাং অসতের প্রসক্তি না থাকিলে জগতে ও ব্রহ্মে অসদ্‌বৈলক্ষণ্যাদির সিদ্ধি হইবে না—ইহাই বাধক তর্ক।

এই বাধক তর্কে আপাদকের অসিদ্ধি আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**ননু তত্র** ইত্যাদি। মূলস্থিত "তত্র"পদের অর্থ—অসদ্‌-বৈলক্ষণ্যাদি স্থলে, "শশবিষাণম্ অস্তি"—এইরূপ শব্দাভাসাদিদ্বারা অথবা বুদ্ধিপূর্ব্বক আরোপদ্বারা অসতের প্রসক্তি হইয়া থাকে। আর 'নাস-দাসীৎ' এই শ্রুতিদ্বারা অসদ্‌বস্তু প্রলয়ে 'নাসীৎ' অর্থাৎ ছিল না—এইরূপ বোধ হইয়া থাকে, আর ইহাতে অসদ্‌ধর্ম্মীতে সত্ত্বধর্ম্মের নিষেধ করা হইয়া থাকে। এই নিষেধে অসতের প্রসক্তি অবশ্য অপেক্ষিত, যেহেতু শব্দ, পরপুরুষের বোধের জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পরপুরুষে প্রতি-যোগীর প্রসক্তি না থাকিলে শব্দদ্বারা অপ্রসক্ত প্রতিযোগীর নিষেধ করিলে বাক্যের অবোধকত্বাপত্তি হইয়া পড়ে। তাহাতে পরপুরুষের

প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হইতে পারে না; যেহেতু সন্দিগ্ধ বা বিপর্য্যস্ত পুরুষের প্রতি শব্দের অর্থবত্তা হইয়া থাকে। সুতরাং যেস্থলে শব্দদ্বারা নিষেধ হইবে, সেস্থলে অপ্রসক্তের নিষেধ হইতে পারিবে না। কিন্তু তাহা হইলেও যেস্থলে শব্দাভাসাদিমূলক অনুভবজন্য সংস্কারমূলক প্রতিযোগীর স্মরণ হয়, সেস্থলে চক্ষুরাদির উন্মীলনের অনন্তরই অসতে প্রসক্তি না থাকিলেও ঝটিতি জগতে অসদ্বৈলক্ষণ্যের সিদ্ধি প্রত্যক্ষদ্বারা হইয়া থাকে। সুতরাং অপ্রসক্তের নিষেধ হইতে পারে না—এরূপ বলা অসঙ্গত।

যদি বলা যায়, শব্দাভাসাদিমূলক অসৎপ্রতিযোগীর স্মরণই প্রতি-যোগীর প্রসক্তি, কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, অসতের স্মরণ প্রতিযোগী অসতের জ্ঞানরূপ হইলেও তাহা অসৎপ্রতিযোগীর প্রসক্তি হইতে পারে না; যেহেতু প্রতিযোগীর সহিত অধিকরণে সংসর্গজ্ঞানই প্রসক্তি, তাহা এস্থলে নাই। সুতরাং শব্দদ্বারা অপ্রসক্তের নিষেধ হইতে না পারিলেও প্রত্যক্ষদ্বারা প্রদর্শিতরূপে অপ্রসক্তেরই নিষেধ হইয়া থাকে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি তাহা স্বীকার না করা যায়, তবে তাহাতে বাধক দেখাইতে মূলকার বলিতে-ছেন—**অন্যথা** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অপ্রসক্ত প্রতিযোগীর নিষেধ স্বীকার না করিলে অঙ্গুলির অগ্রভাগে হস্তিশতপ্রতিযোগিক অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, অঙ্গুলির অগ্রভাগে হস্তিশত কোনরূপেই প্রসক্ত নহে। যদি এস্থলে "অঙ্গুল্যগ্রে হস্তিশতম্" এইরূপ শব্দাভাসজন্য অনুভবজনিত সংস্কারমূলক প্রতিযোগীর স্মরণ হইলে অপ্রসক্ত হস্তি-শতের নিষেধ হইতে পারিবে—এইরূপ বলা যায়, তবে জগতেও অসৎ-প্রতিযোগীর স্মরণ হইলে জগতে অসতের প্রসক্তি না থাকিলেও জগতে অসদ্বৈলক্ষণ্যের প্রত্যক্ষের দ্বারাই সিদ্ধি সম্ভাবিত হয়। সুতরাং জগতে অসতের প্রসক্তি না থাকিলে জগতে অসদ্বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না—এইরূপ তর্ক অপ্রয়োজকই হইল। এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন—**প্রকৃতেঽপি সমম্।** মকরন্দকার যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—অসৎ অপ্রসক্ত বলিয়া তাহা নিষেধপ্রতিযোগী হয় না, ইত্যাদি, সেই অনুমানেও অপ্রয়োজকত্ব দোষ সমানই থাকিবে। যেহেতু এস্থলেও অসৎ অপ্রসক্ত হইলেও শব্দাভাসজন্য অনুভবজনিত

১০। ন চ তত্রাপি বুদ্ধিপূর্ব্বকম্ আরোপিতস্য অনির্ব্বাচ্যস্যৈব শৃঙ্গস্য নিষেধঃ, অনাভাসস্যৈব আরোপ্যনিষেধঃ ইতি তার্কিকমতে আভাসস্য অনির্ব্বাচ্যস্য প্রসক্ত্যা অনাভাসস্য নিষেধঃ ইতি ত্বন্মতে চ অনির্ব্বাচ্যান্যস্যৈব শৃঙ্গস্য নিষেদ্ধব্যত্বাৎ, জগদাদৌ অনির্ব্বাচ্যভূতাভাসাসদ্‌বৈলক্ষণ্যমেব, ন তু অনাভাসাসদ্‌বৈলক্ষণ্যম্ ইত্যাপাতাচ্চ।

সংস্কারকমূলক অসৎপ্রতিযোগীর স্মরণ হইলে প্রত্যক্ষদ্বারাই অসত্তের নিষেধপ্রতিযোগিত্বসিদ্ধি সম্ভাবিত হয়।

যদি বলা যায়, অসৎপ্রতিযোগক নিষেধ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতেই পারে না, কিন্তু তাহা অসঙ্গত। কারণ, "শশশৃঙ্গং নাস্তি" এইরূপ অবাধিত প্রত্যক্ষপ্রতীতি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ।৯

১০। **অনুবাদ**—যদি বলা যায়, অবাধিত প্রত্যক্ষপ্রতীতিবলে অসত্তেরও নিষেধপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে—এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, পূর্ব্বপক্ষীর মতে অসৎ দুই প্রকার। এক প্রকার বাস্তব অসৎ ও অন্য প্রকার অনির্ব্বাচ্যভূত আভাসরূপ অসৎ। আর তাহাতে "শশশৃঙ্গং নাস্তি" এইরূপে নিষিধ্যমান যে শৃঙ্গ, তাহা বাস্তব অসৎ নহে; কিন্তু তাহা অনির্ব্বাচ্যভূত আভাস অসৎ, অর্থাৎ যেমন আপণস্থ রজতসদৃশ অনির্ব্বচনীয় রজত শুক্তিতে আরোপিত ও নিষেধ্য হইয়া থাকে; সেইরূপ অসদ্‌ভিন্ন অনির্ব্বচনীয় অসৎআভাস শশশৃঙ্গেরই নিষেধ হইয়া থাকে, সদ্বস্তুর আভাস যেরূপ অনির্ব্বচনীয়, অসদ্‌বস্তুর আভাসও তদ্রূপ অনির্ব্বচনীয়। আর তাহাতে হইল এই যে, ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ যে অসত্ত্বের লক্ষণ, তাহা বাস্তব অনাভাসরূপ অসতে সম্ভাবিতই নহে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**ন চ তত্রাপি** ইত্যাদি। "শশশৃঙ্গং নাস্তি" এইরূপে নিষিধ্যমান শশশৃঙ্গ আভাসীভূত—অসৎ অনির্ব্বাচ্য শৃঙ্গ। কিন্তু তাহা বাস্তব অসদ্‌ভূত শৃঙ্গ নহে, এই নিষিধ্যমান শৃঙ্গ বুদ্ধিপূর্ব্বক আরোপিত। সুতরাং মূলকার প্রদর্শিত অসত্ত্বলক্ষণের অসম্ভব দোষই ঘটিল। অর্থাৎ নিষেধপ্রতিযোগিত্ব বাস্তব অসতে থাকিল না।

১১। **ননু সদা সর্ব্বত্র অবিদ্যমানত্বম্ অসত্ত্বং চেৎ, অনাশ্রিতাত্মাদিবিভুদ্রব্যাত্যন্তাভাবোঽপি কেবলান্বয়ীতি আত্মাদিরপি অসন্ স্যাদিতি চেৎ, তর্হি ত্বন্মতেঽপি আত্মা**

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষীর নিকট জিজ্ঞাসা এই যে, এই নিষেধপ্রতিযোগী অনির্ব্বাচ্য শৃঙ্গ, এইরূপ যাহা পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—তাহা কি তার্কিকরীতির অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, অথবা পূর্ব্বপক্ষী নিজের মতানুসারেই বলিয়াছেন। তার্কিকমতে এরূপ বলা যায় না। কারণ, তার্কিকমতে বাস্তব অসৎ অনির্ব্বচ্যভিন্ন প্রধানীভূত শশশৃঙ্গই নিষিধ্যমান হইয়া থাকে। তাঁহারা অনাভাস বস্তুরই নিষেধ স্বীকার করেন। আর দ্বিতীয়পক্ষও অসঙ্গত ; কারণ, পূর্ব্বপক্ষীর মতে যেমন প্রাতি-ভাসিকরজতের প্রসক্তিতে ব্যাবহারিকরজতের নিষেধ হয়, সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় আভাসীভূত শশশৃঙ্গের প্রসক্তিতে অনাভাস বাস্তব অসৎ শশশৃঙ্গেরই নিষেধ হইবে। আর তাহাতে বাস্তব অসৎ নিষেধের প্রতিযোগী হইল বলিয়া লক্ষণের অসম্ভব দোষ হইল না।

আর যদি বাস্তব অসৎ ও আভাসীভূত অসৎ—এইরূপ দ্বিবিধ অসৎ স্বীকার করা যায়, তবে আরও দোষ এই যে, নিষেধের প্রতিযোগী আভাসীভূত অসৎ, কিন্তু বাস্তব অসৎ নহে। এরূপ স্বীকার করিলে জগতে ও ব্রহ্মে অসদ্বৈলক্ষণ্য আর সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, বাস্তব অসৎ নিষেধের প্রতিযোগী নহে। যাহা নিষেধের প্রতিযোগী তাহা আভাসীভূত অসৎ। বৈলক্ষণ্যের প্রতিযোগী বাস্তব অসৎ হইবে না। কিন্তু আভাসীভূত অসৎই হইবে, জগদাদিতে বাস্তব অসতের ভেদ সিদ্ধ না হইলে পূর্ব্বপক্ষীকে শূন্যবাদিমতে প্রবেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ জগৎ ও ব্রহ্ম বাস্তব অসৎই হইয়া পড়িবে। সুতরাং দ্বিবিধ অসৎ কল্পনা করিলে এইরূপ দোষ হয় বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীকে বাস্তব অসৎ মাত্রই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাই নিষেধপ্রতিযোগী হয় বলিয়া অসত্ত্বলক্ষণের অসম্ভব দোষ নাই।১০

১১। **অনুবাদ**—পূর্ব্বপক্ষী আত্মাদি বিভুদ্রব্যে অসত্ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি শঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—**ননু** ইত্যাদি। সর্ব্বত্র ত্রৈকা-লিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই যদি অসত্ত্ব হয়, তবে আত্মাদি বিভুদ্রব্য

মিথ্যা স্যাৎ। তস্যাপি "স এবাধস্তাৎ" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপন্নোপাধৌ কালত্রয়েঽপি অভাবাৎ। অথ বিভুত্বেন উর্দ্ধাধরীভাবহীনোঽপি আত্মা সামান্যাদিবৎ স্বদেশকালয়োরপি অস্তি, "সদা সর্ব্বত্র আত্মা" ইত্যবাধিতপ্রতীতেরিতি ন তস্য মিথ্যাত্বং, তর্হি তত এব নাসত্ত্বং, দেশকালাবপি "সদা সর্ব্বত্র দেশকালৌ" ইত্যবাধিতপ্রতীত্যা প্রমেয়ত্বাভিধেয়ত্ববৎ, তার্কিকাভিমতদিক্কালাত্যন্তাভাববচ্চ স্ববৃত্তী অন্যোন্যবৃত্তী চ। অন্যথা ত্বন্মতে অপি তয়োঃ প্রাতিভাসিকসত্ত্বং স্যাদিতি ন কশ্চিৎ দোষঃ। তস্মাৎ স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বে অত্যন্তাসত্ত্বং দুর্ব্বারম্। তদুক্তং "নাসীদস্তি ভবিষ্যচ্চ তদি"তি জ্ঞানমেয়তা। যদি বাধঃ তদা অসত্ত্বং তেনৈব অঙ্গীকৃতং পুনঃ ইতি।

অনাশ্রিত বলিয়া আত্মাদি বিভুদ্রব্যের অত্যন্তাভাব কেবলান্বয়ী অর্থাৎ সদা সর্ব্বত্র আছে। সুতরাং সর্ব্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিত্ব আত্মাদি বিভুদ্রব্যে আছে। এজন্য আত্মাদি বিভুদ্রব্যে লক্ষণের অতিব্যাপ্তিই হইল।

এইরূপ শঙ্কাতে মূলকার বলিতেছেন—**তর্হি ত্বন্মতেঽপি** ইত্যাদি। এইরূপে যদি অসত্ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, তবে "প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণেরও আত্মাদি বিভুদ্রব্যে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে।

ইহাতে যদি বলা যায়—আত্মা, কেবলান্বয়ী অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইলেও তাহা মিথ্যা হইবে না; কারণ, আত্মার প্রতিপন্ন উপাধিই নাই। এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন—**তস্যাপি স এব অধস্তাৎ** ইত্যাদি। প্রদর্শিত শ্রুতিদ্বারা অধরাদিদেশই ভূমরূপ আত্মার প্রতিপন্ন উপাধি সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই শ্রুতি প্রতিপন্ন উপাধি অধরাদিদেশে আত্মার বিভুত্বপ্রযুক্ত ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়া মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তিই আত্মাতে হইতেছে।

আর যদি বলা যায়—**সদা সর্ব্বত্র আত্মা** এই অবাধিতপ্রতীতি-বশতঃ সমস্তকালে ও সমস্তদেশে আত্মা আছে বলিয়া সর্ব্বকালবৃত্তী ও সর্ব্বদেশবৃত্তী অভাবের প্রতিযোগিত্ব আত্মাতে নাই। সুতরাং মিথ্যাত্বের লক্ষণই আত্মাতে যাইতেছে না বলিয়া আত্মাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না। আরও কথা এই যে, **স এব অধস্তাৎ** ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা আত্মার যে প্রতিপন্ন উপাধি দেখান হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, কুণ্ডে বদরাদির মত ঊর্দ্ধাধরীভাবে প্রতিপন্ন-উপাধিই পূর্ব্বপক্ষীর বিবক্ষিত। আত্মা বিভু বলিয়া ঊর্দ্ধাধরীভাবে আত্মার প্রতিপন্ন উপাধি শ্রুতিদ্বারাও প্রতিপাদিত হইতে পারে না। অধরাদি-দেশে ব্রহ্ম অবস্থিত—এইরূপ অর্থই উক্ত শ্রুতির নহে। কিন্তু অধরাদি-দেশই ব্রহ্মবস্তুতে কল্পিত—ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ।

যদি বলা যায়—আত্মা যদি ঊর্দ্ধাধরীভাবহীন হয়, তবে আত্মা সমস্তদেশে আছে—ইহা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কাতে মূলকার বলিতেছেন—**সামান্যাদিবৎ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—আত্মা ঊর্দ্ধাধরীভাবহীন হইলেও ঘটে ঘটত্ব জাতির মত অবস্থান করিতে পারিবে। অযুতসিদ্ধিস্থলে ঊর্দ্ধাধরীভাবে থাকে না। অতএব ঊর্দ্ধাধরীভাবহীন হইয়াও জাতি যেমন ব্যক্তিতে থাকে—এইরূপ আত্মাও ঊর্দ্ধাধরীভাবহীন হইয়াও স্বোচিত দেশ ও কালে থাকিতে পারিবে, সুতরাং কুণ্ডবদরাদির মত ঊর্দ্ধাধরীভাবে প্রতিপন্ন-উপাধি আত্মার নাই বলিয়া প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব আত্মাতে নাই, এজন্য মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না।

পূর্ব্বপক্ষী যদি এইরূপে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ বারণ করেন, তবে আমরাও অসত্ত্বলক্ষণের আত্মাতে অতিব্যাপ্তি দোষ পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত রীতিতেই বারণ করিব। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**তর্হি তত এব ন অসত্ত্বম্** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—পূর্ব্বপক্ষী যেরূপে আত্মাতে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ করিয়াছেন, সেইরূপে আমরাও আত্মাতে অসত্ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ করিব, অর্থাৎ "সদা সর্ব্বত্র আত্মা" এইরূপ অবাধিত সার্ব্বদৈশিক সার্ব্ব-কালিক আত্মসত্ত্বাবগাহিনী প্রতীতিবশতঃ সার্ব্বদৈশিক সার্ব্বকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ অসত্ত্বও আত্মাতে নাই। এইরূপে অসত্ত্বলক্ষণের

আত্মাতে অতিব্যাপ্তি বারণ করিলেও দেশে ও কালে অসত্ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। আত্মাশ্রয় প্রসঙ্গ হয় বলিয়া দেশ ও কালের আর দেশ ও কাল স্বীকার করা যায় না। এইজন্য দেশে ও কালে সার্ব্বদৈশিক সার্ব্বকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ অসত্ত্ব আছে বলিয়া অসত্ত্বলক্ষণের দেশে ও কালে অতিব্যাপ্তি হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**দেশকালাবপি** ইত্যাদি। দেশ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আছে, কালও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আছে—এইরূপ অবাধিত প্রতীতিবশতঃ দেশ ও কালেরও দেশ ও কাল আছে; এইজন্য সার্ব্বদৈশিক সার্ব্বকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্ব দেশ ও কালে নাই বলিয়া অসত্ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নাই।

যদি বলা যায়, এইরূপে অতিব্যাপ্তি বারণ করিলে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। কারণ, কাল কালে আছে বলিতে গেলে আধারস্বরূপ কাল ও আধেয়স্বরূপ কাল অভিন্ন বলিয়া স্বএর স্ববৃত্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়; এইরূপ দেশ দেশে আছে বলিলেও স্ববৃত্তিত্ব দোষ হয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**প্রমেয়ত্বাভিধেয়ত্ববৎ** ইত্যাদি। যেমন প্রমেয়ত্বধর্ম্ম প্রমেয়ত্বে আছে এবং অভিধেয়ত্বেও আছে; কারণ, প্রমেয়ত্ব ও অভিধেয়ত্ব উভয়েই প্রমেয়। আর যাহা প্রমেয় তাহাতেই প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম থাকিবে; এইরূপ অভিধেয়ত্ব ধর্ম্ম, অভিধেয়ত্বে ও প্রমেয়ত্বে আছে; যেহেতু অভিধেয়ত্ব ও প্রমেয়ত্ব উভয়েই অভিধেয়। আর যাহা অভিধেয়, তাহাতে অভিধেয়ত্ব ধর্ম্ম থাকিবে। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম প্রমেয়ত্বে এবং অভিধেয়ত্ব ধর্ম্ম অভিধেয়ত্বে আছে, এবং প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম অভিধেয়ত্বে এবং অভিধেয়ত্ব ধর্ম্ম প্রমেয়ত্বে আছে। এইরূপে প্রমেয়ত্ব অভিধেয়ত্বাদি ধর্ম্মের স্ববৃত্তিত্ব ও অন্যোন্যবৃত্তিত্ব আছে। আর তার্কিকমতে এইরূপ দিক্ ও কালের অত্যন্তাভাব স্ববৃত্তি ও অন্যোন্যবৃত্তি হইয়া থাকে। দিকের ও কালের অত্যন্তাভাব সর্ব্বত্র আছে বলিয়া দিগত্যন্তাভাব, দিগত্যন্তাভাবে ও কালাত্যন্তাভাবে আছে। এইরূপ কালের অত্যন্তাভাবও কালের অত্যন্তাভাবে ও দিকের অত্যন্তাভাবে আছে সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ আত্মাশ্রয় ও অন্যোন্যাশ্রয় প্রমাণসিদ্ধ। এই আত্মাশ্রয় ও অন্যোন্যাশ্রয়, উৎপত্তি, স্থিতি, বা জ্ঞপ্তিতে প্রতিবন্ধক হয় না। এইজন্য তাহা দোষ নহে।

১২। নাপি পারমার্থিকত্বাকারেণ ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্বম্ ইতি অস্ত্যঃ, অবাধ্যত্বরূপপারমার্থিকত্বস্ত বাধ্যত্বরূপমিথ্যাত্বনিরূপ্যত্বেন অন্যোন্যাশ্রয়াৎ, রূপ্যং নাস্তি

যদি পূর্ব্বপক্ষী এইরূপে দেশ ও কালের স্ববৃত্তিত্ব ও অন্যোন্যবৃত্তিত্ব স্বীকার না করেন, তবে তাঁহাদের মতে দেশ ও কালের প্রাতিভাসিকত্বাপত্তি হইবে; আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**ত্বন্মতেঽপি** ইত্যাদি। কারণ, পূর্ব্বপক্ষীর মতে দেশ ও কাল পারমার্থিক নহে এবং দেশ ও কালের ব্যাবহারিক প্রতিপন্নোপাধি নাই বলিয়া ব্যাবহারিক-প্রতিপন্নোপাধিতে নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ ব্যাবহারিকত্ব সম্ভাবিত নহে; এবং প্রতীয়মান হয় বলিয়া দেশ ও কাল অসৎও নহে। এজন্য দেশ ও কালের ভ্রান্তিপ্রতিপন্নোপাধি দেশ ও কালই হইবে। আর দেশ ও কালরূপ ভ্রান্তিপ্রতিপন্নোপাধিতে নিষেধপ্রতিযোগী দেশ ও কাল শুক্তি-রজতের মত প্রাতিভাসিকই হইবে। কিন্তু প্রতীত হয় বলিয়া অসৎ হইবে না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর মতানুসারেও দেশ ও কালের অসত্ত্বাপত্তি হয় না। আর আমাদের মতে দেশ ও কালের স্ববৃত্তিত্বাদি স্বীকার করিলে সার্ব্বদৈশিক সার্ব্বকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্ব সম্ভাবিত হয় না বলিয়া অসত্ত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না।

সুতরাং এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে স্বরূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগিত্ব বলিলে প্রতিযোগীর মিথ্যাত্বসিদ্ধি না হইয়া অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তি হইয়া পড়ে। আর তাহাই মূলকার এস্থলে উপসংহাররূপে বলিতেছেন—**তস্মাৎ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—প্রতিপন্নোপাধিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে, প্রতিযোগীর অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তি দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। আর এই কথাই আচার্য্যপ্রণীত অনুব্যাখ্যানে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদে বলা হইয়াছে যে, ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্বরূপ বাধ্যত্ব স্বীকার করিলে বাধ্যবস্তুর অত্যন্তাসত্তাপত্তিই হইয়া পড়ে।

১২। **অনুবাদ**—প্রতিপন্নোপাধিতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে প্রতিযোগীর অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তি হয়। এজন্য অত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিভয়ে যদি পূর্ব্বপক্ষী স্বরূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগিত্ব

নাসীৎ ন ভবিষ্যতীতি "নেহ নানাস্তি কিঞ্চনে"তি চ স্বরূপেণৈব নিষেধাচ্চ। অন্যথা নৃশৃঙ্গাদেরপি ন স্বরূপেণ নিষেধঃ, কিন্তু সত্ত্বেনেতি স্যাৎ। রূপ্যবৎ তৎপারমার্থিকত্বস্যাপি অপরোক্ষ-প্রতীত্যন্যথানুপপত্ত্যা ধীকালে বর্ত্তমানতয়া নিষেধাযোগাচ্চ। পারমার্থিকত্বস্য পারমার্থিকত্বেন নিষেধে তু অনবস্থা। সুখাদ্যনুভবরূপস্য ব্রহ্মণোঽপি ময়ি সুখাদ্যনুভবঃ ইত্যাদি, প্রত্যক্ষেণ "স এব অধস্তাৎ" ইত্যাদি শ্রুত্যা চ প্রতিপন্নোপাধৌ নির্ধর্ম্মকত্বেন পারমার্থিকত্বাকারেণ নিষেধেন অতিব্যাপ্ত্যা-পত্তেশ্চ। প্রতিপন্নোপাধিশব্দেন অধ্যস্তাধিষ্ঠানবিবক্ষায়াং চ অধ্যস্তত্বস্য নিরুচ্যমানমিথ্যাত্বানতিরেকেণ আত্মাশ্রয়াৎ শেষবৈয়র্থ্যাচ্চ।

না বলিয়া পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এইরূপ বলিতে হইবে যে, প্রতিপন্নোপাধিতে পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। শুক্তিরজত স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগী না হইলেও পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগী হইবে, আর তাহাতে শুক্তিরজত পারমার্থিক নহে, ইহাই সিদ্ধ হইবে, কিন্তু অত্যন্ত অসৎ হইবে না। পূর্ব্বপক্ষী এইরূপ বলিলেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষই ঘটিবে। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**অবাধ্যত্বরূপপারমার্থিকত্বস্য** ইত্যাদি।

অবাধ্যত্বরূপ পারমার্থিকত্ব জ্ঞান হইলে তদ্‌ঘটিত বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব জ্ঞান হইবে। আর বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্বজ্ঞান হইলে বাধ্যত্বনিরূপ্য অবাধ্যত্বরূপ পারমার্থিকত্ব জ্ঞান হইবে। এইরূপে জ্ঞপ্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষই ঘটিবে।

আরও কথা এই যে, রজতভ্রমের পরে "রজতং নাস্তি নাসীৎ ন ভবিষ্যতি" এইরূপ নিষেধে স্বরূপতঃই রজত নিষেধ্য হইয়া থাকে, পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধ্য হয় না। আর "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই

শ্রুতিদ্বারা প্রপঞ্চের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধই প্রতিপাদিত হইয়াছে, পারমার্থিকত্বরূপে নহে। সুতরাং পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধ বলিতে গেলে লক্ষণের অসম্ভব দোষই ঘটিবে। আর মিথ্যাত্বলক্ষণে পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধ বলিলে, অসত্ত্বলক্ষণেও স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব না বলিয়া পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব বলা উচিত।

আরও কথা এই যে, শুক্তিরজত পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগী হইয়া থাকে, কিন্তু স্বরূপতঃ নিষেধপ্রতিযোগী হয় না। এরূপ বলিবার প্রয়োজন কি? পূর্ব্বপক্ষীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্বপক্ষী বলিবেন—শুক্তিরজতের স্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার করিলে অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তি হয় বলিয়া শুক্তিরজতের অপরোক্ষপ্রতীতি হইতে পারে না। এজন্য শুক্তিরজতের অসদ্‌বিলক্ষণস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানকালে বিদ্যমানত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আর জ্ঞানকালে বিদ্যমানত্বরূপ অসদ্‌বৈলক্ষণ্য শুক্তিরজতে স্বীকার করিয়া শুক্তিরজতে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মেরই নিষেধ হইয়া থাকে। রজত স্বরূপতঃ জ্ঞানকালে থাকে বলিয়া পারমার্থিকত্বরূপে রজত নাই বলিলে রজত নিষিধ্যমান না হইয়া রজতের পারমার্থিকত্বই নিষিধ্যমান হইয়া থাকে। "সবিশেষণে বিধি ও নিষেধ বিশেষণমাত্র লইয়াই পর্য্যবসিত হয়, যদি বিশেষ্যাংশে বিধি ও নিষেধের বাধা থাকে," এই রীতি অনুসারে রজত নিষিধ্যমান না হইয়া তাহার পারমার্থিকত্বই নিষিধ্যমান হইবে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কারণ, শুক্তিরজতে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মেরও নিষেধ করিতে পারা যায় না; কারণ, পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম শুক্তিরজতে অপরোক্ষভাবে প্রতীয়মান হয় বলিয়া পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম শুক্তিরজতে জ্ঞানকালে বিদ্যমান আছে, স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ স্বীকার না করিলে রজতার্থী পুরুষের শুক্তিরজতে প্রবৃত্ত্যাদি হইতে পারে না, আর তাহাতে লক্ষণের অসম্ভব দোষই ঘটিতেছে। এজন্য শুক্তিরজতগত পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মও স্বরূপতঃ নিষিধ্যমান হইতে পারে না। এইজন্য এই পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মেরও পারমার্থিকত্বরূপেই নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আর এইরূপে অনবস্থা-দোষই ঘটিবে। আর ইহাই মূলকার **পারমার্থিকত্বস্য** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।

আর পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে এই মিথ্যাত্বলক্ষণের ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি দোষও ঘটিবে। যদি বলা যায়, ব্রহ্ম ত পারমার্থিক বস্তু, তাহার পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে মূলকার বলিতেছেন—**নির্ধর্ম্মকত্বেন** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্মও নাই। সুতরাং পারমার্থিকত্বরূপে ব্রহ্মের নিষেধ হইতে পারিবে।

যদি বলা যায়, প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, নিষেধপ্রতিযোগিত্বমাত্র মিথ্যাত্ব নহে। ব্রহ্মের প্রতিপন্নোপাধি নাই; সুতরাং লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে কিরূপে? এইরূপ আশঙ্কাতে মূলকার বলিতেছেন—**ময়ি সুখাত্মনুভব** ইত্যাদি। ব্রহ্ম সুখানুভবস্বরূপ, আর আমাতে সুখানুভব আছে, এইরূপ প্রাত্যক্ষিক-প্রতীতি সর্ব্বজনসিদ্ধ; এজন্য এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতিতে অহমর্থই সুখানুভবরূপ ব্রহ্মের প্রতিপন্নোপাধি; সুতরাং ব্রহ্মের প্রতিপন্নোপাধি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপ "স এবাধস্তাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অধরাদি দেশই, তৎপদবাচ্যভূমস্বরূপ আত্মার প্রতিপন্ন উপাধি; সুতরাং ব্রহ্মের প্রতিপন্ন উপাধি শ্রুতিসিদ্ধও বটে, অতএব এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও শ্রুতিসিদ্ধ উপাধিতে নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মের পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগিত্ব আছে বলিয়া ব্রহ্মে লক্ষণের অতিব্যাপ্তিই হইতেছে।

যদি বলা যায়, এইরূপে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইতে পারে না; কারণ, প্রতিপন্ন উপাধিশব্দদ্বারা অধ্যস্ত বস্তুর অধিষ্ঠানকেই বলা হইয়াছে। অধ্যস্ত ব্রহ্মের অধিষ্ঠান মদংশ বা অধরাদি দেশ নহে; যেহেতু ব্রহ্ম অনধ্যস্ত, সুতরাং ব্রহ্মের প্রতিপন্নোপাধিই নাই বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কাতে মূলকার বলিতেছেন—**প্রতিপন্নোপাধিশব্দেন** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অধ্যস্তাধিষ্ঠাননিষ্ঠ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটিবে। যেহেতু এতাদৃশ মিথ্যাত্ব অধ্যস্তত্বরূপ মিথ্যাত্ব-ঘটিত হইয়াছে। লক্ষণটী পূর্ব্বে জানিয়া পরে লক্ষ্য জানিতে হয়। লক্ষণটী যদি লক্ষ্যঘটিত হয়, তবে স্বকে অপেক্ষা করিয়া স্বএর পূর্ব্ব-জ্ঞাতব্যত্বাপত্তি হয় বলিয়া জ্ঞপ্তিতে আত্মাশ্রয় দোষ হয়।

যদি বলা যায়, অধ্যস্তত্বই মিথ্যাত্ব নহে; কিন্তু ব্রহ্ম ও অসদ্‌ভিন্নত্বই

১৩। ব্রহ্মণঃ প্রতিপন্নোপাধ্যভাবেঽপি পারমার্থিকত্বরূপ-ধর্ম্মাভাবস্য ব্রহ্মণি অপরিচ্ছিন্নসদ্রূপত্বাবিরোধিত্ববৎ ঘটাদেঃ প্রতিপন্নোপাধিসদ্ভাবেঽপি পারমার্থিকত্বাভাবস্য ঘটাদৌ পরিচ্ছিন্নসদ্রূপত্বাবিরোধিত্বোপপত্তেশ্চ। নহি ব্রহ্মণ্যপি স্বরূপাতিরিক্তং পারমার্থিকত্বং তত্ত্বতঃ অস্তি অদ্বৈতহানেঃ। ন চ সোপাধিকবাধাভাবগর্ভিতং পারমার্থিকত্বং নিরুপাধিক-ব্রহ্মমাত্রম্। এবঞ্চ ব্রহ্ম কালত্রয়েঽপি সৎ বিয়দাদি রূপ্যাদি চ কদাচিদেব ইতি নিত্যত্বানিত্যত্বাভ্যামেব বৈষম্যম্, ন তু সত্যত্বমিথ্যাত্বাভ্যাং, তথাচ—

স্বরূপেণ ত্রিকালস্থনিষেধো নাস্তি তে মতে।
রূপ্যাদেস্তাত্ত্বিকত্বেন নিষেধস্ত্বাত্মনোঽপি চ ॥”

ইতি দ্বিতীয়মিথ্যাত্বনিরুক্তিভঙ্গঃ।

মিথ্যাত্ব। সুতরাং মিথ্যাত্ব ও অধ্যস্তত্ব পর্য্যায় নহে। সুতরাং আত্মাশ্রয় দোষ হইতে পারে না। তথাপি লাঘবপ্রযুক্ত অধ্যস্তত্বই মিথ্যাত্ব বলা উচিত। আর তাহা বলিলে লক্ষণের অপরাংশ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। লক্ষণটী হইতেছে—অধ্যস্তাধিষ্ঠাননিষ্ঠ ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্ব। অধ্যস্তত্বই মিথ্যাত্ব হইতে পারিলে অবশিষ্টাংশের কোন আবশ্যকতা নাই। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**শেষবৈয়র্থ্যাচ্চ**।১২

১৩। **অনুবাদ**—**বস্তুতঃ** কথা এই যে, “ময়ি সুখানুভবঃ” এইরূপ প্রত্যক্ষে সুখানুভবস্বরূপ ব্রহ্মের মদংশই প্রতিপন্নোপাধি প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং “স এব অধস্তাৎ” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা অধরাদি দেশই ব্রহ্মের প্রতি-পন্নোপাধি, এরূপ যাহা বলা হইয়াছে—তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, মদংশ এবং অধরাদি দেশ ব্রহ্মেই কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মের প্রতিপন্নোপাধি হইতে পারে না। প্রত্যুত মদংশ ও অধরাদি দেশের ব্রহ্মই প্রতি-পন্নোপাধি এইরূপ মনে করিয়া মূলকার অর্থান্তরতারূপ দোষান্তর

দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—**ব্রহ্মণঃ** ইত্যাদি। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বপক্ষী জগতের যাদৃশ মিথ্যাত্ব বলিতেছেন, তাহা জগতের সত্যত্বের অবিরোধী। এই সত্যত্বের অবিরোধী মিথ্যাত্ব জগতে সাধন করিলে অর্থান্তরতাই হইবে। ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম না থাকিলেও ব্রহ্ম যেরূপ সৎস্বরূপ, কিন্তু মিথ্যা নহে, এইরূপ ঘটাদিপ্রপঞ্চে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম না থাকিলেও তাহা ব্রহ্মেরই মত সৎস্বরূপ হইতে পারিবে, কিন্তু মিথ্যা হইবে না।

যদি বলা যায়, ব্রহ্মের প্রতিপন্নোপাধি নাই, আর ঘটাদি বস্তুর প্রতিপন্নোপাধি আছে। এই বৈলক্ষণ্যপ্রযুক্তই ব্রহ্মের সত্যত্ব ও ঘটাদি বস্তুর মিথ্যাত্ব হইবে? কিন্তু এইরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, ব্রহ্মের প্রতিপন্নোপাধি নাই বলিয়া ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্বই লব্ধ হইয়া থাকে। এজন্য ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন সদ্রূপ হইতে পারে, আর ঘটাদি বস্তুর প্রতিপন্নোপাধি আছে বলিয়া সেই প্রতিপন্নোপাধিতে সদ্রূপ ঘটাদির পরিচ্ছিন্ন সদ্রূপতা হইতে পারে; সুতরাং ব্রহ্মও জগতের অপরিচ্ছিন্নত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্বপ্রযুক্ত বৈলক্ষণ্য থাকিলেও সদ্রূপতাতে কোন বৈলক্ষণ্য নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মও সৎস্বরূপ, ঘটাদিপ্রপঞ্চও সৎস্বরূপ। কিন্তু ঘটাদিপ্রপঞ্চ মিথ্যা নহে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত মিথ্যাত্ব, প্রপঞ্চের সৎস্বরূপতার বিরোধী নহে বলিয়া এতাদৃশ মিথ্যাত্ব সাধন করিলে অর্থান্তরতা দোষই হইবে।

যদি বলা যায়, যেমন দ্রব্যত্বরহিত গুণাদি অদ্রব্যই হইয়া থাকে, এইরূপ পারমার্থিকত্বরহিত ঘটাদিও অপারমার্থিকই হইবে। কিন্তু পরমার্থ সৎ হইতে পারে না। কিন্তু তাহা অসঙ্গত; আর ইহাই মূলকার দেখাইতেন—**ন হি ব্রহ্মণ্যপি** ইত্যাদি। ব্রহ্মস্বরূপাতিরিক্ত পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম ব্রহ্মে স্বীকার করা যাইতে পারে না, ব্রহ্মে পরমার্থসত্য পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিলে অদ্বৈতব্যাঘাত হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম এবং পারমার্থিকত্ব—এই দুইই পরমার্থ বস্তু স্বীকার করা হয়। বিশেষতঃ ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপাতিরিক্ত পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম ব্রহ্মে থাকিতে পারে না।

যদি বলা যায়, পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম পরমার্থ সত্য হইলেও অদ্বৈতহানি হইবে না। কারণ, পারমার্থিকত্ব ব্রহ্মস্বরূপই বটে, ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্ম যেমন ব্রহ্মাদ্বৈতের বিরোধী নহে, সেইরূপ পারমার্থিকত্বও ব্রহ্মা-

অথ তৃতীয়মিথ্যাত্বনিরুক্তিভঙ্গঃ ।

১। নাপি জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বমিতি তৃতীয়ঃ, অতীত-ঘটাদৌ অব্যাপ্তেঃ, শুক্তিজ্ঞানেন রূপ্যং নষ্টমিতি কদাপি অননু-

দ্বৈতের বিরোধী নহে। কিন্তু এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, বাধাভাব-গর্ভিত পারমার্থিকত্ব সোপাধিক এবং ব্রহ্ম নিরুপাধিক, সোপাধিক বস্তু নিরুপাধিকস্বরূপ হইতে পারে না।

যদি বলা যায়, ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়েই পারমার্থিক সত্য হইলে ব্রহ্মের সহিত জগতের সাম্যই হইয়া পড়িল? কিন্তু এরূপে বলা ত সঙ্গত নহে। কারণ, শ্রুতি ব্রহ্মকে অসদৃশরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, সুতরাং শ্রুতিসিদ্ধ অসদৃশত্ব রক্ষা করিবার জন্য, ব্রহ্ম ও জগতের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বপ্রযুক্তই বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ আশঙ্কাতে মূলকার বলিতেছেন—**এবঞ্চ ব্রহ্ম কালত্রয়েঽপি** ইত্যাদি। ইহার অভিপ্রায় এই যে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বপ্রযুক্তই ব্রহ্ম ও জগতের বৈলক্ষণ্য বুঝিতে হইবে। কিন্তু সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বপ্রযুক্ত নহে। ব্রহ্ম কালত্রয়ে সৎ, আর আকাশাদি প্রপঞ্চ ও শুক্তিরজতাদি কদাচিৎ সৎ। যাহা কালত্রয়ে সৎ, তাহা নিত্য, আর যাহা কদাচিৎ সৎ, তাহা অনিত্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্ব-লক্ষণ সর্ব্বথা অসঙ্গত। মিথ্যাত্বের এই দ্বিতীয়লক্ষণনিরাকরণের সার কথা কারিকাদ্বারা মূলকার বলিতেছেন—**তথাচ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে, রজতাদির স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে রজতাদির মিথ্যাত্বসিদ্ধি না হইয়া অত্যন্ত অসত্বাপত্তি হইয়া পড়ে। আর পারমার্থিকত্বরূপে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে আত্মারও তাদৃশ নিষেধপ্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়া আত্মারও মিথ্যাত্বাপত্তি হয়।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মবিরচিত ন্যায়ামৃতগ্রন্থের বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় মিথ্যাত্ব-নিরুক্তি ভঙ্গবিবরণ সমাপ্ত।

১। **অনুবাদ**—জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব, এই তৃতীয় লক্ষণও অসঙ্গত; কারণ, জ্ঞানবিনাই স্বতঃনিবৃত্ত অতীত ঘটাদিতে

ভবেন (১) তত্রাপি অব্যাপ্তেশ্চ, "এতাবন্তং কালং শুক্ত্যজ্ঞানং আসীৎ" "ভ্রম আসীৎ" ইত্যনুভবেন শুক্তিবৎ সত্যে অজ্ঞান-ভ্রমাদৌ শুক্তিজ্ঞানেন তদজ্ঞানং নষ্টম্—ইত্যনুভবেন জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বস্য সত্ত্বেন অতিব্যাপ্তেশ্চ। অপরোক্ষাধ্যাসং প্রতি-জ্ঞানস্য অপরোক্ষতয়া নিবর্ত্তকত্বেন জ্ঞানত্বেন অনিবর্ত্তকত্বাচ্চ।

লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। আর শুক্তিজ্ঞানদ্বারা শুক্তিরজত নষ্ট হইয়াছে, এইরূপ কখনও অনুভব হয় না বলিয়া শুক্তিরজতে লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষও ঘটে। আর এরূপ মিথ্যাত্বানুমানে দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য-দোষও হয়। আর দোষ এই যে, জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব, সত্যবস্তুতে আছে বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষই ঘটিল। অজ্ঞান ও ভ্রম জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য হইলেও তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু অধিষ্ঠানশুক্তির মতই সত্য, আর ইহাই মূলকার দেখাইতেছেন—**এতাবন্তং কালম্** ইত্যাদি।

ভ্রমজ্ঞানের বিষয় রজতাদি যেমন ত্রিকালবাধ্যরূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ "রজতং নাস্তি নাসীৎ ন ভবিষ্যতি" এইরূপে প্রতীত হয়, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অনন্তর "শুক্ত্যজ্ঞানং নাসীৎ" অথবা "ভ্রমঃ নাসীৎ" এইরূপ প্রতীতি হয় না। সুতরাং ভ্রমজ্ঞানের বিষয় শুক্তিরজতাদির মত ভ্রমের কারণ অজ্ঞান ও ভ্রম মিথ্যা নহে, তাহা অধিষ্ঠানের মত সত্য। এই সত্য অজ্ঞান ও ভ্রম জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইতেছে বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই হইতেছে।

আর এরূপ বলা যায় না যে, বিষয় মিথ্যা হইলেই জ্ঞান মিথ্যা হইবে। কারণ, পূর্ব্বপক্ষীর মতে সাক্ষী সত্য হইয়াও সাক্ষিভাস্য সুখ-দুঃখাদি মিথ্যাই হইয়া থাকে, সেইরূপ ভ্রম সত্য হইলেও তাহার বিষয় শুক্তিরজতাদি মিথ্যা হইতে পারে। আর সত্য ভ্রম, জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হয় বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই হইল।

লক্ষণের অসম্ভব দোষ দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—**অপরোক্ষ** ইত্যাদি। অপরোক্ষাধ্যাসের নিবর্ত্তক জ্ঞানমাত্র নহে, অর্থাৎ জ্ঞানত্ব ধর্ম্ম নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক নহে; কারণ, "পীতঃ শঙ্খঃ"

১। কদাচিদনুভবাভাবেনেতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

২। জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্ম্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বস্য ইচ্ছাদ্যনিবর্ত্ত্যে স্মৃতিত্বেন স্মৃতিনিবর্ত্ত্যে সংস্কারাদৌ অতিব্যাপ্তেঃ, অনুভবত্ব-ব্যাপ্যধর্ম্মেণ তন্নিবর্ত্ত্যত্বস্য চ যথার্থস্মৃতিনিবর্ত্ত্যাযথার্থস্মৃতি-বিষয়ে অব্যাপ্তেঃ, ভ্রমোত্তরপ্রমানিবর্ত্ত্যত্বস্য চ তত্ত্বজ্ঞানসংস্কার-নিবর্ত্ত্যাজ্ঞানসংস্কারে অব্যাপ্তেঃ, স্বোপাদানাজ্ঞাননিবর্ত্তকজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বস্য চ অনাদ্যধ্যাসে অভাবাৎ। লাঘবেন অজ্ঞানো-পাদানকত্বস্যৈব লক্ষণত্বাপাতাচ্চ। তথাচ—

বিজ্ঞাননাশ্যতা মিথ্যা রূপ্যাদৌ নানুভূয়তে।
কিন্ত্বধিষ্ঠানবৎ সত্যে তদজ্ঞানেঽনুভূয়তে ॥

ইতি তৃতীয়মিথ্যাত্বনিরুক্তিভঙ্গঃ।

এইরূপ অপরোক্ষ ভ্রম 'শঙ্খঃ শ্বেতঃ' এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হয় না। শঙ্খের পীতিমা ভ্রমদশাতে "শঙ্খঃ শ্বেতঃ, শঙ্খত্বাৎ" এইরূপ অনুমিত্যাত্মক বিশেষদর্শন সম্ভাবিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অপরোক্ষ ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না; এজন্য অপরোক্ষজ্ঞানত্বই নিবর্ত্তকতাব-চ্ছেদক হইবে; সুতরাং অপরোক্ষ জগদধ্যাসে জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব নাই বলিয়া লক্ষণের অসম্ভব দোষই ঘটিতেছে।

২। **অনুবাদ**—এজন্য যদি পূর্ব্বপক্ষী মিথ্যাত্বের লক্ষণ এরূপ বলেন যে, জ্ঞানত্বব্যাপ্য ধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব; আর তাহাতে সাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য প্রত্যক্ষরূপ ভ্রমে অব্যাপ্তি দোষ হইবে না; কারণ, সাক্ষাৎকারত্ব ধর্ম্ম জ্ঞানত্বের ব্যাপ্যই বটে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-নিবর্ত্তনীয় জগতের প্রত্যক্ষরূপ অধ্যাসে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল না বলিয়া লক্ষণের অসম্ভব দোষও নাই। এই লক্ষণ খণ্ডন করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—**ইচ্ছাদ্যনিবর্ত্ত্যে** ইত্যাদি।

প্রদর্শিতরূপ লক্ষণ বলিলেও লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ অনিবার্য্য; কারণ, সংস্কারজন্য স্মৃতি, স্বজনকীভূত সংস্কারের নাশক হইয়া থাকে। সুতরাং স্মৃতিত্বরূপে স্মৃতিনিবর্ত্ত্য সংস্কারে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই

ঘটিতেছে। স্মৃতিত্ব ধর্ম্ম জ্ঞানত্বের ব্যাপ্য ধর্ম্মই বটে, অথচ সংস্কারে "স্মৃতিত্বেন স্মৃতিনিবর্ত্ত্যত্বপ্রযুক্ত" মিথ্যাত্ব ব্যবহার হয় না।

যদি বলা যায়, স্মৃতি সংস্কারের নাশক হইলেও নাশকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম স্মৃতিত্ব নহে। কিন্তু স্বোত্তরোৎপন্নাত্মবিশেষগুণত্বই নাশকতাবচ্ছেদক। আর উত্তরাত্মবিশেষগুণত্ব জ্ঞানত্বের ব্যাপ্য ধর্ম্ম নহে। সুতরাং স্মৃতি-নিবর্ত্ত্য সংস্কারে লক্ষণ গেল না বলিয়া অতিব্যাপ্তি দোষও নাই। পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ, সংস্কারের নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম স্মৃতিত্বই হইবে; উত্তরাত্মবিশেষগুণত্ব হইতে পারে না। যদি উত্তরাত্ম-বিশেষগুণত্বই সংস্কারের নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইত, তবে সংস্কারের উত্তরকালোৎপন্ন ইচ্ছাদিদ্বারাও সংস্কারের নিবৃত্তি হইয়া যাইত। যেমন, ঘটানুভবজন্য সংস্কার উৎপত্তির অনন্তর কদাচিৎ "ঘটো মে ভূয়াৎ" এইরূপ ইচ্ছা সম্ভাবিত হয়, আর এই ইচ্ছাদ্বারাও সংস্কারের নিবৃত্তি হইয়া যাইতে পারিবে। কারণ, নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম উত্তরাত্ম-বিশেষগুণত্ব, তাদৃশ ইচ্ছাতেও আছে; কিন্তু সংস্কার ইচ্ছাদ্বারা নিবৃত্ত হইলে স্মরণের অনুপপত্তি হইয়া পড়িবে।

যদি বলা যায়, সংস্কারও মিথ্যা বলিয়া লক্ষণের লক্ষ্যই বটে, অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সংস্কারের স্মৃতিনিবর্ত্ত্যত্ব দ্বৈতসত্যত্ববাদিগণও স্বীকার করেন। স্মৃতিনিবর্ত্ত্যত্ব-প্রযুক্ত সংস্কারের মিথ্যাত্বব্যবহার হয় না। সংস্কারে তাদৃশ মিথ্যাত্ব অনুমান করিলে সিদ্ধসাধনই হইবে।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী 'অনুভবত্বব্যাপ্য ধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব', এইরূপ বলেন, তবে স্মৃতিনিবর্ত্ত্য সংস্কারে অতিব্যাপ্তি না হইলেও অব্যাপ্তিদোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। যদিও স্মৃতিত্ব ধর্ম্মটী অনুভবত্বব্যাপ্য নহে, তথাপি যথার্থ স্মৃতিত্বরূপে স্মৃতিনিবর্ত্তনীয় অযথার্থ-স্মৃতির বিষয়ে অব্যাপ্তি হইবে। যেমন যথার্থ জ্ঞানদ্বারা অযথার্থ জ্ঞানের বিষয় নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ যথার্থ স্মৃতিদ্বারা অযথার্থ স্মৃতির বিষয়ও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই অযথার্থ স্মৃতির বিষয়, জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইলেও অনুভবত্বব্যাপ্য ধর্ম্মপুরস্কারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য নহে, কিন্তু যথার্থ স্মৃতিত্বরূপেই জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইয়া থাকে। সুতরাং অযথার্থস্মৃতির বিষয়ে এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তিই হইল।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষিগণ এই অব্যাপ্তিনিবারণ করিবার জন্য ভ্রমোত্তর প্রমানিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব—এইরূপ বলেন, তথাপি অব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্যই থাকিবে। এই লক্ষণে প্রমাপদটী যথার্থজ্ঞানমাত্রের বোধক, কিন্তু যথার্থ অনুভবের বোধক নহে। এজন্য যথার্থস্মৃতিও প্রমাই বটে। যথার্থস্মৃতিদ্বারা অযথার্থস্মৃতির বিষয় নিবর্ত্তনীয় হইলেও ঐ অযথার্থস্মৃতিবিষয়ে ভ্রমোত্তর প্রমানিবর্ত্ত্যত্ব আছে। এজন্য প্রদর্শিত অব্যাপ্তি দোষের বারণ হয় বটে, তথাপি তত্ত্বজ্ঞান-সংস্কারনিবর্ত্তনীয় অজ্ঞানসংস্কারে অব্যাপ্তি দোষই হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও জীবন্মুক্তিদশাতে অজ্ঞানসংস্কার আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। জীবন্মুক্তিদশাতে অজ্ঞানসংস্কারও না থাকিলে জীবন্মুক্ত পুরুষের ভিক্ষাটনাদিতে প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। এই অজ্ঞানসংস্কার তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বপক্ষিগণ স্বীকার করেন। এই অজ্ঞানসংস্কার ভ্রমোত্তরভাবি প্রমানিবর্ত্ত্য নহে, কিন্তু প্রমাজন্য সংস্কারনিবর্ত্ত্য ; সুতরাং অজ্ঞানসংস্কারে ভ্রমোত্তর প্রমানিবর্ত্ত্যত্ব নাই বলিয়া লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই ঘটিল।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষিগণ স্বোপাদান অজ্ঞাননিবর্ত্তক জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব—এইরূপে বলেন, তবে অনাদি অধ্যাসে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই ঘটিবে। এই লক্ষণের ঘটক স্বপদের অর্থ—অজ্ঞানকার্য্য প্রপঞ্চ। আর এই প্রপঞ্চের উপাদান অজ্ঞান, এই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক যে জ্ঞান, তদ্দ্বারা অজ্ঞানকার্য্য প্রপঞ্চও নিবৃত্তি হইয়া থাকে বলিয়া মিথ্যাভূত প্রপঞ্চে লক্ষণের সমন্বয় হয়—ইহাই পূর্ব্বপক্ষিগণের অভিপ্রায়। পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন, জ্ঞান অজ্ঞানের এবং অজ্ঞানকার্য্যের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। কিন্তু অনাদি অধ্যাসে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্য। পূর্ব্বপক্ষিগণ জীব, ঈশ্বর অবিদ্যা প্রভৃতি অনাদি অধ্যস্ত বলিয়া স্বীকার করেন। আর যাহা অনাদি, তাহার উপাদান সম্ভাবিত নহে ; এজন্য ইহাদের স্বোপাদান অজ্ঞানই নাই। সুতরাং এই লক্ষণ অনাদি অধ্যাসে গেল না বলিয়া অব্যাপ্তিদোষদুষ্টই হইল। বস্তুতঃ কথা এই যে, পূর্ব্বপ্রদর্শিত অজ্ঞানসংস্কারেও লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ আছে। কারণ, অজ্ঞানসংস্কারের উপাদানভূত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক যে জ্ঞান, তদ্দ্বারা সংস্কারের নিবৃত্তি হয় না। প্রত্যুত প্রমাজ্ঞানের

অথ চতুর্থমিথ্যাত্বনিরুক্তিভঙ্গঃ ।

১। এতেন স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বং মিথ্যাত্বম্ ইতি চতুর্থোঽপি নিরস্তঃ, অত্যন্তাভাবস্য তাত্ত্বিকত্বে প্রাতিভাসিকত্বে ব্যাবহারিকত্বে চ দোষস্য উক্তত্বাৎ।

সংস্কারের দ্বারাই অজ্ঞানসংস্কারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং অজ্ঞানসংস্কারেও এই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ আছে, বুঝিতে হইবে।

আর কথা এই যে, স্বোপাদান-অজ্ঞান ইত্যাদি, যে মিথ্যাত্বের লক্ষণ পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন, তদপেক্ষা লঘুভূত অজ্ঞান-উপাদানকত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে হইত। যাহার উপাদান অজ্ঞান, তাহাই মিথ্যা। অনাদি অধ্যাসে অব্যাপ্তি দোষ যেমন সেই গুরুভূত লক্ষণেরও আছে, সেইরূপ এই লঘুভূত লক্ষণেরও থাকিবে। মূলকারের মতে অজ্ঞানশব্দের অর্থ প্রকৃতি। সত্য প্রপঞ্চ, সত্যপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; অজ্ঞান উপাদানক বস্তু মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্যই বটে। প্রপঞ্চে এতাদৃশ অজ্ঞান-উপাদানকত্ব অনুমান করিলে সিদ্ধসাধনতা দোষই হইবে।

এক্ষণে মূলকার এই তৃতীয় লক্ষণের নিরাকরণ উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—**তথাচ** ইত্যাদি। শুক্তিরজতাদিতে জ্ঞাননাশ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব অনুভবসিদ্ধ নহে বলিয়া শুক্তিরজতাদিতে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বলক্ষণের অব্যাপ্তিই হইতেছে। আর সত্য অধিষ্ঠানের মত সত্য অজ্ঞানে জ্ঞান-নাশ্যতা অনুভবসিদ্ধ বলিয়া জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষও হইতেছে। অর্থাৎ মিথ্যাবস্তু জ্ঞাননিবর্ত্ত্য নহে বলিয়া অব্যাপ্তি, আর সত্যবস্তুও জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্য হইতেছে।২

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মবিরচিত ন্যায়ামৃতগ্রন্থের তৃতীয় মিথ্যাত্ব ভঙ্গবিবরণের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

১। **অনুবাদ**—দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণের নিরাকরণদ্বারা এই চতুর্থ মিথ্যাত্বলক্ষণও নিরাকৃতই হইয়াছে। উক্ত দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণলক্ষিত বস্তু যেমন মিথ্যা না হইয়া অত্যন্ত অসৎই হইয়া থাকে, এই চতুর্থ

অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং স্বরূপেণেতি পক্ষে পারমার্থিকত্বাকারেণেতি চ পক্ষে (১) দোষস্য উক্তত্বাচ্চ।

ইতি চতুর্থমিথ্যাত্বনিরুক্তিভঙ্গঃ।

লক্ষণলক্ষিত বস্তুও তাহাই হইবে। ইহাই মূলস্থিত **এতেন** কথার অর্থ। এই চতুর্থ মিথ্যাত্বলক্ষণের অর্থ—যাহা স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণেই প্রতীত হয়, তাহাই মিথ্যা। যেমন—শুক্তিরজতাদি, শুক্তিরজতাদির অত্যন্তাভাবাধিকরণ শুক্ত্যাদিতেই প্রতীত হইয়া থাকে। এতাদৃশ চতুর্থ মিথ্যাত্বলক্ষণও অসঙ্গত; কারণ, দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে যে সব দোষ হইয়াছিল, এই চতুর্থ লক্ষণেও তাহাই হইবে। আর ইহাই মূলকার "এতেন" পদদ্বারা সূচনা করিয়াছেন।

"এতেন" কথাদ্বারা যাহা সূচিত হইয়াছে, তাহাই মূলকার বিশদভাবে বলিতেছেন—**অত্যন্তাভাবস্য** ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষী যে "স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে" বলিয়াছেন—এই অত্যন্তাভাবটী তাত্ত্বিক, প্রাতিভাসিক অথবা ব্যাবহারিক বলিলে যে যে দোষ হইবে, তাহা দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে বলা হইয়াছে। তাহা এই যে, অত্যন্তাভাব তাত্ত্বিক হইলে অদ্বৈতহানি, প্রাতিভাসিক হইলে সিদ্ধসাধন এবং ব্যাবহারিক হইলে ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী যাহা স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রতীয়মান, তাহা ব্যাবহারিক হইতে পারে না। অর্থাৎ বিরোধিতাপ্রযুক্ত ব্যাবহারিক স্বাত্যন্তাভাবের অধিকরণে প্রতিযোগী ব্যাবহারিক হইতে পারে না। আর প্রতিযোগী প্রপঞ্চ যে প্রাতিভাসিক নহে, তাহা পূর্ব্বপক্ষিগণেরও সম্মত। সুতরাং গত্যন্তরাভাবপ্রযুক্ত পারমার্থিকই হইবে—এই সকল যে দোষ দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে বলা হইয়াছে তাহা এখানেও হইবে।

আর উক্ত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটী "স্বরূপ" কি "পারমার্থিকত্ব"—এই উভয়ের যে কোনটী পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করিবেন, তাহাতেও যে যে দোষ হইবে, তাহাও দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণেই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ স্বরূপতঃ নিষেধ বলিলে শুক্তিরজতেও লক্ষণের অগমন-

---

১। পারমার্থিকত্বেনেতি চ পক্ষে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

অথ পঞ্চমমিথ্যাত্বনিরুক্তিভঙ্গঃ।

১। পঞ্চমেঽপি সৎ কিং সত্তাজাতিমদ্ বিবক্ষিতম্, অবাধ্যং বা ব্রহ্ম বা। নাদ্যঃ, ত্বন্মতে ঘটাদৌ জাতেঃ সত্ত্বাৎ। দ্বিতীয়ে, বাধ্যত্বং মিথ্যাত্বমিতি স্যাৎ, তচ্চ নিরস্তম্। ন তৃতীয়ঃ, সিদ্ধসাধনাৎ। নৃশৃঙ্গাদৌ অপি সদ্রূপত্বাভাবাৎ অন্যস্য অসত্ত্বস্য অভাবেন অত্যন্তাসত্ত্বাপাতাচ্চ। মন্মতে অবাধ্যত্বাদিরূপস্য সত্ত্বস্য অভিধেয়ত্বাদিবৎ স্বাশ্রিতত্বেন ব্রহ্মণি সত্তাভাবে সদ্রূপত্বাসিদ্ধেশ্চ। তস্মাৎ—

অনির্ব্বাচ্যেঽপ্রসিদ্ধ্যাদিঃ প্রতীতে প্রতিষেধ্যতা :
স্বাশ্রয়েঽত্যন্তবিরহঃ সদ্‌বিলক্ষণতা তথা ॥
ইতি পক্ষত্রয়েঽত্যন্তাসত্ত্বং স্যাদনিবারিতম্।
ধীনাশ্যত্বে ত্বনিত্যত্বমেব স্যান্ন মৃষাত্মতা॥

মম তু অত্যন্তাসত্ত্বমেব মিথ্যাত্বম্ ইতি ন অস্মৎপ্রতিবন্দী।

ইতি পঞ্চমমিথ্যাত্বনিরুক্তিভঙ্গঃ।

সমাপ্তং চেদং মিথ্যাত্বনিরুক্তিভঙ্গপ্রকরণম্।

জন্য লক্ষণের অব্যাপ্তি বা অসম্ভব দোষ হইবে এবং পারমার্থিকত্বরূপে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব বলিলে ব্রহ্মেও লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে, ইত্যাদি।১

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মবিরচিত ন্যায়ামৃতগ্রন্থের চতুর্থ মিথ্যাত্বনিরুক্তিভঙ্গের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

১। **অনুবাদ**—সদ্‌বিবিক্তত্বই মিথ্যাত্ব, ইহাই মিথ্যাত্বের পঞ্চম লক্ষণ। এই পঞ্চম লক্ষণের খণ্ডনাভিপ্রায়ে মূলকার বলিতেছেন—**পঞ্চমেঽপি** ইত্যাদি। এই লক্ষণের ঘটক যে সৎপদ, তাহার অর্থ কি? তাহা কি সত্তাজাতিমদ্? অথবা অবাধ্য? কিংবা ব্রহ্ম?

প্রথমপক্ষ সঙ্গত নহে; কারণ, সত্তাজাতিমদ্ বস্তুই সৎ, আর এই সদ্‌ভিন্ন বস্তুই মিথ্যা—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন না; যেহেতু, পূর্ব্বপক্ষীও ঘটাদিতে সত্তাজাতি স্বীকার করেন। যাহা সত্তাজাতিমদ্, তাহাতে সত্তাজাতিমদ্‌বস্তুর ভেদ থাকিতে পারে না। "সৎ ন সৎ" এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে না; কারণ, ভেদ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের বিরোধী। সদ্‌ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম সত্ত্ব, তাহা ঘটাদিতে আছে বলিয়া সতের ভেদ ঘটাদিতে থাকিতে পারে না। সুতরাং লক্ষ্যমাত্রে লক্ষণ গেল না বলিয়া লক্ষণের অসম্ভব দোষই হইল।

এইরূপ দ্বিতীয়কল্পও সঙ্গত নহে, কারণ, 'অবাধ্যই সৎ' এইরূপ হইলে এই সদ্‌ভিন্ন বাধ্যই হইবে। আর বাধ্যত্ব যে মিথ্যাত্ব হইতে পারে না, তাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে বলাই হইয়াছে। প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই বাধ্যত্ব যে অসঙ্গত, তাহা দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণে বলা হইয়াছে, এবং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই বাধ্যত্ব, ইহাও যে অসঙ্গত, তাহা তৃতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে বলা হইয়াছে। আর ইহাই মূলকার এস্থলে বলিতেছেন—**তচ্চ নিরস্তম্** ইতি।

এইরূপ তৃতীয়কল্পও অসঙ্গত; কারণ, ব্রহ্মই যদি লক্ষণঘটক সৎ-পদের অর্থ হয়, তবে ব্রহ্মভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব বলিতে হইবে। প্রপঞ্চে এতাদৃশ মিথ্যাত্ব অনুমান করিতে গেলে সিদ্ধসাধনই হইবে। প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মভিন্ন, তাহা মূলকারের ইষ্টই বটে। আর সদ্‌বিবিক্তত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে, যাহা সদ্রূপ নহে, তাহাই মিথ্যা, ইহাই পাওয়া যায়। যাহা সদ্রূপ নহে, তাহা অত্যন্ত অসৎ। এই অত্যন্ত অসদ্‌বস্তুতে মিথ্যাত্ব-লক্ষণ যাইতেছে বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষই হইতেছে। নর-বিষাণাদিতে যে অসত্ত্ব আছে, তাহা সদ্রূপত্বাভাবই বটে, অন্য কোনরূপ অসত্ত্ব বলা যাইতে পারে না। প্রপঞ্চে এই সদ্‌বিবিক্তত্ব বা সদ্রূপত্বা-ভাব সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চের অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তিই হইয়াই পড়িবে। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**অত্যন্তাসত্ত্বাপাতাচ্চ**।

ব্রহ্মেও যে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে, ইহাই দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—**ব্রহ্মতে** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া সদ্রূপত্বও ব্রহ্মে নাই, সুতরাং ব্রহ্মে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল।

ইহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ব্রহ্মে সত্ত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া যদি তাহা সদ্রূপ না হয়, তবে সত্ত্ব ধর্ম্মেও সত্ত্ব নাই বলিয়া তাহা সদ্রূপ হইতে পারিবে না। সুতরাং যাহাতে সত্ত্ব ধর্ম্ম নাই, তাহা সদ্রূপ নহে, এই নিয়ম সত্ত্বধর্ম্মেই ব্যভিচারী হইল। আর সত্ত্ব ধর্ম্মে সত্ত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিলে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। সুতরাং "সত্ত্বং সৎ", এইরূপ অবাধিত প্রতীতিদ্বারা সত্ত্বেরও সদ্রূপতাসিদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মে সত্ত্ব ধর্ম্ম না থাকিলেও ব্রহ্ম সদ্রূপই হইবে, কিন্তু অসৎ হইবে না।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, অভিধেয়ত্বাদি ধর্ম্ম যেমন স্বাশ্রিত, এইরূপ সত্ত্ব ধর্ম্ম স্বাশ্রিত হইয়া থাকে। অভিধেয়ত্বও অভিধেয় হয় বলিয়া অভিধেয়ত্বে অভিধেয়ত্ব ধর্ম্ম আছে, স্বীকার করা হয়। এইরূপ সত্ত্বধর্ম্মও সৎ বলিয়া সত্ত্বেও সত্ত্বধর্ম্ম আছে, স্বীকার করা হয়। সুতরাং সত্ত্বে সত্ত্বধর্ম্ম না থাকিলেও তাহা যেমন সদ্রূপ, এইরূপ আর বলা যাইতে পারে না; কারণ, সত্ত্বেও সত্ত্ব ধর্ম্ম আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে সত্ত্ব ধর্ম্ম নাই; সুতরাং ব্রহ্মে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্য। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, অপ্রামাণিক আত্মাশ্রয়ই দোষ, প্রামাণিক হইলে তাহা দোষ নহে। এজন্য সত্ত্বে সত্ত্ব বা অভিধেয়ত্বে অভিধেয়ত্ব স্বীকার করিলেও দোষ হয় না, যেহেতু তাহা প্রমাণসিদ্ধ।

এক্ষণে মূলকার মিথ্যাত্বের পাঁচটী লক্ষণে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্লোকদ্বারা সংগ্রহ করিয়া দেখাইতেছেন—**তস্মাৎ** ইত্যাদি। অনির্ব্বাচ্যত্বই মিথ্যাত্ব, এইরূপ প্রথমলক্ষণে অপ্রসিদ্ধ্যাদি দোষ হইবে। অর্থাৎ সদ্ভিন্ন হইয়া অসদ্ভিন্ন কোন বস্তু প্রসিদ্ধ নাই। সৎও নহে, অসৎও নহে, এইরূপ কোন বস্তু হইতে পারে না। আর "প্রতীতেঃ প্রতিষেধ্যতা" এই দ্বিতীয়লক্ষণে এবং "স্বাশ্রয়েহত্যন্তবিরহঃ" এই চতুর্থলক্ষণে এবং "সদ্বিলক্ষণতা" এই পঞ্চম লক্ষণে লক্ষ্যের অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তি দোষ অপরিহার্য্য হইবে। দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম—এই তিন লক্ষণে একই দোষ। আর "ধীনাশ্যত্ব" এই তৃতীয় লক্ষণে লক্ষ্য অনিত্যই হইবে, কিন্তু মিথ্যা হইবে না। ইহাই হইল, লক্ষণপঞ্চকের দোষসংগ্রহ কারিকার তাৎপর্য্য।

ইহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষী মনে করেন যে, সিদ্ধান্তীও ত শুক্তিরজতাদির

অথ সামান্যতোমিথ্যাত্বভঙ্গঃ।

১। অস্তু বা মিথ্যাত্বং যৎকিঞ্চিৎ। তথাপি মিথ্যাত্বম্ অবাধ্যং বা বাধ্যং বা? আদ্যে অদ্বৈতহানিঃ। ন হি প্রপঞ্চোপাধিকং ভ্রমকালানিশ্চিতং তন্মিথ্যাত্বং নিরুপাধিক-ভ্রমকালনিশ্চিতাধিষ্ঠানব্রহ্মমাত্রম্। তস্য মাং প্রত্যপি সিদ্ধত্বাৎ। দৃশ্যত্বাদেঃ মিথ্যাত্বে এব ব্যভিচারশ্চ। মিথ্যাত্বস্য চ অদৃশ্যত্বে অনুমানবৈয়র্থ্যম্, তস্য সাধ্যজ্ঞপ্ত্যর্থত্বাৎ। অন্ত্যে সিদ্ধসাধনম্, অদ্বৈতশ্রুতেঃ অতত্ত্বাবেদকত্বঞ্চ স্যাৎ। জগচ্চ সত্যং স্যাৎ, আত্মবৎ। ন চ আত্মত্বম্ উপাধিঃ, সত্যত্বং বিনা তদ্বিরুদ্ধস্য মিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে ব্যাঘাতবৎ অজ্ঞাতৃত্বাদিরূপা-নাত্মত্বস্য অসত্যত্বং বিনা ব্যাঘাতাভাবেন উপাধেঃ অপ্রয়োজকত্বাৎ।

মিথ্যাত্বই স্বীকার করেন এবং সেই মিথ্যাত্বের লক্ষণও সিদ্ধান্তী প্রদর্শন করেন। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত লক্ষণে যে সমস্ত দোষ হইয়াছে, সিদ্ধান্তীর সম্মত মিথ্যাত্বলক্ষণেও ত সেই সমস্ত দোষই হইবে। সুতরাং ইহা কেবল পূর্ব্বপক্ষীর মতেই পর্য্যনুযোগ হইতে পারে না; এইরূপ আশঙ্কায় মূলকার বলিতেছেন—**মম তু** ইত্যাদি। সিদ্ধান্তীর অভিমত মিথ্যাত্ব, পূর্ব্বপক্ষী প্রপঞ্চে স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ, সিদ্ধান্তী অত্যন্ত অসত্ত্বকেই মিথ্যাত্ব বলেন। ইহা পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করিতে পারেন না এবং পূর্ব্বপক্ষীর সম্মত মিথ্যাত্বও সিদ্ধান্তী স্বীকার করিতে পারেন না; যেহেতু তাহাতে সিদ্ধান্তীর সিদ্ধান্তব্যাঘাত ঘটে; এজন্য পূর্ব্বপক্ষী, দোষসাম্যরূপ প্রতিবন্দী সিদ্ধান্তীর মতে উদ্ভাবন করিতে পারেন না।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম-বিরচিত ন্যায়ামৃতগ্রন্থের পঞ্চম মিথ্যাত্বনিরুক্তি-ভঙ্গের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

১। **অনুবাদ**—মূলকার এইরূপে মিথ্যাত্বনিরুক্তি খণ্ডন করিয়া

বলিতেছেন—যদি অদ্বৈতবাদিগণের মতানুসারে মিথ্যাত্ব স্বীকারও করা যায়, প্রদর্শিত লক্ষণলক্ষিত মিথ্যাত্ব না হইলেও তাহা অন্য কিছু হইবে, তথাপি দোষ অপরিহার্য্যই থাকিবে। কারণ, তাহাতে এইরূপ বিকল্প করা যায় যে, অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চের যে মিথ্যাত্ব স্বীকার করিতেছেন, তাহা অবাধ্য কি বাধ্য, অর্থাৎ সত্য কি মিথ্যা ?

যদি **পূর্ব্বপক্ষী মিথ্যাত্বকে অবাধ্য অর্থাৎ সত্য** বলেন, তবে ব্রহ্মাদ্বৈতের হানি হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র অবাধ্য বস্তু, এই অদ্বৈতমতের হানি হইবে। কারণ, ব্রহ্মের মিথ্যাত্ব ও ব্রহ্ম দুইটী সত্য-বস্তু হইল। যদি পূর্ব্বপক্ষিগণ, মিথ্যাত্ব অবাধ্য হইলেও তাহা ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন এবং এজন্য অদ্বৈতহানি হয় না—এরূপ বলেন, তদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে—**নহি প্রপঞ্চোপাধিকম্** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ বলিয়া কালাদিপ্রপঞ্চঘটিত ; এজন্য তাহা প্রপঞ্চোপাধিক। আর প্রপঞ্চগত মিথ্যাত্ব ভ্রমকালে অনিশ্চিত, অর্থাৎ রজতাদিগত মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম রজত-ভ্রমকালে নিশ্চিত হইতে পারে না। ভ্রমকালে মিথ্যাত্বের নিশ্চয় থাকিলে রজতার্থীর শুক্তিরজতাদিতে প্রবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য মিথ্যাত্ব, ভ্রমকালে অনিশ্চিত। আর ব্রহ্ম নিরুপাধিক, সুতরাং সোপাধিক মিথ্যাত্ব নিরুপাধিক ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে না। ব্রহ্ম ভ্রমের অধিষ্ঠান বলিয়া তাহা ভ্রমকালে নিশ্চিত। অধিষ্ঠান প্রকাশমান না হইলে ভ্রম হইতে পারে না। এজন্য ভ্রমকালে অনিশ্চিত মিথ্যাত্ব, ভ্রমকালে নিশ্চিত ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে না। কারণ, ভেদকধর্ম্ম থাকিলে অভেদ বলা যায় না।

আরও কথা এই যে, মিথ্যাত্বকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিলে সিদ্ধসাধনতা দোষও হইবে। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**তস্য মাং প্রত্যপি** ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে, মিথ্যাত্ব ব্রহ্মস্বরূপ বলিলে প্রপঞ্চ মিথ্যা, এই কথার অর্থ হইবে যে, প্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপবান্। আর এরূপ অর্থ মূলকারের অভীষ্টই বটে। কারণ, প্রপঞ্চ ব্রহ্মব্যাপ্য বলিয়া প্রপঞ্চেও ব্রহ্মের সত্তা আছে। এজন্য প্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপবান্—এইরূপ প্রতীতি সিদ্ধান্তীর ইষ্টই বটে।

আরও কথা এই যে, মিথ্যাত্বকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিলে মিথ্যাত্বসাধক

দৃশ্যত্বহেতু এই মিথ্যাত্বান্তর্ভাবেই ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে; কারণ, মিথ্যাত্বে দৃশ্যত্ব হেতু আছে, কিন্তু মিথ্যাত্বে মিথ্যাত্ব নাই, কিন্তু সত্যত্বই আছে। সুতরাং দৃশ্যত্বাদি হেতু, ব্রহ্মস্বরূপ সত্য মিথ্যাত্বে আছে বলিয়া মিথ্যাত্বের ব্যভিচারী হইল। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন— **মিথ্যাত্বে এব** ইত্যাদি।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন—মিথ্যাত্ব ধর্ম্মিতে সাধ্য মিথ্যাত্ব যেমন নাই, সেইরূপ দৃশ্যত্বাদি হেতুও নাই, সুতরাং মিথ্যাত্বান্তর্ভাবে ব্যভিচার হইবে কেন? এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন—**মিথ্যাত্বস্য চ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—মিথ্যাত্ব ধর্ম্মীতে দৃশ্যত্বাদি হেতু স্বীকার না করিলে, পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত মিথ্যাত্বানুমানই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। কারণ, মিথ্যাত্ব ধর্ম্মীতে দৃশ্যত্ব হেতু নাই, এ কথার অর্থ কি? ইহার অর্থ—মিথ্যাত্ব দৃশ্য নহে। অর্থাৎ মিথ্যাত্ব জ্ঞানের বিষয় হয় না। আর যাহা জ্ঞানেরই বিষয় হয় না, তাহা অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানের বিষয় হইবে কিরূপে? অনুমানপ্রদর্শন পক্ষে সাধ্যজ্ঞানের জন্য, আর সেই সাধ্য অদৃশ্য বা অজ্ঞেয়। সুতরাং অনুমানপ্রদর্শন সর্ব্বথা নিষ্ফল। **ইহাই হইল মিথ্যাত্বের সত্যত্বপক্ষে দোষ। আর ইহাই প্রথম বিকল্প।**

আর **পূর্ব্বপক্ষিগণ যদি মিথ্যাত্বকে মিথ্যা বলেন,** অর্থাৎ যদি দ্বিতীয়কল্প স্বীকার করেন, তবে সিদ্ধসাধন দোষ হইবে। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**অন্ত্যে সিদ্ধসাধনম্**। ইহার অর্থ—প্রপঞ্চনিষ্ঠ মিথ্যাত্ব যে বাধ্য, তাহা সিদ্ধান্তিগণও স্বীকার করেন। সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই যে, প্রপঞ্চ পরমার্থ সত্য, তাহাতে মিথ্যাত্ব ভ্রমকল্পিত। ভ্রমকল্পিত মিথ্যাত্ব বাধ্যই বটে। প্রপঞ্চের সত্যত্বপ্রতিক্ষেপক মিথ্যাত্ব বাধ্য বলিয়া তাহা সত্যত্বের প্রতিক্ষেপক হইতে পারিল না। সুতরাং প্রপঞ্চ পরমার্থ সত্যই রহিল। পূর্ব্বপক্ষী যদি প্রপঞ্চকে পরমার্থ সত্য স্বীকার করেন, তবে সিদ্ধসাধনই হইল।

আরও দোষ এই যে, অদ্বৈতশ্রুতি অতত্ত্বাবেদকও হইয়া পড়িবে। যাহা বাধ্য, তাহা তত্ত্ব হইতে পারে না; সুতরাং বাধ্য মিথ্যাত্বের প্রতিপাদক "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতির তত্ত্বাবেদকত্বরূপ প্রামাণ্য থাকিল না। আর তাহাতে জগৎসত্যত্বের অনুমান নির্ব্বাধ রহিল। অর্থাৎ ইহাতে এইরূপ জগৎসত্যত্বানুমান হইতে পারে যে—

জগৎ সত্যং ... ... (প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বাৎ ... (হেতু)
আত্মবৎ ... ... (উদাহরণ)

যাহার মিথ্যাত্বটী মিথ্যা, তাহা সত্য হইয়া থাকে, যেমন আত্মা। আত্মা সত্য বস্তু, তাহাতে মিথ্যাত্ব ভ্রমকল্পিত। এজন্য তাহা মিথ্যা; সুতরাং আত্মাতে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতুটী আছে এবং সত্যত্ব সাধ্যও আছে। যদি এই অনুমানে পূর্ব্বপক্ষী আত্মত্বকে উপাধি বলেন, অর্থাৎ আত্মত্ব ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত আত্মাতে আছে বলিয়া সাধ্যের ব্যাপক এবং পক্ষ প্রপঞ্চে নাই বলিয়া সাধনের অব্যাপক হইয়াছে; সুতরাং আত্মত্ব ধর্ম্ম সাধ্যের ব্যাপক ও সাধনের অব্যাপক হওয়ায় উপাধি হইল। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**ন চ আত্মত্বমুপাধিঃ** ইত্যাদি।

এস্থলে মূলকারের অভিপ্রায় এই যে, আত্মত্ব উপাধি উদ্ভাবন করিয়া পূর্ব্বপক্ষী এইরূপ প্রতিরোধ অনুমান করিবেন যে—

জগৎ সত্যং ন ... ... (প্রতিজ্ঞা)
অনাত্মত্বাৎ ... ... (হেতু)

ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত আত্মা; কিন্তু এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ, যাহা অনাত্মবস্তু, তাহা সত্য হইলে কোন ব্যাঘাতাদি দোষ নাই। সুতরাং প্রতিরোধানুমান অনুকূলতর্করহিত। এইজন্য আত্মত্বই সত্যত্বের প্রয়োজক নহে। সুতরাং আত্মত্বকে উপাধি বলা যায় না— যেহেতু তাহা অপ্রয়োজক।

ইহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—

প্রপঞ্চঃ সত্যঃ ... ... (প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্বাৎ ... (হেতু)

সিদ্ধান্তীর এই স্থাপনানুমানেও অপ্রয়োজকত্ব দোষ তুল্যই আছে, অর্থাৎ যাহাতে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব থাকিবে, তাহাতে সত্যত্ব না থাকিলে হানি কি? অর্থাৎ হেতু থাকুক, সাধ্য না থাকুক, তাহাতে ক্ষতি কি? হেতুর বিপক্ষবৃত্তিতার বাধক কোন তর্ক নাই।

পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ, কোন বস্তুর মিথ্যাভূত-মিথ্যাত্বকত্ব থাকিলে তাহার সত্যত্বেরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে; সুতরাং পুনর্ব্বার তাহাতে সত্যত্ব না থাকুক—এরূপ বলিলে ব্যাঘাতই হয়।

২। ন চ মিথ্যাত্বং ন ব্রহ্মমাত্রং, কিন্তু দ্বিতীয়াভাবোপলক্ষিতং ব্রহ্মেতি বাচ্যম্; উপলক্ষণে দ্বিতীয়াভাবে এব বাধ্যাঽবাধ্যবিকল্পাৎ। দ্বিতীয়াভাবাধিকরণতয়া, অবিদ্যাধি-

আর শঙ্কামাত্রই ব্যাঘাতাবধি; সুতরাং ব্যাঘাত হয় বলিয়া সিদ্ধান্তীর স্থাপনানুমানে ব্যভিচারশঙ্কাই উঠিতে পারে না। আর ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**সত্যত্বং বিনা** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যে কোন ধর্ম্মীতে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতু থাকিবে, অথচ তাহাতে সাধ্য সত্যত্ব থাকিবে না, এইরূপ বলিলে ব্যাঘাত হয়। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী স্বমতে এইরূপে ব্যাঘাত দেখাইতে পারেন না। আর তাহাই মূলকার বলিতেছেন—**অজ্ঞাতৃত্বাদি** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যদি পূর্ব্বপক্ষী এরূপ বলেন যে, পূর্ব্বপক্ষী যে প্রতিরোধানুমান করিয়াছেন, তাহাতেও ব্যাঘাতরূপ অনুকূল তর্ক আছে। কিন্তু এরূপ বলা যায় না; কারণ, যে কোন ধর্ম্মীতে অনাত্মত্ব হেতু থাকুক, অথচ সাধ্যের অভাব থাকুক, অর্থাৎ সত্যত্ব থাকুক, এরূপ বলিলে কোন ব্যাঘাত নাই।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ব্যাঘাত থাকিবে না কেন? যেহেতু অসত্যত্বই অনাত্মত্ব, আর সত্যত্বই আত্মত্ব, সুতরাং কোনও ধর্ম্মীতে অনাত্মত্ব থাকুক বলাতেই অসত্যত্ব থাকুক বলা হইয়াছে। তাহাতে পুনর্ব্বার সত্যত্ব থাকুক, এরূপ বলিলে ব্যাঘাতই হইবে। কিন্তু এরূপ বলা যায় না; কারণ, অনাত্মত্ব অসত্যত্বরূপ নহে। অনাত্মত্ব অজ্ঞাতৃত্বাদিরূপ। আর সত্যত্বও আত্মত্বরূপ নহে। কিন্তু অবাধ্যত্বই সত্যত্ব। সুতরাং অজ্ঞাতৃত্বাদিরূপ অনাত্মত্ব কোন ধর্ম্মীতে থাকিলেও তাহাতে অসত্যত্ব না থাকিলে কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে আত্মত্ব উপাধি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা অপ্রয়োজকই বটে। সার কথা এই যে, সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত অনুমানে প্রয়োজক আছে, পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে প্রয়োজক নাই।

২। **অনুবাদ**—যদি পূর্ব্বপক্ষিগণ মিথ্যাত্বকে সত্য বলিয়াই স্বীকার করেন এবং দ্বৈতাপত্তিভয়ে সেই মিথ্যাত্বকে ব্রহ্মস্বরূপ বলেন, এবং ব্রহ্মস্বরূপ বলিলে প্রদর্শিত দোষের সমাধানের জন্য এরূপ বলেন যে, সোপাধিক মিথ্যাত্ব নিরুপাধিক ব্রহ্মস্বরূপ না হইলেও তাহা দ্বিতীয়া-

ষ্ঠানতয়া, তৎসাক্ষিতয়া (১) চ ভাসমানচিদন্যস্য উপলক্ষ্যস্য অভাবেন দ্বিতীয়াভাবস্য উপলক্ষণত্বাযোগাচ্চ।

নন্বু রূপ্যধর্ম্মো মিথ্যাত্বমপি মিথ্যৈব। ন চ তথাত্বে রূপ্যস্য সত্যত্বং সত্যং স্যাদিতি বাচ্যম্। ধর্ম্মিণো মিথ্যাত্বে বিরুদ্ধয়োরপি ধর্ম্ময়োঃ মিথ্যাত্বাৎ। পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ একস্য অভাবে অন্যস্য সত্ত্বনিয়মস্তু যত্র ধর্ম্মী সত্যঃ (২) তত্রৈব। ন হি বন্ধ্যাসুতস্য শ্যামত্বাদ্যভাবে গৌরত্বং সত্যম্।

ভাবোপলক্ষিত ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে। আর এই দ্বিতীয়াভাবোপলক্ষিত ব্রহ্ম নিরুপাধিকও নহে, ভ্রমকালে নিশ্চিতও নহে। কারণ, উপলক্ষিতস্বরূপ যে নিরুপাধিক নহে, তাহা বলাই হইয়াছে। আর তাহা যে ভ্রমকালে অনিশ্চিত, তাহার কারণ, দ্বিতীয়রূপে প্রপঞ্চের ভ্রমকালে, প্রপঞ্চাভাবোপলক্ষিত ব্রহ্মস্বরূপ নিশ্চিত হইতেই পারে না; সুতরাং ভ্রমকালে যে নিশ্চিতত্ব এবং অনিশ্চিতত্বরূপ বৈলক্ষণ্য, তাহাও আর বলা যায় না। এইরূপ আশঙ্কাতে মূলকার বলিতেছেন—**ন চ মিথ্যাত্বং** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—তবে এতদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, পূর্ব্বপক্ষী যে দ্বিতীয়াভাবকে উপলক্ষণ বলিতেছেন—সেই দ্বিতীয়াভাবই ত মিথ্যাত্ব। আর তাহাতেই ত বাধ্য বা অবাধ্যরূপ বিকল্প সিদ্ধান্তী প্রদর্শন করিতেছেন। সুতরাং দ্বিতীয়াভাবোপলক্ষিত ব্রহ্মস্বরূপ বলাতে মিথ্যাত্বোপলক্ষিত ব্রহ্মস্বরূপই বলা হইল। তাহাতে মিথ্যাত্বটী মিথ্যাত্বোপলক্ষিত ব্রহ্মস্বরূপ—এইরূপই পূর্ব্বপক্ষীর কথা হইল। আর তাহাতে আত্মাশ্রয় দোষ সুস্পষ্টই হইল। ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**উপলক্ষণে** ইত্যাদি।

আরও কথা এই যে, দ্বিতীয়াভাব উপলক্ষণ হইতেও পারে না; কারণ, এই উপলক্ষণের উপলক্ষ্য কেহ নাই। ইহাই মূলকার দেখাইতেছেন—**দ্বিতীয়াভাবাধিকরণতয়া** ইত্যাদি। ইহার

১। অবিদ্যাসাক্ষীতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

২। ধর্ম্মী সন্ তত্রৈবেতি ক্বচিৎ।

অভিপ্রায় এই যে, উপলক্ষণ প্রসিদ্ধ ও উপলক্ষ্য অপ্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। এস্থলে ব্রহ্ম উপলক্ষ্য, তাহা দ্বিতীয়াভাবরূপ উপলক্ষণের জ্ঞানের পূর্ব্বেই জ্ঞাত আছে; সুতরাং উপলক্ষ্য হইতে পারে না। উপলক্ষণ জ্ঞানের পূর্ব্বে উপলক্ষ্য যে জ্ঞাতই আছে, তাহাই মূলকার দেখাইতে-ছেন—**দ্বিতীয়াভাব** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অভাবজ্ঞানে অধিকরণ-জ্ঞান কারণ হয় বলিয়া উপলক্ষণীভূত দ্বিতীয়াভাবের জ্ঞানের জন্য এই অভাবের অধিকরণীভূত শুদ্ধব্রহ্মের জ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং উপলক্ষণ জ্ঞানের পূর্ব্বে উপলক্ষ্য ব্রহ্মের জ্ঞান আবশ্যক হইতেছে; এজন্য দ্বিতীয়াভাব শুদ্ধব্রহ্মের উপলক্ষণ হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে, **অহমজ্ঞ** এইরূপ প্রাত্যক্ষিক প্রতীতির বিষয় অজ্ঞান বা অবিদ্যা হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বপক্ষিগণ স্বীকার করেন। এই অবিদ্যা শুদ্ধব্রহ্মে আরোপিত বা অধ্যস্ত। এই অধ্যস্ত অবিদ্যার প্রতীতি, অধিষ্ঠানীভূত শুদ্ধব্রহ্মের স্ফুরণ বিনা হইতে পারে না; সুতরাং অবিদ্যার আরোপের জন্য অধিষ্ঠানীভূত শুদ্ধব্রহ্মের জ্ঞান আবশ্যক। ইহাই মূলকার দেখাইতেছেন—**অবিদ্যাধিষ্ঠানতয়া** ইত্যাদি।

প্রকারন্তরে উপলক্ষ্য ব্রহ্মের স্ফুরণ দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতে-ছেন—**তৎসাক্ষিতয়া চ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অবিদ্যা কেবল-সাক্ষিবেদ্য বলিয়া, সাক্ষিরূপ জ্ঞানের বিষয় অবিদ্যা হইয়া থাকে। অবিদ্যা-বিষয়ক সাক্ষিজ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ, আর তাহা স্বপ্রকাশ। এজন্য তাহা সর্ব্বদা প্রকাশমান। সুতরাং দ্বিতীয়াভাব ব্রহ্মের উপলক্ষণ হইতে পারে না। এবং উপলক্ষণীভূত কাকদ্বারা গৃহগত উত্তৃণত্বাদি সংস্থানবিশেষ যেরূপ উপলক্ষ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্বিতীয়াভাবদ্বারা ব্রহ্মগত ধর্ম্মান্তরই উপলক্ষ্য হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**চিদন্যস্য** ইত্যাদি। ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে কোন ধর্ম্মান্তর নাই, এজন্য দ্বিতীয়াভাবের উপলক্ষ্য অপ্রসিদ্ধ।

মূলকারের পূর্ব্ব প্রদর্শিত অনুমান—

জগৎ সত্যং	...	...	(প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বাৎ	...	...	(হেতু)
আত্মবৎ	...	...	(উদাহরণ)

এই অনুমানে পূর্ব্বপক্ষী হেতুর ব্যভিচারদোষশঙ্কা করিতেছেন—**অনু**

রূপ্যধর্ম্ম ইত্যাদি। শুক্তিরজতগত মিথ্যাত্ব মিথ্যা বলিয়া মিথ্যাভূত-মিথ্যাত্বকত্ব হেতু শুক্তিরজতে আছে। অথচ সাধ্য সত্যত্ব শুক্তিরজতে-নাই। এজন্য শুক্তিরজতান্তর্ভাবে উক্ত হেতুর ব্যভিচার দোষ ঘটিতেছে। সুতরাং—

শুক্তিরজতগতমিথ্যাত্বং মিথ্যা ... (প্রতিজ্ঞা)
অবিদ্যমানধর্ম্মিকত্বাৎ ... (হেতু)

এইরূপ অনুমানদ্বারা শুক্তিরজতগত মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইতেছে।

এই পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত অনুমানে সিদ্ধান্তী প্রতিকূলতর্ক দেখাইতে-ছেন—**ন চ তথাত্বে** ইত্যাদি। "তথাত্বে" ইহার অর্থ—শুক্তিরজতগত মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে। সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব এই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের অভাব হইলে অন্যের সত্তা হইবে—ইহাই নিয়ম। সুতরাং শুক্তিরজতগত মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে শুক্তিরজতগত সত্যত্বের সত্যত্বাপত্তি হইবে। এজন্য পূর্ব্বপক্ষী যে,—

জগৎ সত্যং ... ... (প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বাৎ ... ... (হেতু)

এই সিদ্ধান্তীর অনুমানে ব্যভিচারশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা নিরস্ত হইল; কারণ, শুক্তিরজতে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতুই নাই। পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত রজতমিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বসাধক অনুমান প্রতিকূল-তর্কপরাহত। এই তর্কটী ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষী অদ্বৈতবাদী বলেন—সিদ্ধান্তীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ, শুক্তিরজতধর্ম্মীই মিথ্যা, এজন্য মিথ্যাধর্ম্মীতে প্রসক্ত পরস্পরবিরুদ্ধ সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ধর্ম্মদ্বয় মিথ্যাই হইবে। সত্যত্বের সত্যত্ব হইতে পারে না। ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**ধর্ম্মিণো মিথ্যাত্বে** ইত্যাদি।

ইহাতে যদি বলা যায়, পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটীর অভাবে অন্যের সত্তা হইবে—এইরূপ পূর্ব্বপ্রদর্শিত নিয়ম, সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব—এই উভয় ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে ভগ্ন হইবে। এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটীর অভাবে অন্যটীর সত্তা সেই স্থলেই হইবে, যেস্থলে ধর্ম্মী সত্য; কিন্তু যে স্থলে ধর্ম্মী মিথ্যা, সেই স্থলে এই নিয়ম স্বীকার করা যায় না। আর এই কথাই মূলকার **পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ** ইত্যাদি **তন্ত্রৈব** গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।

৩। ন বা স্বপ্নে জ্ঞাতস্য গজস্য মিথ্যাত্বে তত্রৈব জ্ঞাতঃ তদভাবঃ সত্যঃ ইতি চেৎ ন, প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বং হি মিথ্যাত্বম্। ন চ প্রতিযোগিত্বং ধর্ম্মান্তরবৎ ধর্ম্মিসত্ত্বা(৩)পেক্ষম্ ইতি অনির্ব্বাচ্যত্বভঙ্গে বক্ষ্যতে। ধর্ম্ম্যসত্ত্বে ধর্ম্মাসত্ত্বং তু ধর্ম্মিসত্ত্বাসাপেক্ষধর্ম্ম-বিষয়ং, মিথ্যাত্বং তু তৎপ্রতিকূলম্; অন্যথা সিদ্ধসাধনাৎ। কিঞ্চ প্রতিপন্নোপাধৌ অনিষিদ্ধং, প্রত্যুত বাধকজ্ঞানেন বিহিতমপি রূপ্যমিথ্যাত্বং যদি প্রাতিভাসিকরূপ্যসম্বন্ধমাত্রেণ প্রাতিভাসিকং, তর্হি সতি ব্রহ্মণি নিষিদ্ধাঃ অপি ধর্ম্মাঃ সন্তঃ স্যুঃ। রূপ্যাধিষ্ঠানশুক্তিরপি প্রাতিভাসিকী স্যাৎ। রূপ্যে প্রপঞ্চে চ সদ্‌বৈলক্ষণ্যং চ সৎ স্যাৎ। অসদ্‌বৈলক্ষণ্যং চ অসৎ স্যাৎ। অসতি চ সদ্‌বৈলক্ষণ্যম্ অসৎ স্যাৎ। রূপ্য-তন্মিথ্যাত্বয়োঃ মিথ্যাত্বে ভ্রান্তিবাধব্যবস্থা চ ন স্যাৎ। ত্বদুক্তেন ধর্ম্মিণো মিথ্যাত্বেন হেতুনা সাধ্যস্য মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বস্যাপি প্রাতিভাসিকত্বাপত্ত্যা হেতোঃ অত্যন্তাপ্রামাণ্যং চ স্যাৎ।৩

যদি বলা যায়, যেস্থলে ধর্ম্মী অসত্য, সেস্থলে এই নিয়ম কেন স্বীকার করা যায় না। এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন—**ন হি** ইত্যাদি। যেমন বন্ধ্যাপুত্রের শ্যামত্বাভাবপ্রযুক্ত গৌরত্ব সত্য হয় না, অথচ শ্যামত্ব ও গৌরত্ব ধর্ম্মের সহানবস্থানলক্ষণ বিরোধ আছে, এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের অসত্ত্বপ্রযুক্ত অন্যের সত্ত্ব বন্ধ্যাপুত্রে হয় না, যেহেতু বন্ধ্যাপুত্র ধর্ম্মীই অসৎ।

৩। **অনুবাদ**—যদি বলা যায়, গৌরত্ব ও শ্যামত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে সহানবস্থানরূপ বিরোধ থাকিলেও পরস্পর অভাবরূপ বিরোধ নাই; অর্থাৎ গৌরত্বের অভাবই শ্যামত্ব এবং শ্যামত্বের অভাবই গৌরত্ব এরূপ

৩। ধর্ম্মিসত্ত্বাসাপেক্ষমিতি কচিৎ দৃশ্যতে।

নহে। কিন্তু পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটী ধর্ম্মের অভাব হইলে অপর ধর্ম্মের সত্ত্বা হইবে, এইরূপ যে নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ কথার অর্থ—পরস্পর অভাবরূপ, কিন্তু সহানবস্থান বিরোধ নহে। গৌরত্ব ও শ্যামত্ব পরস্পর অভাবরূপ নহে। সুতরাং সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত নিয়মের কোন ব্যভিচার নাই। প্রকৃতস্থলে রজতগত মিথ্যাত্ব ও সত্যত্ব পরস্পর অভাবরূপ বলিয়া একটীর মিথ্যাত্বে অপরটীর সত্যত্ব হইবে। সুতরাং রজতমিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে রজতসত্যত্ব সত্যই হইবে—পরস্পর অভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটী ধর্ম্মের অভাব হইলে অপর ধর্ম্মের সত্ত্বই হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম, কিন্তু সিদ্ধান্তীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, এই নিয়মেও ব্যভিচার অপরিহার্য্যই হইবে। ইহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**ন বা স্বপ্নে** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—স্বাপ্নগজ ও স্বাপ্নগজাভাব পরস্পর অভাবরূপ বিরোধবান্ বটে, অথচ একের মিথ্যাত্বে অপরের সত্যত্ব হয় না বলিয়া প্রদর্শিত নিয়মের ব্যভিচার অপরিহার্য্যই বটে। সুতরাং শুক্তিরজতগত মিথ্যাত্ব ও সত্যত্ব উভয়ই মিথ্যা। যেহেতু উক্ত সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব অবিদ্যমান ধর্ম্মিক। যেমন স্বাপ্নগজের মিথ্যাত্ব ও মিথ্যাত্বাভাব উভয়ই মিথ্যা। কারণ, তাহারা অবিদ্যমানধর্ম্মিক। সুতরাং এইরূপ অনুমান হইবে যে,

শুক্তিরজতগতে মিথ্যাত্বসত্যত্বে মিথ্যা ... (প্রতিজ্ঞা)
অবিদ্যমানধর্ম্মিকত্বাৎ ... ... (হেতু)
স্বাপ্নগজমিথ্যাত্বতদভাববৎ ... ... (উদাহরণ)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সিদ্ধান্তীর জগৎসত্যত্বসাধক হেতু ব্যভিচারী। সিদ্ধান্তী বলিয়াছিলেন—

জগৎ সত্যং ... ... (প্রতিজ্ঞা)
মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বাৎ ... ... (হেতু)
আত্মবৎ ... ... (উদাহরণ)

এই মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব স্বাপ্নগজে থাকিলেও তাহার সত্যত্ব নাই। সুতরাং হেতু স্বাপ্নগজান্তর্ভাবে ব্যভিচারী। এইরূপ শুক্তিরজতেও ব্যভিচার বুঝিতে হইবে। শুক্তিরজতধর্ম্মীও অবিদ্যমান বলিয়া তাহার সত্যত্ব মিথ্যাত্ব উভয়ই মিথ্যা। ইহাই পূর্ব্বপক্ষিগণের অভিপ্রায়।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, ধর্ম্মী রজত মিথ্যা বলিয়া তদ্গত

সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব পরস্পরবিরহরূপ হইলেও উভয়ই মিথ্যা, যাহা পূর্ব্বপক্ষিগণ বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত; কারণ, ধর্ম্মী মিথ্যা হইলেও ধর্ম্মীর সত্তানিরপেক্ষ ধর্ম্মের সত্যত্ব হইতে পারে। সুতরাং—

রজতমিথ্যাত্বং মিথ্যা ... ... (প্রতিজ্ঞা)
অবিদ্যমানধর্ম্মিকত্বাৎ ... ... (হেতু)

এইরূপ অনুমান যাহা পূর্ব্বপক্ষী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপ্রয়োজক; কারণ, মিথ্যাত্ব অবিদ্যমানধর্ম্মিক হইলেও সত্য হইতে পারে। প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। আর এই প্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম, রূপাদি ধর্ম্মান্তরের ন্যায় ধর্ম্মীর সত্তাসাপেক্ষ নহে। আর এই কথা অনির্ব্বাচ্যত্বভঙ্গে বিশেষভাবে বলা যাইবে।

যদি বলা যায়, ধর্ম্মী না থাকিলে ধর্ম্মও থাকে না, এই যে নিয়ম, তাহার ত ভঙ্গ হইল। এইরূপ আশঙ্কাতে মূলকার বলিতেছেন— **ধর্ম্ম্যসত্ত্বে** ইত্যাদি। যে ধর্ম্ম ধর্ম্মীর সত্তাসাপেক্ষ, যেমন রূপাদি ধর্ম্ম, ঘটাদি ধর্ম্মীর সত্তাসাপেক্ষ, সেই ধর্ম্মীর অসত্ত্বে ধর্ম্মেরও অসত্তা হইয়া থাকে। মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম, রূপাদি ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মীর সত্তাসাপেক্ষ নহে। প্রত্যুত মিথ্যাত্বধর্ম্ম ধর্ম্মীর সত্ত্বের প্রতিকূল। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চধর্ম্মীর সত্ত্বের প্রতিক্ষেপক হইয়া থাকে। যদি অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব, প্রপঞ্চের সত্তার অবিরোধী বলা যায়, তবে সিদ্ধসাধন দোষই হইবে। সর্ব্বত্রই অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ ধর্ম্ম, ধর্ম্মী প্রতিযোগীর সত্ত্বের প্রতিকূল। যদি এস্থলে পূর্ব্বপক্ষিগণ তাহা স্বীকার না করেন, তবে প্রপঞ্চে প্রপঞ্চাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম প্রপঞ্চধর্ম্মীর সত্ত্বসহিষ্ণু স্বীকার করিলে পারিভাষিকত্বাপত্তি হইবে, অর্থাৎ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব পারিভাষিক স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিযোগীর সত্তার অবিরোধী অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব, দৃশ্যত্বহেতুদ্বারা প্রপঞ্চে সিদ্ধ হইলেও সিদ্ধসাধনতা দোষই হইবে।

আরও কথা এই যে, প্রাতিভাসিক রজতগত মিথ্যাত্ব, প্রতিপন্নো-পাধিতে নিষেধ্য নহে, রজতমিথ্যাত্ব রজতের ন্যায় নিষেধ্য হইতেই পারে না। বরং "মিথ্যৈব রজতং প্রত্যভাৎ" এইরূপ বাধজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাত্ব, বিহিতই হইয়া থাকে, তথাপি যদি প্রাতিভাসিক রজতসম্বন্ধমাত্রপ্রযুক্ত রজতমিথ্যাত্ব রজতের মত প্রাতিভাসিকই হয়, তবে পরমার্থ সত্য ব্রহ্মেও

নিষিধ্যমান দোষাদি ধর্ম্ম, পরমার্থ সত্য হইবে। কারণ, নিষেধ্যরূপে দোষাদি ধর্ম্ম, পরমার্থ সত্য ব্রহ্মসম্বন্ধী হইয়াছে। আর দোষাদিকে পরমার্থ সত্য স্বীকার করিলে অদ্বৈতহানি হইবে, এবং শুক্তিরজতের অধিষ্ঠান শুক্তিও, প্রাতিভাসিক রজতসম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রাতিভাসিক হইবে। এইরূপ শুক্তিরজতে ও প্রপঞ্চে পূর্ব্বপক্ষিসম্মত সদ্‌বৈলক্ষণ্য, পরমার্থ সত্য হইবে। সদ্‌বৈলক্ষণ্য সংসম্বন্ধিতাপ্রযুক্ত সংই হইবে। এইরূপ শুক্তিরজতে, প্রপঞ্চে ও ব্রহ্মে পূর্ব্বপক্ষিসম্মত অসদ্‌বৈলক্ষণ্যও অসংসম্বন্ধপ্রযুক্ত অসৎ হইবে।

এইরূপ অসৎ শশবিষাণাদিতে সদ্‌বৈলক্ষণ্যও অসৎসম্বন্ধিতাপ্রযুক্ত অসৎ হইবে। এইরূপে বহু অতিপ্রসঙ্গদোষ হইবে।

আরও কথা এই যে, শুক্তিরজত ও তাহার মিথ্যাত্ব, এই উভয়ই মিথ্যা হইলে ভ্রম ও বাধের ব্যবস্থা থাকিবে না। কারণ, মিথ্যাভূত বস্তুবিষয়ক জ্ঞানই ভ্রম। "ইদং রজতং" এই জ্ঞান মিথ্যাভূত রজতবিষয়ক বলিয়া ভ্রম। আর সত্যার্থবিষয়ক জ্ঞানই বাধ। "নেদং রজতং, ইদং রজতং মিথ্যা।" এইরূপ সত্যভূত রজতমিথ্যাত্ববিষয়ক জ্ঞানকে বাধ জ্ঞান বলা হয়। যদি রজত ও তদ্‌গত মিথ্যাত্ব, উভয়ই মিথ্যা হয়, তবে রজতজ্ঞান ও মিথ্যাত্বজ্ঞান উভয়ই মিথ্যাবিষয়ক বলিয়া ভ্রম। এজন্য ভ্রান্তি ও বাধব্যবস্থা থাকে না। ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**ভ্রান্তিবাধব্যবস্থা চ ন স্যাৎ**।

আরও কথা এই যে, পূর্ব্বপক্ষী মিথ্যাভূতধর্ম্মিকত্ব হেতুদ্বারা যেমন রজতমিথ্যাত্বেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ আমরাও সাধ্য রজতমিথ্যাত্বমিথ্যাত্বেরও মিথ্যাত্ব এবং তাহারও মিথ্যাত্ব, এইরূপ তাহারও মিথ্যাত্ব, ঐ হেতুদ্বারাই সিদ্ধ করিতে পারি। যেমন "রজতমিথ্যাত্বমিথ্যাত্বং মিথ্যা, মিথ্যাভূতরজতমিথ্যাত্বধর্ম্মিকত্বাৎ" এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, আর তাহাতে বহ্নির অনুষ্ণত্বসাধক কৃতকত্ব হেতুর মত মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বসাধক হেতুরও বাধিতার্থকত্বপ্রযুক্ত অত্যন্ত অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িবে। ইহাই **হুতভুজেন** ইত্যাদি **অপ্রামাণ্যং চ স্যাৎ** ইত্যন্তগ্রন্থের দ্বারা মূলকার বলিতেছেন।

যদিও পূর্ব্বপক্ষী সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য বলিয়া স্বীকার করেন, আর প্রপঞ্চান্তর্গত এই অনুমানেরও বাধিতত্ব পূর্ব্বপক্ষীর ইষ্টই বটে,

৪। হেতুকৃতস্য ধর্ম্মিমিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে ঘটরূপাদৌ ব্যভিচারাপত্ত্যা সত্যত্বাবশ্যম্ভাবাৎ বিরোধশ্চ স্যাৎ। ন চ ত্বন্মতে রূপ্যাদিকং বিয়দাদিকং বা বন্ধ্যাসুতবৎ নিঃস্বরূপম্। শূন্যবাদাপাতাৎ, স্বাপ্নস্যাপি কল্পিতত্বেন তদ্ধ্বংসাদেঃ মিথ্যাত্বে অপি তন্মিথ্যাত্বং স্বপ্নে প্রতীতমপি আত্মবৎ অবাধাৎ সত্যমেব। ন চ মিথ্যাত্বং প্রপঞ্চসমসত্তাকং, এবঞ্চ ন তাত্ত্বিকাদ্বৈতহানিঃ, নাপি সিদ্ধসাধনম্, ত্বন্মতে প্রপঞ্চে স্বসমসত্তাকমিথ্যাত্বাসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্। মিথ্যাত্বস্য ব্যাবহারিকত্বে তদ্‌বিরোধিনঃ অপ্রাতিভাসিকস্য অপনোদিত স্বতঃপ্রামাণ্যপ্রত্যক্ষাদিসিদ্ধস্য চ বিশ্বসত্যত্বস্য পারমার্থিকত্বাপাতাৎ। দ্বৈতাদ্বৈতপ্রমাণয়োঃ ব্যাবহারিকপারমার্থিকবিষয়ত্বেন ব্যবস্থোক্ত্যযোগাচ্চ।

তথাপি ব্যবহারদশাতেও ব্যাবহারিক বস্তুর প্রাতিভাসিকত্বসাধক হেতুর, অত্যন্ত অপ্রামাণ্যই হইয়া থাকে।

৪। **অনুবাদ**—শুক্তিরজতমিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বসিদ্ধির জন্য পূর্ব্বপক্ষী ধর্ম্মিমিথ্যাত্বকে অর্থাৎ মিথ্যাত্বযুক্ত ধর্ম্মিকত্বকে হেতু বলিয়াছেন। এই মিথ্যাত্বও যদি মিথ্যা হয়, তবে ব্যভিচার দোষ ঘটিবে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বপক্ষী **শুক্তিরজতমিথ্যাত্বং মিথ্যা, মিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্বাৎ** এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন। এই হেতুতে যে মিথ্যাত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা মিথ্যা কি সত্য? যদি পূর্ব্বপক্ষী মিথ্যা বলেন, তবে তাঁহার মতে হেতুর আকার হইবে যে, **মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্বাৎ** এইরূপ হেতু বিবক্ষা করিলে ঘটরূপাদিতে হেতুর ব্যভিচার দোষ ঘটিবে। ঘটরূপাদির ধর্ম্মী ঘট, এই ধর্ম্মী ঘটাদি ব্যাবহারিক বলিয়া ঘটাদির মিথ্যাত্বও মিথ্যাই বটে, সুতরাং ঘটীয়রূপে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্ব হেতু আছে। অথচ সাধ্য মিথ্যাত্ব নাই ; যেহেতু তাহা ব্যাবহারিক। কিন্তু

মিথ্যাত্ব প্রাতিভাসিক, এই প্রাতিভাসিকত্বরূপ মিথ্যাত্ব ঘটীয়রূপে নাই বলিয়া বিবক্ষিত হেতুর ব্যভিচার দোষ হইল।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্ব হেতুর ব্যভিচার দোষ হয় বলিয়া **সত্যভূতমিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্বকে** হেতু করেন, তবে বিরোধ দোষ ঘটিবে। ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**সত্যত্বাবশ্যম্ভাবাৎ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে, শুক্তিরজতগত মিথ্যাত্বকে পক্ষ করিয়া তাহাতে মিথ্যাত্বসিদ্ধির জন্য সত্যভূতমিথ্যাত্বোপেতধর্ম্মিকত্ব হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পক্ষীকৃত রজতমিথ্যাত্বে উক্ত হেতুটী আছে। আর তাহাতে রজতমিথ্যাত্বের ধর্ম্মী রজতে সত্যভূত মিথ্যাত্ব আছে। এইরূপে পক্ষে হেতুসিদ্ধির জন্য রজতগত মিথ্যাত্বটীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। রজতমিথ্যাত্ব সত্য না হইলে পক্ষে হেতুর সত্তাই সিদ্ধ হয় না। আর এই হেতুসিদ্ধির জন্য রজতমিথ্যাত্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া রজতমিথ্যাত্বের মিথ্যাত্বানুমান যদি এই হেতুদ্বারা করা যায়, তবে পক্ষে হেতু ও সাধ্যের সহানবস্থানলক্ষণ বিরোধ হইবে, অর্থাৎ হেতুসিদ্ধির জন্য রজতমিথ্যাত্বের সত্যত্ব ও সাধ্যসিদ্ধির জন্য রজতমিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিতে হয় বলিয়া পক্ষান্তর্ভাবে হেতুর সহিত সাধ্যের বিরোধ হইতেছে।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন, যেমন বন্ধ্যাপুত্রের শ্যামরূপাভাব থাকিলেও তাহাতে গৌররূপ সত্য নহে— এইরূপ প্রপঞ্চে সত্যত্বাভাব থাকিলেও মিথ্যাত্ব সত্য নহে, ইত্যাদি। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, পূর্ব্বপক্ষীর মতে বিয়দাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ বন্ধ্যাপুত্রের মত নিঃস্বরূপ নহে। কারণ, তাঁহারা ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের অসদ্বিলক্ষণরূপ স্বীকার করেন। এইরূপ শুক্তিরজতাদিও বন্ধ্যাপুত্রের মত নিঃস্বরূপ নহে। যেহেতু পূর্ব্বপক্ষিগণ শুক্তিরজতেরও প্রাতিভাসিকস্বরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। মূলগ্রন্থে যে **বিয়দাদিকং বা** বলা হইয়াছে, এই "বা" শব্দ উপমার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বিয়দাদির মত শুক্তিরজতাদি, বন্ধ্যাপুত্রের মত নিঃস্বরূপ নহে। সুতরাং বন্ধ্যাপুত্রের গৌরত্ব শ্যামত্ব দৃষ্টান্তে পূর্ব্বপক্ষী যাহা দেখাইতেছেন, তাহা অসঙ্গত। বন্ধ্যাপুত্র নিঃস্বরূপ, শুক্তিরজতাদি নিঃস্বরূপ নহে। সুতরাং

পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটীর মিথ্যাত্বে অপরটীর সত্যত্ব হয়, এই যে নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই নিয়মানুসারে শুক্তিরজততের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে শুক্তিরজতের সত্যত্বও সত্য হইবে—এই প্রতিকূলতর্কবশতঃ রজতমিথ্যাত্বের সত্যত্বই সিদ্ধ হইবে। সুতরাং মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বরূপ হেতুটী শুক্তিরজতে নাই বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী ব্যভিচার দেখাইতে পারেন না; অতএব **জগৎ সত্যং, মিথ্যাভূত-মিথ্যাত্বকত্বাৎ, আত্মবৎ** এইরূপ যে অনুমান সিদ্ধান্তী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গতই বটে। আর যদি পূর্ব্বপক্ষী শুক্তিরজত ও বিয়দাদিপ্রপঞ্চকে বন্ধ্যাপুত্রের মত নিঃস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন, তবে পূর্ব্বপক্ষীর মতে শূন্যবাদের আপত্তি হইবে।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটীর অভাবে অপরের সত্তা হয়,—এই নিয়মের ব্যভিচার দেখাইবার স্বাপ্নগজ ও তদভাবের কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ স্বাপ্নগজ ও তাহার অভাব উভয়ই মিথ্যা, এই উভয়ের একটীও সত্য নহে, সুতরাং প্রদর্শিত নিয়ম অসঙ্গত, ইত্যাদি, এক্ষণে মূলকার তাহার পরিহার বলিতেছেন—**স্বাপ্নস্যাপি কল্পিতত্বেন** ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে, স্বাপ্নগজ মিথ্যা বলিয়া স্বাপ্নগজপ্রতিযোগিক ধ্বংসও মিথ্যাই হইবে, সত্য হইবে না। প্রাতিভাসিক বস্তুর ধ্বংস হয় না। কিন্তু নিয়মে যে পরস্পর বিরহস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—পরস্পর অত্যন্তাভাবস্বরূপ। স্বাপ্নগজ মিথ্যা হইলেও স্বাপ্নগজের অত্যন্তাভাব সত্যই বটে। মূলগ্রন্থে যে **তন্মিথ্যাত্বং** বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ, স্বাপ্নগজের অত্যন্তাভাব। স্বাপ্নগজের ধ্বংস মিথ্যা হইলেও স্বাপ্নগজের অত্যন্তাভাব মিথ্যা নহে। তাহা আত্মার মত সত্যই বটে; আত্মা যেমন অবাধ্য বলিয়া সত্য, এইরূপ স্বাপ্নগজের অত্যন্তাভাবও অবাধ্য বলিয়া সত্য। ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**আত্মবৎ অবাধ্যাৎ সত্যমেব।**

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব বাধ্য কি অবাধ্য—এইরূপ প্রশ্নে আমরা বাধ্য কি অবাধ্য কিছুই বলি না, কেবল এই মাত্র বলি যে, প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব প্রপঞ্চের সামানসত্তাক। আর তাহাতে পূর্ব্বপ্রদর্শিত কোন দোষেরই সম্ভাবনা নাই। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**ন চ মিথ্যাত্বম্** ইত্যাদি। প্রপঞ্চসমসত্তাক

মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে মিথ্যাত্বকে ব্যাবহারিক বলা হইল। কারণ, প্রপঞ্চ ব্যাবহারিক। আর মিথ্যাত্ব ব্যাবহারিক হইল বলিয়া দ্বৈতাপত্তিও হইল না। কারণ, মিথ্যাত্ব ব্রহ্মসমসত্তাক নহে। আর প্রপঞ্চসমসত্তাক মিথ্যাত্বসাধন করিলে সিদ্ধসাধনতা দোষও হইবে না। কারণ, সিদ্ধান্তিগণ প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বই স্বীকার করেন। প্রপঞ্চসমসত্তাক মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্তিগণের ইষ্ট হইতে পারে না। মূলগ্রন্থে যে, **স্বমতে** বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—সিদ্ধান্তী দ্বৈতবাদীর মতে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, এইরূপ বলিলে প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বাপত্তিই হইবে।

যদি বলা যায়, মিথ্যাত্ব ব্যাবহারিক হইলে মিথ্যাত্ববিরোধী সত্যত্ব পারমার্থিক হইবে কেন? প্রাতিভাসিকও ত হইতে পারে। এজন্য মূলকার বলিতেছেন—**অপ্রাতিভাসিকস্ত।** ইহার অর্থ—প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ যে বিশ্বের সত্যত্ব, তাহা প্রাতিভাসিক নহে। প্রাতিভাসিক হইলে তাহা স্বতঃপ্রমাণ প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ হইত না। প্রপঞ্চে ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব আছে বলিয়া বিরোধিতাপ্রযুক্ত ব্যাবহারিক সত্যত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রপঞ্চ সত্যত্বগ্রাহক প্রত্যক্ষাদিদ্বারা প্রপঞ্চের পারমার্থিক সত্যত্বেরই সিদ্ধি হইবে। যাহা প্রাতিভাসিকও নহে এবং ব্যাবহারিকও নহে, তাহা পারমার্থিক সত্য। "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষই প্রপঞ্চের পারমার্থিক সত্যত্বের গ্রাহক। বলবৎ বাধক থাকিলে স্বতঃপ্রসক্ত প্রামাণ্যের অপবাদ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষে স্বতঃপ্রসক্ত প্রমাণ্যের অপবাদক বলবৎ কোন প্রমাণ নাই। ইহা "প্রত্যক্ষপ্রাবল্য" পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বলা হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রপঞ্চসমসত্তাক মিথ্যাত্বসিদ্ধি করিলেও তাহা ব্যাবহারিকই হইবে। আর তাহা জগতের পারমার্থিক সত্যত্বের অবিরোধী, সুতরাং সত্যত্বের অবিরোধী মিথ্যাত্বসিদ্ধি করিলে সিদ্ধসাধনতা দোষই হইবে।

আরও কথা এই যে, প্রপঞ্চমিথ্যাত্বকে ব্যাবহারিক বলিয়া স্বীকার করিলে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি জগন্মিথ্যাত্বপ্রতিপাদক অদ্বৈতশ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্বাপত্তি হইয়া পড়ে। অথচ পূর্ব্বপক্ষিগণ এই সমস্ত শ্রুতির তত্ত্বাবেদকত্বলক্ষণ প্রামাণ্য স্বীকার করেন। সুতরাং

৫। মিথ্যাত্বস্য প্রাতিভাসিকে ব্যাবহারিকতয়া, ব্যাবহারিকে চ প্রাতিভাসিকতয়া চ দৃষ্টত্বেন তয়োঃ তুল্যসত্তাকত্বাযোগাচ্চ, অন্যথা প্রপঞ্চে সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ বিধিসমুচ্চয়ো বা নিষেধসমুচ্চয়ো বা স্যাৎ। তথাচ—

মিথ্যাত্বং যত্ত্ববাধ্যং স্যাৎ, সদদ্বৈতমতক্ষতিঃ।
মিথ্যাত্বং যদি বাধ্যং স্যাজ্জগৎ সত্যত্বমাপতেৎ॥

ন চ মিথ্যাত্বস্য সত্যত্বমিথ্যাত্বাভ্যাং দূষণং নিত্যসমাজাতিঃ। স্বব্যাঘাতাদেঃ অভাবাৎ। উক্তং হি—

মিথ্যাত্বস্য হি মিথ্যাত্বে মিথ্যাত্বং বাধিতং ভবেৎ।
সত্যত্বস্য চ সত্যত্বে সত্যত্বং স্থাপিতং ভবেৎ॥ ইতি।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষীর স্বসিদ্ধান্তের ব্যাঘাতই হইতেছে। ইহাই মূলকার দেখাইতেছেন—**দ্বৈতাদ্বৈত** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—দ্বৈতগ্রাহী প্রমাণের বিষয় ব্যাবহারিক ও অদ্বৈতগ্রাহী প্রমাণের বিষয় পারমার্থিক, এইরূপ ব্যবস্থা যাহা পূর্ব্বপক্ষিগণ স্বীকার করেন, তাহা আর থাকিল না। অদ্বৈতগ্রাহী প্রমাণ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিরও বিষয় ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব হইল বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর ব্যবস্থাবিলোপ দোষ হইল।

৫। **অনুবাদ**—আরও কথা এই যে, প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদিতে মিথ্যাত্ব ব্যাবহারিকই বটে এবং ব্যাবহারিক ঘটাদিতে মিথ্যাত্ব প্রাতিভাসিকই বটে, ইহাই অনুভবসিদ্ধ; সুতরাং প্রপঞ্চ ও তাহার মিথ্যাত্ব তুল্যসত্তাক, এরূপ বলাই যাইতে পারে না; তথাপি পূর্ব্বপক্ষিগণ যে বলিয়াছেন, প্রপঞ্চসমসত্তাক মিথ্যাত্ব আমরা সাধন করিয়া থাকি, ইত্যাদি; কিন্তু এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষিগণ একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় সমানসত্তাক বলিয়া স্বীকার করেন, অর্থাৎ প্রপঞ্চে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব—উভয়ই সমানসত্তাক, অর্থাৎ ব্যাবহারিক বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাত্ত্বিক প্রপঞ্চেও

।কঞ্চ—

ধর্ম্মস্য তদতদ্রূপবিকল্পানুপপত্তিতঃ।

ধর্ম্মিণ স্তদ্‌বিশিষ্টত্বভঙ্গো নিত্যসমো ভবেৎ॥ ইতি তল্লক্ষণং ; ন চাত্র মিথ্যাত্বস্য সত্যত্বে ধর্ম্মিণঃ মিথ্যাত্ববৈশিষ্ট্য-ভঙ্গঃ উক্তঃ, কিন্তু অদ্বৈতহানিঃ। প্রত্যুত ভেদঃ কিং ভিন্নে উত অভিন্নে স্যাৎ ইতি ত্বদুক্তিরেব অভিন্নাদিরূপবিশিষ্টমাত্র-নিরাসকত্বেন স্বব্যাঘাতাপাতাৎ জাতিঃ। উক্তং হি—"এতামেব জাতিমবষ্টভ্য শুষ্কতর্কবাদিনাং বৌদ্ধচার্ব্বাক-বেদান্তিনাং বালব্যামোহহেতবঃ কণ্ঠকোলাহলাঃ" ইতি।

ইতি শ্রীমদ্‌ব্যাসতীর্থবিরচিত ন্যায়ামৃতে সামান্যতোমিথ্যাত্বভঙ্গঃ।

সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব তাত্ত্বিক, অথবা তাত্ত্বিক প্রপঞ্চে সত্যত্বাভাব ও মিথ্যাত্বাভাব—উভয়ই তাত্ত্বিক, এরূপও বলা যাইতে পারে, আর ইহাই মূলকার বলিয়াছেন—প্রপঞ্চে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের বিধিসমুচ্চয় ও নিষেধসমুচ্চয়ের আপত্তি হইবে।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন যে, প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা বলিয়া যে দোষ উদ্ভাবন, তাহা ধর্ম্মের তদ্রূপ ও অতদ্রূপ বিকল্পদ্বারা প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত দূষণসমূহ জাত্যুত্তরই বটে, কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত। ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**মিথ্যাত্বং যদ্যবাধ্যম্** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব যদি অবাধ্য, অর্থাৎ পরমার্থ সত্য হয়, তবে অদ্বৈতহানি হয়। আর প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্ব যদি বাধ্য, অর্থাৎ মিথ্যা হয়, তবে জগতের সত্যত্বাপত্তি হয়। এই প্রপঞ্চমিথ্যাত্বে সত্যত্ব-মিথ্যাত্ব বিকল্পদ্বারা যে দোষপ্রদর্শন, তাহা নিত্যসমাজাতি নহে ; কারণ, ইহাতে নিত্যসমাজাতির লক্ষণ নাই। যেহেতু সত্যত্ব-মিথ্যাত্ব বিকল্প করিয়া উভয় কল্পেই ধর্ম্মীতে ধর্ম্মবৈশিষ্ট্যের ভঙ্গ হয় নাই। মিথ্যাত্বের সত্যত্বপক্ষে অদ্বৈতমতেরই হানি হইয়াছে

আরও বিশেষ কথা এই যে, স্বব্যাঘাতক উত্তরই জাতি। প্রকৃতস্থলে সিদ্ধান্তীর কোন স্বব্যাঘাত নাই। এজন্য মূলকার বলিয়াছেন—**স্বব্যাঘাতাদেঃ অভাবাৎ** ইত্যাদি। মূলস্থিত এই আদিপদদ্বারা যুক্তাঙ্গহানি প্রভৃতি দোষ গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন স্বব্যাঘাত নাই, সেইরূপ যুক্তাঙ্গহানি প্রভৃতি দোষও নাই।

যদি বলা যায়, সিদ্ধান্তীর মতে স্বব্যাঘাত দোষ হইবে না কেন? এই প্রদর্শিত রীতি অনুসারে সত্যত্ব সত্য কি মিথ্যা—এইরূপ বিকল্প করিয়া দোষ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, কিন্তু এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব হইলে মিথ্যাত্ব যেমন বাধিত হয়, এইরূপ সত্যত্বের সত্যত্ব হইলে সত্যত্ব বাধিত হয় না। প্রত্যুত সত্যত্বের সত্যত্ব হইলে সত্যত্ব স্থাপিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন স্বব্যাঘাত দোষ নাই। এইরূপে যে স্বব্যাঘাত হয় না, তাহাতে আচার্য্যসম্মতি দেখাইতেছেন—**উক্তং হি** ইত্যাদি। বাদরত্নাবলীগ্রন্থে বিষ্ণুদাসাচার্য্য বলিয়াছেন—মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে যেমন মিথ্যাত্ব বাধিত হয়, সেইরূপ সত্যত্ব সত্য হইলে সত্যত্ব বাধিত হয় না, প্রত্যুত স্থাপিতই হইয়া থাকে। সুতরাং মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা বলিয়া যে দোষোদ্ভাবন, তাহা জাত্যুত্তর নহে। আর এইরূপে দোষোদ্ভাবন নিত্যসমাজাতির লক্ষণাক্রান্তও নহে। নিত্যসমাজাতির লক্ষণ বলিতেছেন—**ধর্ম্মস্য তদতদ্রূপ** ইত্যাদি। ধর্ম্মের তদতদ্রূপত্ব বিকল্পদ্বারা অনুপপত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মীর ধর্ম্মবৈশিষ্ট্য ভঙ্গ হইলে নিত্যসমাজাতি হয়। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের সত্যত্বমিথ্যাত্ববিকল্পে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সত্য হইলে ধর্ম্মীর মিথ্যাত্ববৈশিষ্ট্য ভঙ্গ হয় না। কিন্তু অদ্বৈতহানিই হইয়া থাকে। সুতরাং সিদ্ধান্তী জাত্যুত্তরবাদী নহেন।

সিদ্ধান্তী জাত্যুত্তরবাদী না হইলেও পূর্ব্বপক্ষী জাত্যুত্তরবাদীই বটে; কারণ, পূর্ব্বপক্ষিগণ যে সিদ্ধান্তিসম্মত ভেদখণ্ডনের জন্য ভেদ ভিন্নে থাকে কি অভিন্নে থাকে—এরূপ বিকল্প করিয়া যে দোষাভিধান করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বপক্ষীর স্বব্যাঘাতক বলিয়া জাত্যুত্তরই বটে। তাঁহারা বলেন—ভেদ ভিন্নে কি অভিন্নে? ভেদ ভিন্নে থাকিলে ভেদপরম্পরাকল্পনানিবন্ধন অনবস্থা, অভিন্নে ভেদ বলিলে বিরোধ হয়। এইরূপে দূষণাভিধান জাত্যুত্তরই বটে; কারণ,

ইহা স্বব্যাঘাতক। যেহেতু পূর্ব্বপক্ষিগণ যে ব্রহ্মকে অভিন্ন বলেন, সেস্থলেও এইরূপ বিকল্প করা যাইতে পারে যে, অভেদ কি ভিন্নে থাকিবে, অথবা অভিন্নে থাকিবে? অভেদ ভিন্নে থাকে, এই প্রথমপক্ষে বিরোধ। অভেদ অভিন্নে থাকে, এই দ্বিতীয়পক্ষে অভেদপরম্পরাকল্পনাপ্রযুক্ত অনবস্থা হয়।

আর এই অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে, জাত্যন্তরবাদী, তাহা যে কেবল আমরাই বলিতেছি, তাহা নহে; কিন্তু উদয়নাচার্য্যও অদ্বৈতবেদান্তিগণকে জাত্যন্তরবাদী বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পরমতনিরাকরণের সাধনরূপে এই নিত্যসমাজাতিকে অবলম্বন করিয়া শুষ্কতর্কবাদী, বৌদ্ধ, চার্ব্বাক ও বেদান্তিগণ উহাপোহরহিত বালকের বুদ্ধিসম্মোহনের জন্য কোলাহল করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে পণ্ডিতগণের বুদ্ধিব্যামোহ হয় না। কারণ, এইরূপে দূষণাভিধান যে স্বব্যাঘাতক, তাহা সুস্পষ্ট। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিত মিথ্যাত্বের পাঁচটী লক্ষণই অসঙ্গত এবং প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা, তাহাও নিরূপণ হইতে পারে না। মিথ্যাত্বের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব পক্ষে যে দোষ তাহা বলাই হইয়াছে।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মবিরচিত ন্যায়ামৃতগ্রন্থের বঙ্গানুবাদের সামান্যতঃ মিথ্যাত্বখণ্ডন সমাপ্ত।

ইতি দ্বিতীয়োভাগঃ।